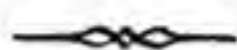


অষ্টম খণ্ড ।

বৃহদারণ্যকোপনিষদ্

(তৃতীয় ভাগ)



মহামহোপাধ্যায়

দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ত-তীর্থ-

কর্তৃক

অনূদিত ও সম্পাদিত ।

তৃতীয় সংস্করণ ।



প্রকাশক

শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার ।

দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিঃ

২১, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা ।

সন ১৩৩৯ সাল

সৰ্ববিশেষণোপলক্ষণার্থং সৰ্বাস্তরগ্রহণম্ । যৎ সাক্ষাৎ অব্যবহিতং অপরোক্ষাৎ অগৌণং, ব্রহ্ম বৃহত্তমম্ আত্মা সৰ্বশ্চ সৰ্বস্তাত্ত্বস্তরঃ, এতৈর্গুণৈঃ সমষ্টৈরুক্ত এবঃ । কোহসৌ তবাশ্চা ? যোহয়ং কার্য্যকরণসজ্জাতস্তব, স যেনাশ্বনা আশ্ববান্, ন এষ তবাশ্চা—তব কার্য্যকরণসজ্জাতস্তেত্যর্থঃ । তত্র পিণ্ডঃ, তস্তাত্ত্বস্তরে পিঙ্গাশ্চা করণসজ্জাতঃ, তৃতীয়ো যশ্চ সন্ধিহুমানঃ, তেষু কতমঃ যমাশ্চা সৰ্বাস্তরস্তয়া বিব-
ক্ষিতঃ—ইত্যুক্ত ইতর আহ—যঃ প্রাণেন মুখনাসিকাসঞ্চারিণা প্রাণিতি প্রাণচেষ্টাৎ কৰোতি, যেন প্রাণঃ প্রণীয়তইত্যর্থঃ ; স তে তব কার্য্যকরণসংঘাতস্ত আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ ; সমানমন্ত্ৰং । যঃ অপানেন অপানীতি, ব্যানেন ব্যানীতীতি ছান্দসং দৈৰ্ঘ্যম্ । সৰ্বাঃ কার্য্যকরণসজ্জাতগতাঃ প্রাণনাদিচেষ্টা দাক্ষযন্তস্তেব যেন ক্রিয়ন্তে —ন হি চেতনাবদনধিষ্ঠিতস্ত দাক্ষযন্তস্তেব প্রাণনাদিচেষ্টা বিত্তন্তে ; তস্মাদ্বিজ্ঞান-
ময়েন অধিষ্ঠিতং বিলক্ষণেন দাক্ষযন্তবৎ প্রাণনাদিচেষ্টাৎ প্রতিপত্ততে ; তস্মাৎ সোহস্তি কার্য্যকরণসজ্জাতবিলক্ষণঃ, যশ্চেষ্টয়তি ॥১৬৮॥১॥

টীকা । ভূজুপ্রগ্ননির্ণয়ানন্তরং মপণকার্থঃ । সংবোধনমভিমুখীকরণার্থম্ । ত্রষ্ট্রব্যবহিতমিত্যুক্তে পটাদিবদব্যবধানং গৌণমিতি শক্যেত, তন্নিরাকর্তুমপরোক্ষাদিত্যুক্তম্ । মুণ্যমেব ত্রষ্ট্রব্যবহিতং স্বরূপং ব্রহ্ম । তথা চ, ত্রষ্ট্রধীনসিদ্ধত্বাভাবাৎ স্বতোহপরোক্ষমিত্যর্থঃ । শ্রোত্রং ব্রহ্ম মনো ব্রহ্মেত্যাদি যথা গৌণং, ন তথা গৌণং ত্রষ্ট্রব্যবহিতং ব্রহ্মা দ্বিতীয়ত্বাদিত্যাহ—ন শ্রোত্রেতি । উক্তমব্যবধানমাকাঙ্ক্ষারাহনস্তরবাকোন সাধয়তি—কিং তদিত্যাदिना । তস্ত পরিচ্ছিন্নত্ব-
শকাৎ বারয়তি—সর্বশ্চেতি । সৰ্বনামভাঃ প্রত্যগ্ ব্রহ্ম বিশেষ্যঃ সমর্প্যতে, ইতরৈস্ত শব্দৈ-
র্বিবেষণানীতি বিভাগমভিপ্রেত্যাহ—যদ্যঃশব্দাভ্যামিতি । ইতিরুচাত ইত্যনেন সংবধ্যতে । ইতিশব্দো দ্বিতীয়ঃ অগ্নসমাপ্তার্থঃ । তমেব অগ্নং বিবৃণোতি—বিস্পষ্টেমিতি । ১

ত্বমর্থে বাক্যার্থায় যোগ্যো পৃষ্টে তৎপ্রদর্শনার্থঃ প্রত্নাভিমবতারয়তি—এবমুক্ত ইতি । সৰ্বাস্তর ইতি বিবেষোক্ত্যা । অগ্নস্ত বিবেষান্তরাণামনাপ্তানাশকাহ—সর্ববিবেষণেতি । এষ সস্তান্তর ইতিভাগস্তার্থঃ বিবৃণোতি—যৎ সাক্ষাদিতি । এষ-শব্দার্থঃ অগ্নপূর্বকমাহ—কোহ-
সাবিতি । আশ্বশব্দার্থঃ বিবৃণোতি—যোহয়মিতি । বেনেত্যত্র নশব্দো ত্রষ্ট্রবাঃ । বস্তার্থঃ
স্পষ্টয়তি—তবেতি । অগ্নাস্তরমুখাপ্য প্রতিবক্তি—তদ্রোত্যাदिना । সস্তান্তরস্তবাস্ত্রোক্তে
সত্তীতি যাবৎ । তৃতীয়ো মাতৃ-সাক্ষী প্রণীয়তে প্রাণনবিশিষ্টঃ ক্রিয়ন্ত ইতি যাবৎ । কথমেতাবতা
সন্দেহোহপাকৃত ইত্যশঙ্ক্য বিবক্ষিতমনুমানং বক্তুং ব্যাখ্যিনাহ—সৰ্বা ইতি । বা ঋতচেতন-
প্রবৃত্তিঃ সা চেতনাধিষ্ঠানপুলিকা, যথা রথাদিপ্রবৃত্তিরিত্যর্থঃ । সেন ক্রিয়ন্তে সোহস্তীতি সংবন্ধঃ ।
দৃষ্টান্তস্ত সাধ্যবৈকল্যং চেতনাধিষ্ঠানং পরিহরতি—ন হীতি । সংপ্রত্যনুমানমারচয়তি—
তস্মাদিতি । বিমতা চেষ্টা চেতনাধিষ্ঠানপুলিকাচেতনপ্রবৃত্তিহাদ্রথাদিচেষ্টাবদিত্যর্থঃ । প্রতি-
পত্ততে প্রাণাদীতি শেষঃ । অনুমানকলমাহ—তস্মাৎ সোহস্তীতি । চেষ্টয়তি কার্য্যকরণসংঘাত-
মিতি শেষঃ ॥১৬৮॥১॥

ভাষ্যানুবাদ :—অতঃপর, এই উষন্তনামক চাক্রায়ণ—চক্রাধির পুত্র পূর্বোক্ত যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন । যে ব্রহ্ম সাক্ষাৎ—কোন বস্তু দ্বারা ব্যবহৃত নয়, এমন অপরোক্ষ অর্থাৎ দ্রষ্টার মুখ্য প্রত্যক্ষাত্মক, কিন্তু ‘শ্রোত্রই ব্রহ্ম, মনই ব্রহ্ম’ ইত্যাদিস্থানীয় ব্রহ্মের জ্ঞান ইহা গোণ বা অমুখ্য ব্রহ্ম নহে । ভাল, তাহা কি ? না, তাহা আত্মা । আত্মা-শব্দে এখানে প্রত্যক্-আত্মা বুঝাই-তেছে ; কারণ, আত্মা-শব্দটি ঐরূপ অর্থেই প্রসিদ্ধ ; সর্বাস্তুর অর্থ—সকলের অভ্যন্তরস্থ ; [ক্রৌবলিজ] ‘যৎ’ ও [পুংলিজ] ‘যঃ’ শব্দ থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, প্রসিদ্ধ আত্মা ও ব্রহ্ম একই বস্তু, (কিন্তু কেহ কাহারো অতিরিক্ত নহে) ; সেই সর্বপ্রেরক আত্মার স্বরূপ আমাকে ব্যাখ্যা করিয়া বলুন—বেশ স্পষ্ট করিয়া—শৃঙ্গে ধরিয়া যেমন গরু দেখায়, তেমনি ‘ইহাই সেই আত্মা’ এইরূপ করিয়া আমার নিকট বলুন । ১

এই কথার উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—ইহাই তোমার জিজ্ঞাসিত সর্বাস্তুর—সকলের অভ্যন্তরস্থ আত্মা ; যাহা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে—ইন্দ্রিয়াদিকৃত ব্যবধান রহিতভাবে মুখ্য ব্রহ্ম—সর্বাণেশ্বর বৃহৎ ও সর্বাস্তুর—সকলের অভ্যন্তরস্থ অর্থাৎ উক্ত সমস্ত বিশেষণ-বিশিষ্ট আত্মা । এখানে ‘সর্বাস্তুর’ বিশেষণটি অপরাপর আত্মাগুলোরও সম্বন্ধজ্ঞাপক । তুমি যে আত্মার নির্দেশ করিয়াছ, সেই আত্মাটি কে ? তোমার এই যে দেহেন্দ্রিয়-সমষ্টি, ইহা যে আত্মা দ্বারা আত্মবান্ (চেত-নাগ্ৰহণমান হইতেছে), তাহাই তোমার অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়সমষ্টির সর্বাস্তুর আত্মা । প্রথমে স্থূল দেহপিণ্ড, তাহার অভ্যন্তরে ইন্দ্রিয়াদি-সমষ্টিভূত লিঙ্গাত্মা (সূক্ষ্ম দেহ), এবং যে আত্মার সম্বন্ধে সন্দেহ হইতেছে, তাহা হইতেছে তৃতীয় ; এই তিনটির মধ্যে কোন্টিকে তুমি আমার সর্বাস্তুর আত্মা বলিয়া বুঝাইতে ইচ্ছা করিতেছ ? উষন্ত এই কথা বলিলে পর, যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—যে আত্মা মূখ ও নাসিকাপ্রভৃতি স্থানে সঞ্চরণশীল প্রাণের দ্বারা প্রাণন করিতেছে—প্রাণ-চেষ্টা করিতেছে, অর্থাৎ এই প্রাণ যাহার দ্বারা স্বকার্য্যে প্রেরিত হইতেছে, তাহাই হইতেছে—দেহেন্দ্রিয়-সংঘাতময় তোমার বিজ্ঞানময় (জীবরূপী) আত্মা ; পরবর্তী অন্ত্রাণ্ড অংশের অর্থও এতদনুরূপ । যিনি অপানবায়ু দ্বারা অপানব্যাপার করিয়া থাকেন, এবং যিনি ব্যান বায়ু দ্বারা ব্যানচেষ্টা করিয়া থাকেন, (তাহাই তোমার অভিমত সর্বাস্তুর আত্মা) ; ‘অপানীতি’ ও ‘ব্যানীতি’ পদ দুইটির হ্রস্ব ইকার বৈদিক নিয়মানুসারে দীর্ঘ হইয়াছে । বুঝিতে হইবে যে, দাক্ষময় যন্ত্রের জ্ঞান দেহে-ন্দ্রিয়াদিতে প্রাণনাদি (শ্বাসপ্রশ্বাসাদি) সমস্ত চেষ্টা যাহার সাহায্যে নিষ্পন্ন

হইয়া থাকে,—দারুয়ন্ত যেমন কোনও চেতনকর্তৃক অধিষ্ঠিত বা পরিচালিত না হইয়া কোন প্রকার চেষ্টা করিতে সমর্থ হয় না, তেমনি প্রাণাদি করণবর্গও অপর কোনও চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে স্বাসপ্রশ্বাসাদি নিজ নিজ ক্রিয়া সম্পাদন করিতে পারে না; বৃথিতে হইবে যে, অচেতন-বিলক্ষণ (চেতন) বিজ্ঞানময় জীবাশ্মাকর্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়াই প্রাণাদি-করণবর্গ কাঠনির্মিত যন্ত্রের ন্যায় নিজ নিজ প্রাণনাদি ব্যাপার সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়। অতএব [স্বীকার করিতে হইবে যে,] দেহেন্দ্রিয়াদি-বিলক্ষণ এমন একটি পদার্থ (চেতন আত্মা) নিশ্চয়ই আছে, যাহা অভ্যন্তরে থাকিয়া প্রাণনাদি কার্য্য নির্বাহ করিতেছে ॥১৬৮॥১॥

স হোবাচোষস্তশ্চাক্রায়ণো যথা বিক্রয়াদসৌ গৌরসাবশ্ব ইত্যেবমেবৈতদ্ব্যপদিষ্টং ভবতি বদেব সাক্ষাদপরোক্ষাদব্রহ্ম,—য আত্মা সর্বান্তরন্তঃ মে ব্যাচক্ষেতি, এষ ত আত্মা সর্বান্তরঃ, কতমো যাজ্ঞবল্ক্য সর্বান্তরঃ ।

ন দৃষ্টেদ্রষ্টারং পশ্যেদ্র পশ্যেতঃ শ্রোতারশৃণুয়াঃ ন মতেস্মান্তরং মন্বীথা ন বিজ্ঞাতের্বিজ্ঞাতারং বিজানীয়াঃ । এষ ত আত্মা সর্বান্তরোহতোহন্যদার্তম্, ততো হোষস্তশ্চাক্রায়ণ উপররাম ॥১৬৯॥২॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদি তৃতীয়াধ্যায়স্ত চতুর্থঃ ব্রাহ্মণম্ ॥৩॥৪॥

সব্বলার্থঃ ।—[ইতোহপি বিস্পষ্টতয়া আত্মস্বরূপপ্রদর্শনায় যাজ্ঞবল্ক্যং নিযোজয়িতুন্ম উষন্তঃ প্রক্রমতে “স হোবাচ” ইত্যাদি] । সঃ (উষন্তঃ) চাক্রায়ণঃ উবাচ হ—যথা [কশ্চিৎ]—‘অসৌ গোঃ, অসৌ অশ্বঃ’ ইতি বিক্রয়াৎ (‘অসৌ’-পদেন পরোক্ষতয়া নির্দেশেৎ), এবমেব (যথোক্তগবান্বনির্দেশবৎ এব) এতৎ (ব্রহ্ম) ব্যপদিষ্টং (ত্বয়া উপদিষ্টং) ভবতি, [অপরোক্ষতয়া ব্রহ্ম প্রতিপাদয়িতুং প্রবৃত্তেন ত্বয়া যৎ প্রাণনাদি-চেষ্টা দ্বারা পরোক্ষতয়া প্রতিপাদিতং, নৈতৎ শ্রাব্যমমুষ্ঠিতমিতি ভাবঃ] ; [অতঃ] যৎ এব (নিশ্চয়ে) সাক্ষাৎ অপরোক্ষাৎ (অপরোক্ষং) ব্রহ্ম, যঃ আত্মা সর্বান্তরঃ, তৎ (আত্মানং) মে (মহ্যং) ব্যাচক্ষ (স্পষ্টং কথয়), [যদি শক্লোষি ইতি ভাবঃ] । [এবমুক্তঃ যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] এষঃ (বক্ষ্যমাণঃ) তে (তব) দেহেন্দ্রিয়-সমুদায়াক্রান্ত সর্বান্তরঃ আত্মা । [উষন্তঃ তদ্বিশেষ-জিজ্ঞা-

সয়া পুনরাহ—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, কতমঃ সৰ্বাস্তরঃ ? (স্থূল-সূক্ষ্মদেহ-বিজ্ঞাতৃষু মধ্যে কঃ ত্বয়া সৰ্বাস্তরো বিবক্ষিতঃ ?) [অবিশেষস্ত আত্মনঃ ঘটাদিষং ইদন্তুয়া নির্দেষ্টু-মশক্যতয়া পরোক্ষতয়ৈব তং বিজ্ঞাপয়িষ্যন্ যাজ্ঞবল্ক্য আহ—হে উষন্ত,] দৃষ্টেঃ (বুদ্ধিবৃত্তেঃ) দ্রষ্টারং (স্ব-প্রকাশেন প্রকাশয়ন্তং) ন পশ্বেঃ (দৃষ্টিবিষয়ং ন কুর্যাঃ, “যেনেদং জানতে সৰ্বং, তং কেনাগ্ণেন জানতাম্” ইত্যাশয়ঃ) ; তথা শ্রুতেঃ (শ্রবণজ্ঞজ্ঞানস্ত) শ্রোতারং ন শৃণুয়াঃ ; মতেঃ (মনোবৃত্তেঃ) মন্তারং (প্রকাশকং) ন মন্বীথাঃ ; তথা, বিজ্ঞাতেঃ (বুদ্ধিবৃত্তেঃ) বিজ্ঞাতারং (অনু-ভবিতারং) ন বিজানীয়াঃ (ন প্রকাশয়েঃ, প্রকাশকাস্তুরাভাবাদিত্যর্থঃ) । এষঃ (যথোক্তঃ) সৰ্বাস্তরঃ, তে (তব) আত্মা, (যঃ ত্বয়া পৃষ্টে) ; অতঃ (যথোক্তাদ্ আত্মনঃ) অন্তং (ভিন্নং দেহাদি) আত্মং (বিনাশশীলমিত্যর্থঃ) । ততঃ (তস্মা-দাত্মনঃ প্রলার্থনির্ণয়াৎ) উষন্তঃ চাক্রায়ণঃ উপররাম (বিরতো বভূব ইত্যর্থঃ) ॥১৬৯॥২॥

মূলানুবাদ :—আত্মার স্রুপটি আরও বিশেষভাবে প্রকাশ করিবার জন্য উষন্ত পুনশ্চ যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন । উষন্ত-নামক চাক্রায়ণ বলিলেন—যেমন কোন লোক [দূরবর্তী গো, অশ্ব প্রভৃতির পরিচয় দিবার সময়] বলিয়া থাকে যে, এইরকম প্রাণীর নাম গো, আর এইরকম প্রাণীর নাম অশ্ব ; তোমার প্রদত্ত আত্মতত্ত্বোপদেশও ঠিক তদ্রূপই হইয়াছে ; অর্থাৎ প্রত্যক্ষনং নির্দেশ করিতে যাইয়া অবশেষে এইরূপ কতকগুলি কার্য্য দ্বারা তাহার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে ; ইহা তোমার পক্ষে গ্ৰাহ্য কার্য্য হয় নাই ; [অতএব] যাহা ঠিক সাক্ষাৎ অপরোক্ষ (প্রত্যক্ষ) ব্রহ্ম, যাহা সর্বান্তর আত্মা, তাহাই আমাকে বিশেষ করিয়া বল । [তদুত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] ইহাই—আমি যাহার কথা বলিয়াছি, ঠিক তাহাই তোমার অভিপ্রেত সর্বান্তর আত্মা ; কিন্তু তাহার সম্বন্ধে ইহার অধিক আর কিছু বলিতে পারা যায় না ; অতএব দৃষ্টির অর্থাৎ চক্ষুরিন্দ্রিয়জ জ্ঞানের যিনি দ্রষ্টা—প্রকাশক, তাহাকে দেখিবে না অর্থাৎ তাহাকে দর্শন করিবার জন্য প্রয়াস পাইবে না ; শ্রবণেন্দ্রিয়জ জ্ঞানের প্রকাশককে শ্রবণ করিবে না ; মতির—মনোবৃত্তি সংশয়াদির প্রকাশককে মনের দ্বারা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিবে না, এবং

বিজ্ঞাতীর—কর্তব্যাকর্তব্য-নির্দ্ধারক বুদ্ধিবৃত্তির বোদ্ধাকে বুদ্ধি দ্বারা জানিবে না । [যাহা বলিলাম,] ইহাই তোমার জিজ্ঞাসিত সর্বাস্তুর আত্মা ; তদ্ভিন্ন আর যা'কিছু, সমস্তই আর্ত—ধ্বংসশীল । ইহার পর উষন্ত চাক্রায়ণ প্রশ্ন হইতে নিবৃত্ত হইলেন ॥ ১৬৯ ॥ ২ ॥

ইতি তৃতীয়াধ্যায়ে চতুর্থ ব্রাহ্মণ ব্যাখ্যা ॥ ৩ ॥ ৪ ॥

শাক্ষর-ভাষ্যম্ :—স হোবাচ উষন্তচাক্রায়ণঃ—যথা কশ্চিদনুত্তম প্রতিজ্ঞায় পূর্বম্, পুনর্বিপ্রতিপন্নো ক্রয়াদনুত্তম—অসৌ গোঃ, অসাবশ্যঃ, যশ্চলতি ধাবতীতি বা ; পূর্বং প্রত্যক্ষং দর্শয়ামীতি প্রতিজ্ঞায়, পশ্চাৎ চলনাদিলিঙ্গৈঃ ব্যপ-
দিশতি—এবমেব এতদ্ ব্রহ্ম প্রাণনাদিলিঙ্গৈর্ব্যপদিষ্টং ভবতি ত্বয়া ; কিং বহুনা, তাক্ষা গো-তৃক্ষানিমিত্তং ব্যাঙ্কম্, যদেব সাক্ষাদপরোক্ষাদ ব্রহ্ম, য আত্মা সর্বাস্তরঃ, তৎ মে ব্যাচক্ষেতি । ইতর আহ—যথা ময়া প্রথমং প্রতিজ্ঞাতং—তব আত্মা এবং-
লক্ষণ ইতি, তাং প্রতিজ্ঞামনুবর্ত্তএব—তৎ তথৈব, যথোক্তং ময়া । ১

টীকা । প্রশ্নপ্রতিবচনয়োঃ ননুরূপত্বমাশঙ্কতে—স হোবাচেতি । দৃষ্টান্তমেব স্পষ্টয়তি—
অসাবিত্যাদিনা । প্রত্যক্ষং বা দর্শয়ামীতি পূর্বং প্রতিজ্ঞায় পশ্চাৎ—যশ্চলতাসৌ গোঃ, যো বা
ধাবতি সোঃ, ইতি চলনাদিলিঙ্গৈর্ব্যপা গবাদি ব্যপদিশতি, এবমেব ব্রহ্ম প্রত্যক্ষং দর্শয়ামীতি
মৎপ্রশ্নানুসারেণ প্রতিজ্ঞায় প্রাণনাদিলিঙ্গৈস্তদ্ব্যপদিশতন্তে প্রতিজ্ঞাহানিরনবধেয়বচনতা চ স্তাদি-
তার্থঃ । প্রতিজ্ঞাপ্রশ্নানুসর্ত্তব্যৌ বুদ্ধিপূর্বকারিণেতি কলিতমাহ—কিং বহুনেতি । প্রত্যুক্তি-
তৎপর্যমাহ—যথেনিতি । প্রতিজ্ঞামনুবর্ত্তনমেবাভিনয়তি—তত্ত্বথেনিতি । ১

যৎ পুনরুক্তম্—তমাশ্রানং ঘটাদিবদ্বিষয়ীকুরু ইতি, তদশক্যত্বাৎ ন ক্রিয়তে ।
কস্মাৎ পুনস্তদশক্যমিত্যাহ—বস্তু-স্বাভাব্যাৎ । কিং পুনস্তদ্বস্তুস্বাভাব্যম্ ? দৃষ্টাদি-
দ্রষ্টৃত্বম্ ; দৃষ্টেদ্রষ্টা হ্যাত্মা । দৃষ্টিরিত্তি দ্বিবিধা ভবতি—লৌকিকী পারমাণিকী
চেতি । তত্র লৌকিকী চক্ষুঃসংযুক্তাস্তঃকরণবৃত্তিঃ, সা ক্রিয়ত ইতি জায়তে বিন-
শ্ৰুতি চ ; যা তু আত্মনো দৃষ্টিরগ্ন্যক্ষপ্রকাশাদিষৎ, সা চ দ্রষ্টুঃ স্বরূপত্বাৎ ন জায়তে
ন বিনশ্ৰুতি চ । সা ক্রিয়মাণরোপাধিত্বতয়া সংসৃষ্টেব ইতি ব্যপদিশতে—
দ্রষ্টেতি ; ভেদবচ্চ—দ্রষ্টা দৃষ্টিরিত্তি চ । যাসৌ লৌকিকী দৃষ্টিচক্ষুর্দ্বারা
রূপোপরক্তা জায়মানৈব নিত্যয়া আত্মদৃষ্ট্যা সংসৃষ্টেব তৎপ্রতিচ্ছায়া, তয়া
ব্যাট্টেপ্তব জায়তে, তথা বিনশ্ৰুতি চ ; তেনোপচর্যতে দ্রষ্টা সদা পশুন্নপি—পশুতি,
ন পশুতি চেতি ; ন তু পুনঃ দ্রষ্টুর্দ্রষ্টেঃ কদাচিদপ্যনুত্তমম্ । তথা চ
বক্ষ্যতি যথৈ—“ধ্যায়তীব লেলায়তীব”, “ন হি দ্রষ্টুর্দ্রষ্টের্বিপরিণামো বিদ্যতে”
ইতি চ । ২

कतमो वाज्जवक्तव्योऽतिप्रसङ्गः तात्पर्यमाह—यं पुनरिति । न दृष्टेरित्यादिवाक्यान् तात्पर्यं वदन्मुक्तमाह—तदशक्यमिति । आद्येनो वस्तुवाद् घटादिवद्विषयीकरणं नाशक्यमिति शङ्कते—कस्मादिति । वस्तुस्वरूपमनुसृत्य परिहरति—आहेति । घटादेरपि तर्हि वस्तुशब्दाव्याख्या भूविषयीकरणमिति मयानः शङ्कते—किं पुनरिति । दृष्ट्यादिसाक्षिण्यं वस्तुशब्दाव्याख्या, ततश्चाविषयत्वं, न चैवं वस्तुशब्दाव्याख्या घटादेरन्तर्भावमाह—दृष्ट्यादीति । दृष्ट्यादि-साक्षिण्येऽपि दृष्टि-विषयत्वं किं न श्रुतित्याशङ्क्याह—दृष्टेरिति । यथा प्रदीपो लौकिकज्ज्ञानेन प्रकाशो न स्वप्रकाशकं ज्ञानं प्रकाशयति, तथा दृष्टिसाक्षी दृष्ट्या न प्रकाशत इत्यर्थः । दृष्टेर्दृष्टेव नास्तीति सौगताः ; तान् प्रत्याह—दृष्टेरिति । लौकिकीं वाचष्टे—तत्रेति । पारमार्थिकीं दृष्टिं वाकरोति—वा इति । नद्याद्या नित्यादृष्टिप्रभावश्चेत् कणः दृष्टेत्यादिव्यापदेशः निधाति, तत्राह—सा क्रियमाणयेति । साक्ष्यबुद्धि-तद्वृत्तिगतं कर्तृत्वं क्रियात्वं चाध्यात्मिकं नित्यादृष्टिरूपे व्यवहियतइत्यर्थः । आद्येनो नित्यादृष्टिप्रभावश्चेत् कथं पश्यति न पश्यति चेति कानादिचैको व्यवहार इत्याशङ्क्याह—यान्साविति । या बहुविशेषणा लौकिकी दृष्टिः, असौ तत्प्रतिच्छायेति संबन्धः । तथा च या तत्प्रतिच्छाया, तया वापैश्वर्येति यावत् । किमित्योपचारिको व्यापदेशः, नुन्यास्त किं न श्रुतित्याशङ्क्याह—न इति । दृष्टेर्वस्तुतो न विक्रियावत्त्वमित्याद्यं वाक्यशेषमनु-कुलयति—तथा चेति । २

तमिममर्थमाह—लौकिक्या दृष्टेः कर्मभूतायाः, द्रष्टारं—स्वकीयया नित्याया दृष्ट्या व्यापारं न पश्येः । यान्सा लौकिकी दृष्टिः कर्मभूता, सा रूपोपरक्या रूपातिव्याजिका न आद्यानं—आद्येनो व्यापारं प्रत्यक्षं व्याप्नोति ; तस्यां तं प्रत्यगाद्यानं दृष्टेर्द्रष्टारं न पश्येः । तथा श्रुतेः श्रोतारं न शृण्वीयाः ; तथा मतेर्मानोवृत्तेः केवलाया व्यापारं न मन्वीथाः ; तथा विज्ञातेः केवलाया बुद्धिरुत्तेर्व्यापारं न विजानीयाः ; एव वस्तुनः स्वभावः ; अतो नैव दर्शयितुं शक्यते गवादिबन्धु । ३

उक्तार्थे न दृष्टेरित्यादिश्रुतिमवतार्या वाचष्टे—तमिममित्यादिना । उक्तमेव प्रपञ्चयति—यान्साविति । न दृष्टेरित्यादिवाक्यार्थं निगमयति—तस्यादिति । उक्तश्रुत्यनुसरवाक्यार्थ-दिशति—तथेति । उक्तं वस्तुशब्दाव्यापसंज्ञक्यं फलितमाह—एव इति । ४

“न दृष्टेर्द्रष्टारम्” इत्याद्यं अक्षराणि अत्रापि वाचक्यते केचित्,—न दृष्टेर्द्रष्टारं दृष्टेः कर्तारं दृष्टिभेदमक्रुत्वा दृष्टिमात्रं कर्तारं न पश्येति । दृष्टेरिति कर्मणि षष्ठी । सा दृष्टिः क्रियमाणा घटवत् कर्म भवति । द्रष्टारमिति तद्वस्तुन द्रष्टृदृष्टिकर्तृत्वमाचष्टे ; तेनासौ दृष्टेर्द्रष्टा दृष्टेः कर्तेति व्याख्यातृणामभिप्रायः । तत्र दृष्टेरिति षष्ठीशब्देन दृष्टिग्रहणं निरर्थकमिति दोषं न पश्यन्ति, पश्यतां वा पुनरुक्तमसारः प्रमादपाठ इति नानादयः । कथं पुनराधिक्यम् ? तद्वस्तुनैव दृष्टिकर्तृत्वञ्च सिद्धत्वां दृष्टेरिति निरर्थकम् ; तथा ‘द्रष्टारं न पश्येः’ इत्येतावदेव

বক্তব্যম্ । যস্মাৎ ধাতোঃ পরঃ তৃচ্ শ্রয়তে, তদ্ধাত্বর্থকর্তরি হি তৃচ্ স্বর্য্যতে, 'গন্তারং ভেত্তারং বা নয়তি' ইত্যেতাবানেষ হি শব্দঃ প্রযুজ্যতে ; ন তু 'গতে-
গন্তারং, ভিদেৰ্ভেত্তারম্' ইতি অসত্যর্থবিশেষে প্রয়োকব্যঃ । ন চার্থবাদত্বেন
হাতব্যং—সত্যং গতো ; ন চ প্রমাদপাঠঃ, সৰ্ব্বেষামবিগানাত্ ; তস্মাদ্ব্যাখ্যা-
তৃণামেব বুদ্ধিদৌৰ্বল্যম্, নাধ্যোতৃপ্রমাদঃ । ৪

ন দৃষ্টেরিতাত্ম স্বপক্ষমুক্ত্য। ভূত্প্রপঞ্চপক্ষমাহ—ন দৃষ্টেরিতি । কণমক্ষরাণামন্তথা ব্যাখ্যেত্যা-
শঙ্কা তদিত্তমক্ষরার্থমাহ—দৃষ্টেরিতি । ইতিশব্দো বাচক্ষত ইতানেন সংবধ্যতে । এবং
ব্যাকুর্ততামভিপ্রায়মাহ—দৃষ্টেরিতি । কৰ্ম্মণি যত্তীমেব ক্ষুটয়তি—স। দৃষ্টেরিতি । যত্তীঃ
ব্যাখ্যায় দ্বিতীয়াং বাচষ্টে—ঐষ্টারমিতি । পদার্থমুক্ত্য। বাক্যার্থমাহ—তেনেতি ।

উক্তাং পরকীয়ব্যাখ্যাং দুষয়তি—তদ্রোতি । দৃষ্টিকর্তৃত্ববিসংক্কারাং তুজন্তেনৈব তৎসিদ্ধেঃ
যত্তী নিরর্থিকতার্থঃ । কথং পুনর্ব্যাখ্যাতারো যথোক্তং দোষঃ ন পশ্যন্তি, তত্রাহ—পশ্যতাং
বেতি । যত্তীনৈরর্থকাং প্রাপ্তকৃত্যাকাঙ্ক্ষাদ্বারা সমর্থয়তে—কণমিত্যাदिना । কিয়ন্তহীহার্থ-
বদিত্যাশঙ্কাহ—তদেতি । তত্র হেতুমাহ—যস্মাদিতি । ক্রিয়া ধাত্বর্থঃ । কৰ্ত্তা প্রত্যয়ার্থঃ ।
তথা চৈকেনৈব পদেনোত্তরলাভাৎ পৃথক্ক্রিয়াগ্রহণমনর্থকমিতার্থঃ । দৃষ্টেরিতাত্তানর্থকত্বং
দৃষ্টোন্তেন সাধয়তি—গন্তারমিত্যাदिना । অর্থবাদত্বেন তহীদমুপাত্তমিত্যাশঙ্কাহ—ন চেতি ।
বিধিশেষদ্বাত্তাবাদশ্রুতগত্যা চার্থবদ্যসংভবাদিতার্থঃ । অথ পরপক্ষে নিরর্থকমেবেদং পদং
প্রমাদাৎ পঠিতমিতি চেৎ, নেত্যাহ—ন চেতি । সৰ্বেষাং কাণ্ডমাধান্দিनानामিতি যাবৎ । কথং
তহীদং পদমনর্থকমিতি পরেষাং প্রতিতিস্তত্রাহ—তস্মাদিতি । ৪

যথা তু অস্মাভির্ব্যাখ্যাতম্—লৌকিকদৃষ্টেৰ্বিবিচ্য নিত্যদৃষ্টিবিশিষ্টঃ আত্মা
প্রদর্শয়িতব্যঃ, তথা কৰ্ত্তৃকৰ্ম্মবিশেষণত্বেন দৃষ্টিশব্দস্ত দ্বিঃপ্রয়োগ উপপত্ততে, আত্ম-
স্বরূপনির্দ্ধারণায় ; “ন হি দ্রষ্টুর্দৃষ্টেঃ” ইতি চ প্রদেশান্তরবাক্যেন একবাক্যতোপ-
পত্তা ভবতি ; তথাচ ‘চক্ষুংষি পশ্যতি, শ্রোত্রমিদং শ্রুতম্’ ইতি শ্রুত্যন্তরেণৈক-
বাক্যতোপপত্তা । ত্রায়াচ্চ—এবমেব হি আত্মনো নিত্যত্বমুপপত্ততে বিক্রিয়াভাবে ;
বিক্রিয়াবচ্চ নিত্যমিতি চ বিপ্রতিষিদ্ধম্ । “ধ্যায়তীব লেলায়তীব”, “ন হি
দ্রষ্টুর্দৃষ্টেৰ্বিপরিলোপো বিদ্যতে”, “এব নিত্যো মহিমা ব্রাহ্মণস্ত” ইতি চ
শ্রুতাক্ষরাণ্যন্তথা ন গচ্ছন্তি । ৫

কথং পুনর্ভবতামপি দৃশেৰ্বিরূপাদানমুপপত্ততে, তত্রাহ—যথা ত্বিতি । প্রদর্শয়িতব্যপদা-
দুপরিষ্টাদিতিশব্দো দ্রষ্টব্যঃ । কৰ্ত্তৃকৰ্ম্মবিশেষণত্বেন সাক্ষি-সাক্ষ্যসমর্পকত্বেনেতি যাবৎ । তৎসমর্পণ-
মিতি কুত্রোপযুজ্যতে, তত্রাহ—আত্মেতি । দৃষ্টাদিসাক্ষ্যাত্মা ন তদ্বিবর ইতি তৎস্বরূপনিশ্চয়ার্থঃ
সাক্ষ্যাদিসমর্পণমিতার্থঃ । আত্মা নিত্যদৃষ্টিত্বভাবো ন দৃশ্যয়া দৃষ্টেৰ্বিষয় ইত্যেব চেন্ন দৃষ্টেরিত্যাদি-
বাক্যন্তার্থঃ, তদা নহীত্যাदिनाহৈকবাক্যত্বং সিধ্যতি, তস্মাদযথোক্তার্থত্বমেব ন দৃষ্টেরিত্যাদি-
বাক্যন্তেত্যাহ—ন হীতি । আত্মা কুটরদৃষ্টেরিত্যত্র তলবকারশ্রুতিং সংবাদয়তি—তথা চেতি ।

তস্য কূটস্থদৃষ্টিষে হেতুস্তরমাহ—জ্ঞান্যচেতি । তমেব জ্ঞায়ঃ বিশদয়তি—এবমেবেতি । বিপক্ষে দোষমাহ—বিক্রিয়াবচেতি । ইতচ্চাক্সনো নান্তি বিক্রিয়াবত্ত্বমিত্যাহ—ধ্যান্যতীবেতি । অস্তথা বিক্রিয়াবত্তে সত্যীতি যাবৎ । ৫

নমু দ্রষ্টা শ্রোতা মন্তা বিজ্ঞাতেত্যেবমাদীত্বক্ষরাণ্যাত্মানোহবিক্রয়ন্তে ন গচ্ছ-
ন্তীতি ; ন ; যথা প্রাপ্তলৌকিকবাক্যানুবাদিত্বাত্তেষাম্ ; নাত্মতত্ত্বনির্দ্ধারণার্থানি
তানি ; “ন দৃষ্টেদ্রষ্টারম্” ইত্যেবমাদীনাং অন্তার্থাসম্ভবাৎ যথোক্তার্থপরত্বমব-
গম্যতে ; তস্মাদনববোধাদেব হি বিশেষণং পরিত্যক্তং দৃষ্টেরিতি । এষ তে তব
আত্মা সর্কৈককৈঃ বিশেষণৈর্বিশিষ্টেঃ ; অতঃ এতস্মাদাত্মান অন্তদার্থং—কার্য্যং
বা শরীরং, করণাত্মকং বা লিঙ্গম্ ; এতদেবৈকমনার্ত্তমবিনাশি কূটস্থম্ ।
ততো হোবন্তচ্চাক্সরণ উপররাম ॥১৬২॥২॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদি তৃতীয়াধ্যায়ে চতুর্থমুখস্তব্রাহ্মণভাষ্যম্ ॥৩৮॥

অবিক্রিয়ন্তেহপি শ্রুত্যক্ষরাণ্যনুপপন্নানীতি শব্দতে—নয়তি । ন তেষাং বিরোধঃ, দৃষ্টং
দৃষ্টাদিকর্তৃত্বমনুসৃত্য প্রবৃন্তে লৌকিকে বাক্যে তদর্থানুবাদিত্বাচ্ছত্রুত্যক্ষরাণাং স্বার্থে
প্রামাণ্যাত্মাবাদিত্তি পরিহরতি—নেত্যাদিনা । ন দৃষ্টেরিত্যাদীন্তপি তর্হি শ্রুত্যক্ষরাণি ন স্বার্থে
প্রমাণানীত্যাশঙ্ক্যাহ—ন দৃষ্টেরিতি । অস্ত্রোহর্থো দৃষ্টাদিকর্ত্তা । যথোক্তোহর্থো দৃষ্টাদিসাক্ষী ।
জপ্তপদস্ত সাক্ষিবিষয়ত্বে সিন্ধে দৃষ্টেরিতি সাধাসম্পর্পণাৎ, তদর্থবস্তোপপত্তিরিত্যুপসংহরতি—
তস্মাদিতি । পক্ষান্তরং নিরাকৃত্য স্বপক্ষমুপপাদানস্তরং বাক্যং বিভজ্যতে—এষ ইতি ।
অন্তদার্থমিতি বিশেষণসামর্থ্যসিদ্ধমর্থমাহ—এতদেবেতি ॥১৬২॥৩॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদ্বাদ্যুক্তীকার্য্যং তৃতীয়াধ্যায়ে চতুর্থমুখস্তব্রাহ্মণম্ ॥৩৮॥

ভাষ্যানুবাদ ১—“ন হোবাচ উবন্তচ্চাক্সরণঃ” ইত্যাদি । যেমন কোন
লোক প্রথমে অত্মরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া, শেষে কার্য্যকালে সুযোগ না দেখিয়া
অত্মপ্রকার উপদেশ দিয়া থাকে, অর্থাৎ যেমন গো ও অশ্বকে প্রত্যক্ষ প্রদর্শন
করাইব বলিয়া প্রতিজ্ঞার পর, উপদেশকালে গমনাদি কার্য্য দ্বারা বুঝাইয়া থাকে—
যাহা চলিয়া বেড়ায়, তাহা গো, আর যাহা দৌড়িয়া যায়, তাহা অশ্ব ; তুমিও যে,
প্রাণনাদি কার্য্য দ্বারা আত্মস্বরূপ ব্রহ্মের উপদেশ দিতেছ, তাহাও ঠিক
তদ্রূপই হইয়াছে । অধিক কথার প্রয়োজন নাই, তুমি গো-গ্রহণের লোভে
যে, ছল বা প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছ, তাহা পরিত্যাগ কর, এবং যাহা
কেবল সাক্ষ্য প্রত্যক্ষস্বরূপ ব্রহ্ম, যাহা সর্বাস্তর আত্মা, তাহাই আমার নিকট
ব্যাখ্যা কর । যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—আমি প্রথমে তোমার নিকট যে রূপ
লক্ষণাবিত্ত আত্মার স্বরূপ বুঝাইবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, এখনও আমি সেই
প্রতিজ্ঞারই অনুবৃতি বা অনুসরণ করিতেছি ; আমি আত্মার স্বরূপ যে রূপ

বলিয়াছি, তাহা ঠিক সেইরূপই বটে (তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম করি নাই) ১ ।

তাহার পর, সেই আত্মাকে যে, ঘটাদি বাহ্য পদার্থের জ্ঞান প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত করিয়া দিতে বলিয়াছি, অসম্ভব বলিয়াই তাহা করা হইতেছে না । যদি বল, অসম্ভব কেন ? [আমি বলি,] বস্তু-স্বভাবই তাহার কারণ । ভাল, সেই বস্তুস্বভাবটি কিরূপ ? [সেই স্বভাব হইতেছে—] দৃষ্টিপ্রভৃতির দ্রষ্টৃত্ব ; কারণ, আত্মা হইতেছে—দৃষ্টির দ্রষ্টা—প্রকাশক । দৃষ্টি দুই রকম আছে—এক লৌকিক দৃষ্টি, অপর পারমাণবিক দৃষ্টি ; তন্মধ্যে লৌকিক দৃষ্টি হইতেছে—চক্ষুর সহিত সন্দ্বন্দ-প্রাপ্ত অন্তঃকরণের বৃত্তি বা পরিণামবিশেষ ; তাহা উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হয় বলিয়াই বিনষ্টও হয় ; কিন্তু অগ্নির উষ্ণতা ও প্রকাশাদির জ্ঞান যাহা আত্মার স্বরূপভূত দৃষ্টি (পারমাণবিক দৃষ্টি), তাহা দ্রষ্টারই—অন্তঃকরণবৃত্তি-প্রকাশক আত্মারই স্বরূপ বা স্বাভাবিক ধর্ম ; সুতরাং তাহা জন্মেও না, মরেও না (নিত্য) । সেই নিত্য দৃষ্টিই উৎপত্তিশীল বুদ্ধি ও তদ্বৃত্তিরূপ উপাধির সহিত সন্মিলিতের জ্ঞান হইয়া—‘দ্রষ্টা’ নামে অভিহিত হইয়া থাকে, এবং ‘দ্রষ্টা’ ও ‘দৃষ্টি’—এইরূপ ভেদব্যবহারও লাভ করিয়া থাকে ; আর চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা দৃশ্য-বিষয়াকারে আকারিত যে লৌকিক দৃষ্টি—জন্মসময়েই এই নিত্য আত্মদৃষ্টির সহিত যেন সংসৃষ্টই হয় অর্থাৎ বাস্তবিক সন্দ্বন্দ না থাকিলেও যেন সংবদ্ধ বলিয়াই প্রতীত হয়, তাহা সেই নিত্য আত্মদৃষ্টিরই প্রতিচ্ছায়া বা প্রতিবিম্ব মাত্র ; তাহা সেই আত্মচ্ছায়াসহকারেই জন্ম লাভ করিয়া থাকে, এবং সময়ে আবার বিনষ্টও হইয়া যায় । এইরূপ বৃত্তিগত জন্ম-মরণসংস্পর্শ বলতঃই, নিত্য-প্রকাশ দ্রষ্টা (আত্মা) সর্বদা দর্শনশীল হইয়াও, সময়ে দর্শন করে ও দর্শন করে না ;—এইরূপ ঔপচারিক (যাহা সত্য নহে—আরোপিত, সেইরূপ) ব্যবহারের বিষয়ীভূত হইয়া থাকে ; বাস্তবিক পক্ষে দ্রষ্টার দৃষ্টি কখনও বিলুপ্ত হয় না, বা হইতে পারে না । ষষ্ঠ অধ্যায়েও এই কথাই বলিবেন—‘আত্মা যেন ধ্যানই করিতেছে, যেন ক্রিয়াই করিতেছে’, এবং ‘দ্রষ্টার দৃষ্টি কখনও বিলুপ্ত হয় না’ ইতি । ২

এখন এই বিষয়টিই পরিস্ফুট করিয়া বলিতেছেন—কর্মভূত (দৃশ্য) লৌকিক দৃষ্টির যিনি দ্রষ্টা, অর্থাৎ যিনি স্বীয় নিত্যদৃষ্টি বা প্রকাশ দ্বারা ঐ লৌকিক দৃষ্টিকে প্রকাশিত করেন, তাহাকে (দৃষ্টির দ্রষ্টাকে) দর্শন করিবে না ; অভিপ্রায় এই যে, এই দর্শনের কর্মস্বরূপ যে লৌকিক দৃষ্টি (বুদ্ধিবৃত্তি), তাহা কোনও রূপ-

বিশেষ দ্বারা উপরঞ্জিত হইয়া (তদাকারে আকারিত হইয়া) সেই সেই বিষয়কে প্রকাশিত করিয়া থাকে বটে, কিন্তু আত্মাকে অর্থাৎ নিজেরই দ্রষ্টা বা প্রকাশক প্রত্যক্-আত্মাকে ব্যাপিতে পারে না (প্রকাশ করিতে পারে না) ; অতএব দৃষ্টির দ্রষ্টা সেই প্রত্যক্-আত্মাকে দর্শন করিবে না। এইরূপ, যিনি ঋতির শ্রোতা—শ্রবণেন্দ্রিয়জ্ঞানের প্রকাশক, তাহাকে শ্রবণ করিবে না ; এইরূপ মতির—চিৎপ্রতিভানবহিত মনোবৃত্তির প্রকাশককে মনন করিবে না, অর্থাৎ শুদ্ধ মনোবৃত্তি দ্বারা প্রকাশ করিবে না ; এইরূপ, বিজ্ঞাতির—কেবলই নিশ্চয়ান্বিত বুদ্ধিবৃত্তির প্রকাশককে জানিবে না ; কারণ, এইরূপই বস্তুস্বভাব ; [স্বভাবের বিরুদ্ধে কখনই কার্য্য হইতে পারে না।] সুতরাং বিজ্ঞানস্বভাব আত্মাকে গবাদি পশুর জ্ঞান প্রত্যক্ষতঃ প্রদর্শন করিতে পারা যায় না। ৩

কেহ কেহ “ন দৃষ্টেদ্রষ্টারম্” এই বাক্যের অন্তপ্রকার শব্দার্থ কল্পনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন—‘দৃষ্টির দ্রষ্টাকে দর্শন করিবে না’ অর্থ—দৃষ্টির কোন প্রকার প্রভেদ না করিয়া—শুধু দৃষ্টির কর্তাকে দর্শন করিবে না। তাহাদের অভিপ্রায় এই যে, ‘দৃষ্টেঃ’ পদে যে বস্তু, তাহা কর্ম্মবিহিত ; সুতরাং ঘটাদি পদার্থের জ্ঞান ঐ দৃষ্টিও যখন ক্রিয়মাণ হয়, তখনই কর্ম্মস্বরূপ হয়। আর ‘দ্রষ্টারম্’ এই তূচ্চপ্রত্যয়ান্ত পদে দ্রষ্টার দৃষ্টিকর্তৃত্ব প্রকাশ করিতেছে ; সুতরাং এই দ্রষ্টা অর্থ—দৃষ্টির কর্তা (যাহাকর্তৃক ঐ দৃষ্টি-কার্য্য সম্পন্ন হয়)। তাহাদের এ ব্যাখ্যায় ‘দৃষ্টেঃ’ এই বস্তুবিভক্ত্যন্ত পদদ্বারা দৃষ্টির নির্দেশ করা যে, অনর্থক হইয়া পড়ে, এ দোষ তাঁহারা দেখিতে পান না ; অথবা দেখিতে পাইলেও, ইহা পুনরুক্ত বা অসার প্রামাণিক পাঠ মনে করিয়া তদ্বিষয়ে আদর করা আবশ্যক মনে করেন না। ভাল, এখানে আধিক্য দোষ হয় কি প্রকারে ? হাঁ, যে হেতু তূচ্চপ্রত্যয়ান্ত ‘দ্রষ্টারম্’ পদেই যখন দৃষ্টিকর্তৃত্ব পাওয়া গিয়াছে, তখন আবার ঋষ্ঠ্যন্ত ‘দৃষ্টেঃ’ পদে পৃথক্ কর্ম্ম নির্দেশ করা নিশ্চয়ই নিরর্থক হইতেছে ; এ পক্ষে কেবল ‘দ্রষ্টারম্’ মাত্র বলাই উচিত। শব্দের ব্যবহারপ্রণালী হইতেছে এই যে, যে ধাতুর পর তূচ্চপ্রত্যয় হয়, সেই ধাতুর বাহা প্রকৃত অর্থ, তূচ্চপ্রত্যয়ে সেই অর্থেরই কর্তাকে বুঝায় (১) ; এই জন্ত ‘গন্তারং ভেতারং বা নয়তি’ (গমন-কর্তাকে বা ভেদ-

(১) তাৎপর্য্য—‘গন্’ ধাতুর উত্তর তূচ্চপ্রত্যয় করিলে প্রয়োগ হয়—গন্তা। গন্ ধাতুর অর্থ—গমন ; সুতরাং এই তূচ্চপ্রত্যয়ে গমনের কর্তাকেই বুঝাইয়া থাকে। তূচ্চপ্রত্যয়ে গমন-কর্তাকে বুঝাইয়া দেয় বলিয়াই আর পৃথক্ভাবে গমনরূপ কর্ম্মের নির্দেশ করা আবশ্যক হয় না ; আবশ্যক হয় না বলিয়াই কেহই ‘গমনন্ত গন্তা’ বলে না। আলোচ্য স্থলেও

কর্তাকে লইয়া যাইতেছে), এইরূপই প্রয়োগ হইয়া থাকে, কিন্তু অর্থান্তরের সম্ভাবনা না থাকিলে, ‘গতেঃ গস্তারম্, ভিদেঃ ভেস্তারম্’ এইরূপ প্রয়োগ কখনই করা হয় না। তাহার পর, সার্থকতা রক্ষার উপায় বিদ্যমান থাকিতে ‘অর্থবাদ’ বলিয়া উপেক্ষা করাও কখনই উচিত হয় না; এবং প্রামাণিক পাঠ পরিকল্পনা করাও সম্ভব হয় না; কারণ, এ বিষয়ে কাহারো নিন্দাবাদ দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব বলিতে হইবে যে, ইহা কেবল ব্যাখ্যাভ্রুগণেরই বুদ্ধি-দৌর্বল্যের পরিচায়ক, কিন্তু অধ্যত্ববর্ণের প্রমাদের ফল নহে। ৪

পক্ষান্তরে, আমরা ব্যাখ্যান্তলে যেরূপ অর্থ বলিয়াছি—লৌকিক দৃষ্টি হইতে পৃথক্ করিয়া নিত্য প্রকাশস্বভাব আত্মার স্বরূপ প্রকাশনের আবশ্যকতা প্রদর্শন করিয়াছি, সেইরূপ ব্যাখ্যা স্বীকার করিলেই কর্তৃবিশেষণরূপে ও কর্ম্যবিশেষণরূপে দৃষ্টি শব্দের দুইবার প্রয়োগ উপপন্ন হইতে পারে; কারণ, ঐরূপ প্রয়োগে আত্মস্বরূপ নিরূপণ সহজ হইতে পারে। বিশেষতঃ অন্তপ্রকরণে পঠিত “নহি দ্রষ্টুর্দৃষ্টেঃ” ইত্যাদি বাক্যের সহিত এই শ্রুতিবাক্যের অনায়াসেই একবাক্যতাও করা যাইতে পারে। তাহা যদি হয়, তবে ‘চক্ষুঃসমূহ দর্শন করিতেছে’, ‘এই শ্রবণেন্দ্রিয় শ্রবণ করিতেছে’ ইত্যাদি স্থানান্তরীয় শ্রুতির সহিতও ইহার একবাক্যতা (সমানার্থকতা) উপপন্ন হয়। বিশেষতঃ এতদনুকূল যুক্তিও আছে—যথোক্ত ব্যাখ্যানুসারে আত্মার অবিক্রিয়ত্ব সিদ্ধ হইলেই তাহার নিত্যত্বও উপপন্ন হইতে পারে। একই পদার্থের যে, বিক্রিয়াবস্ত্র ও নিত্যত্ব, ইহা বিরুদ্ধ কথা। অধিকন্তু পরমক্ষীয় ব্যাখ্যানুসারে—‘যেন ধ্যানই করেন, যেন স্পন্দনই করেন’, ‘দ্রষ্টার দৃষ্টি কখনও বিলুপ্ত হয় না’, ‘ব্রাহ্মণের (ব্রহ্মনিষ্ঠের) ইহা নিত্য মহিমা (বিভূতি)’ ইত্যাদি শ্রুতিগুলির যথাশ্রুত অর্থও সম্ভব হয় না। ৫

ভাল কথা, আত্মা যদি বিকারবিহীন—অবিক্রিয়ই হয়, তাহা হইলে ত ‘দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা, বিজ্ঞাতা’ ইত্যাদি কথাগুলির অর্থ-সঙ্গতি হয় না; না, সে কথা বলা যায় না; কারণ, উক্ত বাক্যগুলি কেবল লোক-প্রসিদ্ধ বা ব্যবহারিক বাক্যের অনুবাদ মাত্র; কিন্তু পরমার্থ তত্ত্বনির্দারক নহে। ‘ন দৃষ্টের্দ্রষ্টারম্’ ইত্যাদি বাক্যের অন্তপ্রকার অর্থ হইতে পারে না বলিয়াই, বুঝা যাইতেছে যে, আমরা যেরূপ অর্থ নির্দেশ করিয়াছি, তাহাই ঐ সকল বাক্যের যথার্থ অর্থ।

তুচ্ছপ্রত্যয়েই যখন দৃষ্টিকর্তাকে বুঝায়, তখন আর ‘দৃষ্টেঃ দ্রষ্টারম্’ বলিবার আবশ্যক হয় না, তাহাতে পুনরুক্তি দোষ ঘটে।

অতএব অজ্ঞান বশতঃই পরপক্ষ 'দৃষ্টেঃ' বিশেষণটি পরিত্যাগ করিয়াছেন । উক্ত-
প্রকার সর্ববিধ বিশেষণবিশিষ্ট জটাই তোমার আত্মা ; যথোক্ত বিশেষণসম্পন্ন
এই আত্মার অতিরিক্ত বাহ্য কিছু—কার্যাত্মক পুণ শরীর বা করণসমষ্টিক্রম লিঙ্গ-
শরীর, তৎসমস্তই আর্ত—ধ্বংসশীল ; একমাত্র এই আত্মাই কেবল অনার্ত—
অবিনাশী—কূটস্থ (১) । ইহার পর উষন্ত চাক্রায়ণ বিরত হইলেন ॥১৬৯॥২॥

ইতি তৃতীয়াধ্যায়ে চতুর্থ ব্রাহ্মণের ভাষ্যানুবাদ ॥৩॥৪॥

—

(১) তাৎপর্য—কূটস্থ অর্থ—যাহা কখনও কোনরূপে বিকৃত হয় না, সর্বদা একরূপে
বিদ্যমান থাকে । “কূটবৎ নিরবিকারেণ স্থিতঃ কূটস্থ উচ্যতে”, (পঞ্চদশী) । কূট অর্থ—
পর্বতশৃঙ্গ অথবা কর্ণকারগণ যাহার উপর লোহা পিটিয়া জিনিষ প্রস্তুত করে, তাহা ।

পঞ্চমঃ ব্রাহ্মণম্।

আভাসভাষ্যম্।—বন্ধনং সপ্রযোজকমুক্তম্; যচ্চ বন্ধঃ, তত্চাপি অস্তিত্বমধিগতম্, ব্যতিরিক্তত্বং চ। তত্ত্বেনানীং বন্ধ-যোক্ষসাদনং সসন্ন্যাসমাশ্র-
জ্ঞানং বন্ধব্যমিতি কহোলপ্রশ্ন আরভ্যতে।

টীকা। ব্রাহ্মণত্রয়ার্থঃ সংগতিঃ বক্তৃমণুবদতি—বন্ধনমিতি। চতুর্থব্রাহ্মণার্থঃ সংক্ষিপতি—
যশেতি। উত্তরব্রাহ্মণতাপ্যামাহ—তত্ত্বেন। উবস্তপ্রধানত্ববামর্থশব্দার্থঃ। পূর্ববদিতাভি-
প্ৰণীকরণার্থঃ সংবোধিতবানিত্যার্থঃ। বন্ধস্যংসিদ্ধানপ্রশ্নো নাত্ত প্রতিভাতি, কিংত্বমুবাদমাত্র-
মিত্যাশঙ্ক্যাহ—যং বিদিত্বোত। তং ব্যাচক্ষেতি পূর্বোক্তং স্মর্য্যকঃ।

আভাস-ভাষ্যানুবাদঃ।—ইতঃপূর্বে জীবের বন্ধন ও বন্ধনের
হেতুভূত কর্মের কথা উক্ত হইয়াছে, এবং সংসারে যিনি বন্ধ হন, তাঁহার অস্তিত্ব
এবং দেহাতিরিক্তত্বও নির্দ্ধারিত হইয়াছে; এখন সেই বন্ধ আশ্রায় বন্ধনবিমুক্তির
উপায়ভূত সন্ন্যাস ও আশ্রজ্ঞানের কথা বলিবার জন্য এই কহোল-প্রশ্নাত্মক
কহোলব্রাহ্মণ আরম্ভ হইতেছে—

অথ হৈনং কহোলং কৌষীতকেয়ঃ পপ্রচ্ছ—যাজ্ঞবল্ক্যেতি
হোবাচ বদেব সাক্ষাদপরোক্ষাদ্রূক্ষ য আত্মা সর্বান্তরন্তং মে
ব্যাচক্ষেতেষ্য ত আত্মা সর্বান্তরঃ।

কতমো যাজ্ঞবল্ক্য সর্বান্তরো যোহশনায়া-পিপাসে শোকং
মোহং জরাং মৃত্যুগতেতি।

এতং বৈ তমাত্মানং বিদিত্বা ব্রাহ্মণাঃ পুত্রৈষণায়াশ্চ
বিভৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ ব্যুখায়াথ ভিক্ষার্চ্যং চরন্তি; যা
হেব পুত্রৈষণা সা বিভৈষণা বা বিভৈষণা সা লোকৈষণোভে
হেতে এষণে এব ভবতঃ। তস্মাদ্ ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্বিঘ্ন
বাল্যেন তিষ্ঠামেৎ। বাল্যং চ পাণ্ডিত্যং চ নির্বিঘ্নাথ মুনি-
রমৌনং চ মৌনং চ নির্বিঘ্নাথ ব্রাহ্মণঃ; স ব্রাহ্মণঃ কেন স্মাদ্ যেন

শ্রাৎ তেনেদৃশ এবাতোহন্যদার্তং, ততো হ কহোলঃ কৌষীতকেয়
উপররাম ॥ ১৭০ ॥ ১ ॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদি তৃতীয়াধ্যায়স্ত পঞ্চমং ব্রাহ্মণম্ ॥ ৩৫ ॥

সম্বলার্থঃ ১—অথ (উষন্তবিরামানস্তরম্) কহোলঃ (তন্মামকঃ) কৌষীত-
কেয়ঃ (কুষীতকশ্রাপত্যং পুমান্) এনং (যাজ্ঞবল্ক্যং) পপ্রচ্ছ হ । [সঃ] উবাচ
হ—হে যাজ্ঞবল্ক্য, যৎ এব সাক্ষাৎ (অব্যবধানেন) অপরোক্ষাৎ (অপরোক্ষং—
প্রত্যক্ষচৈতন্যং) ব্রহ্ম, যঃ আত্মা, তং সর্কাস্তরং (আত্মানং) মে (মহ্যং) ব্যাচক্ষু
(বিশদীকৃত্য ক্রহি) ইতি । [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] এবঃ (বক্ষ্যমাণঃ) সর্কাস্তরঃ
তে (তব) [অভিমতঃ] আত্মা । [কহোল আহ—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, [ত্বহুক্তঃ]
সর্কাস্তরঃ (আত্মা) কতমঃ (দেহেন্দ্রিয়াদিসু মধ্যে কঃ সঃ ?) । [যাজ্ঞবল্ক্য
আহ—] যঃ অশানায়্যাপিপাসে (অশিতুমিচ্ছা অশনায়্য, পাতুমিচ্ছা পিপাসা—
ক্ষুধা-তৃষ্ণে ইত্যর্থঃ), শোকং, মোহং, জরাং, মৃত্যুম্ অতোতি (অতিক্রামতি, যঃ
পিপাসাদিভিঃ ন সম্বধ্যতে, স ইত্যর্থঃ) ইতি ।

ব্রাহ্মণাঃ (ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ পুরুষাঃ) এতং (যথোক্তং) তং (প্রসিদ্ধং) আত্মানং
বিদিত্বা (শাস্ত্রাচার্য্যাত্ম্যাম্ অধিগম্য) পুত্রৈষণায়াঃ (পুত্রকামনায়াঃ) চ, বিতৈ-
ষণায়াঃ (গো-হিরণ্যাদিধনাশায়াঃ) চ, লৌকৈষণায়াঃ (স্বর্গাদিলোক-লাভেচ্ছায়াঃ)
চ ব্যাখ্যায় (বিশেষণে বিরজ্য, তাঃ ত্যক্তা) অথ (অনস্তরং) ভিক্ষার্চর্য্যং (ভিক্ষায়াঃ
চর্য্যং চরণং যত্র, তং ভিক্ষার্চর্য্যং সন্ন্যাসং) চরন্তি (সন্ন্যাসমবলম্বন্তে ইত্যর্থঃ) ।
যা হি পুত্রৈষণা (পুত্রকামনা), সা এব বিতৈষণা, যা [চ] বিতৈষণা, সা [এব]
লৌকৈষণা,—এতে (যথোক্ত-সাধ্য-সাধনভূতে) উভে এব এষণে ভবতঃ, [তত
পুত্র-বিত্তয়োঃ সাধনত্বম্, লোকস্ত চ সাধ্যত্বমিত্যাশয়ঃ] ; তস্মাৎ (এষণানাং
সাধ্য-সাধনাশ্রয়ত্বাৎ, ততএব চ ক্ষয়িত্বাৎ হেতোঃ, ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং (আত্ম-
বিজ্ঞানম্) নির্কিঞ্চ (নিঃশেষেণ বিদিত্বা—আত্মবিজ্ঞানং সমাপ্য) বাল্যেন (বাল-
ভাবেন—নিরভিমানার্জ্জবাস্বভাবেন, জ্ঞান-বলাবলম্বনে বা) তিষ্ঠাসেৎ (স্থাতু-
মিচ্ছেৎ—এষণাত্রয়পরিত্যাগেন আত্মবিজ্ঞানমেব সমাপ্রয়েদিত্যর্থঃ) । বাল্যং চ
পাণ্ডিত্যং চ নির্কিঞ্চ (নিঃশেষেণ বিদিত্বা) অথ [অনস্তরং] মুনিঃ (মননশীলঃ)
—অনাত্মপ্রত্যয়-পরিহারেণ আত্মপ্রত্যয়তৎপরঃ (ভবেৎ) ; অথ অমোনং চ
মোনং চ নির্কিঞ্চ ব্রাহ্মণঃ (ব্রহ্মনিষ্ঠঃ) শ্রাৎ । সঃ ব্রাহ্মণঃ কেন (কীদৃশেনাচারেণ
উপলক্ষিতঃ) শ্রাৎ ? যেন (যেন কেনাপি আচারেণ উপলক্ষিতঃ) শ্রাৎ,

ভেন ঈদৃশঃ (যথোক্তপ্রকারঃ) এব [জ্ঞাৎ, যেন কেনাপি আচারেণ বর্ত-
মানস্তাপি তস্ত ব্রাহ্মণস্তৎ ন হীমতে, ইত্যাদিঃ, নত্যাচারে অনাদরো বর্ণিতঃ] ।
অতঃ (অত্যাৎ ব্রাহ্মণ্যাবস্থানাৎ) অন্তঃ (অবিজ্ঞাবিষয়ঃ বস্ত) আর্জৎ
(বিনাশি) । ততঃ কহোলঃ কৌষীতকেষঃ উপররাম (প্রপ্নাৎ বিরতো
বভূব) হ ॥১৭০॥১॥

মূলানুবাদঃ :—অতঃপর কুষীতকপুত্র কহোল ঋষি যাজ্ঞ-
বল্যকে সম্বোধনপূর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন । কহোল বলিলেন—হে
যাজ্ঞবল্য, যাহা সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্ম, এবং যাহা দেহাদি অপেক্ষাও
আভ্যন্তরীণ আত্মা, তাহার স্বরূপ আমার নিকট বর্ণনা কর । [যাজ্ঞবল্য
বলিলেন—] দেহেন্দ্রিয়াদি-সমষ্টিভিমানী তোমার ইহাই সর্ববাস্তব
আত্মা । [কহোল বলিলেন—] যাজ্ঞবল্য, সেই সর্ববাস্তব আত্মা
কোনটি ? [যাজ্ঞবল্য বলিলেন—] যাহা ক্ষুধা, পিপাসা, শোক, মোহ,
জরা ও মৃত্যু অতিক্রম করে, অর্থাৎ যাহা ক্ষুধা পিপাসাদি রহিত,
[তাহাই সর্ববাস্তব আত্মা] ।

ব্রাহ্মণগণ এই আত্মাকেই অবগত হইয়া পুত্রৈষণা, বিতৈষণা ও
লোকৈষণা হইতে ব্যাখিত হইয়া অর্থাৎ পুত্র ও বিভাদি বিষয়ে কামনা
পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষাচর্যা (সন্ন্যাস) অবলম্বন করিয়া থাকেন ।
প্রকৃত পক্ষে কিন্তু যাহা পুত্রৈষণা, তাহাই বিতৈষণা এবং যাহা বিতৈষণা,
তাহাই লোকৈষণা,—একটি সাধন, অপরটি ফল, এই সাধ্যসাধনভাব
ভেদে এষণা কেবল দুইটিমাত্রই—অতিরিক্ত নহে ।

সেই হেতু এখনও ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি পাণ্ডিত্য (আত্মতত্ত্ব) সম্যকরূপে
অবগত হইয়া বাল্যে বালকের ন্যায় নিরভিমান সরলতাди স্বভাব অথবা
জ্ঞান-বল অবলম্বনে অবস্থান করিবেন ; তাহার পর, বাল্য ও পাণ্ডিত্য
সমাপ্ত করিয়া যুনি—মননশীল হইবেন ; শেষে অমৌন ও মৌন উভয়ই
পরিসমাপ্ত করিয়া ব্রহ্মোক্তে তন্ময় হইবেন । সেই ব্রাহ্মণ কিরূপ
আচার অবলম্বন করিবেন ? যেরূপ আচারই অবলম্বন করুন,
তিনি ঐরূপই থাকেন, অর্থাৎ এষণাবিনিমুক্ত ব্রহ্মস্বরূপেই প্রতি-
ষ্ঠিত থাকেন । [যেরূপ আত্মতত্ত্বের কথা বলা হইল,] এতদতিরিক্ত

সমস্তই আর্ত—বিনাশশীল; তাহার পর কুশীতকের পুত্র কহোল নিবৃত্ত
হইলেন ॥ ১৭০ ॥ ১ ॥

তৃতীয় অধ্যায়ে পঞ্চম ব্রাহ্মণ ব্যাখ্যা ॥ ৩ ॥ ৫ ॥

শাক্ষ-ভাষ্যম্ :—অণ হ এনং কহোলো নামতঃ কুশীতকস্তাপত্যং
কৌশীতকেরঃ পপ্রচ্ছ ; যাক্ষবক্যোতি হোবাচেতি পূর্ববৎ । যদেব শাক্ষা-
দপরোক্ষাদ্ ব্রহ্ম, য আত্মা সর্কাস্তরঃ, তং মে ব্যাচক্ষেতি, যং বিদিত্বা বন্ধনাং
প্রমুচ্যতে । যাক্ষবক্য আহ—এষঃ তে তবাত্মা । ১

টীকা । ব্রাহ্মণত্রয়ার্থঃ সঙ্গতিং বক্তুমনুবদতি—বন্ধনমিতি । চতুর্থব্রাহ্মণার্থঃ সংক্ষিপতি—
মশ্চেতি । উত্তরব্রাহ্মণত্যাংপর্যামাহ—তস্মেতি । উদন্তপ্রস্থানস্তর্যামথশব্দার্থঃ । পূর্ববদিত্যভি-
মুখীকরণার্থঃ সম্বোধিতবানিত্যর্থঃ । বন্ধধ্বংসিজ্ঞানপ্রাপ্তো নাত্র প্রতিভাতি, কিন্তুনুবাদমাত্রমিত্যা-
শঙ্কাহ—যং বিদিত্বেন্তি । তং ব্যাচক্ষেতি পূর্বেরং সম্বন্ধঃ । ১

কিনুদন্ত-কহোলাভ্যাং এক আত্মা পৃষ্টঃ ? কিং বা ভিন্নাভ্যাংনো তুলা-
লক্ষণাবিতি ? ভিন্নাবিতি যুক্তম্, প্রশ্নয়োঃপুনরুক্ত্যেপপত্তেঃ । যদি হে ক আত্মা
উদন্ত-কহোলপ্রশ্নয়োর্কিবন্ধিতঃ, তত্রৈকেনৈব প্রশ্নেনামিগতত্বাং তদ্বিবয়ো দ্বিতীয়ঃ
প্রশ্নোহনর্থকঃ স্তাং ; নচার্থবাদরূপত্বং বাক্যস্ত ; তস্মাদ্ভিন্নাবেতাবাত্মানো ক্ষেত্রজ-
পরমাভ্যাংবিতি কেচিৎব্যচক্ষতে । ২

প্রশ্নয়োঃবাস্তববিশেষপ্রদর্শনার্থঃ পরামুশতি—কিনুদন্তেন্তি । তত্র পূর্বপক্ষং গৃহীত্ব—
ভিন্নাবিতীতি । উক্তমর্থং ব্যতিরেকদ্বারা বিদ্রোশতি—যদি হীত্যাদিনা । অথৈকং বাক্যং
বস্তুরং, তস্যার্থবাদো দ্বিতীয়ঃ বাক্যঃ ? নেত্যাহ—ন চেতি । দ্বয়োর্বাক্যয়োঃস্তুলালক্ষণত্বে
ফলিতমাহ—তস্মাদিতি । তত্রাত্তং বাক্যং ক্ষেত্রজমধিকরোতি, দ্বিতীয়ঃ পরমাভ্যানমিত্যভি-
প্রোত্যাহ—ক্ষেত্রজেন্তি । ২

তন্ন, ত ইতি প্রতিজ্ঞানাং ; ‘এষ ত আত্মা’ ইতি হি প্রতিবচনে প্রতিজ্ঞাতম্ ।
ন চৈকস্ত কার্যাকরণসম্ভবাতস্ত দ্বাবাত্মানাবুপপত্তেতে ; একো হি কার্যাকরণ-
সম্ভবাত একেনাত্মনা আত্মবান্ ; ন চোদন্তস্তাঃ কহোলস্তাঃ জাতিতো ভিন্ন
আত্মা ভবতি ; দ্বয়োঃগৌণত্বাদ্ভিন্নসর্কাস্তরত্বানুপপত্তেঃ । যদ্বৈকমগৌণং ব্রহ্ম
দ্বয়োঃ, ইতরেণ অবশ্যং গৌণেন ভবিতব্যম্ ; তথা আত্মত্বং সর্কাস্তরত্বং চ,
বিরুদ্ধত্বাং পদার্থানাম্ । যদ্বৈকং সর্কাস্তরং ব্রহ্ম আত্মা মুখ্যঃ, ইতরেণা-
সর্কাস্তরেণানাত্মনা অমুখ্যোনাবশ্যং ভবিতব্যম্ ; তস্মাদেকশ্চৈব দ্বিঃশ্রবণং
বিশেষবিবক্ষয়া । ৩

ব্রাহ্মণত্বেনর্থদ্বয়ং বিবক্ষিতমিতি ভূত্বপ্রপঞ্চপ্রস্থানং প্রোত্যাহ—তস্মেতি । প্রশ্নপ্রতি-
বচনয়োঃকরূপত্বান্নার্থভেদোহস্তীত্যুক্তমুপপাদয়তি—এষ ত ইতি । তথাহপার্থভেদে কাহনুপ-

পশ্চিমাহ—ন চেতি । তদেবোপপাদয়তি—একো হোতি । কার্য্যকরণসংঘাতভেদাদান্ন-
ভেদমাশঙ্ক্যাহ—ন চেতি । জ্ঞাতিতঃ স্বভাবতোহহমহমিত্যেকাকারক্ষুরণাদিত্যর্থঃ । ইতচ্চ
ন তত্ত্বভেদ ইত্যাহ—দ্বয়োরিতি । তদেব ক্ষুটয়তি—যদীতি । দ্বয়োপস্থে যদেকং ব্রহ্মাগোণং,
তদেতরেণ গোণেনাবাণং ভবিতব্যং, তথা আত্মহাদি যদেকশ্চেষ্টং তদেতরশ্চানাত্মহাদীতি
কুতঃ শ্রাদ্ধিতি চেৎ, তত্রাহ—বিরুদ্ধাদিতি । উক্তোপপাদনপূর্ব্বকং দ্বিঃপ্রবণশ্রাভিশ্রায়মাহ—
যদীত্যাদিনা । অনেকমুখ্যত্বাসংভবাস্থতঃ পরিচ্ছিন্নশ্চ ঘটবদব্রহ্মহাদনাত্মহাদৈকমেব মুখ্যং
প্রত্যগ্ভূতং ব্রহ্মেত্যর্থঃ । যদি জীবেররভেদাভাবাৎ প্রদ্বয়োর্নার্থভেদস্তর্হি পুনরুক্তিরনর্থিকেষ্যশঙ্ক্যাহ
—তদাদিতি । ৩

যত্ পূর্ব্বোক্তেন সমানং দ্বিতীয়ে প্রশ্নান্তরে উক্তম্, তাবন্মাত্রং পূর্ব্বশ্চৈ-
বানুবাদঃ,—তশ্চৈবানুক্তঃ কশ্চিৎপ্রশ্নেণো বক্তব্য ইতি । কঃ পুনরসৌ
বিশেষঃ—ইতি ? উচ্যতে—পূর্ব্বশ্চিন্ প্রশ্নে—অস্তি ব্যতিরিক্ত আত্মা, যস্তায়ং
সপ্রযোজ্যকো বন্ধ উক্ত ইতি, দ্বিতীয়ে তু তশ্চৈবানুনোহশনায়াদি-
সংসারধর্ম্মাতীতত্বং বিশেষ উচ্যতে, যদ্বিশেষপরিজ্ঞানাৎ সন্ন্যাসসহিতাৎ
পূর্ব্বোক্তাদ্বন্ধনাদ্বিমুচ্যতে । তস্মাৎ প্রশ্নপ্রতিবচনয়োঃ “এষ ত আত্মা” ইত্যেব-
মন্ত্যোস্তল্যার্থতৈব । ৪

তর্হি স এব বিশেষো দর্শয়িতব্যো যেন পুনরুক্তিরর্থবতীত্যশঙ্ক্যাহ—যদ্বিতি । অনুক্তবিশেষ-
কথনার্থমুক্তপরিমাণং নির্ণেতুমুক্তানুবাদশ্চেদনুক্তো বিশেষস্তর্হি প্রদশ্যতামিতি পৃচ্ছতি—কঃ
পুনরুক্তিঃ । বুভুৎসিতঃ বিশেষঃ দর্শয়তি—উচ্যত ইতি । ইতি-শব্দঃ ক্রিয়াপদেন সংবধ্যতে ।
কিমিত্যেব বিশেষো নির্দিগ্যতে, তত্রাহ—যদ্বিশেষেতি । অর্থভেদাসংভবে ফলিতমাহ—তদাদিতি ।
নোহশনায়েত্যাदिনা তু বিবক্ষিতবিশেষনোক্তিরিতি শেষঃ । ৪

ননু কথমেকশ্চৈবানুনোহশনায়াতীতত্বং তদ্বত্ত্বঞ্চৈতি বিরুদ্ধধর্ম্মসমবান্ধিত্ব-
মিতি ? ন, পরিহৃতত্বাৎ ; নামরূপবিকার-কার্য্যকরণলক্ষণসজ্জাতোপাধিভেদ-
সম্পর্ক-প্রনিতদ্রাবন্তিমাত্রং হি সংসারিত্বমিত্যসঙ্গদবোচ্যম, বিরুদ্ধকৃতব্যাক্থ্যানপ্রস-
ঙ্গেন চ ; যথা রজ্জু-শুক্লিক-গগনাদয়ঃ সর্প-রজত-মলিনা ভবন্তি পরাধ্যাবোপিত-
ধর্ম্মবিশিষ্টাঃ, স্বতঃ কেবলা এব রজ্জুশুক্লিকাগগনাদয়ঃ ; ন চৈবং বিরুদ্ধধর্ম্মসম-
বান্ধিত্বে পদার্থানাং কশ্চন বিরোধঃ । ৫

একমেবাস্তত্ত্বমধিকৃত্য প্রশ্নাবিত্যত্র চোদয়তি—নহিতি । বিরুদ্ধধর্ম্মবদ্বান্বিতো ভিন্নো
প্রশ্নার্থাবিত্যেতদুদয়তি—নেতি । পরিহৃতত্বমেব প্রক্ষুটয়তি—নামরূপেতি । তয়োবিকারঃ
কার্য্যকরণলক্ষণঃ সংঘাতঃ, স এবোপাধিভেদস্তেন সম্পর্কস্তদ্বিন্নহংমমাধ্যাসস্তেন জনিতা ভাবিত্বহং
কর্ত্তেত্যাদি, তাবন্মাত্রং সংসারিত্বমিত্যনেকশো ব্যুৎপাদিতং, তদান্নান্তি বস্ততে । বিরুদ্ধধর্ম্মব-
মিত্যর্থঃ । কিংচ সবিশেষত্বনির্বিশেষত্বপ্রত্যয়বিভাগোক্তিশ্রসঙ্গেন সংসারিত্বশ্চ মিথ্যাৎ
মধুব্রাহ্মণান্তেহবোচ্যমেত্যাহ—বিরুদ্ধেতি । কথং তর্হি বিরুদ্ধধর্ম্মবস্ত্বপ্রতীতিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—

যথেন্তি । পরেণ পুরুষোক্তানেন বাহ্যারোপিঠৈঃ সৰ্পাদিভির্ধর্মৈর্বিশিষ্টা ইতি যাবৎ । স্বকৃচ্ছারোপেণ বিনেত্যর্থঃ । প্রতিভাসতো বিরুদ্ধধর্মবদ্বৈপি ক্ষেত্রজৈবরয়োর্ভিন্নত্বাদ্ভিন্নার্থা-
বেব প্রত্নাবিতি চেদ্বৈত্যাহ—ন চৈবমিতি । নিরূপাধিকরূপেণাসংসারিত্বং সোপাধিকরূপেণ
সংসারিত্বমিত্যবিরোধ উক্তঃ । ৫

নামরূপোপাধ্যস্তিত্বে “একমেবাদ্বিতীয়ম্”, “নেহ নানাস্তি কিঞ্চন” ইতি
শ্রুতয়ো বিরূধ্যেরন্বিতি চেৎ ; ন, সলিলফেনদৃষ্টান্তেন পরিহৃতত্বাৎ, মৃদাদিদৃষ্টা-
নৈশ্চ । যদা তু পরমার্থদৃষ্ট্যা পরমাত্মত্বাৎ শ্রুত্যানুসারিভিন্নত্বেন নিরূপ্যমাণে
নাম-রূপে মৃদাদিবিকারবৎ বস্তুস্তরে তত্ত্বতো ন স্তঃ—সলিলফেনঘটাদিবিকার-
বদেব, তদা তদপেক্ষয়া “একমেবাদ্বিতীয়ম্” “নেহ নানাস্তি কিঞ্চন” ইত্যাদিপরমার্থ-
দর্শনগোচরত্বং প্রতিপদ্যতে । যদা তু স্বাভাবিক্যা বিদ্যয়া ব্রহ্মস্বরূপং ব্রহ্মত্বজ্ঞিকা-
গগনস্বরূপবদেব স্বেন রূপেণ বর্তমানং কেনচিদম্পৃষ্টস্বভাবমপি সৎ নামরূপকৃত-
কার্য্যকরণোপাধিভ্যো বিবেকেন নাবধারণ্যতে, নামরূপোপাধিদৃষ্টিরেব চ ভবতি
স্বাভাবিকী, তদা সর্বোহমং বস্তুস্তরাস্তিত্বব্যবহারঃ । ৬

ইদানীমুপাধাত্মাপগমে সম্বয়ত্বং সতশ্চৈব ঘটাদেবোপাধিত্বদৃষ্টেরিতি শক্তে—নামেন্তি ।
সলিলাস্তিরেকেণ ন সন্তি ফেনাদয়ো বিকারাঃ, নাপি মৃদাচ্ছতিরেকেণ তদ্বিকারাঃ শরাবাদয়ঃ
সন্তীতি দৃষ্টান্তাণ্য-যুক্তিবলাদাবিচ্ছ-নামরূপরচিতকার্য্যকরণসংঘাতত্বাবিচ্ছামাত্রত্বাৎ, তত্শাশ্চ
বিদ্যয়া নিরাসান্নৈবমিতি পরিহরতি—নেতাদিনা । কায়াসম্বয়ভূপগম্যোক্তমিদানীং তদপি
নিরূপ্যমাণে নাস্তীত্যাহ—যদা ইতি । নেহ নানাস্তি কিংচনেতাদি শ্রুত্যানুসারিভিন্নত্বদৃষ্ট্যা
নিরূপ্যমাণে নামরূপে পরমাত্মত্বাদস্তদ্বৈনানন্তত্বেন বা নিরূপ্যমাণে তত্ত্বতো বস্তুস্তরে যদা তু ন
স্ত ইতি সংবন্ধঃ । মৃদাদিবিকারবদিত্যুক্তং প্রকটয়তি—সলিলেন্তি । তদা তৎপরমাত্মত্ব-
মপেক্ষ্যতি যোজনীয়ম্ । কদা তর্হি লৌকিকে ব্যবহারস্তত্ৰাহ—যদা ইতি । ৬

অস্তি চামং ভেদকৃতো মিথ্যাব্যবহারঃ, যেবাং ব্রহ্মত্বাদিত্বেন বস্তু বিদ্যতে,
যেবাং চ নাস্তি । পরমার্থবাদিভিস্তু শ্রুত্যানুসারেণ নিরূপ্যমাণে বস্তুনি—কিং তত্ত্ব-
তোহস্তি বস্তু, কিং বা নাস্তীতি, ব্রহ্মেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্বসংব্যবহারশূন্যমিতি
নির্ধারণ্যতে, তেন ন কশ্চিৎপ্রতিষেধঃ । ন হি পরমার্থাবধারণনিষ্ঠায়াং বস্তুস্তরাস্তিত্বং
প্রতিপদ্যমহে, “একমেবাদ্বিতীয়ম্” “অনন্তরমবাহম্” ইতি শ্রুতেঃ । ন চ নামরূপ-
ব্যবহারকালে তু অবিবেকিনাং ক্রিয়াকারকফলাদিসংব্যবহারো নাস্তীতি প্রতি-
ষিধ্যতে ; তস্মাদ্ জ্ঞানাজ্ঞানে অপেক্ষ্য সর্বঃ সংব্যবহারঃ শাস্ত্রীয়ো লৌকিকশ্চ ;
অতো ন কাচন বিরোধাশঙ্কা । সর্ববাদিনামপ্যপরিহার্য্যঃ পরমার্থসংব্যবহার-
কৃতো ব্যবহারঃ । ৭

অবিদ্যয়া স্বাভাবিক্যা ব্রহ্ম যদোপাধিভ্যো বিবেকেন নাবধারণ্যতে, তদা লৌকিকে ব্যব-

হারশ্চেৎ, তর্হি বিবেকিনাং নাসৌ শ্রাদ্ধিত্যাশঙ্ক্যাহ—অন্তি চেতি । ভেদভানপ্রযুক্তো ব্যবহারো বিবেকিনামবিবেকিনাং চ তুল্য এবাং, বহুস্তরাস্তিত্যভিনিবেশস্ত বিবেকিনাং নাস্তীতি বিশেষঃ ।

ননু যথাপ্রতিভাসঃ বহুস্তরঃ পারমার্থিকমেব কিং ন শ্রাদ্ধত্যাহ—পরমার্থেতি । কিং দ্বিতীয়ং বস্তু তত্ত্বতোহন্তি কিং বা নাস্তীতি বস্তুরনি নিক্রপমাণে সতি শ্রুতানুসারেণ তদ্বর্ণনিত্তি-
রেকমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মাব্যবহার্যামিতি নির্দ্ধায়েতে, তেন ব্যবহারদৃষ্ট্যশ্রয়ণেন ভেদকৃতো মিথ্যা-
ব্যবহারস্তদৃষ্ট্যশ্রয়ণেন চ তদভাববিষয়ঃ শাস্ত্রীয়ো ব্যবহার ইত্যভ্যর্থবিধব্যবহারসিদ্ধিরিত্যর্থঃ ।
তত্র শাস্ত্রীরব্যবহারোপপত্তিঃ প্রপঞ্চয়তি—ন ইতি । তথা চ বিজ্ঞাবস্থায়াং শাস্ত্রীয়োহভেদ-
ব্যবহারঃ, তদিত্তরব্যবহারপ্রাভাসমাত্রমিতি শেষঃ । অবিজ্ঞাবস্থায়াং লৌকিকব্যবহারোপপত্তিঃ
বিদূর্ণোক্ত—ন চ নামেতি । উভয়বিধব্যবহারোপপত্তিমুপসংহরতি—তস্মাদিতি । উক্তরীত্যা
ব্যবহারদ্বয়োপপত্তৌ কলিতমাহ—অত ইতি । প্রত্যক্ষাদিনু বেদান্তেনু চেতি শেষঃ । জ্ঞানাজ্ঞানে
পূরন্ততা ব্যবহারঃ শাস্ত্রীয়ো লৌকিকশ্চেতি নাস্মাভিরেবোচ্যতে, কিন্তু সর্বেষামপি পরীক্ষকাণা-
মেতৎ সমতং, সংসারদশায়াং ত্রিবিধাকারকব্যবহারস্ত মোক্ষাবস্থায়াং চ তদভাবশ্চেষ্টেহাদিত্যাহ—
সর্ববাদিনামিতি । ৭

তত্র পরমার্থাত্মস্বরূপমপেক্ষ্য প্রশ্নঃ পুনঃ—কতমো বাজ্ঞবক্য সর্বাস্তর ইতি ।
প্রত্যাহ ইতরঃ—যঃ অশনায়া-পিপাসে, অশিতুমিচ্ছা অশনায়া, পাতুমিচ্ছা পিপাসা,
তে অশনায়াপিপাসে যোহত্যেতীতি বক্ষ্যমাণেন সঙ্কঃ । অবিবেকিভিস্তলমল-
বদিব গগনং গম্যমানমেব তল-মলে অত্যেতি, পরমার্থতত্ত্বাত্ম্যামসংসৃষ্টস্বভাবত্বাৎ ;
তথা মূঢ়ৈরশনায়া-পিপাসাদিমদ্ ব্রহ্ম গম্যমানমপি—ক্ষুধিতোহহং পিপাসিতোহহ-
মিতি, তে অত্যেত্যেব, পরমার্থতত্ত্বাত্ম্যামসংসৃষ্টস্বভাবত্বাৎ, “ন লিপ্যতে লোক-
দুঃখেন বাহুঃ” ইতি শ্রুতেঃ, অবিদ্বল্লোকাধ্যারোপিতদুঃখেনেত্যর্থঃ । প্রাণৈক-
ধর্মত্বাৎ সমাসকরণং অশনায়াপিপাসয়োঃ । ৮

নিক্রপাধিকে পরশ্রিতানি চিত্তাবনামগবিজ্ঞাকল্পিতোপাধিকৃতনশনায়াদিমহৎ, বস্তুতস্ত
তদ্রাহিত্যমিত্যুপপাদানপ্তরপ্রথমুখাপ্য প্রতিবন্ধি—তদ্রেত্যাদিনা । কল্পিতাকল্পিতয়োরাঙ্ক-
রূপয়োনির্ধারণার্থী সপ্তমী । যোহত্যেতি স সর্বাস্তরহাদিবিশেষণস্তবাক্সেতি শেষঃ । ননু পরো
নাশনায়াদিমান্ অপ্রসিদ্ধে, নাপি জীবন্তা, তস্ত পরশ্রাদব্যতিরেকাদত আহ—অবিবেকিভি-
রিত্তি । পরমার্থত ইত্যভ্যর্থতঃ সংবধাতে । ব্রহ্মৈবাখণ্ডং সচ্চিদানন্দমনাচ্চবিজ্ঞা-তৎকাংখ্যাবুধ্যাদি-
সংবন্ধমাত্মাসত্ত্বা স্বানুভবাদ্ অশনায়াদিমদগম্যতে তদ্বন, বস্তুতোঃবিজ্ঞাচ্চসংবন্ধাদশনায়াচ্চতীতঃ
নিতানুক্তং তিষ্ঠতীত্যর্থঃ । অশনায়াপিপাসাদিমদ্ ব্রহ্ম গম্যমানমিতি বদনাচাখো নানাজীববাদস্তা-
নিষ্টত্বং হৃচয়তি । পরমার্থতো ব্রহ্মশনায়াচ্চসংবন্ধে মানমাহ—ন লিপ্যত ইতি । বাহুত্ব-
মসঙ্গতম্ । লোকদুঃখেনেত্যুক্তং, লোকস্থানাস্তনো দুঃখসংবন্ধানভ্যুপগমাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—
অবিদ্বদিতি । অশনায়াপিপাসয়োঃ সমগ্ৰোপাদানে হেতুমাহ—প্রাণেতি । ৮

শোকম্, মোহম্—শোক ইতি কামঃ ; ইষ্টং বস্তু উদ্दिष्ट চিস্তয়তো বদরমণম্,

তৎ তৃষ্ণাভিভূতশ্চ কামবীজম্ ; তেন হি কামো দীপ্যতে । মোহন্ত বিপরীত-
প্রত্যয়-প্রভবোহবিবেকো ভ্রমঃ, স চাবিষ্ঠা সৰ্বস্থানর্থশ্চ প্রসববীজম্ ; ভিন্নকার্য-
ত্বাৎ তয়োঃ শোক-মোহরোরসমাসকরণম্ ; তৌ মনোহধিকরণৌ, তথা শরীরাদি-
করণৌ অরাৎ মৃত্যুৎ চাত্যেতি । জরেতি কার্যকরণসজ্বাত-বিপরিণামো বলি-
পলিতাদিলিঙ্গঃ । মৃত্যুরিতি তদ্বিচ্ছেদঃ বিপরিণামাবসানঃ, তৌ অরামৃত্যু
শরীরাদিকরণাবত্যেতি । ৯

অরতিবাচী শোকশোকো ন কামবিষয় ইত্যশঙ্ক্যাহ—ইষ্টমিতি । কামবীজত্বমরতেরনু-
ভবেনাভিব্যবর্ত্তি—তেন হীতি । কামশ্চ শোকো বীজমিতি স কামতয়া ব্যাখ্যাতঃ, অনিত্যা-
শুচিহ্নঃখানাশ্চ নিত্যশুচিহ্নধাত্মক্যাতঃ বিপরীতপ্রত্যয়ঃ, তন্মাত্মনসি প্রভবতি কৰ্ত্তব্যাকৰ্ত্তব্য-
বিবেকঃ, স লৌকিকঃ সনাগজ্ঞানবিরোধাদব্রহ্মমোহবিচ্ছেদাচ্যতে । তন্তাঃ সৰ্বদানর্থোৎপত্তৌ
নিমিত্তত্বং মূলাবিষ্ঠায়াত্পাদানত্বং, তদন্তরাহ—মোহমিতি । কামশ্চ শোকঃ, মোহো দুঃখশ্চ
হেতুরিতি ভিন্নকার্যত্বং, তদ্বিচ্ছেদ ইত্যত্র কার্যকরণসংঘাতস্বচ্ছদার্থঃ । ৯

এতে অশনায়াদয়ঃ প্রাণ-মনঃ-শরীরাদিকরণাঃ প্রাণিষু অনবরতং বর্ত্তমানাঃ
অহোরাত্রাদিবৎ সমুদ্রোর্দ্ধ্বিবিচ্ছ প্রাণিষু, সংসার ইত্যুচ্যতে । মোহমৌ দৃষ্টে-
র্দ্রষ্টেত্যাদিলিঙ্গণঃ সাক্ষাদ্ অব্যবহিতঃ, অপরোক্ষাৎ অগৌণঃ সৰ্বাস্তর আত্মা
ব্রহ্মাদিস্তদ্ব্যপ্যস্তানাং ভূতানাম্, অশনায়াপিপাসাদিভিঃ সংসারধর্মৈঃ সদা
ন স্পৃশ্যতে—আকাশ ইব ঘনাদিমলৈঃ ; তন্ম এতৎ বৈ আত্মানং স্বং তত্ত্বং বিদিত্বা
জ্ঞাত্বা—অয়মহমস্মি পরং ব্রহ্ম সদা সৰ্বসংসারবিনিমুক্তং নিত্যতৃপ্তমিতি, ব্রাহ্মণাঃ
—ব্রাহ্মণানামেবাধিকারো ব্যাখ্যানে, অতো ব্রাহ্মণগ্রহণম্ ; ব্যাখ্যায় বৈপরীতো-
নোথানং কৃত্বা ; কুত ইত্যাহ—পুল্লেখণায়াঃ—পুল্লেখ্যার্থা এবণা পুল্লেখণা—পুল্লেখ
ইমং লোকং জয়েয়মিতি লোকজয়সাধনং পুল্লেখং প্রতীচ্ছা এবণা—দারসংগ্রহঃ, দার-
সংগ্রহমকুত্বেত্যর্থঃ । বিত্লেষণাদ্বাশ্চ—কর্মসাধনশ্চ গবাদেকপাদানম্—অনেন কর্ম
কৃত্বা পিতৃলোকং জেয়ামীতি, বিষ্ঠাসংযুক্তেন বা দেবলোকম্, কেবলম্বা বা হিরণ্য-
গর্ভবিষ্ঠয়া দৈবেন বিত্তেন দেবলোকম্ । ১০

সংসারাবিরক্তশ্চ পারিব্রাজ্যং বক্তৃমুত্তরং বাক্যমিত্যাভিপ্রেত্য সংক্ষেপতঃ সংসারস্বরূপমাহ—
যে ত ইত্যাদিনা । তেষামাত্মস্বর্গত্বং ব্যাবর্ত্তয়িতুং বিশিনষ্টি—প্রাণেতি । তেষাং স্বরসতো
বিচ্ছেদশঙ্কাং বারয়তি—প্রাণিধিতি । প্রবাহরূপেণ নৈরন্তর্য্যো দৃষ্টান্তমাহ—অহোরাত্রাদি-
বদিতি । তেষামতিশেপলবে দৃষ্টান্তঃ—সমুদ্রোর্দ্ধ্বিবিদিতি । তেষাং হেয়ত্বং দ্রোতয়তি—প্রাণিধিতি ।
যে যথোক্তাঃ প্রাণিধনান্যাদয়ন্তে তেবু সংসার ইত্যুচ্যত ইতি যোজনা । এতৎ বৈ তমিত্যত্র
তচ্ছদার্থমুপশান্তপ্রশ্নোক্তং ত্বংপদার্থং কথয়তি—মোহসাধিত । এতচ্ছদার্থং কহোলপ্রশ্নোক্তং
তৎপদার্থং দর্শয়তি—অশনায়েতি । তয়োর্দৈক্যং সামান্যাদিকরণ্যেণ হৃচিতমিত্যাহ—তমেত-

মিতি । জ্ঞানমেব বিশদয়তি—অয়মিত্যাदिना । জ্ঞাতা ব্রাহ্মণা ব্যাখ্যায় ভিক্ষার্চ্যাং চরন্তীতি সংবন্ধঃ । সংজ্ঞাসবিধায়কে বাক্যে কিমিত্যাধিকারিণি ব্রাহ্মণপদং, তত্রাহ—ব্রাহ্মণানামিতি । পুত্রার্থামেষণামেব বিবৃণোতি—পুত্রোণেতি । ততো ব্যাখ্যানং সংগৃহীতি—দারসংগ্রহমিতি । বিত্তৈষণায়াক্ষ ব্যাখ্যানং কৰ্তব্যমিত্যাহ—বিত্তেতি । বিত্তং দ্বিবিধং মানুষং দৈবং চ । মানুষং গবাদি, তন্ত্ৰ কৰ্মসাধনস্তোপাদানমুপার্জনং, তেন কৰ্ম কৃদ্বা কেবলেন কৰ্মণা পিতৃলোকং জেজ্জামি । দৈবং বিত্তং বিদ্যা, তৎসংযুক্তেন কৰ্মণা দেবলোকং, কেবলয়া চ বিদয়া তমেব জেজ্জামীতীচ্ছা বিত্তৈষণা, ততশ্চ ব্যাখ্যানং কৰ্তব্যমিতি ব্যাচষ্টে—কৰ্মসাধনস্তেতি । এতেন লোকৈষণায়াক্ষ ব্যাখ্যানমুক্তং বেদিতবান্ । ১০

দৈবাধিত্তাদ্ ব্যাখ্যানমেব নাস্তীতি কেচিৎ ; যস্মাৎ তদ্বলেন হি কিল ব্যাখ্যান-মিতি । তদসৎ, ‘এতাবান্ বৈ কামঃ’ ইতি পঠিতত্বাদ্ এষণামধ্যে নৈবস্ত বিদুস্ত । হিরণ্যগৰ্ভাদিদেবতাবিষয়েব বিদ্যা বিস্তমিত্যুচ্যতে, দেবলোকহেতুত্বাৎ । ন হি নিরুপাধিকপ্রজ্ঞানঘনবিষয়া ব্রহ্মবিদ্যা দেবলোকপ্রাপ্তিহেতুঃ, “তস্মাক্তং সৰ্বমভবৎ” “আত্মা হোষাৎ স ভবতি” ইতি শ্রুতেঃ ; তদ্বলেন হি ব্যাখ্যানম্, “এতৎ বৈ তমা-স্থানং বিদিত্বা” ইতি বিশেষবচনাৎ । তস্মাৎ ত্রিভ্যোহপ্যেতেভ্যঃ অনাত্মলোক-প্রাপ্তিসাধনেভ্য এষণাবিসরেভ্যো ব্যাখ্যায়—এষণা কামঃ “এতাবান্ বৈ কামঃ” ইতি শ্রুতেঃ, এতস্মিংশ্রিবিধে অনাত্মলোকপ্রাপ্তিসাধনে তৃকামকৃত্ত্বৈত্যর্থঃ । ১১

দৈবাধিত্তাদ্ ব্যাখ্যানমাক্ষিপতি—দৈবাদিতি । তস্তাপি কামত্বান্ততো ব্যাখ্যাতব্যমিতি পরি-হরতি—তদসদिति । তহি ব্রহ্মবিদ্যায়াঃ সকাশাদপি ব্যাখ্যানান্তন্মূলধ্বংসে তদ্বাখ্যাতঃ প্রাদিত্যা-শঙ্কাহ—হিরণ্যগৰ্ভাদীতি । দেবতোপাসনায় বিত্তশক্তিবিদ্যায়ে হেতুনাহ—দেবলোকেতি । তৎপ্রাপ্তিহেতুত্বং ব্রহ্মবিদ্যায়ামপি তুল্যমিতি চেন্নেত্যাহ—ন হীতি । তত্র ফলাস্তরপ্রবণং হেতু-করোতি—তস্মাদিতি । উতশ্চ ব্রহ্মবিদ্যা দৈবাধিত্তাদ্হিরেবেত্যাহ—তদ্বলেনেতি । প্রাগেব বেদনং সিদ্ধং চেৎ, কিং পুনর্ব্যাখ্যানেনেত্যাশঙ্কা ত্রয়োজকজ্ঞানং তৎপ্রয়োজকম্, উদ্দেশ্যং তু তত্ত-সাক্ষাৎকরণমিতি বিবক্ষিতাহ—তস্মাদিতি । প্রয়োজকজ্ঞানং পঞ্চমার্থঃ । ব্যাখ্যায় ভিক্ষার্চ্যাং চরন্তীতি সংবন্ধঃ । ব্যাখ্যানস্বরূপপ্রদর্শনার্থমেষণাস্বরূপমাহ—এষণেতি । কিমেতাবতেত্যাশঙ্কা ব্যাখ্যানস্বরূপমাহ—এতস্মিন্নিতি । সম্বন্ধস্ত পূর্ববৎ । ১২

সৰ্বা হি সাধনেচ্ছা ফলেচ্ছৈব ; অতো ব্যাচষ্টে শ্রুতিঃ একৈব এষণেতি । কথম্ ? যা হোব পুত্রৈষণা, সা বিত্তৈষণা, দৃষ্টফলসাধনতুল্যত্বাৎ ; যা বিত্তৈষণা সা লোকৈষণা ; ফলার্থৈব সা ; সৰ্বঃ ফলার্থপ্রযুক্ত এব হি সৰ্বং সাধনমুপাদত্তে ; অত একৈবৈষণা । যা লোকৈষণা, সা সাধনমস্তুরেণ সম্পাদদ্বিত্বং ন শক্যতে—ইতি সাধ্য-সাধনভেদেন উভে হি যস্মাদেতে এষণে এব ভবতঃ ; তস্মাদ্ ব্রহ্মবিদ্যো নাস্তি কৰ্ম কৰ্মসাধনং বা—অতো যেহতিক্রান্তাঃ ব্রাহ্মণাঃ, সৰ্বং কৰ্ম কৰ্মসাধনঞ্চ সৰ্বং দেবপিতৃমানুষনিমিত্তং যজ্ঞোপবীতাди—তেন হি দৈবং পিত্র্যাং মানুষঞ্চ কৰ্ম

ক্রিয়তে, “নিবীতং মনুষ্যাণাম্” ইত্যাদিশ্রুতেঃ । তস্মাৎ পূর্বে ব্রাহ্মণা ব্রহ্মবিদঃ
ব্যুথায়—কৰ্ম্মভ্যঃ কৰ্ম্মসাধনেভ্যশ্চ যজ্ঞোপবীতাদিভ্যঃ, পরমহংসপারিত্রাজ্যং
প্রতিপত্ত্বা, ভিক্ষার্চ্যং চরন্তি—ভিক্ষার্থং চরণং ভিক্ষার্চ্যম্ চরন্তি—তাক্ষা স্মার্তং
লিঙ্গং কেবলাশ্রমমাত্রশরণানাং জীবনসাধনং পারিত্রাজ্যব্যঞ্জকম্; “বিদ্বান্ লিঙ্গ-
বর্জিতঃ” “তস্মাদলিঙ্গো ধর্ম্মজ্ঞোহব্যক্তলিঙ্গোহব্যক্তাচারঃ” ইত্যাদিস্মৃতিভ্যঃ,
“অথ পরিব্রাড্‌বিবর্ণবাসা মুণ্ডোহপরিগ্রহঃ” ইত্যাদিশ্রুতেঃ, “সশিখান্ কেশান্
নিকৃত্য বিসৃজ্য যজ্ঞোপবীতম্” ইতি চ । ১২

যা হেবেত্যাদিশ্রুতেস্তাৎপয়ামাহ—সর্বা হীতি । ফলং নেচ্ছতি সাধনং চ চিকীর্ষতীতি
ব্যাখ্যাতাৎ ফলেচ্ছান্তর্ভূতৈব সাধনেচ্ছা, তদ্ব্যুত্থমেষণৈক্যমিত্যর্থঃ । শ্রুতেস্তদৈক্যব্যাৎপাদকত্বং
প্রশ্নপূর্ব্বকং ব্যাৎপাদয়তি—কথমিত্যাदिনা । ফলেষণান্তর্ভাবং সাধনৈষণায়্যাঃ সমর্থয়তে—সর্ব
ইতি । উভে হীত্যাদিশ্রুতিমবতায়া ব্যাচষ্টে—যা লৌকিকেষণেতি ।

প্রযোজকজ্ঞানবতঃ সাধ্যসাধনরূপাৎ সংসারাদ্বিরক্তস্ত কৰ্ম্মতৎসাধনয়োঃ সমস্তবে সাংক্ষাৎ-
কারমুদ্दिष्ट কলিতং সংস্থাসং দশয়তি—অন্ত ইতি । অতিক্রান্তা ব্রাহ্মণাঃ কিং প্রযয়েত্যাদি-
প্রকাশিতাঃ, তেষাং কৰ্ম্ম কৰ্ম্মসাধনং চ যজ্ঞোপবীতাদি নাস্তীতি পূর্বেণ সম্বন্ধঃ । দেবপিতৃমাতৃ-
নিমিত্তমিতি বিশেষণং বিশদয়তি—তেন হীতি । প্রাচীনাবীতং পিতৃণাম্ উপবীতং দেবানা-
মিত্যাदिশঙ্কাৰ্থঃ । যস্মাৎ পূর্বে বিচারপ্রযোজকজ্ঞানবন্তো ব্রাহ্মণা বিরক্তাঃ সংস্থাত্ত তৎপ্রযুক্তং
ধর্ম্মময়তিষ্ঠন্, তস্মাদধুনাতনোহপি প্রযোজকজ্ঞানী বিরক্তো ব্রাহ্মণস্তথা কুর্যাদিত্যাহ—তস্মাদিতি ।
‘ত্রিদণ্ডেন যতিশ্চৈব’ ইত্যাদিস্মৃতেৰ্ন পরমহংসপারিত্রাজ্যমত্র বিবক্ষিতমিত্যাশঙ্ক্যাহ—তাতেতি ।
তত্ত্ব দৃষ্টার্থদান্ মুমুক্শুভিত্ত্যাজাহ্নুং সূচয়তি—কেবলমিতি । অমুখ্যভাচ্চ তত্ত্ব ত্যাজ্যতেত্যাহ—
পারিত্রাজ্যেতি । তথাপি ত্রিদিষ্টঃ সংস্থাসো ন স্মৃতিকারৈর্নিবদ্ধ ইতি চেদ্রেত্যাহ—বিদ্বানিতি ।
প্রত্যক্ষশ্রুতিবিরোধাত স্মার্তসংস্থাসো মুখ্যো ন ভবতীত্যাহ—অথেনিতি । ১২

নহু ‘ব্যুথায় ভিক্ষার্চ্যং চরন্তি’ ইতি বর্ত্তমানাপদেশাদ্ অর্থবাদোহয়ম্; ন
বিধায়কঃ প্রত্যয়ঃ কশ্চিৎ শ্রুয়তে—লিঙ্লোটতব্যানামন্ততমোহপি; তস্মাদর্থ-
বাদমাত্রেন শ্রুতিস্মৃতিবিহিতানাং যজ্ঞোপবীতাদীনাং সাধনানাং ন শক্যতে পরি-
ত্যাগঃ কারয়িতুম্; “যজ্ঞোবীত্যেবাবীয়াত যাজ্নেদ যজ্ঞেত বা ।” পারিত্রাজ্যে
তাবদধ্যয়নং বিহিতম্;

“বেদসম্যসনাৎ শূদ্রস্তস্মাদ্বেদং ন সংগ্ৰহেৎ” ইতি ;

“স্বাধ্যায় এবোৎসৃজ্যমানো বাচম্” ইতি চ আপস্তম্বঃ ;

“ব্রহ্মোজ্ঞাৎ বেদনিষ্ঠা চ কোটসাক্ষ্যং মুহুর্দধঃ ।

গর্হিতান্নাশ্চরোজ্জগ্মিঃ সুরাপানসমানি যট্ ॥”

ইতি বেদপরিত্যাগে দোষশ্রবণাৎ । “উপাসনে গুরুণাং বুদ্ধানামতিথীনাং, হোমে

অপ্যকৰ্ম্মণি ভোজন আচমনে স্বাধ্যায়ে চ যজ্ঞোপবীতী শ্রাৎ ইতি পরিব্রাজক-
ধৰ্ম্মেষু চ গুরুপাসনস্বাধ্যায়ভোজনাচমনাদীনাং কৰ্ম্মণাং শ্রুতিস্মৃতিষু কৰ্ত্তব্যতয়া
চোদিতত্বাৎ গুরুদ্ব্যাপাসনাদ্বেন যজ্ঞোপবীতস্ত বিহিতত্বাৎ তৎপরিত্যাগো নৈবা-
বগন্তুং শক্যতে । ১৩

এতং বৈ তমিত্যাদিবাক্যস্ত বিধায়কত্বমুপেত্য সৰ্ব্বকৰ্ম্ম-তৎসাধনপরিত্যাগপরত্বমুক্তমাক্ষি-
পতি—নয়তি । ইতচ্চ যজ্ঞোপবীতমপরিত্যাজ্যমিত্যাহ—যজ্ঞোপবীত্যেবেতি । যাজনাদি-
সমভিব্যাহারাদসংস্থাসিবিষয়মেতদিত্যাশঙ্ক্যাহ—পারিব্রাজ্যে তাবদিতি । বেদত্যাগে দোষ-
শ্রুতেন্তনত্যাগেহপি কথং পারিব্রাজ্যে যজ্ঞোপবীতত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—উপাসন ইতি । ইত্যনেন
বাক্যেন গুরুদ্ব্যাপাসনাদ্বেন যজ্ঞোপবীতস্ত বিহিতত্বাৎ পরিব্রাজকধৰ্ম্মেষু গুরুপাসনাদীনাং
কৰ্ত্তব্যতয়া শ্রুতিস্মৃতিষু চোদিতত্বাদ্ যজ্ঞোপবীতপরিত্যাগোহবগন্তুং নৈব শক্যত ইত্যম্বয়ঃ । ১৩

যন্তপোষণাভ্যো ব্যুত্থানং বিধীয়ত এষ, তথাপি পুত্রাণ্ডেষণাভ্যস্তিস্মৃত্য
এষ ব্যুত্থানম্, ন তু সৰ্ব্বশ্রাৎ কৰ্ম্মণঃ কৰ্ম্মসাধনাচ্চ ব্যুত্থানম্; সৰ্ব্বপরিত্যাগে
চাশ্রুতং কৃতং শ্রাৎ, শ্রুতঞ্চ যজ্ঞোপবীতাди স্থাপিতং শ্রাৎ; তথাচ মহানপরাধঃ
বিহিতাকরণ-প্রতিষিদ্ধাচরণনিষিত্তঃ কৃতঃ শ্রাৎ; তস্মাদ্ যজ্ঞোপবীতাदि-লিঙ্গ-
পরিত্যাগোহন্ধপরম্পরৈব । ন, “যজ্ঞোপবীতং বেদাংশ্চ সৰ্ব্বং তদ্বর্জয়েদ্ যতিঃ”
ইতি শ্রুতেঃ । ১৪

সম্প্রতি শ্রৌচিমাৰুঢ়ো ব্যুত্থানে বিধিমজীকৃত্যপি দুষয়তি—যন্তপীত্যাদিনা । এষণাভ্যো
ব্যুত্থানে সত্যেষণাহাবিশেষাৎ কৰ্ম্মণস্তৎসাধনাচ্চ ব্যুত্থানং সেৎস্তুতীত্যাশঙ্ক্য যজ্ঞোপবীতা-
দেষেষণাভিন্নসিদ্ধমিত্যাশয়েনাহ—সৰ্ব্বোতি । অশ্রুতকরণে শ্রুতত্যাগে চ ‘অকুৰ্কন্ বিহিতং কৰ্ম্ম’
ইত্যাদিস্মৃতিমাশ্রিত্য দূষণমাহ—তথা চেতি । ননু দৃষ্টতে যজ্ঞোপবীতাদিলিঙ্গত্যাগঃ, স
কস্মাঙ্গিরাক্রিয়তে, তত্রাহ—তস্মাদিতি । নেয়মন্ধপরম্পরেতি পরিহরতি—নেত্যাদিনা । ১৪

অপিচ, আত্মজ্ঞানপরত্বাৎ সৰ্ব্বশ্রা উপনিষদঃ—আত্মা দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো
মন্তব্য ইতি হি প্রস্তুতম্; স চাত্মৈব সাক্ষাদপরোক্ষাৎ সৰ্ব্বাস্তরঃ অশনাদি-
সংসারধৰ্ম্মবর্জিতঃ—ইত্যেবং বিজ্ঞেয় ইতি তাবৎ প্রসিদ্ধম্ । সৰ্ব্বা হীমুপনিষদ্
এবংপরেতি বিধ্যস্তরশেষত্বং তাবদাস্তি, অতো নার্থবাদঃ, আত্মজ্ঞানস্ত কৰ্ত্তব্যত্বাৎ ।
আত্মা চ অশনাদিধৰ্ম্মবান্ ন ভবতীতি সাধন-ফলবিলক্ষণো জ্ঞাতব্যঃ; অতো
ব্যতিরেকেণ আত্মনো জ্ঞানম্ অবিজ্ঞা—“অন্তোহসাবন্তোহহমস্মীতি, ন স বেদ”
“মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাশ্নোতি, য ইহ নানৈব পশ্নতি” “একধৈবানুদ্রষ্টব্যমেকমেবাদ্বিতীয়ম্”
“তদ্বদসি” ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ । ক্রিয়াফলং সাধনঞ্চ অশনাদিসংসারধৰ্ম্মাতীতা-
দাত্মনঃ অন্তদবিজ্ঞাবিষয়ম্—“যত্র হি দ্বৈতমিষ ভবতি” “অন্তোহসাবন্তোহহমস্মি,
ন স বেদ” “অথ যেহন্তথাতো বিহুঃ” ইত্যাদিবাক্যশ্রুতেভ্যঃ । ১৫

ব্রহ্মত্বাদেব প্রব্রজেদিত্যাদিবিধিপনস্তপি প্রৌঢ়বাদেনাঙ্গজ্ঞানবিধিবলাদেব সংশ্রাসং
সাধয়িতুমাঙ্গজ্ঞানপরত্বং তাবদুপনিষদামুপগচ্ছতি—অপি চেতি । ইতচ্চান্তি সংশ্রাসে বিধিরিতি
যাবৎ । তর্হিধিবলাদেব সংশ্রাসসিদ্ধিরিতি শেষঃ । কথং সর্বোপনিষদাঙ্গজ্ঞানপরেহ্যতে,
কর্তৃশ্রুতিদ্বারা কৰ্ম্মবিধিশেষত্বেনার্থবাদত্বাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—আত্মেত্যাदिना । अस्तु यथोक्तं वस्तु
विज्ञेयं, तथापि अस्तুরे किं जातं ? तदाह—सर्वा हीति । ननु तत्र कर्तव्यत्वेऽपि कथं
कर्म-तत्साधनत्यागसिद्धिरित आह—आत्मा चेति । विपक्षे दोषमाह—अत इति । साधन-
कलातुर्लभत্বেনাङ्गनो ज्ञानमविच्छेत्वा अमागमाह—अच्छांसविद्यादिना । क्रियाकारकफल-
विलक्षणस्याङ्गनो ज्ञानं कर्तव्यं, तत्सामर्थ्यां साध्यासाधनत्यागः सिधातीतुञ्जः ; संप्रत्याविद्या-
विषयत्वाच्च साध्यासाधनयोर्विद्यावता ताज्यातेत्याह—क्रियेति । तत्प्राविद्याविषयत्वे प्रतीकदा-
हरति—यत्नेति । १५

न च विद्याविद्ये एकश्च पुरुषश्च सह भवतः, विरोधात्—तमःप्रकाशाविव ।
तस्मान्नायविदः अविद्याविषयोऽधिकारो न द्रष्टव्यः क्रिया-कारक-फलभेदरूपः,
“मृत्योः स मृत्युमाप्नोति” इत्यादिनिन्दितत्वात् । सर्वक्रियासाधनफलानां अविद्या-
विषयत्वात् तद्विपर्ययाविद्यया हातव्यत्वेनेष्टत्वात्, यज्ज्ञোपवीतादिसाधनानां तद्वि-
षयत्वात् ; तस्मादसाधनफलसम्भावनाङ्गनः अत्रविषया विलक्षणा एव । उभे ह्येते
साधन-फले एवै एव भवतः, यज्ज्ञोपवीतादेस्तत्साध्यकर्मणां साधनत्वात्, “उभे
ह्येते एवै एव” इति हेतुवचनेनावधारणात् । यज्ज्ञोपवीतादिसाधनात्,
तत्साध्योक्त्या च कर्मज्ञः अविद्याविषयत्वात् एवैकारूपत्वाच्च जिहासितव्यरूपत्वाच्च व्युत्थानं
विधिंसितमेव । १६

अविद्याविवरद्वेऽपि साधनादि विद्यावत एव भविष्यति, विद्याविद्ययोरन्वदादिन् साहित्योप-
लब्धादित्याशङ्क्याह—न चेति । विद्याविद्ययोः साहित्यासम्भवे फलितमाह—तस्मादिति ।
इतश्च प्रयोजकज्ञानवता साध्यासाधनभेदो न द्रष्टव्यो विवक्षित-तद्वनाङ्गात्वारविरोधित्वादि-
त्याह—सर्वेति । भवद्विद्याविषयत्वात् विद्यावतस्यागः, तथापि कुतो यज्ज्ञोपवीतादीनां
त्यागस्त्याह—यज्ज्ञोपवीतादीति । तद्विषयत्वादित्यत्र तच्छेकोऽविद्याविषयः । एवैकार्वा
यज्ज्ञोपवीतादीनां ताज्यातेत्याह—तस्मादिति । ज्ञेयत्वेन अस्तुतादिति यावत् । साध्यासाधन-
विषया तदाङ्गिकैवणा ताज्यातेत्याह हेतुमाह—विलक्षणेति । पुरुषार्थरूपाद्विपर्यया सा
हेयेत्यर्थः । साध्यासाधनयोरेवै एवै साधयति—उभे हीति । तथापि यज्ज्ञोपवीतादीनां
कर्मणां च कथमेवै एवैमित्याशङ्क्या साधनास्तुर्भावदित्याह—यज्ज्ञोपवीतादीति । तयोरेवै एवै
कथं प्रतिज्ज्ञामात्रेण सेव्यतात्त्याशङ्क्याह—उभे हीति । तयोरेवै एवै सिद्धे फलितमाह—
यज्ज्ञोपवीतादीति । १७

ननु उपनिषद आङ्गज্ঞानपरत्वात् व्युत्थानश्रुतिः तत्सत्यार्था, न विधिः ; न ;
विधिंसितविज्ञानेन समानकर्तृत्वश्रवणात् । नहि अकर्तृव्येन कर्तव्यं समानकर्तृक-

ত্বেন বেদে কদাচিদপি শ্রবণং সম্ভবতি ; কর্তব্যানামেব হি অভিষব-হোম-ভক্ষণাং
যথা শ্রবণম্—অভিযুত্যা হুত্বা ভক্ষয়ন্তীতি, তদ্বদ্ আত্মজ্ঞানৈষণা-ব্যুত্থান-ভিক্ষা-
চর্য্যাণাং কর্তব্যানামেব সমানকর্তৃকত্বশ্রবণং ভবেৎ । ১৭

আত্মজ্ঞানবিধিরেব সংস্তাসবিধিরিত্যুক্তত্বাদ্ ব্যুত্থানেত্যন্ত নাস্তি বিধির্মিতি শক্যে—
নহিতি । ব্যুত্থায় বিদিত্তেতি পাঠক্রমমতিক্রম্য ব্যুত্থানে ভবত্যেবায়াং বিবিদিষৌর্কিধিরিতি
পরিহরতি—ন বিধিসিতি । পাঠক্রমেইপি প্রযোজকজ্ঞানবতো বিরক্তস্ত ভবত্যেবায়াং বিধি-
রিত্যভিপ্রেত্যাহ—ন হীতি । উক্তমেবায়মুপধনোদাহরণদ্বারা বিরূপোতি—কর্তব্যানামিতি ।
অভিযুত্যা সোমস্ত কণ্ঠনং কুত্বা রসমাধারেত্যর্থঃ । ১৭

অবিষ্ঠাবিষয়ত্বাদেষণাত্মাচ্চ অর্থপ্রাপ্ত আত্মজ্ঞানবিধিরেব যজ্ঞোপবীতাদি-
পরিত্যাগঃ, ন তু বিধাতব্য ইতি চেৎ ; ন ; সূতরামাত্মজ্ঞানবিধিনৈব বিহিতস্ত
সমানকর্তৃকত্বশ্রবণেন দার্ঢ্যোপপত্তিঃ, তথা ভিক্ষাচর্য্যাচ্চ । যৎ পুনরুক্তম্—বর্ত-
মানাপদেশাদর্থবাদমাত্রমিতি ; ন ; ঔদ্ব্যর-যুপাদিবিধিসমানত্বাদদোষঃ । ১৮

পাঠক্রমেবাশ্রিত্য শক্যে—অবিদ্বোতি । প্রযোজকজ্ঞানবতো বিরক্তস্তাত্মজ্ঞানবিধিসামর্থ্য-
লব্ধস্ত যজ্ঞোপবীতাদিত্যাগস্ত কর্তব্যাত্মজ্ঞানেন সমানকর্তৃকত্বশ্রবণাদতিশয়েনাবশ্যকত্বমিচ্ছিরিত্যু-
ক্তরমাহ—ন সূতরামিতি । ব্যুত্থানে দর্শিতং জ্ঞানং ভিক্ষাচর্য্যোঃপ্যতিদিশতি—তথ্যেতি । ভিক্ষা-
চর্য্যাচ্চ আত্মজ্ঞানবিধিনৈকবাক্যস্ত তলৈব দার্ঢ্যোপপত্তিরিতি সম্বন্ধঃ । ব্যুত্থানাদিবাক্যস্তার্থবাদত্ব-
মুক্তমনুদ্য দূরয়তি—যৎ পুনরিত্যাদিনা । ঔদ্ব্যরো যুপো ভবতীত্যাদৌ লোটপরিগ্রহেণ বিধি-
স্বাকারবদত্রাপি পঞ্চমলকারেণ বিধিসিদ্ধেনার্থবানত্বশ্চেত্যর্থঃ । ১৮

‘ব্যুত্থায় ভিক্ষাচর্য্যাং চরন্তি’ ইত্যনেন পারিব্রাজ্যাং বিধীয়তে ; পারিব্রাজ্যা-
শ্রমে চ যজ্ঞোপবীতাদিসাধনানি বিহিতানি লিঙ্গক শ্রুতিভিঃ স্মৃতিভিঃ ; অতস্ত-
দ্বর্জ্জগ্নিত্বা অগ্ন্যাদ্ ব্যুত্থানম্ এষণাত্বেহপীতি চেৎ ; ন, বিজ্ঞানসমানকর্তৃকাং
পারিব্রাজ্যাদেষণাব্যুত্থানলক্ষণাং পারিব্রাজ্যান্তরোপপত্তেঃ । যচ্চি তদ্ এষণাত্যো
ব্যুত্থানলক্ষণং পারিব্রাজ্যম্, তদ্ আত্মজ্ঞানাদম্, আত্মজ্ঞানবিরোধেষণাপরিত্যাগ-
রূপত্বাৎ, অবিষ্ঠাবিষয়ত্বাচ্চ এষণায়াঃ ; তদ্ব্যতিরেকেণ চ অস্তি আশ্রমরূপং
পারিব্রাজ্যং ব্রহ্মলোকাदि-ফলপ্রাপ্তিসাধনম্, যদ্বিষয়ং যজ্ঞোপবীতাদিসাধনবিধানং
লিঙ্গবিধানক । ন চ এষণারূপসাধনোপাদানস্ত আশ্রমধর্ম্মমাত্রেন পারিব্রাজ্যান্তর-
বিষয়ে সম্ভবতি সতি, সর্বোপনিষদ্বিহিতস্তাত্মজ্ঞানস্ত বাধনং যুক্তম্ ; যজ্ঞোপ-
বীতাদ্যবিষ্ঠাবিষয়ৈষণারূপ-সাধনোপাদিৎসারাং চ অবশ্যম্ অসাধন-ফলরূপস্ত
অশনাদিৎসারধর্ম্মবর্জিতস্ত ‘অহং ব্রহ্মাস্মি’ ইতি বিজ্ঞানং বাধ্যতে । ন চ
তদ্বাধনং যুক্তম্, সর্বোপনিষদাং তদর্থপরত্বাৎ । ১৯

সম্প্রতি অকৃতে বাক্যে পারিব্রাজ্যবিধিমঙ্গীকৃত্য স্বযধ্যাঃ শক্যে—ব্যুত্থায়েতি । কা তর্হি

বিপ্রতিপত্তিস্ত্রাহ—পারিত্রাজ্যোতি । লিঙ্গং ত্রিদণ্ডাদি । ‘পুরাণে যজ্ঞোপবীতে বিন্ধ্যজ্য নবমুপাদায়াশ্রমং প্রবিশেৎ ত্রিদণ্ডী কমণ্ডলুমান্’ ইত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ঃ স্মৃতয়শ্চ । এষণাত্তাদ্ যজ্ঞোপবীতাদীনামপি ত্যাজ্যমুক্তমিত্যাশঙ্ক্য শ্রুতিস্মৃতিবশাদ্ ব্যুত্থানে সঙ্কোচমভিপ্রেত্যা—অত ইতি । উদাহৃতশ্রুতিস্মৃতীনাং বিষয়ান্তরং দর্শয়ন্তুরমাহ—নেত্যাদিনা । তদেব বিবৃণোতি—যক্ষীত্যাদিনা । তস্তাত্তজ্ঞানাজ্ঞে হেতুমাহ—আত্মজ্ঞানেতি । এষণারান্তধিরোধিত্বমেব কুতঃ সিদ্ধং, তত্রাহ—অবিদ্যোতি । তর্হি যথোক্তানাং শ্রুতিস্মৃতীনাং কিমালম্বনং, তদাহ—তদ্ব্যতিরেকেণেতি । আশ্রমত্বেন রূপ্যতে, বস্ত্রতন্ত্র নাশ্রমস্তনাতাস ইতি যাবৎ । তস্তাত্তজ্ঞানাজ্ঞত্বং বারয়তি—ব্রহ্মেতি ।

অথ ব্যুত্থানবাক্যোক্ত-মুখ্যপারিত্রাজ্যবিষয়ত্বমেব লিঙ্গাদিবিধানশ্চ কিং ন শ্রাৎ, তত্রাহ—ন চেতি । এষণারূপাণি সাধনানি যজ্ঞোপবীতাদীনি, তেষামুপাদানমমুষ্ঠানং, তস্তাশ্রমধর্মমাত্রা-ণোক্তশ্চ যথোক্তে সংশ্রাসাত্তাসে বিষয়ে সতি প্রধানবাধেন মুখ্যপারিত্রাজ্যবিষয়ত্বমমুষ্ঠানমিত্যর্থঃ । কথং পুনর্মুখ্যপারিত্রাজ্যবিষয়ত্বে যজ্ঞোপবীতাদেৱিষ্টে প্রধানবাধনং, তদাহ—যজ্ঞোপবীতাদীতি । সাধ্যসাধনয়োৱাসঙ্গে তদ্বিলক্ষণস্তাত্ত্বনো জ্ঞানং বাধ্যতে চেৎ, কা নো হানিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন চেতি । ১৯

‘ভিক্ষার্চর্য্যং চরন্তি’ ইত্যেষণাং গ্রাহয়ন্তী শ্রুতিঃ স্বয়মেব বাধত ইতি চেৎ ; অথাপি শ্রাদ্বেষণাত্ত্যো ব্যুত্থানং বিধায় পুনরেবগৈকদেশং ভিক্ষার্চর্য্যং গ্রাহয়ন্তী তৎ-সম্বন্ধমন্তদপি গ্রাহয়ন্তীতি চেৎ ; ন, ভিক্ষার্চর্য্যশ্রাপ্রয়োজকত্বাৎ—হৃত্তোত্তরকাল-ভক্ষণবৎ ; শেষপ্রতিপত্তিকর্ম্মত্বাদ্ অপ্রয়োজকং হি তৎ ; অসংস্কারকত্বাচ্—ভক্ষণং পুরুষসংস্কারকমপি শ্রাৎ, নতু ভিক্ষার্চর্য্যম্, নিয়মাদৃষ্টশ্রাপি ব্রহ্মবিদ্বোহনিষ্টত্বাৎ ।

নিয়মাদৃষ্টশ্রানিষ্টত্বে কিং ভিক্ষার্চর্য্যেণেতি চেৎ ; ন, অশ্রুসাধনাদ্ব্যুত্থানশ্চ বিহিত-ত্বাৎ । তথাপি কিং তেনেতি চেৎ ; যদি শ্রাৎ, বাঢ়ম্, অভ্যাপগম্যতে হি তৎ । ২০

ভিক্ষার্চর্য্যং তাবদ্বিহিতং, বিহিতানুষ্ঠানং চ যজ্ঞোপবীতাদি বিনা ন সম্ভবতীতি শ্রুত্যা-বাত্তজ্ঞানং যজ্ঞোপবীতাদিবিরোধি বাধিতমিতি শঙ্কতে—ভিক্ষার্চর্য্যমিতি । শঙ্কামেব বিশদয়তি—অধাপীত্যাদিনা । যথা হতশেষশ্চ ভক্ষণং বিহিতমপি ন ত্রব্যাক্ষেপকং পরিশিষ্ট-ত্রব্যোপাদানেন প্রবৃত্তেঃ, তথা সর্ব্বথ্যাগে বিহিতে পরিশিষ্টভিক্ষোপাদানেন বিহিতমপি ভিক্ষা-চরণমুপবীতাদ্যনাক্ষেপকমিত্যন্তরমাহ—নেত্যাদিনা । দৃষ্টান্তমেব স্পষ্টয়তি—শেষেতি । তদ্বক্ষণ-মিতি সম্বন্ধঃ । অপ্রয়োজকং ত্রব্যবিশেষস্তানাক্ষেপকমিতি যাবৎ । যথা দাষ্ট্যাস্তিকমেব স্মৃটয়তি—শেষেতি । সর্ব্বথ্যাগে বিহিতে শেষশ্চ কালশ্চ শরীরপাতাস্তশ্চ প্রতিপত্তিকর্ম্মমাত্রং ভিক্ষার্চর্য্যম্, অতো ন তদুপবীতাদিপ্রাপকমিত্যর্থঃ । কিঞ্চ ভিক্ষার্চর্য্যশ্চ শরীরস্থিত্যেবাক্ষিপ্তত্বান্ন তত্রাপি বিধিঃ, দূরে তদুপবীতাদিসিদ্ধিরিত্যাহ—অসংস্কারত্বাচেতি । তদেব স্মৃট্যাতে—ভক্ষণমিতি । ‘এককালং চরেদ্বৈষ্টকম্’ ইত্যাদিনিয়মবশাদদৃষ্টং সিদ্ধাদুপবীতাদিকমপ্যাক্ষিপতীতি চেন্নেত্যাহ—নিয়মেতি । বিবিদিবোস্তদ্বিষ্টমপি নোপবীতাদ্যাক্ষেপকং জ্ঞানোৎপাদকশ্রবণাদ্যাপ-যোগিদেহস্থিত্যর্থত্বেনৈব চরিতার্থত্বাদিতি ভাবঃ ।

তর্হি যথাকথঞ্চিদুপনতেনান্নেন শরীরস্থিতিসম্ভবান্তিকাচর্য্যং চরন্তীতি বাক্যং ব্যর্থমিতি শঙ্কতে—নিয়মাদৃষ্টেতি । ভিক্ষাচর্য্যানুবাদেন প্রতিগ্রহাদিনিবৃত্ত্যর্থত্বাক্যস্ত নানর্থক্য-মিত্যুত্তরমাহ—নাশ্চেতি । নিবৃত্ত্যুপদেশেন বাক্যার্থবৎসেহপি তদুপদেশস্ত নর্থবৎ, কুটস্থাস্থ-জ্ঞানেনৈব সর্বনিবৃত্তেঃ সিন্ধোরিতি শঙ্কতে—তথাপীতি । যদি নিষ্ক্রিয়াস্বজ্ঞানাদণেযনিবৃত্তিঃ স্ত্যং, তর্হি তদস্মাভিরপি স্বীক্ৰিয়তে সত্যামিত্যঙ্গীকরোতি—যদীতি । যদি তু ক্ষুধাদিদোষ-প্রাবল্যাদায়াং নিষ্ক্রিয়মপি বিশ্বত্য প্রার্থনাদিপরো ভবতি, তদা নিবৃত্ত্যুপদেশোহপি ভবত্যর্থবানিতি ভাবঃ । ২০

যানি পারিব্রাজ্যেহতিহিতানি বচনানি—“বজ্রোপবীতোবাধীয়াত” ইত্যাদীনি, তানি অবিশ্বংপারিব্রাজ্যমাত্রবিষয়ানীতি পরিহৃতানি, ইতরথা আত্মজ্ঞানবাধঃ স্তাদিতি হ্যুক্তম্ ।

“নিরাশিষমনারম্ভং নিৰ্মমস্কারমস্ততিম্ ।

অক্ষীণং ক্ষীণকর্ম্মাণং তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদঃ ।”

ইতি সর্বকর্ম্মাভাবং দর্শয়তি স্মৃতিবিরূপঃ ; “বিদ্বাংলিঙ্গবিবর্জিতঃ” “তস্মাদলিঙ্গো ধর্ম্মজ্ঞঃ” ইতি চ । তস্মাৎ পরমহংসপারিব্রাজ্যমেব ব্যাখ্যানলক্ষণং প্রতিপদ্যতে আত্মবিৎ সর্বকর্ম্মসাধনপরিত্যাগরূপমিতি । ২১

প্রাপ্তবাক্যাবিরোধান্নিবৃত্ত্যুপদেশোহশক্য ইতি চেৎ, তদাহ—যনীতি । মুখ্যপরিব্রাজ্যবিষয়ে দোষঃ স্মারয়তি—ইতরথেনি । নিবৃত্ত্যুপদেশানুগ্রহকত্বেন স্মৃতীরূপাহরতি—নিরাশিষামিত্যা-দিনা । অমুণ্যসংস্থাদিবিষয়তাসম্ভবান্ মুখ্যপরিব্রাজ্যবিষয়ং ব্যাখ্যানবাক্যামিত্যুপসংহরতি—তস্মা-দিতি । ইতি-শব্দো ব্যাখ্যানবাক্যাব্যখ্যানসমাপ্ত্যর্থঃ । ২১

যস্মাৎ পূর্বে ব্রাহ্মণা এতান্নাত্মানম্ অসাধন-ফলস্বভাবং বিদিত্বা সর্বস্মাৎ সাধন-স্বরূপাদেবণালক্ষণাদ্ ব্যাখ্যায় ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি স্ম—দৃষ্টাদৃষ্টোপং কর্ম্ম তৎসাধনং চ হিত্বা, তস্মাৎ অন্তত্বেহপি ব্রাহ্মণঃ ব্রাহ্মবিৎ পাণ্ডিত্যং পণ্ডিতভাবম্—এতদাত্ম-বিজ্ঞানং পাণ্ডিত্যম্, তৎ নির্বিঘ্ন নিঃশেষং বিদিত্বা—আত্মবিজ্ঞানং নিরবশেষং কৃত্তেত্যর্থঃ—আচার্য্যত আগমতশ্চ, এষণাত্যো ব্যাখ্যায়—এষণা-ব্যাখ্যানাবসানমেব হি তৎ পাণ্ডিত্যম্, এষণা-তিরস্কারোদ্ভবত্বাৎ এষণাবিরুদ্ধত্বাৎ ; এষণাম্ অতিরস্কৃত্য ন হি আত্মবিষয়স্ত পাণ্ডিত্যস্তোদ্ভবঃ—ইত্যাত্মজ্ঞানেনৈব বিহিতমেষণাব্যাখ্যানম্, আত্মজ্ঞানসমানকর্তৃক-ক্ৰাপ্রত্যয়োপাদানলিঙ্গশ্রুত্যা দৃঢ়ীকৃতম্ । ২২

তস্মাদিত্যাदि বাক্যমবতারা ব্যাচষ্টে—যস্মাদিত্যাदिना । উক্তमेव व्याख्यानं स्पष्टयति—दृष्टेति । विवेकवैराग्याभ्यामेषणाभ्यां व्याख्येयं श्रुत्याचार्याभ्यां कर्तव्यं ज्ञानं निःशेषं कृत्वा बालेन तिष्ठामेदिति व्यवहितेन संशङ्कः । पाण्डित्यं निर्विघ्नेत्यनेनैव व्याख्यानं विहित-मित्याह—एषणेति । तद्धि पाण्डित्यामेषणाभ्यां व्याख्यानस्यावसाने संभवति, तदत्र व्याख्यानविधि-रित्यर्थः । तदेव स्फुटयति—एषणेत्यादि । तस्मात् तिरस्कारेण पाण्डित्यमुद्भवति तद्वैराग्याभ्यां

বিরুদ্ধত্বাৎ, তথা চ পাণ্ডিত্যং নির্বিঘ্নেত্যত্র তাভ্যো ব্যাখ্যানবিধানমুচিতমিত্যর্থঃ । বিনাপি ব্যাখ্যানং পাণ্ডিত্যমুদ্বিগ্নতীতি চেন্নেত্যাহ—ন হীতি । পাণ্ডিত্যং নির্বিঘ্নেত্যত্র ব্যাখ্যানবিধি-মুক্তমুপসংহরতি—ইত্যাবজ্ঞানেনেতি । তর্হি কিমিতি বিদিত্বা ব্যাখ্যেত্যত্র ব্যাখ্যানে বিধি-রভ্যুপগতঃ, তত্রাহ—আবজ্ঞানেতি । তেন ব্যাখ্যানস্ত সমানকর্তৃকত্বে জ্ঞাপ্রত্যয়শ্চোপাদানমেব লিঙ্গভূতা ঐতিস্তরা দৃঢ়ীকৃতং নিয়মেন প্রাপিতং ব্যাখ্যানমিত্যর্থঃ । ২২

তস্মাদেধণাভ্যো ব্যাখ্যায় জ্ঞানবলভাবেন বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ স্বাতুমিচ্ছেৎ । সাধনফলাশ্রয়ং হি বলম্ ইতরেখাম্ অনাত্মবিদাম্, তদ্বলং হিত্বা বিদ্বান্ অসাধন-ফলস্বরূপাত্মবিজ্ঞানমেব বলং—তদ্বাবমেব কেবলমাশ্রয়েৎ ; তদাশ্রয়ণে হি করণানি এষণাবিষয়ে এনং হত্বা ন স্থাপয়িতুমুৎসহস্তে ; জ্ঞান-বলহীনং হি মূঢ়ং দৃষ্টাদৃষ্ট-বিষয়ায়ামেষণায়ামেব এনং করণানি নিযোজয়ন্তি । বলং নাম আত্মবিদ্যয়া অশেষ-বিষয়দৃষ্টিতিরস্করণম্ ; অতগুহ্যভাবেন বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ ; তথা “আত্মনা বিন্দতে বীর্যম্” ইতি শ্রুত্যস্তরাৎ “নামমায়া বলহীনেন লভ্যঃ” ইতি চ । ২৩

বাল্যেনেত্যাদি বাক্যমুখ্যপ্য ব্যাকরোতি—তস্মাদিতি । বিবেকাদিবশাদেধণাভ্যো ব্যাখ্যায় পাণ্ডিত্যং সম্পাদ্য তস্মাৎ পাণ্ডিত্যজ্ জ্ঞানবলভাবেন স্বাতুমিচ্ছেদिति যোজন্য । কেয়ং জ্ঞান-বলভাবেন হিত্বিরিত্যাশক্য তাং ব্যুৎপাদয়তি—সাধনেত্যাদিনা । বিদ্বানিতি বিবেকিত্বোক্তিঃ । যথোক্তবলভাবাবষ্টেষ্টে করণানাং বিষয়পারবর্ত্তনবৃত্ত্যা পুরুষস্তাপি তৎপারবর্ত্তনবৃত্তিঃ ফলতী-ত্যাহ—তদাশ্রয়ণে হীতি । উক্তমেবার্থঃ বাতিরেকমুপেণ বিশদয়তি—জ্ঞানবলেতি । নহত্বাপি জ্ঞানস্ত বলং কদৃগিতি ন জায়তে, তত্রাহ—বলং নামেতি । বাল্যবাক্যার্থমুপসংহরতি—অত ইতি । যথা জ্ঞানবলেন বিষয়াভিমুখী দৃষ্টান্তিরাক্রিয়তে, তথেনিতি যাবৎ । আত্মনা তদ্বিজ্ঞানাতী-শয়েনেত্যর্থঃ । বীৰ্য্যং বিষয়দৃষ্টিতিরস্করণমসামর্থ্যমিত্যেতৎ । বলহীনেন বিষয়দৃষ্টিতিরস্করণসামর্থ্য-রহিতেনামমায়া ন লভ্যো ন লভ্যঃ সাক্ষাৎকর্তৃমিত্যর্থঃ । ২৩

বাল্যঞ্চ পাণ্ডিত্যঞ্চ নির্বিঘ্ন নিঃশেষঃ কৃত্বা, অথ মননাৎ মুনির্যোগী ভবতি । এতাবন্ধি ব্রাহ্মণেন কর্তব্যম্, যতত সর্বানাত্মপ্রত্যয়তিরস্করঃ ; এতৎ কৃত্বা কৃত-কৃত্যো যোগী ভবতি । অমৌনঞ্চ আত্মজ্ঞানানাত্মপ্রত্যয়তিরস্করণম্ পাণ্ডিত্য-বাল্যসংজ্ঞকো নিঃশেষঃ কৃত্বা—মৌনং নাম অনাত্মপ্রত্যয়তিরস্করণস্ত পর্য্যবসানং ফলম্, তচ্চ নির্বিঘ্ন, অথ ব্রাহ্মণঃ কৃতকৃত্যো ভবতি—ব্রহ্মৈব সর্বমিতি প্রত্যয় উপজায়তে । স ব্রাহ্মণঃ কৃতকৃত্যঃ, অতো ব্রাহ্মণঃ ; নিরূপচরিতং হি তদা তস্ত ব্রাহ্মণ্যং প্রাপ্তম্ ; অত আহ—স ব্রাহ্মণঃ কেন শ্রাৎ—কেন চরণেন ভবেৎ ? যেন শ্রাৎ—যেন চরণেন ভবেৎ, তেন ঈদৃশ এবাহম্—যেন কেনচিৎ চরণেন শ্রাৎ, তেন ঈদৃশ এব উক্তলক্ষণ এব ব্রাহ্মণো ভবতি । যেন কেনচিচ্চরণেনেতি স্ত্যর্থম্—যেয়ং ব্রাহ্মণ্যাবস্থা, সেয়ং স্তুয়তে, ন তু চরণেহনাদরঃ । ২৪

বাল্যং চেত্যাদি বাক্যমাদায় ব্যাচষ্টে—বাল্যং চেতি । পূর্বোক্তয়োক্তরত্ন হেতুত্বাচ্ছাত-

নার্থোহধশকঃ । তদেবোপপাদয়তি—এতাবকীতি । ব্যাক্যন্তরমুখাপ্য ব্যাকরোতি—অমৌনং চেত্যাদিনা । মৌনামৌনয়োব্রাহ্মণ্যং প্রতি সামগ্রীত্বোক্তকোহপশকঃ । ব্রাহ্মণামুপপাদয়তি—ব্রহ্মৈবেতি । আচার্য্যপরিচর্য্যাপূরকং বেদান্তানাং তাৎপর্য্যাবধারণং পাণ্ডিত্যম্ । যুক্তিতোহ-নাশ্চদৃষ্টতিরঙ্কারো বাল্যম্ । ‘অহমাত্মা পরং ব্রহ্ম ন যতোহন্তরাস্তি কিঞ্চন’ ইতি মনসৈবামু-সন্ধানং মৌনম্ । মহাবাক্যার্থাবগতিব্রাহ্মণ্যমিতি বিভাগঃ ।

আগপি অনিচ্ছিং ব্রাহ্মণ্যমিতি চেৎ, তত্রাহ—নিরূপচরিতমিতি । ব্রহ্মবিদঃ সমাচারং পৃচ্ছতি—স ইতি । অনিয়তং তস্মৈ চরণমিত্যন্তরমাহ—যেনেতি । উক্তলক্ষণং কৃতকৃত্যতম । অব্যবস্থিতং চরণমিচ্ছতো ব্রহ্মবিদো যথেষ্টেচেছোহন্তীষ্টা স্যৎ, তথা চ ‘যদগদচারতি শ্রেষ্ঠঃ’ ইতি স্মৃতেরিতরেষামপ্যচায়েহনাদয়ঃ শ্রাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—যেন কেনচিদিতি । বিহিতমাচরতো নিষিদ্ধং চ তাগত্যঃ শুক্লবৃদ্ধেঃ শ্রান্তাদ্বাক্যং সম্যগধীরূপদ্যাতে, তস্মৈ চ বাসনাবশাদ্ ব্যবস্থিতৈব চেষ্টা নাব্যবস্থিতৈতি ন যথেষ্টোচরণপ্রযুক্তো দোষ ইত্যর্থঃ । ২৪

অতঃ এতস্মাৎ ব্রাহ্মণ্যাবস্থানাদ্ অশনায়াত্তীতাত্মস্বরূপাৎ নিত্যতৃপ্তাদ্ অন্তরবিজ্ঞাবিবস্রমেঘলক্ষণং বস্তুস্বরূপম্ আর্ন্তং বিনাশি—আত্মপরিগৃহীতং স্বপ্ন-মায়ামরীচাদকসমম্ অসারম্, আত্মৈবৈকঃ কেবলো নিত্যমুক্ত ইতি । ততো হ কহোলঃ কৌষীতকের উপররাম ॥ ১৭০ ॥ ১ ॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদি তৃতীয়াধ্যায়শ্চ পঞ্চমং কহোলব্রাহ্মণভাষ্যম্ ॥ ৩৭৫ ॥

অতোহন্তদিত্যাদি ব্যাকরোতি—অত ইতি । অতোহন্তাদি বহুদৃষ্টান্তোপাদানং দাষ্টর্য্যমিত্যন্ত বচকপত্ন্যোক্তনর্থম্ । অতোহন্তাদি কতো বিশেষণমিত্যাশঙ্ক্যাহ—আত্মৈবেতি ॥ ১৭০ ॥ ১ ॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদাষ্টীকায়া তৃতীয়াধ্যায়শ্চ পঞ্চমং কহোলব্রাহ্মণম্ ॥ ৩৭৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ :—অনন্তর কহোলনামক কুষীতকের পুত্র—কৌষীতকের তাঁহাকে (যাজ্ঞবল্যকে) জিজ্ঞাসা করিলেন । তিনি পূর্বের শ্রায় যাজ্ঞবল্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—যাহা সাক্ষ্যং অপরোক্ষ ব্রহ্ম, যাহা সর্কাপেক্ষা অন্তর-তম আত্মা, এবং যাহাকে অবগত হইয়া জীব বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে, তাহার তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়া আমাকে বলুন । যাজ্ঞবল্য বলিলেন—‘ইহাই তোমার অভিমত আত্মা’ ।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, উষন্ত ও কহোল কি একই আত্মার সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছেন ? অথবা উভয়ে এক-লক্ষণাবিত বিভিন্ন আত্মার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন ? কেহ কেহ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন যে, উভয়ের জিজ্ঞাসিত আত্মা বিভিন্ন হওয়াই যুক্তিসিদ্ধ ; নচেৎ প্রশ্নদ্বয়ে পুনরুক্তি দোষ ঘটে । কহোল ও উষন্তের প্রশ্নে যদি একই আত্মা অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে প্রথম প্রশ্নদ্বারাই তাহা সিদ্ধ হওয়ায় তদ্বিষয়ে আবার দ্বিতীয় প্রশ্নের অবতারণা করা সম্পূর্ণ নিরর্থক

হইয়া পড়ে ; অথচ ইহার কোনটিই ‘অর্থবাদ’ বাক্য নহে, [যে, নিরর্থক হইলেও দোষাবহ হইবে না।] অতএব, উভয় প্রশ্নের বিষয়ীভূত আত্মা নিশ্চয়ই ভিন্ন ভিন্ন—একটি ক্ষেত্রজ (জীব), অপরটি পরমাত্মা । [এতদন্তর—] ২

না—তাহাদের সে ব্যাখ্যা সমীচীন বোধ হয় না ; কারণ ‘তে’ কথাটি থাকায় এখানে পূর্বোক্ত আত্মারই প্রতিজ্ঞা বা প্রতীতি রহিয়াছে ; অর্থাৎ প্রতিবচন প্রদান কালে ‘এষ তে আত্মা’ বলিয়া প্রথমোক্ত আত্মার নির্দেশই বক্তব্যরূপে প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে । অথচ একই দেহেন্দ্রিয়সমষ্টিতে কখনই দুইটি আত্মা থাকিতে পারে না ; কেন না, একটি দেহ একটি আত্মা দ্বারাই ‘আত্মবান্’ হইয়া থাকে, বিশেষতঃ উদ্ভবের আত্মা ও কহোলের আত্মা কখনই ভিন্নজাতীয় হইতে পারে না ; কারণ, তাহা হইলে, উভয়ের জিজ্ঞাসিত আত্মার অগোণত্ব (মুখ্যত্ব), আত্মত্ব ও সর্কাস্তরত্ব কখনই উপপন্ন হইতে পারে না । উভয় প্রশ্নের মধ্যে যদি একটি মুখ্য ব্রহ্ম হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই অপরটিকে গোণ বা অমুখ্য ব্রহ্ম বলিতেই হইবে, এবং আত্মত্ব ও সর্কাস্তরত্বের অবস্থাও তদনুরূপই হইবে ; কারণ, গোণ ও মুখ্য পদার্থ পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাব ; একটি যদি সর্কাস্তর ব্রহ্ম ও মুখ্য আত্মা হয়, তাহা হইলে, অবশ্যই অপরটিকে অমুখ্য—অসর্কাস্তর অনাত্মা হইতেই হইবে । অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে, বিশেষভাবে জানিবার অভিপ্রায়ে একই আত্মার সম্বন্ধে দুইবার দুইটি প্রশ্ন করা হইয়াছে, (স্বতন্ত্র আত্মার সম্বন্ধে নহে) । ৩

আর দ্বিতীয় প্রশ্নেও, যে অংশটুকু প্রথমোক্ত প্রশ্নার্থের সমান হইয়াছে, সেই অংশটুকু প্রথম প্রশ্নেরই অনুবাদ বা পুনরুল্লেখ মাত্র । উদ্দেশ্য—পূর্বে এ সম্বন্ধে যে সমস্ত বিশেষ কথা বলা হয় নাই, এখানে সে সমস্ত কথাই প্রকাশ করিয়া বলা ; [ইচ্ছাই পুনরুল্লেখের প্রয়োজন] । সেই বিশেষই যে কি, তাহা এখন কথিত হইতেছে—প্রথম প্রশ্নে এইমাত্র বলা হইয়াছে যে, দেহাদির অতিরিক্ত একটি আত্মা আছে, এবং তাহার সম্বন্ধেই সংসারবন্ধন ও তৎপ্রয়োজক কর্মের কথা উক্ত হইয়াছে ; দ্বিতীয় প্রশ্নে সেই আত্মাই যে, অশনাদি সংসারধর্ম্মাতীত—নিত্যশুদ্ধ, এই অনুক্ত বিশেষাংশ বর্ণিত হইতেছে ; যে বিশেষ অংশটি অবগত হইলে পর, জীব সন্ন্যাস-সহকৃত বিবেক-বিজ্ঞানবলে পূর্বোক্ত বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইতে পারে । অতএব বলিতে হইবে যে, “এষ তে আত্মা” পর্য্যন্ত প্রশ্ন ও প্রতিবচনে একই বিষয় অবলম্বিত হইয়াছে, পৃথক বিষয় নহে । ৪

ভাল কথা, একই আত্মা অশনাদি-ধর্ম্মরহিতও বটে, আবার তৎসহিতও

বটে, এইরূপ বিরুদ্ধ ধর্মের সম্বন্ধ হয় কিরূপে ? না,—এ আপত্তি হইতে পারে না ; কারণ, পূর্বেই ইহার পরিহার করা হইয়াছে ;—জীবের সংসারিত্ব (অশ-নায়াদি ধর্মসম্বন্ধ) যে, নামরূপাত্মক বিকারময় দেহেন্দ্রিয়াদি-উপাধিসম্বন্ধ-জনিত ভ্রান্তি মাত্র, একথা আমরা আত্মবিষয়ক বিরুদ্ধার্থক শ্রুতির ব্যাখ্যাস্থলে অনেকবার বলিয়াছি। রজু, শুক্তি ও আকাশ প্রভৃতি পদার্থসমূহ যেমন পর-কীয় অধ্যারোপিত ধর্মের সহিত সম্বন্ধ হইয়া যথাক্রমে সর্প, রজত ও মলিন বলিয়া প্রতিভাত হইয়া থাকে সত্য, কিন্তু স্বরূপতঃ তাহারা রজু, শুক্তি ও গগনাদিরূপেই থাকে, কিছুমাত্র পার্থক্য লাভ করে না, [ইহাও তদ্রূপ] ; এবংবিধ ভাবে বিরুদ্ধ ধর্মের সম্বন্ধ হইলেও পদার্থসম্বন্ধে কিছুমাত্র বিরোধ বা অসামঞ্জস্য ঘটিতে পারে না । ৫

যদি বল, ব্রহ্মাতিরিক্ত নাম-রূপাত্মক উপাধির অস্তিত্ব স্বীকার করিলে, ‘ব্রহ্ম নিশ্চয়ই এক অদ্বিতীয়’, ‘জগতে বা ব্রহ্মে কিছুমাত্র নানা বা বিভেদ নাই’ ইত্যাদি শ্রুতিসমূহ ত বিরুদ্ধ হয় ? না, তাহাও হয় না ; কারণ, জলের ফেনা ও মৃত্তিকার ঘট প্রভৃতি দৃষ্টান্ত দ্বারা পূর্বেই সে দোষের সমাধান করা হইয়াছে (১) । আর যে অবস্থায় শ্রুতিপথানুগামী সুধীগণ পারমার্থিক তত্ত্ব নিরূপণে প্রবৃত্ত হইয়া উক্ত নাম ও রূপকে পরমাত্মা হইতে পৃথক্ করিয়া গ্রহণ করেন, সেই অবস্থায়ই জলের ফেনা ও মৃত্তিকাবিকার ঘটপটাদির গ্রাম উক্ত নাম ও রূপ অসত্য বলিয়া পরি-গণিত হয় এবং তখনই তাদৃশ নাম রূপ লক্ষ্য করিয়া “একম্ এব অদ্বিতীয়ম্” “নেহ নানা অস্তি কিঞ্চন” ইত্যাদি শ্রুতিসমূহ পারমার্থিক বস্তুতত্ত্ব প্রদর্শনে সামর্থ্য লাভ করিয়া থাকে । আর চিরকালই স্বস্বরূপে অবস্থিত ব্রহ্ম অপর বস্তুর কোন ধর্ম দ্বারা সংস্পৃষ্ট না হইয়াও, যখন নাম-রূপজনিত দেহেন্দ্রিয় উপাধি হইতে পৃথক্কৃত না হন, পরন্তু নাম-রূপাত্মক উপাধির উপরেই লোকের স্বাভাবিক দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে, তখনই এই সমস্ত জাগতিক বস্তুর অস্তিত্ব-ব্যবহার হইয়া থাকে । ৬

যাহাদের নিকট পরমার্থসত্য ব্রহ্মের অতিরিক্ত বস্তুর অস্তিত্ব প্রতীত হয়, আর যাহাদের নিকট প্রতীত হয় না, তাহাদের সকলের নিকটই এই ভেদ-সাপেক্ষ

(১) তাৎপর্য—পূর্বে বলা হইয়াছে যে, জলের ফেনা যেমন জল হইতে স্বতন্ত্র বস্তু নহে, এবং মৃত্তিকানিশ্চিত ঘট ও শরা প্রভৃতি যেমন মৃত্তিকা হইতে অতিরিক্ত দ্বিতীয় পদার্থ নহে ; সুতরাং সে সমুদয়ের দ্বারা জল ও মৃত্তিকার ভেদ সিদ্ধ হয় না, তেমনি ব্রহ্ম হইতে প্রাদুর্ভূত নাম ও রূপ দ্বারাও পরম কারণ ব্রহ্মের অদ্বৈতত্ব-হানি হয় না ইত্যাদি ।

ব্যবহার বর্তমান থাকে ; তবে বিশেষ এই যে, যাহারা পরমার্থতত্ত্বের অনুসন্ধান করিয়া থাকেন, তাহারা ঋতি অনুসারে তত্ত্ব নিরূপণে প্রবৃত্ত হইয়া—অগতে সত্য বস্তু কিছু আছে কি না, এই বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া সর্বপ্রকার সংসারধর্ম-বর্জিত এক অদ্বিতীয় তত্ত্ব অবধারণ করিতে সমর্থ হন ; তাঁহাদের সে অবস্থায় আমরা কখনই অপর কোন বস্তুর অস্তিত্ব বা সত্যতা অস্বীকার করি না ; কারণ, সর্বনিষেধক ‘একম্ এব অদ্বিতীয়ম্’ ‘অনন্তরম্ অবাহম্’ ইত্যাদি ঋতিই প্রমাণ । পক্ষান্তরে, নাম-রূপ-ব্যবহার কালে অবিবেকীদিগের যে, ক্রিয়া, কারক ও কামাদি ব্যবহার বিদ্যমান দেখা যায়, তাহারও অস্তিত্ব নিষেধ করিতেছি না । অতএব বুঝিতে হইবে যে, শাস্ত্রীয় বা লৌকিক যত প্রকার ব্যবহার আছে, তৎ সমস্তই জ্ঞান ও অজ্ঞান-সাপেক্ষ, অর্থাৎ জ্ঞানীর পক্ষে ব্যবহার অসত্য, আর অজ্ঞের পক্ষে ব্যবহার সত্য, এই মাত্র উভয়ের মধ্যে প্রভেদ । ৭

এখন আত্মার পরমার্থ স্বরূপ সম্বন্ধে পুনরায় প্রশ্ন হইতেছে—হে যাজ্ঞবল্ক্য, সর্বান্তর আত্মা কোন্টি ? উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—যাহা অশনায় ও পিপাসা অতিক্রম করিয়াছে, অর্থাৎ যাহা অশনের (ভোজনের) ইচ্ছা—অশনায়, এবং পানের ইচ্ছা—পিপাসা, এতদ্ভয়ের অতীত । অবিবেকী লোকেরা আকাশে তল ও মলিনতাদি ধর্ম আরোপ করিয়া থাকে, কিন্তু স্বভাব-স্বচ্ছ আকাশ প্রকৃত-পক্ষে সেই তল ও মলিনতাদিগুণে সংস্পৃষ্ট না হইয়াও, যেমন সময়ে তাহা অতিক্রম করে, তেমনি অজ্ঞ জনেরা—আমি ক্ষুধার্ত্ত, আমি পিপাসার্ত্ত, এইরূপ প্রতীতি অনুসারে ব্রহ্মকে ক্ষুধা-তৃষ্ণাদিযুক্ত বলিয়া মনে করে, সত্য, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্ম তাহার অতীতই বটে ; কারণ, কস্মিন্ কালেও ক্ষুধা ও তৃষ্ণা ব্রহ্মকে স্পর্শ করিতে পারে না । ঋতি বলিতেছেন—‘ব্রহ্ম লোক-প্রসিদ্ধ হুঃখে স্পৃষ্ট হন না ; কারণ, তিনি উহার অতীত’, এখানে ‘লোক-হুঃখ’ কথার অর্থ—অজ্ঞজন কর্তৃক আরোপিত হুঃখ । অশনায় ও পিপাসা উভয়ই প্রাণের ধর্ম ; এই জ্ঞাত এই দুই শব্দের সমাস (অশনায়-পিপাসে) করা হইয়াছে । ৮

এইরূপ শোক ও মোহ [অতিক্রম করেন] ; শোক অর্থ কাম (বাসনা), অর্থাৎ অতীষ্ট বস্তু পাইবার জন্ত চিন্তাবশতঃ যে অপ্রীতিভাব, তাহাই তৃষ্ণাতুর ব্যক্তির কামোদ্ভবের মূল কারণ ; কেন না, ঐ অপ্রীতির দরুণই লোকের কাম-বৃত্তি (শোক) বৃদ্ধি পাইয়া থাকে । মোহ অর্থ—বিপর্যায়-বুদ্ধিপ্রসূত অবিবেক ভ্রম মাত্র ; এই মোহই সমস্ত অনর্থসৃষ্টির মূলকারণ—অবিদ্যাস্বরূপ । শোক ও মোহ বিভিন্ন কারণ হইতে উৎপন্ন হয় ; এই জ্ঞাত উভয় পদের সমাস করা হয়

নাই । শোক ও মোহ উভয়ই মনের ধর্ম । মনে অবস্থিত শোক ও মোহ এবং শরীরগত জরা ও মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া থাকেন । জরা অর্থ—দেহেন্দ্রিয়সমষ্টির ক্ষয়োন্মুখ পরিণাম ; শরীরগত বলি (তৃক্-ভঙ্গ) ও কেশপকতা প্রভৃতি দ্বারা তাহার সূচনা হয় । মৃত্যু অর্থ—দেহের ক্ষয়োন্মুখ পরিণামের পরিসমাপ্তি ; শরীরগত সেই জরা ও মৃত্যু অতিক্রম করেন । ৯

দিন-রাত্রির জ্ঞান এবং সামুদ্রিক তরঙ্গ মালার জ্ঞান প্রাণিমণ্ডলে নিরন্তর আবর্তমান এবং প্রাণ, মন ও শরীরে অবস্থিত সেই যে, অশনাদি ধর্ম, তাহাই প্রাণিগণের সংসারনামে অভিহিত হইয়া থাকে । এই যে আত্মা ‘দৃষ্টির দ্রষ্টা’ ইত্যাদি রূপে লক্ষিত হইল, এবং যাহা সাক্ষাৎ অর্থাৎ অপর বস্তুকৃত বাবধান-রহিত, অপরোক্ষাৎ গোণসম্বন্ধরহিত (প্রত্যক্ষাত্মক) সর্বাস্তর, ব্রহ্মাদি স্তম্ব (তৃণ) পর্য্যন্ত ভূতের আত্মা, এবং আকাশ যেমন মেঘাদি দ্বারা কলুষিত হয় না, তেমনি অশনাদি-পিপাসাদিরূপ সাংসারিক ধর্মের নিত্য অসংস্পৃষ্ট, সেই এই আত্মাকে—আপনারই প্রকৃত স্বরূপকে অবগত হইয়া—‘আমি হইতেছি সর্বসংসার-ধর্ম-বজ্জিত নিত্যতৃপ্ত পরব্রহ্মস্বরূপ’ এইরূপ অনুভব করিয়া, ব্রাহ্মণ—সাধারণতঃ ব্রাহ্মণগণেরই ব্যুত্থানে অধিকার ; এই জ্ঞান এখানে ‘ব্রাহ্মণ’ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে । সেই ব্রাহ্মণগণ ব্যুত্থান করিয়া সংসারের বিপরীতভাবে উত্থান করিয়া— । কোথা হইতে [উত্থান করিয়া] ? এই আকাজক্ষায় বলিতেছেন—পুলৈষণা হইতে ; পুল্লাভের জ্ঞান যে এষণা—কামনা, তাহা পুলৈষণা—পুল্লাভ করিয়া আমি ইহলোক জয় করিব (প্রতিষ্ঠিত হইব), এইরূপে যে, লোকজন্মের উপায়ভূত পুল্লের জ্ঞান ইচ্ছা অর্থাৎ দার-পরিগ্রহ করা, তাহা না করিয়া । বিতৈষণা হইতে—বিতৈষণা অর্থ—কর্মসম্পাদনের উপায়ভূত গবাদি বিত্ত সংগ্রহ করা ; এই বিত্ত দ্বারা কর্ম করিয়া পিতৃলোক জয় করিব, অথবা বিদ্যাসংযুক্ত কর্মদ্বারা দেবলোক লাভ করিব, কিংবা কর্ম-বিরহিত কেবল হিরণ্যগর্ভ-বিদ্যারূপ দৈব বিত্ত দ্বারা দেবলোক জয় করিব, [এইরূপ ইচ্ছা হইতেও ব্যুত্থান করিয়া]— । ১০ ।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, দৈব বিত্ত হইতে ব্যুত্থানই হইতে পারে না ; কেন না, দৈব বিত্তের প্রভাবেই ব্যুত্থান হইয়া থাকে ; [সূতরাং তাহা হইতে ব্যুত্থান করা একেবারেই অসম্ভব] । তাহাদের সে কথা সঙ্গত হয় না ; কারণ, ‘এতাবান্ বৈ কামঃ’ কথায় দৈব-বিত্তকেও এষণামধ্যে ধরা হইয়াছে । হিরণ্যগর্ভাদি-দেবতাবিষয়ক বিদ্যা বা উপাসনা দ্বারা দেবলোক লাভ হয় ; এইজ্ঞান হিরণ্যগর্ভাদি-বিষয়ক বিদ্যাই ‘দৈব বিত্ত’ নামে কথিত হয় ; কিন্তু সর্বোপাধিরহিত প্রজ্ঞান-

ঘন ব্রহ্ম-বিষয়ক বিজ্ঞা কখনই দেবলোক-প্রাপ্তির উপায় নহে । ‘সেই ব্রহ্মজ্ঞান প্রভাবে সর্বাশ্রয় হইয়াছিলেন’ ‘তিনি এ সকলের আত্মা হন’ ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, সর্বাশ্রয়তাবই তাহার ফল ; অতএব ব্রহ্মবিজ্ঞাকে কখনই দৈব বিত্তমধ্যে গ্রহণ করা যাইতে পারে না । ‘সেই এই আত্মাকে অবগত হইয়া’ এই শ্রুতিতে বিশেষোক্তি থাকায় বুঝা যায় যে, দৈব বিত্তের বলেই ব্যাখ্যানকার্য্য নিষ্পন্ন হইয়া থাকে । অতএব অনাত্মলোকের প্রাপ্তিসাধন এই ত্রিবিধ এষণার—কামনার সমস্ত বিষয় হইতেই ব্যাখ্যান করিয়া—উক্ত ত্রিবিধ অনাত্ম-লোক-প্রাপ্তির সাধন বিষয়ে তৃষ্ণা না করিয়া— । ১১ ।

ফলসিদ্ধিই সাধনের প্রধান উদ্দেশ্য ; অতএব যতপ্রকার সাধনেচ্ছা আছে, তৎসমস্তই ফলেচ্ছা হইতে অনতিরিক্ত ; এই অভিপ্রায়ে শ্রুতি বলিতেছেন— ‘এষণা একই’ (অতিরিক্ত নহে) । কি প্রকারে ? যেহেতু যাহা পুর্লৈষণা, ফলতঃ তাহাই বিতৈষণা ; কারণ, উভয়ই লোকপ্রসিদ্ধ বা ঐহিক ফল-সিদ্ধির তুল্য উপায় । তাহার পর, যাহা বিতৈষণা, তাহাই লোকৈষণা ; কেন না, ফলসাধনই বিতৈষণার মুখ্য উদ্দেশ্য—অগতে যে কোন লোক যে কোন প্রকার সাধন বা উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে, ফললাভই সে সমস্ত উপায়-প্রযুক্তির মূল । অতএব অগতে এষণা একই বটে । যাহা লোকৈষণা, উপযুক্ত সাধন ব্যতিরেকে কখনই তাহা সম্পাদন করিতে পারা যায় না ; অতএব সাধ্য ও সাধনভেদে এষণা দুইপ্রকার—ফলৈষণা ও সাধনৈষণা ; সুতরাং যাহারা ব্রহ্মবিদ, তাহাদের পক্ষে কৰ্ম্ম বা কৰ্ম্মসাধনের সম্ভাবনাই হয় না ; অতএব এখানে ‘ব্রাহ্মণ’ পদে অতীত অর্থাৎ পূর্বাশ্রমের ব্রাহ্মণগণ বুঝিতে হইবে । ‘মনুষ্যাগণের (পিতৃগণের উদ্দেশ্যে কৰ্ম্ম করিবার সময়) নিবীতী হইবে’ (১) ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে জানা যায় যে, যজ্ঞোপবীত প্রভৃতিই দেবলোক, পিতৃলোক ও মনুষ্যালোক লাভের উপায়ভূত কৰ্ম্মসিদ্ধির নিমিত্ত বা সহায় ; সুতরাং ব্রহ্মবিদের সম্বন্ধে কোন প্রকার কৰ্ম্ম ও কৰ্ম্মসাধন গ্রহণ করা সম্ভবপর হইতে পারে না । অতএব [এইরূপই অর্থ করিতে হইবে যে,] পূর্বতন ব্রাহ্মণগণ—ব্রহ্মবিদগণ সমস্ত কৰ্ম্ম ও কৰ্ম্মসাধন যজ্ঞোপবীত-

(১) তাৎপর্য্য—‘উপবীতঃ যজ্ঞহুত্রং প্রোক্ষত দক্ষিণে করে । প্রাচীনাবীতমশ্রুৎ স্ত্রাৎ নিবীতঃ কঠ-লব্ধিতম্ ॥’ (অমরকোষ) অর্থাৎ যজ্ঞোপবীত যখন বাম স্বন্ধে স্থাপিত হয়, তখন উহার নাম ‘উপবীত’, যখন দক্ষিণ স্বন্ধে স্থাপিত হয়, তখন উহার নাম ‘প্রাচীনাবীত’ যখন মালার জায় কঠে লব্ধিত হয়, তখন উহার নাম ‘নিবীত’ ইত্যাদি ।

ধারণাদি হইতে ব্যাখ্যান করিয়া—পরমহংস-পরিব্রাজকভাব অবলম্বন করিয়া, ভিক্ষার্চর্য্যা আচরণ করেন । ভিক্ষার জন্ত যে, চরণ—বিচরণ, তাহা ভিক্ষার্চর্য্যা । শ্রুতির ‘চরন্তি’ কথা হইতে এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে যে, যাহারা কেবলই গার্হস্থ্যাদি আশ্রমধর্ম্মে নিষ্ঠাযুক্ত, তাহাদের জীবনরক্ষার জন্ত স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত, যে সমস্ত ব্যঞ্জক বা চিহ্ন (যজ্ঞোপবীতাদি) ছিল, সে সমস্ত পরিত্যাগপূর্ব্বক বিচরণ করেন । ‘সেই হেতু ব্রহ্মবিদ পুরুষ বাহ্যচিহ্ন সমুদয় পরিত্যাগ করিয়া গূঢ়চিহ্ন ও গূঢ়াচার হইবেন’ ইত্যাদি স্মৃতিশাস্ত্র হইতে, ‘পরিব্রাজক বিবর্ণবাসা (গৈরিক বস্ত্র পরিহিত), মুণ্ডিতমূর্দ্ধা, এবং সর্ব্বপ্রকার পরিগ্রহবর্জিত হইবেন’ ইত্যাদি শ্রুতি হইতে এবং ‘সন্নিধ কেশ পরিত্যাগ করিয়া ও যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করিয়া’ ইত্যাদি শ্রুতি হইতেও প্রমাণিত হয় যে, বিদ্বান্ ব্রহ্মবিদ পুরুষ আশ্রমোচিত সর্ব্ববিধ চিহ্নরহিত হইয়া থাকেন । ১২

ভাগ কথা, “বুখ্যায় অথ ভিক্ষার্চর্য্যং চরন্তি” বাক্যে বিধিবোধক লিঙ্গ লোট বা তব্যপ্রভৃতি কোনপ্রকার বিধি-প্রত্যয় না থাকায়, পক্ষান্তরে সাধারণ ভাবে বর্তমান বিতর্ক লোট প্রত্যয়মাত্র থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, উক্ত বাক্যটি নিশ্চয়ই ভিক্ষাচরণের বিধায়ক নহে, কেবল ‘অর্থবাদ’ মাত্র ; অতএব অর্থবাদ বাক্যের অনুবলে শ্রুতিস্মৃতিবিহিত কর্ম্মসাধন যজ্ঞোপবীতাদি চিহ্নগুলি কখনই পরিত্যাগ করান যাইতে পারে না । শ্রুতি স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন—‘যজ্ঞোপবীতধারী হইয়াই অধ্যয়ন করিবে, যজ্ঞ করিবে ও করাইবে’ ইতি । তাহার পর, সন্ন্যাসাবস্থায়ও বেদাধ্যয়নের বিধান দেখিতে পাওয়া যায়—‘বেদ পরিত্যাগ করিলে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়, অতএব বেদ পরিত্যাগ করিবে না’, আপস্তম্ব বলিয়াছেন—‘বেদাধ্যয়ন কালে বাক্‌সংঘম করিবে’ । তাহার পর, বেদ-পরিত্যাগে দোষশ্রুতিও রহিয়াছে ; যথা—‘বেদত্যাগ, বেদনিন্দা, কূটসাক্ষ্য, শূহদ্বন্দ্ব, নিন্দিতার ও উচ্ছিষ্টান্ন-ভোজন, —এ সমস্ত সুরাপানের তুল্য’ । বিশেষতঃ ‘গুরু, বৃদ্ধ ও অতিথির উপাসনায়, হোমে, অপকার্য্যে, ভোজনে, আচমনে, এবং বেদাধ্যয়নে যজ্ঞোপবীতধারী হইবে’ । সন্ন্যাস-ধর্ম্মবিষয়ক উক্ত শ্রুতি ও স্মৃতি শাস্ত্রে গুরুসেবা, বেদাধ্যয়ন, ভোজন ও আচমনাদি কর্ম্মসমূহ কর্তব্যরূপে বিহিত হওয়ার এবং গুরুপাসনাদি কার্য্যের অঙ্গরূপে যজ্ঞোপবীতধারণ বিহিত থাকায় কিছুতেই তাহার পরিত্যাগ পাওয়া যাইতেছে না । ১৩

আর যদি যথোক্ত এষণা হইতে ব্যাখ্যানের বিধি স্বীকার করিতেই হয়, তাহা হইলেও, কেবল পুত্রাদি-বিষয়ক ত্রিবিধ এষণা হইতেই ব্যাখ্যান স্বীকার করিতে

হইবে ; কিন্তু সমস্ত কৰ্ম ও কৰ্মসাধন হইতে ব্যাখান স্বীকার করিতে পারা যায় না ; কারণ, সমস্ত কৰ্ম ও তৎসাধনের পরিত্যাগ করনা করিলে, অশ্রুতের করনা ও শ্রুতহানি অর্থাৎ শাস্ত্রবিহিত যজ্ঞোপবীতাদি সাধনের পরিত্যাগ করিতে হয় । পক্ষান্তরে, ঐরূপ করনা করিলে, বিহিত কৰ্মের অনুষ্ঠান না করায় এবং নিষিদ্ধ কৰ্মের অনুষ্ঠান করায় মহা অপরাধও হইতে পারে ; অতএব যথোক্ত রীতিতে যে, যজ্ঞোপবীতপ্রভৃতি কৰ্মসাধনের পরিত্যাগ, তাহা কেবল ‘অন্ধপরম্পরা’ ভিন্ন আর কিছুই নহে (১) । না—কৰ্ম ও তৎসাধন পরিত্যাগেও মহা অপরাধ বা ‘অন্ধ-পরম্পরা’ ঘায়েব সম্ভাবনা নাই ; কারণ, শ্রুতি বলিতেছেন—‘বতি (শল্যাসী) যজ্ঞোপবীত ও বেদাধ্যয়নাদি সমস্ত বর্জন করিবেন’ ইতি । ১৪

অপিচ, আত্মজ্ঞান-প্রতিপাদনেই সমস্ত উপনিষদের তাৎপর্য—এখানেও আত্মবিষয়ক দর্শন, শ্রবণ ও মননের আবশ্যকতা বলিত হইয়াছে । সেই আত্মাকেই যে, সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষাত্মক সর্বাস্তর ও অশনাত্মাদি-ধর্মনিবর্জিত হ’বে জানিতে হইবে, ইহাও শাস্ত্রসিদ্ধ কথা ; আর ঐরূপ অর্থ প্রতিপাদনেই যখন সমস্ত উপনিষদের তাৎপর্য, তখন এই বাক্যটিকে অতকোনও বিদ্বাদ্বাক্যের অঙ্গ বা অঙ্গীনও বলা বাইতে পারে না ; পক্ষান্তরে আত্মজ্ঞানের কর্তব্যতা বিষয়ে স্পষ্ট বিধি থাকার ‘অর্থবাদ’ বলিয়াও সেই বাক্যের অপ্ৰামাণ্য বলিতে পারা যায় না । আত্মা যখন অশনাত্মাদিধর্মযুক্ত নয়, তখন তাকে ক্রিয়া, সাধন ও ক্রিয়াফল হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বলিয়াই জানিতে হইবে ; আর অশনাত্মাদি ধর্ম সহকারে যে, আত্মাকে জানা, তাহাই অবিদ্যা ; শ্রুতি বলিতেছেন—‘যে লোক আপনাকে ও উপাস্ত আত্মাকে পৃথক্ বলিয়া মনে করে, প্রকৃতপক্ষে সে আত্মাকে জানে না,’ ‘যে ব্যক্তি আত্মাকে ভিন্নবৎ দর্শন কবে, সে মৃত্যুর পর মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়’, ‘আত্মাকে একরূপেই দর্শন করিতে হইবে’, ‘ব্রহ্ম নিশ্চয়ই এক অদ্বিতীয়’, ‘তুমি তৎস্বরূপই বটে’ ইত্যাদি । আর ক্রিয়াফল ও ক্রিয়াসাধন যে, অশনাত্মাদি-সংসারধর্মবর্জিত আত্মা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র—অবিদ্যার বিষয় (অজ্ঞানাদিকারভুক্ত), তাহাও, ‘যে অবস্থায়

(১) তাৎপর্য—‘অন্ধপরম্পরা’ শ্রাব্য এই প্রকার—পিতৃপিতামহাদি পুরুষ-পরম্পরাক্রমে যাহারা অন্ধ, তাহাদের যেমন শ্রুতপীতাদি রূপ ও আকৃতি বিষয়ে সাধারণতঃ ভ্রান্তধারণা থাকে ; এবং সেই ভ্রান্তধারণার বশে বর্ণ ও আকৃতি বিষয়ে অসত্যজ্ঞান পোষণ করিয়া থাকে, তেমনি যে কোনও বিচার্য বিষয়ে যদি শ্রুতি ও যুক্তিবিহীন লোকপ্রসিদ্ধ ভ্রান্তধারণার পোষণ করা হয়, তাহাকে ‘অন্ধপরম্পরা’ শ্রাব্য বলা হয় ।

বৈতের জ্ঞান হয়,’ ‘পক্ষান্তরে বাহারা আত্মাকে ইহার অন্তরূপ বলিয়া জানে’ ইত্যাদি শত শত শ্রুতিবাক্য হইতে প্রমাণিত হইতেছে । ১৫

বিশেষতঃ আলোক ও অন্ধকারের জ্ঞান পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাব বিজ্ঞা ও অবিজ্ঞা একই সময়ে একই পুরুষের থাকা সম্ভবপর হইতে পারে না ; অতএব ক্রিয়া কারক ও ফলভেদাত্মক অবিজ্ঞাধিকারও আত্মবিদের সম্বন্ধে কল্পনা করা যাইতে পারে না ; ‘সে ব্যক্তি মৃত্যুর পরও মৃত্যু প্রাপ্ত হয়’ ইত্যাদি বাক্যও আত্মবিদের ক্রিয়াদি-সম্বন্ধ নিশ্চিত হইয়াছে । তাহার পর, অবিজ্ঞাধিকারভুক্ত সর্বপ্রকার ক্রিয়া, ক্রিয়াসাধন ও তৎফলসমূহ তদ্বিপরীত আত্মবিজ্ঞার সাহায্যে পরিত্যাগ করানই শ্রুতির অভিপ্রেত । কথিত যজ্ঞোপবীতাদি সাধনসমূহ অবিজ্ঞাধিকারেই বিহিত ; [স্মতরাং আত্মবিদের পক্ষে অবিজ্ঞাধিকার কল্পনা করা সম্ভব হইতে পারে না] । অতএব, বলিতে হইবে যে, স্বভাবতই বাহা সাধন বা ফলাত্মক নহে, সেই আত্মা কখনই যগোক্ত ‘এষণা’র বিষয় নহে । এষণার বিষয় হইতেছে— তদতিরিক্ত প্রত্যয় বস্তু । যজ্ঞোপবীতাদি চিহ্ন ও তদনীন কৰ্ম্ম, সমস্তই সাধনাত্মক ; সাধনাত্মক বলিয়াই সাধন ও ফলভেদে এষণা দুইপ্রকার মাত্র দাঁড়াইতেছে ; ‘এই দুইটিমাত্র এষণা’ এই শ্রুতিবাক্যও এষণার বিষয়ই অবধারিত হইয়াছে । অতএব যজ্ঞোপবীতাদি সাধন ও তৎসাধ্য সমস্ত কৰ্ম্ম হইতে ব্যুত্থানের বিধান করাট উক্ত শ্রুতির অভিপ্রেত বলিয়া বুঝা যাইতেছে । ১৬

পুনঃ প্রশ্ন হইতেছে যে, আত্মজ্ঞান-প্রতিপাদনেই যখন সমস্ত উপনিষদের তাৎপৰ্য্য, তখন ব্যুত্থানবোধক বাক্যকে আত্মজ্ঞানেরই প্রশংসামাত্র বলিতে হইবে ; উহা কখনই বিধাবক হইতে পারে না । না, এ কথাও বলা যায় না ; কারণ, একই ব্যক্তিকে বিধিসিদ্ধ (বাহার বিধান করা অভিপ্রেত, সেই) আত্মজ্ঞান ও ব্যুত্থান, উভয়েরই কর্তৃত্বপে নির্দেশ করিয়াছেন, অর্থাৎ শ্রুতি বলিতেছেন যে, যে ব্যক্তি আত্মজ্ঞান লাভের অভিলাষী, সেই ব্যক্তিই ব্যুত্থান করিবে ; স্মতরাং ব্যুত্থানবিধিকে ‘অর্থবাদ’ বলিতে পার না ; কেন না, বাচ্য অকর্তব্য—বিহিত নয়, তাহার সহিত কখনও অবশ্যকর্তব্য বিষয়ের এককর্তৃত্ব নির্দেশ করা বেদের কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না ; পক্ষান্তরে অবশ্যকর্তব্য যজ্ঞাঙ্গ স্নান, হোম ও ভক্ষণ সম্বন্ধে যেমন একই ব্যক্তির কর্তৃত্ববোধক শ্রুতি রহিয়াছে—‘সোম কর্ত্তন করিয়া, হোম করিয়া ভক্ষণ করিবে’ ইত্যাদি, এখানেও তেমনি আত্মজ্ঞান, এষণা-ত্যাগ ও ভিক্ষাচর্যা—এ সমস্ত কার্য্য অবশ্যকর্তব্যরূপে বিহিত বলিয়াই এ সম্বন্ধে একই ব্যক্তির কর্তৃত্ব হওয়া সম্ভব হয় । ১৭

যদি বল, যজ্ঞোপবীতাদি চিহ্নগুলি যখন অবিজ্ঞাধিকারভুক্ত এবং এষণারও (কামনারও) বিষয়ীভূত, তখন আত্মজ্ঞানের বিধান হইতেই তৎসমস্তেরও পরিত্যাগ পাওয়া যাইতেছে ; উহার অশ্রু আর পৃথক্ ভাবে বিধান করিবার আবশ্যক হয় নাই । না, একথাও হইতে পারে না ; কারণ, তাহা হইলেও, আত্মজ্ঞানের বিধি দ্বারাই সৰ্ব্বত্যাগও বিহিত হওয়ায়, এবং তাহার সঙ্গে আবার একই ব্যক্তির কর্তৃত্ব-শ্রুতি থাকায়, ব্যুত্থান ও ভিক্ষাচর্য্যাবিধানের বরং দৃঢ়তাই স্থাপিত হইয়াছে । আর যে, ['চরন্তি' ক্রিয়ায়] বর্তমানকালীন বিভক্তির প্রয়োগ থাকায় ইহাকে শুধু 'অর্থবাদ' মাত্র বলা হইয়াছে, তাহাও যুক্তিসঙ্গত হয় নাই ; কেন না, ঔহস্বর (ঔহস্বরকাষ্ঠ নির্মিত) যুপাদি বিষয়ক বিধির সহিত সাম্য থাকায় এখানেও বর্তমানা বিভক্তি নির্দেশ দোষাবহ হয় নাই, অর্থাৎ বর্তমানা বিভক্তি নির্দেশ সত্ত্বেও যেমন ঔহস্বর যুপ-বিধায়ক বাক্যকে অর্থবাদ বলিয়া উপেক্ষা করা হয় না, তেমনি আলোচ্য স্থলেও কেবল বর্তমানা বিভক্তির (লট-বিভক্তির) প্রয়োগ থাকাতেই অর্থবাদ বলিয়া উপেক্ষা করিতে পারা যায় না । ১৮

যদি বল, 'ব্যুত্থানের পর ভিক্ষাচর্য্যা করিবে, এই বাক্যে কেবল পারিত্রাজ্য বা সন্ন্যাসাশ্রমই বিহিত হইয়াছে, এবং শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্রে সন্ন্যাসাশ্রমেও আশ্রম-চিহ্ন যজ্ঞোপবীতাদি ধারণের বিধান রহিয়াছে ; অতএব 'এষণার' বিষয় হইলেও, শাস্ত্রবিহিতের পরিত্যাগ করা যখন অসঙ্গত, তখন ভক্তির বিষয় হইতেই ব্যুত্থান বুঝিতে হইবে । না, এ কথাও বলিতে পার না ; কারণ, উক্ত বিধি দ্বারা যদি শ্রুতিবিহিত আশ্রমচিহ্ন যজ্ঞোপবীতাদি ভিন্ন অপর সাধনের পরিত্যাগই করণ করিতে হয়, তাহা হইলেও বলিতে হইবে যে, আত্মজ্ঞের জ্ঞানাস্বরূপে বিহিত এষণা-পরিত্যাগরূপ সন্ন্যাস হইতে স্বতন্ত্র যে, আর একপ্রকার সন্ন্যাসের বিধান আছে, তাহাতেই ঐ সমস্ত চিহ্ন ধারণ করা আবশ্যক হয় । কারণ, এষণাত্রয় হইতে ব্যুত্থানাত্মক যে পারিত্রাজ্য, তাহা আত্মজ্ঞানের অঙ্গ ; কেন না, এষণামাত্রই অবিজ্ঞার বিষয়, আর এই ব্যুত্থান হইতেছে তদ্বিরোধী 'এষণা'-পরিত্যাগস্বরূপ । এতদতিরিক্ত যে, আর একপ্রকার 'পারিত্রাজ্য' আশ্রম আছে, তাহা দ্বারা ব্রহ্মলোক লাভ হয় এবং সেই আশ্রমাত্মক পারিত্রাজ্য সম্বন্ধেই কৰ্ম্ম-সাধন ও আশ্রমচিহ্ন যজ্ঞোপবীতাদি ধারণের বিধান । শুধু আশ্রমধর্ম্মরূপে বিহিত এষণাত্মক সাধনসংরক্ষণের ব্যবস্থা যখন দ্বিতীয় পারিত্রাজ্যাশ্রমেই সার্থক হইতে পারে, তখন তাহা দ্বারা সর্বোপনিষদ্বিহিত আত্মজ্ঞানের বাধাপ্রদান করা যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না । অবিজ্ঞার বিষয়ীভূত যজ্ঞোপবীতাদিরূপ সাধনসমূহ

গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলে, সাধন ও ফলবিলক্ষণ এবং অশনান্নাদি-সংসার ধর্ম-বর্জিত ‘অহং ব্রহ্মস্মি’ (আমি ব্রহ্ম) এইরূপ বিজ্ঞান (বিদ্বদমূল্যব) নিশ্চয়ই বাধিত হয় । ঐরূপ তত্ত্ব-নিরূপণেই যখন সমস্ত উপনিষদের তাৎপর্য্য, তখন তাহাতে বাধা দেওয়া কখনই সমীচীন হয় না । ১৯

যদি বল, ‘ভিক্ষার্চ্যাং চরন্তি’ শ্রুতিটি এষণাত্মক ভিক্ষানুষ্ঠানের বিধান করিয়া নিজেই নিজের বাধা ঘটাইতেছে । অভিপ্রায় এই যে, শ্রুতি প্রথমতঃ এষণা-পরিত্যাগের বিধান করিয়া, পুনরায় এষণারই একাংশ ভিক্ষার্চ্যাগ্রহণের অনুমতি করায়, বুঝা যাইতেছে যে, তৎসম্পর্কিত অন্য কার্য্যের অনুষ্ঠানেও শ্রুতির অনুমতি আছে । না, সে কথাও বলিতে পার না ; কারণ, হোমের পরকালীন হতশেষ ভক্ষণের জায় ভিক্ষার্চ্যাও উহার প্রয়োজক নহে ; অর্থাৎ যেমন হোমের পর হতশেষ যদি থাকে, তবেই তাহা ভক্ষণ করিতে হয়, কিন্তু না থাকিলে, হতশেষ ভক্ষণের অনুরোধ আর পুনর্বার হোম করিতে হয় না ; তেমনি ব্যাথানের পর জীবিকার জন্ত যদি কিছু কার্য্য করা আবশ্যক হয়, তবে ভিক্ষাই করিবে ; কিন্তু ভিক্ষার জন্ত কখনই ব্যাথান করিবে না । অসংস্কারকত্বও ভিক্ষার্চ্যার অপর কারণ,—হতশেষ ভক্ষণ করা হোমভর্ত্তা যজ্ঞমানের সংস্কারক বা শুদ্ধিকারণও হইয়া থাকে, কিন্তু ভিক্ষানুষ্ঠান কখনও সন্ন্যাসীর সংস্কারক হয় না বা হইতে পারে না ; কারণ, কোন প্রকার নিয়ম প্রতিপালন দ্বারা যে, অদৃষ্ট (পুণ্য) লাভ করা, ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির তাহাও অভিলষিত নহে । যদি বল, কোনরূপ নিয়ম প্রতিপালন করায়, যে পুণ্য হয়, তাহা যদি ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির নিত্যানুই অভিলষণীয় না হয়, তাহা হইলে তাহার ভিক্ষার্চ্যায়ই বা প্রয়োজন কি ? না, এ আপত্তিও করিতে পার না ; কারণ, অপরাপর কাম্যফলের জন্ত যে সমস্ত সাধন বিহিত, কেবল সে সমুদয় হইতেই ব্যাথান বা নিবৃত্তি এখানে বিহিত হইয়াছে, কিন্তু ভিক্ষার্চ্যা নিবারিত হয় নাই । ভাল, এখানে সাধনান্তর হইতে ব্যাথান বিহিত হইয়া থাকে, থাকুক, তথাপি ভিক্ষায় প্রয়োজন কি ? হাঁ, এ কথা সত্যই বটে ; যদি প্রয়োজন থাকে, তবেই উহার আবশ্যকতা স্বীকার করা হয়, (নচেৎ নহে) । ২০

তাহার পর, ‘যজ্ঞোপবীতযুক্ত হইয়াই অধ্যয়ন করিবে’ ইত্যাদি যে সমস্ত বচন পারিত্রাজ্য সঙ্ঘক্ষে উল্লিখিত হইয়াছে, সে সমস্ত বচন অবিদ্বৎ-পারিত্রাজ্য সঙ্ঘক্ষেই উক্ত হইয়াছে—বলিয়া পূর্বেই সে আপত্তির পরিহার করা হইয়াছে, এবং তাহা না হইলে যে, আত্মজ্ঞানেরই বাধা উপস্থিত হয়, একথাও আমরা পূর্বেই বলিয়াছি । তাহার পর, ‘বিদ্বান্ (আত্মজ্ঞ সর্ববিধ চিহ্ন রহিত হইবেন),’

‘আত্মতত্ত্বজ্ঞ পুরুষ কোনপ্রকার আশ্রমচিহ্নে চিহ্নিত থাকেন না’ এবং ‘যে ব্যক্তি প্রিয়প্রাপ্তির আশা রাখে না, প্রিয়-সাধন কর্ষ করে না, নমস্কার ও স্তুতিবর্জিত হয়, এবং ক্ষীণকর্ষ ও স্বয়ং অক্ষীণস্বভাব, দেবগণ তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বা ব্রহ্মজ্ঞ বলিয়া জানেন’ ইত্যাদি শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্র আত্মজ্ঞের পক্ষে সর্ববিধ কর্ষ-সম্বন্ধ-পরিত্যাগ প্রদর্শন করিতেছে। অতএব আত্মবিদ্ পুরুষ যে, ব্যুত্থান অবলম্বন করিবেন, তাহা নিশ্চয়ই সমস্ত কর্ষ ও কর্ষসাধন পরিত্যাগরূপ পরমহংসপারি-ব্রাহ্ম্যরূপ সম্যাস, কিন্তু তাহা অবিদ্বংসম্যাস নহে । ২১

[অতঃপর শ্রুতির শকার্থ বিবৃত হইতেছে—] যেহেতু পূর্ববর্তী ব্রাহ্মণগণ এই আত্মাকে পাইবার জন্য সাধন ও ফলাত্মক সমস্ত এষণা হইতে (কাম্য বিষয় হইতে) ব্যুত্থান করিয়া—ঐহিক ও পারলৌকিক কর্ষ ও কর্ষসাধন পরিহার করিয়া ভিক্ষা-চর্যা অবলম্বন করিয়াছেন ; সেহেতু এখনও ব্রাহ্মণ—ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তি, পাণ্ডিত্য—পণ্ডিতভাব—এই আত্মজ্ঞান নিঃশেষরূপে অবগত হইয়া অর্থাৎ শাস্ত্র ও আচার্য্যের নিকট হইতে সম্পূর্ণরূপে আত্মবিজ্ঞান লাভ করিয়া, পরে পূর্বোক্ত ত্রিবিধ এষণা হইতে ব্যুত্থিত হইয়া,—যেহেতু এষণাক্ষয়েই যথোক্ত পাণ্ডিত্যের উৎপত্তি, এবং এষণা মাত্রই উহার বিরোধী ; সেই হেতু তৎসত্ত্বে আত্মবিষয়ক জ্ঞান কখনই উৎপন্ন হইতে পারে না ; অতএব যদিও আত্মবিষয়ক তত্ত্বজ্ঞানের বিধানই তৎপ্রতিপক্ষ এষণা-পরিত্যাগও বিহিতই হইয়াছে—ব্যুত্থিতে পারা যায় ; সুতরাং তাহার অন্য আর পৃথক্ বিধির আবশ্যক হয় না সত্য ; [তথাপি] শ্রুতির ‘ব্যুত্থায়’ পদে ‘জ্ঞা’ প্রত্যয় দ্বারা আত্মবিজ্ঞানের কর্তাকেই ব্যুত্থানের কর্তা বলিয়া নির্দেশ করিয়া তাৎপর্যা-লব্ধ ব্যুত্থা-নের দৃঢ়তা সম্পাদন করিয়াছেন ; [সুতরাং ইহা স্বতন্ত্র ‘অপূর্ব বিধি’ নহে] । ২২

অতএব জ্ঞানী পুরুষ সর্ববিধ বিষয়-বাসনা পরিত্যাগপূর্বক ‘বাল্যে’ জ্ঞান-বল অবলম্বনে অবস্থান করিতে ইচ্ছা করিবেন। বাহারা আত্মজ্ঞানরহিত, উপযুক্ত সাধন ও তৎফল আশ্রয় করাই তাহাদের বল ; কিন্তু বিদ্বান্ পুরুষ অজ্ঞ-অনাশ্রয়ণীয় তাদৃশ বল পরিত্যাগ করিয়া, বাহা সাধন ও ফলস্বরূপ নয়, এবং বিধ আত্মজ্ঞানরূপ বলেরই কেবল আশ্রয় গ্রহণ করিবেন ; ঐরূপ জ্ঞান-বল আশ্রয় করিলে, বিষয়লোলুপ ইন্দ্রিয়গণ তাহাকে আকর্ষণ করিয়া আর এষণার বিষয়ে নিক্ষেপ করিতে সমর্থ হয় না ; কেন না, যে ব্যক্তি জ্ঞান-বলবিহীন মুঢ়, ইন্দ্রিয়গণ তাহাকেই ঐহিক ও পারলৌকিক কাম্য বিষয়ে নিয়োজিত করিয়া থাকে। এখানে বল অর্থ—আত্মজ্ঞান-প্রভাবে সমস্ত বিষয়াসক্তিকে অতিভূত করা। অতএব সেই জ্ঞান-বলরূপ ভাগভাবে থাকিতে ইচ্ছা করিবে (বদ্ধ করিবে) ।

‘আত্মজ্ঞানপ্রভাবে বীর্য লাভ করে’, এবং ‘বলহীন পুরুষ এই আত্মাকে লাভ করিতে পারে না’ ইত্যাদি শ্রুতিও এতদনুরূপ অর্থই প্রকাশ করিতেছে । ২৩

উক্ত বাল্য ও পাণ্ডিত্য নিঃশেষ করিয়া—সম্পূর্ণরূপে অধিগত হইয়া, অনন্তর মনন করিয়া মুনি—যোগী হইবেন (১) । ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির ইহাই একমাত্র কর্তব্য যে, সর্বপ্রকার অনাত্মবিষয়ক চিন্তা বিদূরিত করা ; তিনি এই কার্য করিয়াই কৃতকৃত্য—যোগী হন । তাহার পর, অমোন—আত্মজ্ঞান ও অনাত্মচিন্তা-বর্জনরূপ পাণ্ডিত্য ও বাল্য নিঃশেষ করিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি কৃতকৃত্য হন—তখন তাঁহার সর্বত্র ব্রহ্ম-বুদ্ধি সমুৎপন্ন হয় । এখানে মৌন অর্থ—অনাত্মবুদ্ধিনিবৃত্তির পর্য্যবসান—শেষফল । সেই ব্রাহ্মণ তখন কৃতকৃত্য হন । তখন তাঁহার যথার্থ ব্রাহ্মণ্য লক্ষ হয় বলিয়া তিনি প্রকৃত ব্রাহ্মণ-পদবাচ্য হন ; এইজন্য বলিতেছেন যে, সেই ব্রাহ্মণ কিরূপ আচার-সম্পন্ন হইবেন ? [উত্তর—] যেরূপ হন, অর্থাৎ যেরূপ আচার-সম্পন্ন হইউন, তিনি যথোক্ত প্রকারই হন ; তিনি যে-কোন প্রকার আচরণ করিতে পারেন, তাহাতেও তিনি উক্ত প্রকার ব্রাহ্মণই থাকেন, অর্থাৎ কিছুতেই তাঁহার ব্রহ্মনিষ্ঠার ব্যাঘাত হয় না । ‘যে কোন প্রকার আচারযুক্ত হন’ কথাটি আত্মবিদ ব্যক্তির স্তুতিমুচকমাত্র ; ইহা দ্বারা উক্ত ব্রাহ্মণ্যাবস্থার প্রশংসা করা হইতেছে মাত্র, কিন্তু সদাচারে অনাদর প্রদর্শন করা হইতেছে না । ২৪

ইহার অতিরিক্ত—অশনাদিবিবিশ্রুত নিত্যভূত আত্মস্বরূপ যথোক্ত ব্রাহ্মণ্যাবস্থায় অবস্থিতির অতিরিক্ত—অবিদ্যার বিষয়ভূত এযণাত্মক যে কোন বস্তু, [তৎসমস্তই] আর্ন্ত—পীড়াগ্রস্ত অর্থাৎ বিনাশশীল ; স্মৃতরাং স্বপ্ন ও মরীচিকা-তুল্য—মায়াময় মিথ্যা অসার ; কেবল আত্মাই একমাত্র নিত্যযুক্ত ও অবিদ্বন্দ্ব । একথার পর কুখ্যাতকপুত্র কহোল প্রশ্ন হইতে নিবৃত্ত হইলেন ॥ ১৭০ ॥ ১ ॥

ইতি তৃতীয়াধ্যায়ে পঞ্চম কহোলব্রাহ্মণের ভাষ্যানুবাদ ॥ ৩ ॥ ৫ ॥

(১) ভাৎপন্য—মনন অর্থ যুক্তির সাহায্যে শ্রুতার্থের সত্যতা সাংস্থাপন । “যুক্ত্যা সম্ভাবিত্বানুসন্ধানং মননং ভবেৎ ।” (পঞ্চদশী) । শাস্ত্র ও আচার্যের নিকট, যে তত্ত্বজ্ঞানী যায়, সাধারণতঃ তদ্বিনয়ে শ্রোতার দুইপ্রকার ভাব উপস্থিত হইতে পারে—(১) অসম্ভাবনা, (২) বিপরীত ভাবনা ; উক্ত দুবিধ ভাবনাই তত্ত্বজ্ঞানের প্রতিবন্ধক ; সেইজন্য তত্ত্বজিজ্ঞাসু শ্রোতা অনুকূল যুক্তির সাহায্যে ঐ তত্ত্ববিষয়ের বিরুদ্ধে উপস্থিত প্রতিকূল চিন্তা নিবৃত্তি করিয়া—অসম্ভাবনাবুদ্ধি দূর করিয়া ক্রমে বিপরীত ভাবনারও নিরাস করিবেন । এই উভয়বিধ বিরুদ্ধ ভাবনা নির্দ্বাপিত করাই মননের প্রধান কার্য ।

ষষ্ঠং ব্রাহ্মণম্ ১

অথ হৈনং গার্গী বাচক্ববী পপ্রচ্ছ ; যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ—
 যদিদং সৰ্ব্বমপ্শ্বোতঞ্চ প্রোতং চ, কস্মিন্ নু খল্বাপ ওতাশ্চ
 প্রোতাশ্চেতি, বায়ৌ গার্গীতি, কস্মিন্ নু খলু বায়ুরোতশ্চ প্রোত-
 শ্চেত্যন্তরিক্ষলোকেষু গার্গীতি, কস্মিন্ নু খল্বন্তরিক্ষলোকা ওতাশ্চ
 প্রোতাশ্চেতি, গন্ধৰ্বলোকেষু গার্গীতি, কস্মিন্ নু খলু গন্ধৰ্বলোকা
 ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেত্যাদিত্যলোকেষু গার্গীতি, কস্মিন্ নু খল্বাদি-
 ত্যলোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি, চন্দ্রলোকেষু গার্গীতি, কস্মিন্ নু
 খলু চন্দ্রলোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি, নক্ষত্রলোকেষু গার্গীতি,
 কস্মিন্ নু খলু নক্ষত্রলোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি, দেবলোকেষু
 গার্গীতি, কস্মিন্ নু খলু দেবলোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতীন্দ্র-
 লোকেষু গার্গীতি, কস্মিন্ নু খল্বীন্দ্রলোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি,
 প্রজাপতিলোকেষু গার্গীতি, কস্মিন্ নু খলু প্রজাপতিলোকা
 ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি, ব্রহ্মলোকেষু গার্গীতি, কস্মিন্ নু খলু
 ব্রহ্মলোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি, স হোবাচ গার্গি, মাতি-
 প্রাক্ষীন্মা তে নূর্দ্ধা ব্যপপ্তদনতিপ্রশ্ন্যাং বৈ দেবতামতিপৃচ্ছসি,
 গার্গি মাতি প্রাক্ষীরিতি, ততো হ গার্গী বাচক্বব্যুপররাম ॥১৭১॥১॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদি তৃতীয়াধ্যায়শ্চ

ষষ্ঠং ব্রাহ্মণম্ ॥ ৩ ॥ ৬ ॥

সরলার্থঃ ১—[অতঃ পরং যথোক্তশ্চ সৰ্বাস্তরশ্চাশ্বনঃ স্বরূপসমধিগমায়
 গার্গী-প্রশ্ন আৱভ্যতে—“অথ হৈনম্” ইত্যাদিঃ ।] অপ (কহোলবিরামানস্তরম্)
 বাচক্ববী (বচক্বোঃ কত্বা) গার্গী এনং (যাজ্ঞবল্ক্যং) পপ্রচ্ছ, হ (ঐতিহ্যে) ।
 যে যাজ্ঞবল্ক্য-ইতি [লম্বোধয়ন্তী স্য] উবাচ হ—যং ইদং (দৃশ্যমানং) সৰ্ব্বং
 (পাণ্ডিৰং বস্ত) অস্মু (অগ্নে) ওতং চ প্রোতং চ (আতানবিতান-বিহস্ত-

পটতন্তুৰং সৰ্ব্বতঃ অনুসৃতম্) [অস্তি] ; আপঃ (তানি জলানি) খলু (নিশ্চয়ে)
কস্মিন্ (কিম্বামকে বস্তুনি) ওতাঃ চ প্রোতাঃ চ [স্তি] হু (প্রশ্নে) ?
ইতি । [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] হে গার্গি, বারৌ (স্বকারণীভূত-বায়ুমণ্ডলে)
[বর্তন্তে] ইতি । [গার্গী পুনঃ পপ্রচ্ছ—] হু (ভোঃ) বায়ুঃ কস্মিন্ (কুত্র
বস্তুনি) ওতাঃ চ প্রোতাঃ চ ? ইতি ; [উত্তরম্—] হে গার্গি, অন্তরিক্ষলোকেষু
(আকাশমণ্ডলে) [ওতাঃ চ প্রোতাঃ চ অস্তি] ইতি । [পুনঃ প্রশ্নঃ—] অন্তরিক্ষ-
লোকাঃ খলু কস্মিন্ হু (প্রশ্নে) ওতাঃ চ প্রোতাঃ চ ? ইতি, [উত্তরম্—] হে
গার্গি, গন্ধৰ্বলোকেষু [ওতাঃ চ প্রোতাঃ চ] ইতি । [পুনঃ প্রশ্নঃ—] গন্ধৰ্ব-
লোকাঃ খলু কস্মিন্ ওতাঃ চ প্রোতাঃ চ ? ইতি । [উত্তরম্—] হে গার্গি,
আদিত্যালোকেষু (সূর্য্যামণ্ডলে) ইতি । [পুনঃ প্রশ্নঃ] আদিত্যালোকাঃ খলু
কস্মিন্ ওতাঃ চ প্রোতাঃ চ ? ইতি ; [উত্তরম্] হে গার্গি, চন্দ্রলোকেষু (চন্দ্রমণ্ডলে)
ইতি । [পুনঃ প্রশ্নঃ] চন্দ্রলোকাঃ খলু কস্মিন্ হু ওতাঃ চ প্রোতাঃ চ ? ইতি ।
[উত্তরম্] হে গার্গি, নক্ষত্রলোকেষু ইতি । [পুনঃ প্রশ্নঃ] নক্ষত্রলোকাঃ
খলু কস্মিন্ ওতাঃ চ প্রোতাঃ চ ? ইতি ; [উত্তরম্] হে গার্গি, দেবলোকেষু
ইতি । [পুনঃ প্রশ্নঃ] দেবলোকাঃ খলু কস্মিন্ হু ওতাঃ চ প্রোতাঃ চ ? ইতি ;
[উত্তরম্—] হে গার্গি, ইন্দ্রলোকেষু ইতি । [পুনঃ প্রশ্নঃ] ইন্দ্রলোকাঃ খলু
কস্মিন্ হু ওতাঃ চ প্রোতাঃ চ ? ইতি ; [উত্তরম্—] হে গার্গি, প্রজাপতি-
লোকেষু ইতি । [পুনঃ প্রশ্নঃ] প্রজাপতিলোকাঃ খলু কস্মিন্ হু ওতাঃ চ প্রোতাঃ
চ ? ইতি ; [উত্তরম্—] ব্রহ্মলোকেষু ইতি । ব্রহ্মলোকাঃ খলু কস্মিন্ হু
ওতাঃ চ প্রোতাঃ চ ? ইতি । সঃ (যাজ্ঞবল্ক্যঃ) উবাচ হ—হে গার্গি, মা অতি-
প্রাক্ষীঃ (প্রশ্নানর্হিবিসয়ে প্রশ্নং মা কার্যীঃ) ; তে (তব) মূর্ধা (মস্তকং) মা
ব্যপশুং (যদি ত্বন্ অপ্রষ্টব্যমপি ভূয়ঃ পৃচ্ছসি, তহি ক্রবং তব মস্তকং পতিষ্যতি,
তৎ মা পতেদ্ ইত্যশয়ঃ) । [ঋষিঃ স্বয়মেব ইমমর্থং ব্যাকুর্কন্ আহ—] হে
গার্গি, অনতিপ্রশ্নাং (প্রশ্নানর্হীন্ অপি) দেবতাং অতিপৃচ্ছসি, [তৎ] মা অতি-
প্রাক্ষীঃ (তদ্বিসয়ে প্রশ্নং মা কার্যীঃ) । ততঃ (যাজ্ঞবল্ক্য-বচনশ্রবণাৎ পরম্)
বাচক্ৰবী গার্গী উপররাম (প্রশ্নাৎ বিরতা বভূব) হ ॥ ১৭১ ॥ ১ ॥

মূলানুবাদ :—অতঃপর বচরু তনয়া গার্গী উক্ত যাজ্ঞবল্ক্যকে
জিজ্ঞাসা করিলেন—তিনি সম্বোধন করিয়া বলিলেন—হে যাজ্ঞবল্ক্য,
এই যে, সম্পূর্ণ পৃথিবীমণ্ডল জলরাশিতে ওত-প্রোত রহিয়াছে ; [বল

দেখি,] এই জনরাশি আবার কোথায় ওত-প্রোত আছে ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—বায়ুমণ্ডলে ; ভাল, বায়ুমণ্ডল আবার কোথায় ওতপ্রোত আছে ? [উত্তর হইল,] হে গার্গি, অন্তরিক্ষ লোকে (আকাশমণ্ডলে) ; [পুনঃ প্রশ্ন হইল—] অন্তরিক্ষলোক কোথায় ওতপ্রোত আছে ? [উত্তর হইল,] হে গার্গি, গন্ধর্বলোকে । আচ্ছা, গন্ধর্বলোক আবার কোথায় ওতপ্রোত আছে ? [উত্তর—] হে গার্গি, আদিত্যলোকে ; আদিত্যলোক আবার কোথায় ওতপ্রোত আছে ? হে গার্গি, চন্দ্রলোকে ; [পুনঃ প্রশ্ন হইল,] সেই চন্দ্রলোক কোথায় ওতপ্রোত আছে ? [উত্তর—] হে গার্গি, নক্ষত্রলোকে ; সেই নক্ষত্রলোক কোথায় ওতপ্রোত আছে ? [উত্তর—] হে গার্গি, তাহা আছে দেবলোকে ; আচ্ছা, সেই দেবলোক কোথায় ওতপ্রোত আছে ? হে গার্গি, তাহা আছে ইন্দ্রলোকে ; সেই ইন্দ্রলোক কোথায় ওতপ্রোত আছে ? হে গার্গি, তাহা আছে প্রজাপতিলোকে ; সেই প্রজাপতিলোক কোথায় ওতপ্রোত আছে ? হে গার্গি, তাহা আছে ব্রহ্মলোকে ; সেই ব্রহ্মলোক কোথায় ওতপ্রোত আছে ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—হে গার্গি, তুমি আর অধিক জিজ্ঞাসা করিও না ; তোমার শিরঃপাত না হউক, অর্থাৎ যাহা প্রশ্নের যোগ্য নয়, উত্তরের অতীত, তুমি তদ্বিষয়ে প্রশ্ন করিতেছ ; এরূপ প্রশ্ন করিলে তোমার মস্তক খসিয়া পড়িবে ; অতএব তুমি এরূপ অযোগ্য প্রশ্ন হইতে বিরত হও ; তোমার মস্তক-পাত না হউক । এ কথার পর বচস্কর কণ্ঠা গার্গী প্রশ্ন হইতে বিরত হইলেন ॥ ১৭১ ॥ ১ ॥

বৃহদারণ্যকোপনিষদে তৃতীয়াধ্যায়ে ষষ্ঠ ব্রাহ্মণব্যাখ্যা ॥ ৬ ॥ ৬ ॥

শাকর-ভাষ্যম্ :—যৎ সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ ব্রহ্ম সর্কাস্তর আত্মেত্যুক্তম্, তত্ত্ব সর্কাস্তরস্ত স্বরূপাধিগম্যায় অ। শাকল্যব্রাহ্মণাদ্ গ্রন্থে আরভ্যতে । পৃথিব্যা-
দীনি হ্যাকাশাস্তানি ভূতানি অন্তর্কর্ষিত্বাৎ ব্যবহিতানি ; তেষাং যৎ বাহ্যং
বাহ্যং, অধিগম্যাধিগম্য নিরাকুর্কন্ দ্রষ্টুঃ সাক্ষাৎ সর্কাস্তরোহগৌণ আত্মা সর্ক-
সংসারধর্ম্যবিনিমুক্তো দর্শয়িতব্য ইত্যারম্ভঃ—অথ হ এনং গার্গী নামতঃ, বাচস্করৌ
বচকৌহিতা পপ্রচ্ছ ; যাজ্ঞবল্ক্যোতি হোবাচ ; যদিহং সর্কং পার্থিবং ধাতুজাতম্
অপ্সু উদকে ওতং চ প্রোতং চ—ওতম্ দীর্ঘপটতন্তবৎ, প্রোতং ত্রিধাকৃততন্তবৎ,

বিপরীতং বা ; অস্তিঃ সৰ্ব্বতঃ অন্তর্কর্ষিত্বাভিব্যাপ্তিমিত্যর্থঃ ; অত্রথা সঙ্কুশৃষ্টি-
বৎ বিশীর্ঘ্যেত । ইদং তাবদনুমানমুপপত্তম্—যৎ কার্যং পরিচ্ছিন্নং স্থলং, কার-
ণেনাপরিচ্ছিন্নেন সূক্ষ্মেণ ব্যাপ্তিমিতি দৃষ্টম্—যথা পৃথিবী অস্তিঃ ; তথা পূর্বে
পূর্বমুত্তরেণোত্তরেণ ব্যাপিনা ভবিতব্যম্—ইত্যেব আ সৰ্ব্বাত্তরাদান্ননঃ প্রশ্নার্থঃ ।
তত্র ভূতানি পঞ্চ সংহতাগ্ৰেবোত্তরম্ উত্তরং সূক্ষ্মভাবেন ব্যাপকেন কারণরূপেণ চ
ব্যবতিষ্ঠন্তে । নচ পরমাণুনোহর্কাকৃ তদ্ব্যতিরেকেণ বস্তুমুরমন্তি, “সত্যস্ত সত্যম্”
ইতি শ্রুতেঃ ; সত্যঞ্চ ভূতপঞ্চকম্, সত্যস্ত সত্যং চ পর আত্মা । ১

কস্মিন্মুখাপ ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি—তাসামপি কার্যত্বাৎ স্থলত্বাৎ পরি-
চ্ছিন্নত্বাচ্চ কচিদ্ধি ওতপ্রোতভাবেন ভবিতব্যম্ ; ক তাসামোতপ্রোতভাবঃ ?
ইতি । এবমুত্তরোত্তরং প্রশ্নপ্রসঙ্গে যোজয়িতব্যঃ । বারৌ গার্গীতি । ননু অগ্না-
বিত্তি বক্তব্যম্ ; নৈষ দোষঃ ; অগ্নেঃ পাথিবং বা আপ্যং বা ধাতুমনাশ্রিত্য ইতর-
ভূতবৎ স্বাতন্ত্র্যেণাঅলাভো নাস্তীতি তস্মিন্ ওতপ্রোতভাবো নোপদিশ্যতে । ২

কস্মিন্ নু খলু বায়ুরোতশ্চ প্রোতাশ্চেতি ; অন্তরিক্ষলোকেষু গার্গীতি ।
তাগ্ৰেব ভূতানি সংহতানি অন্তরিক্ষলোকাঃ ; তাগ্ৰপি গন্ধর্বলোকেষু গন্ধর্ব-
লোকাঃ, আদিত্যলোকেষু আদিত্যলোকাঃ, চন্দ্রলোকেষু চন্দ্রলোকাঃ, নক্ষত্র-
লোকেষু নক্ষত্রলোকাঃ, দেবলোকেষু দেবলোকাঃ, ইন্দ্রলোকেষু ইন্দ্রলোকাঃ,
বিরাটশরীরারম্ভকেষু ভূতেষু প্রজাপতিলোকেষু প্রজাপতিলোকাঃ, ব্রহ্মলোকেষু
ব্রহ্মলোকা নাম—অণ্ডারম্ভকাণি ভূতানি ; সৰ্বত্র হি সূক্ষ্মতারতম্যক্রমেণ প্রাণ্যপ-
ভোগাশ্রয়াকারপরিণতানি ভূতানি সংহতানি তাগ্ৰেব পঞ্চেতি বহুবচনভাজি । ৩

কস্মিন্ নু খলু ব্রহ্মলোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি । স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ—
হে গার্গি, মাতিপ্রাক্ষীঃ স্বপ্রশ্নত্বাদ্রপ্রকারমতীত্য আগমেন প্রষ্টব্যং দেবতাম্
অনুমানেন মা প্রাক্ষীরিত্যর্থঃ । পৃচ্ছন্ত্যশ্চ মা তে তব মুদ্ধা শিরঃ ব্যাপত্তং বিম্পষ্টং
পতেৎ ; দেবতারাঃ স্বপ্রশ্ন আগমাদযদঃ, তৎ প্রশ্নবিষয়মতিক্রান্তো গার্গ্যাঃ প্রশ্নঃ,
আনুমানিকত্বাৎ । স যস্তা দেবতারাঃ প্রশ্নঃ, সা অতিপ্রশ্না, ন অতিপ্রশ্না অনতি-
প্রশ্না—স্বপ্রশ্নবিধৈব, কেবলাগমগম্যেত্যর্থঃ । তাম্ অনতিপ্রশ্ন্যাং বৈ দেবতাম্
অতিপৃচ্ছসি ; অতো গার্গি, মাতিপ্রাক্ষীঃ, মর্তুং চেৎ নেচ্ছসি । ততো হ গার্গী
বাচরব্যুপররাম ॥ ১৭১ ॥ ১ ॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদি তৃতীয়োহধ্যায়স্ত ষষ্ঠং গার্গীব্রাহ্মণভাষ্যম্ ॥ ৩ ॥ ৬ ॥

টীকা । পূর্বব্রাহ্মণয়োরাঅনঃ সন্দোহরহনুজং, তন্নির্গম্যর্থমুত্তরং ব্রাহ্মণত্রয়মিতি সঙ্গতিমাহ—
যৎ সাক্ষাদিতি । উক্তমেব সঙ্কং বিবৃণোতি—পৃথিব্যাদীনীতি । অন্তর্কর্ষিত্বাভেব সূক্ষ্মস্থল-

তারতম্যক্রমেণেত্যর্থঃ । বাহুং বাহুমিতি বীসোপরিষ্ঠাত্তচ্ছকো ঔষ্টবাঃ, যন্তদোনিত্যসম্বন্ধাৎ, নিরাকুর্কন্ যথা মুমুকুঃ সর্কাস্তরমাত্মানং প্রতিপত্ততে, তথা স যথোক্তবিশেষণো দর্শয়িতব্য ইত্যন্তরগ্রন্থারম্ভ ইতি যোজনা । বহোলপ্রথনির্ণয়ানন্তর্য্যমর্থশকার্থঃ । যৎ পার্থিবং ধাতুজাতং তদিদং সর্বমপুশ্বিত্যাदि যোজনীয়ম্ । পদার্থমুক্ত্য বাকার্থমাহ—অস্তিরিতি । পার্থিবস্ত ধাতুজাতস্তাত্ত্বিক্যাপ্ত্যভাবে দোষমাহ—অন্তথেষতি । কিমত্র গার্গ্যা বিবক্ষিতমিতি, তদাহ— ইদং তাবদিতি । তদেব দর্শয়িতুং ব্যাপ্তিমাহ—যৎ কাযামিতি । কারণেন ব্যাপকেনেতি শেষঃ । যৎ কাযাং, তৎ কারণেন ব্যাপ্তং, যৎ পরিচ্ছিন্নং, তদ্ব্যাপকেন ব্যাপ্তং, যচ্চ স্থলং, তৎ স্থলেন ব্যাপ্তমিতি ত্রিপ্রকারা ব্যাপ্তিঃ । ইতিশব্দস্তৎসমাপ্ত্যর্থঃ । ব্যাপ্তিভূমিমাহ—যথেষতি । সম্ভ্রাত্যানুমানমাহ—তথেষতি । পূর্বং পূর্বমিত্যবাদেৰ্দ্ধ্বনির্ণয়ো নির্দেশঃ । উত্তরেণোত্তরেণ বাবুদিকারণেনাপরিচ্ছিন্নেন স্থলেন ব্যাপ্তমিতি শেষঃ । বিমতং কারণেন ব্যাপকেন স্থলেন ব্যাপ্তং কাযায়াং পরিচ্ছিন্নত্বাৎ স্থলত্বাচ্চ পৃথিবীবদিত্যর্থঃ । সর্কাস্তরাদাত্মনোহর্কাস্তরাত্মনারং সর্বত্র সঞ্চারয়তি—ইত্যেব ইতি । ১

ননু তথাপি ভূতপঞ্চকব্যতিরিক্তানাং গন্ধর্বলোকাদীনামপ্যাস্তরভেনোপদেশাৎ কথং ভূত-পঞ্চকবুদাসেন সর্কাস্তরপ্রতিপত্তিক্রিয়বক্ষিতেন, তদাহ—তদ্ব্যেতি । উক্তনীত্যা প্রথার্থে স্থিতে সতীতি যাবৎ । ভূতাস্থিতি-নির্দ্ধারণে বা সপ্তমী । অথ পরমাত্মানং ভূতানি চ হিত্বা পৃথগেব গন্ধর্বলোকাদীনি বহুস্তরাণি ভবিষ্যন্তি, নেত্যাহ—ন চেতি । গন্ধর্বলোকাদীণ্যপি ভূতানামে-বাবস্থা বিশেষাস্ততঃ সত্যং ভূতপঞ্চকং, তন্ত সত্যং পরং ব্রহ্ম, নাস্তদস্তরালে প্রতিপত্তব্যমিত্যন্ত-প্রতিষেধার্থে চশকো । ২

তাৎপর্য্যমুক্ত্য প্রথমুখাপ্য তদক্ষরাণি ব্যাকরোতি—কশ্মিন্নিত্যাदिনা । কশ্মিন্ন্ ঋণু বায়ু-রিত্যাদাবুক্তস্তারমতিদিশতি—এবমিতি । বায়াবিত্যমুক্ত্য প্রত্যুক্তিরপামগ্নিকাযাদিঘাবিতি বক্তব্যাদিতি শব্দতে—নমিতি । অগ্নেব্রহ্মকব্যাপকত্বেহপি কাষ্ঠবিছাদাদিপারতন্ত্র্যাৎ স্বতন্ত্রেণ কেনচিদপাং ব্যাপ্তিকৃতত্বা, ইত্যগ্নিং হিত্বা তৎকারণে বায়াবিত্যুক্তং, বায়োশ্চ স্বকারণতন্ত্রত্বেহপি নোদক-তন্ত্রতেতি তদ্ব্যাপকত্বসিদ্ধিরিত্যন্তরমাহ—নৈব দোষ ইত্যাদিনা । ৩

অস্তরিক্কলোকশব্দার্থমাহ—তান্ত্বেবেতি । প্রজাপতিলোকশব্দার্থঃ কথয়তি—বিরাড়িতি । অস্তরিক্কলোকাদীনাং প্রত্যোবমেবকত্বাৎ কতো বহুবচনমিত্যাশঙ্ক্যাহ—সর্বত্র ইতি । পূর্ববদনু-মানেন সূত্রং পৃচ্ছন্তীং গার্গ্যঃ প্রতিষেধতি—স হোবাচেত্যাদিনা । উক্তমেব স্পষ্টয়ন্ বাকার্থ-মাহ—আগমেনেতি । প্রতিষেধাতিক্রমে দোষমাহ—পৃচ্ছন্ত্যাশ্চেতি । মূৰ্দ্ধপাতপ্রসঙ্গং প্রকটয়ন্ প্রতিষেধমুপসংহরতি—দেবতায় ইত্যাদিনা ॥ ১৭১ ॥ ১ ॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদ্বাঙ্গটীকায়াঃ তৃতীয়াধ্যায়স্ত বর্ত্তং গার্গ্যব্রাহ্মণম্ ॥ ৩ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ :—ইতঃপূর্বে বাহাকে সাক্ষাৎ অপরোক্ষ সর্কাস্তর আত্মা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে । সেই সর্কাস্তর আত্মার যথার্থ স্বরূপ নিরূপণের জন্য পরবর্ত্তী শাকল্য ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত (নবম ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত) শ্রুতিবাক্য আরম্ভ হই-তেছে । পৃথিবী হইতে আরম্ভ করিয়া আকাশপর্য্যন্ত ভূতবর্গ সর্বত্র বাহ্যাত্মস্তর-

ভাবে অবস্থিত রহিয়াছে ; তন্মধ্যে যে যে ভূত অপেক্ষাকৃত বাহ্য (বাহিরে অবস্থিত), সে সমস্তের স্বরূপ প্রদর্শন এবং আন্তরত্ব প্রত্যাখ্যানপূর্বক দ্রষ্টার সাক্ষাৎ সর্কাস্তরত্ব ও সর্কবিধ সংসারধর্মবিবর্জিত মুখ্য আত্মত্ব প্রদর্শনার্থ এই ব্রাহ্মণের আরম্ভ হইতেছে—

অতঃপর বচরু-দুহিতা গার্গী উক্ত যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন । তিনি যাজ্ঞবল্ক্যকে সংযোজন করিয়া বলিলেন—এই যে, পার্থিব বস্তুসমূহ, তৎসমস্তই জলের মধ্যে ওত-প্রোতভাবে বর্তমান রহিয়াছে, অর্থাৎ অন্তরে ও বাহিরে সর্কতোভাবে জলরাশি দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে ; তাহা না হইলে শক্ত্যুষ্টির স্থায় (মুষ্টিবদ্ধ ছাতুর মত) বিশীর্ণ হইয়া অর্থাৎ পরস্পর পৃথক্ হইয়া পড়িত, মিলিত থাকিত না । ওত অর্থ—বস্ত্রে দীর্ঘভাবে প্রসারিত সূত্র, প্রোত অর্থ—বক্রভাবে বিস্তারিত সূত্র ; অথবা ইহার বিপরীতভাবেও ‘ওত ও প্রোত’ শব্দের অর্থ ধরা যাইতে পারে । এখানে এ কথায় এইরূপ একটি অনুমানের নিয়ম দেখান হইল যে, যে যে বস্তু পরিমিত ও স্থূল, তাহা তদপেক্ষা বৃহৎ ও সূক্ষ্ম কারণ দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকে ; যেমন পৃথিবী জলের দ্বারা ব্যাপ্ত । এই প্রকার [আরও যে সমস্ত ভূত বর্তমান আছে, তাহাদের মধ্যেও] পূর্ব পূর্ব ভূতগুলি পরবর্তী ব্যাপক ভূত সমূহ দ্বারা ব্যাপ্ত বা কবলিত বুদ্ধিতে হইবে । সর্কাস্তর আত্মা পর্য্যন্ত এই নিয়ম চলিবে ; ইহাই উক্ত প্রশ্নের মর্ম্ম । ক্ষিত্যাদি পাঁচটি পদার্থের নাম—ভূত ; সেই পাঁচটি ভূতের মধ্যে পরবর্তী ভূতটি পূর্ববর্তী ভূত অপেক্ষা সূক্ষ্ম, ব্যাপক ও কারণাত্মক । পরমাত্মার নিরন্তরে পঞ্চভূতাতিরিক্ত আর কোনও বস্তু নাই ; [সূতরাং গন্ধর্ব্বলোক প্রভৃতি বস্তুও পঞ্চভূতেরই অন্তর্গত—অবস্থাবিশেষ ভিন্ন আর কিছুই নহে] ; কারণ, “সত্যস্ত সত্যম্” শ্রুতি বলিতেছেন যে, ভূতসমূহ ‘সত্য’-পদবাচ্য ; পরমাত্মা আবার সেই সত্যেরও সত্য স্বরূপ ॥ ১

[পৃথিবী যেমন জলে আছে, তেমনি] জল আবার কোথায় ওতপ্রোত আছে ?—অভিপ্রায় এই যে, জলও যখন স্থূল ও পরিমিত একটি ভূত পদার্থ, তখন তাহারও কোনস্থানে ওতপ্রোতভাবে থাকা উচিত ; [অতএব জিজ্ঞাসা করি—] সেই জলসমূহ ওতপ্রোতভাবে কোথায় আছে ? পরবর্তী অত্যাগ্ ভূত-সম্বন্ধেও এই জাতীয় প্রশ্নের সংযোজনা করিতে হইবে । [উক্ত প্রশ্নের উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] হে গার্গি, বায়ুতে, অর্থাৎ জলরাশি বায়ুমণ্ডলে [ওতপ্রোতভাবে আছে] । ভাল, এখানে ত অগ্নিতেই জলের ওতপ্রোতভাব বলা উচিত ছিল ? [কারণ, অগ্নি হইতেই জলের উৎপত্তি ; সূতরাং তাহাতেই জলের

ওতপ্রোতভাবে থাকি স্বীকৃতিসিদ্ধ; অতএব বায়ুতে তাহার ওতপ্রোতভাব হইতে পারে কিরূপে?] না—ইহা দোষাবহ হয় না; কারণ, অপরাপর ভূতের দ্বারা অগ্নি কখনই পাণ্ডিষ কিংবা জলীয় কোন বস্তু অবলম্বন না করিয়া স্বাধীনভাবে থাকিতে পারে না; এই জন্য তাহাতে আর পৃথকভাবে ওতপ্রোত-ভাবের কথা বলা হইল না ॥ ২

[গার্গী পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন—] সেই বায়ু আবার কোথায় ওতপ্রোত-ভাবে আছে? [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,] হে গার্গি, অন্তরিক্ষলোকে; উক্ত পৃথিব্যাदि ভূতসমূহই সংহত বা সম্মিলিতাবস্থায় অন্তরিক্ষলোকে পরিণত হয়; তাহারাই আবার গন্ধর্বলোকে গন্ধর্বলোক রূপে, আদিত্যলোকে আদিত্য লোকরূপে, চন্দ্রলোকে চন্দ্রলোকরূপে, নক্ষত্রলোকে নক্ষত্রলোকরূপে, দেবলোকে দেবলোকরূপে, ইন্দ্রলোকে ইন্দ্রলোকরূপে, প্রজাপতিলোকে প্রজাপতিলোকরূপে পরিণত হয়; প্রজাপতিলোক অর্থ—বিরাটশরীরের উৎপাদক ভূতসমূহ; উহারাই আবার ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মলোকরূপে প্রকটিত হয়। ব্রহ্মলোক অর্থ—ব্রহ্মাণ্ডজনক ভূতসমূহ। সর্বত্র সেই পঞ্চভূতই সংহত বা সম্মিলিত হইয়া প্রাণিগণের উপভোগযোগ্য বিশেষ বিশেষ স্থান বা লোকরূপে পরিণত হইয়া থাকে; এইজন্যই লোক-শব্দগুলির উত্তর বহুবচনের প্রয়োগ হইয়াছে ॥ ৩

সেই ব্রহ্মলোক আবার কোথায় ওতপ্রোত আছে? [তদন্তরে] যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, হে গার্গি, তুমি এরূপ অনুচিত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিও না; অর্থাৎ উক্ত প্রশ্নালী পরিত্যাগ কর; যে দেবতার তত্ত্ব কেবল আগমামুসারে জানিতে হইবে, অনুমানের সাহায্যে তদ্বিবরে প্রশ্ন করিও না। সেরূপ প্রশ্ন করিলে নিশ্চয়ই তোমার মস্তক পতিত হইবে। পরদেবতাবিষয়ক উক্ত প্রশ্নটি হইতেছে কেবল আগমগম্য; গার্গীর প্রশ্ন সেই প্রশ্নপ্রণালী অতিক্রম করিয়াছে; কারণ, গার্গীর প্রষ্টব্য বিষয় হইতেছে—আনুমানিক অর্থাৎ অনুমানানুযায়ী, (শাস্ত্রানুযায়ী নহে)। এখানে যে দেবতার (ব্রহ্মের) সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইয়াছে, সেই দেবতাটি হইতেছে অনতিপ্রশ্ন্য অর্থাৎ আনুমানিক প্রশ্নের অবিষয়—কেবলই আগমগম্য; তুমি সেই অনতিপ্রশ্ন্য দেবতার সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতেছ; অতএব হে গার্গি, যদি মরিতে ইচ্ছা না কর, তবে এ বিষয়ে আর প্রশ্ন করিও না। তাহার পর বাক্যবী গার্গী বিরত হইলেন ॥ ১৭১ ॥ ১ ॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদে তৃতীয়াধ্যায়ের যষ্ঠ গার্গী-

ব্রাহ্মণের ভাষ্যানুবাদ ॥ ৩ ॥ ৬ ॥

সপ্তমঃ ব্রাহ্মণম্।

অথ হৈনমুদালক আরুণিঃ পপ্রচ্ছ ; যাজ্ঞবল্ক্যেতি
 হোবাচ—মদ্রেস্ববসান পতঞ্চলশ্চ (ক) কাপ্যশ্চ গৃহেষু যজ্ঞমধী-
 যানাঃ, তস্মাসীদুর্ধ্যা গন্ধর্বগৃহীতা, তমপৃচ্ছাম—কোহসীতি,
 মোহত্রবীৎ—কবন্ধ আথর্বণ ইতি, মোহত্রবীৎ পতঞ্চলং কাপ্যং
 যাজ্ঞিকাত্মশ্চ বেথ নু ত্বং কাপ্য তৎ সূত্রং, যেনায়ঞ্চ লোকঃ
 পরশ্চ লোকঃ সৰ্ব্বাণি চ ভূতানি সন্দৃক্কানি ভবন্তীতি, মোহ-
 ত্রবীৎ পতঞ্চলঃ কাপ্যো নাহং তদ্ ভগবন্ বেদেতি, মোহত্রবীৎ
 পতঞ্চলং কাপ্যং যাজ্ঞিকাত্মশ্চ বেথ নু ত্বং কাপ্য তমন্তর্যামিণং
 য ইমঞ্চ লোকং পরঞ্চ লোকত্ সৰ্ব্বাণি চ ভূতানি যোহন্তরো
 যময়তাতি, মোহত্রবীৎ পতঞ্চলঃ কাপ্যো নাহং তৎ ভগবন্
 বেদেতি, মোহত্রবীৎ পতঞ্চলং কাপ্যং যাজ্ঞিকাত্মশ্চ যো বৈ
 তৎ কাপ্য সূত্রং বিদ্যাৎ তঞ্চান্তর্যামিণমিতি, স ব্রহ্মবিৎ স
 লোকবিৎ স দেববিৎ স বেদবিৎ স ভূতবিৎ স আত্মবিৎ স
 সৰ্ব্ববিদিতি তেভ্যোহত্রবীৎ ; তদহং বেদ, তচ্চেৎ ত্বং যাজ্ঞবল্ক্য
 সূত্রমবিদ্বাত্তঞ্চান্তর্যামিণং ব্রহ্মগবীরুদজসে নূক্কা তে বিপতিশ্চ-
 তীতি । বেদ বা অহং গৌতম তৎ সূত্রং তঞ্চান্তর্যামিণমিতি,
 যো বা ইদং কশ্চিদ্ ক্রয়াদ্বেদ বেদেতি, যথা বেথ, তথা
 ক্রহীতি ॥ ১৭২ ॥ ১ ॥

সরলার্থঃ ১—অথ (গার্গীবিদ্যামানন্তরম্) আরুণিঃ (অরুণশ্রাপত্যং
 পুমান্) উদালকঃ (তন্মামক ঋষিঃ) পপ্রচ্ছ ; যাজ্ঞবল্ক্যেতি [সম্বোধন] উবাচ
 হ—মদ্রেষু (মদ্রেদেশেষু) কাপ্যশ্চ (কপিবংশীয়শ্চ) পতঞ্চলশ্চ গৃহেষু (ভবনে)
 যজ্ঞং (যজ্ঞবিদ্যাং) অধীয়ানাঃ (পঠন্তঃ সমুঃ) অবসাম (তচ্ছিব্যাক্রপেণ উষিত-

বস্তুঃ) [বস্তুম্] । তস্মৈ (পতঞ্চলস্মৈ) ভাৰ্য্যা (পত্নী) গন্ধৰ্বগৃহীতা (গন্ধৰ্বক্ৰেণ
অমানুষবশেন আবিষ্টা) আসীৎ । [বস্তুং] তৎ (গন্ধৰ্বম্) অপূচ্ছাম (পৃষ্টবস্তুঃ)
—কঃ (কিম্ভাষকঃ কিংস্বরূপশ্চ ত্বম্) অসি ? ইতি । সঃ (গন্ধৰ্বঃ) অত্রবীৎ—
আথৰ্বকঃ (অথৰ্বকঃ অপত্যং) কবন্ধঃ (কবন্ধনামকঃ) [অস্মি] ইতি । সঃ
(গন্ধৰ্বঃ) কাপ্যং পতঞ্চলং যাজ্ঞিকান্ (যজ্ঞশাস্ত্রাধ্যায়িনঃ তচ্ছিষ্যান্) চ অত্রবীৎ
(পপ্রচ্ছ)—হে কাপ্য, ত্বং তৎ (প্রসিদ্ধং) সূত্রং (সূত্রাত্মানম্), বেথ
(জানাসি) হু ? যেন (সূত্রেণ) অগ্নং চ লোকঃ (বর্তমানং জন্ম), পরঃ চ লোকঃ
(ভবিষ্যৎ জন্ম চ), সৰ্বাণি ভূতানি (ব্রহ্মাদিস্তত্ত্বপর্যন্তানি) চ সংদৃকানি (গ্রথি-
তানি, সূত্রেণ খাল্যমিব সম্যক্ সংবদ্যানি) ভবন্তি ইতি । সঃ (এবং পৃষ্টঃ)
পতঞ্চলঃ অত্রবীৎ—হে ভগবন্, অহং তৎ ন বেদ্বি (জানামি) ইতি । সঃ
(গন্ধৰ্বঃ) কাপ্যং পতঞ্চলং যাজ্ঞিকান্ চ [পুনঃ] অত্রবীৎ—হে কাপ্য, ত্বং
তৎ অন্তর্যামিণং বেথ হু (জানাসি কিম্) ? যঃ (অন্তর্যামী) যঃ অন্তরঃ
(অভ্যন্তরস্থঃ সন্) ইমং চ লোকং পরং চ লোকম্, সৰ্বাণি চ ভূতানি [পূৰ্ব্ববৎ]
যময়তি (নিয়ময়তি—যথাধিকারং প্রেরয়তি) ইতি । সঃ (এবমুক্তঃ)
পতঞ্চলঃ কাপ্যঃ অত্রবীৎ—হে ভগবন্, অহং তৎ অন্তর্যামিণং ন বেদ (ন জানামি)
ইতি ।

[পুনরপি] সঃ (গন্ধৰ্বঃ) পতঞ্চলং কাপ্যং যাজ্ঞিকান্ চ অত্রবীৎ—হে কাপ্য,
যঃ (জনঃ) তৎ (মৎপৃষ্টং) সূত্রং, তৎ অন্তর্যামিণং চ ইতি (ইথং) বিজ্ঞাৎ
(জানৌগাৎ), সঃ (বেত্তা) ব্রহ্মবিৎ, সঃ লোকবিৎ, সঃ দেববিৎ, সঃ বেদবিৎ, সঃ
ভূতবিৎ, সঃ আত্মবিৎ, সঃ সৰ্ববিৎ—ইতি তেভ্যঃ (কাপ্যাভিভ্যঃ) অত্রবীৎ ।
অহং তৎ (গন্ধৰ্বকৌক্তং সৰ্বং) বেদ (জানামি) । হে যাজ্ঞবল্ক্য, চেৎ (যদি) ত্বং তৎ
(গন্ধৰ্বকৌক্তং) সূত্রং, তৎ (গন্ধৰ্বকৌক্তং) অন্তর্যামিণং চ অবিদ্বান্ (অজানন্ সন্)
ব্রহ্মগবীঃ (ব্রহ্মবিদাং স্বভূতাঃ স্বত্ববতীঃ গাঃ) উদজসে (গৃহং নয়সি), [তদা] তে
(তব) মুখা (মন্তকং) বিপতিষ্যতি (বিস্পষ্টং পতিষ্যতি) ইতি । [এবং পৃষ্টঃ যাজ্ঞ-
বল্ক্য আহ—] হে গোতম (গোতমবংশীয় উদালক), অহং বৈ (অবধারণে) তৎ
সূত্রং, তৎ অন্তর্যামিণং চ বেদ ইতি । [উদালকঃ পুনরাহ—] যঃ কশ্চিৎ বৈ (যঃ
কোহপি) ইদং ক্রমাৎ (বক্তুং শক্লুগাৎ—) [অহং] বেদ, বেদ ইতি, [পরমার্থতত্ত্ব
ন বেত্তি, তথা ত্বমপি ত্রবীষি ইত্যাপন্নঃ] । হে যাজ্ঞবল্ক্য, যথা বেথ (জানাসি ত্বং),
তথা ক্রহি (কথয়েত্যর্থঃ) ॥১৭২॥১॥

মূলানুবাদ :—অতঃপর অরুণনন্দন উদালক যাজ্ঞবল্ক্যকে

জিজ্ঞাসা করিলেন । তিনি যাজ্ঞবল্যকে সম্বোধনপূর্বক বলিলেন—
আমরা যজ্ঞবিদ্যা অধ্যয়ন করিবার সময় কপিবংশীয় পতঞ্চলের গৃহে বাস
করিয়াছিলাম । পতঞ্চলের পত্নী গন্ধর্বাবিষ্টা ছিলেন ; আমরা সেই
গন্ধর্বকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, তুমি কে ? তদুত্তরে সে বলিয়াছিল
—আমি অধর্ববণের পুত্র, আমার নাম কবন্ধ । সেই গন্ধর্ব কপিগোত্রীয়
পতঞ্চলকে এবং যাজ্ঞিকদিগকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—
হে কাপ্য, তুমি কি সেই সূত্রে (সূত্রাত্মকে) জান ? যাহা দ্বারা
ইহলোক (বর্তমান জন্ম), পরলোক (পর জন্ম), এবং ব্রহ্মাদি তৃণলতা-
পর্যন্ত সমস্ত ভূত গ্রথিত বা সম্বন্ধ হইয়া রহিয়াছে ? তদুত্তরে
কপিগোত্রীয় পতঞ্চল বলিয়াছিলেন—ভগবন্, আমি তাহা জানি না ।
সেই গন্ধর্ব পুনশ্চ পতঞ্চল ও যাজ্ঞিকগণকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা
করিয়াছিলেন—হে কাপ্য, তুমি সেই অন্তর্যামীকে জান কি ?—যিনি
সকলের অভ্যন্তরে থাকিয়া এইলোক, পরলোক এবং সমস্ত ভূতকে
নিয়মিত করিয়া রাখিতেছেন ; পতঞ্চল বলিলেন—ভগবন্, আমি
তাহাকে (অন্তর্যামীকে) জানি না ।

সেই গন্ধর্ব কাপ্য ও যাজ্ঞিকগণকে বলিয়াছিলেন—হে কাপ্য, যে
ব্যক্তি উক্ত সূত্র ও অন্তর্যামীকে জানেন, তিনি ব্রহ্মবিৎ, তিনি
লোকবিৎ, তিনি দেববিৎ, তিনি বেদবিৎ, তিনি ভূতবিৎ, তিনি আত্মবিৎ
এবং তিনিই সর্ববত্বজ্ঞ ; একথা তিনি তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন ;
আমি তাহা জানি । হে যাজ্ঞবল্য, তুমি যদি সেই সূত্র ও অন্তর্যামীকে
না জানিয়া ব্রহ্মবিদের প্রাপ্য গোসমূহ গ্রহণ করিয়া থাক, তাহা হইলে
তোমার মস্তক খসিয়া পড়িবে । [তদুত্তরে যাজ্ঞবল্য বলিলেন—]
হে গোতম (উদ্দালক), আমি উক্ত সূত্রাত্মা ও অন্তর্যামীকে জানি ।
[এ কথার পর উদ্দালক বলিলেন—] যেমন সাধারণ লোকে বলিয়া
থাকে যে, আমি জানি—আমি জানি ; [তোমার কথাও তদনুরূপ] ;
তুমি যেরূপ জান, তাহা প্রকাশ করিয়া বল ॥ ১৭২ ॥ ১ ॥

শাক্ষব্রহ্মশ্রুতম্ ।—ইদানীং ব্রহ্মলোকানামন্তরতমং সূত্রং বক্তব্যমিতি
তদর্থ আরম্ভঃ ; তচ্চাগমেনৈব প্রষ্টব্যমিতি ইতিহাসেনাগমোপপত্তাসঃ ক্রিয়তে—

অথ হৈনম্ উদালকো নামতঃ অরুণশ্চাপত্যমারুণিঃ পপ্রচ্ছ ; যাজ্ঞবল্ক্যোতি হোবাচ ।
মদ্রেষু দেশেষু অবসাম উষিতবন্তঃ ; পতঞ্চলশ্চ—পতঞ্চলো নামতঃ—তশ্চৈব কপি-
গোত্রশ্চ কাপ্যশ্চ গৃহেষু যজ্ঞমধীয়ান। যজ্ঞশাস্ত্রাধ্যয়নং কুর্বাণাঃ । তশ্চাসীদ্যার্য্য
গন্ধৰ্ব্বগৃহীতা ; তম্ অপৃচ্ছাম—কোহসীতি । সোহব্রবীৎ কবন্ধো নামতঃ,
অথৰ্কণোগোহপত্যম্ অথৰ্কণ ইতি । ১

সোহব্রবীদ্ গন্ধৰ্ব্বঃ পতঞ্চলং কাপ্যং যাজ্ঞিকাংশ্চ তচ্ছিষ্যান্—বেথ হু ত্বং হে
কাপ্য, জানীষে তৎ সূত্রম্ । কিং তৎ ? যেন সূত্রেণ অয়ং চ লোকঃ ইদং চ জন্ম,
পরশ্চ লোকঃ পরং চ প্রতিপত্তব্যং জন্ম, সৰ্ব্বাণি চ ভূতানি ব্রহ্মাদিস্তদ্ব্যপ্যস্তানি
সন্ধৃক্কানি সংগ্রথিতানি—অগিব সূত্রেণ বিষ্টক্কানি ভবন্তি যেন, তৎ কিং সূত্রং
বেথ । সোহব্রবীৎ এবং পৃষ্টঃ কাপ্যঃ—নাহং তৎ ভগবন্ বেদেতি—তৎ সূত্রং
নাহং জানে, হে ভগবন্নিতি সম্পূজয়ন্নাহ । সোহব্রবীৎ পুনর্গন্ধৰ্ব্ব উপাধ্যায়মশ্রাংশ্চ
—বেথ হু ত্বং কাপ্য তমন্তর্য্যামিণম্—অন্তর্য্যামীতি বিশেষ্যতে—য ইমঞ্চ লোকং
পরং চ লোকং সৰ্ব্বাণি চ ভূতানি যোহস্তরঃ অভ্যস্তরঃ সন্ যময়তি নিয়ময়তি—
দারুয়জ্জমিব ভ্রাময়তি—স্বং স্বমুচিতব্যাপারং কারয়তীতি । সোহব্রবীদেবমুক্তঃ
পতঞ্চলঃ কাপ্যঃ—নাহং তৎ জানে ভগবন্নিতি সম্পূজয়ন্নাহ । ২

সোহব্রবীৎ পুনর্গন্ধৰ্ব্বঃ ; সূত্র-তদন্তর্গতাস্তর্য্যামিণোবিজ্ঞানং জুয়তে—যঃ কশ্চিৎ
বৈ তৎ সূত্রং হে কাপ্য, বিজ্ঞাৎ বিজ্ঞানীয়াৎ, তঞ্চাস্তর্য্যামিণং সূত্রান্তর্গতং—তশ্চৈব
সূত্রশ্চ নিয়ন্তারং বিজ্ঞাৎ যঃ, ইত্যেবম্ উক্তেন প্রকারেণ, স হি ব্রহ্মবিৎ পরমাত্ম-
বিৎ, স লোকাংশ্চ ভূরাদীন্ অস্তর্য্যামিণা নিয়ম্যমানান্ লোকান্ বেত্তি ; স
দেবাংশ্চ অগ্ন্যাদীন্ লোকিনো জানাতি, বেদাংশ্চ সৰ্ব্বপ্রমাণভূতান্ বেত্তি, ভূতানি
চ ব্রহ্মাদীনিসূত্রেণ নিয়মানানি তদন্তর্গতেনাস্তর্য্যামিণা নিয়ম্যমানানি বেত্তি ; স
আত্মানং চ কর্তৃহভোক্তৃহবিশিষ্টং তেনৈবাস্তর্য্যামিণা নিয়ম্যমানং বেত্তি ; সৰ্ব্বঞ্চ
জগৎ তথাভূতং বেত্তীতি । এবং স্ততে সূত্রান্তর্গতাবিজ্ঞানে প্রলুব্ধঃ কাপ্যোহ-
ভিমুখীভূতঃ বরঞ্চ ; তেভ্যশ্চাস্মভ্যম্ অভিমুখীভূতেভ্যোহব্রবীদ্ গন্ধৰ্ব্বঃ সূত্রমন্ত-
র্য্যামিণং চ । তদহং সূত্রান্তর্গতাবিজ্ঞানং বেদ, গন্ধৰ্ব্বাল্লকাগমঃ সন্ ; তচ্চেদ্
যাজ্ঞবল্ক্য, সূত্রং তঞ্চাস্তর্য্যামিণম্ অবিদ্বান্ চেৎ—অব্রহ্মবিৎ সন্ যদি ব্রহ্মগদীকদ-
জসে—ব্রহ্মবিদাং স্বভূতা গা উদজসে উন্নয়সি স্বমত্মায়েন, মচ্ছাপদগ্নশ্চ মুক্কা শিরঃ
তে তব দিম্পষ্টং পতিষ্যতি । ৩

এবমুক্তো যাজ্ঞবল্ক্য আহ—বেদ জানাম্যহম্, হে গোত্রমেতি গোত্রতঃ, তৎ সূত্রং
—যদ্ গন্ধৰ্ব্বঃ তুভ্যমুক্তবান্, যঞ্চ অস্তর্য্যামিণং গন্ধৰ্ব্বাদ্বিহিতবস্তো যুয়ম্, তঞ্চাস্ত-

র্যামিণং বেদ অহম্—ইতি এবমুক্তে প্রত্যাহ গোতমঃ—যঃ কশ্চিৎ প্রাকৃত ইদং—যৎ ত্রয়োক্তং ক্রিয়াং ; কথম্ ? বেদ বেদইতি আত্মানং শ্লাঘয়ন্ ; কিং তেন গজ্ঞিতেন ; কার্যেণ দর্শয় ? যথা বেথ, তথা ক্রহীতি ॥ ১৭২ ॥ ১ ॥

টীকা । পূর্ব্বশ্লিষ্ট ব্রাহ্মণে সূত্রাদীর্ঘ্যন্তনং ব্যাপকমুক্তম্, ইদানীং সূত্রং তদন্তর্গতমন্তর্ধ্যামিণং চ নির্ব্বক্তুমন্তরব্রাহ্মণমিতি সঙ্গতিমাহ—ইদানীমিতি । ব্রাহ্মণতাংপবামুত্থাপ্যায়িকাতাংপর্য্যমাহ—তচ্চাগমে নৈবেতি । আচাৰ্য্যোপদেশোহত্রাগমশকার্থঃ । গাংগা মূর্দ্ধপাতভয়াছপরতেন্নন্তর-মিত্যর্থ-শকার্থঃ । ১

সোহব্রবীদিতি ঐতীকোপাদানং তস্মৈ তাংপবামাহ—সূত্রেতি । ২

ইতি-শকার্থমাহ—এবমিতি । যেনাং চেত্যাদিরুক্তঃ প্রকারঃ, স সর্ব্বলোকাংশ্চ বেত্তীতি সম্বন্ধঃ । বিশেষণোক্তিপূর্ব্বকং তানেব লোকানুবদতি—ভূবাদীনিতি । স ব্রহ্মবিদিত্যাदि-নোক্তং গজ্ঞিপতি—সর্ব্বং চেতি । তথাভূতং সূত্রেণ বিধৃতমন্তর্ধ্যামিণা চ নিয়মামানমিতি যাবৎ । প্রস্তুতজ্ঞাপ্রয়োজনমাহ—ইত্যেবমিতি । ভবত্বেবাং তব সূত্রাদিজ্ঞানং, মম কিমায়াত-মিত্যাশঙ্ক্যাহ—তচ্চেদিতি । কিং তেনেত্যত্র তন্ত্বেতাধ্যাহারঃ । কার্যেণ দর্শয়েত্যুক্তং বিবৃণোতি—ফলমিতি ॥ ১৭২ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ ১—এখন ব্রহ্মলোকের আভ্যন্তরীণ সূক্ষ্ম সূত্রাঙ্কার স্বরূপ প্রকাশ করা আবশ্যক হইয়াছে ; তাহার জন্য এই প্রকরণের অবতারণা করা হইতেছে । শাস্ত্রোপদেশানুসারেই তাহা জিজ্ঞাসা করিতে হয় ; এই জন্য গল্প-চ্ছলে সে কথা উল্লেখ করা হইতেছে—অতঃপর উদ্দালকনামক আকর্ণি—অকর্ণের পুত্র প্রশ্ন করিয়াছিলেন । তিনি যাজ্ঞবল্ক্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—আমরা মদ্রদেশে যজ্ঞশাস্ত্র (যজ্ঞবিদ্যা) অধ্যয়ন করত কপিবংশীয় পতঞ্চলের গৃহে বাস করিয়াছিলাম । তাহার পত্নী গন্ধর্ব্বভূক আবিষ্টা ছিল ; আমরা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—তুমি কে ? সে বলিল—আমি আতর্কণ—অতর্কণের পুত্র, আমার নাম কবন্ধ ॥ ১

সেই গন্ধর্ব্ব কপিবংশীয় পতঞ্চলকে এবং যাজ্ঞবল্ক্যকে অর্থাৎ পতঞ্চলের শিষ্যগণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—হে কাপ্য, তুমি কি সেই 'সূত্র'কে জান ? কোন সূত্রকে ? যে 'সূত্র' দ্বারা এই লোক অর্থাৎ বর্ত্তমান জন্ম ও পরলোক—ভবিষ্যৎ জন্ম এবং ব্রহ্মাদি স্থাবরপর্য্যন্ত সমস্ত ভূতবর্গ সংদৃষ্ট অর্থাৎ সূত্রদ্বারা গ্রথিত মাল্যের ন্যায় সন্দ্যাক্রূপে গ্রথিত রহিয়াছে—তুমি কি সেই সূত্রাত্মাকে জান ? এইরূপ জিজ্ঞাসার পর কাপ্য সম্মানপ্রদর্শনপূর্ব্বক উত্তর করিলেন, হে ভগবন্ (পূজনীয়), না—আমি আপনার জিজ্ঞাসিত সূত্রতত্ত্ব জানি না ॥ ২

সেই গন্ধর্ব্ব পূর্ব্বোক্ত সূত্র ও তদন্তঃপাতী অন্তর্ধ্যামিবিষয়ক বিজ্ঞানের প্রশংসা-

পূর্বক পুনর্বীর বলিলেন—হে কাপ্য, যে কোন লোক যথোক্ত প্রকারে উক্ত সূত্রে জানেন, এবং সূত্রান্তর্গত অথচ উক্ত সূত্রেরই নিয়ামক অন্তর্যামীকে অবগত হন, সেই লোকই যথার্থ ব্রহ্মবিৎ অর্থাৎ পরমাত্মাকে জানেন ; সেই ব্যক্তিই লোকবিৎ, অর্থাৎ উক্ত অন্তর্যামিকর্তৃক নিয়মিত পৃথিব্যাদি লোকসমূহ অবগত হন ; সেই ব্যক্তিই পৃথিব্যাদিলোকের অধিপতি অগ্নিপ্রভৃতি দেবতাকে জানেন ; সর্ববিষয়ে প্রমাণস্বরূপ বেদসমূহও জানেন ; সূত্রাত্মা যাহাদের ধারণ করিয়া আছে, এবং অন্তর্যামী যাহাদিগকে নিয়মিতভাবে পরিচালিত করিতেছেন, সেই ব্রহ্মাদি তৃণপর্য্যন্ত ভূতবর্গকেও জানেন ; এবং সেই অন্তর্যামিকর্তৃক পরিচালিত ও কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ববিশিষ্ট আত্মাকেও অবগত হন ; অধিক কি, সমস্ত জগতের যথার্থ স্বরূপ যথাযথভাবে উপলব্ধি করিয়া থাকেন । উক্ত গন্ধর্ব্ব সূত্রাত্মা ও অন্তর্যামি-বিষয়ক বিজ্ঞানের এইরূপে প্রশংসা করিলে পর, কাপ্য পতঞ্চল এবং আমরা প্রলুব্ধ হইয়া শ্রবণে সধুৎসুক হইয়াছিলাম । আমরা শ্রবণের অন্ত অভিমুখীভূত হইলে পর, সেই গন্ধর্ব্ব আমাদের সূত্রাত্মা ও অন্তর্যামি-বিষয়ক বিজ্ঞানের উপদেশ দিয়াছিলেন । অতএব আমি গন্ধর্ব্বের নিকট হইতে উপদেশ পাইয়া সূত্র ও অন্তর্যামী সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান লাভ করিয়াছি ; [তোমার কিন্তু সে বিজ্ঞান নাই ;] অতএব হে যাজ্ঞবল্ক্য, তুমি যদি সেই সূত্রাত্মা ও অন্তর্যামীকে না জানিয়া—যদি ব্রহ্মজ্ঞ না হইয়া এই সমস্ত ব্রহ্মগবী—ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিগণের স্বভূত (সম্পত্তি স্বরূপ) এই সমস্ত গো অন্ত্যায়পূর্ব্বক লইয়া যাও, তাহা হইলে তুমি আমার শাপে বদ্ধ হইবে, এবং তোমার মস্তক সম্পূর্ণরূপে খসিয়া পড়িবে । ৩

এই কথার পর যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—হে গোতমবংশজ উদ্দালক, গন্ধর্ব্ব তোমাকে যে সূত্রাত্মা ও অন্তর্যামীর তত্ত্ব বলিয়াছিলেন, আমি সেই সূত্রাত্মা ও অন্তর্যামীর তত্ত্ব জানি । যাজ্ঞবল্ক্য এই কথা বলিলে পর, উদ্দালক বলিলেন—তুমি যাহা বলিলে, ইহা যে-কোন লোক অর্থাৎ অতিসাধারণ লোকেও বলিতে পারে । কি প্রকার ? নিজের প্রশংসা বা উৎকর্ষখ্যাপনের অন্ত [না জানিয়াও] ‘আমি জানি, আমি জানি’ [বলিতে পারে] ; কিন্তু সেরূপ অসার বাক্যব্যয়ে ফল কি ? কার্য্যতঃ তাহা দেখাও ; যে রকম জ্ঞান, তাহা প্রকাশ করিয়া বল ॥১৭২॥১॥

স হোবাচ বায়ুর্বে গোতম তৎ সূত্রম্, বায়ুনা বৈ গোতম সূত্রেণায়ত্ লোকঃ পরশ্চ লোকঃ সর্বাণি চ ভূতানি সন্দৃকানি

ভবন্তি, তস্মাদ্বে গোতম পুরুষং প্রেতমাহৰ্ব্যস্রংসিষতাস্রাঙ্গা-
নীতি, বায়ুনা হি গোতম সূত্রেণ সংদৃকানি ভবন্তীত্যেবমেবৈতদ্
যাজ্ঞবল্ক্যাস্তুর্যামিণং ক্রহীতি ॥ ১৭৩ ॥ ২ ॥

সম্বলার্থঃ ১—সঃ (এবমুক্তঃ যাজ্ঞবল্ক্যঃ) উবাচ হ—হে গোতম, বায়ুঃ
বৈ (প্রসিক্তো) তৎ (পূৰ্ব্বোক্তং) সূত্রম্ । হে গোতম, বায়ুনা সূত্রেণ (সূত্র-
রূপেণ বায়ুনা) অস্রং (বর্তমানঃ) চ লোকঃ, পরঃ চ লোকঃ, সর্কানি চ ভূতানি
(ব্রহ্মাদিস্তম্পপৰ্য্যাস্তানি) সংদৃকানি (গ্রথিতানি) ভবন্তি । হে গোতম, তস্মাৎ
বৈ (এব হেতোঃ) প্রেতং (মৃতং) পুরুষম্ আহঃ (কথয়ন্তি) [জনাঃ]—অস্র
(মৃতস্র) অঙ্গানি (অবস্রবাঃ) ব্যস্রংসিষত (বিস্রস্তানি, সূত্রনাশে মণয় ইষ
বিপর্য্যাস্তানীত্যর্থঃ) ইতি ; হি (যস্মাৎ) হে গোতম, বায়ুনা সূত্রেণ সংদৃকানি
(অঙ্গানি) ইতি । [উদালক আহ—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, এবমেব (ত্বয়া সূত্রং যথা
বর্ণিতং, তৎ তথৈবেত্যর্থঃ) ; [অতঃপরং] অন্তুর্যামিণং ক্রহি (কথয়)
ইতি ॥ ১৭৩ ॥ ২ ॥

মূলানুবাদ ১—[উদালকের কথা শুনিয়া] যাজ্ঞবল্ক্য বলি-
লেন—হে গোতম, সূক্ষ্ম বায়ু হইতেছে তোমার জিজ্ঞাসিত সেই সূত্র ।
হে গোতম, বায়ুরূপ সূত্রদ্বারা এই লোক, পরলোক এবং ব্রহ্মাদি তৃণ-
পর্য্যন্ত সমস্ত ভূত গ্রথিত রহিয়াছে । হে গোতম, এইজন্যই মৃত ব্যক্তিকে
লক্ষ্য করিয়া লোকে বলিয়া থাকে যে, ইহার হস্তপদাদি অঙ্গসমূহ
বিস্রংষিত (শিথিলীভূত) হইয়াছে ; কেন না, বায়ুরূপ সূত্র দ্বারাই
অঙ্গসমূহ বিধৃত হইয়া থাকে । [উদালক বলিলেন—] ঠিক এইরূপই,
অর্থাৎ তুমি যে প্রকার সূত্রের স্বরূপ নির্দেশ করিলে, তাহা ঠিক
সেইরূপই বটে ; এখন অন্তুর্যামীর স্বরূপ বর্ণনা কর ॥ ১৭৩ ॥ ২ ॥

শাক্তব্রহ্মণ্যম্ ১—স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ । ব্রহ্মলোকা বায়িন্ ওতাশ্চ
প্রোতাশ্চ বর্তমানে কালে, যথা পৃথিব্যাপ্সু ; তৎ সূত্রমাগমগম্যং বক্তব্যমিতি—
তদর্থং প্রশ্নাস্তরমুথাপিতম্ ; অতস্তুর্নির্ণয়ান্নাহ—বায়ুর্কৈ গোতম, তৎ সূত্রম্, নাত্মং ।
বায়ুরিতি সূক্ষ্মাকাশবৎ বিষ্টম্ভকং পৃথিব্যাदीনাম্, যদাশ্রয়ং সপ্তদশবিধং লিঙ্গং
কর্ম্মবাসনাসমবায়ি প্রাণিনাম্, বৎ তৎ সমষ্টিব্যষ্ট্যাশ্রয়কম্, যস্ম বাহ্য ভেদাঃ সপ্ত
সপ্ত মরুদগণাঃ—সমুদ্রস্তেবোর্ধ্বয়ঃ, তদেতদ্ বায়ব্যাং তৎস্বং সূত্রমিত্যাভিধীয়তে ।

বায়ুনা বৈ গোতম, সূত্রেণাম্বু লোকঃ পরশ্চ লোকঃ সর্বাণি চ ভূতানি সন্দ্-
কানি ভবন্তি সংগ্রথিতানি ভবন্তীতি প্রসিদ্ধমেতৎ । অস্তি চ লোকে প্রসিদ্ধিঃ ;
কথম্ ? যস্মাদ্বায়ুঃ সূত্রম্, বায়ুনা বিধৃতং সৰ্বম্ ; তস্মাট্বে গোতম, পুরুষং প্রেতমাহঃ
কথয়ন্তি—ব্যস্রংসিত বিস্রুতানি অশ্রু পুরুষস্তাজানীতি । সূত্রাপগমে হি মণ্যাধীনাং
প্রোতানামবস্রংসনং দৃষ্টম্ ; এবং বায়ুঃ সূত্রম্ ; তস্মিন্ মণিবৎ প্রোতানি যদি
অস্তাজানি স্যুঃ, ততো যুক্তমেতৎ বায়ুপগমে অবস্রংসনমজানাম্ ; অতো বায়ুনা হি
গোতম, সূত্রেণ সন্দ্কানি ভবন্তীতি নিগময়তি । এবমেবৈতদ্ যাজ্ঞবল্ক্য, সম্যক্
উক্তং সূত্রম্ ; তদন্তর্গতং তু ইদানীং তত্শ্চেব সূত্রস্ত নিয়ন্তারমন্তর্য্যামিণং ক্রহীত্ব্যক্ত
আহ—॥১৭৩॥২॥

টীকা । যাজ্ঞবল্ক্যোক্তস্তাৎপর্য্যমাহ—ব্রহ্মলোকঃ ইতি । ইত্যভীষ্টমাগমবিদান্-ইত্যধা-
হত্য আশ্রয়োক্তিশব্দস্ত যোজনা । প্রাগুক্তং সূত্রবিবরণং গোতমবাক্যম্ । বৈশদ্যার্থমাহ—
নাশ্রয়নতি । সূত্রেহে দৃষ্টান্তমাহ—আকাশবদিতি । বায়ুমেব বিশিনন্তি—যদাত্মকমিতি । পঞ্চ
ভূতানি, দশ বাহ্যনান্দ্রিয়ানি, পঞ্চবৃত্তিঃ শ্রাণঃ, চতুর্লব্ধমন্তঃকরণমিতি সপ্তদশবিধম্ । কৰ্ম্মণাং
বাসনানাং চোত্তরদ্বিষ্টহেতুনাং প্রাণিভিরজ্জিতানামাশ্রয়দানপেক্ষিতমেব লিঙ্গমিত্যাহ—
কর্মেতি । তত্শ্চেব সামান্ত্রবিশেষায়নম্ । বহুপদমাহ—যন্তদিতি । তত্শ্চেব লোকপরীক্ষক-
প্রসিদ্ধমাহ—যন্ততি ।

তত্ত্ব সূত্রং সাধয়তি—বায়ুনেতি । প্রসিদ্ধমেতৎ সূত্রবিদামিতি শেষঃ । লৌকিকাঃ
প্রসিদ্ধিমেব প্রমপূর্ব্বকমনস্তরংপ্রত্যবষ্টেয়েন ; স্পষ্টয়তি—কথমিত্যাदिনা । উক্তমেব দৃষ্টান্তেন
ব্যানক্তি—সূত্রেতাদিনা । বায়োঃ সূত্রেহি সিন্ধে কলিতমাহ—অত ইতি ॥ ১৭৩ ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ ১—যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন ; পৃথিবী যেরূপ জলেতে ওতপ্রোত-
ভাবে আছে, তেমনি বর্তমান সময়ে সমস্ত ব্রহ্মলোক যাহার মধ্যে ওতপ্রোত
রহিয়াছে, আগমানুসারে সেই 'সূত্রের' প্রকৃত স্বরূপটি নিরূপণ করিতে হইবে ;
তন্নিরূপণার্থই এই নূতন প্রশ্ন উত্থাপিত হইতেছে । অতএব তাহার (সূত্রের)
স্বরূপ নিরূপণার্থ যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন—হে গোতম, বায়ুই তোমার অভিপ্রেত
সূত্র ; অণ্ড কিছু নহে । এখানে বায়ু-শব্দে পৃথিব্যাদির বিধারক ও আকাশের
আর সূক্ষ্ম বায়ু বুঝিতে হইবে । প্রাণিগণের কৰ্ম্ম-বাসনা-সমবায়ী (কৰ্ম্মসংস্কার-
যুক্ত) সপ্তদশ অবয়বাত্মক লিঙ্গশরীর বাহা হইতে উৎপন্ন হয়, (১) বাহা সমষ্টি ও

(১) তাৎপর্য—“পঞ্চপ্রাণ-ননোবুদ্ধি-দশেন্দ্রিয়সমহিতম্ । শরীরং সপ্তদশভিঃ সূক্ষ্ম-
তন্নিহনু্যতে ।” অর্থাৎ প্রাণাপানাদি পঞ্চ বায়ু, মন, বুদ্ধি, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়,
এই সপ্তদশ পদার্থের সমবায়ে রচিত শরীরের নাম—‘সূক্ষ্মশরীর’ ; ‘লিঙ্গশরীর’ ইহার নামান্তর ।
এই লিঙ্গশরীর আবার সমষ্টি ও ব্যষ্টিক্রপ, সমষ্টি লিঙ্গশরীর হিরণ্যগর্ভের, আর ব্যষ্টি লিঙ্গশরীর

ব্যষ্টিক্রপ, এবং সমুদ্রগত তরঙ্গসংঘের জ্বাশ উনপঞ্চাশ বায়ু যাহার বাহু ভেদ ; সেই বায়ুতত্ত্বই 'সূত্র' নামে অভিহিত হইয়া থাকে ।

হে গৌতম, বায়ুরূপ সূত্র দ্বারা যে, এই লোক, পর লোক এবং সমস্ত ভূত সংদৃক হইয়া—সম্যক্ গ্রণিত হইয়া রহিয়াছে, ইহা প্রসিদ্ধ কথা ; অগতেও ইহা প্রসিদ্ধ ; কিরূপে ? যেহেতু বায়ুই সূত্র এবং বায়ু দ্বারাষ্ট সমস্ত জগৎ বিশেষভাবে ধৃত । হে গৌতম, সেই হেতুই মৃত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া লোকে বলিয়া থাকে—এই ব্যক্তির অঙ্গসমূহ বিশ্রুত (শিথিলীভূত) হইয়াছে ; সূত্রের অভাবে তৎসদৃশ মণিপ্রভৃতির বিশ্রংসন বা শিথিলীভাব দেখিতে পাওয়া যায় ; বায়ুও ঠিক সেইরূপ সূত্র । জীবের অঙ্গসমূহও যদি ঠিক মণিরই মত তাহাতে ওত-প্রোত (গ্রণিত) থাকে বলিয়াই শরীর হইতে বায়ু বহির্গত হইলে অঙ্গসমূহের বিশ্রংসন বা অবসাদ হওয়া যুক্তিসঙ্গত হয় ; এই জন্তই, 'হে গৌতম, বায়ুরূপ সূত্র দ্বারা সম্যক্ গ্রণিত হইয়া থাকে' বলিয়া পূর্বকথারই সমর্থন করিতেছেন । [গৌতম বলিলেন—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, ইহা এই-রূপই বটে ; তুমি ঠিক উত্তর বলিয়াছ । এখন ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যবর্তী সেই সূত্রেরই নিয়ামক অন্তর্গামীর স্বরূপ প্রকাশ করিয়া বল । এই কথা শুনিয়া যাজ্ঞবল্ক্য বলিতে লাগিলেন—॥১৭৩॥২॥

যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো যং পৃথিবী ন বেদ
যস্য পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়ত্যেব ত আত্মান্তর্য-
ম্যমৃতঃ ॥ ১৭৪ ॥ ৩ ॥

সরলার্থঃ ১—[এবমুক্তঃ যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যাঃ
অন্তরঃ (অভ্যন্তরঃ), যং পৃথিবী ন বেদ (জানাতি), পৃথিবী যস্য শরীরং (শরীর-
স্থানীয়ং), যঃ অন্তরঃ (অভ্যন্তরস্থঃ সন্) পৃথিবীং যময়তি (নিয়মেন পরিচালয়তি),
এষঃ (যথোক্ত গুণসম্পন্নঃ) তে (তব) [অভিমতঃ] অমৃতঃ (অবিনাশী) অন্তর্যামী
(অন্তঃস্থিত্বা সংযমনকারী) অমৃতঃ আত্মা ॥১৭৪॥৩॥

মূলানুবাদঃ ১—যিনি পৃথিবীতে অবস্থিত ও পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ
এবং পৃথিবী যাহাকে জানে না ; পৃথিবী যাহার শরীর, এবং যিনি
অভ্যন্তরে থাকিয়া পৃথিবীকে পরিচালিত করিতেছেন ; তিনিই তোমার
জিজ্ঞাসিত অবিনাশী অন্তর্যামী আত্মা ॥ ১৭৪ ॥ ৩ ॥

অগ্ন্যন্ত জীবের, কিন্তু এখানে ঢীকাকার গজভূত, দশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ ও অন্তঃকরণ, এইরূপ
সতেরটি অবয়ব ধরিয়াছেন ।

শাক্ষব্রহ্মাণ্ডম্ :—যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ ভবতি, সোহন্তর্যামী । সৰ্ব্বঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠতীতি সৰ্বত্র প্রসঙ্গো মাভূদ্বিতি বিশিনষ্টি—পৃথিব্যা অন্তরোহভ্যন্তরঃ । তত্রৈতৎ স্তাৎ, পৃথিবী দেবতৈব অন্তর্যামীতি ; অত আহ—যমন্তর্যামিণং পৃথিবী-দেবতাপি ন বেদ—ময্যন্তঃ কশ্চিৎকর্ত ইতি । যন্ত পৃথিবী শরীরম্—যন্ত চ পৃথিব্যেব শরীরম্, নাত্মং ; পৃথিবীদেবতাস্মা যৎ শরীরম্, তদেব শরীরং যন্ত । শরীরগ্রহণং চোপলক্ষণার্থম্ ; করণঞ্চ পৃথিব্যাস্তন্ত ; স্বকৰ্ম্মপ্রযুক্তং হি কার্যং করণঞ্চ পৃথিবীদেবতাস্মাঃ ; তদন্ত স্বকৰ্ম্মাভাবাদন্তর্যামিণো নিত্যমুক্তত্বাৎ পরার্থকর্তব্যতা-স্বভাবত্বাৎ পরন্ত যৎ কার্যং করণঞ্চ, তদেবান্ত, ন স্বতঃ ; তদাহ—যন্ত পৃথিবী শরীরমিতি । দেবতাকার্য্য-করণন্ত ঈশ্বরসাক্ষিমাাত্রসাক্ষিধেন হি নিয়মেন প্রবৃন্তি-নিবৃত্তী স্তাতাম্ ; য ঈদৃগীশ্বরো নারারণাখ্যঃ পৃথিবীং পৃথিবীদেবতাং যময়তি নিয়ময়তি স্বব্যাপারে অন্তরঃ অভ্যন্তরস্তিষ্ঠন্, এব তে আত্মা—তে তব, মম চ, সৰ্ব-ভূতানাং চেতুপলক্ষণার্থমেতৎ ; অন্তর্যামী, বহুয়া পৃষ্টঃ, অমৃতঃ সৰ্বসংসারধৰ্ম্মবর্জিত ইত্যেতৎ ॥১৭৪॥৩॥

টীকা । নিয়ন্তরোগরত্বে লৌকিকনিয়ন্তৃত্বং কাব্যকরণবহুমাণস্তাহ—নত্ চেতি । পৃথিব্যাঃ শরীরদেব, ন তু শরীরবহুমাণস্তাহ—পৃথিবীতি । পৃথিব্যা যৎ করণং, তদেব তন্ত করণং চেতি যোজনা । কথং পৃথিব্যাঃ শরীরেন্দ্রিয়বহু, তদাহ—স্বকৰ্ম্মেত । অন্তর্যামিণোহপি তথা কিং ন স্তাৎ, তদাহ—তদন্তেতি । অন্তর্যামিণস্তদেব কাব্যং করণং চ নাত্মদিত্যত্র হেতুমাহ—স্বকৰ্ম্মেতি । তদেব হেতুগুরেণ ফোরয়তি—পরার্থেতি । যঃ পৃথিব্যামিত্যাদি বাক্যন্ত তাৎপৰ্য্যমাহ—দেবঃতিতি । তত্র বাক্যমবত্যা ব্যাচঃ—ন প্রসূতি । নিয়মাপৃথিবীদেবতা-কাব্যকরণাত্ম্যমেব কাব্যকরণবহুমীদৃশদ্বন্ ॥ ১৭৪ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ :—যিনি পৃথিবীতে অবস্থিত আছেন, তিনিই অন্তর্যামী । ভাল, সকল লোকইত পৃথিবীতে অবস্থান করিতেছে ; সুতরাং সকলেই অন্তর্যামী বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে ; তন্নিবৃত্ত্যর্থ বিশেষ করিয়া বলিতেছেন—পৃথিবীর অন্তর অর্থাৎ অভ্যন্তরস্থ । তথাপি পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অন্তর্যামী হইতে পারে ; এইজন্য বলিতেছেন—পৃথিবীদেবতাও যাহাকে—যে অন্তর্যামীকে জানে না, অর্থাৎ আমার অভ্যন্তরে যে, ঐরূপ অন্য কেহ রহিয়াছে, ইহা বুঝিতে পারে না । পৃথিবী যাহার শরীর—পৃথিবীই যাহার শরীর, যাহার তদতিরিক্ত শরীর নাই, অর্থাৎ পৃথিবী দেবতার যাহা শরীর, তাহাই যাহার শরীর । শরীর শব্দটি এখানে অন্তান্ত করণবর্গেরও উপলক্ষণার্থ প্রযুক্ত হইয়াছে ; বুঝিতে হইবে যে, পৃথিবীর ইন্দ্রিয়াদি করণসমূহই তাহার করণ ; বিশেষ এই যে, পৃথিবী দেবতার দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি সমস্তই তাহার প্রাক্তন কৰ্ম্মফলে লব্ধ, কিন্তু নিত্যমুক্ত

অন্তর্যামী পুরুষের প্রাক্তন কর্ম না থাকায় এবং পরার্থপরতাই তাহার স্বাভাবিক ধর্ম বলিয়া, পরের যাহা দেহ ও ইন্দ্রিয়, তাহাই তাহার দেহ ও ইন্দ্রিয়, কিন্তু নিজস্ব কিছুই নাই ; এই অভিপ্রায়ই ‘পৃথিবী যাহার শরীর’ কথায় ব্যক্ত করা হইয়াছে । দেবতার যে, শরীর ও ইন্দ্রিয়বর্গ, সাক্ষিস্বরূপ ঈশ্বর-সাম্নিধ্যই সে সমুদায়ের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি ঘটাইয়া থাকে ; ঈদৃশ শক্তিসম্পন্ন, নারায়ণনামক যে ঈশ্বর পৃথিবীকে—পৃথিবীর দেবতাকে অস্তুরে থাকিয়া যথানিয়মে কর্তব্যবিষয়ে নিয়মিত বা পরিচালিত করিতেছেন ; ‘তিনি তোমার আত্মা’, এই কথাটি উপলক্ষণ মাত্র—বুঝিতে হইবে, তিনি তোমার, আমার এবং সর্বভূতের আত্মা । তিনিই তোমার জিজ্ঞাসিত অন্তর্যামী অমৃত অর্থাৎ জরামরণাদি সর্বপ্রকার সংসারধর্ম-বর্জিত ॥১৭৪॥গা

যোহপ্সু তিষ্ঠন্নন্তরো যমাপো ন বিদুর্বস্থাপঃ শরীরং
যোহপোহন্তরো যময়তেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ১৭৫ ॥ ৪ ॥

সম্বলার্থঃ ১—[বাস্তবক্যঃ পুনরাহ—] যঃ অপ্সু (জলেষু) তিষ্ঠন্, অন্ত্যঃ অন্তরঃ ; আপঃ (অবদেবতাঃ) যং ন বিদুঃ ; আপঃ যস্ত শরীরম্ ; যঃ অন্তরঃ (অভ্যন্তরস্থঃ সন্) অপঃ (জলানি) যময়তি (স্বকার্যো পরিচালয়তি), এষঃ তে (তব, সর্বেরাং চ) অন্তর্যামী অমৃতঃ আত্মা, [ব্যাখ্যা পূর্ববৎ] ॥১৭৫॥৪॥

মূলানুবাদঃ ১—যিনি জলে আছেন, জল হইতে পৃথক্ ; জল-দেবতা যাহাকে জানে না ; জল যাহার শরীর এবং যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া জলকে নিজ কর্তব্যবিষয়ে পরিচালিত করেন, তিনি তোমার এবং সকলের অন্তর্যামী অমৃত আত্মা ॥ ১৭৫ ॥ ৪ ॥

যোহগ্নৌ তিষ্ঠন্নগ্নেরন্তরো যমগ্নিন্ বেদ যস্তাগ্নিঃ শরীরং
যোহগ্নিমন্তরো যময়তেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ১৭৬ ॥ ৫ ॥

সম্বলার্থঃ ১—যঃ অগ্নৌ তিষ্ঠন্, অগ্নেঃ অন্তরঃ অগ্নিঃ (অগ্নিদেবতা) যং ন বেদ, অগ্নিঃ যস্ত শরীরম্, যঃ অন্তরঃ সন্ অগ্নিং যময়তি, এষঃ তে [অন্তেরাং চ] অন্তর্যামী অমৃতঃ আত্মা ॥১৭৬॥৫॥

মূলানুবাদঃ ১—যিনি অগ্নিতে আছেন ; অগ্নির অভ্যন্তরস্থ ; অগ্নিদেবতা যাহাকে জানে না ; যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া অগ্নিকে যথানিয়মে পরিচালিত করেন, তিনিই তোমার অন্তর্যামী অবিনাশী আত্মা ॥ ১৭৬ ॥ ৫ ॥

যোহন্তুরিক্ষে তিষ্ঠন্ অস্তুরিক্ষাদন্তরো যমন্তুরিক্ষং ন বেদ
যস্তান্তুরিক্ষংশরীরং যোহন্তুরিক্ষমন্তরো যময়ত্যেষ ত-
আত্মান্তর্ব্যাম্যমৃতঃ ॥ ১৭৭ ॥ ৬ ॥

সম্বলার্থঃ ১—যঃ অস্তুরিক্ষে তিষ্ঠন্, অস্তুরিক্ষাৎ (আকাশাৎ) অন্তরঃ (অভ্য-
ন্তরঃ) ; অস্তুরিক্ষং (অস্তুরিক্ষদেবতা) যং ন বেদ ; অস্তুরিক্ষং যস্ত শরীরম্ ; যঃ অন্তরঃ
(অভ্যন্তরঃ সন্) অস্তুরিক্ষং যময়তি ; এষঃ তে অন্তর্ব্যামী অমৃতঃ আত্মা ॥১৭৭॥৬॥

মূলানুবাদ ১—যিনি অস্তুরিক্ষে আছেন, অস্তুরিক্ষের
অভ্যন্তরস্থ ; অস্তুরিক্ষ-দেবতা যাহাকে জানে না ; অস্তুরিক্ষই যাহার
শরীর, এবং যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া অস্তুরিক্ষকে নিয়মিত করেন,
তিনিই তোমার অন্তর্ব্যামী অমৃত আত্মা ॥ ১৭৭ ॥ ৬ ॥

যো বায়ৌ তিষ্ঠন্ বায়োরন্তরো যং বায়ুর্ন বেদ, যস্ত বায়ুঃ
শরীরং যো বায়ুমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্ব্যাম্যমৃতঃ ॥ ১৭৮ ॥ ৭ ॥

সম্বলার্থঃ ১—যঃ বায়ৌ তিষ্ঠন্, বায়োঃ অন্তরঃ, বায়ুঃ (বায়ুদেবতা) যং ন
বেদ ; বায়ুঃ যস্ত শরীরম্, যঃ অন্তরঃ সন্ বায়ুং যময়তি ; এষঃ তে (তব) অন্তর্ব্যামী
অমৃতঃ আত্মা ॥১৭৮॥৭॥

মূলানুবাদ ১—যিনি বায়ুতে আছেন, বায়ুর অভ্যন্তর, বায়ু
যাহাকে জানে না ; বায়ু যাহার শরীর এবং যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া
বায়ুকে পরিচালিত করেন, তিনি তোমার অন্তর্ব্যামী অমৃত
আত্মা ॥ ১৭৮ ॥ ৭ ॥

যো দিবি তিষ্ঠন্ দিবোহন্তরো যং দ্বৌন বেদ, যস্ত দ্বৌঃ
শরীরং, যো দিবমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্ব্যাম্য-
মৃতঃ ॥ ১৭৯ ॥ ৮ ॥

সম্বলার্থঃ ১—যঃ দিবি (দ্ব্যলোকে) তিষ্ঠন্, দিবঃ অন্তরঃ, দ্বৌঃ (দ্ব্যলোক-
দেবতা) যং ন বেদ ; দ্বৌঃ যস্ত শরীরম্, যঃ অন্তরঃ সন্ দিবং যময়তি, এষ তে
(তব) অন্তর্ব্যামী অমৃতঃ আত্মা ॥১৭৯॥৮॥

মূলানুবাদ ১—যিনি দ্ব্যলোকে অবস্থিত এবং দ্ব্যলোকের
মধ্যে বর্তমান, দ্ব্যলোক যাহাকে জানে না, দ্ব্যলোক যাহার শরীর এবং

যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া দু্যলোককে স্বকার্যে নিয়োজিত করেন, তিনিই তোমার অন্তর্যামী অমৃত আত্মা ॥ ১৭৯ ॥ ৮ ॥

য আদিত্যে তিষ্ঠন্নাদিত্যাদন্তরো যমাদিত্যো ন বেদ, যশ্চাদিত্যঃ শরীরং, য আদিত্যমন্তরো যময়ত্যেব ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ১৮০ ॥ ৯ ॥

সঙ্কলার্থঃ ১—যঃ আদিত্যে তিষ্ঠন্ আদিত্যাং অন্তরঃ, আদিত্যঃ যং (অন্তর্যামিণং) ন বেদ, আদিত্যঃ যশ্চ শরীরম্, যঃ অন্তরঃ সন্ আদিত্যাং যময়তি, এষঃ তে (তব) অন্তর্যামী অমৃতঃ আত্মা ॥ ১৮০ ॥ ৯ ॥

মূলানুবাদঃ ১—যিনি আদিত্যমণ্ডলে আছেন, আদিত্যমণ্ডল হইতেও অভ্যন্তর, আদিত্য যাহাকে জানে না, এবং যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া আদিত্যকে পরিচালিত করেন, তিনি তোমার অন্তর্যামী অমৃত আত্মা ॥ ১৮০ ॥ ৯ ॥

যো দিগ্ধু তিষ্ঠন্ দিগ্ভ্যোহন্তরো যং দিশো ন বিদুর্যশ্চ দিশঃ শরীরং যো দিশোহন্তরো যময়ত্যেব ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ১৮১ ॥ ১০ ॥

সঙ্কলার্থঃ ১—যঃ ‘দিগ্ধু’ (পূর্বাদি দিগ্ধমণ্ডলে) তিষ্ঠন্, দিগ্ভ্যঃ অন্তরঃ, দিশঃ যং ন বিদুঃ, দিশঃ যশ্চ শরীরম্, যঃ অন্তরঃ সন্ দিশঃ যময়তি, এষঃ তে (তব) অন্তর্যামী অমৃতঃ আত্মা ॥ ১৮১ ॥ ১০ ॥

মূলানুবাদঃ ১—যিনি দিক্‌সমূহে অবস্থিত এবং দিক্‌সমূহ হইতে অভ্যন্তর, দিক্‌সমূহ যাহাকে জানে না, দিক্‌সমূহই যাহার শরীর, যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া দিক্‌সমূহকে নিয়মিতভাবে পরিচালিত করেন, তিনি তোমার অন্তর্যামী অমৃত আত্মা ॥ ১৮১ ॥ ১০ ॥

যশ্চন্দ্রতারকে তিষ্ঠন্‌শ্চন্দ্রতারকাদন্তরো যং চন্দ্রতারকং ন বেদ, যশ্চ চন্দ্রতারকং শরীরং, যশ্চন্দ্রতারকমন্তরো যময়ত্যেব ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ১৮২ ॥ ১১ ॥

সঙ্কলার্থঃ ১—যঃ চন্দ্র-তারকে (চন্দ্রে তারকামণ্ডলে চ) তিষ্ঠন্, চন্দ্রতারকাং অন্তরঃ, চন্দ্র-তারকং যং ন বেদ, চন্দ্র-তারকং যশ্চ শরীরম্, যঃ অন্তরঃ সন্ চন্দ্রতারকং যময়তি, এষ তে (তব) অন্তর্যামী অমৃতঃ আত্মা ॥ ১৮২ ॥ ১১ ॥

মূলানুবাদ ১—যিনি চন্দ্রে ও তারকামণ্ডলে অবস্থিত এবং চন্দ্র ও তারকামণ্ডল হইতে অন্তর ; চন্দ্র ও তারকামণ্ডল যাহাকে জানে না, অথচ চন্দ্র ও তারকামণ্ডলই যাহার শরীর এবং যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া চন্দ্র ও তারকামণ্ডলকে যথানিয়মে পরিচালিত করেন, তিনি তোমার অন্তর্যামী মরণরহিত আত্মা ॥ ১৮২ ॥ ১১ ॥

য আকাশে তিষ্ঠন্নাকাশান্তরো যমাকাশো ন বেদ, যস্যাকাশঃ শরীরং, য আকাশমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ১৮৩ ॥ ১২ ॥

সরলার্থঃ ১—যঃ আকাশে তিষ্ঠন্, আকাশঃ অন্তরঃ, আকাশঃ (আকাশ-দেবতা) যং ন বেদ ; আকাশঃ যস্য শরীরম্, যঃ অন্তরঃ সন্ আকাশং যময়তি, এষঃ তে (তব) অন্তর্যামী অমৃতঃ আত্মা ॥ ১৮৩ ॥ ১২ ॥

মূলানুবাদ ১—যিনি আকাশে অবস্থিত, আকাশ হইতে অন্তর, আকাশ যাহাকে জানে না, অথচ আকাশই যাহার শরীর এবং যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া আকাশকে নিয়মিত করেন, তিনি তোমার অন্তর্যামী অমৃত আত্মা ॥ ১৮৩ ॥ ১২ ॥

যস্তমসি তিষ্ঠন্তমসোহন্তরো যং তমো ন বেদ, যস্য তমঃ শরীরং, যস্তমোহন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ১৮৪ ॥ ১৩ ॥

সরলার্থঃ ১—যঃ তমসি (অন্ধকারে) তিষ্ঠন্, তমসঃ অন্তরঃ, তমঃ যং ন বেদ, তমঃ যস্য শরীরম্, যঃ অন্তরঃ সন্ তমঃ নিয়ময়তি, এষঃ তে (তব) অন্তর্যামী অমৃতঃ আত্মা ॥ ১৮৪ ॥ ১৩ ॥

মূলানুবাদ ১—যিনি অন্ধকারে অবস্থিত, অন্ধকার হইতে অন্তর, অন্ধকার যাহার শরীর এবং যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া অন্ধকারকে স্বকার্যে নিয়োজিত করেন, তিনি তোমার অন্তর্যামী মরণরহিত আত্মা ॥ ১৮৪ ॥ ১৩ ॥

যস্তেজসি তিষ্ঠন্তেজসোহন্তরো যং তেজো ন বেদ, যস্য তেজঃ শরীরং যস্তেজোহন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃত ইত্যধিদৈবতম্, অথাধিভূতম্ ॥ ১৮৫ ॥ ১৪ ॥

সম্বলার্থঃ ১—যঃ তেজসি (প্রকাশে) তিষ্ঠন্, তেজসঃ অন্তরঃ, তেজঃ যং ন বেদ, তেজঃ যন্ত শরীরং, যঃ অন্তরঃ সন্ তেজঃ যময়তি, এষঃ তে (তব) অন্তর্যামী অমৃতঃ আত্মা ; ইতি (এতৎপর্য্যন্তম্) অধিদৈবতং (দেবতামধিকৃত্য প্রবৃত্তম্) । অথ (অনন্তরং) অধিভূতং (ভূতানি অধিকৃত্য) [উচ্যতে]—॥১৮৫॥১৪॥

মূলানুবাদ ১—যিনি তেজেতে আছেন, তেজঃ হইতে অন্তর, তেজঃ যাহাকে জানে না, তেজঃ যাহার শরীর, যিনি তেজের মধ্যে থাকিয়া তেজকে পরিচালিত করেন, তিনি তোমার অন্তর্যামী অমৃত আত্মা ; এই পর্য্যন্ত দেবতাধিকারের কথা ; অতঃপর ভূত সম্বন্ধে কথা বলা হইতেছে ॥ ১৮৫ ॥ ১৪ ॥

শাক্ত-ভাষ্যম্ ১—সমানমন্ত্ৰং । যঃ অঙ্গু, তিষ্ঠন্, অগ্নাবস্তুরিক্ষে বায়ৌ দ্বিবি আদিত্যে দিগ্ধু চন্দ্রতারকে আকাশে, যন্তমসি আবরণাত্মকে বাহ্যে তমসি, তেজসি তদ্বিপরীতে প্রকাশসামাগ্ৰে, ইত্যেবমধিদৈবতম্ অন্তর্যামিবিষয়ং দর্শনং দেবতান্ । অথাধিভূতং—ভূতেষু ব্রহ্মাদিস্তদ্ব্যপ্যন্তেষু অন্তর্যামিদর্শনমধিভূতম্ ॥ ১৭৫—১৮৫ ॥ ৪—১৪ ॥

টীকা । পৃথিবীপর্গায়ে দশিতং জায়ং পর্যায়াস্ত্রেধতিদিশতি—সমানমিতি ॥ ১৭৫—১৮৫ ॥ ৪—১৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ ১—[চতুর্থ হইতে চতুর্দশ শ্রুতির অন্ত্যন্ত অংশের ব্যাখ্যা] তৎপূর্ব পূর্ব শ্রুতির ব্যাখ্যার অনুরূপ । যিনি জলে, অগ্নিতে, অন্তরিক্ষে, বায়ুতে, দ্যলোকে, আদিত্যে, চতুর্দিকে, চন্দ্র ও তারকামণ্ডলে এবং আকাশে [অবস্থিত—ইত্যাদি] । যিনি তমে—আবরণস্বভাব বাহ্য অন্ধকারে, তেজে অর্থাৎ সমস্ত প্রকাশময় বস্তুতে (সাধারণতঃ বিদ্যমান), এবংবিধ অন্তর্যামিবিষয়ে অধিদৈবত অর্থাৎ দেবতাবিষয়ক বিজ্ঞান কথিত হইল ; অতঃপর অধিভূত অর্থাৎ ব্রহ্মাদি স্বাবরাস্ত ভূতবিষয়ে অন্তর্যামি-বিজ্ঞান [অভিহিত হইতেছে—] ১৭৫—১৮৫ ॥ ৪—১৪ ॥

যঃ সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্ সর্বৈভ্যো ভূতেভ্যোহন্তরো যং সর্বাণি ভূতানি ন বিদুর্যন্ত সর্বাণি ভূতানি শরীরং যঃ সর্বাণি ভূতান্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃত ইত্যধিভূতম্ ; অথাধ্যাত্মম্ ॥ ১৮৬ ॥ ১৫ ॥

সম্বলার্থঃ ১—যঃ সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্, সর্বৈভ্যঃ ভূতেভ্যঃ অন্তরঃ, সর্বাণি

ভূতানি যং ন বিদুঃ, সৰ্বাণি ভূতানি যন্ত শরীরম্, যঃ অন্তরঃ সন্ সৰ্বাণি ভূতানি
যময়তি ; এষঃ তে (তব) অন্তর্যামী অমৃতঃ আত্মা, ইতি (এতৎপর্য্যন্ত) অধি-
ভূতম্ ; অণ (অতঃপরম্) অব্যায়ম্ (উচ্যতে) ॥১৮৬॥১৫॥

মূলানুবাদ ১—যিনি সমস্ত ভূতে আছেন, সমস্ত ভূতের
অভ্যন্তর, সমস্ত ভূত যাহাকে জানে না ; সমস্ত ভূত যাহার শরীর, এবং
যিনি সমস্ত ভূতের অভ্যন্তরে থাকিয়া সমস্ত ভূতকে পরিচালিত করেন,
তিনি তোমার অন্তর্যামী অবিনাশী আত্মা ; এই পর্য্যন্ত অধিভূত
অর্থাৎ ভূতাদিকারের কথা ; অতঃপর আত্মাদিকারের কথা বলা
হইতেছে ॥ ১৮৬ ॥ ১৫ ॥

যঃ প্রাণে তিষ্ঠন্ প্রাণাদন্তরো যং প্রাণো ন বেদ, যন্ত
প্রাণঃ শরীরং, যঃ প্রাণমন্তরো যময়ত্যেব ত আত্মান্তর্যামী-
মৃতঃ ॥ ১৮৭ ॥ ১৬ ॥

সম্বলার্থঃ ১—যঃ প্রাণে (পঞ্চপ্তভাষ্যকে) তিষ্ঠন্ প্রাণাৎ অন্তরঃ, প্রাণঃ
যং ন বেদ ; প্রাণঃ যন্ত শরীরম্ ; যঃ অন্তরঃ সন্ প্রাণং যময়তি, এষঃ তে অন্তর্যামী
অমৃতঃ আত্মা । [ব্যাখ্যা পূর্ববৎ] ॥১৮৭॥১৬॥

মূলানুবাদ ১—যিনি প্রাণে আছেন, প্রাণের অভ্যন্তর, প্রাণ
যাহাকে জানে না, প্রাণই যাহার শরীর, এবং যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া
প্রাণকে সর্কার্যে পরিচালিত করেন, তিনিই তোমার অন্তর্যামী অবিনাশী
আত্মা ॥ ১৮৭ ॥ ১৬ ॥

যো বাচি তিষ্ঠন্ বাচোহন্তরো যং বাঙ্ন বেদ, যন্ত বাক্ শরীরং
যো বাচমন্তরো যময়ত্যেব ত আত্মান্তর্যামীমৃতঃ ॥ ১৮৮ ॥ ১৭ ॥

সম্বলার্থঃ ১—যঃ বাচি তিষ্ঠন্, বাচঃ অন্তরঃ, বাক্ যং ন বেদ, বাক্ যন্ত
শরীরম্, যঃ অন্তরঃ সন্ বাচং যময়তি ; এষঃ তে (তব) অন্তর্যামী অমৃতঃ
আত্মা ॥১৮৮॥১৭॥

মূলানুবাদ ১—যিনি বাগিন্দ্রিয়ে আছেন, অথচ বাকের
অন্তর ; বাক্ যাহাকে জানে না ; বাক্ই যাহার শরীর এবং যিনি
অভ্যন্তরে থাকিয়া বাকের সংযমন করিয়া থাকেন ; তিনিই তোমার
অন্তর্যামী অমৃত আত্মা ॥ ১৮৮ ॥ ১৭ ॥

যশ্চক্ষুষি তিষ্ঠন্ চক্ষুষোহন্তরো যং চক্ষুর্ন বেদ যশ্চ চক্ষুঃ
শরীরং যশ্চক্ষুরন্তরো যময়ত্যেব ত আত্মান্তর্ধ্যাম্য-
মৃতঃ ॥ ১৮৯ ॥ ১৮ ॥

সরলার্থঃ ১—যঃ চক্ষুষি তিষ্ঠন্, চক্ষুষঃ অন্তরঃ, চক্ষুঃ যং ন বেদ ; চক্ষুঃ
যশ্চ শরীরম্, যঃ অন্তরঃ সন্ চক্ষুঃ যময়তি, এষঃ তে (তব) অন্তর্ধ্যামী অমৃতঃ
আত্মা ॥ ১৮৯ ॥ ১৮ ॥

মূলানুবাদঃ ১—যিনি চক্ষুতে আছেন, চক্ষু হইতেও অভ্যন্তর ;
চক্ষু যাহাকে জানে না, চক্ষু যাহার শরীর, এবং যিনি অন্তরে থাকিয়া চক্ষুকে
নিয়মিত করেন, তিনি তোমার অন্তর্ধ্যামী অবিনাশী আত্মা ॥ ১৮৯ ॥ ১৮ ॥

যঃ শ্রোত্রে তিষ্ঠন্ শ্রোত্রাদন্তরো যশ্চ শ্রোত্রং ন বেদ
যশ্চ শ্রোত্রং শরীরং যঃ শ্রোত্রমন্তরো যময়ত্যেব ত আত্মান্তর্ধ্যাম্য-
মৃতঃ ॥ ১৯০ ॥ ১৯ ॥

সরলার্থঃ ১—যঃ শ্রোত্রে তিষ্ঠন্ শ্রোত্রাৎ অন্তরঃ, শ্রোত্রং (কৰ্ত্তৃ) যং ন
বেদ, শ্রোত্রং যশ্চ শরীরম্ ; যঃ অন্তরঃ (সন্) শ্রোত্রং যময়তি, এষঃ তে অন্তর্ধ্যামী
অমৃতঃ আত্মা ॥ ১৯০ ॥ ১৯ ॥

মূলানুবাদঃ ১—যিনি শ্রবণেন্দ্রিয়ে আছেন, অথচ শ্রবণেন্দ্রিয়ের
অন্তর, শ্রবণেন্দ্রিয় যাহাকে জানে না, শ্রবণেন্দ্রিয় যাহার শরীর, এবং
যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া শ্রবণেন্দ্রিয়কে পরিচালিত করেন, তিনি তোমার
অন্তর্ধ্যামী অবিনাশী আত্মা ॥ ১৯০ ॥ ১৯ ॥

যো মনসি তিষ্ঠন্ মনসোহন্তরো যং মনো ন বেদ যশ্চ
মনঃ শরীরং যো মনোহন্তরো যময়ত্যেব ত আত্মান্তর্ধ্যাম্য-
মৃতঃ ॥ ১৯১ ॥ ২০ ॥

সরলার্থঃ ১—যঃ মনসি তিষ্ঠন্, মনসঃ অন্তরঃ, মনঃ যং ন বেদ, মনঃ
যশ্চ শরীরম্ ; যঃ অন্তরঃ (সন্) মনঃ যময়তি, এষঃ তে অন্তর্ধ্যামী অমৃতঃ
আত্মা ॥ ১৯১ ॥ ২০ ॥

মূলানুবাদঃ ১—যিনি মনে আছেন, অথচ মনের অন্তর, মন
যাহাকে জানে না, মন যাহার শরীর, এবং যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া মনকে
নিয়মিত করেন, তিনি তোমার অন্তর্ধ্যামী অবিনাশী আত্মা ॥ ১৯১ ॥ ২০ ॥

যস্মিচ্চি তিষ্ঠৎসুচোহন্তরো যং ত্বঙ্ ন বেদ যস্ম ত্বক্ শরীরং
যস্মচমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্ধ্যাম্যমৃতঃ ॥ ১৯২ ॥ ২১ ॥

সরলার্থঃ ১—যঃ ত্বচি (ত্বগিন্দ্রিয়ে) তিষ্ঠন্ ত্বচঃ অন্তরঃ, ত্বক্ যং ন বেদ,
ত্বক্ যস্ম শরীরম্; যঃ অন্তরঃ সন্ ত্বচং যময়তি, এষঃ তে অন্তর্ধ্যামী অমৃতঃ
আত্মা ॥ ১৯২ ॥ ২১ ॥

মূলানুবাদ ১—যিনি ত্বগিন্দ্রিয়ে আছেন, অথচ ত্বগিন্দ্রিয়ের
অভ্যন্তরস্থ, ত্বগিন্দ্রিয় যাহাকে জানে না, ত্বগিন্দ্রিয় যাহার শরীর, এবং
যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া ত্বগিন্দ্রিয়কে যথানিয়মে প্রেরণ করেন, তিনি
তোমার অন্তর্ধ্যামী অবিনাশী আত্মা ॥ ১৯২ ॥ ২১ ॥

যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্ বিজ্ঞানাদন্তরো যং বিজ্ঞানং ন বেদ
যস্ম বিজ্ঞানং শরীরং যো বিজ্ঞানমন্তরো যময়ত্যেষ ত
আত্মান্তর্ধ্যাম্যমৃতঃ ॥ ১৯৩ ॥ ২২ ॥

সরলার্থঃ ১—যঃ বিজ্ঞানে (বুদ্ধৌ) তিষ্ঠন্ বিজ্ঞানাং (বুদ্ধেঃ) অন্তরঃ,
বিজ্ঞানং যং ন বেদ, বিজ্ঞানং যস্ম শরীরম্; যঃ অন্তরঃ (সন্) বিজ্ঞানং যময়তি,
এষঃ তে অন্তর্ধ্যামী অমৃতঃ আত্মা ॥ ১৯৩ ॥ ২২ ॥

মূলানুবাদ ১—যিনি বুদ্ধিতে অবস্থিত থাকিয়া বুদ্ধি হইতে
পৃথক্, বুদ্ধি যাহাকে জানে না, বুদ্ধি যাহার শরীর, এবং যিনি অন্তরে
থাকিয়া বুদ্ধির প্রেরণা করেন, তিনি তোমার অন্তর্ধ্যামী অমৃত
আত্মা ॥ ১৯৩ ॥ ২২ ॥

যো রেতসি তিষ্ঠন্ রেতসোহন্তরো যং রেতো ন বেদ যস্ম
রেতঃ শরীরং যো রেতোহন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্ধ্যাম্যমৃতোহ-
দৃষ্টো দ্রষ্টাহশ্রুতঃ শ্রোতাহমতো মন্তাহবিজ্ঞাতো বিজ্ঞাতা,
নাণ্ডোহতোহস্তি দ্রষ্টা নাণ্ডোহতোহস্তি শ্রোতা নাণ্ডোহতোহস্তি
মন্তা নাণ্ডোহতোহস্তি বিজ্ঞাতা, এষ ত আত্মান্তর্ধ্যাম্যমৃতোহ-
শ্রুদার্ত্তম্; ততো হোদালক আরুণিরূপররাম ॥ ১৯৪ ॥ ২৩ ॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদি তৃতীয়াধ্যায়ে সপ্তমং ব্রাহ্মণম্ ॥ ৩ ॥ ৭ ॥

সকলার্থঃ ।—যঃ রেতসি (প্রজননশক্তি) তিষ্ঠন্ রেতসঃ অন্তরঃ, রেতঃ
 যং ন বেদ, রেতঃ যন্ত শরীরম্ ; যঃ অন্তরঃ (সন্) রেতঃ যময়তি, এষঃ তে অন্ত-
 র্যামী অমৃতঃ আত্মা—অদৃষ্টঃ (দর্শনাগোচরঃ সন্) দ্রষ্টা, অশ্রুতঃ (শ্রবণেন্দ্রিয়া-
 গ্রাহঃ সন্) শ্রোতা (শব্দানুভবসমর্থঃ), অমতঃ (মননাবিষয়ঃ সন্) মন্তা (মনো-
 বৃত্তিপ্রকাশকঃ), অবিজ্ঞাতঃ (বুদ্ধেরগম্যঃ সন্) বিজ্ঞাতা (বুদ্ধিবিজ্ঞানপ্রকাশকঃ)
 অতঃ (অগ্নাৎ অন্তর্যামিণঃ) অত্নঃ দ্রষ্টা (চক্ষুরিন্দ্রিয়দ্বারকজ্ঞানকর্তা) ন অস্তি ;
 এবং অতঃ অত্নঃ শ্রোতা ন অস্তি ; অতঃ অত্নঃ মন্তা (মননকর্তা) ন অস্তি ; অতঃ
 অত্নঃ বিজ্ঞাতা (বুদ্ধেঃ প্রকাশকঃ) ন অস্তি । [হে উদালক] এষঃ (দ্রষ্টৃত্বাদি-
 লক্ষণঃ) তে (তব—মম অন্তেবাৎ চ) অন্তর্যামী অমৃতঃ (অবিনাশী) আত্মা ;
 অতঃ (অগ্নাৎ অন্তর্যামিণঃ) অত্নৎ (সর্বং বস্তু) আর্ন্তং (বিনাশি) । ততঃ
 (যাজ্ঞবল্ক্যশ্রোতরশ্রবণানন্তরং) আকৃণিঃ উদালকঃ উপররাম ॥১৯৪॥২৩॥

মুনানুবাদঃ ।—যিনি রেতে (শুক্রে) অর্থাৎ উৎপাদনশক্তিতে
 আছেন, অথচ রেতের অন্তর, রেতঃ যাহাকে জানেন না, রেত যাহার শরীর,
 যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া রেতের সংযমন করিয়া থাকেন ; তিনি তোমার
 অন্তর্যামী অবিনাশী আত্মা । যিনি নিজে দর্শনগোচর হন না, অথচ সকলের
 দ্রষ্টা, নিজে শ্রবণেন্দ্রিয়ের অগ্রাহ, অথচ সকলের শ্রোতা ; নিজে মননের
 (মনোবৃত্তির) অবিষয়, অথচ মননকর্তা ; এবং বুদ্ধিবৃত্তির অগম্য, অথচ
 বিজ্ঞাতা ; ইহার অতিরিক্ত মন্তা নাই, এবং ইহার অতিরিক্ত বিজ্ঞাতা
 নাই, ইনিই তোমার—কেবল তোমার নহে, সকলেরই অন্তর্যামী অবিনাশী
 আত্মা ; এতদতিরিক্ত যাহা কিছু, সমস্তই আর্ন্ত—বিনাশশীল । ইহার
 পর অরুণনন্দন উদালক প্রশ্ন হইতে বিরত হইলেন ॥ ১৯৪ ॥ ২৩ ॥

শাকরভাষ্যম্ ।—অথাধ্যায়ম্—যঃ প্রাণে প্রাণবায়ুসহিতে ঘ্রাণে, ঘো
 বাচি, চক্ষুষি, শ্রোত্রে, মনসি, ত্বচি, বিজ্ঞানে বুদ্ধৌ, রেতসি প্রজননে । কস্মাৎ
 পুনঃ কারণাৎ পৃথিব্যাদিনেবতা মহাভাগাঃ সত্যঃ মনুষ্যাধিবৎ আত্মনি তিষ্ঠন্ত-
 মাগ্নেনো নিরস্তারমন্তর্যামিণং ন বিদঃ ? ইত্যত আহ—১

অদৃষ্টঃ—ন দৃষ্টঃ ন বিষরীভূতশ্চক্ষুর্দর্শনশ্চ কশ্চিৎ, স্বয়ন্ত চক্ষুষি সন্নিহিতত্বাৎ
 দৃশিস্বরূপঃ—ইতি দ্রষ্টা । তথা অশ্রুতঃ শ্রোত্রগোচরত্বমনাপন্নঃ কশ্চিৎ, স্বয়ন্ত
 অলুপ্তশ্রবণশক্তিঃ, সর্বশ্রোত্রেষু সন্নিহিতত্বাৎ শ্রোতা ; তথা অমতঃ মনঃসকল-
 বিষয়তামনাপন্নঃ ; দৃষ্ট-শ্রুতে এব হি সর্বঃ সঙ্করয়তি ; অদৃষ্টত্বাদশ্রুতত্বাদেব

অমৃতঃ ; অলুপ্তমননশক্তিত্বাৎ সৰ্বমনঃসু সন্নিহিতত্বাচ্চ মস্তা ; তথা অবিজ্ঞাতঃ নিশ্চয়গোচরতামনাপন্নঃ রূপাদিবৎ সুখাদিবদ্বা, স্বয়ম্ অলুপ্তবিজ্ঞানশক্তিত্বাৎ সন্নিহিতত্বাচ্চ বিজ্ঞাতা । তত্র যৎ পৃথিবী ন বেদ, যৎ সৰ্বাণি ভূতানি ন বিহরিতি চ—অন্তো নিয়ন্তব্য্য বিজ্ঞাতারঃ, অন্তো নিয়ন্তা অন্তর্যামীতি প্রাপ্তম্ ; তদন্তোহাশঙ্কানিবৃত্ত্যর্থমুচ্যতে—নাত্তোহতঃ—ন অতঃ, অতঃ অস্মাদন্তর্যামিণঃ, নাত্তোহস্তি দ্রষ্টা ; তথা নাত্তোহতোহস্তি শ্রোতা ; নাত্তোহতোহস্তি মস্তা ; নাত্তোহতোহস্তি বিজ্ঞাতা । যস্মাৎ পরো নাস্তি দ্রষ্টা শ্রোতা মস্তা বিজ্ঞাতা, যঃ অদৃষ্টঃ দ্রষ্টা, অশ্রুতঃ শ্রোতা, অমৃতঃ মস্তা, অবিজ্ঞাতঃ বিজ্ঞাতা, অমৃতঃ সৰ্বসংসারধৰ্ম্মবজ্জিতঃ সৰ্বসংসারিণাং কৰ্ম্মফলবিভাগকর্তা, এষঃ তে আত্মা অন্তর্যাম্যমৃতঃ ; অস্মাদীশ্বরাদাত্মনঃ অস্ত্যং আর্জম্ । ততো হ উদ্ধালক আকর্ণিরূপররাম ॥১৮৬—১২৪ ॥১৫—২৩॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদি তৃতীয়াধ্যায়ৈ সপ্তমমন্তর্যামি-ব্রাহ্মণভাষ্যম্ ॥৩৭॥

টীকা । সৰ্বত্র প্রাণান্দৌ স্থিষ্ঠন্তর্যামৌ তবাস্মেতি সম্বন্ধঃ । বাক্যাস্তরং প্রপূৰ্ণকমুখাপ্য ব্যাচষ্টে—কস্মাদিত্যাদিনা । যথা মনসি, তথা বুদ্ধাবপি সন্নিধানাৎ জাতৃত্বেন্তি যাবৎ । তত্রোতি পূৰ্ব্বসন্দর্ভোক্তিঃ । অতঃপূৰ্ণলক্ষণিতুমতো নাত্ত ইত্যুক্তম্ । পদার্থান্ ব্যাকরোতি—অত ইতি । অন্তো দ্রষ্টা নাস্তীতি সম্বন্ধঃ । এষ ত ইত্যাদি বাক্যার্থমাহ—যস্মাদিত্যা-
দিনা ॥ ১৮৬—১২৪ ॥ ১৫—২৩ ॥

ই ত বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ব্যাক্তীকায়াং তৃতীয়াধ্যায়স্ত সপ্তমমন্তর্যামি-ব্রাহ্মণম্ ॥৩৭॥

ভাষ্যানুবাদ :—অতঃপর অধ্যাত্ম (দেহ-সম্বন্ধী) অন্তর্যামীর কথা বলা হইতেছে । যিনি প্রাণে অর্থাৎ প্রাণসংযুক্ত শ্রবণেন্দ্রিয়ে, যিনি বাগিন্দ্রিয়ে, চক্ষুতে, শ্রবণেন্দ্রিয়ে, মনে, ত্বকে, বিজ্ঞানে—বুদ্ধিতে, রেতে অর্থাৎ প্রজ্ঞননে—উৎপাদনশক্তিতে [বর্তমান] । ভাল কথা, পৃথিবী-প্রভৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ মহাতাগ্যবতী অর্থাৎ অলৌকিক মহিমাবিত হইয়াও কি কারণে সাধারণ মনুষ্যাদির দ্বারা নিজের অভ্যন্তরে স্থিত নিজেরই পরিচালক অন্তর্যামীকে জানিতে পারে না ? এইজন্ত বলিতেছেন—। ১

[তিনি] অদৃষ্ট—দৃষ্ট নহেন অর্থাৎ কাহারই চাক্ষুষ দর্শনের বিষয়ীভূত হন না, কিন্তু নিজে স্বপ্রকাশরূপে সর্বদা চক্ষুতে বিজ্ঞমান থাকেন বলিয়া দ্রষ্টা ; সেইরূপ, অশ্রুত অর্থাৎ কাহারই শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত নহেন, অতএব তাঁহার নিজের শ্রবণশক্তি কখনও বিলুপ্ত হয় না ; লবল শ্রবণেন্দ্রিয়ে তাঁহার সন্নিধান আছে বলিয়া তিনি শ্রোতা । এইরূপ তিনি মানসিক সংকল্প ও বিকল্পের বিষয়ীভূত নহেন ; কারণ, যাহা চক্ষুঃ দ্বারা দৃষ্ট কিংবা শ্রবণ দ্বারা শ্রুত হয়, মনঃ

তদ্বিষয়েই সংকল্প করিতে পারে, কিন্তু অন্তর্যামী যখন অদৃষ্ট এবং অশ্রুত, তখন তদ্বিষয়ে মনের সংকল্প করিবার ক্ষমতা নাই ; কাজেই তিনি অমত ; তাঁহার মনন-শক্তি কখনও বিলুপ্ত হয় না, এবং নিখিল মনেতেই তাঁহার নিত্য সন্নিধান রহিয়াছে ; এই কারণে তিনি মন্তা (মননকর্তা) ; সেইরূপ তিনি অবিজ্ঞাত, অর্থাৎ বাহ্য রূপরসাদির জ্ঞান এবং আন্তর স্বথ-দুঃখাদির জ্ঞান নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানের বিষয়ীভূত হন না, অথচ তাঁহার জ্ঞানশক্তি কখনও বিলুপ্ত না হওয়ার এবং নিরন্তর বিজ্ঞান-ক্ষেত্র বুদ্ধিতে সন্নিহিত থাকায় তিনি নিজে বিজ্ঞাতা । এখানে পৃথিবী যাহাকে জানে না, এবং সমস্ত ভূত যাহাকে জানে না বলায় শঙ্কা হইতে পারে যে, পৃথিবী-দেবতাপ্রভৃতি যাহারা বিজ্ঞাতার নিয়ন্তব্য—সংযমনের বোধ্য, তাহারা অজ্ঞ, আর যিনি সে সমুদয়ের নিয়মনকারী অন্তর্যামী, তিনি অজ্ঞ ; এইরূপ ভেদাশঙ্কা নিবারণের জন্ত বলা হইতেছে যে, ‘নাত্মোহতোহস্তি’ ইতি । ২

উক্ত অন্তর্যামীর অতিরিক্ত অজ্ঞ কোন দ্রষ্টা নাই, এবং ইহার অতিরিক্ত অপর শ্রোতাও নাই ; ইহার অতিরিক্ত অপর কেহ মন্তা—মননকর্তা নাই, এবং এতদতিরিক্ত আর বিজ্ঞাতাও নাই । যাহার অতিরিক্ত দ্রষ্টা শ্রোতা মন্তা ও বিজ্ঞাতা নাই, যিনি স্বয়ং অপরের অদৃষ্ট অথচ দ্রষ্টা ; অপরের অশ্রুত, অথচ শ্রোতা ; অপরের অমত, অথচ মন্তা, এবং অজ্ঞের অবিজ্ঞাত হইয়াও স্বয়ং বিজ্ঞাতা অর্থাৎ সাংসারিক সর্বধর্মবিবর্জিত—সাংসারিগণের কর্মফল বিভাগ করিয়া দিতেছেন, তিনিই তোমার অন্তর্যামী অমৃত আত্মা । এই অন্তর্যামিসংজ্ঞক আত্মস্বরূপ ঈশ্বরের অতিরিক্ত সমস্ত বস্তুই আর্ত (বিনাশনীয়) একথার পর অরুণনন্দন—আরুণি উদালক বিরত হইলেন ॥১৮৬—১৯৪॥১৫—২৩॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদে তৃতীয় অধ্যায়ে সপ্তম অন্তর্যামী

ব্রাহ্মণের ভাষ্যানুবাদ ॥৩৭॥

—

অষ্টমং ব্রাহ্মণম্ :

আভাসভাষ্যম্ :—অতঃ পরম্ অশনায়াদিবিনিৰ্দ্ধৃতং নিরূপাধিকং
সাক্ষাদপরোক্ষাৎ সৰ্বাস্তরং ব্রহ্ম বক্তব্যমিত্যত আরম্ভঃ—

আভাস ভাষ্যের অনুবাদ :—অতঃপর অশনায়াদি সংসার-ধর্ম-
যজ্ঞিত নিরূপাধিক সাক্ষাৎ অপরোক্ষ (প্রত্যক্ষ চৈতন্যায়ক) ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণ
করিতে হইবে ; এইজন্য পরবর্তী প্রকরণ আরম্ভ হইতেছে—

অথ হ বাচরব্যুবাচ ব্রাহ্মণা ভগবন্তো হস্তাহমিমং ধৌ প্রশ্নৌ
প্রক্ষ্যামি, তৌ চেন্মে বক্ষ্যতি, ন বৈ জাতু যুগ্মাকমিমং কশ্চিদ্
ব্রহ্মোক্তং জেতেতি, পৃচ্ছ গার্গীতি ॥ ১৯৫ ॥ ১ ॥

সম্বলার্থঃ :—[ইদানীং সর্বোপাধিবজ্জিতং সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ ব্রহ্মস্বরূপং
নিরূপয়িতুং প্রকরণমারম্ভ্যতে—‘অথ হ’ ইত্যাদি ।]

অথ (অনন্তরম্) [পূর্বং যাজ্ঞবল্ক্যেন বলান্নিবারিতা বাচরবী গার্গী পুনরপি
যাজ্ঞবল্ক্যং প্রষ্টুম্ ব্রাহ্মণানুজ্ঞাং প্রার্থয়মানা] উবাচ—ভোঃ ভগবন্তঃ (পূজনীয়ঃ)
ব্রাহ্মণাঃ, হস্ত (অনুকম্পারাম্) অহং ইমং (যাজ্ঞবল্ক্যং) ধৌ প্রশ্নৌ প্রক্ষ্যামি ; [সঃ]
তৌ (প্রশ্নৌ) চেন্ (যদি) বক্ষ্যতি (প্রশ্নোস্তরং কথয়িষ্যতি), [তহি] যুগ্মাকং
মধ্যে কশ্চিৎ (কশ্চিদপি) জাতু (কদাচিদপি), ব্রহ্মোক্তং (ব্রহ্মবাদিনং) ইমং
(যাজ্ঞবল্ক্যং) ন বৈ (নৈব) জেতা (জেদ্যতি) ইতি । [এবমুক্তা ব্রাহ্মণা উচুঃ]
হে গার্গি, পৃচ্ছ (প্রশ্নং কুরু) ইতি ॥১৯৫॥১॥

মূলানুবাদ :—এখন সর্বোপাধিরহিত অপরোক্ষ ব্রহ্মস্বরূপ
নিরূপণার্থ এই প্রকরণ আরম্ভ হইতেছে । ইতঃপূর্বে যাজ্ঞবল্ক্য গার্গীকে
মস্তক-পতনের ভয় প্রদর্শন করিয়া প্রশ্ন হইতে বিরত করিয়াছিলেন ;
[সেই কারণে গার্গী এখন প্রথমতঃ ব্রাহ্মণগণকে সম্বোধন করিয়া
প্রশ্নের অনুমতি প্রার্থনা করিতেছেন ।—]

✓ অতঃপর বাচরবী (গার্গী) বলিলেন—হে পূজনীয় ব্রাহ্মণগণ,
[আপনারা অনুমতি করুন,] আমি যাজ্ঞবল্ক্যকে দুইটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা
করিব । যাজ্ঞবল্ক্য যদি আমার সেই প্রশ্নদ্বয়ের উত্তর দিতে পারেন, তাহা

হইলে আপনাদের মধ্যে কেহ কখনও এই ব্রহ্মবাদী যাজ্ঞবল্ক্যকে পরাজিত করিতে পারিবেন না । [এই কথার পর ব্রাহ্মণগণ বলিলেন—] হে গার্গি, তুমি প্রশ্ন কর ॥ ১৯৫ ॥ ১ ॥

শাকরভাষ্যম্ :—অথ হ বাচরব্যবাচ । পূর্বে যাজ্ঞবল্ক্যেন নিষিদ্ধা যুর্ধ্বপাতভয়াহপরতা সত্যী পুনঃ প্রষ্টুং ব্রাহ্মণানুজ্ঞাং প্রার্থয়তে—হে ব্রাহ্মণাঃ ভগবন্তঃ পূজ্যবন্তঃ, শৃণুত মম বচঃ ; হস্ত অহমিমং যাজ্ঞবল্ক্যং পুনর্দ্বৌ প্রশ্নৌ প্রক্ষ্যামি, যন্তনুমতির্ভবতামস্তি ; তৌ প্রশ্নৌ চেদ্ যদি বক্ষ্যতি কথয়িষ্যতি মে, কথঞ্চিৎ ন বৈ জাতু কদাচিৎ যুগ্মাকং মধ্যে ইমং যাজ্ঞবল্ক্যং কশ্চিদ্ ব্রহ্মোক্তং ব্রহ্মবদনং প্রতি জ্ঞেতা—ন বৈ কশ্চিৎ ভবেৎ—ইতি । এবমুক্তা ব্রাহ্মণা অনুজ্ঞাং প্রবহুঃ—পৃচ্ছ গার্গীতি ॥ ১৯৫ ॥ ১ ॥

টীকা । পূর্বাগ্নিন্ ব্রাহ্মণে সূত্রান্তর্গামিণৌ প্রশ্নপ্রত্যাভিভাঃ নির্দ্ধারিতৌ, সম্প্রত্যন্তরব্রাহ্মণ-তাৎপর্য্যনাহ—অতঃ পরমিতি । নোপাধিকবস্ত্বনির্দ্ধারণানন্তরানপশ্যদার্থঃ । নতু যত্রাদ্ ভয়াদগার্গী পূর্বনুপপ্রতা, তত্ প্রত্য তদবহুদ্বাং কথং পুনঃ সা প্রষ্টুং প্রবর্ততে ? তত্রাহ—পূর্বমিতি । হস্তে-ভাত্যর্থনাহ—যদাতি । ন বৈ দাহিত্যি প্রতীকমানায় বাচয়ে—কদাচিদিতিাদিনা । অদ্বয়ং দশয়িতুং কশ্চিতি পুনরুক্তিঃ ॥ ১৯৫ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ :—অতঃপর বাচরবী গার্গী জিজ্ঞাসা করিলেন । তিনি পূর্বে যাজ্ঞবল্ক্যের নিষেধের পর, মন্তক পড়িবার ভয়ে প্রশ্ন হইতে বিরতা হইয়া-ছিলেন । সেই ক্ষণে এখন পুনর্বার প্রশ্ন করিবার অভিপ্রায়ে প্রথমে ব্রাহ্মণগণের অনুমতি প্রার্থনা করিয়া বলিতেছেন—হে পূজনীয় ব্রাহ্মণগণ, আপনারা আমার কথা শ্রবণ করুন । যদি আপনাদের অনুমতি হয়, তাহা হইলে আমি এই যাজ্ঞ-বল্ক্যকে দুইটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব ; যাজ্ঞবল্ক্য যদি আমার সেই দুইটী প্রশ্নের উত্তর বলিতে পারেন, তাহা হইলে [বুঝিবেন যে,] আপনাদের মধ্যে এমন কেহ নাই, যিনি কখনও কোন প্রকারেও এই ব্রহ্মবাদী যাজ্ঞবল্ক্যকে জয় করিতে পারেন । গার্গী এই কথা বলিলে পর, ব্রাহ্মণগণ অনুজ্ঞা-প্রদানপূর্বক বলিলেন—হে গার্গি, তুমি প্রশ্ন কর ॥ ১৯৫ ॥ ১ ॥

সা হোবাচাহং বৈ ত্বা যাজ্ঞবল্ক্য যথা কাশ্চো বা বৈদেহো বোত্রপুত্র উজ্জ্যং ধনুরধিজ্যং কৃত্বা দ্বৌ বাণবন্তৌ সপত্নাতি-ব্যাধিনৌ হস্তে কৃত্বোপোত্তিষ্ঠেদেবমেবাহং ত্বা দ্বাভ্যাং প্রশ্নাভ্যা-মুপোদস্থাং, তৌ মে ক্রহীতি, পৃচ্ছ গার্গীতি ॥ ১৯৬ ॥ ২ ॥

সম্বলার্থঃ ১—স। (ব্রাহ্মণেভ্য এবং লক্ষানুমতিঃ গার্গী) উবাচ হ—হে যাজ্ঞবল্ক্য, কাশ্চাঃ (কাশিপ্রদেশীয়ঃ) বা, বৈদেহঃ (বিদেহজঃ) বা উগ্রপুত্রঃ (বীরঃ) যথা উজ্জ্যাং (জ্যামুক্তং) ধনুঃ অধিজ্যাং (নজ্যাং) কৃত্বা সপত্নাতিব্যাহিনৌ (শত্রু-
ঘাতিনৌ) দ্বৌ বাণবন্তৌ (ফলকসংযুক্তৌ শরৌ) হস্তে কৃত্বা উপোত্তিষ্ঠেৎ (শত্রুং
প্রতি গচ্ছেৎ), এবম্ এব (তদ্বদেব) অহং দ্বাভ্যাং প্রপ্নাভ্যাং ত্বা (ত্বাং)
উপোদস্থাং (উপস্থিতঃ ভবামি) । মে (মম) তৌ (প্রপ্নৌ) ক্রহি (কথয়) ।
[এবমুক্তঃ যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] হে গার্গি, [ত্বং] পৃচ্ছ (প্রশ্নং কুরু) ইতি ॥১৯৬॥২॥

মূলানুবাদ ১—[ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে অনুমতি লাভ
করিয়া] গার্গী বলিতে লাগিলেন, হে যাজ্ঞবল্ক্য, কাশীপ্রদেশীয় কিংবা
বিদেহদেশীয় উগ্রপুত্র অর্থাৎ বীরসন্তান যেমন গুণযুক্ত ধনুকে গুণযুক্ত
করিয়া শত্রুসংহারী ফলকযুক্ত দুইটি বাণ হস্তে করিয়া [বিপক্ষের
অভিমুখে] উপস্থিত হয়, তদ্রূপ আমিও দুইটি প্রশ্ন লইয়া তোমার
সম্মুখে উপস্থিত হইতেছি ; তুমি আমার সেই প্রশ্ন দুইটির উত্তর বল ।
[যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,] হে গার্গি, তুমি প্রশ্ন কর ॥ ১৯৬ ॥ ২ ॥

শাকরভাষ্যম্ ১—লক্ষানুমতা যাজ্ঞবল্ক্যাম্ স। হ উবাচ—অহং বৈ ত্বা ত্বাং
দ্বৌ প্রপ্নৌ—প্রক্যামীতানুবজ্যতে । কো তাবিতি জিজ্ঞাসায়াং তয়োর্দ্ব্যন্তরত্বং
দ্রোতমিত্বং দৃষ্টান্তপূর্বকং তাবাহ—হে যাজ্ঞবল্ক্য, যথা লোকে কাশ্চাঃ—কাশিষু ভবঃ
কাশ্চাঃ ; প্রসিদ্ধং শৌর্যাং কাশ্চে ; বৈদেহো বা বিদেহানাং বা রাজা, উগ্রপুত্রঃ
শূরাবয়ঃ ইত্যর্থঃ । উজ্জ্যাং অবতারিতজ্যাকং ধনুঃ পুনরধিজ্যাম্ আরোপিতজ্যাকং
কৃত্বা দ্বৌ বাণবন্তৌ—বাণশব্দেন শরাগ্রে যো বংশখণ্ডঃ সন্ধীয়তে, তেন বিনাপি
শরো ভবতীত্যতো বিশিনষ্টি—বাণবস্তাবিতি । তৌ দ্বৌ বাণবন্তৌ শরৌ—তয়ো-
রেব বিশেষণম্—সপত্নাতিব্যাহিনৌ শত্রোঃ পীড়াকরাবতিশরেন, হস্তে কৃত্বা
উপোত্তিষ্ঠেৎ—সমীপত আত্মানং দর্শয়েৎ, এবমেব অহং ত্বা ত্বাং শরস্থানীয়াভ্যাং
প্রপ্নাভ্যাং দ্বাভ্যাম্ উপোদস্থাং উথিতবত্যস্মি ত্বংসমীপে ; তৌ মে ক্রহীতি—
ব্রহ্মবিৎ চেৎ । আহেতরঃ—পৃচ্ছ গার্গীতি ॥১৯৬॥২॥

টীকা । সন্ধীয়তে, স উচ্যত ইতি শেষঃ । প্রশ্নদ্বোরবগ্নপ্রত্যুত্তরণীয়ত্বৈ ব্রহ্মিষ্ঠদ্ব্যঙ্গীকারো
হেতুরিত্যাহ—ব্রহ্মবিচ্ছেদিত্তি ॥১৯৬॥২॥

ভাষ্যানুবাদ ১—গার্গী ব্রাহ্মণগণের অনুমতি লাভ করিয়া সম্বোধনপূর্বক
যাজ্ঞবল্ক্যকে বলিলেন ; হে যাজ্ঞবল্ক্য, আমি তোমাকে দুইটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব ।

সেই প্রশ্ন দুইটি কি কি ? এই আকাজ্জক্য তাহা নির্দেশ করিতেছেন এবং সেই প্রশ্ন দুইটি যে, হুরুত্তর (উহার উত্তর দেওয়া যে, কঠিন), তাহা বুঝাইবার জন্য দৃষ্টান্ত প্রদর্শনপূর্বক সেই প্রশ্ন দুইটি বলিতেছেন ।—হে যাজ্ঞবল্ক্য, অগতে কাশ্চ—কাশিপ্রদেশজাত—কাশিপ্রদেশীয় লোকের বীরত্ব অগদ্বিখ্যাত ; সেই কাশ্চ কিংবা বৈদেহ—বিদেহাধিপতি উগ্রপুত্র—বীরসন্তান যেমন উজ্জ্য—যাহা হইতে গুণ খোলা হইয়াছে, এমন ধনুকে পুনর্বার অধিজ্য করিয়া অর্থাৎ তাহাতে পুনরায় গুণ যোজনা করিয়া, বাণযুক্ত—শরের অগ্রভাগে যে, এক খণ্ড বংশফলক সংযোজিত করা থাকে, এখানে ‘বাণ’ শব্দে তাহাই বুঝিতে হইবে ; কারণ, ঐরূপ বংশখণ্ড ছাড়াও শর প্রস্তুত হইতে পারে ; এই জন্য এখানে বিশেষ করিয়া ‘বাণবস্তো’ শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে । বাণবস্ত ও সপত্ন্যতিব্যাদী অর্থাৎ শত্রুর অতিশয় পীড়াদায়ক দুইটি শর হস্তে করিয়া [বিপক্ষের] সমীপে আত্ম-প্রকাশ করে অর্থাৎ উপস্থিত হয়, ঠিক সেইরূপ শরস্থানীয় দুইটি প্রশ্ন লইয়া আমিও তোমার নিকট উপস্থিত হইতেছি । যদি ব্রহ্মবিৎ হও, তবে আমার সেই প্রশ্ন দুইটির উত্তর বল । যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—হে গার্গি, তুমি জিজ্ঞাসা কর ॥১৯৬॥২॥

সাহোবাচ যদুর্দ্ধং যাজ্ঞবল্ক্য দিবো যদবাক্ পৃথিব্যা যদন্তরা
দ্বাপাপৃথিবী ইমে, যদভূতঞ্চ ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চেত্যাচক্ষতে,
কস্মিন্শ্চদোতঞ্চ প্রোতক্ষেতি ॥ ১৯৭ ॥ ৩ ॥

সম্বলার্থঃ ১—সাহ (গার্গী) উবাচ হ—হে যাজ্ঞবল্ক্য, যৎ (সূত্রং) দিবঃ
(দ্যলোকাৎ—উর্দ্ধাণ্ডকপালাৎ) উর্দ্ধম্, যৎ পৃথিব্যাঃ (অধোহণ্ডকপালাৎ) অবাক্
(অধঃ), যৎ ইমে দ্বাপাপৃথিবী অস্তরা (অনয়োঃ দ্বাপাপৃথিব্যোঃ মধ্য), যৎ ভূতং
(অতীতং) চ, ভবং (বর্তমানং) চ, ভবিষ্যৎ (পরভাবি) চ—ইতি আচক্ষতে
(কথয়ন্তি) [শাস্ত্রবিদঃ], তৎ (সূত্রং) কস্মিন্ (বস্তনি) ওতং চ প্রোতং চ ?
ইতি ॥১৯৭॥৩॥

মূলানুবাদ ১—গার্গী জিজ্ঞাসা করিলেন—হে যাজ্ঞবল্ক্য,
পণ্ডিতগণ পূর্বকথিত যে সূত্রে দ্যলোকের—ব্রহ্মাণ্ডাবরণ উর্দ্ধকপালের
উপরে, যে সূত্রে পৃথিবীর—অধঃকপালের অবাক্ অর্থাৎ নিম্নবর্তী,
যাহাকে এই দ্যলোক ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী এবং যাহাকে ভূত, ভবিষ্যৎ
ও বর্তমানস্বরূপ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন ; জিজ্ঞাসা করি, সেই
সূত্র আবার কোথায় ওতপ্রোত রহিয়াছে ? ॥ ১৯৭ ॥ ৩ ॥

শাক্ষরভাষ্যম্ ১—স। হোবাচ—যদুর্দ্ধম্ উপরি দিবোহণ্ডকপালাৎ, যচ্চ
অবাক্ অধঃ পৃথিব্যাঃ অধোহণ্ডকপালাৎ, যচ্চ অন্তরা মধ্যে দ্বাবাপৃথিবী দ্বাবা-
পৃথিব্যোরণ্ডকপালয়োঃ, ইমে চ দ্বাবাপৃথিবী, যদ্ভূতং, যচ্চাতীতং, ভবচ্চ বর্তমানং
স্বব্যাপারস্থং, ভবিষ্যচ্চ বর্তমানাদুর্দ্ধকালভাবি লিঙ্গগম্যং—যৎ সৰ্বমেতদাচক্ষতে
কথয়ন্তি আগমতঃ, তৎ সৰ্বং বৈতজাতং যন্মিন্নেকীভবতীত্যর্থঃ । তৎ সূত্রসংজ্ঞং
পূৰ্বোক্তং কস্মিন্ ওতঞ্চ প্রোতঞ্চ—পৃথিবীধাতুরিবাঙ্গু ॥১২৭॥৩॥

টীকা। সূত্রপ্রাধারে প্রষ্টব্যে কিমিতি সৰ্বং জগদনুত্তমং? তত্রাহ—তৎ সৰ্বমিতি ।
পূৰ্বোক্তং সৰ্বজগদাঙ্গকিমিতি যাবৎ ॥১২৭॥৩॥

ভাষ্যানুবাদ ১—গার্গী জিজ্ঞাসা করিলেন—যাহা দ্রালোকের—ব্রহ্মা-
ণ্ডাবরণ উর্দ্ধকপালের বা উর্দ্ধ খণ্ডের উপরে, পৃথিবীর—অর্থাৎ নিম্নবর্তী অণ্ডকপা-
লের অবাক্—অধঃ, যাহাকে এই পৃথিবী ও দ্রালোকের মধ্যবর্তী, এবং যাহাকে
ভূত—অতীত, ভবং—বর্তমানকালীন—যাহা নিজ নিজ ব্যাপারক্ষম অবস্থায়
বর্তমান ও যাহা ভবিষ্যৎ অর্থাৎ বর্তমান কালের পরভাবী—ঐহু অহুমানগম্য—
যাহাকে এই সৰ্বময় বলিয়া শাস্ত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, অর্থাৎ
উল্লিখিত সমস্ত বৈত জগৎ যাহাতে যাইয়া একীভূত হইয়া থাকে, পূৰ্বোক্ত
সেই সূত্র কোথায় ওত-প্রোতভাবে—পৃথিবী যেমন জলের মধ্যে আছে, তেমনি
সন্নিবিষ্টে রহিয়াছে? ॥১২৭॥৩॥

স হোবাচ যদুর্দ্ধং গার্গী দিবো যদবাক্ পৃথিব্যা যদন্তরা
দ্বাবাপৃথিবী ইমে, যদ্ ভূতঞ্চ ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চেত্যাচক্ষতে, আকাশে
তদোতঞ্চ প্রোতঞ্চেতি ॥ ১২৮ ॥ ৪ ॥

সঙ্কলার্থঃ ১—[এবং পৃষ্ঠঃ যাজ্ঞবল্ক্যঃ গার্গীমাহ—] হে গার্গী, যৎ (ব্রহ্মকৃতং
সূত্রং) দিবঃ উর্দ্ধম্, যৎ পৃথিব্যাঃ অবাক্ (অধঃ), যৎ ইমে দ্বাবাপৃথিবী অন্তরা,
যৎ ভূতং চ, ভবং চ, ভবিষ্যৎ চ—ইতি আচক্ষতে, তৎ সূত্রং (বায়ুরূপং) আকাশে
ওতং চ প্রোতং চ [কৃতব্যাক্যনমেতৎ সৰ্বম্] ইতি ॥১২৮॥৪॥

মূলানুবাদ ১—যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—হে গার্গী, তোমার,
জিজ্ঞাসিত যে সূত্রে পণ্ডিতগণ দ্রালোকের উপরে, পৃথিবীর নীচে,
দ্রালোক ও পৃথিবীর মধ্যে এবং ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ—সর্ব বস্তুময়
বলিয়া নির্দেশ করেন, সেই সূত্র—বায়ুরূপী সূত্র আকাশে ওতপ্রোত-
ভাবে রহিয়াছে ॥ ১২৮ ॥ ৪ ॥

শাকরভাষ্যম্ ১—স হোবাচেতরঃ—হে গার্গি, যৎ স্বয়োক্তমূৰ্দ্ধং দিব-
ইত্যাदि, তৎ সৰ্ব্বং—যৎ সূত্রমাচকতে—তৎ সূত্রম্, আকাশে তদোতঞ্চ প্রোতঞ্চ,
যদেতদ্ ব্যাকৃতং সূত্রাত্মকং অগদব্যাকৃতাকাশে অপ্সু ইব পৃথিবীধাতুঃ, ত্রিষপি
কালেষু বৰ্ত্ততে—উৎপত্তৌ স্থিতৌ লয়ে চ ॥১৯৮॥৪॥

টীকা। যথাপ্রথমমুদ্র প্রতীক্ষিতমাদত্তে—স হোবাচেতি। তাং ব্যাচষ্টে—যদেতদিত্তি।
যজ্ঞগদ্যাকৃতং সূত্রাত্মকমেতদব্যাকৃতাকাশে বৰ্ত্তত ইতি সঙ্ক্যঃ। ত্রিষপি কালেধিত্তি বহুভুতং,
তদ্বানন্তি—উৎপত্তাবিত্তি ॥১৯৮॥৪॥

ভাষ্যানুবাদ ১—যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—হে গার্গি, তুমি যে, বলিয়াছ,
“উৰ্দ্ধং দিবঃ” (জালোকের উপরে) ইত্যাदि, তাহা সেই সূত্র,—বাহাকে সৰ্ব্বাত্মক
সূত্র বলিয়া নির্দেশ করা হয়, সেই সূত্র আকাশে ওতপ্রোত আছে—সূক্ষ্ম পৃথিবী
যেৰূপ জলের মধ্যে আছে, তদ্রূপ ব্যাকৃত বা অভিব্যক্তাবস্থাপন্ন এই অগৎ-রূপ সূত্রও
অব্যাকৃত (অনভিব্যক্ত বা অণকীকৃত সূক্ষ্ম) আকাশে—উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়,
এই অবস্থাত্রেয়েই বৰ্ত্তমান রহিয়াছে ॥১৯৮॥৪॥

সাহোবাচ নমস্তেহস্তু যাজ্ঞবল্ক্য যো ম এতং ব্যবোচোহপরস্মৈ
ধারয়স্বেতি, পৃচ্ছ গার্গীতি ॥ ১৯৯ ॥ ৫ ॥

সরলার্থঃ ১—[যাজ্ঞবল্ক্যো ন এবমুক্তা] সা (গার্গী) উবাচ হ—হে যাজ্ঞ-
বল্ক্য, তে (তুভ্যং) নমঃ (নমস্কারঃ) অস্তু (অহং ত্বাং প্রণমামি ইত্যর্থঃ), যঃ
(ত্বং) মে (মম) এতং (উক্তং প্রশ্নং) ব্যবোচঃ (বিশেষণেণ উক্তবান্ অসি);
[অতঃপরং] অপরস্মৈ (দ্বিতীয়স্মৈ) প্রশ্নায় ধারয়স্ব (মৎপ্রষ্টব্য-দ্বিতীয়প্রশ্নার্থ-
ধারণার্থম্ আত্মানং দৃঢ়ীকৃত) ইতি । [এবমুক্তঃ যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] হে গার্গি,
পৃচ্ছ (প্রশ্নং প্রকাশয়েত্যর্থঃ) ইতি ॥১৯৯॥৫॥

মূলানুবাদ ১—[যাজ্ঞবল্ক্য প্রশ্নের উত্তর দিলে পর, গার্গী
বলিলেন—হে যাজ্ঞবল্ক্য, তোমার উদ্দেশে নমস্কার করি,—যে তুমি
আমার এই প্রশ্নের উত্তম উত্তর দিয়াছ ; এখন অপর প্রশ্নের জন্য
আপনাকে দৃঢ় কর । [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] হে গার্গি, তুমি জিজ্ঞাসা
কর ॥ ১৯৯ ॥ ৫ ॥

শাকরভাষ্যম্ ১—পুনঃ সা হোবাচ—নমস্তেহস্তু ইত্যাदिপ্রশ্নস্ত হৃষীকেশ-
প্রদর্শনার্থম্। যো মে মম এতং প্রশ্নং ব্যবোচঃ বিশেষণোক্তবানসি। এতস্ত
হৃষীকেশে কারণম্—সূত্রমেব তাবদগম্যমিতরৈর্হৃষীক্যাম্, কিন্তু তৎ বস্মিন্নোতঞ্চ

প্রোতক্ষেতি ; অতো নমোহস্ত তে তুভ্যম্ । অপরশ্চৈ দ্বিতীয়ঃ প্রশ্নঃ ধারয়ত্ব
দৃঢ়ীকৃত্ব আত্মানমিত্যর্থঃ । পৃচ্ছ গার্গীতি ইতর আহ, ॥১৯৯॥৫॥

টীকা । ১১৯৯৫।

ভাষ্যানুবাদ :—গার্গী পুনশ্চ বলিতে লাগিলেন । নিজের প্রশ্নের দুর্বলত্ব
অর্থাৎ আমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নয়, ইহা বুঝাইবার জন্য বলিলেন—তুমি
যখন আমার এই প্রথম প্রশ্ন বলিয়াছ—বিশেষভাবে উহার উত্তর দিয়াছ, তখন
তোমার উদ্দেশ্যে নমস্কার । এই প্রশ্নটির দুর্বলত্বের (কঠিনত্বের) কারণ এই
যে, সাধারণতঃ অপর লোকের পক্ষে সূত্র-তত্ত্বই দুর্বলত্বের ও দুর্নিরূপণীয়, তাহাও
আবার যাহাতে ওতপ্রোত রহিয়াছে, তাহার ত কথাই নাই ; [তুমি তাহা বলিতে
পারিয়াছ] ; অতএব তোমাকে নমস্কার । এখন অপর দ্বিতীয় প্রশ্নের জন্য আপ-
নাকে দৃঢ় কর, অর্থাৎ তদ্বিবরে মনোযোগী হও । যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—হে গার্গি,
তুমি জিজ্ঞাসা কর ॥১৯৯॥৫॥

সাহোবাচ যদূর্দ্ধং যাজ্ঞবল্ক্য দিবো যদবাক্ পৃথিব্যা যদন্তরা
| দ্ধাবাপৃথিবী ইমে, যদ্ভূতঞ্চ ভবচ্চ ভবিষ্যচ্ছেত্যাচক্ষতে,
| কস্মিন্শ্চিদোতঞ্চ প্রোতক্ষেতি ॥ ২০০ ॥ ৬ ॥

সম্বলার্থঃ :—যাজ্ঞবল্ক্যেন সূত্রশ্চ যদ্ আকাশ-প্রতিষ্ঠিতত্বমুক্তম্, তদেব
দৃঢ়ীকরণিতুং গার্গী উক্তার্থমেব প্রশ্নং পুনঃ প্রাহ—নতু কঞ্চিদমুক্তাংশম্ । অতীত-
ভূতীয়শ্চতিবৎ অস্তাঃ ক্ষতের্ক্যাখ্যা বিজ্ঞেয়া ॥২০০॥৬॥

মূলানুবাদ :—যাজ্ঞবল্ক্য পূর্বে যে সূত্রে আকাশে ওত-
প্রোত বলিয়াছেন, সেই কথারই দৃঢ়তাসম্পাদনের জন্য গার্গী পুনশ্চ
প্রথম প্রশ্নেরই পুনরুল্লেখ করিতেছেন মাত্র ; কিন্তু এখানে কোনও
নূতন কথা বলিতেছেন না । তৃতীয় শ্রুতিতেই ইহার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা
প্রদত্ত হইয়াছে ॥ ২০০ ॥ ৬ ॥

শাক্ষরভাষ্যম্ :—ব্যাখ্যাতমশ্চ । সাহোবাচ যদূর্দ্ধং যাজ্ঞবল্ক্যেত্যাদি-
প্রশ্নঃ, প্রতিবচনং চোক্তশ্চৈবার্থস্তাবধারণার্থং পুনরুচ্যতে, ন কিঞ্চিদপূর্বমর্থান্তর-
মুচ্যতে ॥২০০॥৬॥

টীকা । বক্ষ্যমাণং বাক্যমন্তদিদৃশ্যতে । তদেব প্রশ্নার্থ-বচনরূপমনুবদতি—সাহেতি ।
পুনরুক্তেরকিঞ্চিকরত্বং ব্যাবর্তয়তি—উক্তশ্চৈবতি ॥২০০॥৬॥

ভাষ্যানুবাদ :—এই শ্রুতির অত্যাগত অংশ পূর্বেই (পূর্ব তৃতীয় শ্রুতি-

তেই) ব্যাখ্যাত হইয়াছে । ইতঃপূর্বে যাজ্ঞবল্ক্য যে উত্তর প্রদান করিয়াছেন, তাহারই দৃঢ়তা সম্পাদনের নিমিত্ত—“স হ উবাচ—যদুর্দ্ধং যাজ্ঞবল্ক্য” ইত্যাদি প্রশ্ন ও তাহার প্রত্যুত্তরের এখানে পুনরুল্লেখ করা হইয়াছে মাত্র, কিন্তু এখানে কোনও নূতন বিষয় বলা হয় নাই ॥২০০॥৬॥

স হোবাচ যদুর্দ্ধং গার্গি দিবো যদবাক্ পৃথিব্যা যদন্তরা
দ্বাপৃথিবী ইমে, যদুতঞ্চ ভবচ্চ ভবিষ্যচ্ছেত্যাচক্ষতে, আকাশ-
এব তদোতঞ্চ প্রোতক্ষেতি । কস্মিন্ নু খল্বাকাশ ওতশ্চ
প্রোতশ্চেতি ॥ ২০১ ॥ ৭ ॥

সম্বলার্থঃ ১—[‘স হ উবাচ—’ ইত্যাদি—‘ভবিষ্যচ্ছেত্যাচক্ষতে’ ইত্যন্ত
সন্দর্ভে ব্যাখ্যা প্রাগেব চতুর্থশ্লোকে প্রদর্শিতা ; অতঃ পরিশিষ্টে ব্যাখ্যা নিরূ-
প্যতে—] তৎ (সূত্রং) আকাশে এব (নতু অন্তঃ) । [অত্র ‘এব’-শব্দেন সূত্রস্ত
আকাশাদন্তঃ স্থিতি-সম্বন্ধো নিবার্যতে] । [গার্গী পুনরাহ,] হু (ভোঃ), আকাশঃ
(সূত্রার্থঃ) খলু (নিশ্চয়ে) কস্মিন্ ওতঃ চ প্রোতঃ চ ? ইতি ॥২০১॥৭॥

মূলানুবাদ ১—‘স হোবাচ’ হইতে ‘ইত্যাচক্ষতে’ পর্যন্ত
বাক্যের ব্যাখ্যা পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে । এখানে বিশেষ এই যে,
যাজ্ঞবল্ক্য অবধারণ করিয়া বলিলেন—আকাশেই উহা ওত-প্রোত
রহিয়াছে, (অন্তঃ নহে) । [গার্গী পুনশ্চ প্রশ্ন করিলেন,] মহাশয়,
সেই আকাশ আবার কোথায় ওত-প্রোত আছে ? ॥ ২০১ ॥ ৭ ॥

শাস্ত্ররভাস্যম্ ১—সর্বং যথোক্তং গার্গ্যা প্রত্যাচার্য্য তমেব পূর্বোক্ত-
মর্থমবধারিতবান্ আকাশ এবেতি যাজ্ঞবল্ক্যঃ । গার্গী আহ—কস্মিন্ নু খলু আকাশ
ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি । আকাশমেব তাবৎ কালত্রয়াতীতত্বাৎ দুর্দ্বাচ্যম্, ততোহপি
কষ্টতরমক্ষরম্,—কস্মিন্ আকাশমোতঞ্চ প্রোতঞ্চ ; অতোহবাচ্যম্—ইতি কৃত্বা ন
প্রতিপদ্যতে, সা অপ্রতিপত্তির্নাম নিগ্রহস্থানং তাকিকসময়ে । অথ অবাচ্যমপি
বদতি, তথাপি বিপ্রতিপত্তির্নাম নিগ্রহস্থানম্, বিরুদ্ধা প্রতিপত্তিহি সা, যদবাচ্যস্ত
বদনম্ ; অতো দুর্দ্বাচ্যং প্রশ্নং মন্যতে গার্গী ॥২০১॥৭॥

টিকা । প্রতিবচনানুবাদতাৎপর্য্যমাহ—গার্গ্যেতি । প্রশ্নান্তিপ্রারঃ একটয়তি—আকাশ-
মেবেতি ॥২০১॥৭॥

ভাষ্যানুবাদ ১—যাজ্ঞবল্ক্য গার্গীর পূর্বোক্ত সমস্ত কথার পুনরুচ্চারণ-
পূর্বক ‘আকাশ এব’ (আকাশই) ইত্যাদি বলিয়া আপনার পূর্বোক্ত উত্তর

বাক্যেরই দৃঢ়তা স্থাপন করিলেন । গার্গী জিজ্ঞাসা করিলেন—ভাল, আকাশই বা কোথায় ওত-প্রোত রহিয়াছে ? [এই প্রশ্নের অভিপ্রায় এই যে,] প্রথমতঃ কালত্রয়ের অতীত—ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানকালের অতীত বলিয়া আকাশের তত্ত্ব নিরূপণ করাই কঠিন ; সেই আকাশ আবার যাহাতে ওত-প্রোত রহিয়াছে, সেই অক্ষর ব্রহ্ম ত তদপেক্ষাও দুর্লভ ; সুতরাং ইহা উত্তরের যোগ্যই হইতে পারে না । তর্কশাস্ত্রে ইহাকে ‘অপ্রতিপত্তি’ নামক ‘নিগ্রহস্থান’ বলা হইয়া থাকে (১) ; আর যাহা অবাচ্য—বচনযোগ্য নয়, সে কথাও যদি বলা হয়, তাহা হইলেও ‘বিপ্রতিপত্তি’ নামক ‘নিগ্রহস্থান’ হইয়া পড়ে ; কেননা, উহা হয় বিরুদ্ধ প্রতিপত্তি (বিপ্রতিপত্তি) বা বিরুদ্ধ জ্ঞান ; অর্থাৎ যাহা বলিতে নাই, তাহাই বলা হয় ; এই কারণে গার্গী মনে করিলেন যে, আমার এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভবপর হইবে না ॥২০১॥৭॥

স হোবাচৈতদৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্ত্য-
স্থূলমনণ্ডহ্রস্বমদীর্ঘমলোহিতমশ্নেহমচ্ছায়মতমোহবায়ুনা কাশমসঙ্গম-
রসমগন্ধমচক্ষুক্ষমশ্রোত্রমবাগমনোহতেজস্কমপ্রাণমমুখমমাত্রমনন্তর-
মবাহম, ন তদশ্নাতি কিঞ্চন ন তদশ্নাতি কশ্চন ॥ ২০২ ॥ ৮ ॥

• সম্বলার্থঃ ১—সঃ (ব্রাহ্মবাক্যঃ) উবাচ হ—হে গার্গি, ব্রাহ্মণাঃ (ব্রহ্মবাদিনঃ)
এতৎ (বক্ষ্যমাণবিশেষণং) অক্ষরং (ন ক্ষরতি স্বভাবাৎ ন প্রচ্যবতে ইতি
অক্ষরং অবিকারি) বৈ (এব) তৎ (যৎ ত্বয়া পৃষ্টম্) অভিবদন্তি (কথয়ন্তি) ।
[‘ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি’ ইত্যনেন আশ্রয়নঃ অবাচ্য-বচনাৎ যৎ অপ্রতিপত্তি-
বিপ্রতিপত্তিরূপ-দোষদ্বয়মাশঙ্কিতং, তৎ পরিহৃতমিতি ভাবঃ] । [কিংলক্ষণং
তদক্ষরম্ ? ইত্যাহ—] অস্থূলং, অনণ্ড (অণ্ডভিন্নং), অহ্রস্বং, অদীর্ঘং, অলোহিতং
(লোহিত্যহীনং), অশ্নেহং (অলীয়েশ্নেহগুণরহিতং), অচ্ছায়ং (ভূমিগুণ-
মালিন্যরহিতং), অতমঃ (অন্ধকারশূন্যং), অবায়ু, অনাকাশং, অসঙ্গং, অরসং,

(১) তাৎপৰ্য্য—স্থায়দর্শনে ইল, জাতি, অপ্রতিপত্তিপ্রভৃতি কতকগুলি তর্কশাস্ত্রে
‘নিগ্রহস্থান’ বলা হইয়াছে । যে কথার প্রকৃত উত্তর নাই, অথবা সহজবুদ্ধির অগম্য, অর্থাৎ
বিপক্ষগণ যে কথার উত্তর দিতে সহজেই কুণ্ঠিত হইয়া পড়ে, সেরূপ কথাকে ‘নিগ্রহস্থান’ বলা হয় ।
এখানেও, আকাশ যে, কি পদার্থ, প্রথমতঃ তাহা বলাই কঠিন, তাহার উপর আবার সেই
আকাশের আশ্রয় নিরূপণ করাও আরও কঠিন ; এইজন্য অতিশয় দুর্জয়তা নিবন্ধন
ইহাকেও ‘অপ্রতিপত্তি’ নামক ‘নিগ্রহস্থান’ বলা হইল ।

অগন্ধং, অক্ষুণ্ণং, অশ্রোত্রং, অবাক্, অমনঃ, অতেজস্কং (অগ্ন্যাদি-তেজঃসম্বন্ধ-
রহিতম্), অপ্রাণং (আধ্যাত্মিকবায়ুশূণ্যং), অমুখং, অমাত্রং (মীমতে পরিমিতং
ক্রিয়তে অনেন ইতি মাত্রং পরিমাপকং, তন্ত্ৰম্), অনন্তরং (অচ্ছিন্নং—
নিরবকাশম্), অবাহং (অস্ত বহিন্ কিঞ্চিদন্তীত্যর্থঃ); তৎ (অক্ষরং) কিঞ্চন
(কিঞ্চিদপি বস্তু) ন অশ্নাতি (ন ভুঙ্জে), কশ্চন (কশ্চিদপি জনঃ) তৎ (অক্ষরং)
ন অশ্নাতি (ন ভুঙ্জে, ভোক্তৃভোগ্যভাববিহীনং তদিত্যর্থঃ) ॥২০২॥৮॥

মূলানুবাদঃ ১—[যাহাতে পূর্বোক্ত কোন দোষ সম্ভাবিত না
হয়, যাজ্ঞবল্ক্য ঠিক সেইরূপে উক্ত প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন—] যাজ্ঞবল্ক্য
বলিলেন—হে গার্গি, [তুমি যে বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছ,] ব্রাহ্মণগণ
(ব্রহ্মবিদগণ) তাহাকে এই অক্ষর বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন । এই
'অক্ষর' বস্তুটি স্থূল নয়, সূক্ষ্ম নয়, হ্রস্ব নয়, দীর্ঘ নয়, রক্তবর্ণ নয়, স্নেহ
বা আর্দ্রতায়ুক্ত নয়, ছায়াযুক্ত নয়, তমোযুক্ত নয়, বায়ু নয়, আকাশ নয়,
আসক্ত নয়, এবং রস, গন্ধ, চক্ষুঃ, শ্রোত্র, বাক্, মনঃ, তেজঃ, প্রাণ নয়,
এবং মুখযুক্ত নয়, যাহা দ্বারা কোন বস্তু পরিমিত করা যায়, সেই পরিমাণ
গুণযুক্তও নয়, এবং তাহার অন্তর বা বাহির নাই, তাহা কাহাকেও
ভক্ষণ করে না, এবং তাহাকেও কেহ ভক্ষণ করে না ॥ ২০২ ॥ ৮ ॥

শাকরভাষ্যম্ ১—তদোষদ্বয়মপি পরিজিহীৰ্ব্বনাহ—স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ,
এতবৈ তৎ, যৎ পৃষ্টবত্যসি—কস্মিন্মু খবাকশ ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি । কিং তৎ ?
অক্ষরং—যন্ন ক্ষীয়তে ন ক্ষয়তীতি বা অক্ষরং । তদক্ষরম্—হে গার্গি, ব্রাহ্মণা
ব্রহ্মবিদঃ অভিবদন্তি; ব্রাহ্মণাভিবদনকথনে—নাহমবাচ্যং বক্ষ্যামি, ন চ ন
প্রতিপত্তেদ্রমিত্যেবং দোষদ্বয়ং পরিহরতি । ১

এবমপাকৃতে প্রশ্নে পুনর্গার্গ্যাঃ প্রতিবচনং দ্রষ্টব্যম্—কুহি কিং তদক্ষরম্,
বদ্ ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি—ইত্যুক্ত আহ—অস্থূলং—তৎ স্থূলাদন্তং; এবং তর্হি
অণু, অনণু; অস্ত তর্হি হ্রস্বম্, অহ্রস্বম্, এবং তর্হি দীর্ঘম্, নাপি দীর্ঘম্; এবমেতৈ-
শ্চতুর্ভিঃ পরিমাণপ্রতিষেধৈর্দ্রব্যধর্মঃ প্রতিষিদ্ধঃ—ন দ্রব্যং তদক্ষরমিত্যর্থঃ । অস্ত
তর্হি লোহিতো গুণঃ; ততোহপ্যন্তং—অলোহিতম্, আগ্নেয়ো গুণো লোহিতঃ ।
ভবতু তর্হি অপাং স্নেহনম্?—অস্নেহম্; অস্ত তর্হি ছায়া? সর্বথাপ্যনির্দেশ-
ত্বাৎ ছায়ায়া অপ্যন্তং—অচ্ছায়ম্; অস্ত তর্হি তমঃ? অতমঃ; ভবতু বায়ুতর্হি,
অবায়ু; অস্ত তর্হাকাশম্,—অনাকাশম্; ভবতু তর্হি সঙ্গাশ্বকং অতুবং, অসঙ্গম্;

রসোহস্ত তর্হি, অরসম্ ; তথা অগন্ধম্ ; 'অস্ত তর্হি চক্ষুঃ, অচক্ষুকম্ ; ন হি চক্ষুরস্ত
করণং বিদ্যতে, অতোহচক্ষুকং "পশুত্যচক্ষুঃ" ইতি মন্তবর্ণাৎ ; তথা অশ্রোত্রম্ "ন
শৃণোত্যকর্ণঃ" ইতি ; ভবতু তর্হি বাক্—অবাক্ ; তথা অমনঃ ; তথা অতেজস্কম্,
অবিদ্যমানং তেজোহস্ত, তদতেজস্কম্ ; ন হি তেজোহগ্ন্যাহি-প্রকাশবদস্ত বিদ্যতে ;
অপ্রাণম্ ; আধ্যাত্মিকো বায়ুঃ প্রতিবিধ্যতে অপ্রাণমিতি ; মুখং তর্হি দ্বারম্,
তদমুখম্ ; অমাত্রং—মীয়েতে যেন, তন্মাত্রম্, অমাত্রং—মাত্রাক্রপং তন্ন ভবতি, ন
তেন কিঞ্চিন্মীয়েতে ; অস্ত তর্হি ছিদ্ৰবৎ—অনন্তরং নাস্তান্তরমস্তি ; নন্তবেস্তর্হি
বহিস্তস্ত—অবাহং, অস্ত তর্হি ভক্ষয়িতু তৎ, ন তদপ্নাতি কিঞ্চন ; ভবেস্তর্হি ভক্ষ্যং
কস্তচিৎ, ন তদপ্নাতি কশ্চন ; সর্ববিশেষণরহিতমিত্যর্থঃ । একমেবাদ্বিতীয়ং হি
তৎ কেন কিং বিশিধ্যতে ॥২০২॥৮॥

টীকা। অপ্রতিপত্তির্কিপ্রতিপত্তিশ্চেতি দোষদ্বয়ং সামান্যেনোক্তং বিশেষতো জ্ঞাতুং
পৃচ্ছতি—কিং তদिति । অস্থলাদিবাক্যমবত্যাং ব্যাকরোতি—এবমিত্যাदिना । 'যদগ্রে রোহিতং
রূপম্' ইত্যাদিশ্রুতিমাশ্রিত্যাহ—আগ্নেয় ইতি । অবায়ুবিশেষণেনাপ্রাণবিশেষণস্ত পুনরুক্তি-
মাশঙ্ক্যাহ—আধ্যাত্মিক ইতি । অমাত্রমিতি মানমেয়াহরো নিরাক্রিয়তে । তন্তেত্যাস্মোক্তিঃ ।
সংপিভিতমর্থমাহ—সর্বেতি । তদুপপাদয়তি—একমিতি ॥ ২০২ ॥ ৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ :- [যাজ্ঞবল্ক্য গার্গীর আশঙ্কিত দুইটি দোষেরই পরিহার-
পূর্বক বলিতেছেন—হে গার্গি,] ইহাই তাহা, যাহার কথা তুমি 'কস্মিন্ স্থ খলু
আকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চ' বলিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছ । 'তাহা' কি ? না, তাহা
'অক্ষর', যাহা ক্ষর প্রাপ্ত হয় না বা স্বভাবচ্যুত হয় না, তাহা অক্ষর ; হে গার্গি,
ব্রাহ্মণগণ—ব্রহ্মবিদগণ তাহাকে 'অক্ষর বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন ।' এখানে
'ব্রাহ্মণগণ অভিহিত করিয়া থাকেন' বলার বুঝা গেল যে, 'আমি অবচনীয় কথা
বলিব, কিংবা আমি বুঝিতেই পারিব না' এইরূপ যে, দুইটি দোষ আশঙ্কিত
হইয়াছিল, সেই দুইটি দোষই খণ্ডিত হইল । ১

যাজ্ঞবল্ক্য এইরূপে গার্গীর প্রশ্নোত্তর প্রদান করিলে পর, গার্গী পুনশ্চ জিজ্ঞাসা
করিলেন—বল ত, ব্রাহ্মণগণ যাহার স্বরূপ বলিয়া থাকেন, সেই অক্ষরটি
কিরূপ ? এই কথার পর যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—অস্থল—তাহা স্থল হইতে ভিন্ন ;
ভাল, একরূপ যদি হয়, তবে তিনি অণু হইতে পারেন ? না—তিনি অনণু অর্থাৎ
পরম সূক্ষ্ম হইতেও ভিন্ন ; তবে ব্রহ্ম হউক ? না—অব্রহ্ম ; তবে দীর্ঘ হউক ?
না—দীর্ঘও নয়—অদীর্ঘ । এখানে দ্রব্য-ধর্ম চারিপ্রকার পরিমাণেরই নিষেধ
করাই, তাহার দ্রব্যত্বও প্রতিবিদ্ধ হইল, অর্থাৎ সেই অক্ষর কোনও দ্রব্য পদার্থ

নহে । তবে লৌহিত্য গুণযুক্ত হউক ? না, তাহা হইতেও পৃথক্,—অলৌহিত্য, লৌহিত্য গুণটি অগ্নির ধর্ম ; [সুতরাং অক্ষরে তাহা থাকিতে পারে না] ; তাহা হইলেও জলের স্নেহগুণ থাকিতে পারে ? না—অস্নেহ অর্থাৎ স্নেহগুণও তাহাতে নাই (১) ; তবে ছায়া হউক ? না—কোন রূপেই যখন তাহার স্বরূপ নির্দেশ করা সম্ভবপর হয় না, তখন উহা ছায়া হইতেও ভিন্ন—অচ্ছায় ; তাহা হইলে অন্ধকার হউক ? না—অতমঃ (অন্ধকারও নয়) ; তবে বায়ুস্বরূপ হউক ? না—অবায়ু (বায়ু নয়) ; তবে আকাশ হইতে পারে ? না—তিনি অনাকাশ ; তাহা হইলে লাক্ষা (গালা) যেমন লজ্জাত্মক অর্থাৎ অশ্রু বস্তুর সহিত মিলিত হইয়া থাকে, সেরূপ হউক ? না—উহা অসঙ্গ ; তবে রস হউক ? না, অরস ; তবে গন্ধ হউক ? না—অগন্ধ ; তাহা হইলে চক্ষুঃ হউক ? না—চক্ষুও নহে ; কারণ, মস্ত্রে আছে ‘তিনি চক্ষুরহিত অথচ দর্শন করেন’ ; সেইরূপ অশ্রোত্র ; কারণ, মস্ত্রে আছে ‘তিনি কর্ণহীন, তবু শ্রবণ করেন’ ; তবে বাগিস্থিয় হউক, না, অবাক্ ; সেইরূপ তিনি অমনঃ (মনরহিত), এবং অতেজস্ক, তেজঃ যাহাতে বিद्यমান নাই, তাহা অতেজস্ক ; অগ্নি প্রভৃতির যেমন প্রকাশ আছে, ইহার তেমন কোনও তেজঃপ্রকাশ নাই ; তিনি অপ্রাণ, এখানে ‘অপ্রাণ’ শব্দে আধ্যাত্মিক বায়ুর (প্রাণবায়ুর) প্রতিবেশ করা হইতেছে ; তাহা হইলে, মুখদ্বার হউক, না, অমুখ ; অমাত্র—বাহ্য দ্বারা অপর বস্তু পরিমিত করা যায়, তাহা ‘মাত্র’ ; উক্ত অক্ষর মাত্রস্বরূপও নহে ; কারণ, তাহা দ্বারা কোন বস্তু পরিমিত হয় না । তাহা হইলে ছিদ্রযুক্ত (রক্তযুক্ত) হউক ; না,—অনন্তর অর্থাৎ তাহার ছিদ্র নাই ; তবে তাহার বাহির (বহির্ভাব) থাকা সম্ভব ? না, তিনি অবাহ অর্থাৎ তাহার বাহ্যভাস্তরভাব নাই । তবে তাহা ভক্ষক হইতে পারে ? না—তিনি কিছু ভক্ষণ করেন না ; তাহা হইলেও অপরের ভক্ষ্য হইতে পারে ? না, কেহ তাহাকে ভক্ষণও করে না ; অর্থাৎ তিনি সর্বপ্রকার বিশেষণ বা বিশেষ-ধর্মরহিত ; কারণ, তিনি হইতেছেন এক অদ্বিতীয় ; সুতরাং তাহাকে কোন গুণ দ্বারা বিশেষিত করিতে পারা যায় না ॥ ২০২ ॥ ৮ ॥

এতস্ম বা অক্ষরস্ম প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যচন্দ্রমসৌ বিধ্বতো
তিষ্ঠতঃ, এতস্ম বা অক্ষরস্ম প্রশাসনে গার্গি দ্বাবাপৃথিব্যৌ বিধ্বতে

(১) তাৎপৰ্য্য—যে গুণের সাহায্যে ছাত্তু প্রভৃতি গুণ দ্রব্য জল বা ঘূতাদি সংযোগে পিত্তাকার ধারণ করে, তাহাকে বলে ‘স্নেহ’ ; এই স্নেহ গুণটি জলের স্বাভাবিক ধর্ম ।

তিষ্ঠতঃ । এতশ্চ বা অক্ষরশ্চ প্রশাসনে গার্গি নিমেষা যুহুর্ভা
 অহোরাত্রাণ্যর্দ্ধমাসা মাসা ঋতবঃ সংবৎসরা ইতি বিধ্বতাস্তিষ্ঠন্ত্যে-
 তশ্চ বা অক্ষরশ্চ প্রশাসনে গার্গি প্রাচ্যোহত্মা নতঃ শ্রুদন্তে
 শ্বেতেভ্যঃ পর্বতেভ্য প্রতীচ্যোহত্মা যাং যাক্ দিশমশ্বে-
 তশ্চ বা অক্ষরশ্চ প্রশাসনে গার্গি দদতো মনুষ্যাঃ প্রশংসন্তি,
 যজমানং দেবাঃ, দব্বীং পিতরোহম্বায়তাঃ ॥ ২০৩ ॥ ৯ ॥

সম্বলার্থঃ :—[ইদানীং কার্য্যপ্রদর্শনে অক্ষরস্তাস্তিত্বমুপপাদয়তি “এতশ্চ
 বা অক্ষরশ্চ” ইত্যাদিনা ।] হে গার্গি, এতশ্চ সর্ববিশেষণবিহীনতয়া (প্রাপ্তশ্চ)
 অক্ষরশ্চ প্রশাসনে (শাসনে) সূর্য্যচন্দ্রমৌ (সূর্য্যঃ চন্দ্রশ্চ) বিধ্বতো (বিশেষণ
 রক্ষিতৌ সন্তৌ) তিষ্ঠতঃ (বর্তেতে) ; তথা, হে গার্গি, জ্বাপৃথিব্যৌ (জ্যোঃ চ
 পৃথিবী চ), এতশ্চ অক্ষরশ্চ প্রশাসনে বিধ্বতে (সন্তৌ) তিষ্ঠতঃ ; হে গার্গি,
 তথা নিমেষাঃ (অণীরাংশঃ কালাবয়বাঃ), যুহুর্ভাঃ (দণ্ডদ্বয়াদ্বকাঃ কালাবয়বাঃ),
 অহোরাত্রাণি (অহানি চ রাত্রয়ঃ চ), অর্দ্ধমাসাঃ, মাসাঃ, ঋতবঃ, সংবৎসরাঃ
 (দ্বাদশমাসাদ্বকাঃ, কদাচিৎ ত্রয়োদশমাসাদ্বকাঃ চ) ইতি (এতে কালাবয়বাঃ)
 এতশ্চ অক্ষরশ্চ প্রশাসনে বিধ্বতাঃ বৈ তিষ্ঠন্তি ; তথা হে গার্গি, প্রাচ্যঃ (পূর্বদিগ্-
 গামিত্বঃ) অত্মাঃ (দিগন্তরগামিত্বঃ) চ নতঃ (গঙ্গাত্মাঃ) এতশ্চ অক্ষরশ্চ প্রশা-
 সনে [বিধ্বতাঃ] বৈ শ্বেতেভ্যঃ গিরিভ্যঃ (হিমালয়াদি-পর্বতেভ্যঃ) শ্রুদন্তে
 (অবস্তু) ; তথা প্রতীচ্যঃ (পশ্চিমদিগ্-প্রবাহিত্বঃ সিন্ধুপ্রভৃতয়ঃ), অত্মাঃ [অপি
 নতঃ] যাং যাক্ দিশম্ অনু (অনুগতাঃ), [ভা অপি ভাং ভাং দিশং ন পারি-
 ত্যজন্তি ইতি শেষঃ] । হে গার্গি, মনুষ্যাঃ এতশ্চ অক্ষরশ্চ প্রশাসনে [হিতাঃ
 সন্তঃ] দদতঃ (ধনাদিদাতৃন্) প্রশংসন্তি ; দেবাঃ (যজ্ঞভাগিনঃ) যজমানম্
 (যজ্ঞকর্তারং প্রশংসন্তি ইত্যর্থঃ), পিতরঃ (অগ্নিঋতাদয়ঃ) দব্বীং (দব্বী-
 হোমং) অম্বায়তাঃ ॥ ২০৩ ॥ ৯ ॥

মূলানুবাদঃ :—[এখন কার্য্যদ্বারা অক্ষর পুরুষের অস্তিত্বপ্রতি-
 পাদন করিতেছেন] । [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] হে গার্গি, সূর্য্য ও চন্দ্র
 উক্ত অক্ষর ব্রহ্মের প্রদীপ্ত শাসনে নিয়মিত হইয়া রহিয়াছে ; হে গার্গি,
 ✓ দ্যলোক ও পৃথিবী এই অক্ষর ব্রহ্মের শাসনেই স্থির রহিয়াছে ; হে গার্গি,
 নিমেষ (ক্ষুদ্রতম কালাংশ), যুহুর্ভ, দিবারাত্র, অর্দ্ধমাস (এক পক্ষ),

মাস, ঋতু ও সংবৎসরসমূহ এই অক্ষরের শাসনেই নিয়মিত হইয়া রহিয়াছে । হে গার্গি, এই অক্ষরের শাসনেই পূর্বদিক্‌প্রবাহিনী এবং অন্যান্য নদীসমূহও শ্বেতপর্বত—হিমালয় প্রভৃতি হইতে যথানিয়মে ক্ষরিত হইতেছে ; সেইরূপ পশ্চিমদিক্‌প্রবাহিনী এবং অন্যান্য নদী সকলও যে যে দিকে যাইয়া থাকে, তাহারা তাহার ব্যতিক্রম করিতেছে না । হে গার্গি, এই অক্ষরের শাসনে আছে বলিয়াই মনুষ্যগণ দানশীল লোকদিগকে, এবং দেবতাগণ যজমানকে (যজ্ঞকর্তাকে) প্রশংসা করিয়া থাকেন, এবং পিতৃগণ দবর্ষীহোমের অনুগত রহিয়াছেন ॥ ২০৩ ॥ ৯ ॥

শাক্ষব্রাহ্মণম্ ১—অনেকবিশেষণপ্রতিষেধ-প্রদ্বাঙ্গাৎ অতিত্বং তাবদ-
ক্ষরস্তোপগমিতং শ্রুত্যা ; তথাপি লোকবুদ্ধিমপেক্ষ্যশক্যতে যতঃ ; অতোহস্তি-
ত্বায় অনুমানং প্রমাণমুপস্থতি—এতস্ত বা অক্ষরস্ত । যদেতদধিগতমক্ষরং
সর্বাস্তরং সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ ব্রহ্ম, য আত্মা অশনারাদিধর্মাভীতঃ, এতস্ত বৈ
অক্ষরস্ত প্রশাসনে—যথা রাজ্ঞঃ প্রশাসনে রাজ্যমক্ষুটিতং নিয়তং বর্ততে, এব-
মেতস্তাক্ষরস্ত প্রশাসনে—হে গার্গি, সূর্য্যচন্দ্রমসৌ সূর্য্যচ চন্দ্রমাচ সূর্য্যচন্দ্রমসৌ
অহোরাত্রয়োর্লোকপ্রদীপৌ,—তাদর্থ্যেন প্রশাসিত্বা তাত্যং নির্কর্ত্যমান-লোক-
প্রয়োজনবিজ্ঞানবতা নির্মিতৌ বিধৃতৌ চ স্তাতাম্—সাধারণসর্বপ্রাণিপ্রকাশোপ-
কারকত্বাৎ লৌকিকপ্রদীপবৎ । তন্মাদস্তি তৎ, যেন বিধৃতৌ দ্বৈতরৌ স্বতন্ত্রৌ
সন্তৌ নির্মিতৌ তিষ্ঠতঃ—নিয়তদেশ-কাল-নিমিত্তোদয়ান্তময়-বুদ্ধিক্রিয়াভ্যাং চ
বর্ততে ; তদস্তি এবমেতয়োঃ প্রশাসিত্ব অক্ষরং প্রদীপকর্তৃ-বিধারয়িতৃবৎ । ২

টীকা । অথ যথোক্তয়া নীত্যা এতৈবাক্ষরান্তিহে জ্ঞাপিতে বক্তব্যভাবাৎ কিমুত্তরেণ
গ্রন্থেনেতি, তত্রাহ—অনেকেতি । যদস্তি তৎ সবিশেষণমেবেতি লৌকিকী বুদ্ধিঃ । আশক্যতে
নাস্ত্যক্ষরং নিঃসংশয়মিতি শেষঃ । অত্বেয়ামিণি জগৎকারণে পরমহুমানসিদ্ধে বিবক্ষিতং
নিরূপাধাক্ষরং সংজ্ঞিতং, জগৎকারণহুতোগলক্ষণতয়া জন্মাদিহুতে, স্থিতহাদুপলক্ষণদ্বারা ব্রহ্মণি
স্বরূপলক্ষণপ্রবৃত্তেঃ প্রবৃত্তিমানুমা প্রকৃতোপবৃত্তেঃ ভাবঃ । অনুমানপ্রত্যক্ষরাণি ব্যাকরোতি—
যদেতদিত্তি । প্রশাসনে সূর্য্যচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ স্তাতামিতি সম্বন্ধঃ । উক্তমর্থঃ দৃষ্টান্তেন
ক্ষোরয়তি—যপোত । অত্রাপি পূর্ববদম্বয়ঃ । জগদ্যবস্থা প্রশাসিত্বপূনিক্য ব্যবস্থাদ্বাদ্ব্যজ্ঞ-
ব্যবস্থাবদিত্যর্থঃ । সূর্য্যচন্দ্রমসাবিত্যাণৌ বিবক্ষিতমহুমানমাহ—স্ব্যশ্চেত্যাदिना । তাদর্থ্যেন
লোকপ্রকাশার্থত্বেন । প্রশাসিত্বা নির্মিতাবিতি সম্বন্ধঃ । নির্মাতৃাক্ষণিষ্টজ্ঞানবত্ত্বমাচষ্টে—
তাত্যং নির্কর্ত্যমানোতি । সূর্য্যচন্দ্রমসৌ তচ্ছববাচ্যৌ । বিমতৌ বিশিষ্টবিজ্ঞানবতা নির্মিতৌ
প্রকাশত্বাৎ প্রদীপবদিত্যর্থঃ । বিমতৌ নিয়ন্তৃপূর্বকৌ বিশিষ্টচেষ্টাবত্বাদ্ ভূত্যাदिवदित्यादि-

প্রত্যাহ—বিধূতাবিতি । প্রকাশোপকারকত্বং তজ্জনকত্বং নির্মাতৃর্কিন্দিষ্টবিজ্ঞানসম্ভাবনার্থং সাধারণেতি বিশেষণং, সাধারণঃ সর্বেষাং প্রাণিনাং যঃ প্রকাশঃ, তস্ত জনকত্বাদিতি বাবৎ । দৃষ্টান্তে লৌকিকবিশেষণং প্রাসাদাদিবিশিষ্টদেশনিবিষ্টবিসিদ্ধার্থম্ ।

অনুমানকলমুপসংহরতি—তস্মাদিতি । বিশিষ্টচেষ্টাবত্বাদিত্যুপদিষ্টং হেতুং পট্টয়তি—নিয়তেতি । নিয়তো দেশকালৌ নিয়তং চ নিমিত্তং প্রাণাদৃষ্টং, তদন্তৌ সূর্য্যচন্দ্রমসাবৃত্ত্যবৃত্তং যন্তৌ চ যেন বিধূতাবুদয়াস্তময়াভ্যাং চ বর্তেতে, উদয়শাস্তময়শ্চোদয়াস্তময়ং, বুদ্ধিশ্চ ক্ষয়শ্চ বুদ্ধিক্ষয়মিতি দ্বন্দ্বং গৃহীত্বা ধিবচনম্ । এবং কর্তৃত্বেন চেত্যর্থঃ । ১

এতশ্চ বা অক্ষরশ্চ প্রশাসনে গাগি জ্বাপৃথিব্যৌ—জ্যোচ্চ পৃথিবী চ সাবয়বত্বাৎ স্ফুটনস্বভাবে অপি সত্যৌ, গুরুত্বাৎ পতনস্বভাবে, সংযুক্তত্বাৎ বিয়োগস্বভাবে, চেতনাবদভিমানি-দেবতাধিষ্ঠিতত্বাৎ স্বতন্ত্রে অপি এতশ্চাক্ষরশ্চ প্রশাসনে বর্তেতে বিধূতে তিষ্ঠতঃ । এতচ্চি অক্ষরং সর্বব্যবহাসেতুঃ সর্বমর্থ্যাদাবিধরণম্ ; অতো নাত্মাক্ষরশ্চ প্রশাসনং জ্বাপৃথিব্যৌ অতিক্রামতঃ ; তস্মাৎ সিদ্ধমশ্রুতিত্বমক্ষরশ্চ ; অব্যভিচারি হি তল্লিঙ্গং, যৎ জ্বাপৃথিব্যৌ নিয়তে বর্তেতে ; চেতনাবস্তুং প্রশাসিতারমসংসারিণমস্তুরেণ নৈতদ্ যুক্তম্ ; “যেন জ্যোত্বগ্ৰা পৃথিবী চ দৃঢ়া” ইতি মন্তব্যর্থাৎ । ২

বিমতে প্রযত্নশতবিধূতে সাবয়বত্বেন্দ্রপ্যস্ফুটিতত্বাদ্ গুরুত্বেন্দ্রপ্যপতিতত্বাৎ সংযুক্তত্বেন্দ্রপ্য-বিযুক্তত্বাচ্ছেতনাবত্বেন্দ্রপ্যস্বতন্ত্রত্বাচ্চ হস্তশস্ত্রপাষণাদিবিদিত্তি । দ্বিতীয়পদ্যায়শ্চ ত্বাপদ্যমাহ—সাবয়বত্বাদিত্যাदिना । কিমিত্যেতশ্চ প্রশাসনে জ্বাপৃথিব্যৌ বর্তেতে, তত্রাহ—এতচ্চাতি । পৃথিব্যাদিব্যবস্থা নিয়ন্তারং বিনাহনুপপন্না তৎকলিকৈত্যর্থঃ । তথাপি কিমিত্যেত্তেন বিধূতে জ্বাপৃথিব্যাবিতি, তত্রাহ—সর্বমর্থ্যাদেতি । ‘এব সেতুর্কিধরণঃ’ ইতি শ্রুতাস্তরমাত্রিত্য ফলিতমাহ—অতো নাশ্রেতি । দ্বিতীয়পদ্যায়ার্থনুপসংহরতি—তস্মাদিতি । তচ্ছকোপাত্তমর্থং ফোরয়তি—অব্যভিচারীতি । অব্যভিচারিত্বং একটয়তি—চেতনাবস্তুমিতি । পৃথিব্যাদেন্নিয়তত্ব-মেতচ্ছকার্থঃ । নিয়ত্ববিসিদ্ধাবপি কথমীধরনিস্কিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—যেনেতি । উগ্রত্বং পৃথিব্যা-দেশেচেতনাবদভিমানিদেবতাবত্বেন স্বাতন্ত্র্যম্ । ‘যেন স্বস্তিস্তিতং যেন নাকো যো অস্তরিক্ষে রজসো বিমানঃ কঠো দেবায় হবিষা বিধেম’ ইত্যত্র হিরণ্যগর্ভাধিষ্ঠাতেশ্বরঃ পৃথিব্যাদেন্নিয়-স্তোচ্যতে । ন হি হিরণ্যগর্ভনাভ্রশাশ্বিন্ প্রকরণে পূর্বাপরগ্রহয়োৰুচ্যমানং নিরঙ্গুণং সর্বনিয়ন্তৃত্বং সম্ভবতীতি ভাবঃ । ২

এতশ্চ বা অক্ষরশ্চ প্রশাসনে গাগি নিমেষা মুহূর্ত্ত! ইত্যেতে কালাবয়বাঃ সর্বশ্রাতীতানাগতবর্ত্তমানশ্চ অনিমিতঃ কলয়িতারঃ,—যথা লোকে প্রভুণা নিয়তো গণকঃ সর্বমায়ং ব্যয়ঞ্চাপ্রমত্তো গণয়তি, তথা প্রভুহানীয় এষাং কালাবয়বানাং নিয়ন্তা । তথা প্রাচ্যঃ প্রাগঞ্চনাঃ পূর্বাঙ্গিগুগমনা নতঃ শূন্যন্তে অবন্তি, যেতেভ্যঃ হিমবদাদিভ্যঃ পর্বতেভ্যো গিরিভ্যো গঙ্গাত্মা নতঃ, তান্চ যথাপ্রবর্ত্তিতা এব

নিয়তাঃ প্রবর্তন্তে, অত্রথাপি প্রবর্তিতুমুৎসহন্ত্যঃ ; তদেতল্লিঙ্গং প্রশাস্তঃ ।
প্রতীচ্যোহন্তাঃ প্রতীচীং দিশমঞ্চস্তি সিদ্ধান্তা নন্তঃ অন্তাশ্চ যাং যাং দিশমন্তু-
প্রবৃত্তান্তাং তাং ন ব্যভিচরন্তি ; তচ্চ লিঙ্গম্ । ৩

এতে কালাবয়বা বিধৃতান্তিষ্ঠন্তীতি সধকঃ । তত্রানুমানং বক্তুং হেতুমাহ—সৰ্ব্বশ্চেতি ।
যঃ কলয়িতা স নিয়ন্তৃপূৰ্ব্বক ইতি ব্যাপ্তিভূমিমাহ—বধেতি । দাষ্ট্যান্তিকং দর্শয়ন্নুমানমাহ—
তথেতি । নিমেষাদয়ো নিয়ন্তৃপূৰ্ব্বকাঃ কলয়িতৃহাং সম্প্রতিপন্নবদিত্যর্থঃ । কান্তা নন্ত
ইত্যপেক্ষায়ামাহ—গঙ্গাচ্চা ইতি । অত্রথা প্রবর্তিতুমুৎসহমানত্বং তত্তদেবতানাং চেতনত্বেন
স্বাতন্ত্র্যম্ । বিমতা নিয়ন্তৃপূৰ্ব্বিকা নিয়তপ্রবৃত্তিহাদ্ ভূত্যাদিপ্রবৃত্তিবদিত্তি চতুর্থপৰ্যায়ার্থঃ ।
নিয়তপ্রবৃত্তিমত্বং তদেতদিদৃশ্যতে । তচ্চেতব্যভিচারিতোক্তিঃ । ৩

কিঞ্চ, দদতঃ হিরণ্যাদীন্ প্রযচ্ছতঃ আত্মপীড়াং কুৰ্ব্বতোহপি প্রমাণজ্ঞা-অপি
মমুষ্ঠাঃ প্রশংসন্তি ; তত্র যচ্চ দীয়তে, যে চ দদতি, যে চ প্রতিগৃহ্ণন্তি, তেষামিহৈব
সমাগমো বিলয়শ্চ অবক্ষো দৃশ্যতে, অদৃষ্টস্ত পরঃ সমাগমঃ । তথাপি মমুষ্ঠা দদতাং
দানফলেন সংযোগং পশ্যন্তঃ প্রমাণজ্ঞতয়া প্রশংসন্তি ; তচ্চ, কৰ্মফলেন সংযোজয়ি-
তরি কর্তুঃ কৰ্মফলবিভাগজ্ঞে প্রশান্তরি অসতি ন শ্রাং, দানক্রিয়ায়াঃ প্রত্যক্ষ-
বিনাশিত্বাং ; তস্মাদস্তু দানকর্তৃণাং ফলেন সংযোজয়িতা । ৪

বিমতং বিশিষ্টজ্ঞানবদাতৃকং কৰ্মফলহাং সেবাকলবদিত্যভিপ্রেত্য পঞ্চমং পৰ্যায়মুখাপ-
য়তি—কিঞ্চেতি । দাতা প্রতিগ্রহীতা দানং দেয়ং বা ফলং দান্তি কিমিচ্ছরেণেত্যাশঙ্কাহ—
তদ্রেতি । দাতাদীনামিহৈব প্রত্যক্ষো নাশো দৃশ্যতে, তেন তৎপ্রযুক্তো দৃষ্টে পুরুষার্থো ন
কশ্চিদস্তীত্যর্থঃ । অদৃষ্টে পুরুষার্থে প্রত্যাহ—অদৃষ্টং ইতি । সমাগমঃ ফলপ্রাপ্তিলাভঃ, স
খৈবৈহিকে ন ভবতি কিন্তু পারলৌকিকঃ, তথা চ নাসাবিহৈব নষ্টে-দাতাদিপ্রযুক্তঃ সম্ভবতীত্যর্থঃ ।
তর্হি ফলনাতুরভাবাং পার্থক্যেণো হি মূর্ত্যেতি জ্ঞানাদাতৃপ্রশংসনৈব মা ভূদিত্যাশঙ্কাহ—তথাহ-
নীতি । ফলসংযোগদৃষ্টো হেতুমাহ—প্রমাণজ্ঞতয়েতি । ‘হিরণ্যদা অমৃতত্বং ভজন্তে’ ইত্যাদি
প্রমাণম্ । তথাপি কথমাখরসিদ্ধিস্তত্রাহ—কর্তুরিতি । তন্নি দাতৃপ্রশংসনং বিশিষ্টে নিয়ন্তৃধা-
সতানুপপন্নং তৎকলকমিত্যর্থঃ । দানক্রিয়াবশাদেব তৎফলসিদ্ধৌ কৃতং নিয়ন্তেতি চেত্তেত্যাহ—
দানেতি । কৰ্মণঃ ফলিকহাং ফলশ্চ চ কালান্তরভাবিহার সাধনভোপপত্তিরিত্যর্থঃ । অনু-
মানার্থাপত্তিভ্যাং সিদ্ধমর্থমুপসংহরতি—তস্মাদিতি । ৪

অপূৰ্ব্বমিতি চেৎ ; ন, তৎসম্ভাবে প্রমাণানুপপত্তেঃ । প্রশান্তরপীতি চেৎ ;
ন আগমতাৎপর্যাস্ত সিদ্ধত্বাং ; অবোচাম হাগমস্ত বস্তপরত্বম্ । কিঞ্চাত্তৎ, অপূৰ্ব্ব-
কল্পনামাধারপত্তেঃ ক্ষয়ঃ, অত্রথৈবোপপত্তেঃ ; সেবাকলস্ত সেব্যাং প্রাপ্তিদর্শনাং ।
সেবায়শ্চ ক্রিয়াত্বাং তৎসামান্তাচ্চ, যাগদানহোমাদীনাং সেবাদীশ্বরাদেঃ ফল-
প্রাপ্তিরূপপত্ততে । দৃষ্টক্রিয়াধর্মসামর্থ্যপরিত্যাগেব ফলপ্রাপ্তিকল্পনোপপত্তৌ
দৃষ্টক্রিয়াধর্মসামর্থ্যপরিত্যাগো ন শ্রাব্যঃ । ৫

অপূৰ্ণশ্চৈব ফলদাতৃত্বাৎ কৃতমীধরেণেতি—অপূৰ্ণমিতি চেদिति । স্বয়মচেতনং চেতনা-
নধিষ্ঠিতং চাপূৰ্ণং ফলদাতৃ ন কল্যানপ্রামাণিকত্বাদिति পরিহরতি—নেতি । ইধরেষৌ শব্দে—
প্রশাস্তিরिति । সন্তাবে প্রমাণানুপপত্তিরिति শেষঃ । পরিহরতি—নাগমেতি । কথং কার্য্য-
পরশ্রাগমস্ত বস্তুপরহমিত্যাশঙ্ক্যাহ—অবোচামেতি । কর্ণবিধির্হি ফলদাতৃত্বিরেকেণ নোপ-
পত্ততে, ন চ কৰ্ম্মান্তরবিনাশি কালান্তরভাবিকলানুকূলং, তদৰ্থাপত্তিসিদ্ধেইপূৰ্বে কথং
মানাসিদ্ধিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—কিং চেতি । ন কেবলং সন্তাবে প্রমাণাসম্মেবাপূৰ্বে দূষণং, কিন্তুচ্চ
কিঞ্চিদন্তীতি যাবৎ । তদেব প্রকটয়তি—অপূৰ্ণেতি । অপূৰ্ণস্ত কল্যায়ঃ যার্থাপত্তিঃ শব্দ্যতে,
তস্তাঃ কল্পিতমপূৰ্ণমন্তরেণাপ্যুপপত্তেঃ স্বয়ং স্তাদिति যোচনা । অস্তথাপ্যুপপত্তিং বিবৃণোতি—
সেবেতি । যাগাদিফলমপীধরাং সম্ভবতীতি শেষঃ । কথমীধরাধীনা যাগাদিফলপ্রাপ্তিস্তত্রাহ—
সেবায়াশ্চেতি । আদিপদেনেন্দ্রানিদেবতা গৃহ্যন্তে । বিমতা বিশিষ্টজ্ঞানবতা দীয়মানফলবতী
বিশিষ্টক্রিয়াত্বাৎ সম্প্রতিপন্নবদिति ভাবঃ । ইচ্ছাপূৰ্ণকল্পনা ন যুক্ততাহ—দৃষ্টেতি । দৃষ্টং
সেবায়া ধৰ্ম্মদ্বেন সামর্থ্যং সেবাং ফলপ্রাপকত্বং, তদনুহতা যাগাদৌ ফলপ্রাপ্তিসম্ভবে তন্নিরা-
সেনাপূৰ্ণাৎ তৎকল্পনা স্তায়া, দৃষ্টানুসারিণ্যাং কল্পনায়াং তদ্বিরোধিকল্পনানোগাদিত্যর্থঃ । ৫

কল্পনাদিক্যাচ্চ.—ঈধরঃ কল্যাঃ অপূৰ্ণং বা ? তত্র ক্রিয়ায়াশ্চ স্বভাবঃ সেবাং
ফলপ্রাপ্তিঃ দৃষ্টা, ন অপূৰ্ণাৎ । নচাপূৰ্ণং দৃষ্টম্ ; তত্রাপূৰ্ণমদৃষ্টং কল্পয়িতব্যম্ ;
তস্ত চ ফলদাতৃত্বে সামর্থ্যম্ ; সামর্থ্যে চ নতি দানকাভ্যধিকমিতি ; ইহ তু
ঈধরস্ত সেবাশ্চ সন্তাবমাত্রং কল্যাং, ন তু ফলদানসামর্থ্যং দাতৃত্বক, সেবাং
ফলপ্রাপ্তিদর্শনাৎ । অনুমানঞ্চ বর্ণিতম্—“জ্ঞাপৃথিব্যৌ বিধতে তিষ্ঠতঃ”
ইত্যাদি । ৬

অপূৰ্ণস্ত ফলদাতৃত্বে দোষান্তরমাহ—বল্লনেতি । তদাধিকাং বহুঃ পরানুগতি—ঈধর
ইতি । নাপূৰ্ণং কল্যাং, কৃপ্তহাতর কল্পনাদিক্যামিত্যাশঙ্ক্যাহ—তদ্রোতি । ব্যবহারভূমিঃ
সম্প্রমার্থঃ । ভূমিকাং কৃতা কল্পনাদিকাং ক্ষুণ্ণয়তি—তদ্রোতিত্যাदिना । অপূৰ্ণস্তাদৃষ্টেই সন্তীতি
যাবৎ । ইতি কল্পনাদিক্যামিতি শেষঃ । ইদমেতৎপি তুলা কল্পনেত্যাশঙ্ক্যাহ—ইহ ইতি ।
স্বপক্ষে ধৰ্ম্মমাত্রং কল্যাং, পরপক্ষে ধর্মী ধৰ্ম্মশ্চেত্যাধিকাং, তস্তাং ফলমত উপপত্তেরिति জ্ঞানেন
পরশ্চৈব ফলদাতৃত্বেতি ভাবঃ । ধৰ্ম্মিণোহপি প্রামাণিকত্বং ন কল্যায়মিত্যভিপ্রেতাহ—
অনুমানং চেতি । ৬

তথা চ যজ্ঞমানং দেবা ঈধরাঃ সন্তো জীবনার্থেইনুগতাঃ চক্ৰপুরোড়াশাভ্যপ-
জীবনপ্রয়োজনেন, অন্তথাপি জীবিতুমুৎসহন্তঃ কৃপণাং হীনাং বৃদ্ধিমাশ্রিত্য স্থিতাঃ,
তচ্চ প্রশাস্তঃ প্রশাসনাং স্তাৎ । তথা পিতরোহপি তদর্থং দৰ্শীং দৰ্শীহোম্ অঘায়ন্তা
অনুগতা ইত্যর্থঃ । সমানং সৰ্ক্ষমন্তঃ ॥২০৭॥২॥

ঈধরাস্তিঃই হেতুস্তরমাহ—তথা চেতি । দেবা যজ্ঞমানমঘায়ন্তা ইতি সম্বন্ধঃ । জীবনার্থে
জীবনং নিমিত্তীকৃত্যেতি যাবৎ । দেবানামীধরাণামপি ইব্যার্থিৎবেন মনুজাধীনত্বাৎ-হীন-

বৃত্তিতাক্ষং নিয়ন্তৃকল্পকমিত্যর্থঃ । যো ন কস্তচিৎ প্রকৃতিহেন বিকৃতিহেন বা বর্ততে, স
সর্বোহোমঃ । ২০৩ । ২ ।

ভাষ্যানুবাদ :—পূর্বে প্রতিবাক্যে ব্রহ্মের স্থলত্বাদি বহু বিশেষণের
প্রত্যাখ্যান করাতেই তাদৃশ নির্বিশেষ অক্ষর ব্রহ্মের অস্তিত্ব একপ্রকার প্রতি-
পাদিত হইয়াছে ; তথাপি, তদ্বিষয়ে সাধারণ লোকের আশঙ্কা বা সংশয় উপস্থিত
হইতে পারে, সেই আশঙ্কা অপনয়নের নিমিত্ত অক্ষরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিবার
অন্য কার্য্যালিঙ্গক অনুমান প্রদর্শন করা হইতেছে—‘এতত্ত্ব বা অক্ষরত্ত্ব’
ইত্যাদি (১) ।

এই যে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষরূপী সর্বাস্তুর অক্ষর ব্রহ্ম নিরূপিত হইল, এবং যাহা
ক্ষুধাপিপাসাদি সংসার-ধর্মবর্জিত আত্মা, সেই অক্ষর ব্রহ্মের শাসনে—রাজার
শাসনে যেমন রাজ্য অক্ষত ও নিয়মবস্তী হইয়া থাকে, হে গাগি, তেমনি এই অক্ষ-
রের স্রুশাসনে সূর্য্য ও চন্দ্রকে অর্থাৎ দিন ও রাত্রির প্রদীপস্বরূপ সূর্য্য ও চন্দ্রকে—
তাহাদের দ্বারা লোকের যেরূপ প্রয়োজন সাধিত হইতে পারে, তাহা সাধন করিবার
অন্যই অভিজ্ঞ শাসনকর্ত্তাই তাহাদের নির্মাণ করিয়াছেন ; কারণ, প্রদীপের জ্বায়
উহারাও সমভাবে সর্বপ্রাণীর সর্বপ্রকার উপকার সাধন করিয়া থাকে । অতএব
নিশ্চয়ই তিনি আছেন, যাহা দ্বারা নিম্নিত সূর্য্য ও চন্দ্র এত ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন এবং
নানাবিধে স্বাধীন হইয়াও বিশেষভাবে ধৃত হইয়া রহিয়াছেন—নির্দিষ্ট দেশ,
কাল ও প্রয়োজনানুসারে উদয় ও অস্ত দ্বারা হ্রাস বৃদ্ধি ভোগ করিতেছেন । অতএব
প্রদীপের যেমন একজন স্রষ্টা ও ধারণকর্ত্তা থাকে, তেমনি এই উভয়েরও (সূর্য্য ও
চন্দ্রেরও) স্রষ্টা ও শাসনকর্ত্তা অক্ষর ব্রহ্ম নিশ্চয়ই আছেন । ১

হে গাগি, এই অক্ষরের প্রকৃষ্ট শাসনে থাকায় জ্বা-পৃথিবী—জ্যলোক ও
পৃথিবী সাবয়বত্বনিবন্ধন স্বভাবভঙ্গুর হইয়াও, গুরুত্ব থাক'য় পতনশীল হইয়াও,
পরস্পরের সহিত সংযুক্ত থাকায় বিধ্বংসশীল হইয়াও, এবং তদভিমানী চৈতন
দেবতাকর্ত্তক অধিষ্ঠিত থাকায় স্বতন্ত্র বা স্বাধীন হইয়াও এই অক্ষরের শাসনাধীন

(১) ভাৎপবা—যেখানে কারণের প্রত্যক্ষ হয় না, কেবল তাহার কাযাট মাত্র প্রত্যক্ষ
হয় ; প্রত্যক্ষের বিবর্তীভূত সেই কাযা দ্বারা যে, অপ্রত্যক্ষ তৎকারণের অস্তিত্বানুমান, তাহাই
‘কাযালিঙ্গক অনুমান ।’ এই সূর্য্য, চন্দ্র প্রভৃতি বস্তু, নচয়, রাজশাসনাধীন প্রজামণ্ডলীর স্থায় যখন
নিয়মিত ভাবে নিজ নিজ কর্ত্তবাসাধন করিতেছে, তখন নিশ্চয়ই উহাদেরও শাসনকর্ত্তা একজন
আছে, যাহার শাসন লঙ্ঘন করা উহাদের সাধ্যাতীত বুদ্ধিতে হইবে, যিনি উহাদের সেই শাসনকর্ত্তা,
তিনিই অক্ষর ব্রহ্ম ।

হইয়া বিধৃত রহিয়াছে । এই অক্ষরই হইতেছে সর্বপ্রকার ব্যবহার অর্থাৎ পার্থক্য-রক্ষার নেতৃত্বরূপ এবং সমস্ত মর্যাদার (নিয়মের) রক্ষাকর্তা ; এই অক্ষরই দ্যলোক ও পৃথিবী এই অক্ষরের শাসন অমান্ত করিতে সমর্থ হয় না । ইহা হইতেই উক্ত অক্ষরের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইল ; কেন না, দ্যলোক ও পৃথিবী যে, নিয়মিত ভাবে বর্তমান রহিয়াছে, ইহাই তাহার অস্তিত্ব-সাধনের অব্যভিচারী (নির্দোষ) হেতু বা প্রমাণ ; কারণ, চৈতন্যসম্পন্ন অসংসারী একজন শাসনকর্তা না থাকিলে যথোক্ত নিয়ম রক্ষা করা কখনই সম্ভবপর হইত না । যে হেতু ‘যাহা দ্বারা দ্যলোক উগ্র ও শুষ্ক এবং পৃথিবী দৃঢ়তাপন্ন হইয়াছে’ এই মন্ত্রেও ঐ কথারই সমর্থন রহিয়াছে । ২

হে গার্গি, নিমেষ, মুহূর্ত্ত প্রভৃতি কালাবয়বসমূহ—যাহারা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানকালীন অন্তর্লীল সমস্ত বস্তুর কলয়িতা (বৃদ্ধিহ্রাসাদিজনক), [তাহারাই] এই অক্ষরেরই শাসনে [বিধৃত রহিয়াছে] ; অগতে প্রভুকর্তৃক নিয়োজিত গণক (হিসাব-রক্ষক) যেমন সাবধান হইয়া প্রভুর আয়-ব্যয়ের হিসাব রক্ষা করে, তেমনি প্রভুস্থানীয় অক্ষর ব্রহ্মও এই সমস্ত কালাবয়বের নিয়ামক অর্থাৎ নিয়মিত-ভাবে পরিচালক । এইরূপ, প্রাচী অর্থাৎ পূর্বদিগভিমুখে গমনশীল যে সমস্ত নদী ক্ষরিত—নিয়ত প্রবাহিত হইতেছে, এবং শ্বেতগিরি হিমালয় প্রভৃতি স্থান হইতে যে সমস্ত নদী বাহির হইয়াছে, সে সমস্ত নদী অত্র পথে চলিতে সমর্থ হইয়াও যে, নিয়মিতভাবে একই পথে চলিতেছে, ইহাও সেই শাসনকর্তার অস্তিত্বানুমানক ; আর যে সমস্ত নদী পশ্চিমদিক্‌গামিনী—যেমন সিন্ধু প্রভৃতি, এবং আরও যে সমস্ত নদী যে যে দিকে প্রবাহিত হইতেছে ; তাহারাই যে, কখনও সেই সেই নির্দিষ্ট দিক্‌ পরিত্যাগ করিতেছে না, তাহাও তাহাদের একজন শাসনকর্তার অস্তিত্বসাধক । ৩

অপিচ, যাহারা দান করে—সুবর্ণাদি বস্তু প্রদান করে, তাহারাই ঐরূপ ছক্কর কর্ম করিলেও, বিজ্ঞ মনুষ্যগণ তাহাদের প্রশংসাই করিয়া থাকেন । এখানে বুঝিতে হইবে যে, যাহা দান করা হয়, এবং যাহারা দান করে ও যাহারা তাহা গ্রহণ করে, ইহলোকেই তাহাদের পরস্পর সংযোগ-ধ্বংস প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায় । তাহাদের যে, পুনর্বার ঐরূপ সংযোগ হইবে, ইহা প্রত্যক্ষের সম্পূর্ণ অগোচর ; তথাপি অভিজ্ঞ মনুষ্যগণ যে প্রমাণবলে দানফলের সহিত দাতৃগণের ভবিষ্যৎ সংযোগ দর্শন করিয়া প্রশংসা করিয়া থাকেন, তাহাও—কর্তার বিভিন্নপ্রকার কর্মফলাভিজ্ঞ একজন শাসনকর্তার—দানাদি ক্রিয়া

তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইয়া গেলেও, যিনি কৰ্মফলের সহিত কৰ্ত্তার সংযোগ ঘটাইয়া দিতে পারেন, এরূপ একজন শক্তিমান্ চेतনের অনুমাপক ; অতএব, যাহারা দান করে, কৰ্মফলের সহিত তাহাদের সংযোজক একজন নিশ্চয়ই আছেন (১) । ৪

যদি বল, অপূৰ্ণই (অদৃষ্টই) কৰ্ত্তার ফলসংযোগ ঘটাইয়া থাকে ; না,— তাহাও বলিতে পার না ; [ঐরূপ শাসনকৰ্ত্তার অস্তিত্ব স্বীকার না করিলে,] অপূৰ্ণের (অদৃষ্টের) অস্তিত্বে কোন প্রমাণই উপপন্ন হয় না । যদি বল, প্রশাসিতার সন্তোষেও সেই কথা বলা বাইতে পারে ; না, তাহা বলিতে পারা যায় না ; কারণ, তাহার অস্তিত্ব-সাধনেই যে, শ্রুতির তাৎপর্য্য, তাহা পূৰ্ণেই প্রতিপাদিত হইয়াছে । সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম-প্রতিপাদনেই যে, শ্রুতির তাৎপর্য্য, [কেবলই কৰ্মপ্রতিপাদনে নহে], এ কথা আমরা পূৰ্ণেই বলিয়াছি । আরও এক কথা, উপাসক যখন উপাস্ত ব্রহ্ম হইতেই আরাধনার (উপাসনার) ফললাভ করিতে সমর্থ হয়, তখন মধ্যবর্তী একটা অপূৰ্ণ স্বীকার করিবার আবশ্যকতা কি ? বরং ‘অপূৰ্ণের’ সন্তোষ-সাধক ‘অর্থাপত্তি’ প্রমাণই চরম বা অকৃতকার্য্য হইতে পারে (২) । বিশেষতঃ সেবা (উপাসনা) যখন ক্রিয়া ভিন্ন আর কিছুই নহে, তখন তজ্জাতীয় যাগ, দান ও হোমাদি ক্রিয়ার ফলও সেবনীয় ঈশ্বর হইতে লাভ

(১) তাৎপর্য্য—দানই হউক, আর গ্রহণই হউক, কিম্বা অল্প যে কোনপ্রকার কার্য্যই হউক, ক্রিয়ামাত্রই বিনাশশীল, এবং দাতা ও গ্রহীতা উভয়েই বিনাশশীল ; অগতঃ যে ব্যক্তি আজ কিছু দান করিল, নে ত সঙ্গে সঙ্গে তাহার ফল পাইল না, এবং তাহার অনুষ্ঠিত কৰ্ম্মের প্রমাণস্বরূপ দত্ত বস্তু ও গ্রহীতা—উভয়েই কালক্রমে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে ; অগতঃ দাতা পারলৌকিক অপ্ৰত্যাক্ষ ফলের প্রত্যাশায় বসিয়া রহিয়াছে । এখন বিবেচনা করিয়া দেখিলে মনে হয়—যে কাজের ফল হাতে হাতে হয় না, এবং যাহার সাক্ষী প্রমাণও কিছু থাকে না, সেই রকম কাযোত্তে লোকে যে ক্লেণ্ডিজিত ধন ভাগ করে, লোকের তাহাকে নিন্দা করাই উচিত হয়, কিম্বা অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই শতমুখে তাহার প্রশংসা করিয়া থাকেন ; ইহার কারণ কি ? অপক্ষপাত সৰ্বদর্শী একজন শাসনকৰ্ত্তার অস্তিত্বই ইহার কারণ ; এমনই একজন সূক্ষ্মদর্শী শাসনকৰ্ত্তা আছেন, যিনি প্রত্যেকের বিভিন্নপ্রকার কৰ্ম্ম ও তাহার ফল পরিগণিত করিয়া যথাযথভাবে কৰ্ম্মকৰ্ত্তাকে প্রদান করিয়া থাকেন । তিনি আছেন বলিয়াই লোকে পারলৌকিক কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করে, এবং অপর লোকেও তাহার প্রশংসা করে ।

(২) তাৎপর্য্য—অদৃষ্টবাদীরা বলিয়া থাকেন—ক্রিয়ামাত্রই ধ্বংসশীল ; সুতরাং মনুষ্যের অনুষ্ঠিত ধৰ্ম্মকৰ্ম্মও ধ্বংসশীল ; অতএব হৃদয় ভবিষ্যতে তাহার ফল কোথা হইতে আসিবে ? এই প্রশ্নের উত্তরে তাহারা প্রত্যেক কৰ্ম্মেরই একটা ‘অপূৰ্ণ’ স্বীকার করিয়া থাকেন ; অর্থাৎ অনুষ্ঠিত কৰ্ম্মগুলি যথানির্দিষ্ট ফলপ্রদানে সক্ষম এমন একটা কিছু রাখিয়া নষ্ট হইয়া যায়, যাহা

করাই সুসঙ্গত হয় ; এবং লোকপ্রসিদ্ধ ক্রিয়ার স্বভাবসিদ্ধ সামর্থ্য উপেক্ষা না করিয়াই যদি শাস্ত্রোক্ত অলৌকিক ক্রিয়ারও ফলপ্রাপ্তি উপপাদন করিতে পারা যায়, তাহা হইলে লৌকিক ক্রিয়ানুযায়ী সামর্থ্য পরিত্যাগ করাও স্বাভাবিক হইতে পারে না । ৫

এ পক্ষে কল্পনার আধিক্যও অপর দোষ ;—ফললাভের কারণ কল্পনা করিতে হইলে, ঈশ্বরের সন্ডাব কল্পনা করিতে হইবে ? কিম্বা অপূর্বের সন্ডাব কল্পনা করিতে হইবে ? তন্মধ্যে দেখা গিয়াছে যে, সেবনীয় বা উপাশ্রু হইতে ক্রিয়া-ফল প্রাপ্তিই ক্রিয়ার স্বাভাবিক ধর্ম, কিন্তু ‘অপূর্ব’ হইতে যে ফলপ্রাপ্তি হয়, তাহা কোথাও প্রত্যক্ষতঃ দেখা যায় না ; আর ‘অপূর্ব’ পদার্থটি দৃষ্টও নয় (চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূতও নয়) । এ পক্ষে প্রথমতঃ অদৃষ্টের ‘অপূর্বের’ অস্তিত্ব কল্পনা করিতে হইবে, তাহার পর, সেই অপূর্বেরই আবার ফলপ্রদান-সামর্থ্য কল্পনা করিতে হইবে ; এবং সামর্থ্য সিদ্ধ হইলে পর, দানেরও আবার সমধিক উৎকর্ষ কল্পনা করিতে হইবে ; আমার কিন্তু সেবনীয় ঈশ্বরের সন্ডাব-মাত্র কল্পনা করিলেই হয় ; কিন্তু তাঁহার ফলদানসামর্থ্য কিম্বা দানকর্তৃত্ব কিছুই কল্পনা করিতে হইবে না ; কেন না, সেবনীয় হইতে যে, ফললাভ হইয়া থাকে, ইহা প্রত্যক্ষ দেখা যায় ; তাহার উপর আবার এ বিষয়ে “ঋণাপূর্ণিব্যোঁ বিধুতে তিষ্ঠতঃ” ইত্যাদি বলবৎ প্রমাণও রহিয়াছে ; সুতরাং প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণে সিদ্ধ বলিয়া আমার পক্ষেই নূতন ক্রিয়া কল্পনার বিষয় অতি অল্প । ৬

দেবতাগণ এইরূপ শক্তিসম্পন্ন হইয়াও যে, জীবনাধায়ক চক্র ও পুরোডাশ প্রভৃতির জন্ত যজ্ঞমানের অনুগত থাকেন, অর্থাৎ তাঁহারা জন্ত প্রকারে জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াও যে, দয়্যাদীন দীনবৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকেন, তাহাও শাসনকর্তার তীব্র শাসনেই হইতে পারে । সেইরূপ, পিতৃগণ জীবিকার জন্ত দবর্ষীহোমের অনুগত হইয়া আছেন ॥ ২০৩ ॥ ৯ ॥

কর্মকর্তাকে নির্দিষ্ট ফল-প্রদান না করা পর্য্যন্ত বিনষ্ট হয় না, কর্মফল উৎপন্ন হইবামাত্র ‘অপূর্ব’ আপনিই নষ্ট হইয়া যায় । ‘অপূর্বের’ অপর নাম ‘অদৃষ্ট’—পাপ ও পুণ্য । উদয়নাচার্য্য বলিয়াছেন ‘চিরধ্বংসং ফলায়ানং ন কর্ম্মাতিশয়ং বিনা ।’ অর্থাৎ বহুকাল পূর্বে যে কর্ম্ম ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে, মধ্যবর্তী অতিরিক্ত আর একটা কিছু না থাকিলে তাহা কখনই ফলপ্রদানে সমর্থ হইতে পারে না ; অতএব কর্ম্মের অতিরিক্ত একটা ‘অপূর্ব পদার্থ’ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । এই ‘অপূর্ব’ অনুসারেই ঈশ্বর জীবের কর্ম্মফল প্রদান করিয়া থাকেন ।

যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাহস্মি'ল্লোকে জুহোতি যজতে
তপস্তপ্যতে বহুনি বর্ষসহস্রাণ্যন্তবদেবাস্ত তদ্ববতি, যো বা
এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি, স কৃপণোহথ য এত-
দক্ষরং গার্গি বিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ ॥ ২০৪ ॥ ১০ ॥

সম্বলার্থঃ ১—হে গার্গি, অস্মিন্ লোকে (অগতি) যঃ (সাধকঃ বৈ এতৎ
যপোক্তং) অক্ষরং অবিদিত্বা (অবিজ্ঞায়) জুহোতি (যথাবিধি দেবানুদ্दिष्ट অর্থো
হবিঃ প্রক্ষিপতি), যজতে (দেবানুদ্दिष्ट দ্রব্যং দদাতি), বহুনি বর্ষসহস্রাণি
[ব্যাপ্য] তপঃ তপ্যতে, অস্ত (হোমাদিকর্ত্বঃ) তৎ (হোমাদিকং—তৎফল-
মিত্যর্থঃ) অন্তবৎ (বিনাশশীলং) এব ভবতি । হে গার্গি, যঃ বৈ এতৎ অক্ষরং
অবিদিত্বা অস্মাৎ লোকাৎ প্রৈতি (প্রয়াতি—ত্রিযতে), সঃ (পরিতঃ) কৃপণঃ
(দীনঃ, দুঃখভাগিত্বাৎ) ; অথ (পক্ষান্তরে) হে গার্গি, যঃ এতৎ অক্ষরং বিদিত্বা
অস্মাৎ লোকাৎ প্রৈতি, সঃ (বিদ্বান্) ব্রাহ্মণঃ (ব্রহ্মনিষ্ঠ ইত্যর্থঃ) ॥ ২০৪ ॥ ১০ ॥

মূলানুবাদ ১—হে গার্গি, যে লোক এই অক্ষর ব্রহ্মকে না
জানিয়া হোম করে, যজ্ঞ করে, অথবা বহু সহস্র বর্ষব্যাপী তপস্তা
করে, তাহার সে সমস্ত কর্মের ফল নিশ্চয়ই অন্তবান্ অর্থাৎ পরিমিত
ও ধ্বংসশীল হইয়া থাকে ; এবং হে গার্গি, যে লোক এই অক্ষরকে
না জানিয়া ইহলোক হইতে প্রয়াণ করে অর্থাৎ মরে, সে লোক কৃপণ
অর্থাৎ দুঃখভাগী অতি দীন ; পক্ষান্তরে হে গার্গি, যে লোক এই
অক্ষর ব্রহ্মকে জানিয়া এই জগৎ হইতে প্রয়াণ করে, সে লোক ব্রাহ্মণ
বা ব্রহ্মনিষ্ঠ ॥ ২০৪ ॥ ১০ ॥

শাক্ষরভাষ্যম্ ১—ইতচ্চাস্তি তদক্ষরম্, বস্মাৎ তদজ্ঞানে নিরতা সংসা-
রোপপত্তিঃ ; ভবিতব্যং তু তেন, যদ্বিজ্ঞানাৎ তদ্বিচ্ছেদঃ, ত্রায়োপপত্তেঃ । ননু
ক্রিয়াত এব তদ্বিচ্ছিত্তিঃ শ্রাদ্ধিতি চেৎ, ন, যো বা এতদক্ষরং হে গার্গি, অবিদিত্বা
অবিজ্ঞায় অস্মিন্ লোকে, জুহোতি যজতে তপস্তপ্যতে—যতপি বহুনি বর্ষসহস্রাণি,
অন্তবদেবাস্ত তৎফলং ভবতি, তৎফলোপভোগান্তে ক্ষীরন্ত এবাস্ত কর্মণি ।

অপি চ, যদ্বিজ্ঞানাৎ কার্পণ্যাত্মকঃ সংসারবিচ্ছেদঃ, যদ্বিজ্ঞানাভাবাচ্চ কর্মকৃত-
কৃপণঃ কৃতফলশ্চোপভোক্তা জননমরণ-প্রবন্ধাক্রুতঃ সংসরতি,—তদন্ত্যক্ষরং
প্রশাসিত্ব । তদেতচ্চ্যতে—যো বা এতদক্ষরং গার্গি, অবিদিত্বা অস্মাল্লোকাৎ

প্রৈতি, স কৃপণঃ পণক্রীত ইব দাসাধিঃ । অথ য এতদক্ষরং গার্গি, বিদিত্বা
অশ্বাল্লোকাৎ প্রৈতি, স ব্রাহ্মণঃ ॥২০৪॥১০॥

টীকা । ইধরাতিথে হেতুত্তরমাহ—ইতশ্চেতি । মোক্ষহেতুজ্ঞানবিষয়ত্বেনাপি তদন্তীত্যাহ—
ভবিতব্যমিতি । ‘যদজ্ঞানাৎ প্রবৃত্তির্থা তজ্জ্ঞানাৎ সা নিবর্ততে’ ইতি জ্ঞায়ঃ । কৰ্মবশাদেব
মোক্ষসিদ্ধেস্তদ্বৈজ্ঞানবিষয়ত্বেনাক্ষরং নাত্মাপেয়মিতি শক্যে—নয়িতি । উত্তরবাক্যে-
নো(ণো)ত্তরমাহ—নেত্যাধিনা । যস্তাজ্ঞানাদসকৃদুপস্থিতানি বিশিষ্টকলাস্তপি সৰ্ব্বাণি কৰ্ম্মাণি
সংসারমেব ফলয়ন্তি, তদজ্ঞাতমক্ষরং নান্তীত্যুক্তং, সংসারান্তাবপ্রসঙ্গাদিতি ভাবঃ ।
অক্ষরাতিথে হেতুত্তরমাহ—অপি চেতি । পূৰ্ব্ববাক্যং জীবদবস্থপুরুষবিষয়মিদং তু পরলোক-
বিষয়মিতি বিশেষঃ মত্বোত্তরবাক্যমবত্যা ব্যাচষ্টে—তদন্তেতিত্যাদিনা ॥২০৪॥১০॥

ভাষ্যানুবাদ :—এই কারণেও সেই অক্ষরের অস্তিত্ব অবশ্যস্বীকার্য্য ।
যেহেতু তাহাকে না জানিলে জীবের সংসারপ্রাপ্তি—জন্ম-মরণপ্রবাহভোগ এবং বা
নুনিশ্চিত ; সেইহেতু নিশ্চয়ই এমন একটি কিছু থাকা আবশ্যক হয়, যাহাকে ভাল
করিয়া জানিলে, সেই সংসারের উচ্ছেদ হইতে পারে ; আর একথা যুক্তিবিরুদ্ধও
হয় না । যদি বল, শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়া হইতেই যখন সংসারের উচ্ছেদ (মুক্তি) হইতে
পারে, [তখন আর অক্ষর-বিজ্ঞানের] প্রয়োজন কি ? না—একথাও বলিতে
পার না ; কারণ শ্রুতি বলিতেছেন—‘হে গার্গি, যে ব্যক্তি এই জগতে এই অক্ষর
ব্রহ্মকে না জানিয়া—অনুভব-গোচর না করিয়া হোম করে, যজ্ঞ করে ও তপস্তা
করে—যদি সহস্র বৎসরও করে, তাহার ফল নিশ্চয়ই অন্তবান্ হইয়া থাকে, অর্থাৎ
সেই ফলের ভোগ শেষ হইলেই তাহার অনুষ্ঠিত সমস্ত কৰ্ম্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে’
ইত্যাদি ।

আরও এক কথা, যাহাকে জানিলে কার্পণ্যের অবসান হয়, অর্থাৎ দুঃখময়
সংসারের উচ্ছেদ বা নিবৃত্তি হয় ; পক্ষান্তরে যাহাকে না জানার ফলে কৰ্ম্মী পুরুষ
কৃপণ-পদবাচ্য হয়—কেবল স্বকৃত কৰ্ম্মফলমাত্রের ভোক্তা ও জন্ম-মরণ-প্রবাহে
পতিত হইয়া সংসারী হয়, নিশ্চয়ই সৰ্ব্বশাসনকর্ত্তা সেই অক্ষর ব্রহ্ম আছেন । এখন
তাহাই বিশেষ করিয়া বলা হইতেছে যে,—‘হে গার্গি, যে ব্যক্তি এই অক্ষরকে না
জানিয়া এই জগৎ হইতে প্রস্থান করে (মরে), সে ব্যক্তি কৃপণ—যেন মূল্যক্রীত
দাস—অর্থাৎ ক্রীতদাসের মত ; আর ‘হে গার্গি, যে ব্যক্তি এই অক্ষরকে
জানিয়া এই জগৎ হইতে প্রস্থান করেন, তিনিই ব্রাহ্মণ (ব্রহ্মনিষ্ঠ)’
ইত্যাদি ॥২০৪॥১০॥

আত্মাসভাশ্রম :—অগ্নেদহন-প্রকাশকত্বৎ স্বাভাবিকমশ্রু প্রশান্ত্বম্
অচেতনশৈবেত্যত আহ—

আভাস-ভাষ্যানুবাদ :—অগ্নির যেমন দাহ ও প্রকাশ কার্য স্বভাবসিদ্ধ, তেমনি এই প্রশাসনকর্তৃহও অক্ষর-শব্দবাচ্য অচেতন প্রধান বা প্রকৃতিরই স্বভাবসিদ্ধ হউক ? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—

তদ্বা এতদক্ষরং গার্গ্যদৃষ্টং দ্রষ্টৃশ্রুতশ্রোত্রমতং মন্ত্রবিজ্ঞাতং
বিজ্ঞাতৃ, নান্যদতোহস্তি দ্রষ্টৃ নান্যদতোহস্তি শ্রোতৃ নান্যদতোহস্তি
মন্তৃ নান্যদতোহস্তি বিজ্ঞাতৃ এতস্মিন্মু খল্বক্ষরে গার্গ্যাকাশ
ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি ॥ ২০৫ ॥ ১১ ॥

সম্বলার্থঃ :—হে গার্গি, তৎ এতৎ (প্রকৃতং) অক্ষরং বৈ অদৃষ্টং (অন্তেন
ন দৃষ্টচরম্), [স্বয়ং তু] দ্রষ্টৃ (দর্শনকর্তৃ); তথা, অশ্রুতং (অন্তেষাং শ্রবণে-
ন্ধিয়াগ্রাহ্যং) [স্বয়ং তু] শ্রোতৃ (শ্রবণকর্তৃ); অমতং (অন্তেষাং মনসা অগৃহীতং)
[স্বয়ং তু] মন্তৃ (মননকর্তৃ); অবিজ্ঞাতং (বুদ্ধিরন্তেঃ অগোচরত্বাৎ বিজ্ঞাতং
ন ভবতি), [স্বয়ং তু] বিজ্ঞাতৃ (অন্তেষাং বিশেষেণ জ্ঞাতৃ); [কিং বহুনা,]
অতঃ (অগ্ন্যাং অক্ষরাং) অগ্নং দ্রষ্টৃ (দর্শনকর্তৃ) ন অস্তি ; অতঃ অগ্নং শ্রোতৃ ন
অস্তি ; অতঃ অগ্নং মন্তৃ ন অস্তি ; অতঃ অগ্নং বিজ্ঞাতৃ ন অস্তি ; হে গার্গি, এতস্মিন্মু
অক্ষরে মুখলু আকাশঃ ওতঃ চ প্রোতঃ চ (সর্বগা অনুসৃত ইত্যর্থঃ) ॥ ২০৫ ॥ ১১ ॥

মূলানুবাদ :—হে গার্গি, [যে অক্ষর ব্রহ্মের কথা বলা
হইল,] সেই এই অক্ষর হইতেছেন অপরের অদৃষ্ট, অথচ নিজে সকলের
দ্রষ্টা ; অপরের অশ্রুত (শ্রুতিগোচর হন না), অথচ নিজে সকলের
শ্রোতা ; এইরূপ অপরের মনোবৃত্তির অগোচর, কিন্তু নিজে সকলকে
মনন করেন ; বুদ্ধিবৃত্তির অগোচর বলিয়া অবিজ্ঞাত, অথচ নিজে
সকলের বিজ্ঞাতা ; এই অক্ষর ভিন্ন আর কেহ দ্রষ্টা নাই ; আর
কেহ শ্রোতা নাই ; আর কেহ মননকর্তা নাই, এবং অপর কেহ
বিজ্ঞাতা নাই । হে গার্গি, এই অক্ষর ব্রহ্মেই আকাশ ওতপ্রোতভাবে
রহিয়াছে ॥ ২০৫ ॥ ১১ ॥

শাক্তানুবাদম্ :—তদ্বা এতদক্ষরং গার্গ্যদৃষ্টং ন কেনচিৎ দৃষ্টম্ অবিষয়-
ত্বাৎ, স্বয়ং তু দ্রষ্টৃ, দৃশিস্বরূপত্বাৎ ; তথা অশ্রুতং, শ্রোত্ৰাণ্যবিষয়ত্বাৎ, স্বয়ং শ্রোতৃ,
শ্রুতিস্বরূপত্বাৎ ; তথা অমৃতম্, মননোহবিষয়ত্বাৎ ; স্বয়ং মন্তৃ, মতিস্বরূপত্বাৎ ;
তথা অবিজ্ঞাতং, বুদ্ধেরবিষয়ত্বাৎ, স্বয়ং বিজ্ঞাতৃ, বিজ্ঞানস্বরূপত্বাৎ ।

কিঞ্চ, ন অত্ৰ অতঃ অস্মাদক্ষরাৎ অস্তি—নাস্তি কিঞ্চিদ্রষ্টে দর্শনক্রিয়াকর্তৃ
পক্ষত্র । তথা নাত্তদতোহস্তি শ্রোতৃ ; তদেবাক্ষরং শ্রোতৃ সর্বত্র । নাত্তদতো-
হস্তি মন্তৃ ; তদেবাক্ষরং মন্তৃ সর্বত্র সর্বমনোদ্বারেণ । নাত্তদতোহস্তি বিজ্ঞাতৃ
বিজ্ঞানক্রিয়াকর্তৃ ; তদেবাক্ষরং সর্ববুদ্ধিদ্বারেণ বিজ্ঞানক্রিয়াকর্তৃ, ন অচেতনং
প্রধানম্, অত্ৰা । এতন্মিন্ খলু অক্ষরে গার্গি, আকাশ ওতশ্চ শ্রোতশ্চেতি,
যদেব সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ ব্রহ্ম, য আত্মা সর্বাস্তরঃ অশনায়াদি-সংসার-ধর্ম্মাতীতঃ,
যন্মিমাংকাশ ওতশ্চ শ্রোতশ্চ, এষা পরা কাষ্ঠা, এষা পরা গতিঃ, এতৎ পরং ব্রহ্ম,
এতৎ পৃথিব্যাদেৱাকাশাস্ত্যন্ত সত্যন্ত সত্যম্ ॥২০৫॥১১॥

টীকা । প্রধানবাদিনঃ শঙ্কামনুজ্ঞোক্তবাক্যান নিরাকরোতি—অগ্নেরিত্যাदिना ।
ইতশ্চাক্ষরন্ত নাচেতনমিত্যাহ—কিঞ্চৈতি । নাস্তীত্যন্বয়প্রদর্শনম্ । অতোহন্ত্যদিত্তি বিশেষণ-
সিদ্ধমর্থনাহ—এতদিত্তি । অত্ৰা পূর্বে 'স্তমব্যাকৃতাदिपृथिव्यास्तং निगमनवाक्यामुदाहृत्या তন্ত
তাৎপর্যমাহ—এতন্মিহিত্তি । পরা কাষ্ঠা পরং পযাবসানং নাস্মাদুপরিষ্টাদধিষ্ঠানং কিঞ্চিদন্তী-
ত্যর্থঃ । তদেব পরমপুণ্যার্থমাহ—এষেতি । 'পূর্য্যায় পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ'
ইতি হি প্রত্যাহরম্ । ব্রহ্মাদাক্ষরাদন্তদন্তীতি চেদেহ্যাহ—এতদিত্তি । নতু চতুর্থং সত্যন্ত সত্যং
ব্রহ্ম ব্যাখ্যা তমক্ষরং তু নৈবনিত্তি চেদেহ্যাহ—এতৎ পৃথিব্যাদেৱিত্তি ॥২০৫॥১১॥

ভাষ্যানুবাদ :—হে গার্গি, সেই এই অক্ষর বস্তুটি অদৃষ্ট—দৃষ্টির বিষয়
নয়, এইজন্য কেহ তাঁহাকে দেখিতে পার না ; অথচ নিজে দৃষ্টিস্বরূপ বলিয়া
সকলের দ্রষ্টা । সেইরূপ, শ্রবণেন্দ্রিয়ের গ্রহণযোগ্য নয় বলিয়া অশ্রুত, অথচ
নিজে শ্রুতিস্বরূপ বলিয়া শ্রোতা । সেইরূপ, মনের অগোচর বলিয়া অমত,
কিন্তু নিজে মতিস্বরূপ ; এইজন্য সকল বিষয়ের মননকারী ; সেইরূপ, বুদ্ধির
অবিষয় বলিয়া অবিজ্ঞাত, অথচ নিজে জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া বিজ্ঞাতা বিশেষ-
রূপে জ্ঞাতা ।

অপিচ, এই অক্ষর ব্রহ্ম ভিন্ন অপর কোনও দ্রষ্টা—দর্শনকর্তা নাই ; পরন্তু
এই অক্ষর ব্রহ্মই সমস্ত দর্শন-ক্রিয়ার একমাত্র কর্তা ; এইরূপ এই অক্ষর ভিন্ন
অপর কিছু শ্রোতা নাই, পরন্তু এই অক্ষরই সর্বত্র শ্রবণ-ক্রিয়ার কর্তা ; এতদতি-
রিক্ত কেহ মন্তা—মননের—নানাবিধ চিন্তার কর্তা নাই ; পরন্তু এই অক্ষরই
সর্বত্র নিখিল মনোবৃত্তিদ্বারা মনন করিয়া থাকেন ; অক্ষরই বিজ্ঞাতা বুদ্ধিবৃত্তি-
রূপ বিজ্ঞানের কর্তা, এতদতিরিক্ত আর কেহ বিজ্ঞাতা নাই ; পরন্তু উক্ত অক্ষরই
বুদ্ধিসমষ্টির সাহায্যে বিজ্ঞান-ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকেন ; কিন্তু অচেতন
প্রধান (সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি) বা অত্ৰ কেহ বিজ্ঞাতা নহে । হে গার্গি, আকাশ

এই অক্ষরেই ওত ও প্রোত রহিয়াছে । নিশ্চয়ই যাহা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষস্বরূপ ব্রহ্ম, এবং যাহা অশনারাদি সমস্ত সংসার-ধর্মবিবর্জিত সর্বোত্তর আত্মা, এবং আকাশ যাহাতে ওত-প্রোত রহিয়াছে ; ইহাই জ্ঞাতব্যের পরা কাষ্ঠা বা চরম সীমা, ইহাই পরা গতি অর্থাৎ জীবের সর্বোৎকৃষ্ট শেষ গন্তব্য স্থান ; ইহাই পর ব্রহ্ম ; ইহাই—এই অক্ষরেই আকাশ হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত সমস্ত সত্যেরও (আপেক্ষিক সত্য বস্তুরও) সত্যস্বরূপ অর্থাৎ তাহার আশ্রয়ে থাকিয়াই অপর সকল বস্তু সত্যবৎ প্রতিভাত হইতেছে ॥২০৫॥১১॥

স। হোবাচ ব্রাহ্মণা ভগবন্তস্তদেব বহু মন্ত্বেধ্বং যদস্মান্নমস্কারেণ মুচ্যেধ্বম্, ন বৈ জাতু যুস্মাকমিমং কশ্চিদ্ ব্রহ্মোদ্বং জেতেতি, ততো হ বাচরুব্যপররাম ॥ ২০৬ ॥ ১২ ॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদি তৃতীয়াধ্যায়ে অষ্টমং ব্রাহ্মণম্ ॥৩॥৮॥

সম্বলার্থঃ ১—স। (বাচরুবী গার্গী) [ব্রাহ্মণান্ সম্বোধয়ন্তী] উবাচ হ—
হে ভগবন্তঃ ব্রাহ্মণাঃ, [যুস্মৎ] তৎ এব বহু মন্ত্বেধ্বং (সবহমানং অবগচ্ছত), যৎ নমস্কারেণ (পণিপাতমাত্রেন) অস্মাৎ (যাজ্ঞবল্ক্যাৎ) মুচ্যেধ্বং (বিমুক্তা ভবত); [কুতঃ ? যতঃ] যুস্মাকং মন্যে কশ্চিদ্ (কশ্চিদপি) ইমং ব্রহ্মোদ্বং (ব্রহ্মবাদিনং যাজ্ঞবল্ক্যাৎ) জাতু (কদাচিদপি) ন বৈ (নৈব) জেতা (বিজেম্যতি) ইতি । ততঃ (অনস্তরং) বাচরুবী (বাচরুকজ্জা গার্গী) উপররাম হ ॥২০৬॥১২॥

মূলানুবাদ ১—সেই গার্গী ব্রাহ্মণগণকে সম্বোধনপূর্বক বলিলেন—হে পূজনীয় ব্রাহ্মণগণ, তোমরা ইহাই যথেষ্ট মনে কর যে, কেবল নমস্কার করিয়াই তোমরা ইহার নিকট হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিলে ; অর্থাৎ ইহাকে জয় করার আশা দুরাশা মাত্র । কারণ, তোমাদের মধ্যে এমন কেহ নাই, যিনি কখনও এই ব্রহ্মবাদী যাজ্ঞবল্ক্যকে বিচারে পরাজিত করিতে পারেন । ইহার পর বাচরুবী (গার্গী) নিবৃত্ত হইলেন ॥ ২০৬ ॥ ১২ ॥

ইতি তৃতীয়াধ্যায়ে অষ্টম ব্রাহ্মণ ব্যাখ্যা ॥ ৩ ॥ ৮ ॥

শাকরভাষ্যম্ ১—স। হোবাচ—হে ব্রাহ্মণা ভগবন্তঃ শৃণুত মদীয়ং বচঃ—
তদেব বহু মন্ত্বেধ্বং (মন্ত্বেধ্বম্ ?), কিং তৎ ? যদস্মাদ্ যাজ্ঞবল্ক্যাৎ নমস্কারেণ মুচ্যেধ্বম্—অস্মৈ নমস্কারং কৃত্বা, তদেব বহু মন্ত্বেধ্বমিত্যর্থঃ ; অস্মদ্যন্ত মনসাপি

নাশংনীরঃ, কিমুত কার্যাতঃ । কস্মাৎ ? ন বৈ বুদ্ধ্যাকং মধ্যে জাতু কদাচিদপি
ইমং যাজ্ঞবল্ক্যং ব্রহ্মোক্তং প্রতি জ্ঞেতা । প্রার্থী চেন্নহং বক্ষ্যতি, ন বৈ জ্ঞেতা
ভবিতা—ইতি পূর্বমেব ময়া প্রতিজ্ঞাতম্ ; অতাপি মমায়মেব নিশ্চয়ঃ ব্রহ্মোক্তং
প্রতি এতত্তুল্যো ন কশ্চিৎ বিদ্বত ইতি । ততো চ বাচরূপায়রাম । ১

অত্রাস্তুর্যামিব্রাহ্মণে এতদ্বাক্তম্—যং পৃথিবী ন বেদ, যং সর্বাণি ভূতানি ন বিহু-
রিত্তি চ, যমস্তুর্যামিণং ন বিহুঃ, যেচন বিহুঃ, যচ্চ তদক্ষরং দর্শনাদি ক্রিয়াকর্তৃত্বেন
সর্বেষাং চেতনাধাতুরিত্যুক্তম্ ; কস্ত এবাং বিশেষঃ ? কিং বা সামান্যম্ ? ইতি । ২

তত্র কেচিদাচক্ষতে—পরশ্চ মহাসমুদ্রস্থানীয়শ্চ ব্রহ্মণোহক্ষরস্তাপ্রচলিতস্বরূপশ্চ
ঈষৎপ্রচলিতাবস্থা অস্তুর্যামী ; অত্যন্তপ্রচলিতাবস্থা ক্ষেত্রজঃ,—যন্তং ন বেদ
অস্তুর্যামিণম্ ! তথা অত্যাঃ পঞ্চাবস্থাঃ পরিকল্পয়ন্তি ; তথা অষ্টাবস্থা ব্রহ্মণো
ভবন্তীতি বদন্তি । অগ্রে অক্ষরশ্চ শক্তয় এতা ইতি বদন্তি, অনন্তশক্তিমদক্ষরমিতি
চ । অগ্রে তু অক্ষরশ্চ বিকারা ইতি বদন্তি । ৩

অবস্থা-শক্তি তাবল্লোপপত্ত্বতে, অক্ষরশ্চ অশনাগাদি-সংসারধর্মাভীতত্বশ্রুতেঃ ;
নহি অশনাগাতীতত্বম্ অশনাগাদিধর্মবদবস্থাবস্ত্বং চৈকশ্চ যুগপদ্বপপত্ত্বতে ; তথা
শক্তিমত্বঞ্চ । বিকারাবয়বত্বে চ দোষাঃ প্রদর্শিতাশ্চতুর্থো ; তস্মাদেতা অসত্যাঃ
সর্বাঃ কল্পনাঃ । ৪

কস্তহি ভেদ এষাম্ ? উপাধিকৃত ইতি ক্রমঃ ; ন স্বত এবাং ভেদঃ অভেদো
বা, সৈক্যবচনবৎ প্রজ্ঞানঘনৈকরসস্বাভাব্যাৎ, “অপূর্বমনপরমনস্তরমবাহম্” “অয়-
মাত্মা ব্রহ্ম” ইতি চ শ্রুতেঃ ; “স বাহ্যভ্যন্তরো হৃদয়ঃ” ইতি চাথর্কণে । তস্মান্নিক-
পাধিকস্তাত্মনো নিক্রপাধ্যাত্মাৎ নিবিশেষত্বাৎ একত্বাচ্চ “নেতি নেতি” ইতি ব্যপ-
দেশো ভবতি ; অবিজ্ঞা-কাম-কর্ম্মবিশিষ্টকার্য্য-করণোপাদিরাত্মা সংসারী জীব
উচ্যতে ; নিত্যনিরতিশয়জ্ঞানশক্ত্যুপাদিরাত্মাস্তুর্যামীশ্বর উচ্যতে ; স এব নিক্র-
পাধিঃ কেবলঃ শুদ্ধঃ স্বেন স্বভাবেন অক্ষরং পর উচ্যতে । তথা হিরণ্যগর্ভা-
ব্যাকৃতদেবতাজ্ঞাপিণ্ডমবুদ্যতির্য্যক্প্রতাদিকার্য্যকরণোপাধিবিশিষ্টস্তদাধ্যাত্মজপো
ভবতি । তথা “তদেজ্জতি” ইতি ব্যাখ্যাতম্ । তথা “এষ ত আত্মা” “এষ সর্ব-
ভূতাস্তুরাত্মা” “এষ সর্বেষু ভূতেষু গৃঢ়ঃ” “তত্ত্বমসি” “অহমেবেদং সর্বম্” “আত্মেবেদং
সর্বম্” “নাহ্নোহতোহস্তি দ্রষ্টা” ইত্যাদিশ্রুতয়ো ন বিরূধ্যন্তে ; কল্পনাস্তরেষেতাঃ
শ্রুতয়ো ন গচ্ছন্তি । তস্মাদুপাধিভেদেনৈবৈবাং ভেদঃ, নাত্থা, “একমেবাদ্বিতীয়ম্”
ইত্যবধারণাং সর্বোপনিষৎস্ব ॥২০৬॥১২॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদি তৃতীয়াধ্যায়শ্চাষ্টমং ব্রাহ্মণম্ ॥ ৩ ॥ ৮ ॥

টীকা। কিং তদ্বচনং, তদাহ—তদেবেতি । বহমানবিষয়ভূতং বস্তু পৃচ্ছতি—কিং তদিত্তি । যদাদৌ মদীয়ং বচনং, তদেব বহমানযোগ্যমিত্যাহ—ঘদিত্তি । তদ্ব্যাকরোতি—অশ্মা ইতি । নমস্কারং কৃত্বাহস্মাদমুজ্জাং প্রাপ্যোতি শেবঃ । তদেবেতি প্রাথমিকবচেনাত্তিঃ । কিমিত্তি তদীয়ং পূৰ্ব্বং বচো বহ মস্ত্যামহে, জ্ঞেতুং পুনরিমমাণাস্থহে, নেত্যাহ—জয়স্বিত্তি । তত্র প্রথ-পূৰ্ব্বকং পূৰ্ব্বোক্তমেব বহমানবিষয়ভূতং বাক্যমবতারাং ব্যাচষ্টে—কস্মাদিত্যাদিনা । পরাশ্রিত্যায় গার্গা বচো নোপাদেয়মিত্যাশঙ্ক্যাহ—প্রশ্নো চেদিত্তি । ততশ্চ প্রশ্ননির্ণয়াদ্ যাজ্ঞবল্ক্যস্তাপ্রকল্প্যত্বং প্রতিপাদ্য ব্রাহ্মণান্ প্রতি হিতং চোক্তে, ত্যর্থঃ । ১

অন্তর্ধামী ক্ষেত্রজোহকরমিত্যেতেষামবাস্তুরবিশেষপ্রদর্শনার্থং প্রকৃতত্বং দর্শয়তি—অত্রাস্ত-ধামীতি । তত্রাস্তর্ধামিণঃ প্রকৃতত্বং প্রকটয়তি—যানীতি । ক্ষেত্রজন্তু প্রকৃতত্বং শ্রুটয়তি—যে চেতি । অকরন্তু প্রকৃতত্বং প্রত্যায়য়তি—যচেতি । সর্কেষাং বিষয়াণাং দর্শনশ্রবণাদিক্রিয়া-কর্তৃত্বেন চেতনাধাতুরিত্তি যন্তদকরমুত্তমিত্যর্থঃ । তেষু বিচারমবতারয়তি—কথিত্তি । ২

তন্মিহ বিচারে স্বধ্ব্যমতমুখাপয়তি—তদ্রোতি । ক্ষেত্রজন্তুপ্রকৃতত্বশঙ্কাং বারয়তি—যন্তমিত্তি । যথা পরশ্রামনোহন্তর্ধামী জীবন্তেত্যবস্থে যে কলোতে, তথা তন্ত্রৈবান্তাঃ পঞ্চাবস্থাঃ পিণ্ডো জাতিবিরাহে সূত্রং দৈবমিত্যেবালক্ষণা মহাত্মতসংস্থানভেদেন কল্পয়ন্তীত্যাহ—তথেষতি । উক্তরীত্যা কল্পনারাং পিণ্ডো জাতিবিরাহে সূত্রং দৈবমব্যাকৃতং সাক্ষী ক্ষেত্রজন্তেত্যষ্টাবস্থা ব্রহ্মণো ভবন্তীতি বদন্তঃ পরিকল্পয়ন্তীতি সঙ্কটঃ । অবস্থাপক্ষমুদ্রা শক্তিগক্ষমাহ—অন্ত ইতি । তুশঙ্কেনাবয়বপক্ষং দর্শয়ন্ বিকারপক্ষং নিক্রিপতি—অন্তে ইতি । ৩

তত্র পক্ষঘয়ং প্রত্যাহ—অবস্থেতি । অন্তর্ধামিপ্রভৃतीনামিত্তি শেবঃ । তন্তু সাংসারিক-ধর্ম্মাতীতত্বশ্রুতাবপি কথমবস্থাবত্বং বা ন সিধ্যতীত্যশঙ্ক্যাহ—ন ইতি । অবশিষ্টপক্ষঘরনিরা-করণং প্রাগেব প্রকৃতং প্রারয়তি—বিকারেতি । পরপক্ষনিরাকরণমুপসংহরতি—তস্মাদিত্তি । ৪

পরকীয়কল্পনাসম্ভবে পৃচ্ছতি—কস্তহীতি । উত্তরমাহ—উপাধীতি । আত্মনি স্বতো বিশেষাভাবে হেতুমাহ—সৈকবেতি । তত্রৈব হেতুস্তরমাহ—অপূৰ্ব্বমিত্তি । বাহুং কার্যমাত্মান্তরং করণং ভাত্যং কল্পিতাত্ম্যং সহাধিষ্ঠানত্বেন সত্তাশ্রুতিপ্রদত্তা বর্ততে ব্রহ্ম, স্বভাবতস্ত জন্মাদিসর্ববিক্রিয়াশূন্তং কুটস্থং তদিত্যাধর্ষণশ্রুতেরর্থঃ । আত্মনি স্বতো বিশেষানবগমে ফলিতমাহ—তস্মাদিত্তি । নিরূপাধ্যত্বং বাচ্যং মনসাং চাগোচরত্বম্ । তত্র নির্বিশেষত্বমেকত্বং চ হেতুঃ । নিরূপাধিকন্তেতি নির্বিশেষত্বং সাধয়িতুমুক্তম্ । তত্র চ বীজাবাক্যং প্রমাণং কৃতম্ । কথং পুনরেবম্বিধন্ত বস্তুনঃ সাংসারিকং, তদ্রাহ—অবিচেতি । তৈর্কিংশিষ্টং যৎ কার্য-করণং, তেনোপাধিনোপহিতঃ পরমাত্মা জীবঃ সাংসারীতি চ ব্যপদেশভাগ্ভবতীত্যর্থঃ । তথাপি কথং তত্রাস্তর্ধামিত্বং, তদাহ—নিত্যেতি । নিত্যং নিরতিশয়ং সর্বত্রাপ্রতিবন্ধং জ্ঞানং, তন্মিহ সত্ত্বপরিণামে সত্ত্বপ্রধানা মায়ালজিতরূপাধিভ্বেন বিশিষ্টঃ সন্ন্যাসৈকরোহন্তর্ধামীতি চোচ্যত-ইত্যর্থঃ । ৫

কথং তর্হি তন্মিহকরণকপ্রবৃত্তিস্তদ্রাহ—স এবেষতি । নিরূপাধিত্বং শুদ্ধত্বে হেতুঃ কেবলত্বম-বিতীয়ত্বম্ । তথাপি কথং তত্র হিরণ্যগর্ভাদিশকপ্রত্যাবিত্যাশঙ্ক্যাহ—তথেষতি । যথৈকশ্লিষ্মেব

পরশ্মিগ্নানি কল্পিতোপাধিগ্রহণং নানাং, তথা তদেজ্জতি তন্নৈজজীত্যাदि वाक्यामाश्रित्या
 आगेवोक्तमित्याह—तथेति । कल्पनया परं नानां वस्तुतैश्चकण्यमित्याह श्रुतीरुक्त-
 हरति—तथेत्यादिना । अवस्थाशक्तिविकारावयवपक्षेऽपि यथोक्तश्रुतीनामुपपत्तिमाशङ्क्याह—
 कल्पनास्तरेष्विति । उपपत्तिकोऽस्तुर्धाम्यादिभेदे न स्वाभाविक इत्युपसंहरति—तन्मादिति ।
 अतो वस्तुनि नास्ति भेदः, किंश्चैकग्रन्थमेवेत्याह हेतुमाह—एकमिति ॥२०७॥१२॥

इति बृहदारण्यकোपनिषद्वाक्यटीकायां तृतीयाध्यायकाष्ठमं ब्राह्मणम् ॥८॥८॥

ভাষ্যানুবাদ :—সেই গার্গী ব্রাহ্মণগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—
 হে পূজনীয় ব্রাহ্মণগণ, তোমরা আমার কথা শ্রবণ কর,—তোমরা ইহাই যথেষ্ট
 মনে কর । ইহা কি ? না, তোমরা যে, এই যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট কেবল নমস্কার
 মাত্র—ইহাকে কেবল নমস্কার করিয়াই পরিজ্ঞান পাইয়াছ, ইহাই খুব বেশী
 মনে কর ; ইহাকে জয় করিবার আশা মনেও করিও না, জয় করা ত দূরের কথা ;
 কারণ ? যেহেতু তোমাদের মধ্যে কেহ কখনও এই যাজ্ঞবল্ক্যের ব্রহ্মব্যাখ্যা
 লব্ধক্কে বিজ্ঞতা নাই । আমি পূর্বেই প্রতিজ্ঞাপূর্বক বলিয়াছি যে, যাজ্ঞবল্ক্য যদি
 আমার এই প্রশ্ন দুইটির উত্তর দিতে পারে, তাহা হইলে আর কেহই ইহাকে জয়
 করিতে পারিবে না ; এখনও আমার স্থির বিশ্বাস যে, ব্রহ্মবাদিত্তে—ব্রহ্মতত্ত্ব
 ব্যাখ্যানে ইহার তুল্য কেহ নাই । তাহার পর বাচস্পতী নিবৃত্ত হইলেন । ১

এই অন্তর্যামী ব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে যে, পৃথিবী যাহাকে জানে না এবং
 সমস্ত ভূতবর্গও যাহাকে জানে না ইত্যাদি । এখানে, যে অন্তর্যামীকে
 যাহারা জানে না, এবং যাহা সেই অক্ষর—সকলের দর্শনাদি ক্রিয়া নির্বাহ
 করেন বলিয়া সকলের চৈতন্যধারক নামে কথিত হইলেন ; জিজ্ঞাসা করি—এ
 সমস্তের মধ্যে পরস্পর বিশেষত্ব—পার্থক্যই বা কি আছে ? এবং সামান্য বা
 সাধারণ ধর্মই বা কি আছে ? ২

ইহার উত্তরে কেহ কেহ বলেন—অচঞ্চলাবস্থ অক্ষরসংজ্ঞক পরব্রহ্ম হইতেছেন
 —মহাসমুদ্রস্থানীয় ; তাহারই যে, কিঞ্চিং পরিস্পন্দনাবস্থা, তাহার নাম—
 অন্তর্যামী ; তাহার যে অত্যন্ত বিকৃষ্টাবস্থা, যাহা সেই অন্তর্যামীকে জানে না,
 তাহার নাম—ক্ষেত্রজ (জীব) । তাহারাই এইরূপ আরও পাঁচটি অবস্থা কল্পনা
 করিয়া থাকেন ; এবং বলেন যে, ব্রহ্মের এইরূপ আট প্রকার অবস্থা ঘটিয়া
 থাকে । আবার অপর শ্রেণীর লোকেরা বলেন—একমাত্র অক্ষর ব্রহ্মই অনন্ত-
 শক্তিসম্পন্ন ; অপর সমস্তই তাহার বিশেষ বিশেষ শক্তিমাত্র । অত্র সম্প্রদায়
 আবার বলেন—এ সমস্তই অক্ষর ব্রহ্মের বিকার বা পরিণতিবিশেষ মাত্র । ৩

এ সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, প্রথমতঃ ব্রহ্মের অবস্থা বা শক্তি কল্পনাই সম্ভব হয় না; কেন না, শ্রুতি বলিতেছেন যে, এই অক্ষর ব্রহ্ম সাংসারিক সর্ব-ধর্ম-বিবর্জিত; কারণ, একই পদার্থে একই সময়ে অশনারাদি সংসারধর্মের অভাব ও সম্ভাব কখনই উপপন্ন হইতে পারে না; সেইরূপ, শক্তি-পক্ষও সম্ভব হয় না; আর বিকার বা অবয়ব কল্পনার পক্ষে, যে সমস্ত দোষের সম্ভাবনা হয়, তাহা চতুর্থ শ্রুতিতেই কথিত হইয়াছে। অতএব উপরে, যে সমস্ত কল্পনার উল্লেখ হইল, সে সমস্তই অসত্য বা অসম্ভব । ৪

ভাল, তাহা হইলে, অক্ষর ও অন্তর্যামী প্রভৃতির মধ্যে প্রভেদ কি? আমরা বলি কেবল উপাধি দ্বারা উহাদের ভেদ, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহাদের মধ্যে ভেদ বা অভেদ কিছুই নাই; কারণ, 'তঁাহার আদি নাই, অন্ত নাই, এবং অন্তর নাই ও বাহির নাই', 'এই আত্মা ব্রহ্মস্বরূপ' ইত্যাদি শ্রুতি হইতে এবং 'তিনি বাহ্য ও আন্তর সর্ববিধ সম্বন্ধশূন্য ও অন্মরহিত' এই আত্মকরণ বাক্য হইতেও জানা যায় যে, নৈকবচনের দ্বারা জ্ঞানই তঁাহার একমাত্র স্বাভাবিক রূপ। অতএব উপাধিরহিত আত্মা বা ব্রহ্ম নির্বিশেষ (নির্গুণ) নিরূপাখ্য ও বাক্যের অগোচর অর্থাৎ 'তিনি এই প্রকার' এই বলিয়া নির্দেশের অব্যোজ্য, এবং এক অদ্বিতীয়; এই অল্প "নেতি নেতি" অর্থাৎ ইহা নহে—ইহা নহে এই প্রকারে তঁাহার নির্দেশ করা হইয়া থাকে। আর অবিজ্ঞা, কাম ও তদনুগত কৰ্ম্মবিশিষ্ট দেহেন্দ্রিয়াদি-উপাধিযুক্ত আত্মা সংসারী—জন্ম-মরণাদি-সম্পন্ন জীব নামে অভিহিত হইয়া থাকে; সেই আত্মাই আবার নিত্য নিরতিশয় (বাহ্য অপেক্ষা অধিক হইতে পারে না, তাদৃশ) শক্তি সংযোগে অন্তর্যামী ঈশ্বর বলিয়া কথিত হন; সেই আত্মাই আবার যখন সর্বোপাধিরহিত শুদ্ধ স্বরূপে নির্দিষ্ট হন, তখন 'অক্ষর' পরমাত্মা বলিয়া উক্ত হন; এইরূপ, জ্ঞান ও দেহ-বিশেষের সহিত সম্বন্ধানুসারেও বিভিন্ন নাম ও বিভিন্ন আকৃতিসম্পন্ন হিরণ্যগর্ভ অব্যাকৃত (প্রধান) ও দেবতা-নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। 'তিনি সক্রিয় হইয়াও নিষ্ক্রিয়' একথার ব্যাখ্যা পূর্বেই বলা হইয়াছে। বিশেষতঃ এইরূপ ব্যাখ্যা গ্রহণ করিলেই—'তিনিই তোমার আত্মা', 'ইনি সর্বভূতের আত্মা', 'ইনি সর্বভূতের অভ্যন্তরে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত', 'তুমি তৎস্বরূপ', 'আমিই—আত্মাই এই সমস্ত' 'আত্মাই এই সমস্ত বস্তু', 'ইহার অল্প কোনও ভ্রষ্টা নাই' ইত্যাদি শ্রুতিসমূহও বিরুদ্ধ হয় না; কিন্তু অজ্ঞান কল্পনাপক্ষে এই সমস্ত শ্রুতির কিছুতেই সামঞ্জস্য রক্ষা হয় না। অতএব স্মারক করিতে হইবে যে, উপাধিভেদেই এ সমস্তের ভেদ,

কিন্তু স্বরূপতঃ নহে ; কারণ, সমস্ত উপনিষৎশাস্ত্রে ব্রহ্মের এক অদ্বিতীয়ভাবেই
অবধারিত হইয়াছে ॥ ২০৬ ॥ ১২ ॥

তৃতীয়াধ্যায়ে অষ্টম ব্রাহ্মণ ভাষ্যানুবাদ ॥ ৩ ॥ ৮ ॥

—

নবমঃ ব্রাহ্মণম্।

আভাসভাষ্যম্ ১—অথ হৈনং বিদগ্ধঃ শাকল্যঃ পপ্রচ্ছ। পৃথিব্যাदीनां सूक्ष्मतारतम्याक्रमेण पूर्वञ्च पूर्वश्रोतुरन्विन्नूतुरन्विन् ওতপ্রোতভাবে কথয়न् সর্বাস্তরং ব্রহ্ম প্রকাশিতবান্। তন্ত চ ব্রহ্মণো ব্যাকৃতবিষয়ে সূত্রভেদেষু নিয়ন্তৃত্ব-মুক্তম্—ব্যাকৃতবিষয়ে ব্যাকৃতরং লিঙ্গমিতি। তত্রৈব ব্রহ্মণঃ সাক্ষাদপরোক্ষভে-নিয়ন্তব্যদেবতাভেদ-সঙ্কোচবিকাশদ্বারেণাধিগন্তব্যো—ইতি তদর্থং শাকল্য-ব্রাহ্মণমারভ্যতে—

আভাসভাষ্য-টীকা। ব্রাহ্মণান্তরমুখাপয়তি—অথেতি। গার্গিপ্রশ্নে নির্ণীতে তয়া ব্রহ্মবদনং প্রত্যোতত্তুল্যো নাস্তীতি সর্বান্ প্রতি কণনানন্তর্যমধশকার্থঃ। সঙ্গতিং বক্তুং বৃত্তং কীর্তয়তি—পৃথিব্যাदीনামিতি। যৎ সাক্ষাদিত্যাदि প্রস্তুত্যা সর্বাস্তরত্বনিরূপণদ্বারা সাক্ষিহাদিকমার্থিকং ব্রাহ্মণত্রেয়ে নির্দ্ধারিতমিত্যর্থঃ। অন্তর্ভামিব্রাহ্মণে মুখতো নিদ্দিষ্টমর্থমমুদ্রবতি—তন্ত চেতি। নামরূপাভ্যাং ব্যাকৃতো বিষয়ো বৈতপ্রপঞ্চস্তত্র সূত্রস্ত ভেদা যে পৃথিব্যাদয়ন্তেষু নিয়ম্যেব নিয়ন্তৃত্বং তশ্চোক্তমিতি যোজনা। কিমিতি ব্যাকৃতবিষয়ে নিয়ন্তৃত্বমুক্তমিতি, তত্রাহ—ব্যাকৃতেন্ভি। তত্র হি পরতন্তস্ত পৃথিব্যাদেগ্রহণং নিয়ম্যাহে স্পষ্টতরং লিঙ্গমিতি তত্রৈব নিয়ন্তৃত্বমুক্তমিত্যর্থঃ। বৃত্তমনুগোত্তরস্ত ব্রাহ্মণস্ত তাৎপর্যমাহ—তত্রৈবেতি। নিয়ন্তব্যানাং দেবতাভেদানাং প্রাণান্তঃ সঙ্কোচো বিকাশশ্চানন্ত্যাপর্যন্তঃ, তদ্বারা প্রকৃতশ্চৈব ব্রহ্মণঃ সাক্ষাৎপদোক্ষভে স এব নেতি নেত্যাশ্চেত্যাदिनाधिगन्तव्यो इति वृत्ता प्रथमं देवतासङ्कोच-विकासोक्तिरनन्तरं वस्तुनिर्देश इत्येतदर्थमेतद्ब्रह्मणमित्यर्थः।

আভাসভাষ্যানুবাদ ১—“অথ হৈনং বিদগ্ধঃ শাকল্যঃ পপ্রচ্ছ” ইত্যাদি [ব্রাহ্মণ আরম্ভের তাৎপর্য এই]—সূক্ষ্মতার তারতম্যানুসারে অর্থাৎ ভূতমাত্রই তদপেক্ষা সূক্ষ্ম ভূতের মধ্যে নিহিত থাকে ; এই নিয়মানুসারে পৃথি-ব্যাदि পদার্থগুলির মধ্যে পূর্ব পূর্ব ভূতগুলির পরবর্তী ভূতসমূহে ওতপ্রোত ভাবে অবস্থিতি নির্দেশ করাতেই ব্রহ্মের সর্বাস্তরভাব জ্ঞাপন করা হইয়াছে ; তাহার পর, স্থূল জগতে নিয়ম্য-নিয়ামকভাবে বুঝিবার উপায় সুস্পষ্ট থাকায় প্রথমে বিভিন্নপ্রকার স্থূল পদার্থে ব্রহ্মের নিয়ন্তৃত্ব বলা হইয়াছে। অতঃপর নিয়ন্তব্য দেবতাগণের যে বিভাগ প্রসিদ্ধ আছে, তাহার সংকোচন ও প্রসারণ দ্বারা সেই ব্রহ্মেরই সাক্ষাৎসম্বন্ধ ও অপরোক্ষভাব অর্থাৎ অব্যবহিতত্ব ও প্রত্যক্ষত্ব প্রদর্শন করা আবশ্যক হইয়াছে ; এই জন্য এই ‘শাকল্য-ব্রাহ্মণ’ আরম্ভ হইতেছে—

অথ হৈনং বিদগ্ধঃ শাকল্যঃ পপ্রচ্ছ—কতি দেবা যাজ্ঞ-
বল্কেতি, স হৈতয়ৈব নিবিদা প্রতিপেদে, যাবন্তো বৈশ্বদেবস্ত
নিবিদ্য্যন্তে—ত্রয়শ্চ ত্রী চ শতা, ত্রয়শ্চ ত্রী চ সহস্রেতি, ওমিতি
হোবাচ । কতেব দেবা যাজ্ঞবল্কেতি, ত্রয়স্ত্রিংশদিত্যোমিতি
হোবাচ ; কতেব দেবা যাজ্ঞবল্কেতি ষড়্ভিতি, ওমিতি হোবাচ ;
কতেব দেবা যাজ্ঞবল্কেতি, ত্রয় ইতি, ওমিতি হোবাচ, কতেব
দেবা যাজ্ঞবল্কেতি, দ্বাবিতি, ওমিতি হোবাচ ; কতেব দেবা যাজ্ঞ-
বল্কেতি, অধ্যর্ক ইতি, ওমিতি হোবাচ ; কতেব দেবা যাজ্ঞ-
বল্কেতি, এক ইতি, ওমিতি হোবাচ । কতমে তে ত্রয়শ্চ ত্রী চ
শতা ত্রয়শ্চ ত্রী চ সহস্রেতি ॥ ২০৭ ॥ ১ ॥

সম্বলসার্থঃ ১—অথ (গার্গীবিরামানন্তরম্) বিদগ্ধঃ (বিদ্বান্) শাকল্যঃ
(তন্মামকঃ ব্রাহ্মণঃ) পপ্রচ্ছ—হে যাজ্ঞবল্ক্য, দেবাঃ কতি (কিয়ৎসংখ্যাকাঃ) ?
ইতি । সঃ (এবং পৃষ্টঃ যাজ্ঞবল্ক্যঃ) এতন্মা (বক্ষ্যমাণমা) নিবিদা—(নিবিৎ
নাম—বৈশ্বদেবযোগ-প্রকরণস্থানি দেবতাসংখ্যাবাচকানি কানিচিৎ মন্ত্রপদানি, তন্মা)
এব প্রতিপেদে (প্রতিজ্ঞাতবান্—তদন্তরং দত্তবানিত্যর্থঃ) । [কিং তদিত্যাহ—]
বৈশ্বদেবস্ত (বৈশ্বদেবাখ্যাযোগস্ত) নিবিদি (দেবতাসংখ্যাবাচকে শব্দার্থে মন্ত্রে)
যাবন্তঃ (যাবৎসংখ্যাকাঃ দেবাঃ) উচ্যন্তে—ত্রয়ঃ চ (ত্রিত্বসংখ্যাবস্তঃ দেবাঃ),
ত্রী (ত্রীণি) শতা (শতানি) চ [দেবানাম্], তথা ত্রয়ঃ চ ত্রী (ত্রীণি)
সহস্রা (সহস্রানি) চ [দেবানাম্ ; এতাবস্তঃ দেবা ইত্যর্থঃ] । ততশ্চ শাকল্যঃ
ওম্-ইতি উবাচ (তদন্তরমঙ্গীচকার ইত্যর্থঃ) । [এবংমেবাং মধ্যমা সংখ্যা উক্তা ।
সম্প্রতি ততোহপি ন্যূনসংখ্যাং জিজ্ঞাসতে শাকল্যঃ—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, দেবাঃ
কতি (কিয়ৎসংখ্যাকাঃ) এব (নিশ্চয়ে) ? ইতি । [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] ত্রয়স্ত্রিংশৎ
(ত্রয়স্ত্রিংশৎসংখ্যকা দেবা ইত্যর্থঃ) ইতি । [শাকল্যঃ উবাচ]—ওম্ ইতি (তন্মা
ষড়্ভুক্তং, তৎ সত্যমিত্যর্থঃ) । [ততোহপি ন্যূনসংখ্যাং জিজ্ঞাসিতুং পৃচ্ছতি
শাকল্যঃ—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, দেবাঃ কতি এব ? ইতি । [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] ষট্ (ষট্-
সংখ্যকা দেবাঃ) ইতি ; [শাকল্যঃ] ওম্—ইতি উবাচ । [শাকল্যঃ পুনর-
প্যাহ—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, দেবাঃ কতি এব ? ইতি ; [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] ত্রয়ঃ
ইতি ; [শাকল্যঃ] ওম্ ইতি উবাচ হ । [পুনঃ প্রশ্নঃ—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, দেবাঃ

কতি এব ? ইতি ; [উত্তরম্—] ধৌ এব ইতি ; [শাকল্যঃ] ওম্—ইতি উবাচ হ । [পুনরপি প্রশ্নঃ—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, দেবাঃ কতি এব ? ইতি ; [উত্তরম্—] অধ্যর্কঃ (অর্ধাদিক একঃ—সর্ধ ইত্যর্থঃ), [শাকল্যঃ] ওম্ ইতি উবাচ হ । [পুনঃ প্রশ্নঃ] হে যাজ্ঞবল্ক্য, দেবাঃ কতি এব ? ইতি ; [উত্তরম্—] একঃ (এক এব দেব ইত্যর্থঃ) ; [শাকল্যঃ] ওম্—ইতি উবাচ হ । [পূর্বে দেবানাং সংখ্যাবিষয়কঃ প্রশ্ন উক্তঃ, সম্ভ্রতি তু সংখ্যায়-বিষয়কঃ প্রশ্নঃ প্রবর্ততে ।] [হে যাজ্ঞবল্ক্য,] তে (ত্বহুজ্ঞাঃ দেবাঃ) কতমে “ত্রয়শ্চ ত্রীচ শতা, ত্রয়শ্চ ত্রীচ সহস্রা—ইতি” (ত্বয়া যে দেবাঃ উক্তাঃ, তে নামতঃ স্বরূপশ্চ কে কে ? ইত্যর্থঃ) ॥২০৭॥১॥

মূলানুবাদ :—গার্গী নিবৃত্ত হইলে পর, পণ্ডিত শাকল্যনামক ঋষি প্রশ্ন করিলেন ।—হে যাজ্ঞবল্ক্য, দেবতার সংখ্যা কত ? যাজ্ঞবল্ক্য পশ্চাদুক্ত নিবিদের সাহায্যেই ইহার উত্তর স্থির করিলেন । [নিবিদ্ অর্থ—বৈশ্বদেব যাগোক্ত দেবতা-সংখ্যাবাচক কতকগুলি মন্ত্র] । [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] বৈশ্বদেব প্রকরণে ‘নিবিদে’ (মন্ত্রে) যে পরিমাণ দেবতা-সংখ্যা উক্ত আছে, [সেই পরিমাণ হইতেছে—] তিন ও তিন শত এবং তিন হাজার তিন । শাকল্য বলিলেন—ওম্ (হ্যাঁ, সত্য) । [শাকল্য পুনর্ব্বার দেবতা সংখ্যার নূন পরিমাণ লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, দেবতার সংখ্যা কত ? [তিনি বলিলেন—] তেত্রিশ ; শাকল্য বলিলেন—ওম্ । পুনশ্চ শাকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন—হে যাজ্ঞবল্ক্য, দেবতার সংখ্যা কত ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—ছয় ; [শাকল্য বলিলেন—] ওম্ (হ্যাঁ, ইহা সত্য) । [শাকল্য পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, দেবতার সংখ্যা কত ? [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] তিন ; [শাকল্য বলিলেন—] ওম্ । [শাকল্য পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, দেবতার সংখ্যা কত ? [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] দুই ; [শাকল্য] ‘ওম্’ বলিয়া স্বীকার করিলেন । [শাকল্য] আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—হে যাজ্ঞবল্ক্য, দেবতার সংখ্যা কত ? [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] অর্ধাদিক—দেড় ; শাকল্য এবারও ‘ওম্’ বলিয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন । [শাকল্য পুনশ্চ] জিজ্ঞাসা করিলেন—হে যাজ্ঞবল্ক্য, দেবতার সংখ্যা কত ? [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] এক ; [শাকল্য

তাহাও] ‘ওম্’ বলিয়া স্বীকার করিলেন । [অতঃপর যথোক্ত সংখ্যা-
বিশিষ্ট দেবতাগণের স্বরূপ জিজ্ঞাসায়] প্রশ্ন করিলেন—[হে যাজ্ঞবল্ক্য,
তোমার কথিত] সেই তিন শত তিন ও তিন সহস্র তিন দেবতা
কে কে ॥ ২০৭ ॥ ১ ॥

শাকল্যভাষ্যম্ :—অথ হৈনং বিদগ্ধ ইতি নামতঃ, শকলশ্রাপত্যং শাকল্যঃ,
পপ্রচ্ছ—কতিসংখ্যাকা দেবাঃ, হে যাজ্ঞবল্ক্যোতি । স যাজ্ঞবল্ক্যঃ, হ কিম, এতদ্বৈব
বক্ষ্যমাণরা নিবিদা প্রতিপেদে সংখ্যাম্, যাং সংখ্যাং পৃষ্টবান্ শাকল্যঃ । যাবন্তঃ
যাবৎসংখ্যাকা দেবাঃ বৈশ্বদেবস্ত শস্ত্রস্ত নিবিদি—নিবিদ্যাম দেবতাসংখ্যাবাচকানি
মন্ত্রপদানি কানিচিৎ বৈশ্বদেবে শস্ত্রে শস্ত্রে, তানি নিবিৎসংজ্ঞকানি ; তস্তাং
নিবিদি যাবন্তো দেবাঃ ঐরন্তে, তাবন্তো দেবা ইতি ।

কা পুনঃ সা নিবিদ্—ইতি তানি নিবিৎপদানি প্রদর্শ্যন্তে—ত্রয়শ্চ ত্রী চ শতা,
ত্রয়শ্চ দেবাঃ, দেবানাং ত্রী চ ত্রীণি চ শতানি ; পুনরপ্যেবং, ত্রয়শ্চ ত্রী চ সহস্রা
সহস্রাণি, এতাবন্তো দেবা ইতি, শাকল্যোহপি ওমিতি হোবাচ । এবমেবাং মধ্যমা
সংখ্যা সম্যক্তয়া জ্ঞাতা, পুনস্তেবামেব দেবানাং সঙ্কোচবিষয়াং সংখ্যাং পৃচ্ছতি
—কতোব দেবা যাজ্ঞবল্ক্যোতি । ত্রয়ত্রিংশৎ, ষট্, ত্রয়ঃ, দ্বৌ, অধ্যর্কঃ, এক ইতি ।
দেবতাসঙ্কোচবিকাশবিষয়াং সংখ্যাং পৃষ্ট্বা পুনঃ সংখ্যায়স্বরূপং পৃচ্ছতি—কতমে তে
ত্রয়শ্চ ত্রী চ শতা, ত্রয়শ্চ ত্রী চ সহস্রেতি ॥ ২০৭ ॥ ১ ॥

টীকা । ব্রাহ্মণারম্ভমেবমুক্তা । তদকরাণি ব্যাকরোতি—অথেনাদিনা । নিবিদি ঐরন্তে
তাবন্তো দেবা ইত্যন্তরত্র সম্বন্ধঃ । কেয়ং নিবিদিতি পৃচ্ছতি—নিবিদ্যামেতি । উত্তরমাহ—
দেবতেতি । পদার্থমুক্তা । বাক্যার্থঃ কথয়তি—তস্তামিতি । যতপি ভাষ্যে নিবিদ্যাখ্যাতা,
তথাপি প্রশ্নদ্বারা শ্রুত্যা তাং ব্যাখ্যাতি—কা পুনরিত্যাদিনা । অনুজ্ঞাবাক্যং ব্যাকরোতি—
এবমিতি । মধ্যমা সংখ্যা বড়ধিকত্রিশতাধিক-ত্রিসহস্রলক্ষণা । কতোবেতাদিপ্রশ্নানাং পূর্বপ্রশ্নেন
গৌনরূপ্যমাশঙ্ক্য পরিহরতি—পুনরিত্যাদিনা । কতমে তে ত্রয়শ্চেতাদিপ্রশ্নস্ত বিবরণভেদং
দর্শয়তি—দেবতেতি ॥ ২০৭ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ :—অতঃপর বিদগ্ধ (পণ্ডিত) শাকল্য—শকল ঋষির
পুত্র প্রশ্ন করিলেন—হে যাজ্ঞবল্ক্য, দেবতা কতগুলি ? অর্থাৎ দেবতার সংখ্যা
কত ? সেই যাজ্ঞবল্ক্য বক্ষ্যমাণ নিবিদের দ্বারাই শাকল্যের জিজ্ঞাসিত দেবতা-
সংখ্যা ব্যাখ্যাছিলেন অর্থাৎ স্থির করিয়াছিলেন । ‘নিবিদ্’ অর্থ—বৈশ্বদেব-
নামক যাগের শস্ত্রক্রিয়ায় পঠনীয় দেবতা-সংখ্যাবাচক কতিপয় মন্ত্র, সেই মন্ত্র-
গুলিকে ‘নিবিদ্’ নামে অভিহিত করা হয় । বৈশ্বদেব যাগের সেই নিবিদের

মধ্যে যে পরিমাণ দেবতা-সংখ্যা কথিত আছে, দেবতার সংখ্যা সেই পরিমাণই বটে, (তাহার কম বেশী নয়) । সেই নিষিদ্ধিটি যে কি, অতঃপর তাহা প্রদর্শন করা হইতেছে—দেবতার সংখ্যা তিন শত তিন ; পুনশ্চ, তিন হাজার তিন,— এই পরিমাণ দেবতার সংখ্যা ; ইহা শুনিয়া শাকল্য 'ওম্' বলিয়া তাহা স্বীকার করিয়া লইলেন । এইরূপ দেবতাগণের মধ্যম পরিমাণ উক্তরূপে পরিজ্ঞাত হইবার পর শাকল্য পুনশ্চ সংখ্যার সংকোচবিষয়ক প্রশ্ন অর্থাৎ পূর্ক্যপেক্ষা ন্যূন সংখ্যা জিজ্ঞাসা করিলেন—হে যাজ্ঞবল্ক্য, দেবতার সংখ্যা ঠিক কত ? [যাজ্ঞবল্ক্য প্রশ্নোত্তরক্রমে বলিলেন,] তেত্রিশ, ছয়, তিন, দুই, দেড় ও এক । শাকল্য প্রথমে দেবতার ন্যূনাধিক সংখ্যা জিজ্ঞাসা করিয়া, পুনর্বার সংখ্যার বিষয়ে অর্থাৎ ঐ সমস্ত সংখ্যায়ুক্ত দেবতাগণের স্বরূপ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন যে, সেই তিন শত তিন ও তিন হাজার তিন দেবতা কে কে ? অর্থাৎ তাঁহাদের নাম ও স্বরূপ কিরূপ ? ॥২০৭॥১॥

স হোবাচ মহিমান এবৈষামেতে, ত্রয়স্ত্রিংশত্তেব দেবা ইতি, কতমে তে ত্রয়স্ত্রিংশদিত্যকৌ বসব একাদশ রুদ্রা দ্বাদশাদিত্যাস্ত- একত্রিংশদিন্দ্রশৈচব প্রজাপতিশ্চ ত্রয়স্ত্রিংশাবিতি ॥ ২০৮ ॥ ২ ॥

সম্বলার্থঃ ১—[এবং পৃষ্টঃ] সঃ (যাজ্ঞবল্ক্যঃ) উবাচ হ—এতে (ত্র্যধিক- ত্রিশতাগ্ভাঃ দেবাঃ) এবাং (বক্ষ্যমাণানাং দেবানাং) মহিমানঃ (বিভূতয়ঃ) এব ; দেবাঃ তু (পুনঃ) ত্রয়স্ত্রিংশৎ ইতি । [শাকল্যঃ পপ্রচ্ছ] কতমে তে ত্রয়স্ত্রিংশৎ ? ইতি । [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—], অষ্টৌ, বসবঃ একাদশ রুদ্রাঃ, দ্বাদশ আদিত্যাঃ, তে (বহুপ্রভূতয়ঃ মিলিতাঃ) একত্রিংশৎ, ইন্দ্রঃ এব প্রজাপতিঃ চ (এতৌ দ্বৌ) ত্রয়স্ত্রিংশৌ (ত্রয়স্ত্রিংশৎপূরকৌ ইত্যর্থঃ) ইতি ॥২০৮॥২॥

মূলানুবাদ ১—[শাকল্য এইরূপ প্রশ্ন করিলে পর, তদুত্তরে] যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—ইহারা অর্থাৎ উক্ত তিন শত তিন প্রভৃতি দেবতাগণ—ইহাদের অর্থাৎ পশ্চাদ্ধর্ম্মিণিত দেবগণেরই মহিমা বা বিভূতি- স্বরূপ ; প্রকৃতপক্ষে দেবতা হইতেছেন—তেত্রিশটি । [শাকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন—ভাল,] সেই তেত্রিশটি দেবতাই বা কে কে ? [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,] অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য—এই একত্রিশ, আর ইন্দ্র ও প্রজাপতি দুই—মিলিত হইয়া তেত্রিশ হইল ॥ ২০৮ ॥ ২ ॥

শাকল্যভাষ্যম্ :—স হোবাচ ইতরঃ—মহিমানঃ বিভূতয়ঃ, এবাং ত্রয়স্বিংশতঃ দেবানাম্, এতে ত্রয়শ্চ ত্রী চ শতেত্যাদয়ঃ ; পরমার্থতন্ত ত্রয়স্বিংশৎ তু এব দেবা ইতি । কতমে তে ত্রয়স্বিংশৎ ? ইত্যাচ্যতে—অষ্টৌ বসবঃ, একাদশ রুদ্রাঃ, দ্বাদশ আদিত্যাঃ, তে একত্রিংশৎ, ইন্দ্রশ্চৈব প্রজাপতিশ্চ ত্রয়স্বিংশাবিতি ত্রয়স্বিংশতঃ পূরণৌ ॥২০৮॥ ২॥

টীকা। কতি তর্হি দেবা নিবিদি ভবন্তি, তত্রাহ—পরমার্থতস্বিতি । ত্রয়স্বিংশতো দেবানাং স্বরূপং প্রপঞ্চায়—নির্দ্বারয়তি—কতমে ত ইতি ॥২০৮॥২॥

ভাষ্যানুবাদ :—যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—এই যে, তিন শত তিন প্রভৃতি দেবতা, ইঁহারা হইতেছেন—এই তেত্রিশটি দেবতারই মহিমা—বিভূতিস্বরূপ ; সুতরাং দেবতা তেত্রিশই সত্য । সেই তেত্রিশটি দেবতা যে, কে কে, তাহা বলা হইতেছে—আট জন বশু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য,—এই একত্রিশ, আর ইন্দ্র ও প্রজাপতি এই দুই,—সমষ্টিতে তেত্রিশ পূর্ণ হইল ॥২০৮॥২॥

কতমে বসব ইত্যগ্নিশ্চ পৃথিবী চ বায়ুশ্চান্তরিক্ষাদিত্যশ্চ জ্যোশ্চ চন্দ্রমাশ্চ নক্ষত্রাণি চৈতে বসবঃ, এতেষু হীদং সর্বং হিতমিতি তস্মাদ্ বসব ইতি ॥ ২০৯ ॥ ৩ ॥

সঙ্কলার্থঃ :—[বিশেষজিজ্ঞাসয়া শাকল্যঃ পুনরপ্যাহ—] বসবঃ (বহুগণঃ) কতমে ? (তে ব্যক্ত্যা কে কে ?) ইতি । [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] অগ্নিঃ চ, পৃথিবী চ, বায়ুঃ চ, অন্তরিক্ষং চ, আদিত্যঃ চ, জ্যোঃ চ, চন্দ্রমাঃ চ, নক্ষত্রাণি চ, —এতে বসবঃ (যথোক্তাগ্ন্যাগ্ন্যষ্টকো গণঃ বসুসংজ্ঞয়া—অভিধীয়তে) । হি (যস্মাৎ) এতেষু (অগ্নিপ্রভৃতিষু) ইদং (অমুভূয়মানং) সর্বং (বস্তু) হিতং (নিহিতং) [অস্তি] ইতি ; তস্মাৎ (সর্বনিধানাৎ সর্ববস্তুনাং বাসহেতুত্বাদিত্যর্থঃ) বসবঃ (সর্বো বসন্তি এষু, সর্বান্ বা বাসয়ন্তি—ইতি বসবঃ—ইতি ব্যাপ্তি-যোগাদিতি ভাবঃ, ইতি ॥২০৯॥৩॥

মূলানুবাদ :—বসুগণের বিশেষ পরিচয় জানিবার জন্য শাকল্য পুনর্ববার প্রশ্ন করিলেন যে, তোমার কথিত অষ্ট বসু কাহারা অর্থাৎ তাঁহাদের নাম কি কি ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু, অন্তরিক্ষ, আদিত্য, দ্যলোক, চন্দ্র ও নক্ষত্র—এই আটটির নাম—বসু । যেহেতু বর্তমান সমস্ত জগৎ এই অগ্নিপ্রভৃতিতে নিহিত রহিয়াছে, অর্থাৎ

যেহেতু এই অগ্নি প্রভৃতি আটটি দেবতাই সমস্ত জগৎকে স্থান দিয়াছেন ; সেই হেতু ইহারা 'বসু'-পদবাচ্য ॥ ২০৯ ॥ ৩ ॥

শাক্ষব্রাহ্মণম্—কতমে বসবঃ ? ইতি—তেবাং স্বরূপং প্রত্যেকং পৃচ্ছাতে । অগ্নিচ পৃথিবী চেতি অগ্ন্যাগ্না নক্ষত্রাণি এতে বসবঃ—প্রাণিনাং কৰ্ম্ম-ফলাশ্রয়ত্বেন কার্য্যকরণসজ্জাতরূপেণ তন্নিবাসত্বেন চ বিপরিণয়মন্তঃ জগদিদং সৰ্ব্বং বাসয়ন্তি বসন্তি চ ; তে যস্মাদ্বাসয়ন্তি তস্মাদ্বসব ইতি ॥ ২০৯ ॥ ৩ ॥

টীকা । উত্তরপ্রশ্নপ্রণকপ্রতীকঃ গৃহীত্ব তন্ত তাৎপর্য্যমাহ—কতমে ইতি । তেবাং বসাদীনাং প্রত্যেকং বসাদিত্রয়ে প্রতিগমিত্ত্বৈ প্রজ্ঞাপত্যে চৈকৈকন্তেত্যর্থঃ । তেবাং বহুব্রহ্মেতেষু হীত্যাদিবাক্যাবষ্টেভ্যেন স্পষ্টয়তি—প্রাণিনামিতি । তেবাং কৰ্ম্মণস্তৎফলন্ত চাশ্রয়ত্বেন তেষামেব নিবাসত্বেন চ শরীরেন্দ্রিয়সমুদারাকারেণ বিপরিণয়মন্তোইত্যাদয়ো জগ-দেতদ্বাসয়ন্তি স্বয়ং চ তত্র বসন্তি, তস্মাদ্ বসবঃ তেবাং বহুব্রহ্মমিত্যর্থঃ । বহুব্রহ্মঃ নিগময়তি—তে যস্মাদিতি ॥ ২০৯ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ ১—“কতমে তে বসবঃ” বলিয়া বসুগণের নাম ও ব্যক্তি সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইতেছে । অগ্নি এবং পৃথিবী—অগ্নি হইতে নক্ষত্রপর্য্যন্ত যে সমস্ত দেবতার উল্লেখ করা হইল, ইহারা বসু ; ইহারা প্রাণিগণের কৰ্ম্মলভ্য ফলের আশ্রয়রূপে এবং দেহেন্দ্রিয়রূপে পরিণত হইয়া সমস্ত জগৎকে বাস করাইতেছেন ; সেই হেতু তাঁহারা 'বসু' নামে অভিহিত ॥ ২০৯ ॥ ৩ ॥

কতমে রুদ্রা ইতি, দশেমে পুরুষে প্রাণা আত্মৈকাদশঃ, তে বদাস্মাচ্ছরীরান্মর্ত্যাছুৎক্রামন্ত্যথ রোদয়ন্তি, তদ্যদ্ রোদয়ন্তি, তস্মাদ্ রুদ্রা ইতি ॥ ২১০ ॥ ৪ ॥

সম্বলার্থঃ ১—[শাকল্যঃ পুনরাহ—] রুদ্রাঃ (বহুভূতা একাদশসংখ্যাকাঃ) কতমে (কিংস্বরূপাঃ কিয়ামকাশ্চ) ? ইতি । [শাক্ষব্রহ্ম আহ—] পুরুষে (জীবদেহে বর্তমানাঃ) ইমে প্রাণাঃ (জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চকং, কৰ্ম্মেন্দ্রিয়পঞ্চকং চ), আত্মা (আত্মা চাত্র মনঃ, ইন্দ্রিয়প্রকরণাং)—একাদশঃ (একাদশানাং পুরুষঃ), [এতে রুদ্রপদবাচ্যা ইত্যর্থঃ)] । তে (একাদশ রুদ্রাঃ) যদা (যস্মিন্ কালে) অস্মাৎ (দৃশ্যমানাং) মর্ত্যাং (ধ্বংসশীলাং) শরীরাং উৎক্রামন্তি (নির্গচ্ছন্তি), অথ (তদা) রোদয়ন্তি (তৎস্বজনান্ ক্রন্দয়ন্তি) ; যৎ (যস্মাৎ) তৎ [তে] রোদয়ন্তি, তস্মাৎ রুদ্রাঃ [উচ্যন্তে], ইতি ॥ ২১০ ॥ ৪ ॥

মূলানুবাদ ১—[শাকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন—] একাদশ

রুদ্র কে কে ? [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] পুরুষের দশ প্রাণ অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচ, কর্মেন্দ্রিয় পাঁচ—এই দশ, আর আত্মা অর্থাৎ মন তাহাদের একাদশ । এই একাদশটি পদার্থ—যখন মরণশীল দেহ হইতে চলিয়া যায়, তখন স্বজনবর্গকে কাঁদাইয়া থাকে ; এই কারণে ইহারা ‘রুদ্র’-শব্দবাচ্য ॥ ২১০ ॥ ৪ ॥

শাকল্যভাষ্যম্ :—কতমে রুদ্রা ইতি । দশ ইমে পুরুষে, কর্মবুদ্ধীন্দ্রিয়াণি প্রাণাঃ, আত্মা মন একাদশঃ—একাদশানাং পুরণঃ ; তে এতে প্রাণা যদা অস্মাচ্ছরীরাং মর্ত্যাং প্রাণিনাং কর্মফলোপভোগকরে উৎক্রামন্তি, অথ তদা রোদয়ন্তি তৎসম্বন্ধিনঃ । তৎ তত্র যস্মাৎ রোদয়ন্তি তে সম্বন্ধিনঃ, তস্মাদ্ রুদ্রা ইতি ॥ ২১০ ॥ ৪ ॥

টীকা । প্রাণশব্দার্থমাহ—কর্মেতি । তে যদাস্মাদিত্যাदि वाक्यमनुश्रुता तेषां रुद्रश्र-
मुपपादयन्ति—त एते प्राणा इति । मरणकालः संश्रुत्यर्थः ॥ २१० ॥ ४ ॥

ভাষ্যানুবাদ :—“কতমে রুদ্রাঃ” ইত্যাদি । পুরুষের (জীবনবিশিষ্ট দেহের) এই দশটি প্রাণ—কর্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় দশ, আর আত্মা—মন হইতেছে—একাদশ অর্থাৎ একাদশের পুরণ । সেই এই একাদশ প্রাণ, যে সময় প্রাণিগণের কর্মফলভোগ-করে ধ্বংসোন্মুখ দেহ হইতে বাহির হইয়া যায়, সে সময় উক্ত প্রাণসমূহই যেহেতু পরিত্যক্ত দেহসম্পর্কিত লোকদিগকে কাঁদায়, সেই হেতু তাহারা ‘রুদ্র’ নামে অভিহিত হয় ॥ ২১০ ॥ ৪ ॥

কতম আদিত্যা ইতি, দ্বাদশ বৈ মাসাঃ সংবৎসরশ্চৈত-
আদিত্যাঃ, এতে হীদ্যংসর্বমাদদানা যন্তি, তে যদিদ্যংসর্বমাদদানা
যন্তি, তস্মাদাদিত্যা ইতি ॥ ২১১ ॥ ৫ ॥

সকলার্থঃ :—[শাকল্যঃ পুনরাহ—] আদিত্যাঃ কতমে ? ইতি । [যাজ্ঞ-
বল্ক্য আহ—] বৈ (প্রসিকৌ) সংবৎসরস্ত এতে দ্বাদশ মাসাঃ ‘আদিত্যাঃ’ ।
হি (যস্মাৎ) এতে (যাজ্ঞবল্ক্যোক্তাঃ দ্বাদশ মাসাঃ) ইদং সর্বং (অগৎ) আদ-
বানাঃ (প্রাণিনাম্ আয়ুংসি গৃহ্তঃ) যন্তি (পুনঃ পুনঃ আবর্তমানাঃ সন্তঃ প্রাণি-
নাম্ আয়ুঃকরং কুর্কন্তি) । যৎ (যস্মাৎ) তে (মাসাঃ) ইদং সর্বং আদবানাঃ
সন্তঃ যন্তি (গচ্ছন্তি), তস্মাৎ আদিত্যাঃ (আদিত্যপদবাচ্যাঃ) ইতি ॥ ২১১ ॥ ৫ ॥

মুনোশ্রুতান্দ :—[শাকল্য পুনর্ব্যার জিজ্ঞাসা করিলেন—]
আদিত্য কাহারা ? [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] সংবৎসরের প্রসিক দ্বাদশ

মাসই আদিত্য ; কারণ, ইহারা সমস্ত জগৎকে আদান করিয়া অর্থাৎ প্রাণিগণের আয়ুর অংশ গ্রহণ করিয়া গমন করিয়া থাকে । যেহেতু তাহারা সমস্তের আয়ুঃ গ্রহণ করিয়া চলিয়া যায়, সেই হেতু তাহারা আদিত্যপদবাচ্য ॥ ২১১ ॥ ৫ ॥

শাকল্যভাষ্যম্ :—কতম আদিত্য ইতি । দ্বাদশ বৈ মাসাঃ সৎসংসরন্ত কালভাবয়বাঃ প্রসিদ্ধাঃ, এতে আদিত্যাঃ । কথম্ ? এতে হি যস্মাৎ পুনঃ পুনঃ পরিবর্তমানাঃ প্রাণিনামায়ুংষি কৰ্ম্মফলঞ্চ আদদানাঃ গৃহ্মন্তঃ উপাদদতঃ যন্তি গচ্ছন্তি, তে যদ্ যস্মাদেবমিদং সৰ্ব্বমাদদানা যন্তি, তস্মাদাদিত্যা ইতি ॥ ২১১ ॥ ৫ ॥

টিকা । তেষামাদিত্যত্বমপ্রসিদ্ধমিতি । শক্যতে—কথমিতি । এতে হীত্যাদিবাক্যেনোক্তর-
মাহ—এতে হীতি ॥ ২১১ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ :—“কতমে আদিত্যাঃ” ইত্যাदि । সৎসংসরের অবয়ব বা অংশরূপে প্রসিদ্ধ এই দ্বাদশ মাস হইতেছে ‘আদিত্য’ । কি প্রকারে ? যেহেতু ইহারা পুনঃ পুনঃ আবর্তন বা বাতায়িত করত প্রাণিগণের আয়ুঃ ও কৰ্ম্ম-ফল গ্রহণ করিয়া গমন করে ; যেহেতু তাহারা এই প্রকারে এই সমস্তকে লইয়া চলিয়া যায়, সেই হেতু ইহারা আদিত্য ॥ ২১১ ॥ ৫ ॥

কতম ইন্দ্রঃ কতমঃ প্রজাপতিরিতি, স্তনয়িত্বুরেবেন্দ্রে। যজ্ঞঃ প্রজাপতিরিতি, কতমঃ স্তনয়িত্বুরিত্যশনিরিতি, কতমো যজ্ঞ ইতি পশব ইতি ॥ ২১২ ॥ ৬ ॥

সকলার্থঃ :—[শাকল্যঃ পপ্রচ্ছ—] ইন্দ্রঃ কতমঃ ? প্রজাপতিঃ [চ] কতমঃ ? ইতি । [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] স্তনয়িত্বুঃ (অশনিঃ—যজ্ঞঃ) এব ইন্দ্রঃ, যজ্ঞঃ (যজ্ঞসাধনানি পশবঃ) [এব] প্রজাপতিঃ ইতি । স্তনয়িত্বুঃ কতমঃ ? ইতি, অশনিঃ (অশনির্কল্লং স্তনয়িত্বু-পদবাচ্য ইত্যর্থঃ) ; যজ্ঞঃ কতমঃ ? ইতি ; পশবঃ (যজ্ঞসাধনানি পশবঃ যজ্ঞশকার্থঃ) ইতি ॥ ২১২ ॥ ৬ ॥

মূলানুবাদ :—[শাকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন—] ইন্দ্র কে ? এবং প্রজাপতিই বা কে ? [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] স্তনয়িত্বুই ইন্দ্র, আর যজ্ঞই প্রজাপতি । [পুনঃ প্রশ্ন হইল—] স্তনয়িত্বুই বা কে ? এবং যজ্ঞই বা কে ? [যথাক্রমে উত্তর হইল—] স্তনয়িত্বু হইতেছে অশনি (যজ্ঞ), আর যজ্ঞ হইতেছে তৎসাধন পশু ॥ ২১২ ॥ ৬ ॥

শাকল্যভাষ্যম্ :—কতম ইন্দ্রঃ, কতমঃ প্রজাপতিরিতি ; স্তনয়িত্বু-

রেবেদ্রঃ যজ্ঞঃ প্রজাপতিমিতি । কতমঃ স্তনয়িত্বুরিতি ? অশনিমিতি ; অশনিঃ
বজ্রং বীৰ্যং বলম্, যৎ প্রাণিনঃ প্রমাপয়তি, স ইন্দ্রঃ ; ইন্দ্রস্ত হি তৎ কৰ্ম । কতমো
যজ্ঞ ইতি ; পশব ইতি—যজ্ঞস্ত হি সাধনানি পশবঃ । যজ্ঞস্তারূপত্বাৎ পশু-সাধনা-
শ্রয়ত্বাচ্চ পশবো যজ্ঞ ইত্যুচ্যতে ॥২১২॥৬॥

টীকা । প্রসিদ্ধং বজ্রং ব্যাবৰ্ত্তয়তি—বীৰ্যমিতি । তদেব সজ্বাতনিষ্ঠত্বেন স্মৃটয়তি—
বলমিতি । কিং তদ্বলমিতি চেত্তত্রাহ—যৎ প্রাণিন ইতি । প্রমাপণং হিংসনম্, কথং তপ্তেন্দ্রত্বম্ ?
উপচাৰাদিত্যাহ—ইন্দ্রস্ত হীতি । পশুনাং যজ্ঞত্বমপ্রসিদ্ধমিত্যাশঙ্ক্যাহ—যজ্ঞস্ত হীতি । কারণে
কার্যোপচাৰং সাধয়তি—যজ্ঞস্তেতি । অমূৰ্ত্তত্বাৎ সাধনব্যতিরিক্তরূপাত্বাবাদ্ যজ্ঞস্ত পশ্বাশ্রয়ত্বাচ্চ
পশবো যজ্ঞ ইত্যুচ্যত ইত্যর্থঃ ॥২১২॥৬॥

ভাষ্যানুবাদ :—ইন্দ্র কে ? এবং প্রজাপতিইবা কে ? স্তনয়িত্বু হই-
তেছে ইন্দ্র, আর যজ্ঞ হইতেছে প্রজাপতি । [পুনঃ প্রশ্ন হইল—] স্তনয়িত্বু
কে ? আর যজ্ঞই বা কে ? [উত্তর হইল—] অশনি—বজ্র অর্থাৎ বল-বীৰ্য্য,
যাহা প্রাণিগণকে সংহার করিয়া থাকে, তাহাই স্তনয়িত্বু ; কেন না, উহাই ইন্দ্রের
কৰ্ম । যজ্ঞ কে ? পশুগণ ; কেন না, পশুই যজ্ঞের সাধন । যেহেতু যজ্ঞের
কোনও আকৃতি নাই, এবং যেহেতু যজ্ঞমাত্রই পশুরূপ সাধনের অধীন অর্থাৎ
যেহেতু পশুব্যতিরেকে যজ্ঞ নিষ্পন্ন হয় না, সেই হেতু পশুগণ ‘যজ্ঞ’ নামে কথিত
হইয়া থাকে ॥২১২॥৬॥

কতমে ষড়্ভিত্যগ্নিশ্চ পৃথিবী চ বায়ুশ্চান্তরিক্ষঞ্চাদিত্যশ্চ
দ্যৌশ্চৈচতে ষট্, এতে হীদংসৰ্ব্বা ষড়্ভিতি ॥ ২১৩ ॥ ৭ ॥

সঙ্কলার্থঃ :—[শাকল্যঃ পুনরাহ] ষট্ (ত্রহক্ৰাঃ ষট্সংখ্যক। দেবাঃ)
কতমে (কিংস্বরূপাঃ) ? ইতি । [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] অগ্নিঃ চ, পৃথিবী চ,
বায়ুঃ চ, অন্তরিক্ষং চ, আদিত্যঃ চ, দ্যৌঃ চ,—এতে (অগ্ন্যাদয়ঃ) ষট্ [দেবাঃ] ।
হি (যস্মাৎ) ইদং সৰ্ব্বং (ত্রয়স্ত্রিংশদাদি-ভেদভিন্নং) এতে ষট্ (এতেষু ষট্ণু
অন্তর্ভবতি) ; [অতঃ এতে এব ষট্ ইত্যভিপ্রায়ঃ] ॥২১৩॥৭॥

মূলানুবাদ :—[শাকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন—] সেই ছয়টি
দেবতা কাহার ? [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু,
অন্তরিক্ষ, আদিত্য ও দ্যলোক, ইহারা সেই ছয় দেবতা ; কেন না, পূর্বে
যে, তেত্রিশ প্রভৃতি দেবতা বিভাগ কথিত হইয়াছে, তাহারা এই
ছয়টিরই অন্তর্ভুক্ত ; অতএব ইহারাই সেই ছয় দেবতা ॥ ২১৩ ॥ ৭ ॥

শাকল্যভাষ্যম্ :—কতমে ষড়্ভিতি । তে এব অগ্ন্যাদয়ো বসুধেন

পঠিতাঃ চন্দ্রমসং নক্ষত্রাণি চ বর্জয়িত্বা ষট্ ভবন্তি—ষট্শাখ্যাভিশিষ্টাঃ । এতে
হি যশ্মাৎ ত্রয়স্বিংশদাদি ষট্শকম্, ইদং সর্বম্ এতে এব ষট্ ভবন্তি ; সর্বো হি
বশ্বাদিবিস্তর এতেষেব ষট্শবস্ত্বভবতীত্যর্থঃ ॥২১৩॥৭॥

টীকা । এতে ইতি প্রতীকমানার ব্যাচষ্টে—যশ্মাদিতি । যশ্মস্বিংশদাদ্যুক্তং, তৎ সর্বমেত
এব যশ্মাৎ, তস্মাদেতে ষট্শবস্ত্বাতি যোজনাম্ । অক্ষরার্থমুক্ত্য বাক্যার্থমাহ—সর্বো ইতি ॥২১৩॥৭॥

ভাষ্যানুবাদ ১—কতমে ষট্—ইতি । পূর্বে বস্তুরূপে যাহাদের
উল্লেখ করা হইয়াছে ; তন্মধ্যে চন্দ্র ও নক্ষত্র বাদে, সেই অগ্নি প্রভৃতিই অত্রত্য
ছয় দেবতা, অর্থাৎ অগ্নিপ্রভৃতি দেবতাই এখানকার ষট্শংখ্যক দেবতা । কেন
না, পূর্বে যে, তেত্রিশ প্রভৃতি বিভাগ উক্ত হইয়াছে, তাহারা এই ছয়টিরই
অন্তর্ভুক্ত । অতিপ্রায় এই বে, উক্ত বস্তু প্রভৃতি দেবতাবিস্তার এই ছয়টির মধ্যেই
গ্রহিয়াছে ॥২১৩॥৭॥

কতমে তে ত্রয়ো দেবা ইতি, ইম এব ত্রয়ো লোকাঃ,
এবু হীমে সর্বৈ দেবা ইতি, কতমৌ তৌ দ্বৌ দেবাবিত্যম-
কৈব প্রাণশ্চেতি । কতমোহধ্যর্ক ইতি, যোহয়ং পবত-
ইতি ॥ ২১৪ ॥ ৮ ॥

সম্বলার্থঃ ১—[শাকল্যঃ প্রপচ্—] তে (ত্বক্তাঃ) ত্রয়ঃ (দেবাঃ)
কতমে ? ইতি । [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] ইমে (অনুভূয়মানাঃ) ত্রয়ঃ লোকাঃ
(ভূভুবঃস্বরাখ্যাঃ) এব [ত্রয়ো দেবা ইতি শেষঃ] । হি (যশ্মাৎ) এবু (ত্রিষু
লোকেষু) ইমে (পূর্বোক্তাঃ সর্বৈ দেবাঃ) [অন্তর্ভূতা ইত্যর্থঃ] ইতি । [শাকল্যঃ
পুনরাহ] তৌ (ত্বক্তৌ) দেবৌ কতমৌ ? ইতি । [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] অন্নং
চ, প্রাণঃ চ এব (এতৌ এব তৌ দ্বৌ দেবৌ ইত্যর্থঃ) । [পুনঃ শাকল্য আহ—]
অধ্যর্কঃ (ত্বক্তঃ সর্কঃ) কতমঃ ? ইতি । [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] বঃ অয়ং পবতে
[বায়ুঃ ইত্যর্থঃ] ইতি ॥২১৪॥৮॥

মূলানুবাদ ১—[শাকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন—] তুমি যে,
তিন দেবতার কথা বলিয়াছ, সেই তিনটি দেবতা কে কে ? [যাজ্ঞবল্ক্য
বলিলেন—] এই তিন লোক—ভূঃ ভুবঃ ও স্বঃ । কারণ, অপর সমস্ত
দেবতা এই তিন দেবতারই অন্তর্ভুক্ত । [শাকল্য পুনর্বার জিজ্ঞাসা
করিলেন—] সেই দুইটি দেবতা কে কে ? [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—]
অন্ন ও প্রাণ । [শাকল্য পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন—] সেই অধ্যর্ক

অর্থাৎ অর্ধেক আর এক—দেড়খানি দেবতা কে ? [উত্তর—] এই ষিনি প্রবাহিত হইতেছেন অর্থাৎ বায়ু ॥ ২১৪ ॥ ৮ ॥

শাকল্যভাষ্যম্ :—কতমে তে ত্রয়ো দেবা ইতি । ইমে এব ত্রয়ো লোকা ইতি—পৃথিবীমগ্নিক একীকৃত্য একো দেবঃ, অস্তরিক্ষং বায়ুকৈকীকৃত্য দ্বিতীয়ঃ, দিবমাদিত্যকৈকীকৃত্য তৃতীয়ঃ—তে এব ত্রয়ো দেবা ইতি । এষু হি ত্রয়াং ত্রিযু দেবেষু সর্বৈ অন্তর্ভবন্তি, তেনৈত এব দেবাত্মন ইতি—এষ নৈকজ্ঞানাং কেবাঞ্চিৎ পক্ষঃ । কতমৌ তৌ ধৌ দেবাবিতি—অগ্নিকৈব প্রাণশ্চ—এতৌ ধৌ দেবৌ ; অনয়োঃ সর্বৈবামুক্তানামন্তর্ভাবঃ । কতমোহধ্যর্ক ইতি—যোহগ্নং পবতে বায়ুঃ ॥ ২১৪ ॥ ৮ ॥

টীকা । প্রতিজ্ঞাসমাপ্তাবিতিশব্দঃ । তত্র হেতুঃ—এষু হীতি । দেবলক্ষণকৃতাঃ কেবাঞ্চিদেব পক্ষো দর্শিতোহন্তেষাং তু ত্রয়ো লোকা ইত্যন্ত যথাক্রতোহর্থ ইত্যাহ—ইত্যেব ইতি ॥ ২১৪ ॥ ৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ :—তুমি যে তিন দেবতার কথা বলিয়াছ, সেই তিনটি দেবতা কে কে ? [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,] এই ত্রিলোকই [সেই তিন দেবতা] ; পৃথিবী ও অগ্নিকে এক ধরিয়া এক দেবতা, বায়ু ও অস্তরিক্ষকে এক ধরিয়া দ্বিতীয় দেবতা, এবং দ্যলোক ও আদিত্যকে এক ধরিয়া হইল তৃতীয় দেবতা—ইহারাই সেই তিন দেবতা । যেহেতু এই তিন দেবতাতেই অপর সমস্ত দেবতা অন্তর্ভূত, সেই হেতু এই তিনই সেই তিন দেবতা ; ইহা হইতেছে কোন কোন ‘নিরুক্ত’ মতাবলম্বীদিগের সিদ্ধান্ত (১) । [অত্র সকলের মতে ‘লোক’ শব্দের সহজলভ্য ত্রিলোক অর্থই গ্রহণীয়] । [শাকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কথিত] সেই দুইটি দেবতা কে কে ? [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,] অগ্নি ও প্রাণ ; ইহারাই সেই দুই দেবতা ; পূর্বোক্ত সমস্ত দেবতা এই দুই দেবতাতেই অন্তর্ভূত । [শাকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন,] তোমার কথিত সেই অধ্যর্ক (অর্দ্ধাধিক) দেবতাটি কে ? [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,] এই ষিনি প্রবাহিত হইতেছেন, সেই বায়ু ॥ ২১৪ ॥ ৮ ॥

তদাহ্বয়দয়মেক ইবৈব পবতেহথ কথমধ্যর্ক ইতি, যদস্মিন্মিদং-
সর্বমধ্যার্ণোভেনাধ্যর্ক ইতি, কতম একো দেব ইতি, প্রাণ ইতি,
স ব্রহ্ম ত্যদিত্যাচক্ষতে ॥ ২১৫ ॥ ৯ ॥

(১) তাৎপৰ্য্য—বেদান্ত ছয় প্রকার—(১) শিষ্টা, (২) কল্পতরু, (৩) ব্যাকরণ, (৪) নিরুক্ত, (৫) ছন্দঃ ও (৬) জ্যোতিষ । উন্মধ্যে নিরুক্ত শাস্ত্রে বৈদিক শব্দের অর্থ বা ব্যুৎপত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে । সেই নিরুক্ত-প্রদর্শিত অর্থপ্রণালী বাহারা মানিয়া চলেন, তাহাদিগকে ভাষ্যকার ‘নিরুক্ত’ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ।

সম্বলার্থঃ ১—তৎ (তত্র) একে (কেচিৎ) আহঃ (কথয়ন্তি) যৎ, অয়ং (বায়ুঃ) একঃ (দ্বিতীয়রহিতঃ) এব (নিশ্চয়ে) পবতে (নিরন্তরং চলতি), অথ (অতঃ) কথং (কেন প্রকারেণ) ইব (সম্ভাবনারাৎ—কথমিব) [সঃ] অধ্যর্কঃ [ভবেৎ ?] ইতি । [অত্রোক্তরম্,] যৎ [যন্মাৎ] ইদং সর্বং (জগৎ) অগ্নিন্ (বার্যৌ সতি) অধ্যার্হোৎ [অধি—অধিকাং ঋদ্ধিং আপ্নোৎ—প্রাপ্তবদিত্যর্থঃ] ইতি । [শাকল্যঃ পুনরাহ—] একঃ দেবঃ কতমঃ ? ইতি । [যাজ্ঞবল্ক্য আহ,] প্রাণঃ ইতি । সঃ (প্রাণঃ) ব্রহ্ম (বৃহত্ত্বাৎ সর্বাশ্রকত্ত্বাৎ চ) ; [তৎ ব্রহ্ম] ত্যৎ ইতি (পরোক্ষতয়া) আচক্ষতে (বর্ণয়ন্তি পণ্ডিতাঃ) ॥২১৫॥৯॥

মূলানুবাদ ১—বায়ুকে যে ‘অধ্যর্ক’ বলা হইল, তৎসম্বন্ধে অজ্ঞ লোকে আপত্তি করিয়া বলেন যে, এই বায়ুকে যেন এককই চলাফেরা করে বলিয়া বোধ হয় ; অতএব বায়ু আবার ‘অধ্যর্ক’ (অর্ধাধিক) হয় কি প্রকারে ? [উত্তর—] যেহেতু এই বায়ুর সম্ভাবেই সমস্ত জগৎ ঋদ্ধি—কলাগ লাভ করিয়া থাকে, সেই হেতু এই বায়ু অধ্যর্ক । [পুনশ্চ শাকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন,] সেই একটি দেবতা কে ? [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,] তাহা প্রাণ ; সেই প্রাণই ব্রহ্মস্বরূপ । পণ্ডিতগণ অপ্রত্যক্ষ বস্তুবোধক ‘ত্যৎ’ শব্দে তাঁহার নির্দেশ করিয়া থাকেন ॥ ২১৫ ॥ ৯ ॥

শাকল্যভাষ্যম্ ১—তৎ তত্র আহশ্চোদয়ন্তি—যদয়ং বায়ুঃ এক ইবৈব এক এব পবতে, অথ কথমধ্যর্ক ইতি । যৎ অগ্নিম্নিদং সর্বম্ অধ্যার্হোৎ—অগ্নিন্ বার্যৌ সতি ইদং সর্বম্ অধ্যার্হোৎ—অধি ঋদ্ধিং আপ্নোতি, তেনাধ্যর্ক ইতি । কতম একো দেব ইতি ; প্রাণ ইতি । স প্রাণো ব্রহ্ম—সর্বদেবাত্মকত্ত্বাৎ মহদ্ব্রহ্ম, তেন স ব্রহ্ম ত্যদিত্যাচক্ষতে । ত্যদিতি তদ্ব্রহ্মাচক্ষতে—পরোক্ষাভিধায়কেন শব্দেন । দেবানামেতদেকত্বং নানাত্বঞ্চ—অনন্তানাং দেবানাং নিবিশ্চল্যাবিশিষ্টৈশ্চস্তুত্বাৎ, তেষামপি ত্রয়স্ত্রিংশদাদিষু উত্তরোত্তরেষু যাবদেকগ্নিন্ প্রাণে ; প্রাণশ্চৈকম্ সর্বোহনন্তসম্ব্যাতো বিস্তরঃ । এবমেকশ্চানন্তশ্চ অবাস্তরসম্ব্যাবিশিষ্টশ্চ প্রাণ এব । তত্র চ দেবশ্চৈকম্ নামরূপকর্ম্মগুণশক্তিভেদঃ, অধিকারভেদাৎ ॥২১৫॥৯॥

টীকা । একশ্চাধ্যর্কত্বমাক্ষিপতি—তত্ত্বজ্ঞেতি । ইবশব্দে কথমিত্যত্র সম্বধ্যতে । পরি-
হরতি—যদগ্নিম্নিতি । প্রাণস্ত ব্রহ্মত্বং সাধয়ন্তি—সর্বেতি । তেন মহত্বেনেতি যাবৎ । তত্ত
পরোক্ষপ্রতিপত্তৌ প্রবক্তৃগৌরবার্থঃ কথয়তি—ত্যাতিতি । উক্তমর্থং প্রতিপত্তিসৌকর্য্যার্থঃ

সংগৃহীতি—দেবানামিতি । একত্বং প্রাণে পর্য্যবসানম্ । নানাঋমানন্ত্যম্ । বহুধিকত্রিশ-
তাধিকত্রিশসংখ্যকানামেব দেবানামত্রোক্তত্বাৎ কথং তদানন্ত্যমিত্যাশঙ্ক্য শতসহস্রশকাভ্যা-
মনন্ততাহপ্যুত্তৈবেত্যাশয়েনাহ—অনন্তানামিতি । একস্মিন্ প্রাণে পর্য্যবসানং যাবন্তবন্তি,
তাবৎপর্য্যন্তমুত্তরোত্তরেষু ত্রয়স্ক্রিশদাদিষু তেষামপ্যন্তর্ভাব ইত্যাহ—তেষামপীতি । প্রাণস্ত
কস্মিন্নন্তর্ভাবস্তত্রাহ—প্রাণস্তৈবেতি । সংগৃহীতমর্থমুপসংহরতি—এবমিতি । একস্তানেকধাতাবে
কিং নিমিত্তমিত্যাশঙ্ক্যাহ—উক্তরীত্যা প্রাণব্রহ্মণে স্থিতে সতীতি যাবৎ । দেবস্তৈকশ্চ প্রকৃতশ্চ
প্রাণস্তৈবেত্যর্থঃ । প্রাণিনাং জ্ঞানে কর্মণি চাধিকারস্ত স্বামিত্বস্ত ভেদোহধিকারভেদস্তন্নিমিত্তত্বেন
দেবস্তানেকসংস্থানপরিণামসিদ্ধিঃ । প্রাণিনো হি জ্ঞানং কর্ম চানুষ্ঠায় সূত্রাংশমগ্নাদিরূপমা-
পদন্তে, তদ্বুক্তো যথোক্তো ভেদ ইত্যর্থঃ ॥২১৫॥২॥

ভাষ্যানুবাদ ১—তদ্বিবরে এক সম্প্রদায়ের পণ্ডিতগণ আপত্তি উত্থাপন
করিয়া বলেন যে, এই বায়ু ত এককই প্রবাহিত হইয়া থাকে ; তবে ‘অধ্যর্ক’ হয়
কিভাবে ? (উত্তর,) যেহেতু এই বায়ু বিস্তৃত থাকিলেই উক্ত সমস্ত দেবতা
সমধিক ঋদ্ধি—সম্পদ অর্থাৎ কল্যাণ লাভ করিতে সমর্থ হয় ; সেই হেতু বায়ু
‘অধ্যর্ক’ নামে অভিহিত । (শাকল্য পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিলেন,) সেই একটি
দেবতা কে ? (যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,) সেই দেবতাটি হইতেছে প্রাণ । সেই
প্রাণই অপর সর্ব দেবতাময় বলিয়া মহৎ ব্রহ্ম ; সেই কারণে উক্ত প্রাণরূপী ব্রহ্ম
‘ত্যৎ’ শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন ; অর্থাৎ পণ্ডিতগণ পরোক্ষবোধক (অপ্র-
ত্যক্ষ বস্তুবোধক) ‘ত্যৎ’ শব্দে তাঁহার নির্দেশ করিয়া থাকেন । দেবতাগণের
এইরূপে একত্ব ও নানাত্ব উভয়ই আছে । অভিপ্রায় এই যে, দেবতাগণ
সংখ্যায় অনন্ত হইলেও, ‘নিবিৎ’-কথিত সংখ্যাবিশিষ্ট দেবতার অন্তনিবিষ্ট,
তাহাদেরও আবার পর পর তেত্রিশ প্রভৃতি স্বল্পসংখ্যক দেবতার মধ্যে অন্তর্ভাব
হইতে-হইতে প্রাণে তাহার পরিসমাপ্তি হইয়াছে ; বুঝিতে হইবে যে, এক প্রাণেরই
উক্ত অনন্তসংখ্যক বিস্তার । এইরূপে এক ও অনন্ত যাহা কিছু, তৎসমস্ত প্রাণই
বটে । তন্মধ্যেও আবার অধিকারভেদানুসারে একই দেবতার নাম, রূপ, কর্ম ও
গুণানুসারে বিস্তর প্রভেদ হইয়া থাকে, [বস্তুতঃ মূলীভূত দেবতা একই,
অতিরিক্ত নহে] ॥২১৫॥২॥

আভাসভাষ্যম্ ১—ইদানীং তস্তৈব প্রাণস্ত ব্রহ্মণঃ পুনরুৎপাদা ভেদ
উপদিশতে—

পৃথিব্যেব যস্যায়তনমগ্নিলোকো মনোজ্যোতিঃ, যো বৈ তং
পুরুষঃ বিদ্যাৎ সর্বস্বাত্মনঃ পরায়ণঃ স বৈ বেদিতা স্যাৎ

যাজ্ঞবল্ক্য, বেদ বা অহং তং পুরুষং সৰ্ব্বশ্চাত্মনঃ পরায়ণং যমাথ, য এবায়ং শারীরঃ পুরুষঃ স এষঃ, বদৈব শাকল্য তস্ম ক দেবতেত্যমৃতমিতি হোবাচ ॥ ২১৬ ॥ ১০ ॥

সকলার্থঃ ১—[ইদানীং তন্ত্ৰৈব প্রাণস্ত অষ্টবিধো ভেদ উচ্যতে—‘পৃথিব্যেব’ ইত্যাদিনা ।] হে যাজ্ঞবল্ক্য, যস্ত (প্রাণব্রহ্মণঃ) পৃথিবী এব আয়তনম্ (আশ্রয়ঃ); অগ্নিঃ লোকঃ (লোকাতে—দৃশ্যতে অনেনেতি লোকঃ—চক্ষুঃ); মনঃ (অন্তঃ-করণম্) জ্যোতিঃ (দৃষ্টিসহায়ঃ প্রকাশ ইত্যর্থঃ) । যঃ (জনঃ) বৈ (এব) সৰ্বশ্চ আত্মনঃ (জীবসংঘাতস্ত) পরায়ণং (প্রধানম্ আশ্রয়ম্) তং (যথোক্ত-গুণসম্পন্নং) পুরুষং (প্রাণং) বিজ্ঞাৎ (বিশেষেণ জানীয়াৎ), সঃ (বিজ্ঞাতা) বৈ বেদিতা (পণ্ডিতঃ) শ্চাৎ; (ত্বং তু তং পুরুষং ন জানাসীতি ভাবঃ) ।

(যাজ্ঞবল্ক্য আহ—) হে শাকল্য, ত্বং যং (পুরুষম্) আথ (কণয়সি), অহং বৈ তং সৰ্বশ্চ আত্মনঃ পরায়ণং পুরুষং বেদ (বেদ্বি—জানামি ইত্যর্থঃ) । (কোহসৌ?) যঃ এব অসৌ (অনুভূয়মানঃ) শারীরঃ (শরীরে ভবঃ—লোম-লোহিতমাংসরূপঃ পুরুষঃ, সঃ) । (এষঃ) ত্বংপৃষ্টঃ (শারীরঃ পুরুষঃ) । বদ এব (ভূয়োহপি যদ্বক্তব্যমস্তি, তং পৃচ্ছ ইত্যর্থঃ) । (এবমুক্তঃ শাকল্য আহ—) তস্ম (শারীরস্ত পুরুষস্ত) দেবতা কা? ইতি [এবং পৃষ্টঃ যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ], অমৃতম্ (ভুক্তান্নজো রসঃ) ইতি ॥২১৬॥১০॥

মূলানুবাদ ১—[অতঃপর পূর্বোক্ত প্রাণ-ব্রহ্মের অষ্টপ্রকার বিভাগ ক্রমশঃ প্রদর্শন করিতেছেন—] । [শাকল্য বলিলেন—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, পৃথিবীই যাহার আয়তন অর্থাৎ আশ্রয়, অগ্নি যাহার লোক (চক্ষু), মনঃ যাহার জ্যোতিঃ অর্থাৎ দর্শনোপযোগী প্রকাশ, সমস্ত দেবতার একমাত্র আশ্রয়ভূত সেই পুরুষকে (প্রাণ ব্রহ্মকে) যিনি জানেন, তিনিই যথার্থ জ্ঞানী । [অতিপ্রায় এই যে, হে যাজ্ঞবল্ক্য, তুমি তাহাকে জান না, অতএব তোমার জ্ঞানাভিমান বৃথা । যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] হে শাকল্য, তুমি যে পুরুষের কথা বলিতেছ, আমি নিশ্চয়ই তাঁহাকে জানি ; এই যে, শারীর পুরুষ, ইহাই সেই পুরুষ । তুমি পুনশ্চ তদ্বিষয়ে প্রশ্ন কর । (শাকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন—)

সেই শারীর পুরুষের দেবতা কে ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—অমৃত অর্থাৎ
ভুক্ত অম্লের পরিণামসমূহ রস ॥ ২১৬ ॥ ১০ ॥

শাকল্যভাষ্যম্ :—পৃথিব্যেব যন্ত দেবন্ত আয়তনম্ আশ্রয়ঃ, অগ্নি-
লোকো যন্ত,—লোকয়তানেনেতি লোকঃ পশুতীতি—অগ্নিনা পশুতীত্যর্থঃ;
মনোজ্যোতিঃ—মনসা জ্যোতিষা সঙ্কলবিকল্পাদি কার্য্যং করোতি যঃ, সোহয়ং
মনোজ্যোতিঃ ; পৃথিবীশরীরোহগ্নিদর্শনঃ মনসা সঙ্কলয়িত্বা পৃথিব্যাভিমানী কার্য্য-
করণসজ্জাতবান্ দেব ইত্যর্থঃ । য এবং বিশিষ্টে বৈ তং পুরুষং বিজ্ঞাং বিজ্ঞা-
নীয়াং, সর্ব্বস্তাত্মনঃ আধ্যাত্মিকস্ত কার্য্যকরণসজ্জাতস্তাত্মনঃ, পরম্ অয়নং পর
আশ্রয়ঃ, তং পরায়ণম্,—মাতৃজেন ত্বদ্ব্যংসরুধিররূপেণ ক্ষেত্রস্থানীয়েন বীজ-
স্থানীয়েন পিতৃজস্তাত্মস্থিষজ্জাতক্রুরূপস্ত পরময়নম্, করণাত্মনশ্চ, স বৈ বেদিতা
স্তাৎ—য এতদেবং বেত্তি, স বৈ বেদিতা পণ্ডিতঃ স্তাদিত্যভিপ্রায়ঃ । যাজ্ঞবল্ক্য,
ত্বং তম্ অজ্ঞানম্বেব পণ্ডিতাভিমানীত্যভিপ্রায়ঃ ।

যদি তদ্বিজ্ঞানে পাণ্ডিত্যং লভ্যতে, বেদ বৈ অহং তং পুরুষং—সর্ব্বস্তাত্মনঃ
পরায়ণম্, যমাত্ৰ যং কথয়সি, তমহং বেদ । তত্র শাকল্যস্ত বচনং দ্রষ্টব্যম্—
যদি ত্বং বেথ তং পুরুষম্, ক্রুহি কিংবিশেষণোহসৌ ? শৃণু—যদ্বিশেষণঃ সঃ, য
এবায়ং শারীরঃ—পাথিব্যাংশে শরীরে ভবঃ শারীরঃ মাতৃজ-কোশত্রয়রূপ ইত্যর্থঃ ;
স এব দেবঃ, যত্ত্বয়া পৃষ্টে, হে শাকল্য ; কিন্তুস্তি তত্র বক্তব্যং বিশেষণাস্তরম্ ;
তদ্ববৈব পৃষ্টেহ্বেত্যর্থঃ, হে শাকল্য । স এবং প্রকোভিতোহমর্ষবশগ আহ—
তোত্রাক্ষিত ইব গজঃ—তস্ত দেবন্ত শারীরন্ত কা দেবতা ?—যস্মাঙ্গিন্পত্ততে, যঃ
“স তস্ত দেবতা” ইত্যগ্নিন্ প্রকরণে বিবক্ষিতঃ । অমৃতমিতি হোবাচ ; অমৃত-
মিতি যো ভুক্তস্তান্নস্ত রসঃ মাতৃজস্ত লোহিতস্ত নিস্পত্তিহেতুঃ, তস্মাক্সি অন্নরসা-
ল্লোহিতং নিস্পত্ততে জিহ্বাং শ্রিতম্ ; ততশ্চ লোহিতময়ং শরীরং বীজাশ্রয়ম্ ।
সমানমন্ত্ৰং ॥ ২১৬ ॥ ১০ ॥

টীকা । সঙ্কোচবিকানাভ্যাং প্রাণরূপোক্তানন্তরমবসরপ্রাপ্তিরিদানীমিত্যুচ্যতে । উপ-
দিষ্টতে ধ্যানার্থমিতি শেষঃ । অবয়বশো বাক্যং যোজয়তি—পৃথিবীতি । সম্পিণ্ডিতং বাক্যত্রয়ার্থং
কথয়তি—পৃথিবীত্যাदिना । বৈশকোহবধারণার্থঃ । তং পরায়ণং য এব বিজ্ঞানীয়াং, স এব
বেদিতা স্তাদিতি সঙ্কঃ । অথ কেন রূপেণ পৃথিবীদেবন্ত কার্য্যকরণসজ্জাতং প্রত্যাশ্রয়ত্বং,
তদাহ—মাতৃজেনেতি । পৃথিব্যা মাতৃশব্দবাচ্যত্বাদ্ য এব এবোহহং পৃথিব্যাত্মাতি যন্ততে, স
এব শরীরারম্ভকমাতৃজ-কোশত্রয়াভিমানিতরা বর্ত্ততে । তথা চ তস্ত তেন রূপেণ পিতৃজত্রিতয়ং
কার্য্যং লিঙ্গং চ করণং প্রত্যাশ্রয়ত্বং সম্ভবতীত্যর্থঃ । পৃথিবীদেবন্ত পরায়ণত্বমুপগচ্ছানন্তর-
বাক্যমুখাপ্য বাচ্যে—স বৈ বেদিতেনিতি । তথাপি মম কিমারাতমিত্যাশঙ্কাহ—যাজ্ঞবল্ক্যোতি ।

স পুরুষো যেন বিশেষণেন বিশিষ্টস্তদ্বিশেষণমুচ্যমানঃ পৃথিভূক্তুঃ। তদেবাহ—য এবৈতি । শরীরং হি পঞ্চভূতাস্থকং, তত্র পার্থিব্যাংশে জনকত্বেন স্থিতঃ শরীর ইতি যাবৎ । তন্ত্র জীবন্তং বারয়তি—মাতৃজৈতি । পৃথিবীদেবন্ত নিৰ্গীতত্বশকাং বারয়তি—কিং ব্রিতি । যাজ্ঞবল্ক্যো বক্তা সন্ অষ্টারং শাকল্যাং প্রতি কথং বদৈবেতি কথয়তি, তত্রাহ—পৃচ্ছেতি । কোভিতস্তা-মৰ্ঘবশগত্বৈ দৃষ্টান্তঃ—তোজ্জৈতি । প্রাকরণিকং দেবতাশকার্থমাহ—যস্মাদিতি । পুরুষো নিম্পত্তিকৰ্ত্তা মৰ্ত্ত্যোচ্যতে । লোহিতনিম্পত্তিহেতুত্বমন্নরসস্ত্রানুভবেন সাধয়তি—তস্মাদীতি । তন্ত্র কার্যমাহ—ততশ্চেতি । লোহিতাদবিতীয়পদার্থনিষ্ঠান্তংকাব্যং ত্বয়াংসরুধিররূপং বীজস্ত্রাহ্মমজ্জাশুকাস্থকস্ত্রাশ্রভূতং ভবতীত্যর্থঃ । পর্যায়সপ্তকমাত্তপৰ্য্যায়েন তুল্যার্থত্বান্ন পৃথগ্যাখ্যানাপেক্ষমিত্যাহ—সমানমিতি ৷২১৬৷১০৷

ভাষ্যানুবাদ :—পৃথিবীই যে দেবতার আশ্রয়—আশ্রয় ; অগ্নি যাহার লোক ;—লোক অর্থ—যাহা দ্বারা অবলোকন—দর্শন করা হয় ; অর্থাৎ যে দেবতা অগ্নি দ্বারা দর্শন করেন ; মন যাহার জ্যোতিঃ, অর্থাৎ যে দেবতা মনোময় জ্যোতির সাহায্যে সঙ্কল্প-বিকল্পাদির বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করেন । অভিপ্রায় এই যে, মনোরূপ জ্যোতিঃসম্পন্ন, পৃথিবীময় দেহধারী, অগ্নিরূপ নয়নযুক্ত সেই দেবতা মনের দ্বারা ভাল মন্দ চিন্তা করিয়া থাকেন ; এবং পৃথিবীকেই আপনার শরীর বলিয়া মনে করেন । যে লোক স্বেদশ বিশিষ্ট গুণসম্পন্ন, এবং সমস্ত আত্মার—আত্মসম্পর্কিত দেহেন্দ্রিয়সমষ্টির প্রধান আশ্রয় অর্থাৎ দেহবর্তী মাতৃজ ত্বক্, মাংস ও রুধিররূপে বীজস্বরূপ পিতৃজ অস্থি মজ্জা শুক্রের (১) ও ইন্দ্রিয়বর্গের সর্বোত্তম আশ্রয়ভূত সেই পুরুষকে জানেন, তিনিই যথার্থ জানী । অভিপ্রায় এই যে, এইরূপ জ্ঞান লাভ করিলেই লোক দেবতা বিষয়ে যথার্থ পণ্ডিত-পদবাচ্য হইতে পারেন ; হে যাজ্ঞবল্ক্য, তুমি তাহা না জানিয়াই বৃথা পাণ্ডিত্যভিমান করিতেছ ! (যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, ভাল,) তাহাকে জানিলেই যদি পাণ্ডিত্য লাভ হয়, তবে আমিও সর্ব আত্মার পরায়ণ সেই পুরুষকে জানি—তুমি যাহার কথা বলিতেছ, অর্থাৎ তুমি যে পুরুষের কথা বলিতেছ, আমি তাঁহাকে জানি ।

(১) তাৎপৰ্য্য—আমাদের স্থূল শরীরের প্রধান উৎপাদন ছয়টি পদার্থ—ত্বক্, মাংস, রুধির, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র । তন্মধ্যে প্রথমোক্ত তিনটি—ত্বক্, মাংস ও রুধির মাতৃ-দেহ হইতে, আর অস্থি, মজ্জা ও শুক্র, এই তিনটি পিতৃদেহ হইতে উৎপন্ন হয় । উক্ত ছয়টি পদার্থকেই কোশ বলে । তাহা দ্বারা রচিত বলিয়া স্থূল শরীরকে ‘ষাট্‌কোশিক’ বলে । উক্ত ছয়টি কোশের মধ্যে মাতৃদেহজ প্রাথমিক তিনটি (ত্বক্, রুধির ও মাংস) ক্ষেত্রস্বরূপ, আর পিতৃদেহজ অস্থি, মজ্জা ও শুক্র, এই তিনটি বীজস্বরূপ ; বীজ যেমন মাটিতে মিলিত হইয়া অল্পর জন্মায়, তদ্রূপ অস্থিপ্রভৃতি বীজ ও ত্বক্ প্রভৃতি ক্ষেত্রে পতিত হইয়া স্থূল শরীর উৎপাদন করে ।

(ইহার পর শাকল্যের উক্তি ধরিয়া লইতে হইবে ; শাকল্য যেন বলিলেন—) তুমি যদি সেই পুরুষকে জান, তাহা হইলে বল দেখি—সেই পুরুষ কিরূপ বিশেষণে বিশেষিত ? (যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—) তাহার যাহা বিশেষণ, তাহা বলিতেছি ; শ্রবণ কর,—এই যে, শারীর—পার্শ্ব শরীর হইতে সমুৎপন্ন, অর্থাৎ মাতৃশরীর হইতে উৎপন্ন কোশত্রয়—ত্বক্, মাংস ও রুধির, ইহাই তোমার জিজ্ঞাসিত দেবতার স্বরূপ । হে শাকল্য, তাহার আরও বিশেষণ আছে, তাহাও জানা আবশ্যক ; তুমি তৎসম্বন্ধে আরও প্রশ্ন কর । শাকল্য তখন যাজ্ঞবল্ক্যের কথায় চঞ্চলচিত্ত হইয়া—অঙ্কুশ-তাড়িত হস্তীর স্থায় আর লহু করিতে না পারিয়া বলিলেন—ভাল, সেই শারীর পুরুষের দেবতা কে ? (১) অর্থাৎ যাহা হইতে শারীর পুরুষ প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে, এবং ‘স তস্মৈ দেবতা’ বাক্যে যাহার কথা বলিতে ইচ্ছা করা হইয়াছে, সেই দেবতাটি কে ? তদন্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—তাহা অমৃত । এখানে অমৃত অর্থ ভুক্ত অন্নের পরিপাকজ রস, যাহা হইতে মাতৃজ রুধির নিস্পন্ন হয় এবং যাহা হইতে আবার পিতৃজ বীজের আশ্রয়ভূত রুধিরময় শরীর সমুৎপন্ন হয় । ইহার অস্ত্রাংশের ব্যাখ্যা পূর্বের অনুরূপ ॥ ২১৬ ॥ ১০ ॥

কাম এব যস্যায়তনং হৃদয়ং লোকো মনো জ্যোতিঃ, যো বৈ তং পুরুষং বিদ্যাৎ সর্বস্যাত্মনঃ পরায়ণং স বৈ বেদিতা স্যাদ্ যাজ্ঞবল্ক্য, বেদ বা অহং তং পুরুষং সর্বস্যাত্মনঃ পরায়ণং যমাংথ, য এবায়াং কামগয়ঃ পুরুষঃ, স এষঃ, বদৈব শাকল্য, তস্য কা দেবতেতি, স্ত্রিয় ইতি হোবাচ ॥ ২১৭ ॥ ১১ ॥

সম্বলার্থঃ ।—[শাকল্যঃ পুনরাহ—] কামঃ এব যশ্চ (দেবশ্চ) আয়তনং, হৃদয়ং লোকঃ (চক্ষুঃ), মনঃ জ্যোতিঃ ; হে যাজ্ঞবল্ক্য, যঃ বৈ (এব) সর্বস্য আত্মনঃ (দেহেন্দ্রিয়সংঘাতশ্চ) পরায়ণং (পরমাশ্রয়ভূতং) তং পুরুষং বিদ্যাৎ (বিজানীয়াৎ), সঃ বৈ (এব) বেদিতা (বিদ্বান্—জ্ঞানী) স্যাত্ ; (ত্বং তু তং পুরুষং ন বেৎসি ইত্যভিপ্রায়ঃ) । [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] হে শাকল্য, ত্বং যং

(১) তাৎপৰ্য্য—এখানে দেবতা শব্দটি যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা এই—যাহার আশ্রয়ে বা সাহায্যে যাহার স্থিতি ও বৃদ্ধি বা পুষ্টি হয়, তাহাই তাহার দেবতা । ভুক্ত অন্নের পরিণতি রস দ্বারা দেহের পুষ্টি ও স্থিতি হইয়া থাকে, এই জন্ত অন্নরস শারীর পুরুষের দেবতা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে । পরবর্তী শ্রুতিতেও এইরূপ অভিপ্রায় বুঝিয়া লইতে হইবে ।

(পুরুষং) আথ (কথয়সি), অহং বৈ সৰ্বশ্চ আত্মনঃ পরায়ণং তং পুরুষং বেদ (জানামি) । [কোহনৌ ? ইত্যাহ—] যঃ এব অয়ং কামময়ঃ পুরুষঃ, সঃ এবঃ (স্বংপৃষ্টঃ কামময়ঃ পুরুষঃ); (পুনরপি তদ্বিশেষং) পৃচ্ছ এব । (শাকল্যঃ পপ্রচ্ছ—) তত্ত্ব (পুরুষস্ত) কা দেবতা ? ইতি ; [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] দ্বিগ্নঃ (উক্তঃ কামময়ঃ পুরুষঃ স্ত্রীষু প্রতিষ্ঠিত ইত্যর্থঃ) ইতি ॥২১৭॥১১॥

মূলানুবাদ :—কামই বাহার আয়তন (শরীর), [কাম অর্থ—স্রীসঙ্গাভিলাষ], হৃদয় বাহার চক্ষুঃ, এবং মন বাহার জ্যোতিঃ, সমস্ত দেহসজ্জাতের একমাত্র আশ্রয় সেই পুরুষকে যিনি জানেন, তিনিই জ্ঞানী হইতে পারেন ; [হে যাজ্ঞবল্ক্য, তুমি তাহাকে জাননা ; স্মতরাং তোমার পাণ্ডিত্যাভিমান বৃথা] । [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] হে শাকল্য, তুমি বাহার কথা বলিতেছ, আমি সৰ্ববাত্ম-পরায়ণ সেই পুরুষকে জানি । [তাহা কি ?] যিনি এই কামময় পুরুষ, তিনিই তাহা ; [তাহার সম্বন্ধে যদি আরও জানিতে ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে] স্বচ্ছন্দে জিজ্ঞাসা কর । [শাকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন—] এই পুরুষের দেবতা কে ? [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] স্রীসমূহ ; কারণ, স্রী হইতেই কামবৃত্তির উদ্দীপনা হইয়া থাকে ॥ ২১৭ ॥ ১১ ॥

শাকল্যভাষ্যম্ :—কাম এব যশ্চায়তনম্ । স্ত্রীব্যতিকরাভিলাষঃ কামঃ, কামশরীর ইত্যর্থঃ । হৃদয়ং লোকঃ, হৃদয়েন বুদ্ধ্যা পশ্যতি । য এবায়ং কামময়ঃ পুরুষঃ, অধ্যাত্মমপি কামময় এব, তত্ত্ব কা দেবতেতি ? দ্বিগ্ন ইতি হোবাচ ; স্ত্রীতো হি কামস্ত দীপ্তির্জায়তে ॥২১৭॥১১॥

টীকা উত্তরপর্ধ্যায়েষু যেষাং পদানামর্থভেদস্তেষাং তৎকলনার্থং প্রতীকং গৃহীতি—কাম ইতি । বাক্যার্থমাহ—কামশরীর ইত্যর্থ ইতি । স চ হৃদয়দর্শনো মনসা সঙ্কল্পয়িত্তেতি পূর্ববৎ । তত্ত্ব বিশেষণং দর্শয়তি—য এবেতি । আধ্যাত্মিকস্ত কামময়স্ত পুরুষস্ত কারণং পৃচ্ছতি—তত্ত্ব ইতি । তত্ত্বাস্ত্বংকারণত্বমুভয়েন ব্যনক্তি—স্ত্রীতো ইতি ॥২১৭॥১১॥

ভাষ্যানুবাদ :—“কাম এব যশ্চায়তনম্” ইত্যাদি । এখানে কাম অর্থ—স্রীসঙ্গাভিলাষ ; উক্ত পুরুষ সেই কামশরীরসম্পন্ন । হৃদয় তাহার লোক (চক্ষু) ; কারণ, তিনি হৃদয়—বুদ্ধি দ্বারা দর্শন করেন । এই যে কামময় পুরুষ, অধ্যাত্ম কামময় পুরুষও তিনিই ; তাহার দেবতা কে ? [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,] স্রী ; কারণ, স্রী হইতেই কামবৃত্তির উদ্দীপনা হইয়া থাকে ॥২১৭॥১১॥

রূপাণ্যেব যস্যায়তনং চক্ষুর্লোকো মনো জ্যোতিঃ, যো বৈ
তং পুরুষং বিজ্ঞাৎ সৰ্বস্যাত্মনঃ পরায়ণং স বৈ বেদিতা স্যাদ্
যাজ্ঞবল্ক্য, বেদ বা অহং তং পুরুষং সৰ্বস্যাত্মনঃ পরায়ণং, যমাথ,
য এবাসাবাদিত্যে পুরুষঃ স এষঃ, বদৈব শাকল্যা তস্মৈ কা
দেবতেতি, সত্যমিতি হোবাচ ॥ ২১৮ ॥ ১২ ॥

সঙ্কলার্থঃ ১—[শাকল্যঃ পুনঃ পৃচ্ছতি] রূপানি (গুরুকৃষাদীনি) যশ্চ
(পুরুষশ্চ) আয়তনং (আশ্রয়ঃ), চক্ষুঃ লোকঃ (দৃষ্টিসাধনম্), মনঃ জ্যোতিঃ ;
হে যাজ্ঞবল্ক্য, যঃ বৈ সৰ্বস্য আত্মনঃ পরায়ণং তং পুরুষং বিজ্ঞাৎ ; স বৈ
বেদিতা স্যাত্ । (যাজ্ঞবল্ক্য আহ—) হে শাকল্য, অহং বৈ সৰ্বস্য আত্মনঃ
পরায়ণং তং পুরুষং বেদ (জানামি) ; স্বং যং (পুরুষং) আথ (কথয়ামি) ।
[কোহসৌ ?] যঃ এব অসৌ আদিত্যে পুরুষঃ, সঃ (আদিত্যপুরুষঃ) এব
(নিশ্চয়ে) এষঃ (রূপ-পুরুষঃ) । [যদি অত্রাপি তে প্রট্যমন্তি, তর্হি] বদ
(পৃচ্ছ) এব । [শাকল্যঃ পপ্রচ্ছ—] তস্মৈ (রূপ-পুরুষশ্চ) দেবতা কা ?
ইতি । (যাজ্ঞবল্ক্যঃ উবাচ—) সত্যম্—ইতি । (অত্র সত্যশব্দেন চক্ষুরূচ্যতে,
যতঃ চক্ষুষ এব আধিদৈবিকশ্চ আদিত্যশ্চ স্বরূপনিষ্পত্তিঃ শ্রয়তে ইতি
ভাবঃ ।) ॥ ২১৮ ॥ ১২ ॥

মূলানুবাদঃ ১—রূপসমূহ যাহার আয়তন (শরীর), চক্ষু
যাহার লোক, এবং মন যাহার জ্যোতিঃ, সমস্ত আত্মার (দেহসংঘাতের)
একমাত্র আশ্রয় সেই পুরুষকে যিনি জানেন, তিনিই জ্ঞানী হইতে
পারেন ; [হে যাজ্ঞবল্ক্য, তুমি তাহাকে জান না ; স্মতরাং তোমার
পাণ্ডিত্যভিমান বৃথা] । [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,] হে শাকল্য, তুমি যাহার
কথা বলিতেছ, আমি সৰ্বাত্ম-পরায়ণ সেই পুরুষকে জানি । [তাহা
কি ?] যিনি এই আদিত্য-পুরুষ, তিনিই তাহা । [তাহার সম্বন্ধে
যদি আরও জানিতে ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে,] স্বচ্ছন্দে জিজ্ঞাসা
কর । [শাকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন,] এই পুরুষের দেবতা কে ?
[যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,] সত্য অর্থাৎ চক্ষুঃ ; কারণ, চক্ষু হইতেই
আদিত্যের অভ্যুদয় হইয়া থাকে ॥ ২১৮ ॥ ১২ ॥

শাকল্যভাষ্যম্ ১—রূপাণ্যেব যস্তায়তনম্; রূপানি শুক্লকৃষ্ণাদীনি । য এবাসৌ আদিত্যে পুরুষঃ—সৰ্বেষাং হি রূপাণাং বিশিষ্টং কার্য্যমাদিত্যে পুরুষঃ, তস্ত ক। দেবতেতি । সত্যমিতি হোবাচ; সত্যমিতি চক্ষুৰ্ভ্যতে, চক্ষুষো হি অধ্যাত্মত আদিত্যাত্মাদিদৈবতস্ত নিষ্পত্তিঃ ॥২১৮॥১২॥

টীকা । রূপশরীরস্ত চক্ষুর্দর্শনস্ত মনসা সঙ্কল্পয়িতুর্দেবস্ত কথমাদিত্যে পুরুষো বিশেষণ-মিত্যাশঙ্ক্যাহ—সৰ্বেষাং হীতি । রূপমাত্রাভিমানিনো দেবস্তাদিত্যে পুরুষো বিশেষাবচ্ছেদঃ । স চ সৰ্ব্বরূপপ্রকাশকত্বাৎ সৰ্বৈ রূপৈঃ স্বপ্রকাশনারায়কঃ । তস্মাদ্ যুক্তং যথোক্তং বিশেষণ-মিত্যর্থঃ । কথং চক্ষুষঃ সকাশাদাদিত্যাত্মোৎপত্তিরিত্যাশঙ্ক্য 'চক্ষোঃ সূর্য্যো অজায়ত' ইতি প্রতিমাশ্রিত্যাহ—চক্ষুষো হীতি ॥২১৮॥১২॥

ভাষ্যানুবাদ ১—“রূপানি এব যস্ত আয়তনম্” ইত্যাদি । রূপ অর্থ শুক্ল কৃষ্ণাদি বর্ণ । ‘এই যে আদিত্যমণ্ডলে পুরুষ,’ একথার অর্থ এই যে, যতপ্রকার রূপ আছে, আদিত্যমণ্ডলে অধিষ্ঠিত পুরুষ হইতেছেন সে সমুদয়ের বিশেষ কার্য্য বা ফলস্বরূপ । তাঁহার দেবতা কে ? তাহার দেবতা ‘সত্য’ । এখানে চক্ষুকে ‘সত্য’ বলা হইতেছে ; কারণ, অধ্যাত্ম চক্ষু হইতেই আধিদৈবিক আদিত্যের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে ॥২১৮॥১২॥

আকাশ এব যস্তায়তনং শ্রোত্রং লোকো মনোজ্যোতিঃ, যো বৈ তং পুরুষং বিদ্যাৎ সৰ্ব্বস্তাত্মনঃ পরায়ণং স বৈ বেদিতা স্তাদ্ যাজ্ঞবল্ক্য, বেদ বা অহং তং পুরুষং সৰ্ব্বস্তাত্মনঃ পরায়ণং, যমাত্ম, য এবায়ং শ্রোত্রঃ প্রাতিশ্রবকঃ পুরুষঃ স এষঃ, বদৈব শাকল্য, তস্ত ক। দেবতেতি, দিশ ইতি হোবাচ ॥ ২১৯ ॥ ১৩ ॥

সকলার্থঃ ১—তথা, আকাশঃ এব যস্ত (পুরুষস্ত) আয়তনম্, শ্রোত্রং লোকঃ, মনঃ জ্যোতিঃ ; হে যাজ্ঞবল্ক্য, যঃ (জনঃ) সৰ্ব্বস্ত আত্মনঃ (দেহেন্দ্রিয়-সংঘাতস্ত) পরায়ণং তং (আকাশশরীরং পুরুষং) বিদ্যাৎ, সঃ বৈ বেদিতা (জ্ঞানী) স্তাৎ । [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] হে শাকল্য, অহং বৈ সৰ্ব্বস্ত আত্মনঃ পরায়ণং তং পুরুষং বেদ (বেদ্বি), ত্বং যং (পুরুষম্) আত্ম (কথয়সি) । [কোহসৌ ? ইত্যত আহ—] য এব অয়ং শ্রোত্রঃ (শ্রোত্রে ভবঃ শ্রবণেন্দ্রি-রোপলক্ষিতঃ), [তত্রাপি] প্রাতিশ্রবকঃ (প্রত্যেককর্ত্তো বিশেষতঃ অভিব্যক্ত্যাতে ইত্যর্থঃ) পুরুষঃ, সঃ এষঃ (ত্বৎপৃষ্টঃ পুরুষ ইত্যর্থঃ) । [শাকল্য আহ—]

তত্ত্ব (আধ্যাত্মিকত্ব) কা দেবতা ? [যাজ্ঞবল্ক্যঃ] উবাচ হ—দিশঃ ইতি,
(দিশামেব তদভিব্যঞ্জকত্বাদিত্তি ভাবঃ) ॥২১৯॥১৩॥

মূলানুবাদ ১—[শাকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন,] হে যাজ্ঞবল্ক্য, আকাশই যাহার আয়তন (শরীর), শ্রবণেন্দ্রিয় যাহার লোক (চক্ষুঃ), এবং মনঃ যাহার জ্যোতিঃ, সমস্ত আত্মার পরমাশ্রয়ভূত সেই পুরুষকে যিনি জানেন, তিনিই যথার্থ বিদ্বান্-পদবাচ্য হন । [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,] হে শাকল্য, তুমি যে পুরুষের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ ; সমস্ত আত্মার পরমাশ্রয়ভূত সেই পুরুষকে আমি জানি । যিনি এই শ্রোত্রাধিষ্ঠিত প্রাতিশ্রুৎক অর্থাৎ প্রত্যেক শব্দশ্রুতিতে সমধিক প্রকটিত হন, তিনিই সেই পুরুষ । তুমি তাহার সম্বন্ধে আরও কিছু জিজ্ঞাসা কর । [শাকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন,] তাহার দেবতা কে ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, দিক্‌সমূহ অর্থাৎ অধিদৈবত দিক্‌সমূহ হইতে সেই অধ্যাত্ম পুরুষের আবির্ভাব হয় ॥ ২১৯ ॥ ১৩ ॥

শাকল্যভাষ্যম্ ১—আকাশ এব যস্তায়তনম্ । য এবায়ং শ্রোত্রে ভবঃ শ্রোত্রঃ, তথাপি প্রতিশ্রবণবেলায়াং বিশেষতো ভবতীতি প্রাতিশ্রুৎকঃ, তত্ত্ব কা দেবতেতি ; দিশ ইতি হোবাচ ; দিগ্‌ভ্যো হি অসাবাধ্যাত্মিকো নিষ্পত্ততে ॥২১৯॥১৩॥

টীকা । তত্রাপীতি শ্রোত্রোক্তিঃ । প্রতিশ্রবণং সংবাদঃ প্রতিবিষয়ঃ শ্রবণং বা, সর্বাণি শ্রবণানি বা তদঙ্গায়ামিতি যাবৎ । দিশস্তত্রাধিদৈবতমিতি শ্রুতিমাশ্রিত্যাহ—দিগ্‌ভ্যো হীতি ॥২১৯॥১৩॥

ভাষ্যানুবাদ ১—“আকাশ এব যস্তায়তনম্” ইত্যাদি । যিনি (পুরুষ) এই শ্রবণেন্দ্রিয়ে প্রকটিত—শ্রোত্র পুরুষ ; এবং প্রত্যেক শ্রবণসময়ে বিশেষরূপে ব্যক্ত হন বলিয়া প্রাতিশ্রুৎক, তাহার দেবতা কে ? [যাজ্ঞবল্ক্য] বলিলেন—দিক্‌সমূহ ; কারণ, এই আধ্যাত্মিক পুরুষ দিক্‌সমূহ হইতেই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে ॥২১৯॥১৩॥

তন্ম এব যস্তায়তনং হৃদয়ং লোকে । মনোজ্যোতির্যো বৈ তং পুরুষং বিদ্বাৎ সর্বশ্রাত্ত্বানঃ পরায়ণং স বৈ বেদিতা স্যাদ্ যাজ্ঞবল্ক্য, বেদ বা অহং তং পুরুষং সর্বশ্রাত্ত্বানঃ পরায়ণং,

যমাথ, য এবায়ং ছায়াময়ঃ পুরুষঃ স এষঃ, বদৈব শাকল্য, তস্ত
কা দেবতেতি, মৃত্যুরিতি হোবাচ ॥ ২২০ ॥ ১৪ ॥

সম্বলার্থঃ ১—তমঃ (অন্ধকারঃ) এব যস্ত আয়তনং (আশ্রয়ঃ শরীরম্),
হৃদয়ং (অন্তঃকরণম্) লোকঃ (চক্ষুঃ), মনঃ জ্যোতিঃ (প্রকাশঃ), হে যাজ্ঞবল্ক্য,
যঃ বৈ সৰ্ব্বশ্চ আত্মনঃ পরায়ণং তং পুরুষং বিজ্ঞাৎ, সঃ বৈ বেদিতা স্তাৎ, [নতু
অন্তঃ] । [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] হে শাকল্য, অহং বৈ সৰ্ব্বশ্চ আত্মনঃ পরায়ণং তং
পুরুষং বেদ (বেদ্বি), [ত্বং] যং (পুরুষং) আথ (কথয়সি) । [কোহসৌ ?]
যঃ এব অয়ং ছায়াময়ঃ (আধ্যাত্ম্যং ছায়াত্মকঃ) পুরুষঃ, সঃ (ছায়াময়ঃ পুরুষঃ)
এষঃ (ত্বয়া যঃ পৃষ্ঠঃ) । হে শাকল্য, বদ এব (তদুগতং বিশেষম্ এব পৃচ্ছ
ইত্যর্থঃ) । [শাকল্যঃ পপ্রচ্ছ—] তস্ত (ছায়াময়স্ত পুরুষস্ত) কা দেবতা ?
ইতি । [যাজ্ঞবল্ক্যঃ] উবাচ হ—মৃত্যুঃ ইতি ॥২২০॥১৪॥

মূলানুবাদ ১—[শাকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন,] হে যাজ্ঞবল্ক্য,
তমঃ—অন্ধকারই যাহার আয়তন—আশ্রয়ভূত শরীর, হৃদয় যাহার
লোক, এবং মন যাহার জ্যোতিঃ (প্রকাশক), সমস্ত দেহের পরমাশ্রয়-
ভূত সেই পুরুষকে যিনি জানেন, তিনিই যথার্থ জ্ঞানি-পদবাচ্য হইতে
পারেন ; [তুমি কি তাহাকে জান ?] [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,] তুমি
যাহার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, সমস্ত আত্মার পরমাশ্রয়ভূত সেই
পুরুষকে আমি জানি ; এই যে, দেহমধ্যে ছায়াময় পুরুষ, তাহাই সেই
পুরুষ । হে যাজ্ঞবল্ক্য, তুমি তাহার সম্বন্ধে আরও যাহা হয়, জিজ্ঞাসা
কর । [শাকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন,] সেই পুরুষের দেবতা কে ?
অর্থাৎ সেই আধ্যাত্ম্য ছায়াময় পুরুষের অধিদেবত রূপটি কি ?
[যাজ্ঞবল্ক্য] বলিলেন, তাহা মৃত্যু ; [কারণ, মৃত্যুই পুরুষরূপে দেহ
মধ্যে প্রকটিত হয়] ॥ ২২০ ॥ ১৪ ॥

শাকল্যভাষ্যম্ ১—তম এব যস্তায়তনম্ ; তম ইতি শার্বরাগন্ধকারঃ
পরিগৃহ্যতে, আধ্যাত্ম্যং ছায়াময়ঃ অজ্ঞানময়ঃ পুরুষঃ ; তস্ত কা দেবতেতি, মৃত্যুরিতি
হোবাচ । মৃত্যুরাধিদেবতং, তস্ত নিষ্পত্তিকারণং ॥২২০॥১৪॥

টীকা । অধিদেবতং মৃত্যুরীত্যরো মৃত্যুনৈবেদমাবৃতমাসীদিতি শ্রুতেঃ । স চ তস্তাজ্ঞান-
ময়স্তাধ্যাত্মিকস্ত পুরুষস্তোৎপত্তিকারণমবিবেকিশ্রবন্তেরীষরাধীনত্বাৎ “ঈশ্বরপ্রেরিতো গচ্ছেৎ স্বর্গং
বা ব্রহ্মমেব বা” ইতি হি পঠন্তি, তদাহ—মৃত্যুরিতি ॥২২০॥১৪॥

রূপাণ্যেব যস্তায়তনং চক্ষুর্লোকে। মনোজ্যোতির্যো বৈ তং
পুরুষং বিদ্যাৎ সৰ্ব্বস্তাত্মনঃ পরায়ণং স বৈ বেদিতা স্যাদ্ যাজ্ঞ-
বল্ক্য, বেদ বা অহং তং পুরুষং সৰ্ব্বস্তাত্মনঃ পরায়ণং যমাথ, য
এবায়মাদর্শে পুরুষঃ, স এষঃ, বদৈব শাকল্য, তস্য কা দেবতেত্য-
শ্রুতি হোবাচ ॥ ২২১ ॥ ১৫ ॥

সম্বলার্থঃ ১—[শাকল্যঃ পুনঃ পপ্রচ্ছ—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, রূপাণি (প্রকাশ-
ময়ানি) এব যস্ত আয়তনং (অধিষ্ঠানং), চক্ষুঃ লোকঃ, মনঃ জ্যোতিঃ, যঃ বৈ
সৰ্ব্বস্ত আত্মনঃ পরায়ণং তং পুরুষং বিদ্যাৎ, সঃ বেদিতা স্যাদ্ । [যাজ্ঞবল্ক্য আহ,]
হে শাকল্য, ত্বং যং (পুরুষং) আথ (ব্রবীষি), অহং বৈ সৰ্ব্বস্ত আত্মনঃ পরায়ণং
তং পুরুষং বেদ (জানামি) । [কোহসৌ ?] যঃ এব অয়ম্ আদর্শে (দর্পণে)
পুরুষঃ (প্রতিবিম্ব-পুরুষঃ দৃশ্যতে), সঃ এষঃ (স্বত্বপৃষ্ঠঃ) । বদ এব (ভূয়ো-
হপি পৃচ্ছ ইত্যর্থঃ) । [শাকল্যঃ পপ্রচ্ছ—] তস্ত (পুরুষস্ত) কা দেবতা ?
ইতি ; [যাজ্ঞবল্ক্যঃ] উবাচ হ—অমুঃ (প্রাণঃ) ইতি, [প্রাণোপেতশরীরাত্
তন্নিষ্পত্তেরিতি ভাবঃ] ॥২২১॥১৫॥

মূলানুবাদ ১—[শাকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন,] হে যাজ্ঞবল্ক্য,
বিশেষ বিশেষ রূপসমূহ যাহার আয়তন, চক্ষু যাহার লোক, মন যাহার
জ্যোতিঃ, সকল আত্মার চরম আশ্রয়ভূত সেই পুরুষকে যিনি জানেন,
তিনিই যথার্থ বিদ্বান্ হইতে পারেন । [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,] হে শাকল্য,
তুমি যাহার কথা বলিতেছ, সৰ্ব্বভূতের একমাত্র আশ্রয়ভূত সেই পুরুষকে
আমি জানি; এই যে দর্পণে প্রতিবিম্বিত ছায়াময় পুরুষ, ইহাই তোমার
জিজ্ঞাসিত সেই পুরুষ । [তোমার যদি এবিষয়ে আরও কিছু জিজ্ঞাসা
ধাকে, তাহা] জিজ্ঞাসা কর । [শাকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন,] সেই
পুরুষের দেবতা কে ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—অমু, অর্থাৎ বলসাধ্য
দর্পণাদি-ঘর্ষণ কার্য এই প্রাণের দ্বারা নিষ্পন্ন হয়, এবং ঘর্ষণে প্রতি-
বিম্বাধার দর্পণাদি নিশ্চল করা হয় ; তাই তাহাতে প্রতিবিম্বপাত হয় ;
এই কারণে প্রাণকেই উহার দেবতা বলা হইয়াছে ॥ ২২১ ॥ ১৫ ॥

শাকল্যভাষ্যম্ ১—রূপাণ্যেব যস্তায়তনম্ । পূর্কং সাধারণানি রূপাণ্য-
জানি, ইহ তু প্রকাশকানি বিশিষ্টানি রূপাণি গৃহ্যন্তে । রূপায়তনস্ত দেবস্ত

বিশেষায়তনং প্রতিবিম্বাধারমাদর্শাদি । তস্তু কা দেবতেতি, অমুরিতি হোবাচ, তস্তু প্রতিবিম্বাধাতু পুরুষস্ত নিম্পত্তিঃ অসোঃ প্রাণাৎ ॥২২১॥১৫॥

টীকা । পুনরুক্তিঃ অত্যাহ—পূর্বমিতি । আধারশব্দো ভাবপ্রধানস্তথা চ প্রতিবিম্বপ্রা-
ধারত্বং যত্র তদিত্যুক্তং ভবতি । আদিশব্দেন স্বচ্ছব্রতাবং খড়্গাদি গৃহ্যতে । প্রাণেন হি
নিঘৃণ্যমাণে দর্পণাদৌ প্রতিবিম্বাভিব্যক্তির্যোগ্যে রূপবিশেষো নিম্পদ্যতে । ততো যুক্তং প্রাণস্ত
প্রতিবিম্বকারণত্বমিত্যভিপ্রৈত্যাহ—তস্তেতি ॥ ২২১॥১৫॥

ভাষ্যানুবাদ ১—‘রূপাণি এব যস্তায়তনম্’ ইত্যাদি । অতীত দ্বাদশ
শ্রুতিতে যে রূপের কথা বলা হইয়াছে, তাহা সাধারণ স্বেত-পীতাদি রূপ, আর
এখানে যে রূপের কথা বলা হইতেছে, ইহা তদপেক্ষা বিশেষ রূপ গ্রহণ করিতে
হইবে ; (নচেৎ পুনরুক্তি দোষ ঘটে) । রূপায়তন দেবতারও বিশেষ আশ্রয়
হইতেছে প্রতিবিম্বাধার দর্পণ ও খড়্গ প্রভৃতি ; তাহার দেবতা কে ? এই প্রশ্নের
উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, [তাহার দেবতা] অমু (প্রাণ) ; কেননা, প্রাণের
সাহায্যেই সেই প্রতিবিম্ব-পুরুষের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে । অভিপ্রায় এই যে,
বলরূপী প্রাণের সাহায্যে ঘর্ষণদ্বারা প্রতিবিম্বাধার নিখলীকৃত হইলেই তাহাতে
প্রতিবিম্ব পতিত হইয়া থাকে ॥২২১॥১৫॥

আপ এব যস্তায়তনং হৃদয়ং লোকো মনোজ্যোতির্বো বৈ
তং পুরুষং বিত্তাৎ সর্বস্তাত্মনঃ পরায়ণং স বৈ বেদিতা স্তাদ্
যাজ্ঞবল্ক্য, বেদ বা অহং তং পুরুষং সর্বস্তাত্মনঃ পরায়ণং
যমাংস, য এবায়মপ্সু পুরুষঃ স এষঃ । বদৈব শাকল্য, তস্তু কা
দেবতেতি, বরুণ ইতি হোবাচ ॥ ২২২ ॥ ১৬ ॥

সম্বলার্থঃ ১—হে যাজ্ঞবল্ক্য, যঃ বৈ আপ এব যস্তু আয়তনং, হৃদয়ং লোকঃ,
মনঃ জ্যোতিঃ, সর্বস্ত আত্মনঃ পরায়ণং তং পুরুষং বিত্তাৎ, সঃ বৈ বেদিতা স্তাৎ ।
[যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] হে শাকল্য, ত্বং যং অংস (কণরসি), সর্বস্ত আত্মনঃ পরায়ণং
তং পুরুষং বেদ (বেদ্বি) [অহম্] । [কোহসৌ ?] যঃ এব অয়ং অপ্সু পুরুষঃ,
সঃ এষঃ (ত্বংপৃষ্ঠঃ পুরুষঃ) । [ইচ্ছসি চেৎ, ভূয়োহপি] বদ (পৃচ্ছ) এব ইতি ।
[শাকল্যঃ পপ্রচ্ছ—] তস্তু (অপ্পুরুষস্ত) কা দেবতা ? ইতি । [যাজ্ঞবল্ক্যঃ]
উবাচ—বরুণ ইতি, [বরুণঃ হি অপাং দেবতা প্রসিদ্ধা ইতি ভাবঃ] ২২২॥১৬॥

মূলানুবাদ ১—জলই যাহার শরীর, হৃদয় যাহার লোক
(চক্ষু), এবং মন যাহার জ্যোতিঃ, হে যাজ্ঞবল্ক্য, সমস্ত আত্মার

পরমাশ্রয়ভূত সেই পুরুষকে যিনি জানেন, তিনিই ষথার্থ বিদ্বান্ হইতে পারেন । [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,] হে শাকল্য, সমস্ত আত্মার পরমাশ্রয়-ভূত সেই পুরুষকে আমি জানি, তুমি যাহার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ । এই যে জলাধিষ্ঠিত পুরুষ, তিনিই তোমার জিজ্ঞাসিত সেই পুরুষ ; যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তবে এ সম্বন্ধে আরও জিজ্ঞাসা কর । [শাকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন,] সেই পুরুষের দেবতা কে ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, বরুণ [তাহার দেবতা ; [কারণ, বরুণই জল-দেবতা বলিয়া জগতে প্রসিদ্ধ] ॥ ২২২ ॥ ১৬ ॥

শাকল্যভাষ্যম্ ।—আপ এব যস্তায়তনম্ । সাধারণাঃ সৰ্ব্বা আপ আয়তনম্ বাপীকূপতড়াগাচ্চান্বাপ্প বিশেষাবস্থানম্ । তস্ত কা দেবতেতি ? বরুণ ইতি ; বরুণাৎ সজ্বাতকত্রোহধ্যাত্মমাপ এব বাপ্যাচ্চপাৎ নিষ্পত্তি-কারণম্ ॥ ২২২ ॥ ১৬ ॥

টীকা । আপ এব যস্তায়তনং, য এবায়মপ্ পুরুষ ইত্যুভয়ত্র সামান্তবিশেষভাবো ন প্রতিভাতীতি শঙ্ক্যমানং প্রত্যাহ—সাধারণা ইতি । কথং পুনর্বাপীকূপাদিশেষায়তনস্ত বরুণো দেবতা ? ন হি দেবতায়নো বরুণস্ত তদধিষ্ঠাতৃত্বং কারণতঃ, তত্রাহ—বরুণাদিতি । আপো বাপীকূপাচ্চাঃ পীতাঃ নতোহধ্যাত্মঃ শরীরে মূত্রাদিসজ্বাতং কুর্কস্মি । তান্চ বরুণা-স্তবস্মি । বরুণশব্দেনাপ এব রস্মিষ্ণারা ভূমিং পতন্ত্যোহভিধীয়ন্তে । তথা চ তা এব বরুণাঙ্কিকা বাপ্যাচ্চপাৎ পীয়মানানামুৎপত্তিকারণমিতি যুক্তং বরুণস্ত বাপীতড়াগাচ্চায়তনং পুরুষঃ প্রতি কারণত্বমিত্যর্থঃ ॥ ২২২ ॥ ১৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—‘আপ এব যস্ত আয়তনম্’ ইত্যাদি । এখানে সাধারণতঃ জলমাত্রই আয়তন ; বাপী, কূপ ও তড়াগাদিগত জল তাহারই অবস্থা-বিশেষ মাত্র । সেই জলের দেবতা কে ? [উত্তর—] বরুণ । দেহপিণ্ড-নিৰ্ম্মাণ-কারক আধ্যাত্মিক জলই বরুণের প্রেরণার বাপী-কূপাদিগত জলোৎপত্তির কারণ ; অর্থাৎ যে জলদ্বারা দেহপিণ্ড রচিত হয়, বরুণদেব সেই জলকেই বাপী-কূপাদিতে বিভিন্নাবস্থায় পরিণত করেন ; [অতএব বরুণই জলের দেবতা] ॥ ২২২ ॥ ১৬ ॥

রেত এব যস্তায়তনং হৃদয়ং লোকো মনো জ্যোতির্ষো বৈ তং পুরুষং বিদ্যাৎ সৰ্ব্বস্তাত্মনঃ পরায়ণং স বৈ বেদিতা শ্রাদ্ যাজ্ঞ-বল্ক্য, বেদ বা অহং তং পুরুষং সৰ্ব্বস্তাত্মনঃ পরায়ণং যমাত্ম । য

এবায়ং পুত্রময়ঃ পুরুষঃ স এষঃ । বদৈব শাকল্য, তস্ত ক। দেব-
তেতি ; প্রজাপতিরিতি হোবাচ ॥ ২২৩ ॥ ১৭ ॥

সব্বসার্থঃ ১—হে যাজ্ঞবল্ক্য, রেতঃ (শুক্রং) এব যস্ত আয়তনম্, হৃদয়ং
লোকঃ, মনঃ জ্যোতিঃ ; যঃ বৈ সৰ্ব্বশ্চ আত্মনঃ পরায়ণং তং পুরুষং বিজ্ঞাৎ, সঃ
বৈ বেদিতা শ্রাৎ । [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] হে শাকল্য, ত্বং যম্ আথ, অহং, বৈ সৰ্ব্বশ্চ
আত্মনঃ পরায়ণং তং পুরুষং বেদ ;—যঃ এব অয়ং পুত্রময়ঃ (পুত্ররূপঃ) পুরুষঃ,
এষঃ সঃ (ত্বৎপৃষ্ঠঃ পুরুষঃ) । [হে শাকল্য, ইচ্ছসি চেৎ, ভূয়োহপি] বদ
এব । [শাকল্য আহ—] তস্ত (পুত্রময়পুরুষস্ত) ক। দেবতা ? ইতি । যাজ্ঞবল্ক্য
উবাচ হ—প্রজাপতিঃ (পিতা) ইতি, [পিতুরেব পুত্রোৎপত্তিহেতুত্বাদিতি
ভাবঃ] ॥২২৩॥১৭॥

মূলানুবাদ ১—রেতঃ অর্থাৎ শুক্রই যাহার আয়তন, হৃদয়
যাহার লোক, এবং মন যাহার জ্যোতিঃ ; হে যাজ্ঞবল্ক্য, যে ব্যক্তি
দেহেন্দ্রিয়-সমষ্টির আশ্রয়ভূত সেই পুরুষকে জানেন, তিনিই যথার্থ
জ্ঞানী হইতে পারেন । [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,] হে শাকল্য, তুমি যাহার
কথা বলিলে, সকল আত্মার আশ্রয়ভূত সেই পুরুষকে আমি জানি ;—
যাহা এই পুত্রময় (পুত্ররূপী) পুরুষ, তাহাই সেই পুরুষ । [হে শাকল্য,
আরও যদি জিজ্ঞাস্তা থাকে, তাহা] অবশ্য জিজ্ঞাসা কর । [শাকল্য
জিজ্ঞাসা করিলেন,] সেই পুরুষের দেবতা কে ? [যাজ্ঞবল্ক্য]
বলিলেন, প্রজাপতি [তাহার দেবতা] । এখানে প্রজাপতি অর্থ—
জনক পিতা ॥ ২২৩ ॥ ১০ ॥

শাক্ষবভাষ্যম্ ১—রেত এব যস্তায়তনম্ ; য এবায়ং পুত্রময়ঃ, বিশেষা-
য়তনং নেত আয়তনস্ত—পুত্রময় ইতি চাস্মিৎজ্ঞাত্ত্রাণি পিতুর্জাতানি । তস্ত ক।
দেবতেতি ? প্রজাপতিরিতি হোবাচ ; প্রজাপতিঃ পিতোচাতে ; পিতৃতো হি
পুত্রোৎপত্তিঃ ॥২২৩॥১৭॥

টীকা । বাক্যদ্বয়ং গৃহীত্ব তাৎপর্যমাহ—বিশেষেতি । পুত্রময়শব্দার্থঃ ব্যাচষ্টে—পুত্রময়
ইতি ॥২২৩॥১৭॥

ভাষ্যানুবাদ ১—‘রেত এব যস্তায়তনম্’ ইত্যাদি । এই যে, শুক্রময়
শরীরের বিশেষ আশ্রয়স্বরূপ পুত্র । এখানে ‘পুত্রময়’ অর্থ—পিতা হইতে উৎ-
পন্ন অস্থি, মজ্জা ও শুক্র ধাতু ; তাহার দেবতা কে ? এই প্রশ্নের উত্তরে যাজ্ঞ-

বক্ষ্য বলিলেন, তাহার দেবতা প্রজাপতি । পিতা হইতে পুত্রের উৎপত্তি হয় বলিয়া পিতাকে প্রজাপতি বলা হইয়াছে ॥ ২২৩॥১৭ ॥

শাকল্যেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যস্তাৎ স্বিদিমে ব্রাহ্মণা অঙ্গারাবক্ষয়ণমক্রতা ও ইতি ॥ ২২৪ ॥ ১৮ ॥

সম্বলার্থঃ ১—[অতঃপরং লোকোত্তরতয়া তুক্ষীভূতং শাকল্যং সম্বোধয়ন্] [যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ—] হে শাকল্য, ইমে (সভাসদঃ) ব্রাহ্মণাঃ স্বিং (বিতর্কে) ত্বাং অঙ্গারাবক্ষয়ণং (অঙ্গারা যেন সন্দংশাদিনা অবক্ষীরন্তে দহন্তে, তৎ অঙ্গারাবক্ষয়ণম্) অক্রতা (কৃতবস্তুঃ), [এতদ্ অববুধ্যসে কিং ? ইতি ভাষঃ] ॥২২৪॥১৮

মূলানুবাদ ১—[যাজ্ঞবল্ক্যের উত্তর শুনিয়া শাকল্য নির্বাক হইলে পর,] যাজ্ঞবল্ক্য সম্বোধনপূর্বক বলিলেন—হে শাকল্য, এই সভাস্থ ব্রাহ্মণগণ যে, তোমাকে অঙ্গারদাহক সাঁড়াশীর স্থায় [আমার তেজ্রে] দগ্ধ করিতেছে, তাহা তুমি বুঝিতে পারিতেছ কি ? ॥২২৪॥১৮॥

শাকল্যভাষ্যম্ ১—অষ্টধা দেবলোক-পুরুষভেদেন ত্রিধা ত্রিধাত্মানং প্রবিভজ্যাবহিত একৈকো দেবঃ প্রাণভেদ এবোপাসনার্থং ব্যপদিশ্চৈঃ ; অধুনা দ্বিধিভাগেন পঞ্চধা প্রবিভক্তস্তাত্মনি উপসংহারার্থমাহ । তুক্ষীভূতং শাকল্যং যাজ্ঞবল্ক্যঃ গ্রহেণেবাবেশয়ম্মাহ—শাকল্যেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ ; ত্বাং, স্বিদিতি বিতর্কে, ইমে নূনং ব্রাহ্মণা অঙ্গারাবক্ষয়ণং—অঙ্গারা অবক্ষীরন্তে যন্মিন্ সন্দংশাদৌ, তদঙ্গারাবক্ষয়ণং, তৎ নূনং ত্বামক্রত কৃতবস্তুঃ ব্রাহ্মণাঃ, ত্বত্ত তন্ন বুধ্যসে—আত্মানং যয়া দহমানমিত্যভিপ্রায়ঃ ॥২২৪॥১৮॥

টীকা । শাকল্যেতি হোবাচেত্যাদিগ্রন্থস্ত তাৎপর্য্যং বক্তুং বৃত্তং কীর্তয়তি—অষ্টধেতি । লোকঃ সামান্ত্যাকারঃ, পুরুষো বিশেষ্যাবচ্ছেদঃ, দেবস্তংকারণন্, অনেন প্রকারেণ ত্রিধা ত্রিধাত্মানং প্রবিভজ্য স্থিতো য একৈকো দেব উক্তঃ, স প্রাণ এব সূত্রাত্মা, তদ্বৈদহাৎ পূর্বোক্তস্ত সর্কস্ত, স চোপাসনার্থমষ্টধোপদিশ্চৌহমস্তাদিত্যর্থঃ । উত্তরস্ত তাৎপর্য্যং দর্শয়তি—অধুনেতি । প্রবিভক্তস্ত জগতঃ সর্কস্তেতি শেবঃ । আত্মশব্দো হৃদয়বিষয়ঃ । যাজ্ঞবল্ক্যবাক্যস্ত শাকল্যো প্রষ্টব্যবুদ্ধিপূর্বকারিত্বাপাদকত্বং দর্শয়তি—গ্রহেণেতি ॥ ২২৪ ॥ ১৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ ১—এক একটি দেবতাই আপনাকে দেবতা, লোক ও পুরুষ, এই তিন তিনভাবে বিভক্ত করিয়া উপাসনার সুবিধার জন্য আট রকমে প্রকটিত হইয়াছেন । প্রাণভেদ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদি করণসমূহই সেই দেবতা ; কেবল উপাসনার জন্য ঐরূপ বিভাগের উপদেশ করা হইয়াছে মাত্র ; প্রকৃত পক্ষে

উহাদের এক একটি প্রাণবিশেষ ভিন্ন আর কিছুই নহে । (১) এখন আবার বিভিন্ন দিক্ অনুসারে পাঁচভাগে বিভক্ত করিয়া আত্মাতেই তাহার উপসংহার বা পুনঃ প্রতিপত্তির জন্ত বাক্যের অবতারণা করিতেছেন ।

[যাজ্ঞবল্ক্যের প্রদত্ত উত্তর শ্রবণ করিয়া] শাকল্য নির্ঝাক্ হইলে পর, যাজ্ঞবল্ক্য শাকল্যকে গ্রহাবিষ্ট লোকের জ্ঞান বিবরণ করত বলিলেন, হে শাকল্য, এই সভাসদ ব্রাহ্মণগণ যে, তোমাকে নিশ্চয়ই অঙ্গারাবক্ষণের জ্ঞান অর্থাৎ লোকে অঙ্গার পোড়াইবার সময় যেমন সাঁড়াশীকে অগ্নিতে ক্ষয় করিয়া থাকে, তেমনি তোমাকেও যে ক্ষয় করিতেছেন, তাহা তুমি বুঝিতেছ না । অভিপ্রায় এই যে, তুমি যে, আমার তেজ্ঞে নিয়ত দগ্ধ হইতেছ, তাহা তুমি বুঝিতেছ না (২) ॥২২৪॥১৮॥

যাজ্ঞবল্ক্যোতি হোবাচ শাকল্যো যদিদং কুরুপাঞ্চালানাং ব্রাহ্মণানত্যবাদীঃ কিং ব্রহ্ম বিদ্বানিতি, দিশো বেদ সদেবাঃ সপ্রতিষ্ঠা ইতি, যদিদিশো বেথ সদেবাঃ সপ্রতিষ্ঠাঃ ॥ ২২৫ ॥ ১৯ ॥

সম্বলার্থঃ ১—[এবমধিক্ষিপ্তঃ] শাকল্যঃ যাজ্ঞবল্ক্যোতি সন্মোদয়ন্ উবাচ হ—কুরুপাঞ্চালানাং ব্রাহ্মণান্ (কুরুপাঞ্চালবৈশীর্ণান্ ব্রাহ্মণান্) যৎ ইদম্ অত্যবাদীঃ ('ইমে ব্রাহ্মণাঃ স্বয়ং ভীতিমাপন্যঃ সন্তঃ ত্বাং অঙ্গারাবক্ষণম্ অকুরুত' ইত্যেবম্ অধিক্ষিপ্তবান্ অসি ; [হে যাজ্ঞবল্ক্য, পৃচ্ছামি ত্বাং—] ত্বং কিং (কিং-স্বরূপং) ব্রহ্ম বিদ্বান্ (জ্ঞানন্) [এবমধিক্ষিপ্তবান্ অসি ?] ইতি । [যাজ্ঞবল্ক্য আহ, অহং] সদেবাঃ সপ্রতিষ্ঠাঃ দিশঃ বেদ [বেদ্বি], ন কেবলং দিশ এব বেদ্বি, অপি তু তাসাং দেবতাঃ প্রতিষ্ঠাঃ—আশ্রয়াৎশ্চ বেদ্বীত্যর্থঃ) ইতি । [শাকল্য আহ—] যৎ (যদি) সদেবাঃ সপ্রতিষ্ঠাঃ দিশঃ বেথ (জ্ঞানাসি) [ত্বম্] ; [তর্হি কথম্—] ॥২২৫॥১৯॥

(১) তাৎপর্য—ইতঃপূর্বে একই প্রাণনামক ব্রহ্মত্বকে (যিনি মানব হৃদয়ের জ্ঞান সর্বত্র অনুপ্রাণিত রহিয়াছেন, তাহাকে) লোক, পুরুষ ও দেবতা—এই তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া উপাসনার নিমিত্ত তাহাকেই আবার আট প্রকারে বিভক্ত করা হইয়াছে । তন্মধ্যে 'লোক' অর্থ সাধারণ বস্তু মাত্র ; 'পুরুষ' অর্থ—বিশেষ বিশেষ দেহাশ্রিত চেতন ; আর 'দেবতা' অর্থ—উহাদের কারণ । উক্ত ত্রিবিধ ভেদবিশিষ্ট ঐ আটপ্রকার উপাস্তই প্রাণরূপে এক অভিন্ন । এখন আবার পূর্বাদি দিক্‌বিভাগানুসারে পাঁচভাগে বিভক্ত সমস্ত জগৎকেও একরূপ বুদ্ধিতে সংকলন করিবার জন্ত প্রকারান্তরে নির্দেশ করিবার অভিপ্রায়ে যাজ্ঞবল্ক্য নিজেই শাকল্যকে সন্মোদন করিয়া বলিবার উপক্রম করিতেছেন ।

(২) তাৎপর্য—প্রতির 'অঙ্গারাবক্ষণ' কথার অভিপ্রায় এই যে, লোকে যেরূপ অগ্নিতে অঙ্গার পোড়াইবার আবশ্যক হইলে, অগ্নিতে হাত পুড়িবার ভয়ে সাঁড়াশী দ্বারা অঙ্গারটি

মূলানুবাদ ১—শাকল্য ঐরূপে তিরস্কৃত হইয়া যাজ্ঞবল্ক্যকে সম্বোধনপূর্বক বলিলেন—হে যাজ্ঞবল্ক্য, তুমি যে, কুরু-পঞ্চালদেশীয় ব্রাহ্মণগণকে এইরূপে নিন্দা করিতেছ ; [জিজ্ঞাসা করি, তুমি নিজে] কিরূপ ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হইয়াছ ? যাজ্ঞবল্ক্য তদুত্তরে বলিলেন—আমি দিক্‌সমূহকে জানি ; শুধু তাহা নহে ; দিক্‌সমূহের যে যে দেবতা, এবং যাহা আশ্রয়, সে সমস্তই আমি জানি । [শাকল্য বলিলেন—] তুমি যদি দিক্‌সমূহ এবং তাহাদের দেবতা ও আশ্রয়সমূহ জান, [তাহা হইলে বল ত] ॥ ২২৫ ॥ ১৯ ॥

শাকল্যভাষ্যম্ ১—যাজ্ঞবল্ক্যোতি হোবাচ শাকল্যঃ—যদিদং কুরুপাঞ্চালানাং ব্রাহ্মণান্ অত্যবাদীঃ অত্যাঙ্কুবানসি—স্বয়ং ভীতাস্ত্যামগ্নারাবক্ষয়ণং কৃতবন্ত ইতি । কিং ব্রহ্ম বিদ্বান্ সন্ এবমধিক্ষিপসি ব্রাহ্মণান্ ? যাজ্ঞবল্ক্য আহ—ব্রহ্মবিজ্ঞানং তাবদিদং মম ; কিং তৎ ? দিশঃ বেদ (দিগ্‌দ্বিষয়ং বিজ্ঞানং জানে) ; তচ্চ ন কেবলং দিশ এব, সদেবাঃ দেবৈঃ সহ দিগ্‌ধিষ্ঠাতৃভিঃ ; কিঞ্চ, সপ্রতিষ্ঠাঃ প্রতিষ্ঠাভিষ্চ সহ । ইতর আহ—যদৃ যদি দিশো বেথ—সদেবাঃ সপ্রতিষ্ঠা ইতি ; সকলং যদি বিজ্ঞানং ত্বয়া প্রতিজ্ঞাতম্ ॥ ২২৫ ॥ ১৯ ॥

টীকা। সর্কেষামেব ব্রাহ্মণানাং প্রায়েণ হত্বাবহেন সংমতো ভবানিতি মূনেরভিসংহিতম্ । শাকল্যস্ত কালচোদিতব্রাহ্মণদুরোধিনীমন্তথাপ্রতিপত্তিমেবাদায় চোদতীত্যাহ—যদিদমিতি । দিগ্‌দ্বিষয়ং বিজ্ঞানং জানে তন্মমাস্তীত্যর্থঃ । তচ্চ বিজ্ঞানং কেবলং দিঘাত্ত ন ভবতি, কিন্তু দেবৈঃ প্রতিষ্ঠাভিষ্চ সহিতা দিশো বেদেত্যাহ—তচ্চেতি । অবতারিতস্ত বাক্যস্তার্থঃ সংক্ষিপতি—সকলমিতি ॥ ২২৫ ॥ ১৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ ১—যাজ্ঞবল্ক্যকে সম্বোধন করিয়া শাকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন—হে যাজ্ঞবল্ক্য, তুমি যে, কুরু-পঞ্চালদেশীয় এই সমস্ত ব্রাহ্মণকে লক্ষ্য করিয়া অত্যাঙ্কি করিয়াছ, অর্থাৎ ইহারা নিজে ভীত হইয়া আমাকে অগ্নারাবক্ষয়ণের জ্ঞান দণ্ড করিতেছে বলিয়াছ ; [জিজ্ঞাসা করি,] তুমি কোন্ ব্রহ্মতত্ত্ব অধিগত হইয়া এই ব্রাহ্মণগণকে এইরূপে অবজ্ঞা করিতেছ ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—আমার এই পর্য্যন্তই ব্রহ্মবিজ্ঞান । তাহা কি ? আমি দিক্‌সমূহ জানি, অর্থাৎ

ধরিয়া অগ্নিতে স্থাপন করিয়া থাকে ; তাহাতে যেমন নিজের হাত গোড়ে না, সাঁড়াশীটাই পুড়িয়া থাকে, সেইরূপ সমস্ত ব্রাহ্মণেরাও যাজ্ঞবল্ক্যের ভয়ে ভীত হইয়া শাকল্যকে সাঁড়াশীর মত করিয়া যাজ্ঞবল্ক্যরূপ অগ্নিতে বিচারচ্ছলে নিক্ষেপ করিয়া দণ্ড করিতেছেন ।

দিক্‌সমূহে আমার বিশেষ জ্ঞান আছে । কেবল যে, শুধু দিক্‌সমূহই আমি জানি, তাহা নহে ; পরন্তু দিগ্‌দেবতাসমূহকেও আমি জানি, এবং দিক্‌সমূহের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়ও আমি জানি । শাকল্য বলিলেন—ভাল, তুমি যদি দেবতা ও প্রতিষ্ঠা সহকারে দিক্‌সমূহ অবগত থাক, অর্থাৎ তুমি যদি তোমার বিজ্ঞানকে সফল বলিয়াই নিশ্চয় জান, [তাহা হইলে বল দেখি—] ॥২২৫॥১৯॥

কিংদেবতোহস্ত্যাং প্রাচ্যাং দিশ্যসীত্যাদিত্যদেবত ইতি, স আদিত্যঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি, চক্ষুষীতি, কস্মিন্মু চক্ষুঃ প্রতিষ্ঠিতমিতি, রূপেষ্বিতি, চক্ষুষা হি রূপানি পশ্যতি, কস্মিন্মু রূপানি প্রতিষ্ঠিতানীতি, হৃদয়ে ইতি হোবাচ, হৃদয়েন হি রূপানি জানাতি, হৃদয়ে হেব রূপানি প্রতিষ্ঠিতানি ভবন্তীত্যেবমেবৈতদ্ যাজ্ঞবল্ক্য ॥ ২২৬ ॥ ২০ ॥

সম্বলার্থঃ ১—অস্ত্যাং প্রাচ্যাং দিশি কিংদেবতঃ (কা দেবতা অস্ত— আত্মানমেব দিগ্‌রূপতয়া ভাবয়তস্তব—ইতি কিংদেবতঃ) অসি (ভবসি) [ত্বং] ? ইতি । [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] আদিত্যদেবত ইতি । [শাকল্য আহ—] সঃ আদিত্যঃ কস্মিন্ (বস্তুনি) প্রতিষ্ঠিতঃ ? ইতি [প্রতিষ্ঠা-বিজ্ঞানবিষয়কঃ প্রশ্নঃ] । (যাজ্ঞবল্ক্য আহ—) চক্ষুষী ইতি । চক্ষুঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতম্ ? ইতি । [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] রূপেষু ইতি ; হি (যস্মাৎ) চক্ষুষা রূপং পশ্যতি, (যস্মাৎ, রূপমেব চক্ষুঃ, অবলম্বনং, তস্মাৎ তদেব প্রতিষ্ঠা চক্ষুষ ইতি ভাবঃ) ইতি । [শাকল্য আহ—] রূপানি কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতানি ? ইতি । [যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ হ] হৃদয়ে ইতি ; হি (যস্মাৎ) হৃদয়ে (অন্তঃকরণে) এব রূপানি জানাতি (অনুভবতি) ; হি (তস্মাৎ) হৃদয়ে এব (নিশ্চয়ে) রূপানি প্রতিষ্ঠিতানি ভবন্তি ইতি । [শাকল্য আহ—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, এতৎ এবম্ এব (ত্বয়া বহুত্বং, তৎ তথৈবেত্যর্থঃ) ॥২২৬॥২০॥

মূলানুবাদ ১—[শাকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন,] হে যাজ্ঞবল্ক্য, তুমি আপনার হৃদয়কে দিক্‌রূপে বিভক্ত করিয়া নিজেই দিক্‌স্বরূপ হইয়াছ, [অতএব বল দেখি,] এই পূর্বদিগ্‌ভাগে তোমার অধিদেবতা কে ? (যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—) আদিত্য । (শাকল্য পুনর্ববার জিজ্ঞাসা করিলেন—) সেই আদিত্য কোথায় অবস্থিত আছেন ? (যাজ্ঞবল্ক্য

বলিলেন—) চক্ষুতে । (শাকল্য আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—) চক্ষু কোথায় প্রতিষ্ঠিত ? [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,] চক্ষুঃ রূপসমূহে প্রতিষ্ঠিত ; কেননা, লোকে চক্ষু-দ্বারাই শ্বেত-পীতাদি রূপসমূহ দর্শন করিয়া থাকে । সেই রূপসমূহ আবার কোথায় প্রতিষ্ঠিত ? (যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—) হৃদয়ে ; কারণ, লোকে হৃদয়ের সাহায্যেই রূপ উপলব্ধি করিয়া থাকে ; অতএব রূপসমূহ হৃদয়মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত আছে । [এ কথার পর শাকল্য বলিলেন—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, ইহা ঠিক এইরূপই বটে ॥ ২২৬ ॥ ২০ ॥

শাকল্যভাষ্যম্ :—কিংদেবতঃ—কা দেবতা অশ্রুতব দিগ্ভূতশ্রু । অসৌ হি যাজ্ঞবল্ক্যঃ হৃদয়মাখ্যানং দিগ্ধু পঞ্চধা বিভক্তং দিগাঅভূতম্, তদ্বায়েণ সর্বং জগৎ আখ্যেত্যনোপগম্য, অহমস্মি দিগাঅতি ব্যবস্থিতঃ পূর্বাভিমুখঃ—সপ্রতিষ্ঠা-বচনাৎ ; যথা যাজ্ঞবল্ক্যশ্রু প্রতিজ্ঞা, তথৈব পৃচ্ছতি—কিংদেবতত্ত্বমশ্রুং দিগ্ধুসীতি । সর্বত্র হি বেদে যাং যাং দেবতামুপাস্তে, ইতৈব তদ্ভূতস্তাং তাং প্রতিপদ্যত ইতি । তথাচ বক্ষ্যতি—“দেবো ভূত্বা দেবানপ্যেতি” ইতি । অশ্রুতং প্রাচ্যাং কা দেবতা দিগাঅনন্তব অধিষ্ঠাত্রী ?—কয়া দেবতয়া স্বং প্রাচীদিগ্ধুপেণ সম্পন্নঃ ? ইত্যর্থঃ । উত্তর আহ—আদিত্যদেবত ইতি ; প্রাচ্যাং দিশি মম আদিত্যো দেবতা, সোহহমাদিত্যদেবতঃ ।

সদেবা ইত্যেতদুক্তম্ । সপ্রতিষ্ঠা ইতি তু বক্তব্যমিত্যাহ—স আদিত্যঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি ; চক্ষুসীতি ; অধ্যাত্মতঃ চক্ষুষ আদিত্যো নিষ্পন্ন ইতি হি মন্ত্রব্রাহ্মণবাদাঃ—“চক্ষোঃ সূর্য্যো অজায়ত” “চক্ষুষঃ সূর্য্যঃ” ইত্যাদয়ঃ ; কাৰ্য্যাং হি কারণে প্রতিষ্ঠিতং ভবতি । কস্মিন্ চক্ষুঃ প্রতিষ্ঠিতমিতি ; রূপেণিতি ; রূপগ্রহণায় হি রূপাত্মকং চক্ষুঃ রূপেণ প্রযুক্তম্ ; যৈহি রূপৈঃ প্রযুক্তম্, তৈরাঅ-গ্রহণায় আরকং চক্ষুঃ, তস্মাৎ সাদিত্যং চক্ষুঃ সহ প্রাচ্যা দিশা, সহ তৎতৈঃ সর্কৈঃ রূপেষু প্রতিষ্ঠিতম্ । চক্ষুধা সহ প্রাচী দিক্ সর্কা রূপভূতা ; তানি চ কস্মিন্ রূপাণি প্রতিষ্ঠিতানীতি ; হৃদয় ইতি হোবাচ ; হৃদয়ানুকানি রূপাণি ; রূপাকারেণ হি হৃদয়ং পরিণতম্ । যস্মাৎ হৃদয়েন হি রূপাণি সর্কো লোকো জ্ঞানাতি । হৃদয়মিতি বুদ্ধি-মনসী একীকৃত্য নির্দেশঃ । তস্মাৎ হৃদয়ে হেব রূপাণি প্রতিষ্ঠিতানি ; হৃদয়েন হি স্মরণং ভবতি রূপাণাং বাসনাঅনাম্ ; তস্মাৎ হৃদয়ে রূপাণি প্রতিষ্ঠিতানীত্যর্থঃ । এবমেবৈতদযাজ্ঞবল্ক্য ॥২২৬॥২০॥

টীকা । প্রাচ্যাং দিশি কা দেবতেনি বক্তব্যে কথমশ্রুতং পৃচ্ছ্যতে, তদ্বাহ—অসৌ হীতি ।

আত্মানমাত্মীয়মিতি বাবৎ । যথোক্তং হৃদয়মাত্মদ্বেনোপগমোতি সম্বন্ধঃ । তথাপি প্রথমং প্রাচীং দিশমধিকৃত্য অগ্রে কো হেতুরিতি চেত্তত্রাহ—পূর্বাভিমুখ ইতি । যত্বপি দিগাত্মাহমস্মীতি স্থিতস্তথাপি কথং সর্বং ভগদাত্মদ্বেনোপগমা তিষ্ঠতীত্যবগম্যতে, তত্রাহ—সপ্রতিষ্ঠেতি ।

সপ্রতিষ্ঠা দিশো বেদেতি বচনাৎ সর্বমপি হৃদয়দ্বারা ভগদাত্মদ্বেনোপগমা স্থিতো মুনিরিতি প্রতিভাতীত্যর্থঃ । প্রতিজ্ঞানুসারিত্বাচ্চাঃ অগ্রে যুক্তিনানিত্যাহ—যথেন্তি । অহমস্মি দিগাত্মেঃ প্রতিজ্ঞানুসারিণ্যপি অগ্রে দেহপাতোত্তরভাবী দেবতাভাবঃ পৃচ্ছ্যতে, সতি দেহে খাতুস্তদ্বাবাযোগাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—সর্বম্ হীতি । ইতি ন ভাবিদেবতাভাবঃ অহমগোচর ইতি শেষঃ । উক্তেহর্থো বাক্যশেষমবুকুলয়তি—তথা চেতি । অগ্নার্থমুপসংহরতি—অন্ত্যামিতি । আদিত্যস্ত চক্ষুশি প্রতিষ্ঠিত্বং একটরিত্বং কার্যাকারণভাবং তয়োরাদর্শয়তি—অধ্যায়তশ্চক্ষুশ্চ ইতি । ‘চক্ষুঃ সর্বো অজায়ত’ ইত্যাদয়ো মন্তবাদান্তরনুসারিণশ্চ ব্রাহ্মণবাদাঃ । ভবতু কার্যাকারণভাবস্তথাপি কথং চক্ষুশ্চাদিত্যস্ত প্রতিষ্ঠিত্বং, তত্রাহ—কার্যং হীতি । কথং চক্ষুশো রূপেষু প্রতিষ্ঠিত্বং, তত্রাহ—রূপং হণ্যয়েতি । তথাপি কথং যথোক্তমাধারাদেহমত আহ—যৈরীতি । চক্ষুশো রূপধারণে কলিতমাত—তদ্বাদিতি । উপাস্যজহমর্থং সংগৃহ্যতি—চক্ষুশেতি । হৃদয়রক্ষঃ রূপাণাং ক্ষুদ্রয়তি—রূপাকারেশেতি । হৃদয়ে রূপাণাং প্রতিষ্ঠিত্বং হেতুত্বমাহ—যন্তাদিতি । হৃদয়শব্দস্য মানসগুণবিষয়ত্বং বাবর্তয়তি—হৃদয়মিতি । কথং পুনর্দ্বিধির্মুখানি রূপাণামুচ্ছদয়ে স্বাত্ত্বং পারয়তি, তত্রাহ—হৃদয়েন হীতি । তথাপি কথং তেষাং হৃদয়প্রতিষ্ঠিত্বং, তত্রাহ—বাসনাগ্ন্যনামিতি ॥২৩৬॥২০৮

ভাষ্যানুবাদ ১—‘কিংদেবতঃ’ অর্থ—দিগ্ভাবাপন্ন যে তুমি, তোমার দেবতা কে ? অভিপ্রায় এই যে, এই যাজ্ঞবল্ক্য দিগ্‌বিভাগানুসারে আপনার হৃদয়কে পাঁচভাগে বিভক্ত করিয়াছেন ; এবং হৃদয়ের দিগ্‌ভাব দ্বারা নিজেও সমস্ত জগৎকে আপনার অভিন্নরূপে উপলব্ধি করত ‘আমিই দিক্‌স্বরূপ’ এই ভাবে অবস্থান করিতেছিলেন । যাজ্ঞবল্ক্য পূর্বমুখ হইয়া ‘প্রতিষ্ঠা’ বিজ্ঞানের কথা বলিয়াছিলেন ; এই কারণে, যাজ্ঞবল্ক্যের প্রতিজ্ঞানুসারেই শাকল্য বিজ্ঞাসা করিলেন—এই পূর্বদিগভিমानी তোমার দেবতা কে ? সাধারণতঃ বেদের সর্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায় যে, উপাসক বে যে দেবতার উপাসনা করেন, ইহলোকেই তদ্ভাবাপন্ন হইয়া, শেষে সেই সেই দেবতাকে লাভ করিয়া থাকেন ; শ্রুতিও একথা পরে বলিবেন—‘উপাসক এখানেই দেবতা হইয়া পরে দেবত্ব লাভ করিয়া থাকেন’ ইত্যাদি । অভিপ্রায় এই যে, তুমি ত উপাসনাবলে দিগাত্মভাব প্রাপ্ত হইয়াছ ; বিজ্ঞাসা করি, তোমার এই পূর্বদিকের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কে ? অর্থাৎ কোন্ দেবতার সহযোগে তুমি আপনাকে পূর্বদিক্‌স্বরূপ বলিয়া অনুভব করিতেছ ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—আদিত্যদেবতারূপে, অর্থাৎ আদিত্য

হইতেছেন—আমার পূর্বদিকে অধিদেবতা; এই কারণে আমি ঐ দিকে আদিত্যদৈবতক ।

ইতঃ পূর্বে—যাজ্ঞবল্ক্য আপনাকে দেবতা ও ‘প্রতিষ্ঠা’বিষয়ক জ্ঞানসম্পন্ন বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন; তন্মধ্যে দেবতার কথা বলা হইল, এখন প্রতিষ্ঠার কথা বলা আবশ্যিক; এইজন্য জিজ্ঞাসা হইতেছে যে, সেই আদিত্য কোথায় অবস্থিত আছেন? [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] চক্ৰুতে; বক্ষ্যমাণ মন্ত্রসমূহও আদিত্যকে দেহসম্বন্ধী চক্ৰু হইতে নিম্পন্ন বা অভিব্যক্ত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন; যথা—‘চক্ৰু হইতে সূর্য্য জন্মিয়াছেন’, এবং ‘আদিত্য চক্ৰু হইতে’ ইত্যাদি । কার্য্য বা উৎপন্ন পদার্থমাত্রই নিম্ন নিম্ন কারণে প্রতিষ্ঠিত থাকে; [সূত্রগ্ৰাং চক্ৰু হইতে উৎপন্ন সূর্য্যেরও চক্ৰুতে অবস্থিতি যুক্তযুক্ত হইতেছে ।]

[শাকল্য পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিলেন,] চক্ৰু আবার কোথায় প্রতিষ্ঠিত? [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,] রূপসমূহে; কেন না, চক্ৰু নিজে রূপাত্মক, অর্থাৎ রূপপ্রধান তেজের পরিণাম, এবং রূপগ্রহণের জন্যই উহার উৎপত্তি; যখন যে রূপের সান্নিধ্য লাভ করে, তখন সেই বাহ্যরূপাকারেই আপনাকে গ্রহণ করিয়া থাকে; এইজন্য আদিত্যাধিষ্ঠিত চক্ৰু পূর্বাদি দিক্ ও দিক্স্থিত বস্তু নিচয় সমস্তই রূপে প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধিতে হইবে । সমস্ত পূর্বদিক্টি চক্ৰুর সহিত একীভূত স্বেতপীতাদি-রূপাত্মক; সেই রূপসমষ্টি আবার কোথায় প্রতিষ্ঠিত? [উত্তর—] রূপসমূহ হৃদয়ে (বুদ্ধিতে) প্রতিষ্ঠিত; কারণ, রূপমাত্রই হৃদয়ের সৃষ্টি; হৃদয়ই দৃশ্যমান রূপাকারে পরিণত হইয়া থাকে; কেন না, লোকে হৃদয়ের বলেই রূপ-বিজ্ঞান লাভ করিয়া থাকে । এখানে হৃদয় অর্থ—বুদ্ধি ও মন । লোকের হৃদয়ে রূপবিষয়ক যে যে সংস্কার নিহিত থাকে, উপযুক্ত উদ্বোধক উপস্থিত হইলে হৃদয়ই সেই সেই সূপ্তসংস্কারকে আগ্রাণ করিয়া দেয় (স্মরণ করে); অতএব রূপসমষ্টি যে, হৃদয়ে অবস্থিত, একথা সূক্ষ্মতাই বটে । [অতঃপর শাকল্য বলিলেন—] হাঁ, ইহা এইরূপই বটে ॥২২৬॥২০॥

কিংদেবতোহস্মাং দক্ষিণায়াং দিশ্যমীতি, যমদেবত ইতি, স যমঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি, যজ্ঞ ইতি, কস্মিন্ যজ্ঞঃ প্রতিষ্ঠিত ইতি, দক্ষিণায়ামিতি, কস্মিন্ নু দক্ষিণা প্রতিষ্ঠিতেতি, শ্রদ্ধায়া-মিতি, যদা হেব শ্রদ্ধন্তেহথ দক্ষিণাং দদাতি, শ্রদ্ধায়াং হেব দক্ষিণা প্রতিষ্ঠিতেতি, কস্মিন্ শ্রদ্ধা প্রতিষ্ঠিতেতি, হৃদয় ইতি

হোবাচ, হৃদয়েন হি শ্রদ্ধাং জানাতি, হৃদয়ে হেব প্রতিষ্ঠিতা
ভবতীত্যেবমেবৈতদ্ যাজ্ঞবল্ক্য ॥ ২২৭ ॥ ২১ ॥

সম্বলার্থঃ ১--[শাকল্যঃ পুনঃ পপ্রচ্ছ—হে যাজ্ঞবল্ক্য,] অস্তাং দক্ষিণায়াং
দিশি কিংদেবতঃ (কা দেবতা অস্ত—দিগাশ্চতুস্তত্ তব-ইতি কিংদেবতঃ), অগ্নি
(ভবসি) ? ইতি । [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] যমদেবতঃ (যমঃ দেবতা অস্ত—মম,
যমাধিষ্ঠিতত্বাৎ দক্ষিণস্তা দিশ ইত্যর্থঃ) । সঃ (দক্ষিণদিগ্দ্বেবতা) যমঃ কস্মিন্
প্রতিষ্ঠিত ইতি । [উত্তরম্—] যজ্ঞে (বিহিতে কস্মিন) ইতি । যজ্ঞঃ কস্মিন্
প্রতিষ্ঠিতঃ ? ইতি ; [উত্তরম্—] দক্ষিণায়াম্, (যজ্ঞকল-নিষ্পাদকত্বাৎ দক্ষিণায়াঃ)
ইতি । দক্ষিণা কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতা ? ইতি ; [উত্তরম্—] শ্রদ্ধায়াম্, [ভক্তি-
সহিতা আস্তিক্যবুদ্ধিঃ শ্রদ্ধা, তদধীনত্বাৎ দক্ষিণায়াঃ) ইতি ; হি (যতঃ) যদা
(যস্মিন্ কালে) এব শ্রদ্ধন্তে (শ্রদ্ধালুঃ ভবতি), অগ (তদা) দক্ষিণাং দদাতি
(ঋত্বিগ্ভ্যঃ প্রচ্ছতি) [যজমানঃ] ; [অতঃ] দক্ষিণা শ্রদ্ধায়াম্ এব হি প্রতিষ্ঠিতা,
(ন অন্তত্র) ইতি । হু (ভোঃ) শ্রদ্ধা কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতা ইতি, [উত্তরম্—]
হৃদয়ে [প্রতিষ্ঠিতা] ইতি হ উবাচ [যাজ্ঞবল্ক্যঃ] ; হি (যস্মাৎ) হৃদয়েন এব
শ্রদ্ধাং জানাতি (অবগচ্ছতি) ; [তস্মাৎ] হৃদয়ে এব হি শ্রদ্ধা প্রতিষ্ঠিতা ভবতি
ইতি । [অতঃপরং শাকল্য আহ—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, এতৎ এবম্ এব (যৎ স্বয়োকৃতম্,
তৎ তগৈবেত্যর্থঃ) ॥ ২২৭ ॥ ২১ ॥

মূলানুবাদ ১—হে যাজ্ঞবল্ক্য, এই দক্ষিণদিকে তোমার দেবতা
কে ? [উত্তর—] যম আমার দেবতা । সেই যম দেবতা আবার কোথায়
অবস্থিত আছেন ? [উত্তর—] যজ্ঞে অর্থাৎ শাস্ত্রবিহিত যজ্ঞক্রিয়ায় ।
[পুনঃ প্রশ্ন—] সেই যজ্ঞ আবার কোথায় প্রতিষ্ঠিত ? [উত্তর—]
দক্ষিণাতে অর্থাৎ যজ্ঞসমাপ্তির জন্ত যে দক্ষিণা দিতে হয়, সেই দক্ষি-
ণাতে । সেই দক্ষিণা কোথায় প্রতিষ্ঠিত ? [উত্তর—] শ্রদ্ধাতে ;
[শ্রদ্ধা অর্থ শাস্ত্রোক্ত বিষয়ে দৃঢ়বিশ্বাস ও ভক্তি ।] কেন না, লোক
যখনই শ্রদ্ধাবান্ হয়, তখনই দক্ষিণা প্রদান করে ; অতএব শ্রদ্ধাতেই
দক্ষিণা প্রতিষ্ঠিত । সেই শ্রদ্ধা কোথায় প্রতিষ্ঠিত ? [উত্তর—] হৃদয়ে
অর্থাৎ বুদ্ধিতে ; কারণ, হৃদয়েই শ্রদ্ধার অনুভূতি হইয়া থাকে ; অতএব
শ্রদ্ধা হৃদয়েই অবস্থান করে । [শাকল্য বলিলেন—] হে যাজ্ঞবল্ক্য,

ইহা এইরূপই বটে, অর্থাৎ তুমি যে রূপ ভাবে দেবতাদির বিষয় বর্ণনা করিলে, তাহা ঠিকই হইয়াছে ॥ ২২৭ ॥ ২১ ॥

শাকল্যভাষ্যম্ :—কিংদেবতোহস্তাং দক্ষিণায়াং দিশ্চনীতি পূর্ববৎ । দক্ষিণায়াং দিশি কা দেবতা তব ? যমদেবত ইতি, যমো দেবতা যম দক্ষিণদিগ্-
ভূতস্ত । স যমঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি ; যজ্ঞে ইতি—যজ্ঞে কারণে প্রতিষ্ঠিতো
যমঃ সহ দিশা । কথং পুনর্যজ্ঞস্ত কার্য্যং যমঃ ? ইতি ; উচ্যতে—ঋত্বিগ্ভি-
নিপ্পাদিতো যজ্ঞঃ ; দক্ষিণয়া যজমানন্তোভ্যো যজ্ঞং নিষ্কীয় তেন যজ্ঞেন দক্ষিণাং
দিশং সহ যমেনাভিষয়তি ; তেন যজ্ঞে যমঃ কার্য্যত্বাৎ প্রতিষ্ঠিতঃ সহ দক্ষিণয়া
দিশা । কস্মিন্নু যজ্ঞঃ প্রতিষ্ঠিত ইতি, দক্ষিণায়ামিতি, দক্ষিণয়া স নিষ্কীয়তে,
তেন দক্ষিণাকার্য্যং যজ্ঞঃ । কস্মিন্নু দক্ষিণা প্রতিষ্ঠিতেতি ; শ্রদ্ধায়ামিতি, শ্রদ্ধা
নাম দিৎসুত্বমাস্তিক্যবুদ্ধির্ভক্তিসহিতা । কথং তস্তাং প্রতিষ্ঠিতা দক্ষিণা ? যস্মাৎ
যদা হেব শ্রদ্ধন্তে, অথ দক্ষিণাং দদাতি, নাশ্রদ্ধদং দক্ষিণাং দদাতি ; তস্মাৎ
শ্রদ্ধায়াং হেব দক্ষিণা প্রতিষ্ঠিতেতি । কস্মিন্নু শ্রদ্ধা প্রতিষ্ঠিতেতি ; হৃদয়ে ইতি
হোবাচ ; হৃদয়স্ত হি বৃত্তিঃ শ্রদ্ধা ; যস্মাৎ হৃদয়েন হি শ্রদ্ধাং জ্ঞানান্তি ; বৃত্তিচ্চ
বৃত্তিমতি প্রতিষ্ঠিতা ভবতি । তস্মাৎ হৃদয়ে হেব শ্রদ্ধা প্রতিষ্ঠিতা ভবতি ।
এবমেবৈতদ্ যাজ্ঞবল্ক্য ॥ ২২৭ ॥ ২১ ॥

টীকা । পূর্ববদিতুজন্মেব ব্যনক্তি—দক্ষিণায়ামিতি । যমস্ত যজ্ঞকার্য্যত্বমপ্রসিদ্ধমিতি
শক্তিহা ব্যাখ্যায়তি—কথমিত্যাदिना । তস্ত যজ্ঞকার্য্যত্বে কথিতমাহ—তেনেতি । যজ্ঞস্ত
দক্ষিণায়াং প্রতিষ্ঠিতত্বং সাধয়তি—দক্ষিণয়েতি । কার্য্যং চ কারণে প্রতিষ্ঠিতমিতি শেষঃ ।
দক্ষিণায়াঃ শ্রদ্ধায়াং প্রতিষ্ঠিতত্বং প্রকটয়তি—যস্মাদিতি । হৃদয়ে সা প্রতিষ্ঠিতেত্যত্র হেতুমাহ—
হৃদয়শ্চেতি । হৃদয়ব্যাপ্যত্বাচ্চ শ্রদ্ধায়াস্তৎপ্রতিষ্ঠিতত্বমিত্যাহ—হৃদয়েন হীতি । হৃদয়স্ত শ্রদ্ধা
বৃত্তিরন্ত, তথাপি প্রকৃতে কিমায়াতং, তদাহ—বৃত্তিচ্ছেতি । ২২৭ । ২১ ।

ভাষ্যানুবাদ :—হে যাজ্ঞবল্ক্য, এই দক্ষিণ দিকে তোমার দেবতা কে ?
ইত্যাদির ব্যাখ্যা পূর্ব শ্রুতির ব্যাখ্যার অনুরূপ । [শাকল্য যাজ্ঞবল্ক্যকে ঘিজ্ঞাসা
করিলেন—] এই দক্ষিণদিকে তোমার দেবতা কে ? [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—]
দক্ষিণদিকের সহিত আত্মভাবাপন্ন আমার দেবতা হইতেছেন—যম । সেই যম
আবার কোথায় প্রতিষ্ঠিত ? [উত্তর] যজ্ঞেতে, অর্থাৎ যম নিজের আশ্রয়ভূত
দক্ষিণদিকের সহিত স্বকারণীভূত যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন । ভাল, যমকে যজ্ঞের
কার্য্য অর্থাৎ যজ্ঞ হইতেছে কারণ, আর যম হইতেছেন যজ্ঞের কার্য্য বা ফল,
একথা বলা হইতেছে কিরূপে ? ইহা, বলিতেছি—ঋত্বিক্গণ যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া

পাকেন, যজ্ঞমান দক্ষিণা দিয়া তাহাদের নিকট হইতে সেই যজ্ঞফল ক্রয় করিয়া সেই যজ্ঞের প্রভাবে দক্ষিণদিক্ ও তদধিপতি যমকে জয় বা আয়ত্ত করিয়া থাকেন ; এই কারণে, যমকে যজ্ঞের কার্য্য বা ফল বলা হইয়াছে, এবং যম ও দক্ষিণদিক্কে কারণীভূত যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত বলা হইয়াছে (১) ।

[পুনঃ প্রশ্ন হইল—] সেই যজ্ঞ কোথায় অবস্থিত ? [উত্তর—] দক্ষিণাতে ; কারণ, [যজ্ঞমান, গো-হিরণ্যাদিরূপ] দক্ষিণা দ্বারা সেই যজ্ঞ ক্রয় করিয়া থাকেন ; এই যজ্ঞ যজ্ঞকে দক্ষিণার কার্য্য বা অধীন বলা হইল । (পুনঃ প্রশ্ন—) সেই দক্ষিণা কোথায় প্রতিষ্ঠিত ? শ্রদ্ধাতে ; শ্রদ্ধা অর্থ—দানেচ্ছা ও ভক্তির সহিত আন্তিক্য-বুদ্ধি, অর্থাৎ শাস্ত্রে যে সমস্ত অগৌকিক বিষয়ের উল্লেখ আছে, সে সমস্ত বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস ও ভক্তি থাকা । ভাল, দক্ষিণা শ্রদ্ধায় প্রতিষ্ঠিত থাকে কিরূপে ? (উত্তর—) যেহেতু, যখনই লোকের শ্রদ্ধা হয়, তখনই দক্ষিণা দিয়া পাকে, শ্রদ্ধাবিশীন লোক তাহা দেয় না ; (অশ্রদ্ধালুর দান ঠিক দক্ষিণাপদ-বাচ্য হয় না) ; এই যজ্ঞ শ্রদ্ধাতেই দক্ষিণা প্রতিষ্ঠিত । (২) সেই শ্রদ্ধা আবার কোথায় প্রতিষ্ঠিত ? (উত্তর—) হৃদয়ে (মনে) । শ্রদ্ধা হইতেছে হৃদয়ের বৃত্তি বা ধর্ম্ম ; হৃদয়েই শ্রদ্ধার প্রতীতি হইয়া থাকে । যেহেতু বৃত্তি বা ধর্ম্মমাত্রই বৃত্তিমনে (যাহার বৃত্তি, তাহাতে) প্রতিষ্ঠিত থাকে ; অতএব হৃদয়েই শ্রদ্ধার প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়স্থান । (এ কথা শুনিয়া শাকল্য বলিলেন—) হে যাজ্ঞবল্ক্য, ইহা ঠিক এইরূপই বটে ॥২২৭॥২১॥

কিং দেবতোহশ্র্যাং প্রতীচ্যাং দিশ্যসীতি, বরুণদেবত ইতি,

(১) তাৎপর্য্য—সাধারণ নিয়ম হইতেছে এই যে, ক্রিয়ার ফল কর্তাই পাইয়া থাকে, শাস্ত্রেও আছে—“ফলং চ কৃত্বামি ।” অর্থাৎ ক্রিয়ার ফল কর্তাভ্যে যায় । অতএব যে সমস্ত কৃত্তিক্ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যজ্ঞক্রিয়া নিষ্পাদন করিয়া থাকেন, তাহারাই স্থায়তঃ ও শাস্ত্রতঃ যজ্ঞফলের অধিকারী হন, যজ্ঞমান কখনই সে ফলের দাবী করিতে পারে না ; এই যজ্ঞমান গো-হিরণ্যাদি দক্ষিণা দিয়া কৃত্তিক্গণের নিকট হইতে যজ্ঞের ফল খরিদ করিয়া লন । এই কারণেই বলা হইয়া থাকে “হতো যজ্ঞংদক্ষিণঃ” দক্ষিণাবিশীন যজ্ঞ হত—নিষ্ফল ; উহা পণ্ডপরিগ্রহ মাত্র ।

(২) তাৎপর্য্য—যাহার হৃদয়ে শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস আছে, এবং পরলোকে দৃঢ় প্রত্যয় আছে, তাহারই যজ্ঞাদি ধর্ম্মকন্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্তি হয় । আর যাহার হৃদয়ে শ্রদ্ধা নাই, সে লোক সাধারণতঃ যজ্ঞানুষ্ঠানই করে না, করিলেও লোকদেখান ভাবে করে, কিন্তু দক্ষিণা দিতে চাহে না ; দিলেও তাহা প্রকৃত দক্ষিণাপদ-বাচ্য হয় না, উহা একপ্রকার তামস দান বা অর্থবণ্ড মাত্র ।

স বরুণঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইত্যপ্স্বিতি, কস্মিন্নাপঃ প্রতিষ্ঠিতা ইতি, রেতসীতি, কস্মিন্মু রেতঃ প্রতিষ্ঠিতমিতি, হৃদয় ইতি, তস্মাদপি প্রতিক্রপং জাতমাহৃদয়াদিব সৃষ্টো হৃদয়াদিব নির্মিত ইতি, হৃদয়ে হেব রেতঃ প্রতিষ্ঠিতং ভবতীত্যেবমেবৈতদ্ যাজ্ঞবল্ক্য ॥ ২২৮ ॥ ২২ ॥

সম্বলার্থঃ ১—[শাকল্যঃ পুনঃ পপ্রচ্ছ—হে যাজ্ঞবল্ক্য, তৎ] অস্তাং প্রতীচ্যাং (পশ্চিমায়াম্) দিশি কিংদেবতঃ (কা দেবতা অস্ত—তব) অসি ইতি ; [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] বরুণদেবত ইতি । স বরুণঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ ? ইতি । অপ্সু (জলেষু) ইতি । আপঃ (জলানি) কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতাঃ ? ইতি ; [উত্তরং—] রেতসি (শুক্রে) ইতি । রেতঃ (শুক্রে) কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ ? ইতি ; হৃদয়ে (বুদ্ধৌ) ইতি । তস্মাৎ (রেতসঃ হৃদয়প্রতিষ্ঠিতত্বাৎ হেতোঃ) অপি (চ) প্রতিক্রপং (পিতুরনুরূপং) জাতং (উৎপন্নং পুত্রম্) আহঃ (কথয়ন্তি) [জনাঃ]—[অয়ং পুত্রঃ] হৃদয়াৎ ইব সৃষ্টঃ (নির্গতঃ) হৃদয়াৎ ইব (সম্ভাবনায়াম্) নির্মিতঃ ইতি । [যুজ্যতে চৈতৎ] হি (যতঃ) হৃদয়ে এব হি (নিশ্চয়ে) রেতঃ প্রতিষ্ঠিতং ভবতি—ইতি । [এতৎ শ্রুত্বা শাকল্য আহ—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, এতৎ ত্বয়া যদুক্তং, তৎ) এবম্ এব (ন অন্যথা ইতি ভাবঃ) ॥ ২২৮ ॥ ২২ ॥

মূলানুবাদঃ ১—[শাকল্য পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিলেন—] এই পশ্চিম দিকে তোমার দেবতা কে ? [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] বরুণ আমার দেবতা । [পুনঃ প্রশ্ন হইল—] সেই বরুণ কোথায় অবস্থিত ? [উত্তর হইল—] জলে । সেই জল আবার কোথায় প্রতিষ্ঠিত ? [উত্তর—] রেতে (শুক্রে) ; অভিপ্রায় এই যে, শুক্ররূপে পরিণত হওয়াই জলের শেষ পরিণাম । সেই শুক্রের প্রতিষ্ঠা বা অবস্থান কোথায় ? (উত্তর—) হৃদয়ে ; অভিপ্রায় এই যে, রেতঃসেক কামবৃত্তির অধীন, সেই কামবৃত্তি হৃদয়ের ধর্ম্ম ; এই কারণে শুক্রকে হৃদয়-প্রতিষ্ঠিত বলা হয় । এই জন্মই পিতার অনুরূপ আকৃতিসম্পন্ন পুত্রকে লোকে বলিয়া থাকে যে, এই পুত্রটি যেন পিতার হৃদয় হইতেই নির্গত হইয়াছে, যেন হৃদয় দিয়াই নির্মিত হইয়াছে ; এই হেতু বুঝিতে হইবে

যে, হৃদয়ই রেতের আশ্রয়স্থান । শাকল্য এ কথা শুনিয়া বলিলেন যে, হে যাজ্ঞবল্ক্য, হাঁ, ইহা এইরূপই বটে ॥ ২২৮ ॥ ২২ ॥

শাকল্যভাষ্যম্ :—কিংদেবতোহত্যাং প্রতীচ্যাং দিশুসীতি । তত্যাং বরুণোহধিদেবতা যম । ন বরুণঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ ? ইতি ; অগ্নু ইতি, অপাং হি বরুণঃ কার্য্যম্, “শ্রদ্ধা বা আপঃ ।” “শ্রদ্ধাতো বরুণমসৃজত” ইতি শ্রুতেঃ । কস্মিন্ আপঃ প্রতিষ্ঠিতা ইতি ; রেতসীতি,—“রেতসা হ্যাপঃ সৃষ্টাঃ” ইতি শ্রুতেঃ । কস্মিন্ রেতঃ প্রতিষ্ঠিতমিতি ; হৃদয় ইতি । যত্যাং হৃদয়স্ত কার্য্যং রেতঃ, কামো হৃদয়স্ত বৃত্তিঃ ; কামিনো হি হৃদয়াং রেতোহধিস্কন্দতি, তত্যাংপি প্রতিক্রমমুরূপং পুত্রং জাতমাহঃ লৌকিকাঃ—অস্ত পিতৃর্হৃদয়াদিব অয়ং পুত্রঃ সৃষ্টঃ বিনিঃসৃতঃ, হৃদয়াদিব নিস্মিতঃ,—বথা সূবর্ণেন নিস্মিতং কুণ্ডলম্ । তত্যাং হৃদয়ে হেব রেতঃ প্রতিষ্ঠিতং ভবতীতি । এবমেবৈতদ্ যাজ্ঞবল্ক্য ॥ ২২৮ ॥ ২২ ॥

টীকা । রেতনো হৃদয়কার্য্যকঃ সাধয়তি—কাম ইতি । তথাপি কথং রেতো হৃদয়স্ত কার্য্যং, তদাহ—কামিনোহীতি । তত্রৈব লোকপ্রসিদ্ধিং প্রমাণয়তি—তত্যাংপি । অপিশকঃ সম্ভাবনার্থেহিবধারণার্থো বা ॥ ২২৮ ॥ ২২ ॥

ভাষ্যানুবাদ :—[শাকল্য বিজ্ঞাসা করিলেন—হে যাজ্ঞবল্ক্য, তুমি] এই পশ্চিমদিকে কোন্ দেবতাকর্তৃক অধিষ্ঠিত ? [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] ঐ দিকে বরুণদেব আমার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা । সেই বরুণ কোথায় অবস্থিত ? [উত্তর—] জলে অধিষ্ঠিত ; কারণ, ‘শ্রদ্ধাই জল,’ এবং ‘শ্রদ্ধা হইতে বরুণের সৃষ্টি করিলেন’ ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, বরুণদেব জল হইতে প্রোদ্ভূত । সেই জল আবার কোথায় প্রতিষ্ঠিত ? [উত্তর—] রেতে (শুক্রে) ; কারণ, শ্রুতি বলিতেছেন যে, ‘রেতঃ হইতে জল উৎপন্ন হইয়াছে,’ সেই রেতঃ আবার কোথায় অবস্থিত ? [উত্তর—] হৃদয়ে ; কারণ, রেতঃক্ষরণ হৃদয়েরই কার্য্য ; কাম (সম্ভোগবাসনা) হৃদয়ের ধর্ম্ম ; কামার্ভ লোকই হৃদয় হইতে রেতঃসেক করিয়া থাকে ; এই জন্তই পিতার অনুরূপ পুত্র জন্মিলে, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া লোকে বলিয়া থাকে যে, এই পুত্রটী যেন ইহার পিতার হৃদয় হইতেই নিঃসৃত হইয়াছে,—যেন সূবর্ণনির্ম্মিত কুণ্ডলের ভ্রায় হৃদয় দ্বারাই নির্ম্মিত হইয়াছে, অর্থাৎ সূবর্ণ দ্বারা নির্ম্মিত কুণ্ডল যেমন সূবর্ণময়ই হয়, তেমনি এই পুত্রটীও পিতার অনুরূপ রূপসম্পন্ন হইয়াছে (১) । অতএব হৃদয়ই রেতের যথার্থ প্রতিষ্ঠা

(১) তাৎপর্য্য—পুত্র যে, হৃদয়নিঃসৃত, ইহা শ্রোত সিদ্ধান্ত । পুত্র-সংস্কারক মন্ত্রেতে আছে—“অঙ্গাদঙ্গাং প্রস্থলসি হৃদয়াদস্তিজায়সে । অঙ্গা বৈ পুত্রনামাসি—” এখানে বলা

বা আশ্রয় স্থান । [ইহা শুনিয়া শাকল্য বলিলেন—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, ইহা এই-
রূপই বটে ॥২২৮॥২২॥

কিংদেবতোহস্থায়ুদীচ্যাং দিশ্যদীতি, সোমদেবত ইতি,
স সোমঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি, দীক্ষায়ামিতি, কস্মিন্মু দীক্ষা
প্রতিষ্ঠিতেতি, সত্য ইতি, তস্মাদপি দীক্ষিতমাহঃ সত্যং বদেতি,
সত্যে হেব দীক্ষা প্রতিষ্ঠিতেতি, কস্মিন্মু সত্যং প্রতিষ্ঠিতমিতি,
হৃদয় ইতি হোবাচ, হৃদয়েন হি সত্যং জানাতি, হৃদয়ে হেব সত্যং
প্রতিষ্ঠিতং ভবতীত্যেবমেবৈতদ্ যাজ্ঞবল্ক্য ॥ ২২৯ ॥ ২৩ ॥

সম্বলার্থঃ ১—[শাকল্য পুনঃ পপ্রচ্ছ—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, [ত্বং] অস্থ্যং উদীচ্যাং
(উত্তরস্থ্যং) দিশি কিংদেবতঃ অসি ? ইতি ; [যাজ্ঞবল্ক্য আহ] সোমদেবতঃ (সোমঃ
চন্দ্রঃ সোমাত্মা লতা চ দেবতা অস্থ্য মম, ইত্যর্থঃ) । সঃ সোমঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ ?
ইতি ; দীক্ষায়াম্ (যজ্ঞাদিনিয়মগ্রহণে) ইতি । দীক্ষা কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতা ? ইতি ;
সত্যে (বাক্যস্থ মনসচ্চ যথার্থ্য প্রবৃত্তঃ সত্যম্, তস্মিন্) ইতি । তস্ম্যাং (দীক্ষায়াম্
সত্যপ্রতিষ্ঠিতত্বাৎ হেতোঃ) অপি (চ) দীক্ষিতং (দীক্ষাগ্রাহিণং জনম্ আহঃ
(কথয়ন্তি) [জনাঃ]—সত্যং বদ, ইতি ; হি (যতঃ) সত্যে এব দীক্ষা প্রতিষ্ঠিতা
ইতি । হু (ভোঃ) সত্যং কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতম্ ? ইতি ; [যাজ্ঞবল্ক্যঃ] উবাচ— হৃদয়ে ইতি ।
হি (যস্ম্যাং) হৃদয়েন এব সত্যং জানাতি ; [তস্ম্যাং] হৃদয়ে এব সত্যং প্রতিষ্ঠিতং
ভবতি ইতি । [শাকল্য আহ—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, এতৎ এবম্ এব [ইতি] ॥২২৯॥২৩॥

মূলানুবাদ ১—শাকল্য পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিলেন—যাজ্ঞ-
বল্ক্য, এই উত্তর দিকে তোমার অধিদেবতা কে ? [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—]
সোম আমার অধিদেবতা ; এখানে সোম অর্থ—চন্দ্র ও সোমলতা ।
[পুনঃ প্রশ্ন হইল—] সেই সোম কোথায় প্রতিষ্ঠিত ? [উত্তর—]

হইল যে, পিতার প্রত্যেক অঙ্গ হইতে নিঃসৃত—পিতার অঙ্গসমূহ রেতোধাতুর নিয়ামস্বরূপ,
এবং হৃদয় হইতে উৎপন্ন আত্মাই পুত্র নামে অভিহিত হয় । অস্ত্রতও কথিত আছে যে, স্বামী
ও স্ত্রী সম্ভোগকালে যেরূপ চিন্তাপরায়ণ হয়, তাহাদের সেই সঞ্চারিত তদনুরূপ ভাবাপন্ন হয় ;
চিন্তা হৃদয়েরই ধর্ম ; সুতরাং হৃদয়ের সহিত যে শুক্র বা ভাবী সঞ্চারের ঘনিষ্ঠ সংঘর্ষ আছে,
তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে । অধিক কি, গর্ভাবস্থায় মাতা যে সমস্ত বিষয় আগ্রহ সহকারে
হৃদয়ে ধারণা করিয়া থাকে, সেই গর্ভজ সঞ্চারিত সেই সমস্ত চিন্তার অবিকারী হইয়া থাকে ।
মহাভারতের অভিমন্ত্যুর বৃত্তান্ত ইহার একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত ।

দীক্ষাতে ; দীক্ষা অর্থ—যজ্ঞের পূর্বকর্তব্য নিয়মগ্রহণ । দীক্ষা কোথায় প্রতিষ্ঠিত ? দীক্ষা সত্যে প্রতিষ্ঠিত ; সেই হেতুই দীক্ষিত ব্যক্তিকে লোকে বলিয়া থাকে যে, ‘তুমি সত্য বলিবে’ ; কারণ, সত্যই দীক্ষার প্রতিষ্ঠান । সেই সত্য আবার কোথায় প্রতিষ্ঠিত ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—হৃদয়ে ; কেন না, লোকে হৃদয়েই সত্য উপলব্ধি করিয়া থাকে ; অতএব হৃদয়েই সত্য প্রতিষ্ঠিত থাকে । [শাকল্য বলিলেন,] হে যাজ্ঞবল্ক্য, ইহা এই-রূপই বটে ॥ ২২৯ ॥ ২৩ ॥

শাকল্যভাষ্যম্ ১—কিংদেবতোহস্তাষুদীচাং দিশুসীতি । সোমদেবত ইতি । সোম ইতি লতাং সোমং দেবতাকৈকীকৃত্য নির্দেশঃ । স সোমঃ কশ্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি ; দীক্ষায়ামিতি । দীক্ষিতো হি যজমানঃ সোমং ক্রীণাতি ; ক্রীতেন সোমেনেষ্ট । জ্ঞানবানুত্তরাং দিশং প্রতিপদ্যতে—সোমদেবতাদিষ্ঠিতাং সোম্যাম্ । কশ্মিন্ দীক্ষা প্রতিষ্ঠিতেতি ; সত্য ইতি । কথম্ ? যস্মাং সত্যে দীক্ষা প্রতিষ্ঠিতা, তস্মাদপি দীক্ষিতমাহঃ—সত্যং বদেতি,—কারণভ্রেষে কার্য্যভ্রেষো মা ভূদিতি । সত্যে হেব দীক্ষা প্রতিষ্ঠিতেতি । কশ্মিন্ সত্যং প্রতিষ্ঠিতমিতি ; হৃদয়ে ইতি হোবাচ, হৃদয়েন হি সত্যং জ্ঞানান্তি । তস্মাং হৃদয়ে হেব সত্যং প্রতিষ্ঠিতং ভবতীতি । এবমেবৈতদ্ যাজ্ঞবল্ক্য ॥২২৯॥২৩॥

টীকা । দীক্ষায়াং সোমস্ত প্রতিষ্ঠিতত্বং সাধয়তি—দীক্ষিতো হীত্যাদিনা । দীক্ষায়াঃ সত্যে প্রতিষ্ঠিতত্বমপ্রসিদ্ধমিতি শঙ্কিত্বা সমাধত্তে—কথমিত্যাদিনা । অপিশকোহবধারণার্থঃ । সত্যং বদেতি বসতামভিপ্রায়মাহ—কারণেতি । ভ্রেষো ভ্রাশো নাশঃ ; ইতি তেষামভিপ্রায় ইতি শেষঃ । প্রকৃতোপসংহারঃ—সত্যে হীতি ॥২২৯॥২৩॥

ভাষ্যানুবাদ ১—[শাকল্য পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিলেন,] হে যাজ্ঞবল্ক্য, তুমি এই উত্তর দিকে কোন্ দেবতাকর্তৃক অধিষ্ঠিত ? [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] সোমদেবতাকর্তৃক ; এখানে সোম লতা ও সোম দেবতা (চন্দ্র), এই উভয়কেই এক করিয়া সোম-শব্দে নির্দেশ করা হইয়াছে । সেই সোম কোথায় প্রতিষ্ঠিত ? [উত্তর—] দীক্ষাতে ; [দীক্ষা অর্থ—যজ্ঞাদি-নিয়ম গ্রহণ ।] যজমান (যাগকর্তা) দীক্ষা গ্রহণের পর সোম ক্রয় করিয়া থাকেন, এবং সেই ক্রীত সোম দ্বারা যজ্ঞ ও যজ্ঞাঙ্গ উপাসনা করিয়া সোমদেবতার অধিষ্ঠিত—সোম্য দিক্ (উত্তর দিক্) প্রাপ্ত হন । [শাকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন,] দীক্ষা কোথায় প্রতিষ্ঠিত ? [উত্তর—] সত্যে । কিরূপে ? যে হেতু দীক্ষা কার্য্যটি সত্যের উপরেই প্রতিষ্ঠিত, সেই হেতুই দীক্ষিত ব্যক্তিকে উপদেশ করা হয় যে, ‘তুমি সত্যবাদী হও’ ; অভিপ্রায়

এই যে, সত্যরূপ আশ্রয়ের অপচরে তদাশ্রিত দীক্ষারও অপচর ঘটিতে পারে, তাহা না হউক । ইহা হইতেও বুঝা যাইতেছে যে, সত্যই দীক্ষার প্রকৃত আশ্রয় । [পুনঃ প্রশ্ন হইল,] সেই সত্য আবার কোথায় প্রতিষ্ঠিত ? [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,] হৃদয়ে ; কেন না, হৃদয়েই সত্যের অনুভূতি হইয়া থাকে ; অতএব হৃদয়েই সত্যের প্রতিষ্ঠাস্থান । [শাকল্য বলিলেন,] যাজ্ঞবল্ক্য, হাঁ, ইহা এইরূপই বটে ॥২২৯॥২৩॥

কিংদেবতোহস্তাং ধ্রুবায়াং দিশ্যসীত্যগ্নিদেবত ইতি, সোহগ্নিঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি, বাচীতি ; কস্মিন্মু বাক্ প্রতিষ্ঠিতেতি, হৃদয় ইতি ; কস্মিন্মু হৃদয়ং প্রতিষ্ঠিতমিতি ॥ ২৩০ ॥ ২৪ ॥

সম্বলার্থঃ ১—[হে যাজ্ঞবল্ক্য, ত্বম্] অস্তাং ধ্রুবায়াং (উর্দ্ধায়াং) দিশি কিংদেবতঃ অসি ? ইতি ; [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] অগ্নিদেবতঃ (অগ্নিঃ প্রকাশরূপং তেজঃ দেবতা অশ্রু ইতি অগ্নিদেবতঃ) ইতি । [শাকল্যঃ পুনরাহ—] সঃ অগ্নিঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ ? ইতি । [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] বাচি (বাগিন্দ্রিয়ে) ইতি । মু (ভোঃ) বাক্ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতা ? ইতি ; হৃদয়ে ইতি । হৃদয়ং কস্মিন্ মু প্রতিষ্ঠিতম্ ? ইতি ॥২৩০॥২৪॥

মূলানুবাদ ১—[শাকল্য পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন—হে যাজ্ঞবল্ক্য,] এই ধ্রুবা দিকে অর্থাৎ উর্দ্ধদিকে তোমার দেবতা কে ? [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] ঐ দিকে অগ্নি আমার দেবতা । (পুনঃ প্রশ্ন,) সেই অগ্নি কোথায় প্রতিষ্ঠিত ? [উত্তর—] বাগিন্দ্রিয়ে । বাগিন্দ্রিয় কোথায় অবস্থিত ? [উত্তর—] হৃদয়ে । সেই হৃদয় কোথায় অবস্থিত ? [উত্তর—] ॥ ২৩০ ॥ ২৪ ॥

শাকল্যভাষ্যম্ ১—কিংদেবতোহস্তাং ধ্রুবায়াং দিশ্যসীতি । যেরোঃ সমস্ততো বসতামব্যভিচার্যাং উর্দ্ধা দিগ্ ধ্রুবেভ্যুচ্যতে । অগ্নিদেবত ইতি—উর্দ্ধায়াং হি প্রকাশভূমভূম্ ; প্রকাশশ্চাগ্নিঃ, সোহগ্নিঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি, বাচীতি । কস্মিন্মু বাক্ প্রতিষ্ঠিতেতি, হৃদয় ইতি । তত্র যাজ্ঞবল্ক্যঃ সর্বান্মু দিগ্ বিপ্রস্থতেন হৃদয়েন সর্বা দিশ আত্মত্বেনাভিসম্পন্নঃ, স দেবাঃ সপ্রতিষ্ঠা দিশশ্চাত্মভূতান্তশ্চ নামরূপকর্মাভূতশ্চ যাজ্ঞবল্ক্যশ্চ । যৎ রূপং, তৎ প্রাচ্যা দিশা সহ হৃদয়ভূতং যাজ্ঞবল্ক্যশ্চ ; যৎ কেবলং কৰ্ম—পুত্রোৎপাদনলক্ষণং চ জ্ঞানসহিতং চ সহ ফলেনাধিষ্ঠাত্রীভিশ্চ দেবতাভিঃ দক্ষিণা-প্রতীচ্যাদীচ্যঃ কৰ্মকলাত্মকা হৃদয়-

যেবা পশ্চাত্তম । ঋষয়া দিশা সহ নাম সৰ্বং বাগ্‌দ্বারেণ হৃদয়মেবা পশ্চম্ । এতা-
বকীৰ্ণং সৰ্বম্ ; যৎ রূপং বা কৰ্ম বা নাম বেতি তৎ সৰ্বং হৃদয়মেব ; তৎ সৰ্বাশ্চকং
হৃদয়ং পৃচ্ছ্যতে—ক'শ্চিৎ হৃদয়ং প্রতিষ্ঠিতমিতি ॥২৩০॥২৪॥

টীকা । কথং পুনরুচ্চা দিগবস্থিতা এবোচ্চ্যতে, তত্রাহ—যেরোরিতি । তত্রায়ের্দেবতাস্থ
প্রকটয়তি—উচ্চায়াং হীতি । 'দিশো বেদ' ইত্যাদি শ্রুত্যা জগতো বিভাগেন পঞ্চাঙ্গ-
ধ্যানার্থমুক্তমিনানীং বিভাগবাদিহাঃ শ্রুতেরভিপ্রায়মাহ—তত্রৈতি । যথোক্তে বিভাগে সতীতি
যাবৎ । উক্তমর্থং সংক্ষিপতি—সদেবা ইতি । তত্রাবাস্তববিভাগমাহ—যদ্রূপমিতি । আত্মে পর্যায়-
হৃদয়ে রূপপ্রপঞ্চোপসংহারো দর্শিতঃ 'হৃদয়ে হেব রূপানি' ইতি শ্রুতেরিত্যর্থঃ । দক্ষিণায়ামিত্যাदि-
পর্যায়ভয়েণ তত্রৈব কর্ণোপসংহার উক্ত ইত্যাহ—যৎ কেবলমিতি । যদ্বি কেবলং কৰ্ম, তৎ
কলাদ্বিভিঃ সহ দক্ষিণাদিগাশ্চকং হৃদ্যাপসংহিত্তে, যদ্রূপং দক্ষিণাদিভাৱা হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত-
ত্বোক্তেৰ্দ্ধক্ষিণত্বা দিশন্তংকলত্বাৎ, পুত্রজন্মাণ্যং চ কৰ্ম অতীচ্যাকং তত্রৈবোপসংহতম্, 'হৃদয়ে হেব
রেতঃ প্রতিষ্ঠিতম্' ইতি শ্রুতঃ । পুত্রজন্মনশ্চ তৎকাৰ্য্যত্বজ্ঞানদহিতমপি কৰ্মকলপ্রতিষ্ঠা-
দেবতাভিঃ সহোদীচ্যাকং তত্রৈবোপসংহতং, সোমদেবতায়া দীক্ষাদিভাৱা তৎপ্রতিষ্ঠিতশ্রুতঃ ।
এবং দিক্‌ভয়ে সৰ্বং কৰ্ম হৃদি সংহতমিত্যর্থঃ । পঞ্চমপঞ্চাঙ্গত্বাৎপঞ্চমাহ—ঋষয়েতি । নামরূপ-
কৰ্মরূপসংহতত্বপি কিকিহুপসংহতত্বাৎস্বরমবশিষ্টমন্ত্রোত্যাশঙ্ক্য নিরাকরোতি—এতাবদ্বীতি ।
প্রশ্নাস্তরমুখাপয়তি—তৎ সৰ্বাশ্চকমিতি ॥২৩০॥২৪॥

ভাষ্যানুবাদ ১—[শাকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন—হে যাজ্ঞবল্ক্য,] এই
ঋষা দিকে অর্থাৎ উর্দ্ধদিকে তোমার দেবতা কে ? সূমেরুর চতুর্দিক্‌বাসী সমস্ত
লোকের পক্ষেই সমান বা একই ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় বলিয়া উর্দ্ধদিকে 'ঋষা'
বলা হয় (১) । [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—ঐ দিকে] অগ্নি আমার দেবতা, কারণ,
উর্দ্ধদিক্‌ স্বতই প্রকাশবহন ; অগ্নিও প্রকাশাত্মক ; [এই কারণে, যাজ্ঞবল্ক্য উর্দ্ধ-
দিকে আপনাকে অগ্নিদেবতাধিষ্ঠিত বলিলেন] । [শাকল্য পুনর্বার জিজ্ঞাসা
করিলেন—] সেই অগ্নি আবার কোথায় প্রতিষ্ঠিত ? [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—]
বাগিক্রিয়ে [প্রতিষ্ঠিত] । [পুনঃ প্রশ্ন হইল—] সেই বাক্ আবার কোথায় প্রতি-
ষ্ঠিত ? [উত্তর হইল—] হৃদয়ে ।

(১) তাৎপৰ্য্য—হৃদ্যদেব প্রতিনিয়ত সূমেরু পর্বতকে প্রদক্ষিণ করিতেছেন, সূমেরুর
চতুর্পার্শ্ববর্তী লোকেরা প্রথমে সম্মুখে যে দিকে হৃদ্য দর্শন করে, তাহাকে পূর্বদিক্, তাহার
পশ্চাৎভাগকে পশ্চিম দিক্, নিজের দক্ষিণ ভাগকে দক্ষিণ দিক্ এবং বাম ভাগকে উত্তর দিক্ বলিয়া
ব্যবহার করিয়া থাকে ; সুতরাং সূমেরুর এক পার্শ্ববর্তী লোকদিগের যাহা পূর্বদিক্, অপর
পার্শ্ববর্তী লোকদিগের পক্ষে তাহাই পশ্চিম, দক্ষিণ বা উত্তর দিক্ বলিয়া ব্যবহৃত হইতে পারে,
কিন্তু উর্দ্ধ দিক্‌টি সকলের পক্ষেই সমান ; এই জন্ত উহার নাম ঋষা ।

যথোক্ত বিভাগানুসারে দেখা যাইতেছে যে, সমস্ত দিকের সহিতই হৃদয়ের
সংস্ক রহিয়াছে ; যাজ্ঞবল্ক্য নিজেও সেই সৰ্বদিক্‌সংস্ক হৃদয় দ্বারা সমস্ত দিকের
সহিত অভিন্নভাবে প্রাপ্ত হইয়াছেন । যাজ্ঞবল্ক্য জ্ঞানবলে আগতিক নাম, রূপ
ও কৰ্ম্মনিচয়কে আত্মস্বরূপে গ্রহণ করিয়াছেন ; দিক্‌সমূহও আবার নিজ নিজ
আশ্রয় ও দেবতা সহকারে যাজ্ঞবল্ক্যের আত্মভূত হইয়াছে ; তন্মধ্যে রূপ-ভাগটি
পূৰ্ব্বেদিকের সহিত, যাজ্ঞবল্ক্যের হৃদয়স্বরূপ হইয়াছে ; আর যাহা জ্ঞানরহিত—
কেবল সম্ভানসমুৎপাদনাত্মক কৰ্ম্ম, এবং যাহা জ্ঞানসহকৃত কৰ্ম্ম, তাহাও ফল ও
তদধিষ্ঠাত্রী দেবতার সহিত কৰ্ম্মফলরূপে পরিণত—দক্ষিণ, উত্তর, পশ্চিম দিক্ ও
যাজ্ঞবল্ক্যের হৃদয়ের সহিত সংস্ক, এবং যত রকম নাম (শব্দ) আছে, সে সমূহসমুহ
ঐ বা দিকের সহিত যাজ্ঞবল্ক্যের হৃদয়ে সংস্ক ; বাক্ হইতেছে নামের দ্বার বা
অভিব্যক্তির উপায় । এই যে, নাম, রূপ ও কৰ্ম্মের কথা বলা হইল, অগতে
এতদতিরিক্ত আর কিছুই নাই ; অথচ এই নাম, রূপ ও কৰ্ম্ম সমস্তই হৃদয়াত্মক ;
এখন সেই সৰ্ব্বাত্মক হৃদয়ের সংস্ক প্রাপ্ত হইতেছে যে, সেই হৃদয় কোথায়
প্রতিষ্ঠিত ? ॥২৩০॥২৪॥

অহল্লিকৈতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যো যত্রৈতদন্যত্রাস্মান্মন্যাসৈ,
যদ্যেতদন্যত্রাস্মৎ শ্রাচ্ছানো বৈনদদ্যুৰ্ব্বয়াংসি বৈনদ্বিমথুরী-
ম্নিতি ॥ ২৩১ ॥ ২৫ ॥

সঙ্কলার্থঃ ১—[যাজ্ঞবল্ক্যঃ শ্রোক্তিসমর্থনায় অহল্লিকৈতি নামান্তরেণ
শাকল্যমেব সম্বোধয়ন্] উবাচ হ—[হে শাকল্য, তৎ] এতৎ (মহাক্তং হৃদয়ম্ আত্মা)
অস্মৎ [অস্মত্তঃ শরীরাত্] অন্তত্র যত্র (দেশে কালে বা) [বর্তমানং] মন্যাসৈ
(মন্যসে) ; [তত্র এতদবগচ্ছ,] যৎ (যদি) হি (নিশ্চয়ে) এতৎ (হৃদয়ং—
আত্মা) অস্মৎ (অস্মদীয়শরীরাত্) অন্তত্র শ্রাৎ (ভবেৎ), [তহি] ধ্বানঃ (সার-
মেয়াঃ) বা এনৎ [এতৎ শরীরং] অদ্যঃ (ভক্ষয়েয়ুঃ), বয়াংসি (পক্ষিণঃ) বা এনৎ
(শরীরং) বিমথুরীম্ (বিমর্দয়েয়ুঃ) ; [তস্মাৎ হৃদয়াখ্যাত্মনঃ শরীরপ্রতি-
ষ্ঠিতত্বমবগম্যমিতি ভাবঃ] ॥২৩১॥২৫॥

মূলানুবাদ ১—[দেহ যে, হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত, ইহা বুঝাইবার
উদ্দেশ্যে যাজ্ঞবল্ক্য অহল্লিকা নামে সম্বোধন করিয়া শাকল্যকেই
বলিলেন—হে অহল্লিক,] তুমি যে, মনে করিতেছ, এই হৃদয় (আত্মা)
আমাদের শরীরের অন্তর অবস্থিত থাকে ; [তাহার উত্তরে বলিতেছি—]

আত্মা যদি আমাদের শরীরের বাহিরে অথ কোথাও থাকিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই এই শরীরকে কুকুরে ভক্ষণ করিত, কিংবা পক্ষিগণ ছিন্ন ভিন্ন করিত ; [তাহা যখন করিতেছে না, তখন বুঝিতে হইবে, আত্মা ইহার মধ্যেই বর্তমান আছে] ॥ ২৩১ ॥ ২৫ ॥

শাক্ষব্রাহ্মণম্ ।—অহল্লিকেনি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ নামাস্তুরেণ সম্বোধনং কৃতবান্ । যত্র যস্মিন্ কালে এতদ্ হৃদয়মাত্মা অস্ত শরীরস্তাং কচিৎ দেশাস্তুরে অস্তন্তো বর্তত ইতি মন্ত্রাসৈ মন্ত্রসে—যচ্চি যদি হি এতৎ হৃদয়ম্ অস্ত্রাস্মৎ স্তাৎ ভবেৎ, খানো বা এনং শরীরং তদা অদ্র্যঃ, বয়ংসি বা পক্ষিণো বা এনং বিমথ্ নীরন্ বিলোড়য়েযুঃ বিকর্ষেরম্নিতি ; তস্মান্মসি শরীরে হৃদয়ং প্রতিষ্ঠিতমিত্যর্থঃ । শরীরস্তাপি নামরূপকর্মাঙ্কত্বাদ্ হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিতত্বম্ ॥ ২৩১ ॥ ২৫ ॥

টীকা । হৃদয়পদেন নামান্ধ্যাধারবদহল্লিক-শব্দেনাপি হৃদয়াধিকরণং বিবক্ষ্যতে, বাক্য-চ্ছায়াসাম্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—নামাস্তুরেণেতি । অহনি লীয়ত ইতি বিগৃহ্য প্রেতবাচিনেতি শেষঃ । দেহে হৃদয়ং প্রতিষ্ঠিতমিতি ব্যুৎপাদয়তি—যত্রেত্যাদিনা । তস্মিন্ কালে শরীরং সৃজং স্তাদিতি শেষঃ । শরীরস্ত হৃদয়াশ্রয়ত্বং বিশদয়তি—যচ্চীত্যাদিনা । দেহাদস্তত্র হৃদয়স্তাবস্থানে যথোক্তং দোষমিতিশব্দেন পরাস্মৃতা কলিতমাহ—ইতীত্যাদিনা । দেহস্তহি কুত্র প্রতিষ্ঠিত ইত্যত আহ—শরীরস্তেতি ॥ ২৩১ ॥ ২৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি শাকল্যকে অহল্লিক-নামে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—তুমি যে, মনে করিতেছ—এই হৃদয় (আত্মা) আমাদের এই শরীরের বাহিরে যে কোন স্থানে বর্তমান থাকে ; [কিন্তু তুমি নিশ্চয় জানিও,] এই হৃদয়-নামক আত্মা যদি এই শরীরের বাহিরেই থাকিত, তাহা হইলে, তৎক্ষণাৎ এই শরীরকে কুকুরে ভক্ষণ করিত, অথবা বায়ুসাদি পক্ষিগণ বিমথিত করিত (চঞ্চুদ্বারা ক্ষতবিক্ষত করিত) ; অতএব বুঝিতে হইবে যে, উক্ত হৃদয় মদীয় শরীরমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত আছে । এই শরীরও নাম-রূপাত্মক এবং কর্মময় ; সুতরাং তাহাও উক্ত হৃদয়নামক আত্মাতেই প্রতিষ্ঠিত আছে ॥ ২৩১ ॥ ২৫ ॥

কস্মিন্মু ত্বঞ্চাত্মা চ প্রতিষ্ঠিতৌ স্ম ইতি, প্রাণ ইতি, কস্মিন্মু প্রাণঃ প্রতিষ্ঠিত ইত্যপান ইতি, কস্মিন্মু স্বপানঃ প্রতিষ্ঠিত ইতি, ব্যান ইতি, কস্মিন্মু ব্যানঃ প্রতিষ্ঠিত ইত্যুদান ইতি, কস্মিন্মু দানঃ প্রতিষ্ঠিত ইতি, সমান ইতি, স এব নেতি নেত্যাচ্চাহগৃহ্যো নহি গৃহ্যতেহশীর্ষ্যো নহি শীর্ষ্যতেহসঙ্গো নহি সজ্যতেহসিতো ন

ব্যথতে ন রিষ্যতি, এতান্শ্রুতান্শ্রুতানাশ্রুতৌ লোকাঃ, অশ্রুতৌ দেবাঃ, অশ্রুতৌ পুরুষাঃ, স যস্তান্ পুরুষান্নিকরুহ প্রত্যাহাত্যক্রামৎ, তং ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি, তঞ্জে ন বিবক্ষ্যসি, মূর্খা তে বিপত্তিস্থতীতি । তৎ হ ন মেনে শাকল্যস্তস্য হ মূর্খা বিপপাতাপি হান্ত্য পরিমোষিণোহস্বীকৃত্যপজহুরন্যন্যমানাঃ ॥ ২৩২ ॥ ২৬ ॥

সকলার্থঃ ১—[হৃদয়-শরীরদ্বয়েরেবম্ অন্তোন্তপ্রতিষ্ঠিতং ব্রহ্ম তদ্বিশেষ-বৃত্তংসমা শাকল্যঃ পুনঃ প্রষ্টুমারভতে—“কস্মিন্ হু” ইত্যাদি ।] হু (ভোঃ) তৎ (ত্বংপদবাচ্যং শরীরং) আত্মা (হৃদয়ং) চ কস্মিন্ (কিন্নামকে অধিকরণে) প্রতিষ্ঠিতৌ হুঃ (ভবতঃ) ? ইতি । [যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ—] প্রাণে (প্রাণবৃত্তৌ) ইতি । হু (ভোঃ) প্রাণঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ ? ইতি ; [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] অপানে (অপানবৃত্তৌ) ইতি । অপানঃ কস্মিন্ হু প্রতিষ্ঠিতঃ ? ইতি ; ব্যানে ইতি । ব্যানঃ কস্মিন্ হু প্রতিষ্ঠিতঃ ? ইতি ; উদানে ইতি । উদানঃ কস্মিন্ হু প্রতিষ্ঠিতঃ ? ইতি ; সমানে ইতি, (এতাঃ প্রাণাদিবৃত্তয়ঃ সাক্ষাৎ পরম্পরস্বা বা এতস্মিন্ সমানে প্রতিষ্ঠিতা ইত্যর্থঃ) ।

[ইদানীং সর্বাশ্রয়ভূতং ব্রহ্ম নির্দেষ্টুমাহ—] স এষ নেতি নেতীতি । স এষ নেতি নেতীতি [কৃত্বা মধুকাণ্ডে উক্তো যঃ, সঃ] এষঃ আত্মা অগৃহঃ (অগ্রাহঃ—চক্ষুরাদীন্দ্রিয়গোচরঃ) ; [কুতঃ ?] হি (যতঃ) ন গৃহতে (কেনচন ইন্দ্রিয়েন ন বিষয়ীক্রিয়তে) ; অশীৰ্য্যঃ (নিরবয়বত্বাদ্ অপরিচ্ছিন্নত্বাচ্ বিশরণানর্হঃ) ; [অতঃ] নহি শীৰ্য্যতে ; অসঙ্গঃ (বিকারকারণীভূত-সংযোগরহিতঃ) ; [অতঃ] নহি সঙ্গ্যতে (পদ্যপত্রবৎ নিঃসঙ্গ ইত্যর্থঃ) ; অসিতঃ [অবহঃ, ন স্পৃহতাং নীতো বা) ; [অতঃ] নহি ব্যথতে [মূর্খঃ সাবয়বো হি ব্যথতে, অয়ং তু তদ্বিপন্নীতত্বাৎ ন ব্যথতে ইতি ভাবঃ] ; [অতশ্চ] ন রিষ্যতি (ন হিংসাং প্রাপ্নোতি) ।

এতানি (‘পৃথিব্যেব যস্তায়তনম্’ ইত্যেবমুক্তানি) অশ্রুতৌ আয়তনানি (আশ্রয়াঃ), অশ্রুতৌ লোকাঃ (অগ্নিলোকপ্রভৃতয়ঃ), অশ্রুতৌ দেবাঃ (‘অমৃতমিতি হোবাচ’ ইত্যাদয়ঃ), অশ্রুতৌ পুরুষাঃ (‘শারীরঃ’ ইত্যাদয়ঃ) ; সঃ যঃ পুরুষঃ তান্ (আয়তনাদি-শব্দোক্তান্) পুরুষান্ নিকরুহ (অষ্ট-চতুর্কাণিভেদেন বিভজ্য), তথা প্রত্যাহ (প্রাচ্যাণ্ডিকস্বরূপেণ স্বাত্মনি উপসংহৃত্য) অত্যাক্রামৎ (উপাধিধর্ম্মানতিক্রান্তঃ), তৎ ত্বৌপনিষদং (উপনিষদেষ্টং পুরুষং) মে (মহৎ) ন বিবক্ষ্যসি

(বিশেষণ ন বক্তৃমহসি, ত্বম্,) [তর্হি] তে (তব) মূর্দ্ধা (শিরঃ) বিপতিষ্যতি (বিস্পষ্টং পতিষ্যতি) ইতি । শাকল্যঃ তং (ঔপনিষদং পুরুষং) ন মেনে (ন বিজ্ঞাতবান্) ; তস্ত (শাকল্যস্ত) মূর্দ্ধা বিপপাত (শিরঃপাতো বভূব) । পরিমোষিণঃ (তস্করাঃ) তস্ত (শাকল্যস্ত) অস্থীনি অপি (লংকারার্থং নীলমানানি)—অন্তং (ধনাদিকং) মন্তমানাঃ (সন্তাবয়ন্তঃ সন্তঃ) অপজহুঃ (অপহৃতবন্তঃ) হ । [আধ্যাত্মিকা তু এতদ্বিষ্ণুপ্রশংসার্থং পরিকল্পিতেতি মন্তব্য-মিতি] ॥২৩২॥২৬॥

মূলানুবাদ ১—[শাকল্য যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন—
বল দেখি,] তুমি অর্থাৎ তোমার শরীর ও আত্মা (হৃদয়) কোথায় অব-
স্থান করিতেছে ? [শাকল্য বলিলেন—] প্রাণেতে । আচ্ছা, সেই প্রাণ
কোথায় অবস্থিত ? অপানেতে [অবস্থিত] ; সেই অপান আবার
কোথায় অবস্থিত আছে ? ব্যানেতে ; সেই ব্যানবায়ু কোথায় অবস্থিত ?
উদানবায়ুতে ; উদান কোথায় প্রতিষ্ঠিত ? সমান বায়ুতে ।

[উক্ত প্রাণাদি সমস্ত জগৎ যাহাতে ওতপ্রোত রহিয়াছে,] এবং
পূর্বেবাক্ত মধুকাণ্ডে “নেতি নেতি” বলিয়া [যাহার উল্লেখ করা হইয়াছে ;]
সেই এই আত্মা অগৃহ—অগ্রাহ ; অতএব কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা তাহাকে
গ্রহণ করা যায় না ; অশীর্ষ্য (শীর্ণ হইবার অযোগ্য) ; এই কারণে, শীর্ণ
হয় না ; অসঙ্গ [নির্লেপ], এই জন্ম কোথাও আসক্ত হয় না ; [নিরবয়ব
বলিয়া] অসিত (অ-বদ্ধ), এই হেতু কিছু দ্বারা ব্যথিত (আবদ্ধ) হয়
না, এবং কোন প্রকারে হিংসিতও হয় না ।

পূর্বে যে, পৃথিব্যাदि আটপ্রকার আয়তন, অগ্নি প্রভৃতি আটপ্রকার
লোক, অমৃত প্রভৃতি আটপ্রকার দেবতা, এবং শারীরাদি আটপ্রকার
পুরুষকে বিভিন্নরূপে (পৃথকভাবে) বিভক্ত করিয়া এবং প্রাচ্যাदिদিগ্-
ভাবে আপনাতেই উপসংহত (একীভূত) করিয়া, সে সমুদয়কেও অতি-
ক্রম করিয়াছেন, অর্থাৎ সে সমুদয়ের অতীত হইয়াছেন ; আমি তোমার
নিকট সেই ঔপনিষদ অর্থাৎ একমাত্র উপনিষদেই যাহার তত্ত্ব জানিতে
পারা যায়, সেই পুরুষের তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিতেছি । তুমি যদি তাহা
আমাকে বলিতে না পার, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমার মস্তক খসিয়া

পড়িবে। শাকল্য সেই ঔপনিষদ পুরুষের তত্ত্ব জানিতেন না ; সেই জন্ত তাঁহার মস্তক খসিয়া পড়িল। তাহার পর, শিষ্যগণ অস্থিগুলি সৎকারের জন্ত লইয়া যাইতেছিল; ‘আর কিছু লইয়া যাইতেছে’ মনে করিয়া তস্কর-গণ তাহাও অপহরণ করিল। [আলোচ্য বিজ্ঞান মহিমাখ্যাপনার্থ এইরূপ একটি আখ্যায়িকা রচিত হইয়াছে, মনে করিতে হইবে] ॥ ২৩২ ॥ ২৬ ॥

শাকরভাষ্যম্ :—হৃদয়-শরীরয়োরেবমন্তোত্তপ্রতিষ্ঠা উক্তা কার্য্য-করণয়োঃ ; অতস্তাৎ পৃচ্ছামি—কস্মিন্ হু ত্বং চ শরীঃম্, আত্মা চ তব হৃদয়ং প্রতিষ্ঠিতৌ হু ইতি ; প্রাণইতি ; দেহাআনৌ প্রাণে প্রতিষ্ঠিতৌ জাতাৎ প্রাণবৃত্তৌ ; কস্মিন্ হু প্রাণঃ প্রতিষ্ঠিত ইতি, অপানইতি, সাপি প্রাণবৃত্তিঃ প্রাগেব প্রোয়াৎ, অপান-বৃত্ত্যা চেন্ন নিগৃহ্যেত । কস্মিন্ হু অপানঃ প্রতিষ্ঠিত ইতি ; ব্যান ইতি,—সাপ্য-পানবৃত্তিরথ এব যান্নাৎ, প্রাণবৃত্তিঃ চ প্রাগেব, মধ্যস্থয়া চেদ্ ব্যানবৃত্ত্যা ন নিগৃ-হ্যেত । কস্মিন্ হু ব্যানঃ প্রতিষ্ঠিত ইতি, উদান ইতি—সর্কান্তিশ্রোহপি বৃত্তয়-উদানে কীলস্থানীয়ে চেন্ন নিবন্ধাঃ, বিষঃগেবেয়ুঃ । কস্মিন্ হু উদানঃ প্রতিষ্ঠিত ইতি, সমান ইতি ; সমানপ্রতিষ্ঠা হেতাঃ সর্কী বৃত্তয়ঃ । এতদ্বক্তং ভবতি—শরীরহৃদয়-বায়বোহন্তোত্তপ্রতিষ্ঠাঃ সজ্জ্বতেন নিয়তা বর্তন্তে বিজ্ঞানময়্যর্থপ্রযুক্তা ইতি । সর্কমেতৎ যেন নিয়তম্, কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতম্ আকাশান্তমোতক প্রোতক, তত্ত্ব নিরূপাধিকন্তু সাক্ষাদপরোকাদ্ ব্রহ্মণো নির্দেশঃ কর্তব্য ইত্যামারম্ভঃ । ১

টীকা।—বৃত্তমন্তু প্রমাস্তবনুপাদত্তে—হৃদয়েতি । প্রাণশকন্তু স্তত্রবিষয়ত্বং ব্যবচ্ছেদ্য-বৃত্তিবিণেষণম্ । প্রাণস্তাপানে প্রতিষ্ঠিতত্বং ব্যতিরেকদ্বারা ক্ষোরয়তি—সাপীতি । প্রাণ-পানয়োরুভয়োরাপি ব্যানাবীনত্বং সাধয়তি—সাপ্যপানেতি । হিসৃগাং বৃত্তীনামুক্তানামুদানে নিবন্ধত্বং দর্শয়তি—সর্কী ইতি । বিষঙ্গিতি নানাগতিহোক্তিঃ । কস্মিন্ হু হৃদয়মিত্যাশ্রয়ে সমানান্তত্ত্ব তাৎপর্য্যমাহ—এতদিতি । তেষাং প্রবর্তকং দর্শয়তি—বিজ্ঞানময়েতি । স এব ইত্যাদেস্তাৎপর্য্যমাহ—সর্কমিতি । ১

স এধঃ—স যঃ “নেতি নেতি” ইতি নির্দিষ্টো মধুকাণ্ডে, এষ সঃ ; সোহয়-মাআ অগৃহ্যঃ—ন গৃহ্যঃ ; কথম্ ? যান্নাৎ সর্ককার্য্যধর্ম্মাতীতঃ, তান্নাদগৃহ্যঃ । কুতঃ ; যান্নাৎ নহি গৃহ্যেত ; যচ্চি করণগোচরং ব্যাকৃতং বস্তু, তদগ্রহণ-গোচরম্, ইদম্ তদ্বিপরীতমাত্মতত্ত্বম্ । তথা অনীর্ঘ্যঃ—যচ্চি মূর্ত্তং সংহতং শরীরাদি, তৎ শীর্ঘ্যতে ; অয়ম্ তদ্বিপরীতঃ ; অতো নহি শীর্ঘ্যতে । তথা অসঙ্গঃ—মূর্ত্তো মূর্ত্তান্তরেণ লব্ধ্যমানঃ সজ্যতে, অয়ম্ তদ্বিপরীতঃ ; অতো নহি সজ্যতে । তথা অসিতঃ অবদ্ধঃ—যচ্চি মূর্ত্তং, তদ্ বধ্যতে ; অয়ম্ তদ্বিপরীতত্বাবসিতঃ ; অবদ্ধত্বাৎ ন

ব্যথতে ; অতো ন রিষ্ণতি,—গ্রহণ-বিশরণ-সঙ্গ-বন্ধ-কার্যধর্মরহিতত্বাৎ রিষ্ণতি—
ন হিংসামাপত্ততে ন বিনশ্তীত্যর্থঃ । ২

যস্ত কুটমৃদৃষ্টমাত্রস্তাণ্ড্যামিত্বকল্পনাধিষ্ঠানস্তাজ্ঞানবশাৎ প্রশাসনে চাবাপৃথিব্যাং স্থিতং,
স পরমাত্মৈব প্রত্যগাত্মৈবেতিপদয়োর্থঃ বিবক্ষিতাহ—স এষ ইতি । নিষেধস্বরং মূর্ত্তামূর্ত্ত-
ব্রাহ্মণে ব্যাখ্যাতমিত্যাহ—স যো নেতি । যো মধুকাণ্ডে চতুর্থে নেতি নেতীতি নিষেধমুদেন
নির্দিষ্টঃ, স এষ কুর্চ্চব্রাহ্মণে তদ্ব্যুৎপাদেনৈব বক্ষ্যত ইতি যোজন্য । নিষেধস্বারা নির্দিষ্টমেব
স্পষ্টয়তি—সোহয়মিতি । কাব্যধর্ম্মাঃ শব্দাদয়োহশনায়াদয়শ্চ । প্রত্যুক্তং হেতুমবতারা
ব্যাচষ্টে—কুত ইত্যাদিনা । তদ্বিপরীতত্বং করণগোচরত্বং, ন চক্ষুষ্যেত্যাদিশব্দেভ্যঃ । তদ্বিপরীত-
ত্বাদমূর্ত্তত্বাদিতি যাবৎ । পূর্ব্বব্রাহ্মণ্যভ্যন্তর তদ্বিপরীতত্বেনেতদেব । অতঃশব্দার্থঃ কুটমৃদৃষ্টমুপ-
পাদয়তি—গ্রহণেতি । কাব্যধর্ম্মাঃ শব্দাদয়োহশনায়াদয়শ্চ প্রাপ্তভাঃ । ২

ক্রমমতিক্রম্য ঔপনিষদস্ত পুরুষস্ত আখ্যায়িকাতোহপসৃত্য শ্রুত্যা স্মেন
রূপেণ স্বরূপা নির্দেশঃ কৃতঃ ; ততঃ পুনরাখ্যায়িকামেবাপ্রিত্যাহ—এতানি যাত্নু-
ক্তানি অষ্টাবায়তনানি—“পৃথিব্যেব যস্তায়তনম্” ইত্যেবমাদীনি, অষ্টৌ লোকা
অগ্নিলোকাদয়ঃ, অষ্টৌ দেবীঃ “অমৃতমিতি হোবাচ” ইত্যেবমাদয়ঃ, অষ্টৌ পুরুষাঃ
“শারীরঃ পুরুষঃ” ইত্যাদয়ঃ—স যঃ কশ্চিৎ তান্ পুরুষান্ শারীরপ্রভৃতীন্ নিরুহ
নিশ্চয়েনোহ গময়িত্বা অষ্টচতুষ্কভেদেন লোকাস্থিতিমুপপাদ্য, পুনঃ প্রাচী-দিগাদি-
দ্বারেণ প্রত্যাহ উপসংহৃত্য স্বাত্মনি স্থায়ৈ অত্যক্রামৎ অতিক্রান্তবান্—উপাধিধর্ম্মং
হৃদয়াগ্ণাস্তম্ ; স্মেনৈবাত্মনা ব্যবস্থিতো য ঔপনিষদঃ পুরুষোহশনায়াদিবজ্জিতঃ
উপনিষৎস্বৈব বিজ্ঞেয়ঃ নাগ্ৰপ্রমাণগম্যঃ, তৎ ত্বা ত্বাং বিজ্ঞাভিমানিনং পুরুষং
পৃচ্ছামি ; তৎ চেৎ যদি, মে ন বিবক্ষ্যসি বিস্পষ্টং ন কথয়িষ্যসি, মুর্দ্ধা তে বিপত্তি-
শ্যতীত্যাহ যাজ্ঞবল্ক্যঃ । তদ্ব্যোপনিষদং পুরুষং শাকল্যঃ ন মেনে হ ন বিজ্ঞাতবান্
কিল । তস্ত হ মুর্দ্ধা বিপপাত বিপপিতঃ । সমাপ্তাখ্যায়িকা ; শ্রুতেক্ষণং—তৎ
হ ন মেনে ইত্যাদি । ৩

ননু শাকল্যযাজ্ঞবল্ক্যয়োঃ সংবাদায়িকেষুমাখ্যায়িকা, তত্র কথং শাকলোনাপৃষ্টমাত্মনং
যাজ্ঞবল্ক্যো ব্যাচষ্টে, তত্রাহ—ক্রমমিত । বিজ্ঞানাদিবাক্যে বক্ষ্যমাণত্বাৎ কিমত্যত্র নির্দেশ
ইত্যাশঙ্ক্যাহ—স্বরূপেতি । এতান্যষ্টাবিত্যানিবাক্যস্ত পূর্ব্বোক্তাসমুদয়মিত্যাহ—ততঃ পুনরিত ।
নিশ্চয়েন গময়িত্বোত্যতদেব স্পষ্টয়তি—অষ্টেতি । প্রত্যাহোপসংহৃত্যেতি যাবৎ । ঔপনিষদত্বং
পুরুষস্ত ব্যুৎপাদয়তি—উপনিষৎস্বৈবেতি । তৎ হেতাদি যাজ্ঞবল্ক্যস্ত বা মধ্যস্থত বাক্যমিতি
শব্দাং বারয়তি—সমাপ্তেতি । ৩

কিঞ্চ, অপি হ্যস্ত পরিমোষিণঃ তদ্বরা অস্বীকৃতিং সংস্কারার্থং নিশ্চিন্তনীয-
মানানি গৃহান্ প্রতি, অপজহুঃ অপহৃতবন্তঃ । কিংনিমিত্তম্ ? অস্তৎ—ধনং

নীলমানং যজ্ঞমানাঃ । পূৰ্ব্ববৃত্তা হ্যাধ্যায়িকেষু সৃচিতা, অষ্টাধ্যায়াং কিল শাক-
ল্যেন যাজ্ঞবল্ক্যস্ত সমানাস্ত এষ সংবাদো নিবৃত্তঃ ; তত্র যাজ্ঞবল্ক্যেন শাপো দত্তঃ—
'পুৰৈহতিথ্যে মরিশ্চসি, ন তেহহীনি চন গৃহান্ প্রাপ্যাস্তি' ইতি, ন হ তথৈব
মমার । তস্ত হাপ্যন্ত্রমজ্ঞমানাঃ পরিমোষিণোহহীত্বপজ্জ্বলুঃ ; "তস্মান্নোপবাদী স্তাদ্ভুত
হেবংবিৎপরো ভবতীতি" । নৈবাধ্যায়িকা আচারার্থং সৃচিতা, বিদ্যাস্ততয়ে চেহ
॥২৩২॥২৬॥

ব্রহ্মবিদ্বিষেষে পরলোকবিরোধোহপি স্তাদিত্যাহ—কিংচেতি । মুদ্ধা তে বিপতিশ্রুতীতি
বুদ্ধি পাতিতে শাপেন কিমিত্যাগ্নিহোত্রাগ্নিসংস্কারমপি শাকল্যো ন প্রাপ্তবানিত্যাশঙ্ক্যাহ—
পূৰ্ব্ববৃত্তেতি । তামেবাধ্যায়িকামনুক্ৰামতি—অষ্টাধ্যায়ামিতি । অষ্টাধ্যায়ী বৃহদারণ্যকাং
প্রাচীনা কন্মবিষয়া । পুরে পুণ্যক্ষেত্রাতিরিক্তে দেশে । অতিথ্যে পুণ্যতিথিশূণ্ডে কালে ।
অহীনি চনেত্যত্র চনশঙ্কোহপ্যর্থঃ । উপবাদী পরিভবকর্তা । তচ্ছকার্থমাহ—উত ইতি ।
কিমিতীয়াধ্যায়িকাহয় বিদ্যাপ্রকরণে সৃচিতেন্ত্যাশঙ্ক্যাহ—সৈষেতি । ব্রহ্মবিদি বিনীতেন
ভবিতব্যমিত্যাচারঃ । মহতী হীমঃ ব্রহ্মবিদ্যা, যন্তপ্রিষ্ঠাবজ্জায়ামৈহিকানুশ্রিকবিরোধঃ স্তাদিতি
বিন্যাস্ততিঃ ॥২৩২॥২৬॥

ভাষ্যানুবাদ ১—কারণীভূত হৃদয় ও তৎকার্যস্বরূপ শরীর, এতদুভয়ের
যথোক্তক্রমে আশ্রয়াশ্রয়িতাব কথিত হইয়াছে ; অতএব আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা
করিতেছি যে, তুমি অর্থাৎ তোমার এই শরীর এবং হৃদয় অর্থাৎ তোমার আত্মা
কোথায় প্রতিষ্ঠিত আছে ? [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,] প্রাণেতে, অর্থাৎ দেহ ও
আত্মা উভয়ই প্রাণে—প্রাণ-বৃত্তিতে প্রতিষ্ঠিত আছে । [পুনঃ প্রশ্ন হইল যে,]
সেই প্রাণ আবার কোথায় প্রতিষ্ঠিত ? [উত্তর—] অপানে ; অতিপ্রায় এই যে,
অপানবৃত্তি দ্বারা নিরুদ্ধ না থাকিলে ঐ প্রাণবৃত্তি অগ্রেই বহির্গত হইয়া পড়িত ।
[পুনঃ প্রশ্ন হইল—] সেই অপান আবার কোথায় প্রতিষ্ঠিত ? [উত্তর হইল—]
ব্যান্বে ; ঐ অপানবৃত্তি নিশ্চয়ই নীচের দিকে সরিয়া পড়িত, এবং প্রাণবৃত্তিও
উপরের দিকে বাহির হইয়া বাইত, যদি মধ্যবর্তী ব্যানবৃত্তি দ্বারা উভয়ে নিরুদ্ধ না
থাকিত । [পুনঃ প্রশ্ন—] উক্ত ব্যানবায়ু আবার কোথায় অবস্থিত ? [উত্তর—]
উদানবৃত্তিতে ; উক্ত তিনটি বৃত্তিই যদি কীলস্থানীয় (বন্ধনের খুঁটা স্বরূপ) উক্ত
উদানবৃত্তি দ্বারা নিয়মিত না থাকিত, তাহা হইলে উহারা সকলেই চতুর্দিকে
ছড়িয়া পড়িত । [পুনঃ প্রশ্ন—] উক্ত উদানবৃত্তি আবার কোন্ স্থানে অবস্থান
করে ? [উত্তর—] সমানসংজ্ঞক প্রাণবৃত্তিতে ; কেন না, উক্ত সমস্ত বৃত্তিগুলিই
উক্ত সমাননামক প্রাণের মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে, বুঝিতে হইবে । ইহা দ্বারা
এই কথাই বলা হইতেছে যে, শরীর, হৃদয় ও প্রাণবায়ুসমূহ পরস্পরে আশ্রিত

রহিয়াছে, এবং সম্মিলিতভাবে থাকিয়া বিজ্ঞানময় আত্মার প্রয়োজন সম্পাদন করিতেছে। আকাশপর্য্যন্ত এই সমস্ত পদার্থ যাহার দ্বারা নিয়মিত বা পরিচালিত এবং যাহার মধ্যে ওত-প্রোতভাবে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, সর্বোপাধিবিশিষ্ট সেই সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষরূপী ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দেশের জন্য পরবর্তী গ্রন্থের অবতারণা হইতেছে। ১

সেই ইনি—যিনি পূর্বোক্ত মধুব্রাহ্মণে ‘নেতি নেতি’ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছেন ; তাহাই হইতেছেন—‘স এষ’ কথার অর্থ। সেই এই আত্মা অগৃহ্য গ্রহণযোগ্য নয়, যেহেতু তিনি কার্য্যধর্ম্মের (উৎপত্তিশীল পদার্থের যাহা যাহা ধর্ম্ম—গুণক্রিয়াদি), সে সমুদয়ের অতীত ; সেই হেতু অগৃহ্য ; তাহাকে কখনও গ্রহণ করা যায় না ; কেন না, যে পদার্থ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত, তাহাই গ্রহণযোগ্য হয়, এই আত্মার স্বরূপটি সেরূপ নহে, কিন্তু তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ; কাজেই তাহা গ্রহণযোগ্য নহে। সেইরূপ, এই আত্মা অশীর্ণ্য—যাহা মূর্ত—অবয়বসমূহ দ্বারা বিরচিত—শরীরপ্রভৃতি, তাহাই শীর্ণতা প্রাপ্ত হয় ; এই আত্মা যখন তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত, তখন কোন মতেই শীর্ণ হইতে পারে না। এইরূপ, তাহা অসঙ্গ ও বটে ; কারণ, মূর্তিমান্ বা আকারবিশিষ্ট পদার্থ ই অপর মূর্ত পদার্থের সহিত সম্মিলিত হইয়া তাহার সহিত সংযুক্ত হয়, অর্থাৎ সম্মিলিত পদার্থের গুণে অনুরঞ্জিত হয় ; এই আত্মা যখন তাহার বিপরীত—অমূর্ত পদার্থ, তখন তাহার সঙ্গ হওয়া সম্ভব হয় না। পুনশ্চ এই আত্মা ‘অসিত’ অর্থাৎ আবদ্ধ নয় ; কারণ, যাহার মূর্তি বা আকৃতি আছে, তাহাই অপরের সহিত সংযুক্ত প্রাপ্ত হয় ; এই আত্মা যখন তাহার বিপরীতস্বভাব, তখন তাহা কখনও অপরের সহিত সংযুক্ত হয় না ; সংযুক্ত হয় না বলিয়াই ব্যথিতও হয় না, এবং এই কারণেই হিংসিতও হয় না ; অভিপ্রায় এই যে, আত্মা যেহেতু পূর্বোক্ত গ্রহণ, বিশরণ, সঙ্গ ও বন্ধ প্রভৃতি কার্য্য-ধর্ম্মের অতীত, সেই হেতুই তাহা কোন প্রকারেও হিংসা প্রাপ্ত হয় না। ২

[এখানে আশঙ্কা হইতে পারে যে, শাকল্য ও যাজ্ঞবল্ক্যের কথোপকথনচ্ছলে এই আখ্যানিকাটি আরম্ভ হইয়াছে। শাকল্য যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, যাজ্ঞবল্ক্য সে সমুদয়েরই উত্তর প্রদান করিতেছিলেন ; সুতরাং এখনও, শাকল্যের জিজ্ঞাসিত বিষয়ের উত্তর প্রদান করাই যাজ্ঞবল্ক্যের উচিত ; কিন্তু তাহা না করিয়া—আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে কথা বলেন কেন ? ইহাতে ত আখ্যানিকার ক্রম বা প্রণালী উল্লঙ্ঘন করা হইতেছে। তাহার

উত্তরে ভাষ্যকার বলিতেছেন যে,] শ্রুতি আত্মতত্ত্ব নির্দেশে এতই ব্যাঞ্ছ্য হইয়া পড়িয়াছেন যে, মধ্যস্থলে সেই কথোপকথনের ক্রম লঙ্ঘন করিয়া— আখ্যানিকভাবে পরিত্যাগ করিয়া নিজরূপেই আত্মস্বরূপ নির্দেশ করিয়াছেন ; এখন আবার সেই আখ্যানিকা অবলম্বন করিয়াই জিজ্ঞাসা করিতেছেন—এই যে সমস্ত কথা বলা হইয়াছে—‘পৃথিবীই যাহার আয়তন’ ইত্যাদি বাক্যে যে আটপ্রকার আয়তনের উল্লেখ করা হইয়াছে, অগ্নিপ্রভৃতি যে আটপ্রকার লোক ও ‘অমৃতম্—ইতি হোবাচ’ ইত্যাদি বাক্যে যে আটপ্রকার দেবতা এবং ‘শারীরঃ’ ইত্যাদি বাক্যে যে আটপ্রকার পুরুষের কথা বলা হইয়াছে ; যিনি উক্ত শারীর প্রভৃতি পুরুষসমূহকে নিরূহ করিয়া—আটপ্রকার প্রভৃতি বিভাগক্রমে লোকরক্ষার উপযোগী বিস্তৃতভাবে পরিণত করিয়া, পুনর্বার সে সমুদায়কে পূর্বাদি দিগ্‌বিভাগানুসারে সঙ্কোচিত করিয়া অর্থাৎ আপনাতে উপ-সংহত করিয়া হৃদয়াদি-ভাবাত্মক ঔপাধিক সমস্ত ধর্ম্ম অতিক্রম করিয়াছেন ; যিনি সর্বদা আপনার অপ্রচ্যুতস্বরূপে অবস্থিত ও অশনায়াদি-সংসারধর্ম্মের অতীত পুরুষ (আত্মা), এবং যিনি ঔপনিষদ অর্থাৎ একমাত্র উপনিষৎ-প্রমাণের সাহায্যেই যাহাকে জানিতে পারা যায়, যাহাকে জানিবার আর দ্বিতীয় কোন প্রমাণ নাই ; হে শাকল্য, বিদ্যাভিমानी তোমাকে আমি সেই পুরুষের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি ; যদি তুমি আমার জিজ্ঞাসিত সেই পুরুষের স্বরূপ পরিষ্কার-ভাবে বলিতে না পার, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমার মস্তক খসিয়া পড়িবে । যাজ্ঞবল্ক্য এইরূপ প্রশ্ন করিলে পর, শাকল্য তাহা বুঝিতে পারিলেন না ; তাহার ফলে শাকল্যের মস্তক খসিয়া পড়িল । এখানেই আখ্যানিকা সমাপ্ত হইল ; “তং হ ন মেনে” ইত্যাদি বাক্যটি শ্রুতির উক্তি বুঝিতে হইবে । ৩

আর এক কথা, ইহার শিষ্যগণ যখন অগ্নিসংস্কারের অন্ত ইহার অস্থিসমূহ গৃহে লইয়া যাইতেছিল, তখন পশ্চিমধ্যে তদ্বরগণ—‘ইহা আর কিছু’ মনে করিয়া অর্থাৎ ‘ইহারা বোধ হয়, ধনরত্ন লইয়া যাইতেছে’ এইরূপ সম্ভাবনা করিয়া সেই অস্থিগুলিও অপহরণ করিল । শ্রুতি ইহা দ্বারা এখানে পূর্বতন একটা আখ্যানিকার কথা সূচনা করিয়াছিলেন ; কারণ, অষ্টাধ্যায়ী নামক গ্রন্থে শাকল্য ও যাজ্ঞবল্ক্যের সম্বন্ধে ঠিক এইরূপই একটি আখ্যানিকা উল্লিখিত আছে । সেখানে কথিত আছে যে, যাজ্ঞবল্ক্য এই বলিয়া শাকল্যের প্রতি শাপ প্রদান করিয়াছিলেন যে, ‘হে শাকল্য, তুমি অতিথ্যে মরিবে, অর্থাৎ কোনও পবিত্র স্থানে মরিবে না, এবং তোমার অস্থিগুলিও বাড়ী পৌছিবে না ।’ তিনি সেইরূপেই মরিলেন, এবং

‘তদ্বয়গণ ‘আর কিছু নীত হইতেছে’ মনে করিয়া তাহার অস্থিগুলিও অপহরণ করিল; অতএব কেহই উপবাদী হইবে না, অর্থাৎ পরকে পরিভব করিবার চেষ্টা করিবে না; পরস্তু এবংবিধ জ্ঞানীর অনুগত থাকিবে ইতি । ব্রহ্মবিজ্ঞার প্রশংসার্থ সেই পুরাতন আখ্যায়িকাটির এখানে পুনর্বার অবতারণা করা হইয়াছে ॥২৫২॥২৬॥

আভাসভাষ্যম্ :—যন্ত নেতি নেতীত্যন্তপ্রতিষেধদ্বারেণ ব্রহ্মণো নির্দেশঃ কৃতঃ, তন্ত বিধিগুণেন কথং নির্দেশঃ কর্তব্য ইতি পুনরাখ্যায়িকামেবাশ্রিত্যাহ—মূলঞ্চ জগতো বক্তব্যমিতি । আখ্যায়িকাসম্বন্ধস্ত অব্রহ্মবিদো ব্রাহ্মণান্ জিজ্ঞা গোধনং হর্ষব্যমিতি । জ্ঞায়ং মত্বাহ—

আভাসভাষ্য টীকা ।—অথ হেতাদ্ভ্যন্তরগ্রন্থমবতারণতি—যস্মেত্যাদিনা । জগতো মূলং চ বক্তব্যমিত্যাখ্যায়িকামেবাশ্রিত্যাহোতি সম্বন্ধঃ । আখ্যায়িকা কিমর্থেনাত আহ—আখ্যায়িকেতি । ইতিশব্দঃ সম্বন্ধসমাপ্ত্যর্থঃ । ননু ব্রাহ্মণেষু তুণীংভূতেষু প্রতিষেদ্ধরভাবাদগোধনং হর্ষব্যং, কিমিতি তান্ প্রতি যাজ্ঞবল্ক্যো বদতীত্যন্ত আহ—জ্ঞায়ং মত্বাহিতি । ব্রহ্মণং হি ব্রাহ্মণানুমতিমনাপাছ নীয়মানমনর্থায় জ্ঞাদিতি জ্ঞায়ঃ ।

আভাসভাষ্যানুবাদ :—ইতঃ পূর্বে “নেতি নেতি” করিয়া অপর সমস্ত পদার্থের ব্রহ্মত্ব প্রতিষেধ দ্বারা, যে ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দেশ করা হইয়াছে, এখন বিধি-মুখে বা প্রত্যক্ষতঃ কিরূপে তাহার স্বরূপ নির্দেশ করা যাউতে পারে; এইজন্ত, এবং জগতের মূল কারণ নির্দেশের জন্ত পুনশ্চ একটি আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া বক্তব্য নির্দেশ করিতেছেন । আখ্যায়িকার তাৎপর্য্য হইল এই যে, অব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে পরাজিত করিয়া গোধন গ্রহণের জ্ঞায্যতা প্রদর্শন করা । এখন যাজ্ঞবল্ক্য শিষ্ট নিয়মের অনুসরণ করত জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

অথ হোবাচ ব্রাহ্মণা ভগবন্তঃ যো বঃ কাময়তে স মা পৃচ্ছতু, সর্কে বা মা পৃচ্ছত, যো বঃ কাময়তে তং বঃ পৃচ্ছামি, সর্কান্ বা বঃ পৃচ্ছামীতি, তে হ ব্রাহ্মণা ন দধ্বয়ুঃ ॥ ২৩৩ ॥ ২৭ ॥

সম্বলার্থঃ :—অথ (অনন্তরং) [যাজ্ঞবল্ক্যঃ] উবাচ হ—ভোঃ ভগবন্তঃ (পূজনীয়াঃ) ব্রাহ্মণাঃ, বঃ (যুস্মাকং মধ্যে) বঃ কাময়তে (ইচ্ছতি), সঃ মা (মাং) পৃচ্ছতু, বা (অথবা) সর্কে (মিলিতাঃ সন্তঃ) মা (মাং) পৃচ্ছত (প্রশ্নং কুরুত); [তথা] বঃ (যুস্মাকং মধ্যে) বঃ কাময়তে (মম প্রেষ্ঠব্যতাম্ ইচ্ছতি), [অহং] বঃ (যুস্মাকং মধ্যে) তং পৃচ্ছামি, বা (অথবা) বঃ (যুস্মান্) সর্কান্ (সম্মিলিতান্) [যুগপদেব] পৃচ্ছামি ইতি । [এতৎ শ্রুত্বা] তে (সভাষাঃ)

ব্রাহ্মণাঃ ন বধ্ব্যুঃ [প্রশ্নকরণে প্রশ্নগ্রহণে চ ন মনো বধ্বরিত্যর্থঃ), [তে পরাজয়ং
স্বীকৃতবস্ত ইতি ভাবঃ] ॥২৩৩॥২৭॥

মূলানুবাদ ১—অতঃপর যাজ্ঞবল্ক্য সভাস্থ ব্রাহ্মণগণকে
সম্বোধন করিয়া বলিলেন—হে পূজনীয় ব্রাহ্মণগণ, আপনাদের মধ্যে
যিনি ইচ্ছা করেন, তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করুন, অথবা আপনারা
সকলে মিলিত হইয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করুন ; আর যদি আপনাদের
মধ্যে কেহ ইচ্ছা করেন, তবে আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করি, অথবা
আপনাদের সকলকে আমি জিজ্ঞাসা করি। একথা শুনিয়া সভাস্থ ব্রাহ্মণ-
গণ প্রশ্ন করিতে বা প্রশ্ন লইতে আর সাহস করিলেন না ॥২৩৩॥২৭॥

শাক্তরভাষ্যম্ ১—অথ হোবাচ । অথ অনন্তরং তুষ্ণীভূতেষু ব্রাহ্মণেষু
হ উবাচ—হে ব্রাহ্মণা ভগবন্ত ইত্যেবং সম্বোধ্য—যো বঃ যুগ্মাকং মধ্যে কাময়তে
ইচ্ছতি—যাজ্ঞবল্ক্যং পৃচ্ছামীতি, স মা মাম্ আগত্য পৃচ্ছতু ; সর্কো বা যুগ্মং মা মাং
পৃচ্ছত । যো বঃ কাময়তে—যাজ্ঞবল্ক্যো মাং পৃচ্ছতিতি ; তৎ বঃ পৃচ্ছামি ; সর্কান্
বা যুগ্মানহং পৃচ্ছামি । তে হ ব্রাহ্মণা ন বধ্ব্যুঃ, তে ব্রাহ্মণা এবমুক্তা অপি ন
প্রগল্ভাঃ সংবৃত্তাঃ কিঞ্চিদপি প্রত্যুত্তরং বক্তুন্ ॥২৩৩॥২৭॥

টীকা ।—সম্বোধ্যোবাচেতি সম্বন্ধঃ । যো ব ইতি প্রতীকমাদায় বাচষ্টে—যুগ্মাকমিতি ।
ব্যাক্যাতং ভাগমনুচ্চ ব্যাখ্যায়মাদায় ব্যাকরোতি—যো ব ইত্যাদিনা । যথোক্তপ্রশ্নানন্তরং
ব্রাহ্মণানামপ্রতিভাং দর্শয়তি—তে হেতি ॥২৩৩॥২৭॥

ভাষ্যানুবাদ ১—‘অথ হ উবাচ’ ইতি । অতঃপর—ব্রাহ্মণগণ তুষ্ণীভাব
অবলম্বন করিলে পর, যাজ্ঞবল্ক্য সম্বোধনপূর্বক বলিলেন—হে পূজনীয় ব্রাহ্মণগণ,
আপনাদের মধ্যে যে কেহ ইচ্ছা করেন—‘আমি যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিব’
এইরূপ অভিলাষ করেন, তিনি আমার নিকট আসিয়া প্রশ্ন করুন ; অথবা
আপনারা সকলে মিলিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করুন । অথবা আপনাদের মধ্যে
যিনি ইচ্ছা করেন যে,—‘যাজ্ঞবল্ক্য আমার নিকট প্রশ্ন করুক’, আমি আপনাদের
তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, অথবা আপনাদের সকলের নিকটই আমি
প্রশ্ন করিতেছি । ব্রাহ্মণগণকে এ কথা বলিলেও, তাঁহারা প্রত্যুত্তর
দিবার অন্ত কোন প্রকার প্রগল্ভতা প্রকাশ করিলেন না (চুপ করিয়া
রহিলেন) ॥ ২৩৩ ॥ ২৭ ॥

তান্ হৈতৈঃ শ্লোকৈঃ পপ্রচ্ছ—

যথা বৃক্ষো বনস্পতিস্তথৈব পুরুষোহমৃষা ।

তস্ত্র লোমানি পর্ণানি ত্বগশ্চোৎপাটিকা বহিঃ ॥২৩৪॥২৮॥(১)

সম্বলার্থঃ ১—[ব্রাহ্মণেষু এবং তুষ্ণীভূতেষু সংস্র যাজ্ঞবল্ক্যঃ] এতৈঃ (বক্ষ্যমাণৈঃ) শ্লোকৈঃ তান্ (সভাস্থান্) ব্রাহ্মণান্ পপ্রচ্ছ (পৃষ্টবান্)—

বনস্পতিঃ (মহত্বাদিগুণসম্পন্নঃ) বৃক্ষঃ যথা (যাদৃশঃ), পুরুষঃ (জীবদেহঃ) [অপি] তথা এব (তাদৃশ-ধর্মসম্পন্ন এব)—[ইত্যেতৎ] অমৃষা (সত্যম্) । [পুরুষস্ত বৃক্ষসাদৃশ্যং প্রকটয়তি—] তস্ত্র (পুরুষস্ত) লোমানি [সস্তি, বৃক্ষস্ত চ] পর্ণানি (পত্রাণি—) [সস্তি], অশ্র (পুরুষস্ত) ত্বক্ (চর্ম) [অস্তি], [বৃক্ষস্ত চ] বহিঃ (বহির্দেশে) উৎপাটিকা (নীরসা ত্বক্) [অস্তি] ইতি ॥২৩৪॥২৮॥(১)

মূলানুবাদ ১—ব্রাহ্মণগণ নির্বাক্ হইলে পর, যাজ্ঞবল্ক্য নিম্নলিখিত সাতটি শ্লোক দ্বারা প্রশ্ন করিয়াছিলেন—

বনস্পতি (মহান্) বৃক্ষ যেরূপ, জীবদেহও ঠিক তদনুরূপ ; পুরুষের লোমসমূহ বৃক্ষের পত্রস্থানীয়, এবং পুরুষের ত্বক্ বৃক্ষের বহিস্ত্র নীরস বকলের সমান ॥ ২৩৪ ॥ ২৮ ॥ (১)

শাঙ্করভাষ্যম্ ১—তেষু প্রগল্ভভূতেষু ব্রাহ্মণেষু তান্ হ এতৈর্কক্ষ্যমাণৈঃ শ্লোকৈঃ পপ্রচ্ছ পৃষ্টবান্—যথা লোকে বৃক্ষো বনস্পতিঃ ; বৃক্ষস্ত বিশেষণং বনস্পতিরिति, তথৈব পুরুষোহমৃষা—অমৃষা সত্যমেতৎ । তস্ত্র লোমানি—তস্ত্র পুরুষস্ত্র লোমানি ; ইতরস্ত্র বনস্পতেঃ পর্ণানি ; ত্বগশ্চোৎপাটিকা বহিঃ—ত্বক্ অশ্র পুরুষস্ত্র, ইতরশ্চোৎপাটিকা বনস্পতেঃ ॥২৩৪॥২৮॥(১)

টীকা ।—স্বকীয়জ্ঞানপ্রকর্ষপ্রকটনর্থমেব প্রশ্নান্তরমবতারণতি—তেনিতি । বৃক্ষো বনস্পতিরिति পয়ায়বাৎ পুনরুক্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—বৃক্ষস্তেতি । তচ্চ তস্ত্র মহত্বমাহেতাপুনরুক্তিঃ । পুরুষস্ত্র বৃক্ষসাদৃশ্যমেতদিত্যুচ্যতে । সাদৃশ্যমেব স্পষ্টয়তি—তস্ত্রোত্যাदिना । নীরসা ত্বক্ উৎপাটিকেত্যাচ্যতে ॥২৩৪॥২৮॥(১)

ভাষ্যানুবাদ ১—সভাস্থ ব্রাহ্মণগণ বাচালতা পরিত্যাগ করিয়া নির্বাক্ হইলে পর, যাজ্ঞবল্ক্য পরবর্তী শ্লোকসমূহ দ্বারা প্রশ্ন করিয়াছিলেন—

অগতে বনস্পতি বৃক্ষ যেরূপ, পুরুষও (জীবদেহও) ঠিক তাহার অনুরূপ, এ কথা মিথ্যা নহে—সত্য । পুরুষের লোমসমূহ আর বৃক্ষের পত্রসমূহ সমান ; পুরুষের চর্ম আর বৃক্ষের উৎপাটিকা (বাহিরের নীরস বকল) সমান । এখানে ‘বনস্পতি’ শব্দটি বৃক্ষের বিশেষণ—মহত্বাদি গুণবিশেষসূচক ॥২৩৪॥২৮॥(১)

ত্বচ এবাস্ত কুধিরং প্রশ্রুন্দি ত্বচ উৎপটঃ ।

তস্মাত্তদাতৃগ্নাৎ প্রৈতি রসো বৃক্ষাদিবাহতাৎ ॥ ২৩৫ ॥ ২৯ ॥ (২)

সম্বলার্থঃ ১—[অগ্ৰচ্চ,] অস্ত পুরুষস্ত ত্বচঃ (সকাশাৎ) এব কুধিরং প্রশ্রুন্দি (কুধিরং করতীত্যর্থঃ) ; [বৃক্ষস্ত চ] ত্বচঃ (সকাশাৎ) উৎপটঃ (নির্যাসঃ) [করতীতি শেষঃ] । তস্মাৎ (বৃক্ষপুরুষয়োঃ সাদৃশ্যাৎ হেতোঃ) বাহতাৎ (আঘাতং প্রাপ্তাৎ) বৃক্ষাৎ রসঃ (নির্যাসঃ) ইব, আতৃগ্নাৎ (হিংসিতাৎ পুরুষাৎ) তৎ (কুধিরং) প্রৈতি (নির্গচ্ছতি) ॥ ২৩৫ ॥ ২৯ ॥ (২)

মূলানুবাদ ১—অপি চ, পুরুষের যেমন ত্বক্ হইতেই কুধির ক্ষরিত হয়, তেমনি বৃক্ষেরও ত্বক্ হইতেই রস নিঃসৃত হয় ; বৃক্ষ ও পুরুষের মধ্যে এইরূপ সাদৃশ্য আছে বলিয়াই আহত বৃক্ষ হইতে যেরূপ রস বহির্গত হয়, আহত পুরুষ-দেহ হইতেও তদ্রূপ কুধির নির্গত হয় ॥ ২৩৫ ॥ ২৯ ॥ (২)

শাক্তব্রতভাষ্যম্ ১—ত্বচ এব সকাশাদস্ত কুধিরং প্রশ্রুন্দি বনস্পতিঃ । ত্বচ উৎপটঃ—ত্বচ এবাস্তস্মুটীতি যস্মাৎ ; এবং সর্বং সমানমেব বনস্পতিঃ পুরুষস্ত চ ; তস্মাৎ আতৃগ্নাৎ হিংসিতাৎ প্রৈতি কুধিরং নির্গচ্ছতি বৃক্ষাদিবাহতাৎ চিন্নাৎ রসঃ ॥ ২৩৫ ॥ ২৯ ॥ (২)

টীকা ১—উৎপটো বৃক্ষনির্যাসঃ ॥ ২৩৫ ॥ ২৯ ॥ (২)

ভাষ্যানুবাদ ১—যেহেতু, এই পুরুষের যেমন ত্বক্ হইতেই কুধির নিঃসৃত হয়, তেমনি বনস্পতিরও ত্বক্ হইতেই উৎপট অর্থাৎ নির্যাস (রস) নির্গত হয় । বনস্পতি ও পুরুষের এ সমস্তই সমান ; সেই হেতু আহত—ছিন্ন বৃক্ষ হইতে রসের গ্রাস, হিংসিত পুরুষ হইতেও কুধির নির্গত হয় ॥ ২৩৫ ॥ ২৯ ॥ (২)

মাৎসান্যস্ত শকরাণি কিনাটপ্সাব তৎ স্থিরম্ ।

অশ্বীণ্ডন্তরতো দারুণি মজ্জা মজ্জাপমা কৃত্য ॥ ২৩৬ ॥ ৩০ ॥ (৩)

সম্বলার্থঃ ১—তথা অস্ত (পুরুষস্ত) মাৎসানি, [বৃক্ষস্ত চ] শকরাণি (শকলানি—থণ্ডানি) ; [পুরুষস্ত], স্নাব (স্নায়ুঃ), [বৃক্ষস্ত চ] কিনাটং (শকলেভ্যোহপি অভ্যন্তরস্থং বকলং), তচ্চ স্থিরং (স্নাববৎ শুদৃঢ়ম্) ; [পুরুষস্ত] অন্তরতঃ (স্নাবাত্তান্তরে) অশ্বীনি, [বৃক্ষস্ত চ] দারুণি (কাষ্ঠানি) [সস্তি] ; মজ্জা মজ্জাপমা কৃত্য (বৃক্ষ-পুরুষয়োঃ মজ্জা তু অশ্বীণ্ডসমানরূপা ইত্যর্থঃ) ॥ ২৩৬ ॥ ৩০ ॥ (৩)

মূলানুবাদ ১—পুরুষের দেহে মাংস আর বৃক্ষের শকরসমূহ (বৃক্ষের পরবর্তী অংশবিশেষ) সমান, পুরুষের স্নায়ু আর বৃক্ষের কিনাট (শকরের অভ্যন্তরস্থ অংশবিশেষ), উভয়ই বেশ দৃঢ় । পুরুষের যেমন কিনাটের পর অস্থিসমূহ, বৃক্ষেরও তেমনি বন্ধলের পরে দারু বা কাষ্ঠভাগ সমান ; আর মজ্জা অংশ উভয়েরই তুল্য রূপ ॥ ২৩৬ ॥ ৩০ ॥ (৩)

শাক্তরভাষ্যম্ ।—এবং মাংসাত্মস্ত পুরুষস্ত, বনস্পতেঃ তানি শকরাণি শকলানীত্যর্থঃ । কিনাটম্ বৃক্ষস্ত, কিনাটং নাম শকলেভ্যোহভ্যন্তরং বন্ধরূপং কাষ্ঠসংলগ্নম্, তৎ স্নায়ু পুরুষস্ত ; তৎ স্থিরম্, তচ্চ কিনাটং, স্নায়বৎ দৃঢ়ং হি তৎ । অস্থীনি পুরুষস্ত, স্নাব্-নাহস্তরতোহস্থীনি ভবন্তি, তথা কিনাটস্তাত্যন্তরতঃ দারুণি কাষ্ঠানি, মজ্জা—মজ্জৈব বনস্পতেঃ পুরুষস্ত চ মজ্জোপমা, মজ্জায়া উপমা মজ্জোপমা, নাহ্নো বিশেষোহস্তীত্যর্থঃ । যথা বনস্পতের্মজ্জা, তথা পুরুষস্ত, যথা পুরুষস্ত তথা বনস্পতেঃ ॥২৩৬॥৩০॥(৩)

টীকা ।—বিশেষ্যভাবেবাব্যভিনয়তি—বর্ণোক্তি ॥২৩৬॥৩০॥(৩)

ভাষ্যানুবাদ ১—এরূপ, এই পুরুষের যেমন মাংস, তেমনি বনস্পতিরও শকর বা ভিতরের অংশগুলিই মাংসস্থানীয় । বৃক্ষের যাহা কিনাট, তাহা পুরুষের স্নায়ুস্থানীয় ; বৃক্ষের কিনাট অর্থ—শকলেরও অভ্যন্তরবর্তী কাষ্ঠসংলগ্ন বন্ধল ; তাহাও স্নায়ুর স্নায়ু দৃঢ়তর ; এই জন্ত স্নায়ু ও কিনাটের মধ্যে সাদৃশ্য কল্পিত হইয়াছে । পুরুষের যেমন অস্থি,—অস্থিসমূহ যেমন স্নায়ুর পরবর্তী হইয়া থাকে, তেমনি বৃক্ষেরও কিনাটের পরেই দারু—কাষ্ঠভাগ থাকে । তাহার পর মজ্জার কথা ; পুরুষ ও বৃক্ষ উভয়ের মজ্জাই অনুরূপভাবেবাপন্ন । ‘মজ্জোপমা’ অর্থ—উভয়ের মজ্জাই এক রকম, কিছুমাত্র বিশেষ নাই ; অর্থাৎ বনস্পতির মজ্জা যে রূপ, পুরুষের মজ্জাও ঠিক তদ্রূপ, আবার পুরুষের মজ্জা যে রূপ, বনস্পতির মজ্জাও ঠিক সেইরূপ ॥২৩৬॥৩০॥(৩)

যদ্বৃক্ষে। বৃক্ণো রোহতি মূলান্নবতরঃ পুনঃ ।

মর্ত্যঃ স্মিন্মৃত্যুনা বৃক্ণঃ কস্মান্মূলাৎ প্ররোহতি ॥২৩৭॥৩১॥(৪)

সম্বলার্থঃ ।—[এবং যদি বৃক্ষ-পুরুষয়োঃ সাম্যমস্তি, তর্হি—] বৃক্ণঃ (ছিন্নঃ) বৃক্ণঃ যৎ (যদি) নবতরঃ (অভিনবঃ সন্) মূলাৎ পুনঃ (ভূয়োহপি) প্ররোহতি (জায়তে) । তর্হি তৎসদৃশঃ] মর্ত্যঃ (মানবঃ—উপলক্ষণং চৈতৎ জ্ঞানমানাম্)

মৃত্যুনা বৃক্ষঃ (বিনাশিতঃ সন্) কস্মাৎ (কিংলক্ষণাৎ) মূলাৎ প্ররোহতি (পুনঃ
কারতে) স্মিৎ ? [তৎ মূলং তু ন বিজ্ঞায়তে ইতি ভাবঃ । অভিপ্রায়জ্ঞাপনে
স্মিৎপদম্] ॥২৩৭॥৩১॥(৪)

মূলানুবাদ ১—[বৃক্ষ ও পুরুষের মধ্যে যখন এইরূপ
সৌসাদৃশ্য রহিয়াছে, তখন—] বৃক্ষ যেমন ছিন্ন হইয়া মূল হইতে
পুনর্ববার নূতন হইয়া জন্মলাভ করে, মর্ত্য অর্থাৎ মরণশীল মানব মৃত্যু-
গ্রস্ত হইয়া বৃক্ষের ন্যায় কোন মূল হইতে পুনঃ প্রাদুর্ভূত হয় ? [সেই
মূলটি ত জ্ঞানগোচর হইতেছে না] ॥ ২৩৭ ॥ ৩১ ॥ (৪)

শাক্তরভাষ্যম্ ১—যদি বৃক্ষে বৃক্ষশ্চিন্নঃ পুনঃ রোহতি পুনঃপুনঃ প্ররো-
হতি প্রাদুর্ভবতি, মূলাৎ পুনঃ নবতরঃ পূর্বস্মাদভিনবতরঃ । যদেতস্মাদ্বিশেষণাৎ
প্রাক্ বনস্পতেঃ পুরুষস্ত চ সৰ্ব্বাৎ সামান্ত্রমবগতম্, অসম্বদ্য বনস্পতোঁ বিশেষো
দৃশ্যতে—যৎ ছিন্নস্ত প্ররোহণম্, ন তু পুরুষে মৃত্যুনা বৃক্ষে পুনঃ প্ররোহণং
দৃশ্যতে ; ভবিতব্যঞ্চ কুতশ্চিৎ প্ররোহণেন । তস্মাদ্বঃ পৃচ্ছামি—মর্ত্যাঃ মনুষ্যাঃ
স্মিৎ মৃত্যুনা বৃক্ষঃ কস্মাৎ মূলাৎ প্ররোহতি ? মৃতস্ত পুরুষস্ত কুতঃ প্ররোহণ-
মিত্যর্থঃ ॥২৩৭॥৩১॥(৪)

টীকা।—সাধর্মনো সতি বৈধৰ্ম্মাৎ বক্তৃমশক্যমিত্যাশয়েনাহ—যদ্ যদীতি । ইদমপি সাধৰ্ম্মা-
মেব কিং ন স্মাদিত্যাশঙ্কাহ—যদেতস্মাদিতি । এতস্মাদ্বিশেষণাৎ প্রাক্ যদ্বিশেষণমুক্তং, তৎ
সৰ্ব্বমুভয়োঃ সামান্ত্রমবগতমিতি সম্বন্ধঃ । বৃক্ষস্তান্নস্মেতি শেষঃ । মা ভূতস্ত প্ররোহণমিতি
চেন্নেত্যাহ—ভবিতব্যং চেতি । 'ঋবং জন্ম মৃতস্ত চ' ইতি স্মৃতিরিত্যর্থঃ ॥২৩৭॥৩১॥(৪)

ভাষ্যানুবাদ ১—বৃক্ষ যদি ছেদনের পর পুনর্ববার নবতর হইয়া—পূর্বাপেক্ষা
অভিনব হইয়া মূল হইতে বারংবার প্রাদুর্ভূত হয়, তবে এই মর্ত্য (প্রাণিগণ)
মৃত্যুগ্রস্ত হইয়া কোন মূল হইতে পুনর্ববার প্রাদুর্ভূত হয় ? অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির
পুনর্জন্ম কোথা হইতে হয় ?

অভিপ্রায় এই যে, ইতঃপূর্বে বৃক্ষ ও পুরুষের মধ্যে সম্পূর্ণ সাম্য জানা
গিয়াছে ; কিন্তু বৃক্ষেতে এই একটা মাত্র বিশেষ বা পার্থক্য দেখা যাইতেছে যে,
ছিন্ন বৃক্ষেরও পুনর্ববার প্রাদুর্ভাব দেখা যায়, কিন্তু পুরুষ মৃত্যুকর্তৃক
কবলিত হইলে, তাহার আর প্রাদুর্ভাব পরিলক্ষিত হয় না ; অথচ
তাহারও কোন মূল হইতে প্রাদুর্ভাব হওয়া উচিত ; অতএব তোমাদিগকে
জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, মৃত্যুর পর কোথা হইতে পুনর্ববার প্রাদুর্ভূত
হয় ? ॥২৩৭॥৩১॥(৪)

রেতস ইতি মা বোচত জীবতন্তু প্রজায়তে ।

ধানাক্রহ ইব বৈ বৃক্ষোহঞ্জসা প্রেত্য সন্তবঃ ॥ ২৩৮ ॥ ৩২ ॥ (৫)

সম্বলার্থঃ ১—[স্বয়মেব তদ্ব্যবহারিত্বং বিচার্যতে—‘রেতসঃ’ ইত্যাদিভিঃ ।] রেতসঃ (শুক্লাং) [প্রজায়তে] ইতি মা বোচত (নৈবং বক্তুমর্হত) ; [যস্মাৎ] তৎ (রেতঃ) জীবতঃ [জীবনবিশিষ্টাৎ পুরুষাৎ] প্রজায়তে, (নতু মৃত্যুং) । কিং চ, বৃক্ষঃ ধানাক্রহঃ (বীজসমুতঃ) ইব (অপি ভবতি, ন কেবলং কাণ্ডক্রহ ইতি ভাবঃ) প্রেত্য (মৃত্বা—মরণানন্তরং) অঞ্জসা (প্রত্যক্ষত এব) সন্তবঃ (সমুৎপন্নঃ) [ভবেৎ, নৈবং পুরুষস্ত দৃশ্যতে ইত্যশয়ঃ] ॥ ২৩৮ ॥ ৩২ ॥ (৫)

মূলানুবাদ ১—যদি বল, শুক্র হইতে [প্রাদুর্ভূত হয়] না, তাহাও বলিতে পার না ; কারণ, জীবিত ব্যক্তি হইতেই শুক্রের উৎপত্তি হয়, মৃত ব্যক্তি হইতে হয় না । বিশেষতঃ বীজসমুত বৃক্ষ ধ্বংসের পরও যথাযথরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে । অভিপ্রায় এই যে, বৃক্ষ যে কেবল বীজ হইতেই হয়, তাহা নহে, কাণ্ডদেশ হইতেও হইয়া থাকে ; সুতরাং কেবল শুক্রকেই পুরুষোৎপত্তির কারণ বলিতে পারা যায় না ॥ ২৩৮ ॥ ৩২ ॥ (৫)

শাক্ষব্রহ্মণ্যম্ ১—যদি চেদেবং বদথ—রেতসঃ প্ররোহতীতি মা বোচত মৈবং বক্তুমর্হত ; কস্মাৎ ? যস্মাজ্জীবতঃ পুরুষাৎ তদ্রেতঃ প্রজায়তে, ন মৃত্যুং । অপি চ, ধানাক্রহঃ—ধানা বীজং, বীজক্রহোহপি বৃক্ষো ভবতি, ন কেবলং কাণ্ডক্রহ এব । ইবশকোহনর্থকঃ ; বৈ বৃক্ষোহঞ্জসা সাক্ষাৎ প্রেত্য মৃত্বা সন্তবঃ ; ধানাতোহপি প্রেত্য সন্তবো ভবেৎ অঞ্জসা পুনর্বনম্পতেঃ ॥ ২৩৮ ॥ ৩২ ॥ (৫)

টীকা ১—জীবতো হি রেতো জায়তে, স এব কুতো ভবতীতি বিচার্যতে । ন চাসিদ্ধে-
নাসিদ্ধস্ত সাধনং, ন চ পুরুষান্তরাদিতি বাচ্যমেকাসিদ্ধাবস্থতরপ্রয়োগানুপপত্তেরিতি মদ্বানো
হেতুমাং—যস্মাদিতি । বৈধর্ম্যাস্তরমাং—অপি চেতি । কাণ্ডক্রহোহপীত্যপেকার্থঃ । বৈশকঃ
প্রসিদ্ধিদোষক ইত্যভিপ্রেক্ষ্যমাং—বৈ বৃক্ষ ইতি । অঞ্জসেত্যাদেবর্থমুক্ত্য বাক্যার্থমাং—
ধানাতোহপীতি ॥ ২৩৮ ॥ ৩২ ॥ (৫)

ভাষ্যানুবাদ ১—তোমরা যদি এইরূপ বল যে, শুক্র হইতে সমুৎপন্ন হয় ; না, তাহাও বলিতে পার না ; কারণ, শুক্র জীবিত পুরুষ হইতেই সমুত হয়, কিন্তু মৃত পুরুষ হইতে হয় না । আর এক কথা,—ধানা অর্থ—বীজ ; [বৃক্ষ বীজ হইতে হয় বলিয়া ‘ধানাক্রহ’-পদবাচ্য] ; বৃক্ষ যে, কেবল কাণ্ডদেশ হইতেই

অন্যে, তাহা নহে—বীজ হইতেও অন্যে । অতির 'ইব' শব্দটির কোন অর্থ নাই । বৃক্ষ মরিয়া যে, ধান হইতেও পুনঃ প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে, ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ, (কিন্তু পুরুষের প্রাদুর্ভাব সেরূপ প্রত্যক্ষসিদ্ধ নহে) ॥২৩৮॥৩২॥(৫)

যৎ সমূলমাবৃহেয়ুবৃক্ষং ন পুনরাভবেৎ ।

মর্ত্যঃ স্মিন্মৃত্যুনা বৃক্ষঃ কস্মান্মূলাৎ প্ররোহতি ॥ ২৩৯ ॥ ৩৩ ॥ (৬)

সরলার্থঃ ১—বৃক্ষং যৎ (যদি) সমূলং (মূলে ন সহ) আবৃহেয়ুঃ (সম্যক ছিন্ধেয়ুঃ), [তহি সঃ] পুনঃ ন আভবেৎ (ন উৎপত্ততে); [তস্মাৎ বঃ পৃচ্ছামি—] মর্ত্যঃ মৃত্যুনা বৃক্ষঃ সন্ কস্মাৎ মূলাৎ প্ররোহতি স্মিৎ ? ॥২৩৯॥৩৩॥(৬)

মূলানুবাদঃ ১—কেহ যদি বৃক্ষকে সমূলে ছেদন করিয়া ফেলে, তাহা হইলে তাহা আর পুনর্ব্যার প্রাদুর্ভূত হয় না ; [অতএব জিজ্ঞাসা করি—] মর্ত্য ব্যক্তি মৃত্যু-কর্তৃক বিনাশিত হইয়া কোন্ মূল কারণ হইতে পুনর্ব্যার প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে ॥ ২৩৯ ॥ ৩৩ ॥ (৬)

শাক্ষরভাষ্যম্ ১—যৎ যদি, সহ মূলে ন ধানয়া বা আবৃহেয়ুঃ উদ্বচ্ছে-
য়ুঃপাটয়েয়ুঃ বৃক্ষম্, ন পুনরাভবেৎ পুনরাগতা ন ভবেৎ । তস্মাদ্বঃ পৃচ্ছামি,
সর্বশ্রেণৈব অগতো মূলং—মর্ত্যঃ স্মিন্মৃত্যুনা বৃক্ষঃ কস্মাৎ মূলাৎ প্ররো-
হতি ? ॥২৩৯॥৩৩॥(৬)

টীকা ১—তথাপি কথং বৈধর্ম্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ—যদ্যন্যতীতি । পুরুষস্তাপি পুনরুৎপত্তিঃ
মাতৃদিত্যাশঙ্ক্য পূর্বোক্তং নিগময়তি—তস্মাদিতীতি ॥২৩৯॥৩৩॥(৬)

ভাষ্যানুবাদঃ ১—বৃক্ষকে যদি মূলের সহিত কিংবা বীজের সঙ্গে সম্পূর্ণ-
রূপে উৎপাটিত করিয়া ফেলে, তাহা হইলে সেট বৃক্ষ আর পুনর্ব্যার আসিয়া
স্থিতিলাভ করে না ; অতএব তোমাদিগকে সর্ব অগতের মূলভূত কারণ
সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, মর্ত্য ব্যক্তি মৃত্যুগ্রস্ত হইয়া কোন্ মূল কারণ
হইতে পুনঃ প্রাদুর্ভূত হয় ? ॥২৩৯॥৩৩॥(৬)

জাত এব ন জায়তে কো যেনং জনয়েৎ পুনঃ ।

বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম রাতির্দাত্ত্বঃ পরায়ণম্ ।

তিষ্ঠমানস্ত তদ্বিদ ইতি ॥ ২৪০ ॥ ৩৪ ॥ (৭)

সরলার্থঃ ১—[যদি মন্ত্বে—অগ্নং মর্ত্যঃ] জাত এব (নিত্যং পরিনিম্পন্ন
এব), [অতঃ] ন জায়তে (ন উৎপত্ততে), [তস্মাৎ তদ্বিদয়ে প্রব্র এব নোপ-
পত্ততে ইতি ; মৈবম্, যতঃ পুনরপি জায়তে এবায়ম্] ; [তস্মাৎ পৃচ্ছামি—] হু

(ভোঃ) কঃ এনং (মর্ত্যং) পুনঃ জনয়েৎ ? [অথবা, অয়ং মর্ত্যঃ জাত এব নিত্যং নিম্পন্ন এব ; অতঃ ন জায়তে ; অতএব চ কঃ হু এনং (মর্ত্যং) পুনঃ জনয়েৎ ?—ন কোহপি—ইত্যাক্ষেপঃ ।]

[ইদানীং শ্রুতিরেব জগতো মূলং উপদিষ্টম্—] বিজ্ঞানং আনন্দং (আভ্যাং বিশেষণাভ্যাং বৃত্তিজ্ঞান-বিষয়স্বথয়োর্ব্যাবৃত্তিঃ,) স্মৃতিঃ (স্মৃতেঃ—ধনস্ত, স্মৃতির্থ প্রথমা,) দাতুঃ (ধনদাতুঃ কৰ্ম্মিণঃ), তিষ্ঠমানস্ত (অকৰ্ম্মিণঃ) তদ্বিদঃ (ব্রহ্মবিদশ্চ) পরায়ণং (পরমাশ্রয়ভূতং) ব্রহ্ম, (ঈদৃশং ব্রহ্মৈব তৎ মূলমিতি ভাবঃ) ইতি ॥২৪০॥৩৪॥(৭)

ইতি তৃতীয়াধ্যায়ে নবমঃ ব্রাহ্মণম্ ॥ ৩ ॥ ৯ ॥

ইতি তৃতীয়াধ্যায়-ব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥ ৩ ॥

মূলানুবাদঃ ১—[যদি মনে কর,] মর্ত্য নিত্যই জাত ; স্মৃতির্য পুনরায় আর জন্মে না । [না, সে কথাও বলিতে পার না ; কেন না, মর্ত্য নিশ্চয়ই জন্মিয়া থাকে ; অতএব জিজ্ঞাসা করি ;] কে ইহাকে উৎপাদন করে ? [অথবা, যদি মনে কর, মর্ত্য নিত্যই জাত ; স্মৃতির্য জন্মে না ; কাজেই ইহাকে আবার জন্মাইবে কে ?]

[অতঃপর শ্রুতি নিজেই জগতের মূল কারণ নির্দেশ করিয়া বলিতেছেন—] জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ, এবং ধনদাতা কৰ্ম্মীর ও ব্রহ্মনিষ্ঠ জ্ঞানীর পরমাশ্রয়ভূত ব্রহ্মই [মূল কারণ] ॥ ২৪০ ॥ ৩৪ ॥ (৭)

ইতি তৃতীয়াধ্যায়ে নবমঃ ব্রাহ্মণের মূলানুবাদ ॥ ৩ ॥ ৯ ॥

শাকরভাষ্যম্ ১—জাত এবৈতি মন্তব্যং যদি, কিমত্র প্রষ্টব্যমিতি ; অনিচ্ছ্যতো হি সন্তঃ প্রষ্টব্যঃ, ন জাতস্ত ; অয়ং তু জাত এব, অতোহস্মিন্ বিষয়ে প্রশ্ন এব নোপপত্তত ইতি চেৎ ; ন ; কিন্তুহি ? মৃতঃ পুনরপি জায়ত এব, অতথা অকৃতাত্যাগম-কৃতনাশপ্রসঙ্গাৎ ; অতো বঃ পৃচ্ছামি—কো হু এনং মৃতং পুনর্জনেৎ ? তন্ন বিজ্ঞু ব্রাহ্মণাঃ—যতো মৃতঃ পুনঃ প্ররোহতি, জগতো মূলং ন বিজ্ঞাতং ব্রাহ্মণৈঃ । অতো ব্রহ্মিষ্ঠত্বাৎ হতা গাবো ধাক্তবক্ষ্যোন, জিতা ব্রাহ্মণাঃ । সমাপ্তাধ্যায়িকা । ১

টীকা।—সত্যবাদমুখাপগতি—জাত ইতি । ইতিশব্দশোভসমাপ্তার্থঃ । তদেব স্মৃতি—অনিচ্ছ্যমানস্ত ইতি । ন জায়ত ইতি ভাগেনোত্তরমাহ—নেত্যাদিনা । সত্যবাদে দোষমাহ—অন্তথেনি । সত্যবাসত্তবে বলিতমাহ—অত ইতি । উক্তমেব স্মৃতি—জগত ইতি ।

ব্রহ্মবিদাং শ্রেষ্ঠত্বে যাজ্ঞবল্ক্যস্ত সিন্ধে কলিতমাহ—অত ইতি । সমাপ্তাধ্যায়িকেতি । ব্রাহ্মণ্যন্ত সর্বো যথাবধং জগ্মুরিত্যর্থঃ । ১

যজ্ঞগতো মূলং, যেন চ শব্দেন লাক্ষ্যাহ্যপদিষ্টতে ব্রহ্ম, যৎ যাজ্ঞবল্ক্যো ব্রাহ্মণান্ পৃষ্ঠবান্, তৎ যেন রূপেণ শ্রুতিরন্বভ্যমাহ—বিজ্ঞানং বিজ্ঞপ্তিঃ, বিজ্ঞানং তচ্চানন্দং, ন বিষয়বিজ্ঞানবদুঃখানুবিক্রম্, কিন্তুহি ? অসন্নং—শিবমতুলমনায়াসং নিত্যতৃপ্তমেকরসমিত্যর্থঃ । কিং তদ ব্রহ্ম উভয়বিশেষণবৎ, রাতিঃ—রাতেঃ ষষ্ঠ্যর্থো প্রথমা, ধনস্ত্যেত্যর্থঃ ; ধনস্ত দাতুঃ কৰ্ম্মকৃতো যজমানস্ত, পরময়নং পরা গতিঃ, কৰ্ম্মফলস্ত প্রদাতৃত্বাৎ । কিন্তু, ব্যুত্থায়ৈষণাত্যন্তশ্লিষ্মেব ব্রহ্মণি তিষ্ঠত্যকৰ্ম্মকৃতং, তদব্রহ্ম বেত্তীতি তদ্বিচ্চ তস্ত তিষ্ঠমানস্ত চ তদ্বিধো ব্রহ্মবিদ ইত্যর্থঃ, পরায়ণমিতি । ২

বিজ্ঞানাদিবাক্যমুখ্যাপরতি—যজ্ঞগত ইত্যাদিনা । বিজ্ঞানশব্দস্ত করণাদিবিষয়ত্বং বারয়তি—বিজ্ঞপ্তিরিতি । আনন্দবিশেষণস্ত কৃত্যং দর্শয়তি—নেত্যাদিনা । অসন্নং দুঃখহেতুনা কামক্রোধাদিনা সম্বন্ধরহিতম্ । শিবং কামাদিকারণেনাজ্ঞানেনাপি সম্বন্ধশূন্যম্ । সাত্ত্বিশয়ত্ব-প্রযুক্তদুঃখরহিত্যমাহ—অতুলমিতি । সাধনসাধ্যত্বাধীনদুঃখবৈধূর্য্যমাহ—অনায়াসমিতি । দুঃখনিবৃত্তিমাত্রং সুখমিতি পক্ষং প্রতিক্ষিপতি—নিত্যতৃপ্তমিতি । আনন্দো জ্ঞানমিতি ব্রহ্মণ্যাকারভেদমাশঙ্ক্যাহ—একরসমিতি । ফলমত উপপত্তেরিতি জ্ঞানেন ব্রহ্মণো জগন্মূলত্বমাহ—রাতিরিত্যাদিনা । ‘ব্রহ্মসংহোহমৃতত্বমেতি’ ইতি শ্রুত্যন্তরমাশ্রিত্য তথৈব যুক্তোপন্যাসমুপ-দিশতি—কিংচেতি । অক্ষরব্যাক্যানসমাপ্তাবিতি শব্দঃ । ২

অত্রেদং বিচার্যতে—আনন্দশব্দো লোকে সুখবাচী প্রসিদ্ধঃ ; অত্র চ ব্রহ্মণো বিশেষণত্বেন আনন্দশব্দঃ শ্রুয়তে—আনন্দং ব্রহ্মেতি । শ্রুত্যন্তরে চ—“আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজ্ঞানাৎ” “আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্”, “যদেব আকাশ আনন্দো ন শ্রুতঃ ।” “যো বৈ ভূমা তৎ সুখম্” ইতি চ ; “এযোহস্ত পরম আনন্দঃ” ইত্যেবমাচ্ছাঃ, সংবেদ্যে চ সুখে আনন্দশব্দঃ প্রসিদ্ধঃ ; ব্রহ্মানন্দশ্চ যদি সংবেদ্যঃ শ্রুতঃ, যুক্তা এতে ব্রহ্মণ্যানন্দশব্দাঃ । ৩

সচ্চিদানন্দায়কং ব্রহ্ম বিদ্যাবিদ্যাত্যাং ব্রহ্মমোক্শান্দমিত্যুক্তমিদানীং ব্রহ্মানন্দে বিচার-মবতাররসবিগীতমর্থমাহ—অত্রেতি । তথাপি প্রকৃতে বাক্যে কিমায়াতমিতি, তদাহ—অত্র চেতি । ন চ কেবলমত্রৈবানন্দশব্দো ব্রহ্মবিশেষণার্থকত্বেন শ্রুতঃ, কিন্তু তৈত্তিরীয়কাদাব-পীত্যাহ—শ্রুত্যন্তরে চেতি । ব্রহ্মণো বিশেষণত্বেনানন্দশব্দঃ শ্রুয়ত ইতি সম্বন্ধঃ । অস্তাঃ শ্রুতীরেবোদাহরতি—আনন্দ ইত্যাদিনা । এবমাচ্ছাঃ শ্রুতয় ইতি শেষঃ । তথাপি কথং বিচারসিদ্ধিস্তমাহ—সংবেদ্য ইতি । লোকপ্রসিদ্ধেরনৈতশ্রুতশ্চ ব্রহ্মণ্যানন্দঃ সংবেদ্যোহসং-বেদ্যো বেতি বিচারঃ কৰ্ত্তব্য ইত্যর্থঃ । উভয়ত্র ফলং দর্শয়তি—ব্রহ্মানন্দশ্চেতি । অশ্রুত্যা লোকবেদয়োঃ শব্দার্থভেদাদবিশিষ্টস্ত বাক্যার্থ ইতি জ্ঞায়রিবোধঃ, অসংবেদ্যত্বে পুনরনৈতশ্রুতি-রবিরুদ্ধেতি ভাবঃ । ৩

নমু চ শ্রুতিপ্রামাণ্যং সংবেদ্যানন্দস্বরূপম্বেব ব্রহ্ম, কিং তত্র বিচার্যম্ ? ইতি ; ন, বিরুদ্ধশ্রুতিবাক্যদর্শনাৎ । সত্যম্, আনন্দশব্দো ব্রহ্মণি শ্রুয়তে, বিজ্ঞান-প্রতিষেধশ্চৈকত্বে—“যত্র তস্য সর্বমাত্মৈবাত্মত্বং কেন কং পশ্যেৎ তৎ কেন কং বিজ্ঞানীয়াৎ”, “যত্র নাত্মং পশ্যতি নাত্মং শৃণোতি নাত্মবিজ্ঞানাত্তি স ভূম্বা” “প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষজ্ঞো ন বাহুং কিংচন বেদ” ইত্যাদিবিরুদ্ধশ্রুতিবাক্য-দর্শনাৎ ; তেন কর্তব্যো বিচারঃ । তস্মাদবুজ্ঞং বেদবাক্যার্থনির্ণয়ায় বিচারয়িতু-ম্ ।—মোক্ষবাদিবিপ্রতিপত্তেষ্ট ; সাংখ্যা বৈশেষিকাশ্চ মোক্ষবাদিনঃ—নাস্তি মোক্ষে সুখং সংবেদ্যমিত্যেবং বিপ্রতিপত্তাঃ ; অন্ত্রে—নিরতিশয়সুখং স্বসংবেদ্য-মিতি । ৪

বিচারমাক্ষিপতি—নস্মিতি । বিরুদ্ধশ্রুত্যর্থনির্ণয়ার্থং বিচারকর্তব্যতাং দর্শয়তি—নেতি । সংগ্রহবাক্যং বিবৃণোতি—সত্যমিত্যাदिना । একত্বে সতি বিজ্ঞানপ্রতিষেধশ্রুতিমেবাদাহরতি—যত্রৈত্যাदिना । ইত্যাদি শ্রবণমিতি শেষঃ । কলিতমাহ—বিরুদ্ধশ্রুতীতি । শ্রুতিবিপ্রতি-পত্তেर्विचारकर्तव्यतामुपसংहरति—तस्मादिति । তত্রৈব হেতুস্তরমাহ—মোক্ষেতি । তামেব বিপ্রতিপত্তিং বিবৃণোতি—সাংখ্যা ইতি । ৪

কিং তাবদবুজ্ঞম্ ? আনন্দাদিশ্রবণাং “জ্ঞকং ক্রৌড়ন্ রমমাণঃ”, “স যদি পিতৃ-লোককামো ভবতি” “স সর্বজ্ঞঃ সর্ববিৎ”, “সর্বান্ কামান্ সমশ্রুতে” ইত্যাদি-শ্রুতিভ্যো মোক্ষে সুখং সংবেদ্যমিতি । নব্বেকত্বে কারকবিভাগাতাবাদ্ বিজ্ঞান-মুপপত্তিঃ ; ক্রিয়াশাশ্তানেককারকসাধ্যত্বাৎ, বিজ্ঞানশ্চ চ ক্রিয়াত্বাৎ । নৈব দোষঃ, শব্দপ্রামাণ্যং ভবেদ্বিজ্ঞানমানন্দবিষয়ে ; ‘বিজ্ঞানমানন্দম্’ ইত্যাদীজ্ঞানন্দস্বরূপ-স্তাসংবেদ্যত্বেহুপপন্নানি বচনানীত্যবোচাম । ৫

বিমর্শপূর্বকং পূর্বপক্ষং গৃহীতি—কিং তাবদিত্যাदिना । আনন্দাদিশ্রবণাদ্বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্মেতি শ্রুতেন্দ্রোক্ষে সুখং সংবেদ্যমিতি যুক্তমিতি সম্বন্ধঃ । তত্রৈব বাক্যান্তরাণাদাহরতি—জ্ঞকদিত্যাदिना । পূর্বপক্ষমাক্ষিপতি—নস্মিতি । মোক্ষে চেদিহুতে সুখজ্ঞানং, তর্হি তদনেক-কারকসাধ্যং বাচ্যং, ক্রিয়াত্বাৎ পাকাদিবৎ, সর্বৈকত্বে চ মোক্ষে কারকবিভাগাতাবান্ন সুখ-সংবেদনং সম্ভবতীত্যর্থঃ । জগত্ কারকাপেক্ষায়ামপি সুখজ্ঞানস্তাজগত্ভাব তদপেক্ষেত্যাশঙ্ক্যাহ—ক্রিয়াশাশ্চেতি । যা ক্রিয়া সাহনেককারকসাধ্যোতি ব্যাপ্তের্গমনাদাবগতত্বাজ্ঞানস্তাপি ষাৎত্বৎতেন ক্রিয়াত্বাদনেককারকসাধ্যতা সিদ্ধেবেত্যর্থঃ । শ্রুতিপ্রামাণ্যমাত্রিত্য পূর্ববাদী পরিহরতি—নৈব দোষ ইতি । তদেব স্মৃটয়তি—বিজ্ঞানমিতি । ৫

নমু বচনেনাপ্যগ্নেঃ শৈত্যম্, উৎকৃষ্ট চৌক্যং ন ক্রিয়ত এব, জ্ঞাপকত্বাৎচনা-নাম্ । ন চ দেশান্তরেহগ্নিঃ শীতঃ ইতি শক্যত এব জ্ঞাপয়িতুম্, অগম্যে বা দেশান্তর উৎকৃষ্টকমিতি । ন ; প্রত্যগাত্মজ্ঞানন্দবিজ্ঞানদর্শনাৎ, ন ‘বিজ্ঞানমান-

ক্ষম্' ইত্যেবমাদীনাং বচনানাং 'শীতোহগ্নিঃ' ইত্যাদিবাধ্যবৎ প্রত্যক্ষাদিবিরুদ্ধার্থ-
প্রতিপাদকত্বম্ । ৬

অথরে ব্রহ্মণি শ্রুতিপ্রামাণ্যাদানন্দজ্ঞানমুক্তমাক্ষিপতি—নশ্রুতি । অথৈতশ্রুতিবিরোধঃ
ব্রহ্মণি বিজ্ঞানক্রিয়াকারকবিশাগাপেক্ষা নোপপত্ততে । নহি বিজ্ঞানমানন্দমিত্যাদিবচনানি
মানান্তরবিরোধেন বিজ্ঞানক্রিয়াং ব্রহ্মণ্যুপাদয়ন্তি, তেষাং জ্ঞাপকত্বাৎ, জ্ঞাপকস্ত চাবিরোধ-
পেক্ষত্বাৎ, অন্তর্থাহতিপ্রসঙ্গাদিত্যর্থঃ । লৌকিকজ্ঞানস্ত ক্রিয়াত্বেহপি মোক্ষস্থজ্ঞানং ক্রিয়ৈব
ন ভবতি ; তন্ম, বিজ্ঞানাদিবাধ্যবৎশ্রুতিবিরোধোহন্তীত্যাশঙ্ক্যাহ—ন চেতি । পরঃ-
পাবকরোঃ সর্বত্রৈকরূপ্যবদ্বিজ্ঞানস্তাপি লোকবেদয়োরেকরূপত্বমেবেতি ভাবঃ । মানান্তর-
বিরোধাদানন্দজ্ঞানস্ত সত্ত্বমেব বা নিষিধ্যতে, তত্ত্ব ক্রিয়াত্বং বা নিরাক্রিয়তে ? তত্রান্তঃ
দুষয়তি—নেত্যাदिना । তদেব স্পষ্টয়তি—ন বিজ্ঞানমিতি । ৬

অনুভূয়তে হ্যবিরুদ্ধার্থতা,—স্থূধ্যহমিতি স্থূধ্যাত্মকমাত্মানং স্বয়মেব বেদয়তে ;
তস্মাৎ সূতরাং প্রত্যক্ষাবিরুদ্ধার্থতা ; তস্মাদানন্দং ব্রহ্ম বিজ্ঞানাত্মকং সৎ স্বয়মেব
বেদয়তে । তথা আনন্দপ্রতিপাদিকাঃ শ্রুতয়ঃ সমঞ্জসাঃ সূ্যঃ—“অক্ষং ক্রীড়ন্
রমমাণঃ” ইত্যেবমাখ্যাঃ পূর্বোক্তাঃ । ৭

স্থূথজ্ঞানস্ত গুণহানীকারাৎ ক্রিয়াত্বনিরাকরণমিষ্টমেবেতি মহাহ—অনুভূয়তে ইতি । অনু-
ভবমেবাভিনয়তি—স্থূধ্যহমিতি । তথাপি শ্রুতিবিরোধঃ ত্রাদিত্যাশঙ্ক্য প্রত্যক্ষানুসারেণ সাপি
নেতব্যেত্যশঙ্ক্যেনাহ—তস্মাদিতি । আনন্দজ্ঞানস্ত ক্রিয়াত্বানসীকারাৎ কারকভেদাপেক্ষা-
ভাবাদিত্যর্থঃ । গুণত্বপক্ষে চ প্রত্যক্ষত্বানুগুণত্বাদাগমস্ত বিরোধিনস্তদনুসারেণ নেয়ত্বা-
দবিরুদ্ধাগমস্ত ভূয়ত্বাদিত্যাতিশয়ঃ । অবিরুদ্ধার্থতা বিজ্ঞানাদিশ্রুতেরিতি শেষঃ । গুণগুণি-
ত্বেহপি নাইতশ্রুতিঃ শক্যা নেতুমিত্যাশঙ্ক্য স্ববেদত্বপক্ষমাত্রিত্যাহ—তস্মাদানন্দমিতি ।
যথাকথঞ্চিদ্ব ব্রহ্মণ্যানন্দস্ত বেদত্বে শ্রুতীনামানুগুণ্যমন্তীত্যাহ—তথেনিতি । ৭

ন, কার্য্যকরণাভাবেহনুপপত্তের্কিজ্ঞানস্ত । শরীরবিরোগো হি মোক্ষ আত্য-
স্তিকঃ ; শরীরাত্বে চ করণানুপপত্তিরাপ্রয়াভাবাৎ ; ততশ্চ বিজ্ঞানানুপপত্তি-
রকার্য্যকরণত্বাৎ । দেহান্তভাবে চ বিজ্ঞানোৎপত্তৌ সর্কেষাং কার্য্যকরণোপাদানান-
র্থক্যপ্রসঙ্গঃ । একত্ববিরোধোচ্চ—পরক্ষেৎ ব্রহ্ম আনন্দাত্মকম্, আত্মানং নিত্য-
বিজ্ঞানত্বান্নিত্যমেব বিজ্ঞানীয়াৎ ; তন্ম, সংসার্য্যপি সংসারবিনিমুক্তঃ স্বাভাব্যং
প্রতিপত্তেত ; অলাশয় ইবোদকাঞ্জলিঃ ক্ষিপ্তো ন পৃথক্বেন ব্যবতিষ্ঠতে, আনন্দা-
ত্মকব্রহ্মবিজ্ঞানায় ; তদা মুক্ত আনন্দাত্মকমাত্মানং বেদয়ত ইত্যেতদনর্থকং
বাক্যম্ । ৮

আনন্দো বেদো ব্রহ্মশ্রুতি চোদিতো সিদ্ধান্তমাহ—নেতি । আগতকমনাগতকং বা জ্ঞানং
মুক্তাবানন্দং গোচরয়তি ? নাহ ইত্যাহ—কার্য্যেতি । অনুপপত্তিমেব ফোরয়তি—শরীরেতি ।
কার্য্যকরণরোরভাবেহপি মোক্ষে ব্রহ্মানন্দজ্ঞানং জনিক্তে, সংসারে হি হেতুপেক্ষেত্যশঙ্ক্যাহ—

দেহাদীতি । দ্বিতীয়ং দুষয়তি—একত্বেনিতি । ন হি ব্রহ্মস্বরূপজ্ঞানেনৈব বেদানন্দরূপং ভবিতুম্ভবসহজে, বিবরবিবরিণোরেকত্ববিরোধঃ, ততশ্চানাগতকমপি জ্ঞানং যুক্তো নানন্দমধিকরোতীত্যর্থঃ ।

কিঞ্চ, ব্রহ্ম বা যুক্তো বা সংসারী বা ব্রহ্মানন্দং গোচরয়েৎ ? তত্রাস্তমমুবদতি—পরং চেদিতি । তন্নিপক্ষে ন ব্রহ্ম স্বরূপানন্দং বেত্তি তেনৈক্যাৎ, একত্র বিষয়বিবরিণামুপপত্তেরুক্তাদিতি দুষয়তি—তদ্বেনিতি । নাপি সংসারী ব্রহ্মানন্দং গোচরয়তি, স যদনিবৃন্তে সংসারে সংসারিণামানন্দমভিমন্তমানো ন ব্রহ্মানন্দমাকলয়িতুমলং, সংসারে নিবৃন্তে তু ততো বিনির্মুক্তো ব্রহ্মস্বভাব্যং প্রতিপত্তমানন্তদানন্দং তদেব বিষয়ীকৰ্ত্ত্বং নার্তীতি তৃতীয়ং প্রত্যাহ—সংসার্যাপীতি । যুক্তোহপি ব্রহ্মণোহতিশ্রো ভিন্নো বেতি বিকল্যাভেদপক্ষমমুবদতে—জ্ঞেতি । ব্রহ্মাভিন্নস্ত গুণস্ত তদানন্দবিষয়ীকরণমুক্তস্তায়েন নিরস্ততি—তদেতি । ৮

অথ ব্রহ্মানন্দম্ অন্তঃ সন্ যুক্তো বেদয়তে, প্রত্যাগাখ্যানং চ—‘অহমখ্যানন্দ-স্বরূপঃ’ ইতি, তদৈকত্ববিরোধঃ ; তথা চ সতি সৰ্ব্বশ্রুতিবিরোধঃ । তৃতীয়া চ কল্পনা নোপপত্ততে । কিঞ্চাত্তৎ—ব্রহ্মণশ্চ নিরন্তরাখ্যানন্দবিজ্ঞানে বিজ্ঞানাবিজ্ঞানকল্পনানর্থক্যম্ ; নিরন্তরং চেৎ আখ্যানন্দবিষয়ং ব্রহ্মণো বিজ্ঞানম্, তদেব তস্ত স্বভাব ইতি আখ্যানন্দং বিজ্ঞানাতীতি কল্পনা অনুপপত্তা ; অতঃপূর্বাখ্যানপ্রসঙ্গে হি কল্পনারা অর্থবস্তুম্, যথা আখ্যানং পরঞ্চ বেত্তীতি । ন হি ইদামাসক্তমনসো নৈরন্তর্য্যেণ ইষু-জ্ঞানাজ্ঞানকল্পনারা অর্থবস্তুম্ । ৯

ভেদপক্ষমমুবদতি—অথেনিতি । ব্রহ্মানন্দং প্রত্যাগাখ্যানমিতি সম্বন্ধঃ । বেদনপ্রকার-মভিনয়তি—অহমিতি । তত্ত্বমস্তাদিশ্রুতিবিরোধেন নিরাকরোতি—তদেতি । যুক্তো ব্রহ্মণঃ সকাশাতিশ্রোহতিশ্রো বা মা তুৎ, ভিন্নাভিন্নস্ত স্তাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—তৃতীয়েতি । সৰ্ব্বত্র ভেদাভেদ-বাদস্ত দূষিতত্বাদিত্যর্থঃ । ব্রহ্মণঃ স্বানন্দস্তাবেচ্ছত্রে হেতুস্তরমাহ—কিংচাত্তদিতি । তদেবোপ-পাদয়তি—নিরন্তরং চেদিতি । আপ্যাতপ্রয়োগস্ত তর্হি কুত্রার্থবস্তু, তত্রাহ—অতঃপূর্বাখ্যানেতি । দেবদত্তো হি বুদ্ধিপূর্বকারিত্বাবস্থায়ঃ স্বাখ্যানমস্তং চ বিবিচ্য জ্ঞানতি, নাশ্চদেতুতরথাৎ-দর্শনাস্তত্রাখ্যাতপ্রয়োগো যুজ্যতে, নৈবং ব্রহ্মণ্যজ্ঞানপ্রসঙ্গোহস্তি, নিত্যাজ্ঞানস্বভাবত্বাৎ, তথা চ তত্রাখ্যাতপ্রয়োগো নার্ববানিত্যর্থঃ । ব্রহ্মণ্যাখ্যাতপ্রয়োগানর্থক্যং দৃষ্টাস্তেন স্পষ্টয়তি—ন ইতি । ১০

অথ বিচ্ছিন্নমাখ্যানন্দং বিজ্ঞানাতীতি—বিজ্ঞানস্তাববিজ্ঞানচ্ছিদ্বে অন্তবিষয়ত্ব-প্রসঙ্গে আখ্যানশ্চ বিক্রিয়াবস্তুম্ ; ততশ্চানিত্যত্বপ্রসঙ্গঃ । তস্মাদ্বিজ্ঞানমানন্দমিতি স্বরূপাখ্যানপটৈব শ্রুতির্নাখ্যানন্দসংবেদ্যত্বার্থা । “অক্ষং ক্রীড়ন্” ইত্যাদিশ্রুতি-বিরোধোহসংবেদ্যত্ব ইতি চেৎ ; ন ; সৰ্ব্বাষ্টৈকত্বত্রে যথাপ্রাপ্তানুবাদিত্বাৎ—যুক্তস্ত সৰ্ব্বাখ্যাতাবে সতি যত্র কচিৎ যোগিষু দেবেষু বা অক্ষণাদি প্রাপ্তম্, তন্ যথা-প্রাপ্তমেবানুত্ততে—তত্ত্বত্বৈব সৰ্ব্বাখ্যাতবাদিতি সৰ্ব্বাখ্যাতাব-মোক্ষস্বত্বত্রে । ১০

প্রত্যগাত্মনি নিত্যজ্ঞানত্বাসিদ্ধিং শঙ্কয়তি—অথেতি । বিচ্ছিন্নমিতি ত্রিরাবিণেবণম্ ।
পরিহরতি—বিজ্ঞানশ্রেতি । আত্মনো বিজ্ঞানস্ত হি প্রমত্তরালমসম্ভাবন্য, তদাহপি বিজ্ঞান-
মন্তি চেৎ, তত্শাস্ত্রবিষয়ত্বমসং, তথা চ ‘যত্রাশ্রয়ঃ’পশ্চতি’ ইত্যাদিশ্রুতেরাশ্রনো মর্ত্যত্বাপত্তিঃ ;
ন চেত্তদা বিজ্ঞানং, তদা পাবাণবদচেতনত্বং, বিজ্ঞপ্তিরূপত্বানঙ্গীকারাদিত্যর্থঃ । আত্মনো-
হনিত্যজ্ঞানবশে দোষান্তরমাহ—আত্মনশ্চেতি । আনন্দজ্ঞানে ব্রহ্মণি বিষয়বিষয়িত্বাযোগশ্চেৎ
কথং বিজ্ঞানাদিবাক্যমিত্যাশঙ্ক্যোপসংহরতি—তস্মাদিতি । ব্রহ্মণ্যানন্দস্তাবেত্যেতৎ শ্রুতি-
বিরোধমুক্তং শ্মারয়তি—জ্ঞকদিতি । সর্বত্রাত্মনো মুক্তশ্রুত্যে সতি যোগাদিষু যথা জ্ঞকাদি
প্রাপ্তং, তথৈব তদনুবাদিত্বাদিত্যাঃ শ্রুতেন বিরোধোহস্মীতি পরিহরতি—নেত্যাदिना । তদেব
প্রপঞ্চয়তি—মুক্তশ্রেতি । কিমনুবাদে ফলমিতি চেত্তদাহ—তত্তশ্রেতি । মুক্তস্ত যোগাদিষু
সর্বত্রাত্মত্বাবাদেব তত্র প্রাপ্তং জ্ঞকাদিত্বমুক্তিস্বতরেহনুদ্যতে, তদানুবাদবৈপর্য্যমিত্যর্থঃ । ১০

যথাপ্রাপ্তানুবাদিত্বে দুঃখিত্বমপীতি চেৎ,—যোগাদিষু যথাপ্রাপ্ত-জ্ঞকাদিবৎ
স্থাবরাদিষু যথাপ্রাপ্তদুঃখিত্বমপীতি চেৎ ; ন, নামরূপকৃতকার্যকরণোপাধিসম্পর্ক-
জনিত-ভ্রান্ত্যাধ্যারোপিতত্বাৎ সুখিত্ব-দুঃখিত্বাদিবিষেবশ্রেতি পরিহৃতমেতৎ সর্বম্ ।
বিরুদ্ধশ্রুতীনাঞ্চ বিষয়মবোচাম । তস্মাৎ “এবোহস্ত পরম আনন্দঃ” ইতিবৎ
সর্বাণ্যানন্দবাক্যানি দৃষ্টব্যানি ॥২৪০॥৩৪॥(৭)

ইতি তৃতীয়াধ্যায়স্ত নবমং ব্রাহ্মণম্ ॥৩৫॥

শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যস্য শ্রীগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদ-

শিষ্যস্য শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ বৃহদারণ্যকভাষ্যে

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

বিদ্বৎ সার্বাসম্মত যোগাদিষু প্রাপ্তজ্ঞকাদ্যানুবাদে স্তাদতি প্রসঙ্গিরিতি শঙ্কতে—যথা-
প্রাপ্তেতি । অতিপ্রসঙ্গমেব প্রকটয়তি—যোগাদিষু । অবিদ্যাস্বকনামরূপবিরচিতো-
পাধিষয়সম্বন্ধনিবন্ধনমিধ্যাজ্ঞানাত্মনোহাদাত্মনি দুঃখিত্বাদিপ্রতীতেঃ ন তত্র বস্তুতো দুঃখিত্বং, ন
চ জ্ঞকাদ্যপি বাস্তবমাবিদ্যৈশ্চৈব মুক্তিস্বতরেহনুবাদাৎ, দুঃখিত্বস্ত হি নানুবাদোহতিহীনত্বপ্রাপ্তে-
রिति পরিহরতি—নেত্যাदिना । যৎ তু বিরুদ্ধশ্রুতদৃষ্টেনাগমার্থো নির্ণীতো ভবতীতি, তদাহ
—বিরুদ্ধেতি । বেদ্যত্বাবেদ্যত্বাদিশ্রুতীনাং সোপাধিকনিরূপাধিকবিষয়ত্বেন মধুকাণ্ডে
ব্যবহোক্তেত্যর্থঃ । ব্রাহ্মণার্থমুপসংহরতি—তস্মাদিতি । ব্রহ্মণ্যানন্দস্ত বেদ্যতয়া দুর্নিরূপত্বং
তচ্ছকার্যঃ । যথৈবোহস্তেত্যত্র ভেদো ন বিবক্ষিতঃ, সর্বাত্মত্বাবস্ত প্রকৃতত্বাত্বা বিজ্ঞানাদি-
বাক্যেযানন্দস্ত বেদ্যতা ন বিবক্ষিতা । উক্তরীত্যা তথেষ্টতয়া দুপ্রতিপাদত্বাৎ, তস্মাদতি-
শয়ানন্দং চিদেকত্বানং বস্তু সিদ্ধমিত্যর্থঃ । ২৪০ । ৩৪ । (৭)

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদাষ্টাঙ্গীকার্য্যং তৃতীয়াধ্যায়স্ত নবমং ব্রাহ্মণম্ । ৩ । ১ ।

ভাষ্যানুবাদ ১—যদি মনে কর যে, মর্ত্য ত স্বভাবতই জাত ; সুতরাং তৎসম্বন্ধে আর জিজ্ঞাস্ত কি আছে ?—যাহা জন্মিবে, তাহারই জন্ম বিষয়ে প্রশ্ন করা যাইতে পারে, কিন্তু জাত পদার্থের সম্বন্ধে নহে ; এই আত্মা যখন চিরদিনই উৎপন্ন রহিয়াছে, (আর পুনরুৎপন্ন হইবে না,) তখন এবিষয়ে ত প্রশ্নই সঙ্গত হয় না ; না, একথা বলিতে পার না ; কারণ, মৃত্যুর পরও নিশ্চয়ই জন্ম হইয়া থাকে ; তাহা না হইলে কৃতনাশ ও অকৃতাত্মাগম নামক দুইটা দোষ ঘটিতে পারে (১)। অতএব তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছি—মৃত্যুর পরে এই মর্ত্যকে পুনর্বার কে জন্মায় ? সভাস্থ ব্রাহ্মণগণ তাহা বুঝিতে পারিলেন না, অর্থাৎ মৃত্যুর পর যাহা হইতে পুনরায় জন্ম লাভ হয়, সেই মূল কারণ নিরূপণ করিতে পারিলেন না ; অতএব ত্রিষ্টিষ্ঠ নিবন্ধন যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট সকলে পরাজিত হইলেন ; তিনি গোধন লইয়া গেলেন। এখানেই আখ্যায়িকা সমাপ্ত হইল । ১ ।

অতঃপর—যাহা জগতের মূল কারণ, লাক্ষ্যং সম্বন্ধে শব্দ দ্বারা ব্রহ্মের যেরূপ নির্দেশ হইয়া থাকে এবং স্বয়ং যাজ্ঞবল্ক্যও ব্রাহ্মণগণকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলেন ; স্বয়ং শ্রুতিই তাহা আমাদিগকে বলিয়া দিতেছেন—‘বিজ্ঞানং’—বিশিষ্ট জ্ঞানস্বরূপ, তাহাই আবার আনন্দ স্বরূপও বটে, কিন্তু উহা বিষয়জ্ঞ জ্ঞানের আয় ছঃখমিশ্রিত নহে ; তবে কি না, উহা শিব (কল্যাণময়), অনুপম—সর্ববিধ ক্লেশসম্পর্ক-বর্জিত, নিত্যতৃপ্ত ও একরস (একস্বভাব) । উক্ত উভয়বিধ বিশেষণ-বিশিষ্ট ব্রহ্ম কি প্রকার ?—ধনদাতার—কর্ম্মানুষ্ঠাতা যজ্ঞমানের পরায়ণ—পরম আশ্রয় অর্থাৎ কর্ম্মফলপ্রদাতা । অপিচ, যাহারা লোকৈষণা, বিত্তৈষণা ও পুত্রৈষণা, এই ত্রিবিধ কামনা হইতে সম্পূর্ণ বিরত হইয়া সেই ব্রহ্মেতেই স্থিতি লাভ করেন ; অকর্ম্মী (জ্ঞানী) এবং ব্রহ্মবিৎ—যিনি সেই ব্রহ্মতত্ত্ব সম্যক্ অবগত হন, তাঁহাদেরও পরমাশ্রয়স্বরূপ । ২

(১) তাৎপর্য—কৃতনাশ অর্থ—যে সমস্ত কর্ম্ম করা হয়, সে সমস্ত কর্ম্মের নিফলতা, আর অকৃতাত্মাগম অর্থ—যেরূপ কর্ম্ম করা হয় নাই, সেরূপ কর্ম্মের ফলভোগ করা । অভিপ্রায় এই যে, মর্ত্য পুরুষ যদি মৃত্যুর পর, পুনরায় জন্ম লাভ না করে, প্রত্যেক জন্মই যদি অভিনব—স্বভাবজাত হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, কোন জীবই স্বকৃত কর্ম্মের ফলভোগ করে না এবং সেরূপ ভোগের সম্ভাবনাও থাকে না ; সুতরাং স্বকৃত কর্ম্মগুলি নষ্ট—বিফল হইয়া যায়, আর প্রত্যেকের পক্ষেই অকৃত—যাহা নিজে করে নাই, এরূপ ফলের ভোগ সম্ভাবিত হয় । তাহার ফলে জগতের দৃশ্যমান বৈচিত্র্য রক্ষা পাইতে পারে না ইত্যাদি ।

অতঃপর, এ বিষয়ে এইরূপ আলোচনা করা যাইতেছে—অগতে ‘আনন্দ’ শব্দ সুখবাচক বলিয়া প্রসিদ্ধ ; অথচ এখানে “আনন্দং ব্রহ্ম” এইবাক্যে আনন্দ-শব্দটি ব্রহ্মের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে ; এবং অন্ত্যন্ত শ্রুতিতেও ব্রহ্ম-বিশেষণরূপে ‘আনন্দ’ শব্দের উল্লেখ রহিয়াছে দেখা যায় ; যথা—‘ব্রহ্মকে আনন্দ-স্বরূপ বলিয়া জানিয়াছিলেন,’ ‘আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মকে জানিলে,’ ‘এই আকাশ (ব্রহ্ম) যদি আনন্দস্বরূপ না হইত,’ ‘বাহা ভূমা (পরম মহৎ ব্রহ্ম), তাহাই সুখস্বরূপ,’ ‘এই পরমাত্মাই পরম আনন্দস্বরূপ’ ইত্যাদি । ‘আনন্দ’ শব্দ সাধারণতঃ অনুভবযোগ্য সুখেই প্রসিদ্ধ ; অতএব ব্রহ্মানন্দও যদি অনুভব-যোগ্য হয়, তাহা হইলেই ব্রহ্মবিষয়ে প্রযুক্ত উক্ত ‘আনন্দ’ শব্দ যুক্তিযুক্ত হয়, (নচেৎ সঙ্গত হয় না) । ৩

ভাল কথা, স্বয়ং শ্রুতি যখন ব্রহ্মকে আনন্দস্বরূপ বলিতেছেন, তখন ব্রহ্মও অনুভবযোগ্য আনন্দস্বরূপই হউক ; ইহাতে আর বিচার্য্য বিষয় কি আছে ? না—একথাও বলিতে পারা যায় না ; কেন না, এ বিষয়ে বিরুদ্ধ শ্রুতিবাক্যও পরিলক্ষিত হইতেছে । হাঁ সত্য বটে, ব্রহ্মবিষয়ে যেমন আনন্দশব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়, তেমনি ব্রহ্মৈকত্বপক্ষে বিজ্ঞানেরও (অনুভবেরও) প্রতিষেধ শুনিতে পাওয়া যায় ; যথা—‘যখন মুনুকুর সমস্তই আত্মস্বরূপ হইয়া যায়, তখন কে কাহাকে কিসের দ্বারা দর্শন করিবে ? কিসের দ্বারা কাহাকে জানিবে ?’ ‘বাহাতে অস্ত্র কিছু দর্শন করে না, অস্ত্র কিছু শ্রবণ করে না, এবং অস্ত্র কিছু জানে না, তাহাই ভূমা (ব্রহ্ম)’ ‘জীব প্রাক্ত পরমাত্মার সহিত সন্মিলিত হইয়া বাহ বা আভ্যন্তর কিছুই জানে না’ ইত্যাদি । অতএব পরস্পর বিরুদ্ধার্থ-বোধক শ্রুতি থাকায় বিচার করা আবশ্যক হইতেছে ; সুতরাং বেদবাক্যের প্রকৃতার্থ নিরূপণের অস্ত্র বিচার করা উচিত । বিশেষতঃ যোক্তবাদিগণের মধ্যে বিরুদ্ধ মত দর্শনেও বিচারের আবশ্যকতা আছে,—সাংখ্য ও বৈশেষিক উভয়েই যোক্তবাদী ; তাঁহারা বলেন—যুক্তিতে অনুভবযোগ্য কোন সুখ থাকে না ; অস্ত্র সম্প্রদায় বলেন যে, যুক্তিতেও নিরতিশয়—বাহা অপেক্ষা আর অধিক নাই, এইরূপ আনন্দ অনুভব হইয়া থাকে । অতএব বিচারের যথেষ্ট প্রয়োজন রহিয়াছে । ৪

এমত অবস্থায় কোন্ পক্ষ অবলম্বন করা উচিত ? না, আনন্দ প্রভৃতি শব্দের স্পষ্ট উল্লেখ দর্শনে এবং ‘যুক্ত পুরুষ হস্ত ক্রীড়া ও রমণ করতঃ’, ‘তিনি যদি পিতৃলোককামী হন’, ‘যিনি লক্ষ্য ও লক্ষ্যবিদ্’, ‘সমস্ত কাম (বিষয়)

উপভোগ করেন' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যানুসারে স্বীকার করিতে হয় যে, মুক্তিভেদেও সুখ-সংবেদন হইয়া থাকে । ভাল, একত্ব সিদ্ধান্তপক্ষে কারক-বিভাগ যখন থাকে না, তখন সে পক্ষে সুখ-বিজ্ঞান হইবে কিরূপে ? কারণ, ক্রিয়ামাত্রই বহুকারক-সাধ্য ; বিজ্ঞানও যখন একটি ক্রিয়া, তখন একত্ব-পক্ষে আনন্দানুভব হইবে কি প্রকারে ? না, ইহা দোষাবহ হয় না ; কারণ, এবিষয়ে যখন স্পষ্ট শ্রুতিপ্রমাণ রহিয়াছে, তখন ব্রহ্মানন্দের অনুভবেও বিরোধ হইতে পারে না ; আর আনন্দ অনুভবগোচর না হইলে যে, “বিজ্ঞানমানন্দম্” প্রভৃতি বাক্যই অসঙ্গত হয়, লেকথাও আমরা পূর্বেই বলিয়াছি । ৫

ভাল, বিজ্ঞানসা করি, বচন থাকিলেই কি হয় ?—বচনে ত নিশ্চয়ই অগ্নির শীতলতা, কিম্বা জলের উষ্ণতা জন্মাইতে পারে না ; কারণ, বচন (শব্দ প্রমাণ) কেবল বস্তুর স্বভাব জ্ঞাপন করে মাত্র, কিন্তু অন্তর্দেশে অগ্নি শীতল, অথবা অগম্য কোনও স্থানে জল স্বভাবতঃ উষ্ণ—উহা জ্ঞাপন করিতে পারে না ; [জ্ঞাপন করিলেও, সে বাক্য প্রমাণরূপে গ্রাহ্য হয় না] । না—এ আপত্তিও হইতে পারে না ; কেন না, পরমাশ্রুত আনন্দের যে, অনুভব হয়, ইহা প্রত্যক্ষতঃ দেখিতে পাওয়া যায় ; বিশেষতঃ ‘অগ্নি শীতল’ ইত্যাদি বাক্য যেমন প্রত্যক্ষের বিরুদ্ধার্থ-প্রকাশক, ‘বিজ্ঞানম্ আনন্দম্’ এবম্বিধ বাক্যগুলি সেরূপ কোনপ্রকার বিরুদ্ধার্থ-প্রকাশক নহে । ৬

আর ঐ সকল শ্রুতিবাক্যের যে, অর্থগত বিরোধ নাই, তাহা অনুভবসিদ্ধও বটে,—‘আমি সুখী’ ইত্যাদিরূপে আত্মার সুখরূপত্ব সকলেই অনুভব করিয়া থাকে ; (১) সূতরাং আত্মার আনন্দস্বরূপত্ব কথাটা প্রত্যক্ষের বিরুদ্ধ হইতেছে না ; অতএব আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম বিজ্ঞানাত্মক বলিয়াই আপনি আপনাকে অনুভব করিয়া থাকে । এইরূপ হইলেই আত্মার আনন্দস্বরূপত্ব-প্রতিপাদক পূর্বোদাহৃত “অক্ষং ক্রৌড়ন্ রমমাণঃ” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যেরও সামঞ্জস্য রক্ষা পাইতে পারে । ৭

(১) এখানে আশঙ্কা হইতে পারে যে, ‘অহং সুখী’ বলিলে বুঝা যায় যে, সুখ আত্মার ধর্ম, কিন্তু আত্মা সুখাত্মক নহে ; সূতরাং ভাষ্যকার ‘আত্মার’ সুখাত্মতা অনুভব হয় বলিলেন কিরূপে ? তদুত্তরে বলিতে পারা যায় যে, ইহাদের মতে ধর্ম ও ধর্মী পৃথক্ বস্তু নহে ; উভয়ই এক সত্তার অধীন ; সূতরাং ধর্ম ও ধর্মী অভিন্ন পদার্থ ; অতএব ‘অহং সুখী’ বাক্যেও সুখ-ধর্মটিকে তাহার আশ্রয়ভূত আত্মার সহিত অভিন্ন বলিয়া গ্রহণ করা অনুচিত হয় না ।

না—একথা হইতে পারে না ; কারণ, দেহেন্দ্রিয়াদির অভাবে বিজ্ঞানোৎপত্তি কখনই সম্ভবপর হয় না ; কেন না, আত্যন্তিক মোক্ষদশায় ইন্দ্রিয়াশ্রয় শরীর থাকে না ; শরীর রূপ আশ্রয় না থাকায় ইন্দ্রিয় থাকাও সম্ভব হয় না ; অতএব দেহেন্দ্রিয়াদি না থাকায় আনন্দবিষয়ে বিজ্ঞানোৎপত্তি একেবারেই সম্ভব হয় না । আর যদি দেহেন্দ্রিয়াদির অভাবেও বিজ্ঞানোৎপত্তি স্বীকার করা হয়, তাহা হইলেও এই দেহেন্দ্রিয়াদি পরিগ্রহের কিছুমাত্র প্রয়োজন দেখা যায় না ; একথা একত্ব সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধও ঘটে ; কারণ, পরব্রহ্ম নিত্য বিজ্ঞানস্বরূপ বলিয়া যদি আপনার আনন্দাত্মক স্বভাব প্রকাশ করিতেন, তাহা হইলে ত সর্বদাই প্রকাশ করিতেন ; কিন্তু তাহা ত কখনই করেন না ; আর সংসারী আত্মাও যখন সংসার হইতে বিনিমুক্ত হয়, তখন সে আপনার প্রকৃত স্বরূপই প্রাপ্ত হয় ; সুতরাং সংসারীর পক্ষেও ব্রহ্মানন্দ উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না । তাহার পর, মুক্ত আত্মা ত—জলাশয়ে নিক্ষিপ্ত জলাঞ্জলির দ্বারা ব্রহ্মের সঙ্গে মিশিয়া এক হইয়া যায়, কিন্তু আনন্দাত্মক ব্রহ্মবিজ্ঞানের জ্ঞান কখনই পৃথক্ হইয়া থাকে না ; অতএব ‘মুক্তিদশায় জীব আনন্দাত্মক আত্মাকে অনুভব করিয়া থাকে’ এ কথাই কোন অর্থই থাকে না । ৮

আর যদি বল, মুক্ত আত্মা পৃথক্ থাকিয়াই ব্রহ্মানন্দ উপলব্ধি করিয়া থাকে ; এবং ‘আমি আনন্দস্বরূপ’ বলিয়া প্রত্যগাত্মাকে (আপনাকে) অনুভব করিয়া থাকে, তাহা হইলেও একত্বসিদ্ধান্তের বিরোধ ঘটে, এবং সমস্ত শ্রুতি-বাক্যেরও বাধা ঘটে, অথচ এতদতিরিক্ত আর তৃতীয় কোন কল্পনা করাও সম্ভব হয় না । আরও এক কথা, ব্রহ্ম যদি সর্বদাই আত্মানন্দ অনুভব করিতে থাকে, তাহা হইলে, বিজ্ঞান ও অবিজ্ঞান-বিভাগ কল্পনা করা নিরর্থক হইয়া পড়ে ; আত্মার আনন্দবিষয়ক বিজ্ঞান যদি সর্বদাই বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে, বলিতে হইবে যে, তাহাই তাহার স্বভাব ; সুতরাং ‘আত্মা আনন্দ অনুভব করে’ এইরূপ নূতন করিয়া অনুভব কল্পনা করা সঙ্গত হইতে পারে না । অতএব যদি তাহার আগন্তুক বিজ্ঞানের সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলেই ঐরূপ কল্পনার সার্থকতা হইতে পারে, যেমন ‘আপনাকে ও অপরকে জানে’ ইত্যাদি বাক্যের সার্থকতা হয়, তদ্রূপ, অবিচ্ছিন্নভাবে বাহার মন কেবল ইমূর্ত্তে একান্ত নিবিষ্ট, তাহার সম্বন্ধে যেমন ইমূর্ত্তবিষয়ে জ্ঞান ও অজ্ঞানের কল্পনা অর্থহীন, তেমনি বিজ্ঞানাত্মক আত্মা কখনও জ্ঞানকে জানে, কখনও জানে না, এইরূপ কল্পনারও কোনই অর্থ থাকে না । ৯

এই দোষ পরিহারের জন্য যদি বল, আত্মা বিচ্ছিন্নভাবেই স্বীয় আনন্দের অনুভব করিয়া থাকে ; তাহা হইলেও আত্মবিজ্ঞানের ছিদ্রে, অর্থাৎ যে সময়ে আত্মানন্দবিষয়ে জ্ঞান না থাকে, সেই সময়ে অন্য বিষয়ে বিজ্ঞান হইতে পারে ; তাহা হইলেও আত্মার নির্বিকারতাব নষ্ট হয় ; নির্বিকারত্ব নষ্ট হইলেই তাহার অনিত্যত্ব আলিয়া পড়ে । অতএব বলিতে হইবে যে, ব্রহ্মের কেবল স্বরূপমাত্র প্রতিপাদন করাই “বিজ্ঞানমানন্দম্” এই শ্রুতির মুখ্য উদ্দেশ্য, কিন্তু ব্রহ্মানন্দের অনুভাব্যতা প্রতিপাদন করা ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য নহে । আপত্তি হইতে পারে যে, ব্রহ্মানন্দ যদি অনুভবগোচরই না হয়, তাহা হইলে ‘ব্রহ্মং ক্রীড়ন্’ ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে ? না, সে আপত্তিও হইতে পারে না ; কারণ, ব্রহ্ম ও নিখিল আত্মা যখন একই বস্তু, তখন ঐ শ্রুতিটি যথাপ্রাপ্তার্থানুবাদক অর্থাৎ যাহা স্বতই সম্ভবপর হয়, ঐ শ্রুতিটি তাহাই প্রতিপাদন করিতেছে মাত্র । অভি-প্রায় এই যে, মুক্তাত্মা যখন সমস্ত আত্মার সঙ্গে এক—অভিন্ন হইয়া যায়, তখন যোগী বা দেবতা প্রভৃতি যে কোনও আত্মাতে হস্তক্রীড়াবি যাহা কিছু হয়, তাহাই সেই মুক্ত পুরুষের হস্তক্রীড়াদিরূপে পরিগণিত হয় ; কারণ, তখন তিনি সর্বাঙ্গতাব প্রাপ্ত হইয়াছেন ; অতএব বুঝিতে হইবে যে, সর্বাঙ্গতাবরূপ মোক্ষের প্রশংসার জন্যই স্বতঃপ্রাপ্ত হস্তক্রীড়া প্রভৃতি ব্যাপার ঐ সমস্ত শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে মাত্র, কিন্তু অন্য কোনও নূতন বিষয় জ্ঞাপন করিতেছে না । ১০

ভাল কথা, ঐ সকল শ্রুতি যদি স্বতঃপ্রাপ্ত বিষয়েরই অনুবাদক মাত্র হয়, তাহা হইলেও সর্বাঙ্গতাবাপন্ন মুক্ত পুরুষের হস্তক্রীড়াবি প্রাপ্তির জ্ঞান হঃখাদি প্রাপ্তিও ত হইতে পারে—উৎকৃষ্ট দেহে যেমন হস্তক্রীড়াবি সম্ভাবিত হয়, তেমনি স্থাবরাদি দেহে আবার নিরতিশয় হঃখসম্বন্ধও তাহার হইতে পারে ? না, এরূপ আপত্তি হইতে পারে না ; কারণ, যত কিছু সুখ-হঃখাদি-সম্বন্ধ, তৎ সমস্তই নামরূপকৃত কার্য্য-করণরূপ (দেহেন্দ্রিয়াদিরূপ) উপাধি-সম্পর্কজনিত ভ্রান্তি-বিজ্ঞানে অধ্যারোপিত মাত্র—কোনটিই সত্য নহে ; এই প্রণালীতে পূর্বেই উক্ত আপত্তির পরিহার করা হইয়াছে । ইহার বিরুদ্ধার্থ-বোধক শ্রুতি-সমূহেরও প্রতিপাত্ত বিষয় যে, কি হইতে পারে, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি । অতএব, “এবোহস্ত পরম আনন্দঃ” (ইহাই ইহার—জীবের পরম আনন্দ) এই শ্রুতিগত ‘আনন্দ’ শব্দের জ্ঞান আনন্দবোধক অন্যান্য শ্রুতিবাক্যেরও তুল্য অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে ॥ ২৪০ ॥ ৩৪ ॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদে তৃতীয়াধ্যায়ের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥ আ২ ॥

ইতি তৃতীয়াধ্যায়স্য নবমং ব্রাহ্মণম্ ॥ ৩ ॥ ৯ ॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদি তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

[ব্রাহ্মণক্রমেণ তু পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।]

—

চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

আভাসভাষ্যম্ ১—জনকো হ বৈদেহ আসাক্ষক্রে । অত্র সম্বন্ধঃ—
শারীরাত্মানটৌ পুরুষান্ নিরুহ্য প্রত্যাহ, পুনর্হৃদয়ে দিগ্ভেদেন চ পুনঃ পঞ্চথা
বৃহ, হৃদয়ে প্রত্যাহ, হৃদয়ং শরীরঞ্চ পুনরন্তোত্তপ্রতিষ্ঠং প্রাণাদিপঞ্চবৃত্ত্যাঙ্কে
সমানাখ্যে অগদাঅনি সূত্র উপসংহৃত্য, অগদাঅনং শরীরহৃদয়সূত্রাবস্থমতিক্রান্ত-
বান্ য ঔপনিষদঃ পুরুষঃ—নেতি নেতীতি ব্যপদিষ্টঃ, স সাক্ষাচ্চ উপাদানকারণ-
স্বরূপেণ চ নির্দিষ্টঃ “বিজ্ঞানমানন্দম্” ইতি । তত্শ্চৈব বাগাদিদেবতাদ্বারেণ
পুনরধিগমঃ কর্তব্য—ইত্যধিগমনোপায়ান্তরার্থোহয়মারম্ভো ব্রাহ্মণদ্বয়স্ত । আখ্যা-
য়িকা তু আচারপ্রদর্শনার্থা ।—

আভাসভাষ্যানুবাদ ১—‘জনকো হ বৈদেহ আসাক্ষক্রে’ ইত্যাদি ।
অতীত তৃতীয়াধ্যায়ের সহিত ইহার সম্বন্ধ এইরূপ—পূর্ব্ব অধ্যায়ের শেষে শারীর-
প্রভৃতি অষ্টবিধ পুরুষের স্বরূপ নিরূপণ করিয়া, পুনশ্চ হৃদয় মধ্যে তাহাদের
উপসংহার করিয়া, আবার দিগ্ভেদানুসারে তাহাদের পাঁচভাগে বিভক্ত করিয়া
পুনশ্চ হৃদয়ে তাহাদের উপসংহার প্রদর্শন করা হইয়াছে । তাহার পর, পরস্পর
পরস্পরে আশ্রিত হৃদয় ও শরীরকে প্রাণাপানাদি পঞ্চবিধ বৃত্তিবিশিষ্ট ‘সমান’
সংজ্ঞক অগদাঅ্যাস্বরূপ ‘সূত্রে’ উপসংহার করিয়া, আবার শরীর, হৃদয় ও সূত্রস্থ
সেই অগদাঅ্যাকে, ‘সমানের’ও অতীত যে ঔপনিষদ পুরুষ ‘নেতি নেতি’ বাক্যে
নির্দিষ্ট হইয়াছেন, তাহাকেই ‘বিজ্ঞানম্ আনন্দম্’ বাক্যে সাক্ষাৎসম্বন্ধে ও উপা-
দান কারণরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে । এখন আবার বাক্যপ্রভৃতির অধিষ্ঠাত্রী
দেবতা দ্বারা তাহার উপলব্ধি করান আবশ্যক ; এই অত্র তাহাকে লাভ করিবার
পক্ষে আরো যে সমস্ত উপায় আছে, তৎপ্রতিপাদনার্থ পরবর্তী ব্রাহ্মণদ্বয় আরম্ভ
হইতেছে । পূর্ব্বের গ্রাম এখানেও বিজ্ঞানগ্রহণের নিয়ম বা আচার প্রদর্শনার্থ
একটি আখ্যায়িকা প্রদর্শিত হইতেছে ।

ওঁম্ জনকো হ বৈদেহ আসাক্ষক্রেহথ হ যাজ্ঞবল্ক্য আবব্রাজ ।
তথ্ হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্য কিমর্থমচারীঃ পশুনিচ্ছন্নগুস্তানিতি ।
উভয়মেব সত্ৰাভিতি হোবাচ ॥ ২৪১ ॥ ১ ॥

সম্বলার্থঃ ১—জনকঃ (তত্পাদিকঃ) বৈদেহঃ (বিদেহাধিপতিঃ)

আসাক্ষক্রে (আগন্তুকানাং দর্শনযোগ্যং স্থানং অধিষ্ঠিতবান্), হ (ঐতিহ্যে)
অথ (অনন্তরং) যাজ্ঞবল্ক্যঃ (তন্মামক ঋষিঃ) আবব্রাজ (তত্রাগতঃ) । (জনকঃ)
তং (যাজ্ঞবল্ক্যং) উবাচ হ—হে যাজ্ঞবল্ক্য, [ত্বং] কিমর্থং অচারীঃ ? (মমাস্তিকম্
আগতোহসি ?) পশুন্ (গবাদীন্) ইচ্ছন্, অথস্তান্ (সৃক্ষাস্তান্ হর্ষিজ্ঞেয়ান্)
[বা জ্ঞাতুম্] ? ইতি । [এবং পৃষ্টঃ যাজ্ঞবল্ক্যঃ] উবাচ হ—হে সম্রাট, উভয়-
মেব (পশুনপি ইচ্ছন্, হর্ষিজ্ঞেয়ানর্থানপি জ্ঞাতুমিত্যর্থঃ) ॥২৪১॥১॥

মূলানুবাদ ১—বিদেহদেশাধিপতি জনক মহারাজ একদা
লোকের দর্শনোপযুক্ত স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন । অনন্তর যাজ্ঞবল্ক্য
ঋষি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন । জনক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা
করিলেন—হে যাজ্ঞবল্ক্য, তুমি কি উদ্দেশ্যে আমার নিকট আসিয়াছ ?—
পুনশ্চ পশুলাভের ইচ্ছায় ? অথবা আমার নিকট বহুবিধ সূক্ষ্ম তত্ত্ব
জানিবার ইচ্ছায় ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—হে সম্রাট, উভয়ের ইচ্ছায়ই,
অর্থাৎ পশুলাভের ইচ্ছায়ও আসিয়াছি এবং সূক্ষ্ম তত্ত্ববিষয়ক প্রশ্ন
জানিবার ইচ্ছায়ও আসিয়াছি ॥ ২৪১ ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ১—জনকো হ বৈদেহ অসাক্ষক্রে আসনং কৃতবান্
আস্থায়িকাং দত্তবানিত্যর্থঃ, দর্শনকামেভ্যো রাজ্ঞঃ । অথ হ তন্মিন্নবসরে যাজ্ঞ-
বল্ক্য আবব্রাজ আগতবান্ আত্মনো যোগক্ষেমার্থম্, রাজ্ঞো বা বিবিধিবাং দৃষ্টৌ
অনুগ্রহার্থম্ । তত্রাগতং যাজ্ঞবল্ক্যং যথাবৎ পূজাং কৃত্বা উবাচ হ উক্তবান্
জনকঃ—হে যাজ্ঞবল্ক্য কিমর্থম্ অচারীঃ আগতোহসি ? কিং পশুনিচ্ছন্ পুনরপি,
আহোস্থিং অথস্তান্ সৃক্ষাস্তান্ সৃক্ষবস্তনির্গম্যস্তান্ প্রশ্নান্ মন্তঃ শ্রোতুমিচ্ছসিতি ।
উভয়মেব—পশুন্ প্রশ্নাংশ্চ, হে সম্রাট । সম্রাডিতি বাজপেয়যাজিনো লিঙ্গম্;
যশ্চাজ্ঞয়া রাজ্যং প্রশান্তি, স সম্রাট, তস্তামগ্নং হে সম্রাডিতি, সমস্তশ্চ বা ভার-
তশ্চ বর্ষশ্চ রাজা ॥২৪১॥১॥

টীকা । পূর্বান্নিষ্যদ্যে জলন্ত্যয়েন সচ্চিদানন্দং ব্রহ্ম নির্দ্ধারিতম্ । ইদানীং বাদন্ত্যয়েন তদেব
নির্দ্ধারয়িতুমধ্যায়ান্তরমবতারয়তি—জনক ইতি । তত্র ব্রাহ্মণত্বস্তাবান্তরসম্বন্ধং প্রতি-
জানীতে—অগ্রেতি । তমেব বক্তুং বৃত্তং কীর্তয়তি—শারীরাকানিতি । নিরুহ প্রত্যাশেতি
বিস্তাৰ্য্য ব্যবহারমাপাচ্ছেত্যর্থঃ । প্রত্যাহ হনয়ে পুনরূপসংহত্যেতি যাবৎ । জগদান্বনীত্য-
ব্যাকুলতাক্তিঃ । সূত্রশব্দেন তৎকারণং গৃহ্যতে । অতিক্রমণং তদুত্তরদোষাসংস্পৃষ্টত্বম্ । অনন্তর-
ব্রাহ্মণত্বতাৎপর্যমাহ—তথৈবেতি । বাগাভিষ্ঠাঋষ্যায়াদিবু দেবতাসু ব্রহ্মদৃষ্টিধারেত্যর্থঃ ।
পূর্বোক্তাশ্রয়ব্যতিরেকাদিসাধনাপেক্ষাস্তরশব্দঃ । আচার্য্যবতা শ্রদ্ধাদিসম্পাদনে বিদ্যা

লকব্যোত্যাচারঃ । অপ্রাপ্তপ্রাপ্তিযোগঃ, প্রাপ্তস্ত রক্ষণং কেম ইতি বিভাগঃ । ভারতস্ত বর্ষস্ত হিমবৎসেতুপর্ধ্যন্তস্ত দেশস্তোতি যাবৎ ॥ ২৪১ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ :—বিদেহাধিপতি জনক আসন করিয়া বসিয়াছিলেন, অর্থাৎ যাহারা রাজদর্শনের অভিলାষে আগমন করে, তাহাদের দর্শনোপযুক্ত স্থানে উপবেশন করিয়াছিলেন । সেই অবসরে যাজ্ঞবল্ক্য পুত্র, আপনার যোগ-কেমের অন্তর্ভুক্ত হউক, অথবা রাজার তত্ত্বজিজ্ঞাসা-দর্শনে অনুগ্রহপ্রকাশার্থই হউক আসিয়াছিলেন । মহারাজ জনক সমাগত যাজ্ঞবল্ক্যকে যথাবিধি অর্চনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে যাজ্ঞবল্ক্য, তুমি কি উদ্দেশ্যে আগমন করিয়াছ ?—পুনর্বারও পশুলাভের প্রত্যাশায় ? কিংবা আমার নিকটে অগ্নিস্ত—অর্থাৎ সূক্ষ্ম তত্ত্ব-নির্ণায়ক নানাপ্রকার প্রশ্ন শুনিবার ইচ্ছায় ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—হে সম্রাট, উভয়ের ইচ্ছায়ই অর্থাৎ পশুলাভ ও প্রশ্ন শ্রবণ উভয়ের অন্তর্ভুক্ত আসিয়াছি । ‘সম্রাট’ শব্দটি বাজপেয়যাজীর চিহ্ন, অর্থাৎ সম্রাট শব্দে সম্বোধন করায় বুঝা যাইতেছে যে, জনক মহারাজ বাজপেয়নামক যজ্ঞ করিয়াছিলেন, এবং তিনি আজ্ঞাক্রমে অপর-পর রাজাদেরও শাসন করিতেন ; অথবা তিনি সমস্ত ভারতবর্ষের অধিপতি ছিলেন ; এই অন্তর্ভুক্ত তিনি সম্রাট শব্দে সম্বোধনের যোগ্য ॥ ২৪১ ॥ ১ ॥

যৎ তে কশ্চিদব্রবীৎ তচ্ছৃণ্বামেতি, অব্রবীন্মে জিত্বা শৈলিনির্বাণ্ বৈ ব্রহ্মেতি, যথা মাতৃমান্ পিতৃমানাচার্য্যবান্ ক্রয়াৎ, তথা তচ্ছৈলিনিরব্রবীদ্ বাগ্ধৈ ব্রহ্মেত্যবদতো । হি কিংশ্রাদ্ধি-দিতি, অব্রবীভূ তে তস্মায়তনং প্রতিষ্ঠাম্, ন মেহব্রবীদিত্যেক-পাদ্বা এতৎ সম্রাড্ভিতি, স বৈ নো ব্রহ্মি যাজ্ঞবল্ক্য ।

বাগেবায়তনমাকাশঃ প্রতিষ্ঠা প্রজ্ঞেত্যেনদুপাসীত । কা প্রজ্ঞতা যাজ্ঞবল্ক্য । বাগেব সম্রাড্ভিতি হোবাচ । বাচা বৈ সম্রাড্-বন্ধুঃ প্রজ্ঞায়ত ধায়েদো যজুর্বেদঃ সামবেদোহথর্কবাস্তিরস ইতি-হাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রান্যনুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানানীকৃৎ হতমাশিতং পায়িতময়ঞ্চ লোকঃ পরশ্চ লোকঃ সর্বাণি চ ভূতানি বাচৈব সম্রাট প্রজ্ঞায়ন্তে, বাগ্ধৈ সম্রাট পরমং ব্রহ্ম । নৈনং বাগ্জহাতি, সর্বাণ্যেনং ভূতান্ভুক্তিরন্তি, দেবো ভূত্বা দেবানপ্যেতি, য এবং বিদ্বানেতদুপাস্তে । হস্ত্যমভংসহস্রং

দদামীতি হোবাচ জনকো বৈদেহঃ । স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ পিতা
মেহমম্মত নাননুশিষ্য হরেতেতি ॥ ২৪২ ॥ ২ ॥

সরলার্থঃ ১—[যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ—হে সত্রাট্,] কশ্চিৎ (আচার্য্যঃ) তে
(তুভ্যং) যৎ অত্রবীৎ (উক্তবান্), তৎ [যস্মৎ] শৃণ্বাম (শ্রোতুমিচ্ছাম) ইতি ।
[জনক আহ] শৈলিনিঃ (শিলিনস্তাপত্যং পুমান্) জিত্বা (জিত্বাথ্য আচার্য্যঃ)
মে (মহ্যং) অত্রবীৎ (অকথয়ৎ)—বাক্ (বাগ্দ্বেষতা) বৈ (এব) ব্রহ্ম ইতি ।
[যাজ্ঞবল্ক্য আহ—যুক্তযুক্তমেতৎ] ; যথা মাতৃমান্ (অমুশাসনক্ষমা মাতা যস্তাস্তি,
সঃ), পিতৃমান্ (উপদেশপ্রদানোচিতঃ পিতা যস্তাস্তি, সঃ), আচার্য্যবান্ (উপ-
নয়নাৎ পরং সমাবর্তনপর্য্যন্তং উপদেষ্টা গুরুঃ যস্তাস্তি, সঃ এবংশিধ আচার্য্যঃ)
যথা ক্রমাৎ (উপদিশেৎ) [শিষ্যং], তথা শৈলিনিঃ তৎ অত্রবীৎ—বাক্ বৈ ব্রহ্ম
ইতি ; হি (যতঃ) অবদতঃ (বাগ্‌বিধুরস্ত মুকস্ত) কিং জ্ঞাৎ ? (ঐহিকং পারত্রিকং
বা ন কিমপীত্যর্থঃ) । তু (পুনঃ) [সঃ] তস্ত (বাগ্‌ব্রহ্মণঃ) আয়তনং প্রতিষ্ঠাৎ
(আশ্রয়ং) তে (তুভ্যং) অত্রবীৎ ? [জনক আহ—] [স আচার্য্যঃ] মে (মহ্যং) ন
অত্রবীৎ (আয়তনবিজ্ঞানং ন উপদেষ্টেবান্) ইতি । [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] হে
সত্রাট্, এতৎ (বাগ্‌ব্রহ্ম) একপাদ্ (পাদ ত্রয়শ্চামিত্যর্থঃ) বৈ (এব) । হে যাজ্ঞ-
বল্ক্য, সঃ [আচার্য্যত্বেন কল্পিতঃ ত্বং) নঃ (অস্মান্) ক্রহি (কথয়) [আয়তনমিতি
শেষঃ] । [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] বাক্ (বাগ্‌জিহ্মং) এব আয়তনং (শরীরম্),
আকাশঃ প্রতিষ্ঠা (ত্রৈকালিক আশ্রয়ঃ) ; এনং (এতৎ বাগ্‌ব্রহ্ম) ‘প্রজ্ঞা’ ইতি
(প্রজ্ঞারূপেণ) উপাসীত । [অস্ত বাগ্‌ব্রহ্মণঃ বাগ্‌জিহ্মং দ্বিতীয়ঃ পাদঃ, আকাশঃ
তৃতীয়ঃ পাদঃ, প্রজ্ঞা চ চতুর্থঃ পাদঃ ইতি ভাবঃ] । [জনকঃ পপ্রচ্ছ] হে যাজ্ঞ-
বল্ক্য, কা প্রজ্ঞতা ? (কিং প্রজ্ঞৈব প্রজ্ঞতা, উত প্রজ্ঞাতঃ অতিরিক্তঃ কশ্চিৎ
ধর্ম্মঃ ?) হে সত্রাট্, বাক্ এব [প্রজ্ঞতা] ইতি হ [যাজ্ঞবল্ক্যঃ উবাচ] । [কণম্ ?]
হে সত্রাট্ বৈ (যতঃ) বাচা বন্ধুঃ প্রজ্ঞায়তে (অয়ং মম বন্ধুরিতি বাচা এব পরি-
চীয়েতে ইত্যর্থঃ), তথা হে সত্রাট্, ঋগ্বেদঃ, যজুর্বেদঃ, সামবেদঃ, অথর্কস্বিরসঃ
(অথর্কবেদঃ), ইতিহাসঃ, পুরাণম্, বিদ্যা, উপনিষদঃ, শ্লোকাঃ, সূত্রাণি, অমুখ্যা-
খ্যানানি, ব্যাখ্যানানি, ইষ্টং, (যাগজনিতং ধর্ম্মজাতম্), হতং (হোমজং ধর্ম্ম-
জাতং), আশিতং (অন্ন-দানকৃতং), পান্নিতং (পানীয়দানকৃতং), অয়ং (বর্তমানঃ)
চ লোকঃ (জন্ম), পরঃ (ভবিষ্যন্) চ লোকঃ (জন্ম), [কিং বহনা,] সর্কানি চ ভূতানি
বাচা এব প্রজ্ঞায়ন্তে, [অতঃ] হে সত্রাট্, বাক্ বৈ (এব) পরমং ব্রহ্ম । যঃ (যঃ

কশ্চিৎ জনঃ) এবং বিদ্বান্ (জানন্ সন্) এতৎ (বাগ্ ব্রহ্ম) উপাস্তে, বাক্ এনং (বাগ্ ব্রহ্মবিদং) ন জহাতি ; সৰ্ব্বাণি ভূতানি এনং (বাগ্ ব্রহ্মবিদং) অভি (লক্ষ্যকৃত্য) ক্ষয়ন্তি (স্বং স্বমর্থম্ উপহরন্তি) ; ইহ (অস্মিন্নেব দেহে) দেবঃ ভূত্বা (দেবত্বং প্রাপ্য) দেবান্ অপোতি (দেহপাতোত্তরকালং চ দেবত্বম্ অভিলক্ষ্য স্পৃশতে ইত্যর্থঃ) । [এতৎ শ্রুত্বা] বৈদেহঃ জনকঃ উবাচ হ—[বিজ্ঞানমূল্যং] হৃদ্যবতং (হস্তিতুল্যঃ ঋষভঃ যত্র, তৎ তথাভূতং) সহস্রং (গোসহস্রং) [তুভ্যং] বদামি ইতি । [এবমুক্তঃ] সঃ যাজ্ঞবল্ক্যঃ উবাচ হ—শিষ্যান্ অননুশিষ্য (উপদেশেন কৃতার্থান্ অকৃত্বা) ন হরেত (কিঞ্চিদপি ন গৃহীয়াৎ) ইতি মে (মম) পিতা অমন্যত, মমাপি তথৈব (মতমিত্যভিপ্রায়ঃ) ইতি ॥২৪২॥২॥

মূলানুবাদ ১—[যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি বিদেহাধিপতি জনক মহারাজকে বলিলেন—] তোমার বহু আচার্য্য আছে ; তন্মধ্যে কোন এক আচার্য্য তোমাকে যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমি শুনিতে ইচ্ছা করি । [জনক বলিলেন,] শিলিনের পুত্র—শৈলিনি জিহ্বানাংক আচার্য্য আমাকে বলিয়াছিলেন—‘বাক্‌ই ব্রহ্ম’ । যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, একথা খুব সত্য ; উপযুক্ত পিতা, মাতা ও গুরুর নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত আচার্য্য যেরূপ উপদেশ দিয়া থাকেন, শৈলিনি জিহ্বাও তোমাকে ঠিক সেইরূপই উপদেশ দিয়াছেন—“বাগ্‌বৈ ব্রহ্ম” ইতি ; কেন না, যে লোক বাগ্‌বিহীন, তাহার কোন কার্য্য সম্পন্ন হয় ?—ঐহিক বা পারলৌকিক কোন কার্য্যই সম্পন্ন হয় না । কিন্তু তোমাকে সেই বাগ্‌ব্রহ্মের আয়তন (শরীর) ও প্রতিষ্ঠা (নিয়ত আশ্রয়) সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন কি ? [জনক বলিলেন,] না, তিনি আমাকে তাহা বলেন নাই । [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,] হে সন্তাট্‌, ইহা হইতেছে ব্রহ্মের একপাদ, অর্থাৎ একটি মাত্র অংশ ; [এখনও অপর তিনটি পাদ তোমার অবিজ্ঞাত রহিয়াছে] । [জনক বলিলেন,] হে যাজ্ঞবল্ক্য, তদ্বিষয়ে আপনার অভিজ্ঞতা আছে ; অতএব আপনিই আমাকে তাহা বলুন । [জনক বলিলেন,] বাগ্‌দ্রিয়ই ইহার আয়তন, এবং আকাশ ইহার প্রতিষ্ঠা ; ইহাকে ‘প্রজ্ঞা’ বলিয়া উপাসনা করিবে । [জনক জিজ্ঞাসা করিলেন—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, এই ‘প্রজ্ঞা’ কথার অর্থ কি ? প্রজ্ঞা অর্থ কি বাক্‌ ? না তাহার ধর্ম্ম ? [যাজ্ঞবল্ক্য

বলিলেন—] হে সম্রাট, বাক্‌ই, অর্থাৎ বাক্‌ই এখানে প্রজ্ঞাশব্দের অর্থ । কেন না, হে সম্রাট, বাক্‌দ্বারাই বন্ধুকে উত্তমরূপে জানা যায়, এবং ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, ইতিহাস, পুরাণ, বিদ্যা, উপনিষদ্ (বেদরস), শ্লোক, সূত্র, অনুব্যাখ্যান, ব্যাখ্যান, ইষ্ট (যজ্ঞ-জনিত ধর্ম), হোমজ ধর্ম, অন্নপানপ্রদানজনিত ধর্ম, ইহ জন্ম, পর জন্ম, এবং সমস্ত ভূতবর্গ এই বাক্যের সাহায্যেই জানিতে পারা যায় ; অতএব, হে সম্রাট, বাক্‌ই পরব্রহ্ম । যিনি এইরূপে বাগ্‌ব্রহ্মের উপাসনা করেন, বাক্‌ কখনও তাহাকে পরিত্যাগ করে না ; সমস্ত ভূতবর্গ ইহাকে উপহার প্রদান করে, এবং তিনি এই দেহেই দেবত্ব লাভ করিয়া দেহ-পাতের পর দেবতাতে মিলিয়া যান । বিদেহপতি জনক [একথা শুনিয়া] বলিলেন—আমি বিদ্যার মূল্যস্বরূপ হস্তিতুল্য বৃষভযুক্ত গোসহস্র তোমাকে প্রদান করিতেছি । যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—আমার পিতা মনে করিতেন—শিষ্যকে উপদেশ দ্বারা কৃতার্থ না করিয়া [তাহার নিকট হইতে কিছুই] গ্রহণ করিতে নাই, [আমারও তাহাই মত] ॥ ২৪২ ॥ ২ ॥

শাক্ষরভাষ্যম্ :—কিঞ্চ, যৎ তে তুভ্যং কশ্চিদববীৎ আচার্য্যঃ—অনেকা-চার্য্যসেবী হি ভবান্, তৎ শৃণ্বামেতি । ইতর আহ—অববীহুস্তবান্ মে মম আচার্য্যো জিত্বা নামতঃ শিলিনস্তাপত্যং শৈলিনিঃ—বাঐথ ব্রহ্মেতি বাগ্‌দেবতা ব্রহ্মেতি । আহেতরঃ—যথা মাতৃমান্ মাতা যস্ত বিদ্যতে পুত্রস্ত সমাগনুশাস্ত্রী অনু-শাসনকর্ত্তা, স মাতৃমান্ । অত উক্কং পিতা যস্তানুশাস্তা, স পিতৃমান্ । উপনয়নাদুর্দ্ধম্ আ সমাবর্ত্তনাদাচার্য্যঃ যস্তানুশাস্তা, স আচার্য্যবান্ ; এবং শুদ্ধিব্রহ্মহেতুসংযুক্তঃ স সাক্ষাদাচার্য্যঃ স্বয়ং ন কদাচিদপি প্রামাণ্যাদ্ ব্যভিচরতি ; স যথা ক্রমাৎ শিষ্যায়, তথাহনৌ জিত্বা শৈলিনিরুস্তবান্—বাঐথ ব্রহ্মেতি । অবদতো হি কিং শ্রাদ্ধিতি । ন হি মুকশ্চেহার্থমমুত্রার্থং বা কিংচন শ্রাৎ । ১

কিং তু অববীহুস্তবান্, তে তুভ্যং, তস্ত ব্রহ্মণ আয়তনং প্রতিষ্ঠাঞ্চ ? আয়তনং নাম শরীরম্ ; প্রতিষ্ঠা ত্রিষপি কালেষু য আশ্রয়ঃ । আহেতরঃ—ন মে অববী-দিত্তি । ইতর আহ—যদ্বৈবম্, একপাদ্ বৈ এতৎ—একঃ পাদো যস্ত ব্রহ্মণঃ, তদ্বি-দ্বৈবমেকপাদ্ ব্রহ্ম ত্রিভিঃ পাদৈঃ শূন্যম্ উপাশ্রয়মানমপি ন ফলায় ভবতীত্যর্থঃ । যদ্বৈবং স ত্বং বিদ্বান্ সন্ নঃ অস্বভ্যং ব্রহ্মি, হে যাজ্ঞবল্ক্যেতি । স চাহ—

বাগেব আয়তনং, বাগ্ দেবস্ত ব্রহ্মণো বাগেব করণম্ আয়তনং শরীরম্ ; আকাশঃ
অব্যাকৃতাখ্যঃ প্রতিষ্ঠা উৎপত্তি-স্থিতি-লয়কালেষু । প্রজ্ঞেত্যেনং উপাসীত—
প্রজ্ঞেতীরূপনিষদ ব্রহ্মণশ্চতুর্থঃ পাদঃ, প্রজ্ঞেতি কৃত্বা এনম্ ব্রহ্মোপাসীত । ২

ক। প্রজ্ঞতা যাজ্ঞবল্ক্য ? কিং স্বয়মেব প্রজ্ঞা ? উত প্রজ্ঞানিমিত্তা—যথা
আয়তনপ্রতিষ্ঠে ব্রহ্মণো ব্যতিরিক্তে, তৎ কিম্ ? ন ; কথং তর্হি ? বাগেব
সম্রাড্ভিতি হোবাচ ; বাগেব প্রজ্ঞেতি হ উবাচ উক্তবান্, ন ব্যতিরিক্তা প্রজ্ঞেতি ।
কথং পুনর্বাগেব প্রজ্ঞেতি ? উচ্যতে—বাচা বৈ সম্রাট্ বহুঃ প্রজ্ঞায়তে—
অগ্ন্যাকং বহুরিত্যুক্তে প্রজ্ঞায়তে বহুঃ ; তথা ঋগ্বেদাদি, ইষ্টং যাগনিমিত্তং ধর্ম্মজাতং,
হুতং হোমনিমিত্তকং, আশিতম্ অন্নদাননিমিত্তং, পান্নিতং পানদাননিমিত্তম্, অদ্বঞ্চ
লোকঃ ইদঞ্চ জন্ম, পরশ্চ লোকঃ প্রতিপত্তব্যঞ্চ জন্ম, সর্কানি চ ভূতানি বাট্চৈব
সম্রাট্, প্রজ্ঞায়ন্তে, অতো বাট্গৈ সম্রাট্, পরমং ব্রহ্ম । নৈনং যথোক্তব্রহ্মবিদং
বাগ্ জহাতি । সর্ক্যাণ্যেনং ভূতান্ত্তিক্রুরন্তি বলিদানাদিতিরহি । দেবো ভূত্বা পুনঃ
শরীরপাতোত্তরকালং দেবানপ্যেতি—অপিগচ্ছতি, য এবং বিদ্বানেতদুপাস্তে । ৩

বিদ্যা-নিষ্কর্ম্মার্থং হস্তিতুল্য ঋষভঃ—হস্ত্যবভো যস্মিন্ গোসহস্রে, তং হস্ত্যবভং
সহস্রং দদামীতি হোবাচ জনকো বৈদেহঃ । সঃ হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ—অনুশিষ্য
শিষ্যং কৃতার্থমকৃত্বা শিষ্যাং ধনং ন হরেতেতি মে মম পিতা অমন্তত ; মমাপ্যন্ন-
মেবাভিপ্রায়ঃ ॥২৪২॥২॥

টীকা । তত্র রাজানং প্রতি প্রহ্মমুখাপরতি—কিস্তিতি । কশ্চিদতি বিশেষণস্ত
তাৎপর্য্যমাহ—অনেকেতি । প্রামাণ্যমাপত্তম্ । যথোক্তার্থানুমোদনে যুক্তিমাহ—ন হীতি । ১

যথোক্তব্রহ্মবিদয়া কৃতকৃত্যং মহানং রাজানং প্রত্যাহ—কিস্তিতি । আয়তনপ্রতিষ্ঠায়োরেক-
ত্বাং পুনরুক্তিমাশঙ্ক্য বিভজ্যতে—আয়তনং নামেতি । একপাদত্বেপি ব্রহ্মণস্তদুপাসনাদিষ্টে-
সিদ্ধিরিতি চেত্তেত্যাহ—ত্রিতিরিতি । ক্রহি প্রতিষ্ঠায়ায়তনং চেতি শেষঃ । ২

প্রহ্মমেব বিবৃণোতি—কিং স্বয়মেবেতি । প্রজ্ঞা নিমিত্তং যন্তা বাচঃ সা তথা । দ্বিতীয়পক্ষং
বিশদয়তি—যথেনিতি । ব্যতিরেকপক্ষং নিষেধতি—নেতি । আকাঙ্ক্ষাপূর্ব্বকং পক্ষান্তরং
গৃহ্ণাতি—কথং তর্হীতি । বলিদানমুপহারসমর্পণম্ । আদিশকেন প্রক্চন্দনবস্ত্রালঙ্কারাদিগ্রহঃ ।
বিদ্যানিষ্কর্ম্মার্থমুবাচেতি সঙ্কঃ । পিতুরেতন্মতমন্ত, তব কিমায়াতং, তদাহ—মমাপীতি ॥২৪২॥২॥

ভাষ্যানুবাদ :—হে মহারাজ, তুমি অনেক আচার্য্যের সেবা করিয়াছ ;
তন্মধ্যে কোন এক আচার্য্য তোমাকে যাহা বলিয়াছেন, উপদেশ দিয়াছেন,
আমরা তাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি । অপরে (জনক) বলিলেন—শৈলিনি—
শিলিনের পুত্র জিহ্বানাথক আচার্য্য আমাকে বলিয়াছেন—‘বাগ্ বৈ ব্রহ্ম’ অর্থাৎ
বাগ্ দেবতাই ব্রহ্ম ইতি । অপরে বলিলেন—মাতৃমান্—যে পুত্রের যথা-

যথভাবে অনুশাসনসমর্থ। মাতা বিদ্বমান থাকে, তিনি মাতৃমান্; তাহার পর, পিতা যাহাকে শাসন করেন, তিনি পিতৃমান্; অতঃপর উপনয়ন হইতে আরম্ভ করিয়া সমাবর্তনকালপর্য্যন্ত আচার্য্য যাহার অনুশাসন করিয়া থাকেন, তিনি আচার্য্যবান্ । যে আচার্য্য, এবংবিধ ত্রিপ্রকার শুদ্ধিসম্বিত, তিনি নিজে কখনই সাক্ষাৎসম্বন্ধে অপ্রামাণ্যভাবী বা অনাপ্তপদ-বাচ্য হইতে পারেন না । ঐরূপ প্রমাণ-ভূত আচার্য্য শিষ্যকে যেরূপ উপদেশ দিয়া থাকেন, এই জিজ্ঞাসামক শৈলিনি আচার্য্যও তোমাকে ঠিক সেইরূপই যথার্থ উপদেশ দিয়াছেন যে, বাগ্ বৈ ব্রহ্মেতি ; কেন না, যে ব্যক্তি বলিতে পারে না—যুক, তাহার কি হয়?—যুক ব্যক্তির ঐহিক বা পারলৌকিক কোন কার্য্যই নিষ্ফল হয় না । [অতএব তিনি ঠিক উপদেশই দিয়াছেন] ১

কিন্তু তিনি কি তোমাকে উহার আয়তন ও প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছেন? আয়তন অর্থ—শরীর; আর প্রতিষ্ঠা অর্থ—যাহা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান, এই কালত্রয়স্থায়ী আশ্রয় । জনক বলিলেন—না, আমাকে তিনি তাহা বলেন নাই । যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, যদি এইরূপই হইয়া থাকে, তাহা হইলে [জানিবে যে,] ইহা একপাদ ব্রহ্ম—অর্থাৎ চতুস্পাদ ব্রহ্মের ইহা একটি পাদ মাত্র; অবশিষ্ট পাদত্রয় এখনও তোমার অবিজ্ঞাত রহিয়াছে; স্মতরাং পাদত্রয়হীন একপাদ মাত্র বাকুব্রহ্মের উপাসনা করিলেও সম্যক্ ফলের সম্ভাবনা নাই । [জনক বলিলেন,] হে যাজ্ঞবল্ক্য, যদি এরূপই হয়, তাহা হইলে, তুমি যখন জ্ঞান, তখন তুমিই তাহা আমাকে বল । যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, বাকুই ইহার আয়তন, অর্থাৎ বাগিন্দ্রিয়ই বাকুদেবতা ব্রহ্মের আয়তন—শরীর; এবং অব্যাকৃত আকাশ (১) তাহার প্রতিষ্ঠা—উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়, এই কালত্রয়ব্যাপী আশ্রয়; ‘প্রজ্ঞা’ এই উপনিষদটি হইতেছে ব্রহ্মের চতুর্থ পাদ; অতএব ‘প্রজ্ঞা’ বলিয়াই এই ব্রহ্মের উপাসনা করিবে । ২

[জনক জিজ্ঞাসা করিলেন,] হে যাজ্ঞবল্ক্য, প্রজ্ঞতা কি? অর্থাৎ এখানে প্রজ্ঞা অর্থ কি প্রজ্ঞাই? অথবা প্রজ্ঞাজনিত অন্ত কিছু? যেমন আয়তন ও

(১) তাৎপর্য্য—অব্যাকৃত অর্থ—অপকীকৃত । প্রথম আকাশাদি পঞ্চভূত অবিমিশ্রিত—বিশুদ্ধভাবে উৎপন্ন হয়, সেই অবস্থায় উহাদিগকে অব্যাকৃত বলা হয় । আকাশাদি ভূতসমূহ পরে পরস্পরের সহিত সন্মিশ্রিত (পকীকৃত) হয় । পকীকৃত ভূতসমূহই লোকের ব্যবহারে আইসে ।

প্রতিষ্ঠা ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ, ইহাও কি সেইরূপই স্বতন্ত্র কোন পদার্থ ? [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] না, তাহা নহে ; তবে কি ? হে সত্ৰাট্, উহা বাকুই, প্রজ্ঞা বাকের অতিরিক্ত নহে । ভাল, বাক্যকেই প্রজ্ঞা বলা হইতেছে কিরূপে ? হে সত্ৰাট্, যে হেতু বাক্য দ্বারাই বন্ধুকে জানা যায়—‘ইনি আমাদের বন্ধু’ বলিলে, তাহাকে বন্ধু বলিয়া জানিতে পারা যায় । সেইরূপ, ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, ইষ্ট—বাগলক্ ধর্মসমূহ, হত—হোমোৎপন্ন ধর্মসমূহ, অশিত (অন্ন-দানোৎপন্ন ধর্ম), পারিত পেয়জব্য প্রদানজনিত ধর্ম, ইহ জন্ম, পরজন্ম এবং সমস্ত ভূত, এই বাক্যের সাহায্যেই জানা যায় । হে সত্ৰাট্, অতএব বাকুই ব্রহ্ম । যিনি এই তত্ত্ব জানিয়া বাগ্‌ব্রহ্মের উপাসনা করেন, বাক্য কখনও সেই বাগ্‌ ব্রহ্মবিদ্ পুরুষকে পরিত্যাগ করে না, এবং সমস্ত ভূতবর্গ ইহাকে উপহার প্রদান করে । তিনি এই শরীরেই দেবত্ব লাভ করেন, এবং দেহপাতের পর দেবতাতে মিলিত হন । ৩

বিদেহাধিপতি জনক বলিলেন—আমি এই বিজ্ঞার মূল্যস্বরূপ হস্তিতুল্য রুম্বুক্ত সৎস গো তোমাকে প্রদান করিতেছি । তদন্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, আমার পিতা মনে করিতেন যে, শিষ্যকে উপদেশ না দিয়া অর্থাৎ শিষ্যকে কৃতার্থ না করিয়া, তাহার নিকট হইতে ধন গ্রহণ করিবে না । অভিপ্রায় এই যে, আমার পিতার যাহা অভিমত, আমারও তাহাই মত ॥২৪২॥২॥

যদেব তে কশ্চিদব্রবীৎ তচ্ছৃণ্বামেতি, অব্রবীন্ম উদঙ্কঃ শৌল্বায়নঃ প্রাণো বৈ ব্রহ্মেতি, যথা মাতৃমান্ পিতৃমানাচার্য্যবান্ ক্রয়াৎ তথা তচ্ছৌল্বায়নোহব্রবীৎ—প্রাণো বৈ ব্রহ্মেতি, অপ্রাণতো হি কিং স্তাদিতি, অব্রবীত্তু তে তস্মায়তনং প্রতিষ্ঠাম্ ? ন মেহব্রবীদিতি, একপাদা এতৎ সত্ৰাড্ভিতি, স বৈ নো ক্রহি যাজ্ঞবল্ক্য । প্রাণ এবায়তনমাকাশঃ প্রতিষ্ঠা প্রিয়মিত্যেনদুপাসীত, কা প্রিয়তা যাজ্ঞবল্ক্য, প্রাণ এব সত্ৰাড্ভিতি হোবাচ, প্রাণস্য বৈ সত্ৰাট্ কামায়াযাজ্যং যাজয়ত্যপ্রতিগৃহস্য প্রতিগৃহ্নাত্যপি, তত্র বধাশঙ্কং ভবতি, যাং দিশমেতি প্রাণশ্চৈব সত্ৰাট্ কামায়, প্রাণো বৈ সত্ৰাট্ পরমং ব্রহ্ম । নৈনং প্রাণো জহাতি, সর্ব্বাণ্যেনং ভূতান্যভিষ্করন্তি, দেবো ভূত্বা দেবানপ্যেতি, য এবং বিদ্বানেতদুপাস্তে ;

হস্ত্যযভঃ সহস্রং দদামীতি হোবাচ জনকো বৈদেহঃ, স হোবাচ
যাজ্ঞবল্ক্যঃ পিতা মেহমম্মত নাননুশিষ্য হরেতেতি ॥ ২৪৩ ॥ ৩ ॥

সম্বলার্থঃ :—[যাজ্ঞবল্ক্যঃ পুনরাহ—হে সত্রাট্,] কশ্চিৎ (আচার্য্যঃ)
যৎ এব (তত্) তে (তুভ্যম্) অববীৎ ; তৎ শৃণ্বাম ইতি । [জনক আহ—]
শৌভায়নঃ (শুভশ্রাপত্যং পুমান্) উদকঃ (তন্মামকঃ আচার্য্যঃ) মে (মহ্যৎ) অববীৎ
—প্রাণঃ বৈ ব্রহ্ম-ইতি । [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] মাতৃমান্ পিতৃমান্ আচার্য্যবান্
(ঈদৃশগুণসম্পন্ন আচার্য্যঃ) যথা ক্রয়াৎ (কথয়েৎ), শৌভায়নঃ তথা তৎ অববীৎ—
প্রাণঃ ব্রহ্মেতি । [যুক্তকৈতৎ]—হি (যস্মাৎ) অপ্রাণতঃ (প্রাণব্যাপারমকুর্কতঃ
প্রাণরহিতস্ত) কিং শ্রাৎ ? (ন কিমপীত্যর্থঃ) । হে সত্রাট্, তু (পুনঃ) তস্ত
আয়তনং প্রতিষ্ঠাৎ চ তে (তুভ্যম্) অববীৎ ? [আচার্য্যঃ] । [জনক আহ—]
মে (মহ্যৎ) ন অববীৎ ইতি । [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] হে সত্রাট্, একপাদ্ বৈ
এতৎ (পাদত্রয়রহিতং পাদমাত্রং ব্রহ্মণ এতদিত্যর্থঃ) । [জনক আহ—]
হে যাজ্ঞবল্ক্য, স বৈ নঃ ক্রহি [ইতি] । [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] প্রাণ এব আয়তনং,
আকাশঃ প্রতিষ্ঠা (আশ্রয়ঃ), প্রিয়মিতি এনং (প্রাণব্রহ্ম) উপাসীত । [জনক
আহ—] প্রিয়তা কা ? হে সত্রাট্, প্রাণ এব ইতি হ যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ ; হে সত্রাট্,
প্রাণস্ত কামায় (প্রাণতৃপ্ত্যর্থং) বৈ অবাজ্যং (যাজ্ঞনানর্হং যাজয়তি), অপ্রতিগৃহ্যস্ত
(যস্মাৎ প্রতিগ্রহো ন কর্তব্যঃ, তস্মাদপি) প্রতিগৃহ্নাতি (দ্রব্যাদিকং স্বীক-
রোতি) ; তথা প্রাণশ্চৈব কামায় (তৃপ্তয়ে) যাং দিশং এতি (গচ্ছতি), তত্র
(তস্তাং দিশি) বধাশঙ্কং (বধাশঙ্কা—মরণ-ভ্রাসঃ) ভবতি ; [অতঃ] হে সত্রাট্,
প্রাণঃ বৈ পরমং ব্রহ্ম । যঃ এবং বিদ্বান্ (জ্ঞানন্ সন্) এতৎ (প্রাণব্রহ্ম)
উপাস্তে ; এনং (উপাসকং) প্রাণঃ ন জহাতি (অস্ত্র অকালমৃত্যুর্ন ভবতি) ;
সর্কানি ভূতানি এনং অভিক্ষরন্তি (উপহরন্তি) ; দেবঃ ভূত্বা দেবান্ অপ্যেতি ।
বৈদেহঃ জনক উবাচ হ—[বিদ্যানিষ্কর্য্যার্থং] হস্ত্যযভং সহস্রং দদামি ইতি ।
যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ হ—শিষ্যং অননুশিষ্য [শিষ্যাং] ন হরেত ইতি মে পিতা
অমম্মত ; [যমাপি তদেব মতমিতি ভাবঃ] ॥২৪৩॥৩

মূলানুবাদঃ :—[পুনশ্চ যাজ্ঞবল্ক্য জনককে জিজ্ঞাসা করি-
লেন—] অপর কোন আচার্য্য তোমাকে যাহা বলিয়াছেন, তাহা শুনিতে
ইচ্ছা করি । [জনক বলিলেন—] উদকনামক শৌভায়ন—শুভ্রের পুত্র
আমাকে বলিয়াছেন যে, প্রাণই ব্রহ্ম । [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] মাতৃমান্

পিতৃমান্ ও আচার্যোপদিষ্ট আচার্য্য যেরূপ বলিয়া থাকেন, শৌল্যায়ন উদকও তোমাকে ঠিক সেইরূপই প্রাণব্রহ্মের উপদেশ দিয়াছেন ; কেন না, যে ব্যক্তি প্রাণহীন, তাহার ঐহিক বা পারলৌকিক কোন কার্যই নিষ্পন্ন হয় না । কিন্তু হে সম্রাট, তোমাকে সেই প্রাণব্রহ্মের আয়তন (শরীর) ও আশ্রয়ের উপদেশ দিয়াছেন কি ? [জনক বলিলেন—] না, তাহা আমাকে বলেন নাই ; আপনি যখন জানেন, তখন আপনিই আমাকে তাহা বলুন । [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] প্রাণ ইহার আয়তন, আকাশ ইহার প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়, ইহাকে ‘প্রিয়’ বলিয়া উপাসনা করিবে । [জনক জিজ্ঞাসা করিলেন—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, এই প্রিয়তা কি ? [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] হে সম্রাট, প্রাণই প্রিয়তা, (তদতিরিক্ত কিছু নহে) ; কেননা, লোকে এই প্রাণের পরিতৃপ্তিসাধনের জগুই অযাজ্য-যাজন করে, অপ্রতিগ্রাহ লোকের নিকট প্রতিগ্রহ করে, এবং যেদিকে যায়, সেই দিকেই আপনার বধাশঙ্কা করে,—এ সমস্তই প্রাণের প্রিয়তার ফল ; অতএব, হে সম্রাট, প্রাণই পরমব্রহ্ম । যে লোক এই প্রকারে প্রাণব্রহ্ম অবগত হইয়া উপাসনা করে, প্রাণ কখনই [অসময়ে] তাহাকে ত্যাগ করে না ; এবং সমস্ত ভূত ইহাকে উপহার প্রদান করে ; সে ব্যক্তি এই দেহেই দেবত্ব লাভ করে, এবং দেহপাতের পর সেই দেবতাকে প্রাপ্ত হয় । বিদেহাধিপতি জনক বলিলেন, আমি তোমাকে হস্তিতুল্য বৃষসমন্বিত সহস্র গো দান করিতেছি । যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—আমার পিতার অভিমত এই যে, শিষ্যকে কৃতার্থ না করিয়া তাহার নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করিবে না ; [আমারও তাহাই মত] ॥২৪৩॥৩॥

শাক্তব্রাহ্মণম্ ।—যদেব তে কশ্চিদব্রবীৎ—উদকো নামতঃ, গুবস্তা-
পত্যং শৌল্যায়নোহব্রবীৎ—প্রাণো বৈ ব্রহ্মেতি, প্রাণো বায়ুর্দেবতা, পূর্ববৎ ।
প্রাণ এবায়তনমাকাশঃ প্রতিষ্ঠা ; উপনিষদ্—প্রিয়মিত্যেনহুপাসীত । কথং পুনঃ
প্রিয়ত্বম্ ? প্রাণস্ত বৈ, হে সম্রাট, কামায় প্রাণস্তার্থায় অযাজ্যং যাজয়তি পতি-
তাদিকমপি ; অপ্রতিগ্রহস্তাপ্যগ্রাধেঃ প্রতিগ্রহাত্যপি ; তত্র তস্তাং দ্বিধি বধ-
নিমিত্তমশঙ্কং বধাশঙ্কা ইত্যর্থঃ, যাং দিশমেতি তদ্বরাড্যাকীর্ণাক, তস্তাং দ্বিধি

বধাশঙ্কা ; তচ্চৈতৎ সৰ্বং প্রাণস্ত প্রিয়ত্বে ভবতি, প্রাণশ্চৈব সত্রাট্ কামায় ।
তস্মাৎ প্রাণো বৈ সত্রাট্, পরমং ব্রহ্ম, নৈনং প্রাণো জহাতি । সমান-
মন্ত্ৰং ॥২৪৩॥৩॥

টীকা । যথা বাগ্নিদেবতা, তদ্বদিত্যাহ—পূৰ্ব্ববদিতি । প্রাণ এবায়তনমিত্যত্র প্রাণশব্দঃ
করণবিষয়ঃ । পতিতাদিকমিত্যাदिपदमकुलोनग्रहार्थम् । উগ্রো জাতিবিশেষঃ । আদিশব্দেন
শ্রেষ্ঠগণো গৃহ্যতে ॥২৪৩॥৩॥

ভাষ্যানুবাদ :—“যদেব তে কশ্চিদ্ অত্রবীৎ” [ইত্যাদি প্রশ্ন ; তদন্তরে
জনক বলিলেন—] উদ্বন্ধনামক শৌবায়ন (শুবের পুত্র) বলিয়াছেন,—প্রাণই
ব্রহ্ম । পূর্বের জ্ঞায় এখানেও প্রাণ অর্থ—বায়ু দেবতা । প্রাণ তাহার আয়তন
(শরীর), আকাশ তাহার প্রতিষ্ঠা (আগ্রয়) ; ‘প্রিয়’ তাহার উপনিষদ্—রহস্য
নাম ; ‘প্রিয়’ বলিয়াই ইহার উপাসনা করিবে ।

প্রাণের প্রিয়ত্ব কিরূপে ? হে সত্রাট্, যেহেতু প্রাণের কামনায় অর্থাৎ
প্রাণের তৃপ্তির জন্য লোকে অযাজ্য পতিতাদিরও যাজন করে ; যাহাদের নিকট
প্রতিগ্রহ—দানগ্রহণ করিতে নাই, সেই উগ্র প্রভৃতি জাতির (১) নিকট হইতেও
প্রতিগ্রহ করিয়া থাকে ; এবং তন্ময় ও দৃশ্যপ্রভৃতিতে পরিপূর্ণ যে কোন
দিকে গমন করে, সেই দিকেই আপনার বধাশঙ্কা করিয়া থাকে, অর্থাৎ
অনিষ্টপাতের সম্ভাবনা করিয়া থাকে । হে সত্রাট্, প্রাণই পরম ব্রহ্ম ;
প্রাণ কখনই তাহাকে [অকালে] ত্যাগ করে না । অত্যাংশের ব্যাখ্যা পূর্ব
শ্রুতির অনুরূপ ॥২৪৩॥৩॥

যদেব তে কশ্চিদত্রবীৎ তচ্ছৃণ্বামেতি, অত্রবীন্মে বকুর্ব্বাঞ্চ-
শ্চক্ষুর্বে ব্রহ্মেতি, যথা মাতৃমান্ পিতৃমানাচার্য্যবান্ ক্রয়াৎ, তথা
তদ্বাষণোহত্রবীচ্চক্ষুর্বে ব্রহ্মেতি, অপশ্যতো হি কিংস্তাদিতি, অত্র-
বীৎ তু তে তস্মায়তনং প্রতিষ্ঠাং, ন মেহত্রবীদিতি, একপাদ্বা এতৎ

(১) জাৎপথ্য—উগ্র মিশ্রজাতিবিশেষ । মনু বলিয়াছেন—“কত্রিয়াং শূদ্রকস্তায়াঃ
কুরাচারবিহারবান্ । কত্র-শূদ্রবপুজন্তকত্রো নাম প্রজায়তে ।” (১০ম অঃ, ১ম শ্লোক)
কুম্ভকট ইহার ব্যাখ্যায়, ‘শূদ্রকস্তায়াঃ উচ্যমান্’ বলিয়াছেন ; হতরাং ইহার মতে উগ্রজাতি
অপ্রতিগ্রাহ্য না হওয়াই উচিত, কিন্তু মেধাতিথি ব্যাখ্যাভাগে ওরূপ কোন কথা বলেন নাই ;
বরং বলেন ‘কস্তা’ শব্দের প্রয়োগ থাকায় অবিবাহিতা অর্থই বুঝা যায় ; এরূপ হইলে,
জাতিবিশেষের ‘অপ্রতিগ্রাহ্যতাপি উগ্রাদেঃ’ কথা হ্রস্বত হয় ।

সম্রাডিতি, স বৈ নো ক্রহি যাজ্ঞবল্ক্য, চক্ষুরেবায়তনমাকাশঃ
প্রতিষ্ঠা সত্যমিত্যেনদুপাসীত, কা সত্যতা যাজ্ঞবল্ক্য, চক্ষুরেব
সম্রাডিতি হোবাচ, চক্ষুযা বৈ সম্রাট্ পশ্যন্তমাহরদ্রাক্ষীরিতি, স
আহাদ্রাক্ষমিতি, তৎ সত্যং ভবতি, চক্ষুর্বৈ সম্রাট্ পরমং ব্রহ্ম ;
নৈনং চক্ষুর্জহাতি সর্বাণ্যেনং ভূতান্ভিক্ষরন্তি দেবো ভূত্বা
দেবানপ্যেতি য এবং বিদ্বানেতদুপাস্তে । হস্ত্যযভৎ সহস্রং
দদামীতি হোবাচ জনকো বৈদেহঃ । স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ
পিতা মেহমন্তত নাননুশিষ্য হরেতেতি ॥ ২৪৪ ॥ ৪ ॥

সম্বলার্থঃ ১—[যাজ্ঞবল্ক্যঃ পুনরপি জনকমাহ—] কশ্চিৎ (আচার্য্যঃ)
তে (ভূভ্যং) যৎ এব অববীৎ, তৎ শৃণ্বাম ইতি । [জনক আহ—] বাক্যঃ
(বৃক্ষস্ত অপত্যং) বকুঃ মে অববীৎ—চক্ষুঃ বৈ ব্রহ্ম—ইতি । (যুক্তযুক্তমেতৎ—)
মাতৃমান্ পিতৃমান্ আচার্য্যবান্ [আচার্য্যঃ] যথা ক্রয়াৎ, তথা বকুঃ তৎ অববীৎ
—চক্ষুঃ বৈ ব্রহ্ম ইতি । হি (যতঃ) অপশ্রুতঃ (দর্শনশক্তিবিহীনশ্চ) কিং শ্রাৎ ?
(ন কিমপীত্যর্থঃ) ইতি । [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] তত্ত্ব (চক্ষুর্ব্রহ্মণঃ) আয়তনং
প্রতিষ্ঠাৎ চ তে (ভূভ্যং) অববীৎ [আচার্য্যঃ] ? [জনক আহ—] মে (মহ্যং) ন
অববীৎ—ইতি । [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] হে সম্রাট্, এতৎ (চক্ষুর্ব্রহ্ম) বৈ একপাৎ
(পাদত্রয়হীনং ব্রহ্মেত্যর্থঃ) । [জনক আহ—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, সঃ (তদ্বিজ্ঞানবান্
ত্বং) নঃ (অশ্বান্) ক্রহি । [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] চক্ষুঃ এব আয়তনং, আকাশঃ
প্রতিষ্ঠা, সত্যম্ ইতি (সত্যনাম্না) এনং (চক্ষুর্ব্রহ্ম) উপাসীত । [জনক আহ—]
হে যাজ্ঞবল্ক্য, কা সত্যতা ? [যাজ্ঞবল্ক্যঃ উবাচ]—হে সম্রাট্, চক্ষুঃ এব ইতি ।
হে সম্রাট্, চক্ষুযা পশ্যন্তং বৈ আহঃ—[ত্বম্] অদ্রাক্ষীঃ ? (দৃষ্টবান্ অসি কিম্ ?)
ইতি ; সঃ (দ্রষ্টা) আহ (কথয়তি)—অদ্রাক্ষম্ (দৃষ্টবান্ অস্মি) ইতি ; তৎ
(তদ্রূপং) সত্যং (অব্যভিচারি) ভবতি ; [অতঃ] হে সম্রাট্, চক্ষুঃ বৈ পরমং
ব্রহ্ম ইতি । য এবং বিদ্বান্ (জানন্) 'এতৎ (চক্ষুর্ব্রহ্ম) উপাস্তে, চক্ষুঃ এনং ন
জহাতি ; সর্বাণি ভূতানি এনং অভিক্ষরন্তি ; তথা দেবঃ ভূত্বা দেবান্ অপ্যেতি ।
বৈদেহঃ জনকঃ উবাচ হ—হস্ত্যযভৎ সহস্রং দদামীতি । [তৎ শ্রব্ণা] সঃ
যাজ্ঞবল্ক্যঃ উবাচ হ—অননুশিষ্য হরেত—ইতি মে পিতা অমন্তত ইত্যাদি
পূর্ববৎ ॥ ২৪৪ ॥ ৪ ॥

মুনানুবাদ ১— [যাজ্ঞবল্ক্য জনককে জিজ্ঞাসা করিলেন—] অপর কোন আচার্য্য তোমাকে যাহা উপদেশ দিয়াছেন, তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি । [জনক বলিলেন—] বৃষ্ণের পুত্র বকু আমাকে বলিয়াছেন যে, ‘চক্ষুঃ বৈ ব্রহ্ম’ (চক্ষু হইতেছে ব্রহ্ম) ইতি । [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] তিনি ঠিক বলিয়াছেন ; মাতা পিতা ও গুরুর নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত আচার্য্য যেরূপ বলিয়া থাকেন, বাষ্কও ঠিক সেইরূপই তোমাকে বলিয়াছেন—‘চক্ষুঃ বৈ ব্রহ্ম’ ইতি ; কেন না, যে লোক দেখিতে পায় না—চক্ষুহীন, তাহার কোন্ কার্য সাধিত হয় ? (কোন কার্যই নহে), কিন্তু [জিজ্ঞাসা করি, তিনি] তোমাকে উহার আয়তন (শরীর) ও প্রতিষ্ঠা (আশ্রয়) বলিয়াছেন কি ? [জনক বলিলেন—] না—তিনি আমাকে তাহা বলেন নাই । [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] হে সম্রাট, ইহা ব্রহ্মের এক পাদ বা একাংশ মাত্র, (এখনও অপর তিন পাদ অবিজ্ঞাত রহিয়াছে) । [জনক বলিলেন,] হে যাজ্ঞবল্ক্য, তুমি যখন তাহা জান, তখন তুমিই আমাকে তাহা বল । [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] চক্ষু ইহার আয়তন, আকাশ ইহার প্রতিষ্ঠা, ‘সত্য’ ইহার রহস্য নাম ; অতএব সত্য বলিয়াই ইহার উপাসনা করিবে । [জনক জিজ্ঞাসা করিলেন—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, এই সত্যতা কাহাকে বলে ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, হে সম্রাট, উহা চক্ষুই (তদতিরিক্ত কিছু নহে) ; কেন না, হে সম্রাট, যে ব্যক্তি চক্ষু দ্বারা দর্শন করিতে সমর্থ, তাহাকে লোকে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে যে, তুমি দেখিয়াছ কি ? সে ব্যক্তি তদন্তরে বলিয়া থাকে যে, হাঁ, আমি দেখিয়াছি । তাহার সে কথা সত্য বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে ; অতএব হে সম্রাট, চক্ষুই পরম ব্রহ্ম । যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া চক্ষু-ব্রহ্মের উপাসনা করে, চক্ষু কখনও তাহাকে ত্যাগ করে না ; এবং সমস্ত ভূতই তাহাকে উপহার প্রদান করে, এবং তিনি এই দেহেই দেবত্ব লাভ করিয়া দেহপাতের পর দেবতার সাযুজ্য লাভ করেন । [এ কথার পর] বিদেহ-পতি জনক বলিলেন—হে যাজ্ঞবল্ক্য, আমি তোমাকে হস্তিতুল্য বৃষভযুক্ত-সহস্র গো প্রদান করিতেছি । [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,] আমার পিতা

মনে করিতেন যে, শিষ্যকে উপদেশ দ্বারা কৃতার্থ না করিয়া, তাহার নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করিবে না ; (আমারও তাহাই ইচ্ছা) ॥ ২৪৪ ॥ ৪ ॥

শাক্তব্রাহ্মণম্ ।—যদেব তে কশ্চিৎ বকুঁরিত্তি নামতঃ বৃক্ষপাত্যং বাক্যঃ অত্রবীৎ চক্ষুর্বে ব্রহ্মেতি, আদিত্যো দেবতা চক্ষুর্বি । উপনিষৎ—সত্যম্ । যস্মাৎ শ্রোত্রেণ শ্রুতমনৃতমপি শ্রাস্তু চক্ষুষা দৃষ্টম্ । তস্মাদৈব সত্ৰাট্, পশুস্তমাহঃ—অদ্রাক্ষীত্বং হস্তিনমিতি, স চেৎ অদ্রাক্ষমিত্যাহ, তৎ সত্যমেব ভবতি । যন্তন্তো ক্রমাৎ—অহমশ্রৌষমিতি, তদ্যভিচরতি । যত্ চক্ষুষা দৃষ্টম্, তদব্যভিচারিত্বাৎ সত্যমেব ভবতি ॥২৪৪॥৪॥

টীকা । চক্ষুর্ব্রহ্মণঃ সত্যত্বং সাধয়তি—যস্মাদিতি । উক্তমেবোপপাদয়তি—যদ্বিতি ॥২৪৪॥৪॥

ভাষ্যানুবাদ ।—“যদেব তে কশ্চিৎ” ইত্যাদি । বকুঁ নামক, বৃক্ষের পত্র—বাক্য । ‘চক্ষুই ব্রহ্ম’ একথার অর্থ এই যে, চক্ষুর অধিদেবতা সূর্য্যঃ । তাহার উপনিষৎ (গোপনীয় নাম হইতেছে)—সত্য ; বেহেতু শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা যাহা শ্রবণ করা হয়, তাহা অসত্যও হইতে পারে, কিন্তু চক্ষু দ্বারা দৃষ্ট বস্তু সেরূপ হয় না ; সেই হেতু, হে সত্ৰাট্, চক্ষু দ্বারা দর্শনকারীকে লক্ষ্য করিয়া লোকে বলিয়া থাকে যে, তুমি হস্তী দেখিয়াছ ? সে যদি বলে হাঁ, আমি দেখিয়াছি ; তাহা হইলে, উহা সত্যই হইয়া থাকে ; কিন্তু অন্তে যদি বলে, আমি হস্তীর কথা শুনিয়াছি মাত্র, (কিন্তু কখনও দেখি নাই), তাহা হইলে, সে কথা অন্যথা হইতে পারে ; কিন্তু যাহা চক্ষু দ্বারা দৃষ্ট হয়, তাহার কখনই অন্যথা হয় না, (সত্যই হয়) ॥২৪৪॥৪॥

যদেব তে কশ্চিদত্রবীৎ তচ্ছৃণ্বামেতি, অত্রবীন্মে গর্দভীবিপীতো ভারদ্বাজঃ শ্রোত্রং বৈ ব্রহ্মেতি, যথা মাতৃমান্ পিতৃমানাচার্য্যবান্ ক্রয়াৎ তথা তদ্বারদ্বাজোহত্রবীচ্ছোত্রং বৈ ব্রহ্মেত্যশৃণ্বতো হি কিং শ্রাদিতি, অত্রবীত্তু তে তস্মায়তনং প্রতিষ্ঠাম্, ন মেহত্রবীদিত্যেকপাদ্বা এতৎ সত্ৰাড্ভিতি, স বৈ নো ক্রহি যাজ্ঞবল্ক্য, শ্রোত্রমেবায়তনমাকাশঃ প্রতিষ্ঠাহনন্ত ইত্যেনদুপাসীত । কাহনন্ততা যাজ্ঞবল্ক্য, দিশ এব সত্ৰাড্ভিতি হোবাচ, তস্মাদৈব সত্ৰাডপি যাং কাঞ্চ দিশং গচ্ছতি, নৈবাস্মা অন্তঃ গচ্ছত্যনন্তা হি দিশো দিশো বৈ সত্ৰাট্ শ্রোত্রং শ্রোত্রং বৈ সত্ৰাট্ পরমং ব্রহ্ম, নৈনং শ্রোত্রং জহাতি সর্ব্বাণ্যেনং ভূতান্ভিক্ষরন্তি দেবো ভূত্বা দেবানপ্যেতি,

য এবং বিদ্বানেতদুপাস্তে । হস্ত্যযন্তং সহস্রং দদামীতি হোবাচ জনকো বৈদেহঃ, সহোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ পিতা মেহমন্তত নাননুশিষ্যঃ হরেতেতি ॥২৪৫॥৫॥

সম্বলার্থঃ ১—[যাজ্ঞবল্ক্যঃ পুনরপি জনকং প্রত্যাহ—] যদেব তে কশ্চিৎ (আচার্য্যঃ) অত্রবীৎ, তৎ শৃণ্বাম ইতি পূর্ব্ববৎ । [জনক আহ—] গর্দভীবিপীতঃ ভারদ্বাজঃ (ভারদ্বাজস্তাপত্যং) মে অত্রবীৎ—শ্রোত্রং (শ্রবণেন্দ্রিয়ং) বৈ ব্রহ্ম ইতি । যথা মাতৃমান্ পিতৃমান্ আচার্য্যবান্ ক্রমাৎ, তথা তৎ অত্রবীৎ—শ্রোত্রং বৈ ব্রহ্ম ইতি ; হি (যস্মাৎ) অশৃণ্বতঃ (শ্রবণম্ অকুর্বতঃ জনস্ত) কিং শ্রাৎ ? (ন কিম-পীত্যর্থঃ) ইতি । তু (কিস্ত) তত্ত (শ্রোত্রব্রহ্মণঃ) আয়তনং প্রতিষ্ঠাৎ [চ] তে (তুভ্যাং) অত্রবীৎ ? [জনক আহ—] ন মে অত্রবীৎ ইতি । [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] হে সত্ৰাট্, একপাদ্ বৈ এতৎ (শ্রোত্র-ব্রহ্ম) ইতি । [জনক আহ—] হে যাজ্ঞ-বল্ক্য, সঃ (স্বং) নঃ (অস্মান্) বৈ ক্রহি । [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] শ্রোত্রং এব আয়-তনম্, আকাশঃ প্রতিষ্ঠা, অনন্ত ইতি এনং (শ্রোত্রব্রহ্ম) উপাসীত । জনক আহ— হে যাজ্ঞবল্ক্য, অনন্ততা কা ? [যাজ্ঞবল্ক্যঃ উবাচ হ]—হে সত্ৰাট্, দিশ এব ইতি । তস্মাৎ বৈ সত্ৰাট্ অপি বাৎ কাং চ দিশং গচ্ছতি, অন্তাঃ (দিশঃ) অন্তং (সমাপ্তিং) নৈব গচ্ছতি (প্রাপ্নোতি) ; হি (যস্মাৎ) দিশঃ অনন্তাঃ (অন্তরহিতাঃ) । হে সত্ৰাট্, দিশঃ বৈ (এব) শ্রোত্রং (দিগধিষ্ঠিতং শ্রোত্রমিত্যর্থঃ) ; হে সত্ৰাট্—[অতএব] শ্রোত্রং বৈ পরমং ব্রহ্ম । যঃ এবং বিদ্বান্ (জানন্) এতৎ (শ্রোত্র-ব্রহ্ম) উপাস্তে, শ্রোত্রং এনং (বিদ্বাংসং) ন জহাতি ; সর্কানি ভূতানি এনং অভিক্ষরন্তি ; সঃ দেবঃ ভূত্বা [দেহপাতানন্তরং] দেবান্ অপোতি । [হে যাজ্ঞ-বল্ক্য,] হস্ত্যযন্তং সহস্রং (গোলহস্তং) দদামি—ইতি হ বৈদেহঃ জনক উবাচ । সঃ যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ হ—মে (মম) পিতা অমন্তত—অননুশিষ্য ন হরেত (শিষ্যাৎ কিঞ্চিদপি ন গৃহীয়াৎ) ইতি ; [মমাপি তদভিমতমিতি ভাবঃ] ॥২৪৫॥৫॥

মূলানুবাদঃ ১—[যাজ্ঞবল্ক্য জিজ্ঞাসা করিলেন—] তোমাকে অপর আচার্য্য যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমরা শুনিতে ইচ্ছা করি । [জনক বলিলেন—] গর্দভীবিপীতনামক ভারদ্বাজপুত্র আমাকে বলিয়াছেন— ‘শ্রোত্রই ব্রহ্ম’ । [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,] মাতৃমান্ পিতৃমান্ ও আচার্য্যবান্ গুরু যেরূপ বলিয়া থাকেন ; ভারদ্বাজপুত্রও ঠিক সেইরূপই উপদেশ দিয়াছেন যে, ‘শ্রোত্রই ব্রহ্ম’ ; কেন না, যে ব্যক্তি শুনিতে পায় না, তাহার

কোন কার্য সম্পন্ন হয় ? (কোন কার্যই নহে) । [যাজ্ঞবল্ক্য বিজ্ঞাসা করিলেন—] তাহার আয়তন ও প্রতিষ্ঠা তোমাকে বলিয়াছেন কি ? [জনক বলিলেন,] না—তাহা আমাকে বলেন নাই । [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] হে সম্রাট, ইহা ত্রক্ষের একটি পাদ বা একাংশ মাত্র । [জনক বলিলেন—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, তুমিই আমাকে তাহা বল । [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] শ্রোত্রই ইহার আয়তন, আকাশ ইহার প্রতিষ্ঠা এবং ‘অনন্ত’ ইহার উপনিষদ ; অতএব ‘অনন্ত’ বলিয়া ইহার উপাসনা করিবে । হে যাজ্ঞবল্ক্য, সেই অনন্ত হু কি ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—হে সম্রাট, দিক্‌সমূহই অনন্ত ; সেই হেতুই সম্রাটও যে কোন দিকে গমন করে, নিশ্চয়ই তিনিও ইহার অন্ত পান না ; কেন না, দিক্‌সমূহ অনন্ত ; সেই দিক্‌ই শ্রোত্র, এবং পরম ব্রহ্ম ।

যে ব্যক্তি এইরূপ অবগত হইয়া শ্রোত্র-ত্রক্ষের উপাসনা করেন ; শ্রোত্র কখনই তাহাকে ত্যাগ করে না ; সমস্ত ভূত ইহার উদ্দেশে বলি উপহার দেয়, এবং এই দেহেই দেবত্ব লাভ করিয়া দেহপাতের পর দেবতাব প্রাপ্ত হন । বিদেহপতি জনক বলিলেন—আমি তোমাকে হস্তিতুল্য বৃষভযুক্ত সহস্র গো দান করিতেছি । যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, আমার পিতার অভিমত ছিল এই যে, শিষ্যকে কৃতার্থ না করিয়া কিছু গ্রহণ করিবে না ; (আমারও তাহাই মত) ॥ ২৪৫ ॥ ৫ ॥

শাক্তব্রাহ্মণম্ ।—যদেব তে গর্দভীবিপীত ইতি নামতঃ ; ভারৱাজো গোত্রতঃ । শ্রোত্রং বৈ ব্রহ্মেতি । শ্রোত্রে দিগ্‌দেবতা ; অনন্ত ইত্যেনছপাসীত । কা অনন্ততা শ্রোত্রস্ত ? দিশ এব শ্রোত্রস্থানস্ত্যং যস্মাৎ, তস্মাৎ স সম্রাট, প্রাচী-মুদীচীং বা যাং কাঞ্চিদপি দিশং গচ্ছতি, নৈব অস্তা অন্তং গচ্ছতি কচ্চিদপি । অতোহনন্তা হি দিশঃ, দিশো বৈ সম্রাট শ্রোত্রম্ ; তস্মাদিগানস্ত্যমেব শ্রোত্র-স্থানস্ত্যম্ ॥ ২৪৫ ॥ ৫ ॥

টীকা । দিশামানন্ত্যেহপি শ্রোত্রস্ত কিমাত্রাভং, তদাহ—দিশো বা ইতি ॥ ২৪৫ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—গর্দভীবিপীতনামক ভারৱাজ—ভরৱাজগোত্রজ ঋষি—[আমাকে বলিয়াছেন,] ‘শ্রোত্রই ব্রহ্ম’ [এ কথার অভিপ্রায়—] দিক্‌ই শ্রবণে-দ্বিয়ার দেবতা । ইহাকে ‘অনন্ত’ বলিয়া উপাসনা করিবে । শ্রোত্রের অনন্ত হু কিরূপ ? যেহেতু দিক্‌ সমূহই শ্রবণেদ্বিয়ার আনন্ত্য (অসীমতা) ; হে সম্রাট,

সেই হেতু পূর্ব ও উত্তর কিংবা অন্ত যে কোন দিকে গমন করুক না কেন, কেহই সেই দিকের অন্ত পায় না ; এই কারণে দিক্‌সমূহ অনন্ত । হে সত্ৰাট্, দিক্‌সমূহই শ্রোত্র ; অতএব দিকের অনন্ততাই শ্রবণেন্দ্রিয়ের অনন্ততা বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে ॥২৪৫॥৫॥

যদেব তে কশ্চিদব্রবীৎ তচ্ছৃণ্বামেতি, অব্রবীন্মে সত্যকামো জাবালো মনো বৈ ব্রহ্মেতি, যথা মাতৃমান্ পিতৃমানাচার্য্যবান্ ক্রয়াৎ, তথা তজ্জাবালোহব্রবীন্মনো বৈ ব্রহ্মেত্যমনসো হি কিং শ্চাদিতি, অব্রবীতু তে তস্মায়তনং প্রতিষ্ঠাম্, ন মেহব্রবীদিত্যেকপাদ্বা এতৎ সত্ৰাড্ভিতি, স বৈ নো ব্রুহি যাজ্ঞবল্ক্য, মন এবায়তনমাকাশঃ প্রতিষ্ঠানন্দ ইত্যেনদুপাসীত, কানন্দতা যাজ্ঞবল্ক্য, মন এব সত্ৰাড্ভিতি হোবাচ, মনসা বৈ সত্ৰাট্ স্ত্রিয়মভিহার্য্যতে, তস্মাৎ প্রতিক্রপঃ পুত্রো জায়তে স আনন্দো মনো বৈ সত্ৰাট্ পরমং ব্রহ্ম, নৈনং মনো জহাতি সৰ্ব্বাণ্যেনং ভূতান্শ্চভিক্ষরন্তি দেবো ভূত্বা দেবানপ্যেতি য এবং বিদ্বানেতদুপাস্তে, হস্ত্যমভং সহস্রং দদামীতি হোবাচ জনকো বৈদেহঃ, স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ পিতা মেহমমৃত নাননুশিষ্য হরেতেতি ॥ ২৪৬ ॥ ৬ ॥

সঙ্কলার্থঃ ১—[যাজ্ঞবল্ক্যঃ পুনরাহ—] যৎ এব তে কশ্চিৎ (আচার্য্যঃ) অব্রবীৎ, তৎ শৃণ্বাম ইতি । [জনক আহ—] জাবালঃ (জবালান্না অপত্যং) সত্যকামঃ (তন্নামক আচার্য্যঃ) মে অব্রবীৎ—মনঃ বৈ ব্রহ্ম ইতি । যথা মাতৃমান্ পিতৃমান্ আচার্য্যবান্ ক্রয়াৎ, তথা জাবালঃ তৎ অব্রবীৎ—মনঃ বৈ ব্রহ্মেতি । হি (যতঃ) অমনসঃ (মনোবৃত্তিরহিতস্ত অনন্ত) কিং শ্চাৎ ? ইতি । তু (পুনঃ) তে (ভুত্বা) তস্ত (মনোব্রহ্মণঃ) আয়তনং প্রতিষ্ঠাৎ (চ) অব্রবীৎ ? ইত্যাহ যাজ্ঞবল্ক্যঃ । [জনকঃ প্রত্যাহ—] মে (মহৎ) ন অব্রবীৎ ইতি । [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] হে সত্ৰাট্, এতৎ (মনো ব্রহ্ম) বৈ একপাদ্ (একাংশমাত্রং ব্রহ্মণঃ) । [জনক আহ—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, সঃ (ত্বৎ) বৈ নঃ (অস্মান্) ব্রুহি [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] মনঃ এব আয়তনং, আকাশঃ প্রতিষ্ঠা, আনন্দ ইতি [কৃত্বা] এনৎ (মনোব্রহ্ম) উপাসীত । হে যাজ্ঞবল্ক্য, কা আনন্দতা ? [যাজ্ঞবল্ক্যঃ উবাচ হ]—হে সত্ৰাট্, মনঃ এব (আন-

নতা ইত্যর্থঃ); হে সম্রাট, বৈ (বতঃ) মনসা জিহ্বা (জী) অভিহার্যতে (প্রার্থ্যতে), তন্ত্ৰাং (প্রার্থিতান্ জিহ্বাং) প্রতিক্রপঃ (আত্মানুরূপঃ) পুত্রঃ আয়তে ; সঃ (পুত্রঃ) আনন্দঃ (আনন্দকরঃ) ; অতএব হে সম্রাট, মনঃ বৈ পরমং ব্রহ্ম । যঃ বিদ্বান্ এতৎ (মনোব্রহ্ম) এবং উপাস্তে, মনঃ এনং (বিদ্বাংসং) ন অহাতি, সর্বাণি ভূতানি এনং অভিস্করন্তি ; [সঃ] দেবঃ ভূত্বা দেবান্ অপ্যেতি । বৈদেহঃ জনক উবাচ হ—[হে যাজ্ঞবল্ক্য,] হস্ত্যাবভং সহস্রং দদামি ইতি । সঃ যাজ্ঞবল্ক্যঃ উবাচ হ—অননুশিষ্য ন হরত ইতি মে পিতা অমন্ত্রত । [অতঃ সর্বং পূর্ববৎ] ॥২৪৬॥৬

মূলানুবাদ :—যাজ্ঞবল্ক্য পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন—হে সম্রাট, তোমাকে অপর কোন আচার্য্য যাহা বলিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি । [জনক বলিলেন,] সত্যকামনামক জাবাল (জবালার পুত্র) আমাকে বলিয়াছেন যে, মনই ব্রহ্ম । মাতা পিতা ও আচার্য্যের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত আচার্য্য যেরূপ বলিয়া থাকেন, জাবালও ঠিক সেইরূপই মনোব্রহ্মের উপদেশ দিয়াছেন ; কারণ, যাহার মন নাই, তাহার কোন কার্য্যই হইতে পারে না ; কিন্তু তিনি তাহার ‘আয়তন’ ও ‘প্রতিষ্ঠা’ বলিয়াছেন কি ? [জনক বলিলেন,] না, তাহা আমাকে বলেন নাই । [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] হে সম্রাট, ইহাই হইতেছে ব্রহ্মের একটিমাত্র পাদ, (আরো তিন পাদ তোমার জ্ঞাতব্য রহিয়াছে) । [জনক বলিলেন—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, তুমিই আমাকে তাহা বল । [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] মনই আয়তন, আকাশ তাহার প্রতিষ্ঠা, ইহাকে ‘আনন্দ’ বলিয়া উপাসনা করিবো । [জনক জিজ্ঞাসা করিলেন—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, এই আনন্দতা কি ? [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন]—হে সম্রাট, মনই ; কেন না, মনের সাহায্যেই অভিমত স্ত্রীকে প্রার্থনা করা হইয়া থাকে ; এবং তাহাতে আত্মানুরূপ পুত্র জন্মলাভ করে ; সেই পুত্রই আনন্দ—আনন্দের কারণ হয় ; অতএব হে সম্রাট, ইহাই পরমব্রহ্ম । যে বিদ্বান্ ইহাকে এইরূপে উপাসনা করেন, মন কখনই তাহাকে ত্যাগ করে না ; সমস্ত ভূততাহাকে উপহার প্রদান করে ; এবং তিনি দেবতা হইয়া দেহপাতের পর দেব-সামুদ্র্য লাভ করেন । বিদেহপতি জনক বলিলেন—তোমাকে আমি হস্তিহুল্য বৃষভযুক্ত সহস্র গো প্রদান করিতেছি । যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—হে সম্রাট,

আমার পিতা মনে করিতেন—শিশ্যকে কৃতার্থ না করিয়া কিছু গ্রহণ করিবে না, (আমারও তাহাই অভিমত) ॥ ২৪৬ ॥ ৬ ॥

শাক্ষব্রভাষ্যম্ ১—সত্যকাম ইতি নামতঃ, অবলায়া অপত্যং অবালঃ । চন্দ্রমা মনসো দেবতা, আনন্দ ইত্যুপনিষৎ ; যস্মান্মন এবানন্দঃ, তস্মান্মনসা বৈ সত্রাট্, স্ত্রিয়মভিকামম্মানোহভিহার্যতে প্রার্থয়তে ইত্যর্থঃ । তস্মাৎ যাৎ স্ত্রিয়-মভিকামম্মানোহভিহার্যতে, তস্মাৎ প্রতিক্রপঃ অনুক্রপঃ পুত্রো জায়তে ; স আনন্দহেতুঃ পুত্রঃ ; স যেন মনসা নির্বর্ত্যতে, তন্ময় আনন্দঃ ॥২৪৬॥৬॥

টীকা । তথাপি কথমানন্দঃ মনসঃ সম্ভবতি, তত্রাহ—স যেনেতি ॥২৪৬॥৬॥

ভাষ্যানুবাদ ১—অবলার পুত্র অবাল ঋষি ‘সত্যকাম’ নামে প্রসিদ্ধ । চন্দ্র হইতেছেন মনের দেবতা ; আনন্দ তাহার ‘উপনিষদ্’ ; যেহেতু মনই আনন্দ (আনন্দের কারণ) ; সেই হেতু, হে সত্রাট্, স্ত্রীকামুক পুরুষ স্ত্রীকে প্রার্থনা করিয়া থাকে । অতএব যে স্ত্রীকে কামনা করিয়া অভিহার বা প্রার্থনা করিয়া থাকে, সেই স্ত্রীতে প্রতিক্রপ (কামনামুক্রপ) পুত্র জন্ম লাভ করে ; সেই পুত্রই আনন্দের হেতুভূত (আনন্দকর) হয় । সেই পুত্র যে মনের দ্বারা নিষ্পাদিত হয়, সেই মন নিশ্চয়ই আনন্দস্বরূপ ॥২৪৬॥৬॥

যদেব তে কশ্চিদব্রবীৎ তচ্ছৃণ্বামেতি, অব্রবীন্মে বিদগ্ধঃ শাকল্যো হৃদয়ং বৈ ব্রহ্মেতি, যথা মাতৃমান্ পিতৃমানাচার্য্যবান্ ক্রিয়াৎ তথা তচ্ছাকল্যোব্রবীদ্ হৃদয়ং বৈ ব্রহ্মেত্যহৃদয়শ্চ হি কিং শ্রাদিতি, অব্রবীতু তে তস্মায়তনং প্রতিষ্ঠাম্, ন মেবব্রবীদিত্যেক-পাদ্বা এতৎ সত্রাড্ভিতি স বৈ নো ক্রহি যাজ্ঞবল্ক্য, হৃদয়মেবায়-তনমাকাশঃ প্রতিষ্ঠা স্থিতিরিত্যেনদুপাসীত, কা স্থিততা যাজ্ঞবল্ক্য, হৃদয়মেব সত্রাড্ভিতি হোবাচ, হৃদয়ং বৈ সত্রাট্ সর্বেষাং ভূতানাং আয়তনং হৃদয়ং বৈ সত্রাট্ সর্বেষাং ভূতানাং প্রতিষ্ঠা, হৃদয়ে হেব সত্রাট্ সর্বাণি ভূতানি প্রতিষ্ঠিতানি ভবন্তি, হৃদয়ং বৈ সত্রাট্ পরমং ব্রহ্ম, নৈনং হৃদয়ং জহাতি সর্বাণ্যেনং ভূতান্যভিস্করন্তি দেবো ভূত্বা দেবানপ্যেতি য এবং বিদ্বানে-তদুপাস্তে, হস্ত্যষভংসহস্রং দদামীতি হোবাচ জনকো

বৈদেহঃ, স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ পিতা মেহমম্মত নাননুশিষ্য
হরেতেতি ॥ ২৪৭ ॥ ৭ ॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদি চতুর্থাধ্যায়স্ত প্রথমং ব্রাহ্মণম্ ॥৪॥১॥

সম্বলার্থঃ ১— [যাজ্ঞবল্ক্যঃ পুনরপি আহ—] যৎ এব তে কশ্চিৎ অত্রবীৎ,
তৎ শৃণ্বাম ইতি । [জনক আহ—] বিদগ্ধঃ (পণ্ডিতঃ) শাকল্যঃ মে অত্রবীৎ,—
হৃদয়ং বৈ ব্রহ্ম ইতি । যথা মাতৃমান্ পিতৃমান্ আচার্য্যাবান্ (পুরুষঃ) ক্রয়াৎ,
তথা শাকল্যঃ তৎ অত্রবীৎ—হৃদয়ং ব্রহ্ম ইতি । হি (যস্মাৎ) অহৃদয়শ্চ (হৃদয়-
রহিতশ্চ) কিং শ্রাৎ ? ইতি ; তু (পুনঃ) তে (তুভ্যং) তশ্চ (হৃদয়-ব্রহ্মণঃ) আয়-
তনং প্রতিষ্ঠাৎ চ অত্রবীৎ ? [জনক আহ—] মে (মহ্যং) ন অত্রবীৎ ইতি ।
[যাজ্ঞবল্ক্যঃ আহ—] হে সত্রাট্, এতৎ বৈ একপাদ্ (ব্রহ্মণ একাংশমাত্রম্) ইতি ।
[জনক আহ—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, সঃ (বিদ্বান্ ত্বং) নঃ (অস্মান্) ক্রহি [ইতি] ।
[যাজ্ঞবল্ক্যঃ আহ—] হৃদয়ম্ এব আয়তনং, আকাশঃ প্রতিষ্ঠা ; স্থিতিরिति এনং
(হৃদয়-ব্রহ্ম) উপাসীত । [জনক আহ—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, কা স্থিততা ? [যাজ্ঞ-
বল্ক্যঃ] উবাচ হ—হে সত্রাট্, হৃদয়ম্ এব (স্থিততা ইত্যর্থঃ) । হে সত্রাট্,
হৃদয়ং বৈ সর্কেষাং ভূতানাং প্রতিষ্ঠা, হে সত্রাট্, হৃদয়ে হি এব সর্ক্সাণি ভূতানি
প্রতিষ্ঠিতানি ভবন্তি ; হে সত্রাট্, হৃদয়ং বৈ পরমং ব্রহ্ম । যঃ বিদ্বান্ এতৎ (হৃদয়ং)
এবং (যথোক্তেন প্রকারেণ) উপাস্তে, হৃদয়ং এনং (বিদ্বাংসং) ন জহাতি, সর্ক্সাণি
ভূতানি এনং অভিস্করন্তি ; [সঃ] দেবঃ ভূত্বা দেবান্ অপ্যোতি । বৈদেহঃ জনকঃ
উবাচ হ—হস্ত্যবভং সহস্রং দদামি ইতি । সঃ যাজ্ঞবল্ক্যঃ [উবাচ হ—] অননু-
শিষ্য ন হরেত ইতি মে পিতা অমম্মত ; [যস্মাপি তথৈব মতমিত্যাভিপ্রায়ঃ ।
অন্যং সর্ক্সং পূর্ক্সবৎ] ॥২৪৭॥৭॥

মূলানুবাদ ১—যাজ্ঞবল্ক্য পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন—অপর
কোন আচার্য্য তোমাকে যাহা বলিয়াছেন, তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি ।
[জনক বলিলেন—] বিদগ্ধ (পণ্ডিত) শাকল্য আচার্য্য আমাকে বলিয়া-
ছেন—হৃদয়ই ব্রহ্ম ; মাতা, পিতা ও আচার্য্যোপদিষ্ট গুরুযেরূপ উপদেশ
দিয়া থাকেন, শাকল্যও সেইরূপই বলিয়াছেন যে, হৃদয়ই ব্রহ্ম ; কেন না,
অহৃদয়ের কোন্ কার্য্য হইতে পারে ? ভাল, তিনি তোমাকে তাহার আয়তন
ও প্রতিষ্ঠা বলিয়াছেন কি ? না—তিনি তাহা আমাকে বলেন নাই । হে

সম্রাট্, ইহা ব্রহ্মের একটি মাত্র পাদ । [জনক বলিলেন—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, আমাকে তাহা বল । [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] হৃদয়ই ইহার আয়তন, আকাশ ইহার প্রতিষ্ঠা, 'স্থিতি' বলিয়া ইহার উপাসনা করিবে । [জনক বলিলেন—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, স্থিততা কি ? [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] হে সম্রাট্, হৃদয়ই [স্থিততা] ; কারণ, হে সম্রাট্, হৃদয়ই সমস্ত ভূতের আয়তন, হৃদয়ই সমস্ত ভূতের প্রতিষ্ঠা, হে সম্রাট্, হৃদয়েই সমস্ত ভূত অবস্থিতি করে ; অতএব হে সম্রাট্, হৃদয়ই পরম ব্রহ্ম । হে সম্রাট্, যে বিদ্বান্ এইরূপে ইহার উপাসনা করে, হৃদয় কখনই তাহাকে ত্যাগ করে না ; সমস্ত ভূত তাহার জন্ম উপহার প্রদান করে, এবং তিনি এই দেহেই দেবত্ব লাভ করিয়া দেহপাতের পর দেবসায়ুজ্য লাভ করেন । বিদেহাধিপতি জনক বলিলেন, হে যাজ্ঞবল্ক্য, আমি তোমাকে হস্তিতুল্য ঋষভযুক্ত সহস্র সহস্র গো দান করিতেছি । যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, আমার পিতা মনে করিতেন যে, শিশ্যকে কৃতার্থ না করিয়া কিছু গ্রহণ করিতে নাই, (আমারও তাহাই মত) ॥ ২৪৭ ॥ ৭ ॥

ইতি চতুর্থাধ্যায়ে প্রথম ব্রাহ্মণের ব্যাখ্যা ॥ ৪ ॥ ১ ॥

শাক্ষব্রাহ্মণ্যম্ :—বিদগ্ধঃ শাকল্যঃ—হৃদয়ং বৈ ব্রহ্মেতি । হৃদয়ং বৈ সম্রাট্, সর্ব্বেষাং ভূতানামায়তনম্ ; নামরূপকর্মাঙ্কানি হি ভূতানি হৃদয়াশ্রয়ানীত্য-
বোচাম শাকল্যব্রাহ্মণে হৃদয়প্রতিষ্ঠানি চেতি । তস্মাদ্ হৃদয়ে হেব, সম্রাট্, সর্বাণি ভূতানি প্রতিষ্ঠিতানি ভবন্তি । তস্মাদ্ হৃদয়ং স্থিতিরিত্যুপাসীত । হৃদয়ে চ প্রজাপতির্দেবতা ॥২৪৭॥৭॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদি চতুর্থাধ্যায়স্ত প্রথম-ব্রাহ্মণভাষ্যম্ ॥৪॥১॥

টীকা । কথং হৃদয়স্ত সর্ব্বভূতায়তনত্বং তৎপ্রতিষ্ঠাত্বং চ, তদাহ—নামরূপেতি । তস্মাদিতি শাকল্যস্তায়পরামর্শঃ । ভূতানাং হৃদয়প্রতিষ্ঠাত্বে কলিতমাহ—তস্মাদ্ হৃদয়-
স্থিতি ॥২৪৭॥৭॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদ্বাষ্টটীকায়াং চতুর্থাধ্যায়স্ত প্রথমং ব্রাহ্মণম্ ॥৪॥১॥

ভাষ্যানুবাদ :—‘বিদগ্ধ শাকল্য’ [বলিয়াছেন যে,] হৃদয়ই ব্রহ্ম । হে সম্রাট্, হৃদয়ই সমস্ত ভূতের আয়তন । নাম রূপ ও কর্ম্মাঙ্ক ভূতনিবহ যে, হৃদয়াশ্রিত এবং হৃদয়ে অবস্থিত, একথা আমরা পূর্বে শাকল্য ব্রাহ্মণে প্রতি-
পাদন করিয়াছি । অতএব হে সম্রাট্, সমস্ত ভূত হৃদয়েই প্রতিষ্ঠিত আছে ।

অতএব হৃদয়কে 'স্থিতি' বলিয়া (স্থিতিগুণসম্পন্ন বলিয়া) উপাসনা করিবে ।
হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হইতেছেন প্রজাপতি (ব্রহ্মা) ॥২৪৭॥৭॥

ইতি চতুর্থোহধ্যায়ে প্রথম ব্রাহ্মণের ভাষ্যানুবাদ ॥৪॥১॥

—

দ্বিতীয়ঃ ব্রাহ্মণম্।

জনকো হ বৈদেহঃ কূর্চ্চাদুপাবসর্পন্নুবাচ নমন্তেহস্ত যাজ্ঞ-
বল্ক্যানু মা শাধীতি, স হোবাচ যথা বৈ সত্রাড্ মহাস্তমধ্বানমেঘ্যন্
রথং বা নাবং বা সমাদদীতৈবমেবৈতাভিরূপনিষদ্বিঃ সমাহিতাত্মা-
শ্ৰেবং বৃন্দারক আচ্যঃ সন্নধীতবেদ উক্তোপনিষৎক ইতো বিমুচ্য-
মানঃ ক গমিষ্যসীতি, নাহং তদুগবন্ বেদ যত্র গমিষ্যামীতি, অথ বৈ
তেহহং তদ্বক্ষ্যামি যত্র গমিষ্যসীতি, ব্রবীতু ভগবানিতি ॥২৪৮॥১॥

সম্বলার্থঃ ১—বৈদেহঃ (বিদেহপতিঃ) জনকঃ কূর্চ্চাৎ (আসনবিশেষাৎ)
[উথায়] উপ (যাজ্ঞবল্ক্যসমীপং) অবসর্পন্ (শিষ্যভাবেন গচ্ছন্) উবাচ হ—
হে যাজ্ঞবল্ক্য, তে (তুভ্যং) নমঃ (নমস্কারঃ) অস্ত ; মা (মাং) অশুশাধি
(শিক্ষয়) ইতি । সঃ (যাজ্ঞবল্ক্যঃ) উবাচ (জনকম্ উক্তবান্) হ—হে সত্রাট্,
যথা মহাস্তং (দূরগামিনং) অধ্বানং (পশ্চানং) এষ্যন্ (গমিষ্যন্) [জনঃ]
রথং বা নাবং (নৌকাং) বা সমাদদীত (উপায়ত্নেন গৃহীয়াৎ) ; এবম্ (তদ্বৎ)
এব এতাভিঃ (উক্তাভিঃ) উপনিষদ্বিঃ [উক্তলক্ষণানি ব্রহ্মাণি উপাসীনঃ ত্বং]
সমাহিতাত্মা (সমাহিতচিত্তঃ) অসি (ভবসি) ; এবং (ন কেবলং সমাহিতাত্মা,
অপিতু) বৃন্দারকঃ (দেববৎ মাতৃঃ), আচ্যঃ (ধনাধিপঃ), অদীতবেদঃ (বেদ-
বিদ্), উক্তোপনিষৎকঃ (আচার্যোক্ত্যঃ লক্কোপনিষদ্বিঃ চ ত্বং) ইতঃ (অস্মাৎ
দেহাৎ) বিমুচ্যমানঃ (দেহং পরিত্যজন্) ক (কস্মিন্ স্থানে) গমিষ্যসি ? ইতি ।
[জনক আহ—] হে ভগবন্, (পূজনীয়), অহং তং (দেহপাতানন্তরগন্তব্য-
স্থানং) ন বেদ (ন জানামি) ইতি । [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] অহং তে (তুভ্যং)
তং বক্ষ্যামি (কথয়িষ্যামি), যত্র গমিষ্যসি ইতি । [জনক আহ—] ভগবান্
(পূজনীয়ঃ ভবান্) ব্রবীতু (তং মাম্ উপদিশতু) ইতি ॥ ২৪৮ ॥ ১ ॥

মূলানুবাদঃ ১—বিদেহাধিপতি জনক আপনার আসন হইতে
উঠিয়া শিষ্যভাবে যাজ্ঞবল্ক্যের সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, হে যাজ্ঞ-
বল্ক্য, আপনার উদ্দেশ্যে নমস্কার ; আপনি আমাকে শিক্ষাপ্রদান করুন ।
একথার পর যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, হে সত্রাট্, লোকে দূরগামী পথে যাইবার

জন্তু যেরূপ রথ বা নৌকা সংগ্রহ করিয়া থাকে ; আপনিও তদ্রূপ পূর্বেবাক্ত পদ্ধতিক্রমে উপাসনা করত সমাহিতচিত্ত হইয়াছেন ; অর্থাৎ আপনি এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু করিয়াছেন, সে সমস্ত কেবল সাধারণ উপায় মাত্র, কিন্তু কোনটিই সিদ্ধিক্ষেত্র নহে । আপনি এইরূপে লোকপূজ্য ঐশ্বর্যশালী, বেদবিৎ ও উপনিষদ্-রহস্য অবগত হইয়াছেন সত্য, কিন্তু এই দেহত্যাগের পর কোথায় যাইবেন, [তাহা জানেন কি ?] । [জনক বলিলেন—] হে ভগবন্, দেহত্যাগ করিয়া যেখানে যাইব, তাহা আমি জানি না । অনন্তর [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,] আপনি যেখানে যাইবেন, তাহা আমি আপনাকে বলিয়া দিতেছি । [জনক বলিলেন,] পূজনীয় আপনি তাহা উপদেশ করুন ॥ ২৪৮ ॥ ১ ॥

শাক্ষব্রাহ্মণম্ :—জনকো হ বৈদেহঃ । যস্মাৎ সবিশেষণানি সৰ্ব্বানি ব্রহ্মাণি জানাতি যাজ্ঞবল্ক্যঃ, তস্মাদাচার্যাত্বং হিত্বা জনকঃ কূৰ্জাদাসনবিশেষাঙ্ক-
থায়, উপ সমীপম্ অবসৰ্পন্ পাদয়োঃ নিপতন্নিত্যর্থঃ, উবাচ উক্তবান্, নমস্তে তুভ্যম্
অন্ত, হে যাজ্ঞবল্ক্য ; অনু মা শাধি অনুশাধি মামিত্যর্থঃ । ইতিশব্দো বাক্যপরি-
সমাপ্ত্যর্থঃ । স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ—যথা বৈ লোকে, হে সত্রাট্, মহাত্মং দীর্ঘ-
মধ্বানম্ এযান্ গমিষ্যন্, রথং বা স্থলেন গমিষ্যন্, নাবং বা জলেন গমিষ্যন্ সমা-
দদীত, এবমেব এতানি ব্রহ্মাণি এতাভিরূপনিষদ্বিগুজ্ঞানি উপাসীনঃ সমাহিতাত্মা
অসি, অত্যন্তমেতাভিরূপনিষদ্বিঃ সংযুক্তাত্মা অসি ; ন কেবলমুপনিষৎসমাহিতঃ,
এবং বৃন্দারকঃ পূজ্যশ্চ, আচ্যশ্চেশ্বরঃ ন দরিদ্র ইত্যর্থঃ, অধীতবেদঃ অধীতো
বেদো যেন স ত্বম্ অধীতবেদঃ, উক্তাশ্চোপনিষদ্ব আচার্য্যোস্তুভ্যম্, স ত্বমুক্তোপ-
নিষৎকঃ, এবং সৰ্ব্ববিভূতিসম্পন্নোহপি সন্ ভয়মধ্যস্থ এব—পরমাত্মজ্ঞানেন বিনা
অকৃতার্থ এব তাবদিত্যর্থঃ, যাযৎ পরং ব্রহ্ম ন বেৎসি । ইতঃ অস্মাদেহাদ্বিষুচ্যমান
এতাভিঃ নোরথস্থানীয়াভিঃ সমাহিতঃ ক কস্মিন্ গমিষ্যসি কিং বস্তু প্রাপ্যসীতি ?
নাহং তদ্বস্ত ভগবন্ পূজাবন্, বেদ জানে,—যত্র গমিষ্যামীতি । অথ যন্তেবং ন
জানীষে যত্র গতঃ কৃতার্থঃ শ্রাঃ, অহং বৈ তে তুভ্যং তদ্বক্ষ্যামি, যত্র গমিষ্যসীতি ।
ব্রবীতু ভগবানিতি, যদি প্রসন্নো মাং প্রতি । শৃণু—॥২৪৮॥১॥

টিকা । পূৰ্ব্বশ্লিষ্ট ব্রাহ্মণে কানিচিছুপাসনানি জ্ঞানসাধনান্যুক্তানি । ইদানীং ব্রাহ্মণ-
শৈল্প্যৈর্যন্ত জাগরাদিদ্বারা জ্ঞানার্থং ব্রাহ্মণাঙ্করমবতারয়তি—জনকো হেতি । রাজ্ঞো
জ্ঞানিহাভিমানো শিষ্টত্ববিরোধিগুণনীন্তে মুনিং প্রতি তন্ত শিষ্টত্বেনোপসত্ত্বিং দর্শয়তি—

সম্মাদিত্তি । নমস্কারোক্তেবদেগমুপস্থিত্তি—অনু মেতি । অতীষ্টমশাসনং কর্তুং প্রাচীন-
জ্ঞানন্ত কলাভাসহেতুহোস্তিয়ারা পরমকলহেতুরাজ্ঞানমেবেতি বিবক্ষিত্বা তত্র রাজ্ঞো
জিজ্ঞাসামাপদয়তি—স হেত্যাदिना । বখোক্তস্তপসম্পন্নশ্চেদহং, তর্হি কৃতার্থদায় মে কর্তব্য-
মতীত্যাশঙ্ক্যাহ—এবমিতি । যাজ্ঞবল্ক্যো রাজ্ঞো জিজ্ঞাসামাপাত পৃচ্ছতি—ইত ইতি । পর-
বস্ত্রবিষয়ে গন্তেরযোগাৎ প্রদ্রবিষয়ং বিবক্ষিতং সজ্জিপতি—কিং বদ্বিতি । রাজ্ঞা স্বকীয়মজ্ঞ-
মুপেতা শিষ্যে স্বীকৃতে প্রত্যুক্তিমবতারয়তি—অথেতি । তত্রাপেক্ষিতমধশব্দমুচিতং পুরয়তি—
যত্বেবমিতি । আজ্ঞাপনমমুচিতমিতি শঙ্কাং বারয়তি—বদীতি । প্রসাদাভিমুখ্যমান্ননঃ
মুচয়তি—শুধিতি । ২৪৮।১।

ভাষ্যানুবাদ ১—“জনকঃ হ বৈদেহঃ” ইত্যাদি । যেহেতু যাজ্ঞবল্ক্য
ঋষি সমস্ত ব্রহ্মতত্ত্ব ও তদগত বিশেষভাব সমুদয় অবগত আছেন, সেই হেতুই
জনক মহারাজ আপনার আচার্য্যভাব পরিত্যাগ করিয়া—কুর্জালন হইতে উঠিয়া
সমীপে উপস্থিত হইলেন অর্থাৎ যাজ্ঞবল্ক্যের চরণে নিপতিত হইলেন, এবং বলি-
লেন—হে যাজ্ঞবল্ক্য, আপনাকে নমস্কার ; এখন আপনি আমাকে উপদেশ প্রদান
করুন । শ্রুতির ‘ইতি’ শব্দটি জনকের বাক্যসমাপ্তিভোক্তক । যাজ্ঞবল্ক্য এইরূপে
অনুরুদ্ধ হইয়া বলিলেন—হে সম্রাট্, ব্যবহার-অগতে দেখিতে পাওয়া যায় যে,
কোন লোককে দীর্ঘ পথ যাইতে হইলে, যদি স্থলপথে যাইবার আবশ্যক হয়, তাহা
হইলে সে যেমন রথ অবলম্বন করে, আর যদি অলপথে যাইতে হয়, তাহা হইলে
যেমন নৌকার আশ্রয় গ্রহণ করে ; পূর্বোক্ত উপনিষদ্-সহযোগে নানাবিধ ব্রহ্মো-
পাসনা করতঃ তুমিও ঠিক সেইরূপই সমাহিতাত্মা হইয়াছ, অর্থাৎ উক্ত উপনিষদ্
সমুহযোগে তুমি অত্যন্ত সংযতচিত্তমাত্র হইয়াছ ; কেবল যে, উপনিষদেই সমা-
হিতচিত্ত হইয়াছ, তাহা নহে, পরন্তু বৃন্দারক—লোকপুঞ্জ, আচ্য ধনৈশ্বর্য্যাসম্পন্ন,
অর্থাৎ দারিদ্র্য্যরহিত, এবং অধীতবেদ—বেদবিদ্যাও অবগত হইয়াছ । তাহার
পর আচার্য্যগণও তোমাকে বেদসার—উপনিষদ্ উপদেশ করিয়াছেন । তুমি এই
প্রকারে সর্ববিধ ঐশ্বর্য্যসম্বিত হইয়াও ভরের (মৃত্যুর) অধিকার-মধ্যেই বর্ত্তমান
রহিয়াছ, অর্থাৎ আত্মজ্ঞানের অভাবে ততক্ষণ তুমি নিশ্চয়ই অকৃতার্থ, যতক্ষণ
পরব্রহ্ম অবগত না হইতেছ । [ভাল, জিজ্ঞাসা করি,] নৌকা ও রথস্থানীয়
ঐ সমস্ত উপনিষদে সমাহিতচিত্ত তুমি জান কি ?—এই বেদ হইতে বিমুক্ত
হইয়া অর্থাৎ বেদত্যাগের পর কোথায় গমন করিবে ?—কোন বস্তু প্রাপ্ত হইবে ?

[জনক বলিলেন—] হে ভগবন্—পুত্রনীর, আমি তাহা জানি না, যেখানে
আমাকে যাইতে হইবে । যেখানে যাইয়া কৃতার্থ হইবে, তাহা যদি তুমি না

জান, তবে আমিই তোমাকে তাহা বলিব—তুমি ইতঃপর যেখানে গমন করিবে ।
[জনক বলিলেন—] আপনি যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা
হইলে আপনিই আমাকে তাহা উপদেশ দিন । [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—বলি-
তেছি,] শ্রবণ কর—॥২৪৮॥১॥

ইকো হ বৈ নামৈষ যোহয়ং দক্ষিণেহক্ষন্ পুরুষস্তং বা এত-
মিহ্মংসন্তমিন্দ্র ইত্যচক্ষতে পরোক্ষেনৈব, পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি
দেবাঃ প্রত্যক্ষদ্বিষঃ ॥২৪৯॥২॥

সম্বলার্থঃ ১—এষঃ (বক্ষ্যমাণঃ) বৈ (প্রসিক্তো) ইকঃ (ইকনামা) হ ;
[কঃ ?] যঃ অয়ং (“চক্ষুঃ বৈ ব্রহ্ম” ইত্যুক্তঃ) দক্ষিণে অক্ষন্ (অক্ষিণি) [বিশে-
ষণে অবস্থিতঃ] পুরুষঃ । ইক্ষং (দীপ্তিমত্বাৎ প্রত্যক্ষং) সন্তং, তং এতং (পুরুষং)
ইন্দ্র-ইতি পরোক্ষেণ (পরোক্ষবস্ত্ববাচিনা ইন্দ্রশব্দেন) এব আচক্ষতে (কথয়ন্তি)
[তত্ত্বদর্শিনঃ] ; [কুতঃ ?] হি (যস্মাৎ) দেবাঃ পরোক্ষপ্রিয়াঃ (পরোক্ষার্থকং
নাম প্রিয়ং যেষাং, তে তথোক্তাঃ) ইব (সম্ভাবনার্থম্) [সন্তঃ] প্রত্যক্ষদ্বিষঃ
(প্রত্যক্ষনামগ্রহণং দ্বিষন্তি ইত্যর্থঃ) ॥২৪৯॥২॥

মূলানুবাদঃ ১—এই যে, দক্ষিণ চক্ষুতে সন্নিহিত পুরুষ, ইনি
ইক নামে প্রসিক্ত, অর্থাৎ দীপ্তিগুণ থাকায় ইঁহার নাম হইতেছে ইক । ইনি
ইক হইলেও অর্থাৎ প্রত্যক্ষবোধক ইক নামে প্রসিক্ত হইলেও তত্ত্বদর্শী
পণ্ডিতগণ ইঁহাকে পরোক্ষবোধক ইন্দ্র-নামেই নির্দেশ করিয়া থাকেন ;
কারণ, দেবতারা যেন, পরোক্ষ নাম গ্রহণেই সন্তোষ লাভ করেন, এবং
প্রত্যক্ষভাবে নাম গ্রহণকে বিদ্বেষ করিয়া থাকেন ॥ ২৪৯ ॥ ২ ॥

শাক্তব্রাহ্মণম্ ১—ইকো হ বৈ নাম । ইক ইত্যেবংনামা, যঃ চক্ষুর্ভে
ব্রহ্মেতি পুরোক্ত আদিত্যাস্তর্গতঃ পুরুষঃ, স এষঃ, যোহয়ং দক্ষিণেহক্ষন্ অক্ষিণি
বিশেষেণ ব্যবস্থিতঃ, স চ সত্যনামা, তং বৈ এতং পুরুষং ; দীপ্তিগুণত্বাৎ প্রত্যক্ষং
নামাস্ত ইক ইতি ; তমিহ্মং সন্তম্ ইন্দ্র ইত্যচক্ষতে পরোক্ষেণ ; যস্মাৎ পরোক্ষ-
প্রিয়া ইব হি দেবাঃ প্রত্যক্ষদ্বিষঃ প্রত্যক্ষনামগ্রহণং দ্বিষন্তি । এব ত্বং বিশ্বানর-
মাশ্বানং সম্প্রাপ্নোহসি ॥ ২৪৯ ॥ ২ ॥

টীকা । বিশ্বতৈজসপ্রাজ্ঞানুবাদেন তুরীয়ঃ ব্রহ্ম দর্শয়িতুমার্দৌ বিশ্বমনুবদতি—ইক ইতি ।
কোহসাবিহ্বনামেতি চেৎ, তমাহ—বচক্ষুরিতি । অধিদৈবতং পুরুষমুক্তাহধ্যাক্ষং তং দর্শয়তি—
যোহয়মিতি । তত্ত্ব পূর্বস্মিন্নপি ব্রাহ্মণে প্রস্তুতমাহ—স চেতি । একুতে পুরুষে বিহ্বাৎ

সম্মতিমাহ—তং বা এতমিতি । ইক্ষ্বং সাধয়তি—দীপ্তীতি । প্রত্যক্ষস্ত পরোক্ষার্থানে
হেতুমাহ—যন্মাদিতি ॥২৪৯॥২॥

ভাষ্যানুবাদ ১—‘ইক্ষো হ বৈ নাম’ ইতি । পূর্বে ‘চক্ষুঃ বৈ ব্রহ্ম’ ইত্যাদি
বাক্যে আদিত্যমণ্ডনাস্তর্গত যে পুরুষের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার প্রসিদ্ধ নাম
ইক্ষ ; আবার অধ্যাত্ম দক্ষিণ চক্ষুতে বিশেষরূপে বিদ্যমান যে পুরুষ, তাহার প্রসিদ্ধ
নাম—সত্য ; প্রত্যক্ষগ্রাহ্য দীপ্তিগুণসম্পন্ন বলিয়া সেই এই পুরুষ ‘ইক্ষ’ নামে
প্রসিদ্ধ হইলেও, ঋষিগণ ইহাকে পরোক্ষবাচী ‘ইন্দ্র’নামে অভিহিত করিয়া
থাকেন ; কারণ, দেবগণ পরোক্ষ নাম গ্রহণেই যেন সঙ্কষ্ট, এবং প্রত্যক্ষবিষেয়ী,
অর্থাৎ প্রত্যক্ষভাবে নাম গ্রহণ করিলে তাঁহারা অসঙ্কষ্ট হন । [হে জনক,]
এইরূপে তুমি বৈশ্বানর আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়াছ (১) ॥২৪৯॥২॥

অথৈতদ্ব্যমেহক্ষণি পুরুষরূপমেযাস্ত্য পত্নী বির্যট, তয়োরেষ
সংস্কাবো য এষোহন্তুর্হৃদয় আকাশোহথৈনয়োরেতদন্নং য এষো-
হন্তুর্হৃদয়ে লোহিতপিণ্ডোহথৈনয়োরেতৎ প্রাবরণং যদেতদন্তু-
র্হৃদয়ে জালকমিবাথৈনয়োরেষা সৃতিঃ সঞ্চরণী, যৈষা হনয়াদৃদ্ধী
নাড্যুচ্চরতি, যথা কেশঃ সহস্রধা ভিন্ন এবমস্মৈতা হিতা
নাম নাড্যোহন্তুর্হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিতা ভবন্ত্যেতাভির্বা এতদাস্র-
বদাস্রবতি তস্মাদেষ প্রবিবিক্তাহারতর ইবৈব ভবত্যস্মাচ্ছারী-
রাদাত্মনঃ ॥২৫০॥৩॥

(১) ভাৎপর্ধ্য—তুরীয় ব্রহ্মের স্বরূপ প্রদর্শন করা এখানে শ্রুতির অভিপ্রেত ; কিন্তু
প্রথমেই তাহা প্রদর্শন করা অসম্ভব মনে করিয়া শ্রুতি প্রথমে ব্রহ্মের সগুণভাব—বিশ্ব, তৈজস
ও প্রাজ্ঞের স্বরূপ প্রদর্শন করত অবশেষে তুরীয় ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দেশ করিবেন । তন্মধ্যে
এখানে ‘বিশ্ব’ সংজ্ঞক ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দেশ করিয়াছেন ।

ইহারও আবার দুইটি ভাব—এক অধিদৈবত, দ্বিতীয় অধ্যাত্ম, তন্মধ্যে আদিত্যাস্তর্গত
পুরুষ হইতেছেন অধিদৈবত, আর দক্ষিণাঙ্গিগত পুরুষ হইতেছেন অধ্যাত্ম । অধিদৈবত
পুরুষের নাম—ইক্ষ ; আর অধ্যাত্ম পুরুষের নাম সত্য ।

ইক্ষ অর্থ—দীপ্তিবিশিষ্ট ; আদিত্যগত দীপ্তি প্রত্যক্ষগ্রাহ্য ; আর ইন্দ্র অর্থ—ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন ;
আলোচ্য পুরুষগত ঐশ্বর্য্য প্রত্যক্ষগ্রাহ্য নহে, শাস্ত্রগম্য ; সুতরাং ইন্দ্র শব্দটি পরোক্ষার্থাভিধায়ক ।
মনে হয়, ব্যবহার জগতে যেমন কোন কোন লোক সোজাঅজিতাবে নাম ধরিয়া ডাকিলে
অসঙ্কষ্ট হয়, ঐশ্বর্য্যজ্ঞাপক নাম করিলেই সঙ্কষ্ট হয় ; দেবতাদের অবস্থাও ঠিক তদনুরূপ ।

সম্বলার্থঃ ১—অথ (প্রকারান্তরে) বামে অক্ষি (অক্ষি) [যৎ] এতৎ পুরুষরূপম্, এষা (এষঃ বামাক্ষিপুরুষঃ) অশ্র (বিশ্বপুরুষশ্র) পত্নী (ভোগ্যা অন্নরূপা), বিরাট্ (বিরাট্ সংজ্ঞকঃ পুরুষঃ); তয়োঃ (ইন্দ্রশ্র ইন্দ্রাণ্যাঃ চ) এষঃ সংস্তাবঃ (যত্র ধৌ মিলিত্বা অন্তোন্তং সংস্তবং কুর্বীতে, সঃ) । [কঃ সঃ ১] যঃ এষঃ অস্তর্হৃদয়ে হৃদয়মধ্যে আকাশঃ (ছিদ্ৰং) । অথ এনয়োঃ (ইন্দ্রশ্র ইন্দ্রাণ্যাঃ চ) এতৎ (বক্ষ্যমাণং) অন্নং (রক্ষাহেতুঃ); [কিং তৎ ১] যঃ এষঃ অস্তর্হৃদয়ে লোহিতপিণ্ডঃ (ভুক্তান্নশ্র সূক্ষ্মঃ পরিণামবিশেষঃ) । অথ এনয়োঃ (ইন্দ্রশ্র ইন্দ্রাণ্যাঃ চ) এতৎ (বক্ষ্যমাণং) প্রাবরণম্ (আচ্ছাদনম্); [কিং তৎ ১], যৎ এতৎ অস্তর্হৃদয়ে জালকম্ ইব (জালবৎ শিরাসস্ততিঃ); অথ এনয়োঃ এষা সঞ্চরণী (গমনাগমনোপায়ঃ) সৃতিঃ (পস্থাঃ); [এষা কা ১] যা এষা নাড়ী হৃদয়াং উর্দ্ধা (উর্দ্ধমুখী সতী) উচ্চরতি (উদগচ্ছতি); [কীদৃশী সা ১] সহস্রধা ভিন্নঃ কেশঃ যথা (সহস্রভাগ-বিভক্তকেশবৎ সূক্ষ্মা) অশ্র (শরীরশ্র) ‘হিতাঃ’ নাম (হিতেতি নাম্না প্রসিদ্ধাঃ) নাড্যঃ অস্তর্হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিতাঃ ভবন্তি । এতৎ (অন্নং) আশ্রবৎ (গলৎ) এতাভিঃ (নাড়ীভিঃ) বৈ আশ্রবতি (গচ্ছতি —রসানিভাবমাপদ্বতে) । তস্মাৎ (অন্নশ্র সূক্ষ্মভাগপরিপোষিতত্বাৎ হেতোঃ) এষঃ (তৈজসঃ আত্মা) অস্মাৎ শরীরাত্ আত্মনঃ (পূর্বোক্তং বৈশ্বানরাখ্যম্ আত্মানম্ অপেক্ষ্য) প্রবিবিক্তাহারতরঃ (অতিশয়েন প্রবিবিক্তাহারঃ—দেহপিণ্ডঃ, অন্নং তু তস্মাদপি সূক্ষ্মতরাহার ইত্যর্থঃ) ইব ভবতি ॥২৫০॥৩॥

মূলানুবাদঃ ১—আর এই যে, বাম চক্ষুতে পুরুষ আছেন, তিনি পূর্বোক্ত দক্ষিণাক্ষিস্থিত ইন্দ্রনামক পুরুষের পত্নী অর্থাৎ ভোগ্যা—অন্ন স্বরূপ বিরাট্ ; ইহাই সেই ইন্দ্র ও ইন্দ্রাণীর সংস্তাব, (সংস্তাব অর্থ—যাহাতে উভয়ে উভয়ের স্তুতি করে) ; তাহা এই হৃদয়াস্তর্গত আকাশ। উক্ত ইন্দ্র ও ইন্দ্রাণীর ইহাই অন্ন,—যাহা এই হৃদয়মধ্যে স্থিত লোহিতপিণ্ড ; এই লোহিত-পিণ্ডটি (ভুক্ত অন্নের সূক্ষ্ম পরিণতি) ; ইহাই ইহাদের উভয়ের প্রাবরণ বা আচ্ছাদন, যাহা এই হৃদয়মধ্যে জালের ন্যায় শিরাসমূহ ; এবং ইহাই তাহাদের সঞ্চরণের পথ, যাহা এই হৃদয়প্রদেশ হইতে উর্দ্ধগামিনী নাড়ী ; একটি কেশকে সহস্রভাগে বিভক্ত করিলে যে রূপ হয়, ঠিক সেইরূপ সূক্ষ্ম এই হিতানামক নাড়ীসমূহও দেহপিণ্ডের হৃদয়মধ্যে বিद्यমান রহিয়াছে । যে সময় অন্নরস ক্ষরিত হয়, তখন এই

সমস্ত নাড়ীপথেই ক্ষরিত হয় ; সেই জন্যই এই শরীর—পূর্বোক্ত বিশ্বনামক শরীরময় আত্মা অপেক্ষা এই তৈজসসংজ্ঞক আত্মা অতিশয় সূক্ষ্মবিষয়ভোগী বলিয়াই যেন প্রতীত হয় ॥ ২৫০ ॥ ৩ ॥

শাক্তব্রহ্মাণ্ডম্ :—অথৈতদ্ব্যাহ্নিকনি পুরুষরূপম্, এষাশ্চ পত্নী—যং যং বৈশ্বানরমাত্মানং সম্প্রসোহসি, তস্তাশ্চ ইন্দ্রশ্চ ভোক্তুর্ভোগ্যেযা পত্নী, বিরাট্ অন্নং ভোগ্যত্বাদেব । তদেতদন্নঞ্চ অস্তা চ একং মিথুনং স্বপ্নে । কথম্ ? তন্নো-
রেষঃ—ইন্দ্রাণ্যা ইন্দ্রশ্চ চ এব সংস্তাবঃ,—সন্তুর যত্র সংস্তবং কুর্ক্বাতে অত্রোত্তম, স এব সংস্তাবঃ । কোহসৌ ? য এবোহস্তর্হৃদয়ে আকাশঃ, অস্তর্হৃদয়ে—হৃদয়শ্চ মাংসপিণ্ডশ্চ মধ্যে, অথৈনন্নোরেতৎ বক্ষ্যমাণম্ অন্নং ভোজ্যং স্থিতিহেতুঃ । কিস্তং ? য এবোহস্তর্হৃদয়ে লোহিতপিণ্ডঃ—লোহিত এব পিণ্ডাকারাপন্নো লোহিতপিণ্ডঃ । অন্নং জ্ঞানং ঘেধা পরিণমতে—যং স্থলং, তদধো গচ্ছতি ; যদন্তং, তং পুনরগ্নিনা পচ্যমানং ঘেধা পরিণমতে—যো মধ্যমো রসঃ, স লোহিতাদিক্রমেণ পাঞ্চভৌতিকং পিণ্ডং শরীররূপচিনোতি ; যোহনিষ্ঠো রসঃ, স এব লোহিতপিণ্ড ইন্দ্রশ্চ লিঙ্গা-
অনো হৃদয়ে মিথুনীভূতশ্চ ; যং তৈজসমাচক্ৰতে, স তন্নোরিন্দ্রেন্দ্রাণ্যোঃ হৃদয়ে মিথুনীভূতয়োঃ সূক্ষ্মান্ন নাড়ীষু প্রবিষ্টঃ স্থিতিহেতুর্ভবতি, তদেতদ্রূচ্যতে—অথৈ-
নন্নোরেতদন্নমিত্যাदि । ১

কিঞ্চাশ্চং ; অথৈনন্নোরেতৎ প্রাবরণম্ ; ভুক্তবতোঃ স্বপতোশ্চ প্রাবরণং ভবতি লোকে, তৎসামাশ্চং হি কল্পয়তি শ্রুতিঃ । কিং তদ্বিহ প্রাবরণম্ ? যদেত-
দস্তর্হৃদয়ে জ্বলকমিব অনেকনাড়ীচ্ছিদ্রবহুলত্বাৎ জ্বলকমিব । অথৈনন্নোরেষা
স্মৃতিঃ মার্গঃ, সঞ্চরতোহনরেতি সঞ্চরণী, স্বপ্নাজ্জাগরিত-দেশাগমনমার্গঃ । কা সা
স্মৃতিঃ ? যা এষা হৃদয়াৎ হৃদয়দেশাদ্ উর্দ্ধাভিমুখী সতী উচ্চরতি নাড়ী । তস্তাঃ
পরিমাণমিদমুচ্যতে—যথা লোকে কেশঃ সহস্রধা ভিন্নোহত্যস্তসূক্ষ্মো ভবতি, এবং
সূক্ষ্মা অশ্চ দেহশ্চ সঘনিক্তো হিতা নাম—হিতা ইত্যেবং খ্যাতা নাড্যঃ, তাশ্চাস্ত-
র্হৃদয়ে মাংসপিণ্ডে প্রতিষ্ঠিতা ভবন্তি ; হৃদয়াধিপ্রকৃষ্টান্তাঃ সর্বত্র কদম্বকেশরবৎ ;
এতাভিনাড়ীতিরত্যস্তসূক্ষ্মাভিরেতদন্নম্ আশ্রবং গচ্ছদ্ আশ্রবতি গচ্ছতি । তদে-
তদেবতাপরীরম্ অনেনাঙ্গেন দামভূতেনোপচীন্নমানং তিষ্ঠতি । ২

তস্তাৎ—যস্মাৎ স্থলেনাঙ্গেনোপচিতঃ পিণ্ডঃ, ইদম্ দেবতাপরীরং লিঙ্গং
সূক্ষ্মেণাঙ্গেনোপচিতং তিষ্ঠতি, পিণ্ডোপচয়করমপ্যন্নং প্রবিবিক্তমেব মূত্রপুত্রীযাদি-
স্থলমপেক্ষ্য, লিঙ্গস্থিতিকরণং তু অন্নং, ততোহপি সূক্ষ্মতরম্, অতঃ প্রবিবিক্তাহারঃ

পিণ্ডং, তস্মাৎ প্রবিবিক্তাহারাদপি প্রবিবিক্তাহারতর এব লিঙ্গাত্মা ইবৈব ভবতি, অস্মাচ্ছারীরাৎ—শরীরমেব শারীরম্, তস্মাচ্ছারীরাদাত্মনঃ বৈশ্বানরাৎ—তৈজসঃ সূক্ষ্মান্নোপচিতে ভবতি ॥২৫০॥৩॥

টীকা । একশ্চেব বৈশ্বানরশ্চোপাসনার্থঃ প্রাসঙ্গিকমিল্লশ্চেজ্ঞানী চেতি মিথুনঃ কল্পয়তি—অথেন্ধ্যাদিনা । প্রাসঙ্গিকখ্যানাধিকারার্থোহধশব্দঃ । যদেতন্মিথুনঃ জাগরিতে বিশ্বশক্তিতং, তদেবৈকং স্বপ্নে তৈজসশব্দবাচ্যমিত্যাহ—তদেতদিত্তি । তচ্ছক্তিতং তৈজসমধিকৃত্য পৃচ্ছতি—কথমিত্তি । কিং তত্ত্ব হানং পৃচ্ছতে ? অন্নং বা ? প্রাবরণং বা ? মার্গো বা ? ইতি বিকল্পাত্ত্বং প্রত্যাহ—তয়োরিত্তি । সংস্তবং সঙ্গতিমিত্তি যাবৎ । দ্বিতীয়ং প্রত্যাহ—অথেন্ধ্য । অন্নাত্তিরেকেণ স্থিতেরসস্তবাত্তত্ত্ব বক্তব্যাদিত্যধশব্দার্থঃ । লোহিতপিণ্ডঃ সূক্ষ্মান্নরসং ব্যাখ্যাভুং ভক্তিতত্ত্বান্নস্ত তাবদ্বিভাগম্যাহ—অন্নমিত্তি । যদন্তং পুনরিত্তি যোজনীয়ম্ । তত্রেন্ধ্যাত্মাত্ত্য যো মধ্যম ইত্যাদিগ্রন্থো যোজ্যঃ । উপাধ্যুপহিতয়োরেকত্বমাপ্রিত্যাহ—ৎ তৈজসমিত্তি । তত্ত্বান্নত্বমুপপাদয়তি—স তয়োরিত্তি । ব্যাখ্যাতেহর্থে বাক্যাত্মাধিতাবয়বত্বম্যাহ—তদেতদিত্তি । ১

যদি প্রাবরণং পৃচ্ছতে, তত্রাহ—কিঞ্চাস্তদিত্তি । ভোগস্থাপানত্ব্যমধশব্দার্থঃ । প্রাবরণ-প্রদর্শনস্ত প্রয়োজনম্যাহ—ভুক্তবতোরিত্তি । ইহেন্ধ্যি ভোক্তৃভোগ্যরোরিল্লজ্ঞান্যোরুক্তিঃ । হৃদয়জালকরোরাদারাদেয়ত্বমবিবক্তিতং, তশ্চেব তদ্ভাবাৎ । মার্গশ্চেৎ পৃচ্ছতে, তত্রাহ—অথেন্ধ্য । নাড়ীভিঃ শরীরং ব্যাপ্তস্তান্নস্ত প্রয়োজনম্যাহ—তদেতদিত্তি । ২

তস্মাদিত্যাদিবাক্যমাদায় ব্যাচষ্টে—যস্মাদিত্তি । তথাপি প্রবিবিক্তাহার ইত্যেব বক্তব্যে প্রবিবিক্তাহারতর ইতি কস্মাদ্রুচ্যতে ? তত্রাহ—পিণ্ডে'ত । যস্মাদিত্যাত্মাপেক্ষিতং কথয়তি—অত ইতি । শারীরাদিত্তি ক্রমতে, কথং শরীরাদিত্যুচ্যতে ; তত্রাহ—শরীরমেবেতি । উক্ত-মর্থঃ সঙ্গিকপোপসংহরতি—আত্মন ইতি ॥২৫০॥৩॥

ভাষ্যানুবাদ :—তাহার পর, এই যে, বামচক্ষুতে পুরুষ আছেন, তিনি ইঁহার পত্নী অর্থাৎ তুমি পূর্বশ্রুতাক্ত যে বৈশ্বানর আত্মাকে লাভ করিয়াছ, সেই ইন্দ্রনামক ভোক্তার ইহা ভোগ্যরূপা পত্নী বিরাট্‌স্বরূপ অন্ন ; ভোগ্য বলিয়াই ইহাকে অন্ন বলা হইল । স্বপ্নাবস্থায় উক্ত ভোক্তা ও ভোগ্য এতদুভয়ের সন্নিগনে এক মিথুনীভাব সম্পন্ন হয় । কিরূপে হয় ?—উক্ত ইন্দ্রাণী ও ইন্দ্রের ইহাই সংস্তাব—যাহাতে উভয়ে সন্নিিলিত হইয়া পরস্পর পরস্পরের স্তুতিগান করিয়া থাকে, তাহাকে সংস্তাব বলে । এখানে সেই সংস্তাব কি ? [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,] যাহা এই হৃদয়মধ্যবর্তী আকাশ, [তাহাই সংস্তাব ;]—এখানে ‘অন্ত হৃদয়ে’ অর্থ হৃদয়নামক মাংসপিণ্ডের মধ্যে । উক্ত উভয়ের ইহাই হইতেছে অন্ন—অর্থাৎ রন্ধার হেতুভূত ভোগ্য । ইহা কি ? যাহা এই হৃদয়মধ্যবর্তী লোহিত-পিণ্ড অর্থাৎ পিণ্ডাকার লোহিত খণ্ড । অভিপ্রায় এই যে, ভুক্ত অন্ন হইত্যাগে পরিণত হয়,—যাহা স্থলভাগ, তাহা অধোগামী হয়, আর যাহা সূক্ষ্মভাগ, তাহাও

জাঠরাগ্নি দ্বারা পরিপাক পাইয়া ছইভাগে পরিণত হয়,—যাহা মধ্যম ভাগ—
স্থূলও নয়, সূক্ষ্মও নয়, এমন রসভাগ, সেই রসভাগই লোহিতাদি পরম্পরাক্রমে
পাক্ভৌতিক বেহের পরিপুষ্টি সাধন করে । আর যাহা সূক্ষ্মতম রস, তাহাই
হৃদয়স্থ মিথুনীভূত লিঙ্গসংজ্ঞক ইন্দ্রের—পণ্ডিতগণ যাহাকে ‘তৈজস’ নামে অভি-
হিত করিয়া থাকেন, তাহার লোহিতপিণ্ড । এই লোহিতপিণ্ডই সূক্ষ্ম নাড়ীপথে
প্রবেশপূর্বক হৃদয়গত মিথুনীভূত ইন্দ্র ও ইন্দ্রাণীর স্থিতিসাধন করিয়া
থাকে । ১

আরও এক কথা,—ইহাই তাহাদের উভয়ের প্রাবরণ,—ব্যবহারজগতে
দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা ভোজন করে ও নিদ্রা যায়, তাহাদের গাত্রে আব-
রণবস্ত্র থাকে ; শ্রুতি ইহাদের সম্বন্ধেও সেইরূপ অবস্থা পরিকল্পনা করিতেছেন ।
এখানে সেই প্রাবরণটি কি ? অন্তর্হৃদয়ে—হৃদয়াভ্যন্তরে যে, জালের মত নাড়ী-
সমূহ আছে, তাহা ;—নাড়ীর সংখ্যা অনেক, এবং সে সমস্ত নাড়ীর চিহ্নরূপও
বহু ; এইজন্ত নাড়ীসমষ্টিকে জালের সদৃশ বলা হইয়াছে । তাহার পর, এই হৃদয়স্থ
ইন্দ্র ও ইন্দ্রাণীর ইহাই সঞ্চরণী সৃতি ; ‘সঞ্চরণী’ অর্থ—যাহা দ্বারা যাতায়াত করা
হয়, অর্থাৎ ইহাই তাহাদের স্বপ্লাবস্থা হইতে জাগ্রৎ-অবস্থায় আসিবার পথ । সেই
পথটি কি ? উক্ত হৃদয়প্রদেশ হইতে যে নাড়ীটি উর্দ্ধমুখে উদগত, সেই নাড়ী ।
সেই নাড়ীর পরিমাণ এইরূপ বলা হইতেছে—জগতে একটি কেশকে সহস্রভাগে
বিভক্ত করিলে, তাহা যেমন অত্যন্ত সূক্ষ্ম হয়, ঠিক তেমনি ; এই দেহগত হিতা-
নামে প্রসিদ্ধ নাড়ীসমূহও অতিশয় সূক্ষ্ম, সেই সূক্ষ্ম নাড়ীগুলি আবার হৃদয়-
মধ্যবর্তী উক্ত মাংসপিণ্ডের মধ্যে সন্নিবিষ্ট থাকে ; শেষে কদম্ব-কুম্ভের কেশর-
রাশির দ্বারা ঐ নাড়ীসমূহ হৃদয় হইতে নির্গত হইয়া সর্বদেহে প্রসৃত হইয়া
থাকে । ভুক্ত অন্ন যখন অবস্থাস্তর প্রাপ্ত হয়, তখন ঐ সমস্ত সূক্ষ্ম নাড়ীপথেই
গমন করিয়া থাকে । এই যে, দেবতা-শরীর, তাহা রজ্জ্বরূপ ঐ অন্ন দ্বারা পরি-
রক্ষিত হইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, (নচেৎ শরীর বিনষ্ট হইয়া যাইত) । ২

সেইহেতু—যেহেতু দৃশ্যমান দেহপিণ্ড উপভুক্ত স্থূল অন্ন দ্বারা বর্দ্ধিত হয়,
কিন্তু লিঙ্গাত্মক সূক্ষ্ম দেবতাশরীরটি সূক্ষ্ম অন্নরসে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে । তাহার
পর, দেহপিণ্ডের পরিবর্দ্ধক অন্ন স্থূল হইলেও মূত্রপুৰীষাদির তুলনায় সূক্ষ্মই বটে,
কিন্তু লিঙ্গশরীরের পুষ্টি ও স্থিতিসাধন যে অন্ন, তাহা তদপেক্ষাও অধিক সূক্ষ্ম ;
এই হেতু দেহপিণ্ড সাধারণতঃ প্রবিবিক্তাহার ; এই লিঙ্গাত্মক দেহ যেন সেই
প্রবিবিক্তাহার (সূক্ষ্মগ্রাহী) দেহপিণ্ড অপেক্ষাও অধিকতর প্রবিবিক্তাহার

(স্বপ্নতরাহার) বলিয়া প্রতীত হয়; অভিপ্রায় এই যে, বৈশ্বানরসংজ্ঞক এই শারীর আত্মা—শরীর অপেক্ষা স্বপ্নতর অল্প উপচিত হইয়া থাকে ॥ ২৫০ ॥ ৩ ॥

তস্ম প্রাচী দিক্ প্রাঞ্চঃ প্রাণাঃ, দক্ষিণা দিগ্ দক্ষিণে প্রাণাঃ, প্রতীচী দিক্ প্রত্যঞ্চঃ প্রাণাঃ, উদীচী দিগ্ উদ্যঃ প্রাণাঃ, উর্দ্ধা দিগ্ উর্দ্ধাঃ প্রাণাঃ, অবাচী দিগ্ অবাঞ্চঃ প্রাণাঃ, সৰ্ব্বা দিশঃ সৰ্ব্বৈ প্রাণাঃ, স এষ নেতি নেত্যাভ্যাহুর্হো নহি গৃহতেহশীৰ্য্যো নহি শীৰ্য্যতেহসঙ্গো নহি সজ্যতেহসিতো ন ব্যথতে ন রিষ্যত্যভয়ং বৈ জনক প্রাপ্তোহসীতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ । স হোবাচ জনকো বৈদেহোহভয়ত্বা গচ্ছতাদ্ যাজ্ঞবল্ক্যঃ ; যো নো ভগবন্নভয়ং বেদয়সে, নমস্তেহস্মিমে বিদেহা অয়মহমস্মি ॥ ২৫১ ॥ ৪ ॥

ইতি চতুর্থোধ্যায়স্য দ্বিতীয়ং ব্রাহ্মণম্ ॥৪॥২॥

সম্বলার্থঃ ১—অত্র (তৈজসত্বং প্রাপ্তস্ত বিদ্বষঃ) প্রাচী (পূর্বা) দিক্, প্রাঞ্চঃ (প্রাগ্গমনশীলাঃ) প্রাণাঃ ; দক্ষিণা দিক্ দক্ষিণে (দক্ষিণদিগ্গামিনঃ) প্রাণাঃ ; প্রতীচী (পশ্চিমা) দিক্ প্রত্যঞ্চঃ (পশ্চিমাভিমুখাঃ) প্রাণাঃ ; উদীচী (উত্তরা) দিক্ উদ্যঃ প্রাণাঃ, উর্দ্ধা দিক্ উর্দ্ধাঃ প্রাণাঃ ; অবাচী দিক্ অবাঞ্চঃ প্রাণাঃ ; সৰ্ব্বাঃ দিশঃ সৰ্ব্বৈ প্রাণাঃ । সঃ এষঃ (যথোক্তগুণসম্পন্নঃ) নেতি নেতি (নেতি নেতীতিনিবেদপৰ্য্যন্তভূমিঃ) আত্মা অগৃহঃ নহি গৃহতে, অশীৰ্য্যঃ নহি শীৰ্য্যতে ; অসঙ্গঃ নহি সজ্যতে ; অসিতঃ, ন ব্যথতে ; ন রিষ্যতি । হে জনক, [ত্বং] বৈ অভয়ং (জন্মমরণাদিভয়রহিতং ব্রহ্ম) প্রাপ্তঃ অসি (ভবসি) ইতি যাজ্ঞবল্ক্যঃ উবাচ হ । সঃ (বৈদেহঃ) জনকঃ উবাচ হ—হে ভগবন্ যাজ্ঞবল্ক্য, যঃ ত্বং নঃ (অস্মান্) অভয়ং ব্রহ্ম বেদয়সে (জ্ঞাপয়সি), তৎ ত্বা (ত্বাং) অভয়ং গচ্ছ-তাং (গচ্ছতু ; সৰ্ব্বথা ভয়রহিতো ভবেত্যর্থঃ) । তে (তুভ্যং) নমঃ (নমস্কারঃ) অস্ত, ইমে বিদেহাঃ (বিদেহাখ্যজনপদাঃ) অয়ং অহং (চ) [তব অধীনঃ] অস্মি ॥ ২৫১ ॥ ৪ ॥

মূলানুবাদঃ ১—বৈশ্বানরভাব হইতে ক্রমে তৈজসভাবাপন্ন সেই বিদ্বানের পূর্বদিক্ হইতেছে অগ্রগামী প্রাণ; দক্ষিণ দিক্ হইতেছে

দক্ষিণদিক্‌বর্তী প্রাণ ; পশ্চিম দিক্‌ হইতেছে পশ্চিমদিগ্‌বর্তী প্রাণ ; উত্তর দিক্‌ হইতেছে উত্তরদিগ্‌গামী প্রাণ ; উর্দ্ধদিক্‌ হইতেছে উর্দ্ধদিগ্‌বর্তী প্রাণ ; অধোদিক্‌ হইতেছে অধোগামী প্রাণ ; এবং সাধারণ দিক্‌ সমূহ হইতেছে সর্বপ্রাণ । [পূর্বে 'নেতি নেতি'রূপে] উক্ত সেই এই আত্মা অগ্রাহ—কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হয় না ; অশীর্ষ্য—কোনরূপে শীর্ণ হয় না ; অসঙ্গ—কোথাও আসক্ত হয় না ; অসিত (অনবরুদ্ধ) ; কিছু দ্বারা আবদ্ধ হয় না, এবং কোনরূপে হিংসাও প্রাপ্ত হয় না । যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—হে জনক, তুমি অভয় (জন্মমরণাদিভয়রহিত ব্রহ্ম) প্রাপ্ত হইয়াছ । এ কথায় বিদেহপতি জনক বলিলেন—হে পূজনীয় যাজ্ঞবল্ক্য, যে তুমি আমাকে অভয় ব্রহ্ম-স্বরূপ বুঝাইতেছ, সেই তোমাকেও অভয় ব্রহ্ম প্রাপ্ত হউক, অর্থাৎ আমার শ্যায় তুমিও অভয় ব্রহ্ম লাভ কর । তোমার উদ্দেশ্যে নমস্কার করি ; এই সমস্ত বিদেহ দেশ এবং এই আমি তোমার [অধীন] আছি ॥ ২৫১ ॥ ৪ ॥

ইতি চতুর্থাধ্যায়ে দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ ॥ ৪ ॥ ২ ॥

শাকরভাষ্যম্ :—স এষ হৃদয়ভূততৈজসঃ সূক্ষ্মভূতেন প্রাণেন বিধ্রিয়-
মাণঃ প্রাণ এব ভবতি, তস্তাশ্চ বিদ্বষঃ ক্রমেণ বৈজ্ঞানরাং তৈজসং প্রাপ্তশ্চ হৃদয়া-
ত্মানমাপন্নশ্চ হৃদয়াত্মনশ্চ প্রাণাত্মানমাপন্নশ্চ প্রাচী দিক্‌ প্রাঞ্চঃ প্রাগ্‌গতাঃ
প্রাণাঃ ; তথা দক্ষিণা দিগ্‌ দক্ষিণে প্রাণাঃ ; তথা প্রতীচী দিক্‌ প্রত্যঞ্চঃ প্রাণাঃ,
উদীচী দিক্‌ উদঞ্চঃ প্রাণাঃ ; উর্দ্ধা দিক্‌ উর্দ্ধাঃ প্রাণাঃ ; অবাচী দিক্‌ অবাঞ্চঃ
প্রাণাঃ ; সর্বা দিশঃ সর্বে প্রাণাঃ ; এবং বিদ্বান্ ক্রমেণ সর্বাশ্চকং প্রাণমাত্মত্বে-
নোপগতো ভবতি, তং সর্বাশ্চানং প্রত্যগাত্মন্যুপসংহত্য দ্রষ্টুর্হি দ্রষ্টৃভাবং নেতি
নেত্যাশ্চানং তুরীয়ং প্রতিপদ্যতে ; যমেধ বিদ্বান্ অনেন ক্রমেণ প্রতিপদ্যতে । স
এষ নেতি নেত্যাশ্চৈত্যাদি ন রিষ্যতীত্যন্তং ব্যাখ্যাতমেতৎ । অভয়ং বৈ জন্ম-
মরণাদিনিমিত্তভয়শূন্যম্, হে জনক, প্রাপ্তোহসি—ইতি এবং কিল উবাচ উক্তবান্
যাজ্ঞবল্ক্যঃ । তদেতদ্বক্তব্যম্—অথ বৈ তেহহং তদ্ বক্ত্যামি, যত্র গমিষ্যসীতি । স
হোবাচ জনকো বৈদেহঃ—অভয়মেবত্বা ত্বামপি গচ্ছতান্‌গচ্ছতু, যদ্বং নঃ অশ্মান্,
হে যাজ্ঞবল্ক্য, ভগবন্ পূজাবন্ অভয়ং ব্রহ্ম বেদরসে জ্ঞাপয়সি প্রাপিতবান্ উপাধি-
কৃতাজ্ঞানব্যবধানাপনয়নেনেত্যর্থঃ । কিমন্তং, অহং বিজ্ঞানিহ্ময়ার্থং প্রযচ্ছামি,

লাক্ষ্যাদানমেব দত্তবতে ; অতো নমন্তেহস্ত ; ইমে বিদেহাঃ তব, যথেষ্টং
ভূজ্যস্তাম্ ; অয়ঞ্চাহমস্মি দাসভাবে স্থিতঃ ; যথেষ্টং মাং রাজ্যঞ্চ প্রত্ৰি-
পত্ত্বশ্বেত্যর্থঃ ॥২৫১॥৪॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদ্বাণ্যে চতুর্থাধ্যায়স্ত দ্বিতীয়ঃ ব্রাহ্মণম্ ॥৪২॥

টীকা । তত্ত্ব প্রাণী দিগ্গিতাভবতারয়িতুং ভূমিকাং করোতি—স এষ ইতি । প্রাণ-
শব্দেনাজাতঃ প্রত্যগাত্মা প্রাজ্ঞো গৃহ্যতে । এবং ভূমিকাং কৃত্বা বাক্যমাদায় ব্যাকরোতি—
তন্ত্বেত্যাদিনা । তৈজসং প্রাপ্তস্তেত্যস্ত ব্যাখ্যানং হৃদয়াজ্ঞানমাপন্নশ্চেতি । উক্তমর্থং
সঙ্ক্ষিপ্যাহ—এবং বিধানিতি । বিশ্বস্ত জাগরিতাভিমানিনস্তৈজসে তত্ত্ব চ স্বপ্নাভিমানিনঃ
স্বপ্নাভিমানিনি প্রাজ্ঞে ক্রমেণাস্তর্ভাবং জানরিত্যর্থঃ । স এষ নেতি নেত্যাশ্বেত্যাদেভূমিকাং
করোতি—তং সর্ক্সাজ্ঞানমিতি । তত্র বাক্যমবতার্য পূর্ব্বোক্তং ব্যাখ্যানং স্মারয়তি—যমেব
ইতি । তুরীয়াদপি প্রাপ্তব্যমন্তনভয়মন্তীত্যশঙ্ক্যাহ—অভয়মিতি । গন্তব্যং বক্ষ্যামীত্যুপক্রম্যা-
বস্থাভ্রাতীতং তুরীয়মুপদিশন্নাত্মান্ পৃষ্টঃ কোবিদারানচষ্টে ইতি স্মারবিষয়তাং নাতিবর্ত্তেতেত্যা-
শঙ্ক্যাহ—তদেতদিতি । বিচার্য দক্ষিণাস্তরাত্তাবমভিপ্রেত্যাহ—স হোবাচেতি । কথং পুনরন্তস্ত
স্থিতস্ত নষ্টস্ত বাহ্যপ্রাপণমিত্যাশঙ্ক্যাহ—উপাধীতি । পর্বাদিকং দক্ষিণাস্তরং সম্ভবতীত্যশঙ্ক্য
তন্তোক্তবিচারুরূপত্বং নাস্তীত্যাহ—কিমন্তদিতি । বস্ততো দক্ষিণাস্তরাত্তাবমুক্তা প্রতীতিমাশ্রি-
ত্যাহ—অত ইতি । অক্ষরার্থমুক্তা বাক্যার্থমাহ—যথেষ্টমিতি ॥ ২৫১ ॥ ৪ ॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদ্বাণ্যে চতুর্থাধ্যায়স্ত দ্বিতীয়ঃ ব্রাহ্মণম্ ॥৪২॥

ভাষ্যানুবাদ ১—এই যে, এই হৃদয়স্বরূপ তৈজস, ইহা স্বপ্ন প্রাণ দ্বারা
বিশেষভাবে বিধৃত হইয়া প্রকৃতপক্ষে প্রাণই হয় ; অর্থাৎ প্রাণরূপেই পর্য্যবসিত
হয় ; সেই যে, এই বিদ্বান্, যিনি বৈশ্বানরতাব (স্থূলতাব) হইতে ক্রমে তৈজসত্ব ও
হৃদয়াভাব প্রাপ্ত হইয়া হৃদয়াত্মক হইয়াছেন ; তাহার পূর্ব্ব দিক্ হইতেছে
পূর্ব্বদিগ্গামী প্রাণ ; পশ্চিম দিক্ পশ্চিমভাগবর্ত্তী প্রাণ ; উত্তর দিক্ উত্তরদিগ্-
বর্ত্তী প্রাণ ; উর্দ্ধ দিক্ উর্দ্ধগামী প্রাণ ; অধোদিক্ অধোগামী প্রাণ ; এবং সমস্ত
দিক্ সমষ্টিভূত প্রাণ । এবম্বিধ জ্ঞানসম্পন্ন পুরুষ ক্রমে ক্রমে সর্ক্সাত্মক প্রাণকে
আত্মারূপে লাভ করেন ; সেই সর্ক্সাত্মা প্রাণকেও আবার পরমাত্মাতে পর্য্যবসিত
করিয়া, পশ্চাৎ ‘নেতি নেতি’ রূপে তুরীয় (বিশ্ব, বৈশ্বানর ও তৈজস অপেক্ষা
চতুর্থ) আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । ‘স এষ নেতি নেতি’ ইত্যাদি হইতে
‘ন রিষ্যতি’ পর্য্যন্ত অংশ পূর্ব্বকই ব্যাখ্যাত হইয়াছে ।

হে জনক, তুমি অভয়—অন্মমরণাদিজনিত ভীতিশূন্য (ব্রহ্মকে) প্রাপ্ত হইয়াছ
—এই কথা যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছিলেন । এই কথাই পূর্ব্ব উক্ত হইয়াছে যে, ‘তুমি
মৃত্যুর পর যেখানে গমন করিবে, তাহা তোমাকে বলিব’ ইতি । তখন বিদেহা-

ধিপতি জনক বলিলেন—ভগবন্ যাজ্ঞবল্ক্য, যে তুমি আমাদিগকে অভয় ব্রহ্ম বলিয়াছ, উপাধিকৃত অজ্ঞানজ ব্যবধান অর্থাৎ অব্রহ্মভাব অপনয়নপূর্বক প্রকৃত ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত করিয়াছ, সেই তোমাকে অভয় ব্রহ্ম প্রাপ্ত হউক ; অধিক কি, তুমি যখন আমাকে সাক্ষাৎ আত্মবস্তু প্রদান করিয়াছ, তখন তোমাকে আমি বিষ্ণুর মূল্যস্বরূপ আর কি প্রদান করিতে পারি ; অতএব তোমার উদ্দেশ্যে আমার নমস্কার হউক ; এই বিদেহদেশ তোমার যথেষ্ট উপভোগ্য হউক ; আর এই আমিও তোমার দাসরূপে আছি ; এই রাজ্য এবং আমাকে তুমি ইচ্ছামত গ্রহণ কর ॥ ২৫১॥৪॥

ইতি চতুর্থাধ্যায়ে দ্বিতীয় ব্রাহ্মণের ভাষ্যানুবাদ ॥৪॥২॥

—

তৃতীয় ব্রাহ্মণম্ ।

আভাসভাষ্যম্ ।—জনকং হ বৈদেহং যাজ্ঞবল্ক্যো অগামেত্যভি-
সম্বন্ধঃ । বিজ্ঞানময় আত্মা সাক্ষাদপরোক্ষাদ ব্রহ্ম সর্বাস্তরঃ পর এব—“নাশ্চো-
হতোহস্তি দ্রষ্টা, নাশ্চদতোহস্তি দ্রষ্টৃ” ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ । স এব ইহ প্রবিষ্টঃ
বদনাদিলিঙ্গঃ অস্তি ব্যতিরিক্ত ইতি মধুকাণ্ডে অজাতশত্রুসংবাদে প্রাণনাদিকর্তৃত্ব-
ভোক্তৃত্বপ্রত্যাখ্যানেনাধিগতোহপি সন্, পুনঃ প্রাণনাদিলিঙ্গমুপলব্ধ্য ঔষন্ত্যপ্রশ্নে
প্রাণনাদিলিঙ্গো যঃ সামান্তেনাধিগতঃ “প্রাণেন প্রাণিতি” ইত্যাদিনা, “দৃষ্টেদ্রষ্টা”
ইত্যাদিনা অনুপ্তশক্তিস্বভাবোহধিগতঃ । ১ ।

আভাসভাষ্য-টীকা । পূর্বস্মিন্ ব্রাহ্মণে জাগরাদিদ্বারা তৎ নিরূপিতং, সম্প্রতি
ব্রাহ্মণাস্তরমবতারা তন্ত পূর্বেণ সম্বন্ধং প্রতিদ্বন্দ্বীতে—জনকমিতি । তমেব বক্তুং তৃতীয়ে
বৃত্তং কীর্তয়তি—বিজ্ঞানময় ইতি । তদব্রহ্ম সাক্ষাদপরোক্ষাৎ সর্বাস্তর আত্মা, স পর এব
বিজ্ঞানময় আত্মেত্যত্র হেতুমাং—নাশ্চ ইতি । বিজ্ঞানময়ঃ পর এবত্যত্র বাক্যাস্তরং পঠতি—
স এব ইতি । বদনাদিত্যাদাবুক্তমনুবদতি—বদনাদীতি । তাত্ত্বীয়মর্থমনুজ্ঞ চাতুর্থিকমর্থমনু-
বদতি—অস্তীতি । যদি মধুকাণ্ডে গার্গ্যাকাণ্ডসংবাদে প্রাণাদীনাং কর্তৃত্বাদিনিরাকরণেন তেভ্যো
ব্যতিরিক্তোহস্তি বিজ্ঞানাস্তেতি সোহধিগতঃ, তর্হি কিমিতি পঞ্চমে তৎসম্ভাবো ব্যুৎপাদ্যতে,
তত্রাহ—পুনরিতি । যতপি বিজ্ঞানময়সম্ভাবশ্চতুর্থে স্থিতস্তথাপি পুনরৌষন্ত্যে প্রশ্নে যঃ প্রাণেন
প্রাণিতীত্যাদিনা প্রাণাদিলিঙ্গমুপলব্ধ্য তল্লিঙ্গগম্যঃ সামান্তেনাধিগতঃ, স দৃষ্টেদ্রষ্টেত্যাদিনা কূটস্থ-
দৃষ্টিস্বভাবো বিশেষতো নিশ্চিতস্তথা চ পঞ্চমেহপি তদ্ব্যুৎপাদনমুচিতমিত্যর্থঃ । ১

তন্ত চ পরোপাধিনিমিত্তঃ সংসারঃ—যথা রজ্জ্বর-শুক্লিকা-গগনাদিষু সর্পো-
দক-রজতমলিনাদি পরাধ্যারোপণনিমিত্তমেব, ন স্বতঃ ; তথা ; নিরুপা-
ধিকো নিরুপাখ্যঃ ‘নেতি নেতি’ ইতি ব্যপদেশঃ সাক্ষাদপরোক্ষাৎ সর্বাস্তর
আত্মা ব্রহ্ম অক্ষরম্ অন্তর্যামী প্রশান্তা উপনিষদঃ পুরুষঃ বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্মৈত্যধি-
গতম্ । ২

আত্মা কূটস্থদৃষ্টিস্বভাবশ্চেৎ কথং তন্ত সংসারঃ, তত্রাহ—তন্ত চেতি । অজ্ঞানং তৎকাৰ্য্যং
চাস্তঃকরণাদি পরোপাধিশব্দার্থঃ । সংসারস্তাত্ত্বোপাধিকত্বে দৃষ্টান্তমাহ—যথেনিতি । দাষ্টীান্তিক-
স্তানেকরূপত্বাদিনেকদৃষ্টান্তোপাদানমিত্যভিপ্রোক্ত্য দাষ্টীান্তিকমাহ—তথেনিতি । যথোক্তদৃষ্টান্তানু-
সারেণাশ্রুতপি পরোপাধিঃ সংসার ইতি যাবৎ । সোপাধিকস্তাত্ত্বনঃ সংসারিত্বমুক্ত্য নিরুপাধিকস্ত
নিত্যমুক্তমাহ—নিরুপাধিক ইতি । নিরুপাধিঃ বাচ্যঃ মনসাং চাগোচরম্ । কথং তর্হি
তত্রাগমপ্রামাণ্যং, তত্রাহ—নেতি নেতীতি ব্যপদেশঃ ইতি । কহোলপ্রমোক্তমনুবদতি—

সাক্ষাৎ । অক্ষরব্রাহ্মণোক্তং প্রারয়তি—অক্ষরমিতি । অন্তর্ধামিব্রাহ্মণোক্তং প্রারয়তি—
অন্তর্ধামীতি । শাকলাব্রাহ্মণোক্তমমুসন্মতমিতি—উপনিষদ ইতি । ২

তদেব পুনরিক্সসংজ্ঞঃ প্রবিবিক্তাহারঃ ; ততোহস্তর্হর্দয়ে লিঙ্গায়া প্রবিবিক্তা-
হারতরঃ ; ততঃ পরেণ জগদায়া প্রাণোপাধিঃ ; ততোহপি প্রবিলাপ্য জগদায়া-
নমুপাধিত্বং ব্রহ্মাদাবিব সর্পাদিকং বিচক্ষমা “স এষ নেতি নেতি” ইতি সাক্ষাৎ-
সর্পাস্তরং ব্রহ্মাধিগতম্ । এবমভয়ং পরিপ্রাপিতো জনকঃ যাজ্ঞবল্ক্যেন আগমতঃ
সজ্জপতঃ । অত্র চ জাগ্রৎস্বপ্নমুত্তরীয়াণ্যপন্থস্তানি অন্তপ্রসঙ্গে—ইকঃ,
প্রবিবিক্তাহারতরঃ, সর্পে প্রাণাঃ, স এষ নেতি নেতীতি । ৩

পাক্ষমিকমর্থমিথমনুচ্যাতীতে ব্রাহ্মণস্বরে বৃত্তমনুভাবতে—তদেবেতি । যৎ সাক্ষাদপরোক্ষাৎ
সর্পাস্তরং ব্রহ্ম, তদেবাধিগমনোপায়বিশেষোপদর্শনপূরঃসরং পুনরধিগতমিতি সম্বন্ধঃ ।
ষড়াচার্য্যব্রাহ্মণার্থং সজ্জিপ্যা কুর্চব্রাহ্মণার্থং সজ্জিপতি—ইক ইত্যাদিনা । ইকশ্চ বিশেষণং
প্রবিবিক্তাহার ইতি । হনয়েৎস্তয়ো লিঙ্গায়া স ততো বৈদ্যানরাদিকাং প্রবিবিক্তাহারতর ইতি
যোজনা । বিদ্যেতৈজসাবুক্তৌ প্রাজ্ঞতুরীয়ে প্রদর্শয়তি—ততঃ পরেণেতি । ততস্তদ্বাদিষাঐব্রহ্মসাক্ষ-
পরেণ ব্যবস্থিতো যো জগদায়া প্রাণোপাধিরব্যাকৃতাখ্যঃ প্রাজ্ঞস্ততোহপি তমপুপাধিত্বং
জগদায়াং কেবলে প্রতীচি বিচক্ষমা প্রবিলাপ্য স এষ নেতি নেতীতি যত্নুরীয়াং ব্রহ্ম তদধিগত-
মিতি সম্বন্ধঃ । বিচক্ষোপাধিবিলাপনে দৃষ্টান্তমাহ—ব্রহ্মাদাবিতি । অভয়ং বৈ জনকেত্যাদা-
বৃত্তমমুদতি—এবমিতি । কুর্চব্রাহ্মণোক্তমর্থমনুভাবিতং সজ্জিপ্যাহ—অত্র চেতি । অন্ত-
প্রসঙ্গেনোপাসনানাং ক্রমমুক্তিফলত্বপ্রদর্শনপ্রসঙ্গেনেতি যাবৎ । তেষামুপস্তাসমেবাভিনয়তি—
ইক ইত্যাদিনা । ৩

ইদানীং জাগ্রৎস্বপ্নাদিষাঃ প্রাণৈব মহতা তর্কেণ বিস্তরতোহধিগমঃ কৰ্ত্তব্যঃ ;
অভয়ং প্রাপন্নিতব্যম্ ; সম্ভাবশ্চাত্মনো বিপ্রতিপত্ত্যাশঙ্কানিরাকরণদ্বারেণ—ব্যতি-
রিক্তত্বং শুদ্ধত্বম্ স্বয়ংজ্যোতিষ্টম্ অনুপ্তশক্তিস্বরূপত্বং নিরতিশয়ানন্দস্বাভাব্যম্
অদ্বৈতত্বঞ্চ অধিগন্তব্যমিতি ইদমাবৃত্যতে । আখ্যাদিকা তু বিভাসম্প্রদান-গ্রহণ-
বিধিপ্রকাশনার্থা, বিভাস্ততয়ে চ বিশেষতঃ, বরদানাদিসূচনাৎ । ৪

বৃত্তমনুভোত্তরব্রাহ্মণস্ত তাৎপর্য্যমাহ—ইদানীমিতি । আদিশব্দঃ স্বপ্তিতুরীয়াসংগ্রহার্থঃ ।
তর্কশ্চ মহত্বং চতুর্বিধদোষরাহিত্যেনাবাধিত্বম্ । অধিগমস্তগ্ধৈব প্রস্তুতশ্চ ব্রহ্মণ ইতি শেষঃ ।
কৰ্ত্তব্য ইতীদমিদানীমাবৃত্যতে ইতি সম্বন্ধঃ । কিমিদং ব্রহ্মণোহধিগমস্ত কৰ্ত্তব্যত্বং নাম, তদাহ—
অভয়মিতি । অধিগন্তব্যমর্থাস্তরমাহ—সম্ভাবশ্চেতি । প্রাগপি সম্ভাবস্তত্বাধিগতত্বং কিমর্থং
পুনস্তাদর্থ্যেন প্রযত্যাতে, তত্রাহ—বিপ্রতিপত্তীতি । বাহ্যানাং বিপ্রতিপত্ত্যা নাস্তিভগ্নকায়াং
তন্নিরাসদ্বারাস্থনঃ সম্ভাবোহধিগন্তব্য ইত্যর্থঃ । আত্মনোহস্তিহেহপি কেচিদেহাদৌ তদন্তর্ভাব-
মভ্যুপযন্তি, তান্ প্রত্যাহ—ব্যতিরিক্তত্বমিতি । দেহাদিব্যতিরিক্তোহপ্যাত্মা কৰ্ত্তা ভোক্তা
চেত্যেকো, তৌক্তেব কেবলমিত্যপরে, তান্ প্রত্যাহ—শুদ্ধত্বমিতি । তস্ত জড়ত্বপক্ষং প্রত্যাচষ্টে—

স্বয়ংজ্যোতিষ্টমিতি । তত্র কুটস্থদৃষ্টিবতাবয়ং হেতুমাহ—অলুপ্তেতি । এতেন বিজ্ঞানস্ত
গুণত্বপক্ষোহপি প্রত্যক্ষো বেদিতব্যঃ । যে হানদমানগুণমাহস্তান্ প্রত্যাহ—নিরতিশয়েতি ।
আত্মনঃ সপ্রপঞ্চত্বপক্ষং প্রত্যাশিশতি—অবৈতৎ চেতি ।

ব্রাহ্মণতাৎপর্যমভিধায়াখ্যায়িকা তাৎপর্যমাহ—আখ্যায়িকা ত্বিতি । বিজ্ঞানঃ সম্প্রদানং
শিষ্ঠঃ, তস্ত গ্রহণবিধিঃ শ্রদ্ধাদিপ্রকারঃ, তস্ত একাশনার্থেয়মাখ্যায়িকেনিতি । যাবৎ । প্রয়োজনাস্তরং
তস্তা দর্শয়তি—বিদ্যেতি । কথং কৰ্ম্মভ্যো বিশেষতো বিজ্ঞানঃ স্ততিরত্র লক্ষ্যতে, তত্রাহ—
বরেতি । কামপ্রপাখ্যাত্ত বরস্ত যাজ্ঞবল্ক্যেন রাজ্ঞে দত্ত্বাত্তেন চাবসরে ব্রহ্মজ্ঞানশ্চেব পৃষ্টবাদনেন
বিধিনা বিজ্ঞানন্তেঃ সূচনাং সাপ্যত্র বিবক্ষিতেত্যাঃ । ৪

আভাসভাষ্যানুবাদ ১—অতীত দ্বিতীয় ব্রাহ্মণের সহিত ‘জনকং হ
বৈদেহং যাজ্ঞবল্ক্যো অগাম’ ইত্যাদি তৃতীয় ব্রাহ্মণের সম্বন্ধ কথিত হইতেছে—
“নান্দদ্ অতোহস্তি দ্রষ্টা” “নান্দদতোহস্তি দ্রষ্টৃ” ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা গিয়াছে
যে, বিজ্ঞানময় জীবাত্মা প্রকৃতপক্ষে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষরূপী সর্বাস্তর পরমাত্মাই
বটে । তাহার পর, মনুকাণ্ডে অজাতশত্রু-সংবাদে সেই আত্মাই দেহমধ্যে
প্রবিষ্ট ও বচন-শ্রবণাদি ক্রিয়াদর্শনে দেহাতিরিক্তরূপে অশ্রুমানগম্য এবং
আপাতপ্রতীত প্রাণনাদিক্রিয়ার কর্তৃক-ভোক্তৃহাদি ধর্মের নিরাসপূর্বক বথার্থ-
রূপেও প্রতিপাদিত হইয়াছে; কিন্তু ঊষন্তের প্রশ্নে আবার সামান্তরূপে অবগত
সেই আত্মাই—“প্রাণেন প্রাণিত” ইত্যাদি ও “দৃষ্টেদ্রষ্টা” ইত্যাদি বাক্যে
বিশেষরূপে প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে, কোন অবস্থাতেই তাহার জ্ঞানপ্রকাশ-
শক্তি বিলুপ্ত হয় না । ১

আরও বলা হইয়াছে যে, যেমন আগন্তুক দোষবশতঃ রজ্জুতে সর্প, উষর-
ভূমিতে উদক, শুক্লিতে রজত ও গগনে মালিণ্য আরোপিত হইয়া থাকে, কিন্তু
ঐ সমস্ত ধর্ম উহাদের স্বাভাবিক নহে, তেমনি অলুপ্তশক্তি সেই আত্মার যে,
সংসার—জন্ম মরণ ও সুখদুঃখাদি সম্বন্ধ, সে সমুদয়ও উপাধিকৃত—অন্তের সহিত
সম্বন্ধবশতঃ উৎপন্ন হয়, কিন্তু স্বভাবসিদ্ধ নহে । তাহা হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে
যে, আত্মা স্বভাবতঃ নিক্রপাধিক, নির্বিশেষ, ‘নেতি নেতি’ রূপে নিষেধমুখে
নির্দেশযোগ্য, সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষরূপী, সর্বাস্তর, অন্তর্যামী, সর্বশাসনকর্তা ও উপনিষৎ-
প্রতিপাদ্য অক্ষর পুরুষ এবং বিজ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম । ২

সেই আত্মাকেই আবার ইন্দ্র-সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়া, তাহার সূক্ষ্ম বিষ-
য়োপভোগ নির্দেশ করা হইয়াছে, তদপেক্ষাও সূক্ষ্মবিষয়গ্রাহী হৃদয়মধ্যে নিহিত
লিঙ্গাত্মার স্বরূপ কথিত হইয়াছে; পরে তদপেক্ষাও উত্তম প্রাণোপাধিসম্বিত
অগ্নীত্মার কথা বলা হইয়াছে; শেষে অবিজ্ঞাপ্রসূত রজ্জুগত সর্পের ত্বাৎ

উপাধিবৃত্ত অগম্যভাব জ্ঞানবলে বিলীন করিয়া “স এষ নেতি নেতি” বলিয়া সাক্ষাৎ সৰ্বাস্ত্রয়ামী ব্রহ্মতত্ত্ব বিশেষিত করা হইয়াছে । যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি এইরূপে শাস্ত্রোপদেশানুসারে জনককে সঙ্ক্ষেপতঃ অভয় ব্রহ্ম বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন । এখানে ইহা, প্রবিবিক্তাহারতর ও প্রাণবাহের বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে এবং ‘স এষ নেতি নেতি’ বাক্যে প্রশঙ্গক্রমে আগ্রং, স্বপ্ন, সুষুপ্ত ও তুরীয় আত্মারও স্বরূপ নিরূপিত হইয়াছে । ৩

এখন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আগ্রং-স্বপ্নাদি অবস্থায় তর্ক দ্বারাও বিশেষভাবে তাহাকে জ্ঞানিতে হইবে, অভয় লাভ করাইতে হইবে, এবং যত রকম আশঙ্কা উৎপিত হইতে পারে, তৎসমস্ত খণ্ডন করিয়া দেহাদির অতিরিক্ত আত্মার সত্তা, শুদ্ধত্ব, (সদা পাপপুণ্যশূন্যত্ব), স্বপ্রকাশত্ব, অনুপশক্তি-স্বভাবত্ব, সৰ্ব্বাতিশয় আনন্দ-রূপত্ব এবং অদ্বিতীয়ত্ব জ্ঞাপন করিবার জন্য এই প্রকরণ আরম্ভ হইতেছে । কিরূপে বিজ্ঞাদান করিতে হয়, কিরূপেইবা বিজ্ঞা গ্রহণ করিতে হয়, তাহা জ্ঞাপনের জন্য আখ্যানিকার অবতারণা করা হইয়াছে ; বিশেষতঃ বরদান প্রভৃতি কার্য্য হইতে বুঝা যায় যে, বিজ্ঞার মহিমা কীর্ত্তন করাও আখ্যানিকার আর একটি প্রধান উদ্দেশ্য । ৪

জনকঃ হ বৈদেহঃ যাজ্ঞবল্ক্যো জগাম, স মেনে ন বদিষ্য-
ইতি, অথ হ যজ্ঞনকশ্চ বৈদেহো যাজ্ঞবল্ক্যশ্চাগ্নিহোত্রে সমুদাতে,
তস্মৈ হ যাজ্ঞবল্ক্যো বরং দদৌ, স হ কামপ্রশ্নমেব বব্রে, তৎ
হাস্মৈ দদৌ, তৎ হ সম্রাডেব পূর্বং পপ্রচ্ছ ॥ ২৫২ ॥ ১ ॥

সম্বলার্থঃ ১—যাজ্ঞবল্ক্যঃ বৈদেহঃ জনকঃ জগাম হ । সঃ (যাজ্ঞবল্ক্যঃ)
[গচ্ছন্] মেনে (চিন্তিতবান্)—ন বদিষ্যে (রাজ্ঞে কিমপি ন কথয়িষ্যামি ইত্যর্থঃ)
ইতি । অথ (তথাপি) যৎ [যাজ্ঞবল্ক্যঃ জনকশ্চ প্রশ্নোত্তরং দত্তবান্, তস্ত কারণ-
মেতৎ—] বৈদেহঃ জনকঃ যাজ্ঞবল্ক্যশ্চ পূর্বং অগ্নিহোত্রে সমুদাতে (বিচারিত-
বন্তৌ) ; যাজ্ঞবল্ক্যঃ হ (ঐতিহ্যে) তস্মৈ (জনকায়) বরং দদৌ ; সঃ (জনকঃ) হ
কামপ্রশ্নং (ইচ্ছানুরূপং প্রশ্নং) বব্রে (প্রার্থিতবান্) । [যাজ্ঞবল্ক্যশ্চ] অস্মৈ
(জনকায়) তৎ (কামপ্রশ্নরূপং বরং) দদৌ ; [অতঃ] সঃ সম্রাট্ (জনকঃ) এব
পূর্বং (প্রথমং) তৎ পপ্রচ্ছ (পৃষ্টবান্) ॥ ২৫২ ॥ ২ ॥

মূলানুবাদঃ ১—যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি কোন সময়ে বিদেহপতি
জনকের নিকট গিয়াছিলেন । তিনি যাইবার সময় মনে মনে স্থির

করিয়াছিলেন—আমি কিছুই বলিব না ; তথাপি যে [যাজ্ঞবল্ক্য জনকের
প্রশ্নোত্তর দিয়াছিলেন, তাহার কারণ—] পূর্বের বিদেহপতি জনক ও
যাজ্ঞবল্ক্য অগ্নিহোত্র যজ্ঞসম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন, ইতঃপূর্বের
যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি জনক মহারাজকে একটি বর প্রদান করিয়াছিলেন ;
তাহাতে জনক কামপ্রশ্নই প্রার্থনা করিয়াছিলেন ; যাজ্ঞবল্ক্যও তাঁহাকে
সেই বরই দিয়াছিলেন ; এই জন্ত সম্রাট জনকই প্রথমে প্রশ্ন করিয়া-
ছিলেন ॥ ২৫২ ॥ ১ ॥

শাকরভাষ্যম্ :—জনকং হ বৈদেহং যাজ্ঞবল্ক্যো অগাম । স চ গচ্ছন্
এবং মেনে চিস্তিতবান্—ন বদিষ্যে কিঞ্চিদপি রাজ্ঞে, গমনপ্রয়োজনং তু যোগ-
ক্ষেমার্থম্ । ন বদিষ্যে ইত্যেবংসঙ্কল্পোহপি যাজ্ঞবল্ক্যঃ যদ্ যদ্ জনকঃ পৃষ্ঠবান্, তৎ
তৎ প্রতিপেদে । তত্র কো হেতুঃ সঙ্কল্পিতশ্রাত্তথাকরণে—ইত্যত্রাখ্যায়িকামাট্টে ।

পূর্বত্র কিল জনক-যাজ্ঞবল্ক্যয়োঃ সংবাদ আসীদগ্নিহোত্রে নিমিত্তে ; তত্র
জনকশ্রাতিহোত্রবিষয়ং বিজ্ঞানমুপলভ্য পরিতুষ্টো যাজ্ঞবল্ক্যঃ তস্মৈ জনকায় হ কিল
বরং দদৌ । স চ জনকো হ কামপ্রশ্নমেব বরং বরে বৃত্তবান্ ; তঞ্চ বরং হাশ্মৈ
দদৌ যাজ্ঞবল্ক্যঃ, তেন বরপ্রদানসামর্থ্যেন অব্যাচিধ্যাস্তুমপি যাজ্ঞবল্ক্যং তুষ্ণীং-
স্থিতমপি সম্রাডেব জনকঃ পূর্বং পপ্রচ্ছ । তত্রৈবানুক্তিঃ, ব্রহ্মবিজ্ঞায়াঃ কৰ্ম্মণা
বিরুদ্ধত্বাৎ, বিজ্ঞায়াশ্চ স্বাতন্ত্র্যাৎ,—স্বতন্ত্রা হি ব্রহ্মবিজ্ঞা সহকারিসাধনাত্তর-
নিরপেক্ষা পুরুষার্থসাধনেতি চ ॥২৫২॥১॥

টীকা।—তাৎপৰ্য্যমেবমুক্ত্য। ব্যাখ্যামক্ষরাণামারম্ভতে—জনকমিত্যাदिना। সংবাদং ন
করোমীতি ব্রতং চেৎ, কিমিতি গচ্ছতীত্যশঙ্ক্যতে—গমনেতি । উত্তরমাহ—যোগোতি । অথ
হেত্যানুবতারয়তি—নেত্যাदिना। অত্রোত্তরভেদেতি শেষঃ । পূর্বত্রোতি কৰ্ম্মকাণ্ডোক্তিঃ ।
নগ্নিহোত্রপ্রকরণে কামপ্রশ্নো বরো দত্তশ্চেৎ, কিমিতি তত্রৈবাস্বযাধাত্মাপ্রশ্ন-প্রতিবচনে
নানুচিষাতাৎ, তত্রাহ—তত্রৈবেতি । কৰ্ম্মনিরপেক্ষায়া ব্রহ্মবিজ্ঞায়া মোক্ষহেতুত্বাদপি কৰ্ম্ম-
প্রকরণে তদনুক্টিরিত্যাহ—বিজ্ঞায়াশ্চেতি । সৰ্ব্বাপেক্ষাধিকরণজ্ঞায়ান্ন তস্তাঃ স্বাতন্ত্র্যমিত্যা-
শঙ্ক্যাহ—স্বতন্ত্রা হীতি । সা হি স্বোৎপত্তৌ স্বকলে বা কৰ্ম্মাণ্যাপেক্ষতে ? নাচোহভ্যুপগমাৎ ।
ন দ্বিতীয়ঃ, অত এব চায়ীকনাত্তনপেক্ষেতি শ্রাববিরোধাদিত্যাভিপ্রেত্যাহ—সহকারীতি ।
ইত্যগ্নাচ্চ হেতোস্তত্রৈবানুক্টিরिति সম্বন্ধঃ ॥২৫২॥১॥

ভাষ্যানুবাদ :—পুরাকালে যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি বিদেহাধিপতি জনকের
সমীপে গিয়াছিলেন । তিনি বাইতে বাইতে এইরূপ মনে করিয়াছিলেন—চিন্তা
করিয়াছিলেন যে, আমি রাজাকে কিছুই বলিব না, অর্থাৎ আমার গমনের প্রয়ো-

জন যে, যোগক্ষেম, তাহা তাহাকে বলিব না (১)। অথচ ‘আমি বলিব না’ এইরূপ স্থিরসঙ্কল্প হইয়াও যাজ্ঞবল্ক্য, জনক মহারাজ তাঁহাকে বাহা বাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তিনি সে সমস্তের উত্তর দিয়াছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্যের সেই পূর্বসঙ্কল্প পরিত্যাগের কারণ যে কি, তাহা জানাইবার নিমিত্ত এই আধ্যাত্মিকার অবতারণা করিতেছেন।

ইতঃপূর্বে জনক ও যাজ্ঞবল্ক্যের অগ্নিহোত্র নামক যজ্ঞসংবন্ধে কথোপকথন হইয়াছিল ; তাহাতে যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি অগ্নিহোত্র যজ্ঞবিষয়ে জনকের উত্তম বিজ্ঞান দর্শনে পরিতুষ্ট হইয়া জনককে বর দিতে সম্মত হন। জনক তখন কাম-প্রশ্নই ইচ্ছানুযায়ী বররূপে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, যাজ্ঞবল্ক্যও তাঁহাকে সেই বরই প্রদান করিয়াছিলেন। সেইরূপ বর প্রদত্ত হইয়াছিল বলিয়াই এখন যাজ্ঞবল্ক্য কোন তত্ত্ব ব্যাখ্যান করিতে ইচ্ছা না করিলেও—চূপ করিয়া থাকিলেও সম্রাট নিজেই তাঁহাকে প্রথমে জিজ্ঞাসা করিলেন। পূর্বে যে, অগ্নিহোত্র যজ্ঞপ্রসঙ্গেই এ তত্ত্ব বলেন নাই কেন, তাহার কারণ—ব্রহ্মবিজ্ঞা স্বভাবতই কৰ্ম্মের বিরোধী বা প্রতিকূল, এবং স্বতন্ত্রভাবে বিজ্ঞেয় ; কারণ, ব্রহ্মবিজ্ঞা স্বতন্ত্রভাবে—অপর কোনও সাধনের সাহায্য না লইয়াই পুরুষার্থ (মোক্শ) সাধন করিয়া থাকে ॥ ২৫২ ॥ ১ ॥

যাজ্ঞবল্ক্য কিংজ্যোতিরয়ং পুরুষ ইতি, আদিত্যজ্যোতিঃ সম্রাড্ভিতি হোবাচ, আদিত্যেনৈবায়ং জ্যোতিষাস্তে পল্যয়তে কৰ্ম্ম কুরুতে বিপল্যেতীত্যেবমেবৈতদযাজ্ঞবল্ক্য ॥ ২৫৩ ॥ ২ ॥

সম্বলার্থঃ ১—[ইদানীং জনকস্য প্রশ্নং প্রকটীকৰ্ত্তুমাহ—যাজ্ঞবল্ক্যেত্যাদি] ।
 হে যাজ্ঞবল্ক্য, অয়ং পুরুষঃ (ব্যবহারিকঃ জীবঃ) কিংজ্যোতিঃ ? (যেন জ্যোতিষা ব্যবহরতি, কিং তজ্জ্যোতিঃ ?) ইতি । [যাজ্ঞবল্ক্যঃ] উবাচ হ—হে সম্রাট্, আদিত্যজ্যোতিঃ (আদিত্যেন জ্যোতিষা ব্যবহরতীত্যর্থঃ) ইতি । অয়ং (পুরুষঃ) আদিত্যেন (চক্ষুৰ্ঘোহনুগ্রাহকেন) জ্যোতিষা এব আস্তে (ব্যবহারে বর্ত্ততে), পল্যয়তে (ক্ষেত্রাদৌ পরিভ্রমতি), কৰ্ম্ম (স্বব্যাপারং) কুরুতে, বিপল্যেতি (প্রত্যা-
 গচ্ছতি চ) ইতি । [এবমুক্তঃ জনক আহ—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, এতৎ এবম্ এব (অয়ং যত্ক্ষম্, তৎ তথৈবেত্যর্থঃ) ॥ ২৫৩ ॥ ২ ॥

(১) তাৎপৰ্য্য—‘যোগ’ অর্থ—অপ্রাপ্তের আশা ; ‘ক্ষেম’ অর্থ—প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণ করা। যাজ্ঞবল্ক্যের জনকসমীপে গমনের প্রধান উদ্দেশ্য—এই যোগক্ষেম লাভ।

মূলানুবাদ ।—[এখন জনকের প্রশ্ন বলা হইতেছে—জনক জিজ্ঞাসা করিলেন—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, এই যে হস্তপদাদিযুক্ত ব্যবহারিক পুরুষ, এই পুরুষ কোন্ জ্যোতির সাহায্যে ব্যবহার সম্পাদন করিয়া থাকে ? [যাজ্ঞবল্ক্য] বলিলেন—হে সত্রাট্, আদিত্যরূপ জ্যোতির সাহায্যে । এই পুরুষ আদিত্য জ্যোতির সাহায্যেই ব্যবহার সম্পাদন করে—নানাস্থানে গমন করে, তথা হইতে আগমন করে, এবং আবশ্যক কর্ম্ম নিষ্পাদন করে । [জনক বলিলেন—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, ইহা এইরূপই বটে, অর্থাৎ তুমি যাহা বলিলে, তাহা সেইরূপই সত্য ॥ ২৫৩ ॥ ২ ॥

শাক্তব্রাহ্মণম্ ।—হে যাজ্ঞবল্ক্যোত্যেবং সম্বোধ্য অভিযুক্তকরণায় ; কিংজ্যোতিরয়ং পুরুষ ইতি—কিমস্ত পুরুষস্ত জ্যোতিঃ, যেন জ্যোতিষা ব্যবহরতি, সোহয়ং কিংজ্যোতিঃ ? অয়ং প্রাকৃতঃ কার্য্যকরণসজ্জাতরূপঃ শিরঃপাণ্যাদিমান্ পুরুষঃ পৃচ্ছ্যতে—কিময়ং স্বাবয়বসজ্জাত-বাহেন জ্যোতিরন্তুরেণ ব্যবহরতি ? আহোস্থিৎ স্বাবয়বসজ্জাতমধ্যপাতিনা জ্যোতিষা জ্যোতিঃকার্য্যম্ অয়ং পুরুষো নিৰ্ব্বর্তয়তি ? ইত্যেতদভিপ্রেত্য পৃচ্ছতি । কিঞ্চাতঃ—যদি ব্যতিরিক্তেন যদি বা অব্যতিরিক্তেন জ্যোতিষা জ্যোতিঃকার্য্যং নিৰ্ব্বর্তয়তি ? শৃণু তত্র কারণম্ ।—যদি ব্যতিরিক্তেনৈব জ্যোতিষা জ্যোতিঃকার্য্যনিৰ্ব্বর্তকত্বমস্ত স্বভাবো নির্দ্ধারিতো ভবতি, ততোহদৃষ্টজ্যোতিঃকার্য্যবিষয়েহপ্যনুমান্যমাহে, ব্যতিরিক্তজ্যোতির্মিত্তমেবেদং কার্য্যমিতি ; অথাব্যতিরিক্তেনৈব স্বাত্মনা জ্যোতিষা ব্যবহরতি, ততঃ অপ্রত্যক্ষেহপি জ্যোতিষি জ্যোতিঃকার্য্যদর্শনে অব্যতিরিক্তমেব জ্যোতিরনুমেয়ম্ । অথানিয়ম এব—ব্যতিরিক্তমব্যতিরিক্তং বা জ্যোতিঃ পুরুষস্ত ব্যবহারহেতুঃ, ততোহনধ্যবসায় এব জ্যোতির্বিষয়ে—ইত্যেবং মন্বানঃ পৃচ্ছতি জনকো যাজ্ঞবল্ক্যং —“কিংজ্যোতিরয়ং পুরুষঃ” ইতি । ১

টীকা ।—যাজ্ঞবল্ক্যব্রতভঙ্গে হেতুমুক্তা জনকস্ত প্রশ্নমুখাপয়তি—হে যাজ্ঞবল্ক্যোতি । অকরার্থমুক্তা । প্রশ্নবাক্যে বিবক্ষিতমর্থমাহ—কিময়মিত্যাदिना । সশকো যথোক্তপুরুষবিষয়ঃ । জ্যোতিকার্য্যমিত্যাসনাদিব্যবহারোক্তিঃ । ইত্যেতদিত্তি বল্লভয়ং পরামৃগতে । পক্ষদ্বয়েহপি ফলং পৃচ্ছতি—কিং চেতি । সপ্তমার্থে তসিঃ । উত্তরমাহ—শৃণ্বিতি । তত্রৈতি পক্ষদ্বয়োক্তিঃ । কারণং ফলমিতি বাবৎ । প্রথমপক্ষমনুভবপক্ষসিদ্ধিফলমাহ—যদীত্যাদিনা । যদী পুরুষমধিকরোতি । যত্র কারণভূতং জ্যোতিন দৃষ্টতে, তৎ কার্য্যং আসনাদ্রাপলভ্যতে, তত্রাপি বিবয়ে স্বপ্নাদাবিতি বাবৎ । অনুমানমেবাভিনয়তি—ব্যতিরিক্তেতি । বিমতমতিরিক্তজ্যোতিরধীনং ব্যবহারত্যাং সমন্তবদিত্যর্থঃ ।

পক্ষান্তরমনুচ্চ লোকারতপক্ষসিদ্ধিফলমাহ—অথেন্যাদিনা । অপ্রত্যক্ষেন্দ্রীত্যব্যতিরিক্তমিতি
চ্ছেদঃ । কক্ষান্তরমাহ—অথেনিতি । অনিয়মং ব্যাকরোতি—ব্যতিরিক্তমিতি । তস্মিন্ পক্ষে
ব্যবহারহেতৌ জ্যোতিষানিচ্ছান্তদ্বিকারো ব্যবহারোহপি ন হৈর্থ্যমালম্ব্যেত্যাহ—তত ইতি ।
ব্যাখ্যাতং প্রমুপসংহরতি—ইত্যেবমিতি । ১

নন্থেবম্ অনুমানকৌশলে জনকস্ত কিং প্রপ্নেন ? স্বয়মেব কক্ষান্ত প্রতাপত্ততে
ইতি । সত্যমেতৎ ; তথাপি লিঙ্গ-লিঙ্গি-সম্বন্ধবিশেষাণামত্যন্তসৌন্দর্য্যং ছরববোধ্যতাং
মত্ততে বহুণামপি পণ্ডিতানাম্, কিমুতৈকস্ত ; অতএব হি ধর্ম্মস্বল্পনির্ণয়ে পরিষদ্ব্যাপার
ইদ্যতে, পুরুষবিশেষশ্চাপেক্ষ্যতে—দশাবরা পরিষৎ, ত্রয়ো বৈকো বেতি ; তস্মাদ্
যতপ্যানুমানকৌশলং রাজ্ঞস্তথাপি তু যুক্তো যাজ্ঞবল্ক্যঃ প্রষ্টুম্, বিজ্ঞানকৌশলতার-
তম্যোপপত্তেঃ পুরুষাণাম্ । ২

প্রম্মাক্ষিপতি—নস্থিতি । ব্যতিরিক্তজ্যোতির্বুভুৎসরা প্রম্মো ভবিষ্যতীতি চেৎ, তত্রাহ—
স্বয়মেবেতি । রাজ্ঞোহনুমানকৌশলমঙ্গী করোতি—সত্যমিতি । কিমিতি তর্হি পৃচ্ছতীত্যাশঙ্ক্যাহ
—তথাহপীতি । ব্যাপ্যব্যাপকয়োস্তৎসম্বন্ধস্ত চাতিস্বল্পবাদে কেন দুর্জ্ঞানত্বাস্তজ্ঞানে যাজ্ঞবল্ক্যো-
হপ্যাপেক্ষিত ইত্যর্থঃ । কথং তেষামতিস্বল্পত্বং, তত্রাহ—বহুণামপীতি । লিঙ্গাদিষনেকেষামপি
বিবেকিনাং দুর্কোষতাপ্তি, কিমুতৈকস্ত তেষু দুর্কোষতা বাচ্যোত্যর্থঃ । তেষামত্যন্তসৌন্দর্য্যো মানবীং
স্মৃতিং প্রমাণয়তি—অত এবেতি । কুশলস্তাপি স্বল্পার্থনির্ণয়ে পুরুষান্তরাপেক্ষায়াঃ সম্বাদেবেতি
যাবৎ । পুরুষবিশেষো বেদবিদধ্যাত্তবিদিত্যাदिঃ । তত্র স্মৃত্যর্থঃ সংক্ষিপতি—দশেতি ।
উক্তং হি—

“ধর্ম্মেণাধিগতো যৈস্ত বেদঃ সপরিবৃংহণঃ ।

তে শিষ্টো ব্রাহ্মণা জ্ঞেয়াঃ শ্রুতিপ্রত্যক্ষহেতবঃ ।

দশাবরা বা পরিষদ্ যং ধর্ম্মং পরিচকতে ।

ত্র্যবরা বাপি বৃন্তস্বাস্তং ধর্ম্মং ন বিচারয়েৎ ।

ত্রৈবিচ্যো হৈতুকস্তর্কো নৈকুক্তো ধর্ম্মপাঠকঃ ।

ত্রয়শ্চাশ্রমিণঃ পূর্বে পর্ষদেষা দশাবরা ।

ঋগ্বেদবিদ্ যজুর্বিদ সামবেদবিদেব চ ।

ত্র্যবরা পরিষজ্জ্ঞেয়া ধর্ম্মসংশয়নির্ণয়ে” ইতি ।

একো বেত্যধ্যাত্তবিদ্যতে । কুশলস্তাপি রাজ্ঞো যাজ্ঞবল্ক্যঃ প্রতি প্রম্মোপপত্তিমুপসংহরতি—
তস্মাদিতি । স্বল্পার্থনির্ণয়ে পুরুষান্তরাপেক্ষায়া বৃদ্ধসংমতবাদিতি যাবৎ । তত্রৈব হেতুস্তরমাহ—
বিজ্ঞানেতি । ২

অথবা শ্রুতিঃ স্বয়মেব আধ্যাত্মিকাব্যাঞ্জেন অনুমানমার্গমুপত্তস্ত অস্মান্ বোধয়তি
পুরুষমতিমনুসরন্তী । যাজ্ঞবল্ক্যোহপি জনকান্তিপ্রায়াভিজ্ঞতয়া ব্যতিরিক্তমাত্ম-
জ্যোতির্কোষয়িত্বান্ জনকং ব্যতিরিক্তপ্রতিপাদকমেব লিঙ্গং প্রতিপেদে, যথা—

প্রসিদ্ধম্ আদিত্যজ্যোতিঃ সত্রাড়িতি হোবাচ । কথম্ ? আদিত্যেনৈব স্বাবয়ব-
সজ্জাতব্যতিরিক্তেন চক্ষুৰ্বোহনুগ্রাহকেণ জ্যোতিষা অয়ং প্রাকৃতঃ পুরুষ আস্তে—
উপবিশতি, পল্যয়তে পৰ্যেতি ক্ষেত্রমরণ্যং বা, তত্র গত্বা কৰ্ম কুরুতে, বিপল্যোতি
বিপর্যোতি চ যথাগতম্ । অত্যন্তব্যতিরিক্তজ্যোতিষ্টপ্রসিদ্ধতাপ্রদর্শনর্থমনেকবিশে-
ষণম্ ; বাহ্যানেকজ্যোতিঃপ্রদর্শনঞ্চ লিঙ্গস্তাব্যভিচারিহপ্রদর্শনর্থম্ । এষমেবৈতদ্
যাজ্ঞবল্ক্য ॥২৫৩৥২॥

রাজ্ঞো যাজ্ঞবল্ক্যাপেক্ষামুপপাদ্য পক্ষান্তরমাহ—অথ বেতি । তথা চাত্র রাজ্ঞো মূনেক্ষা
বিবক্ষিতত্বাভাবাৎ কিমিতি রাজা মূনিমমুসরতীতি চোদ্যং নিরবকাশমিতি শেষঃ ।

প্রশ্নোপপত্তৌ প্রতিবচনমুপপন্নমেবেতি মহানন্তদুখাপয়তি—যাজ্ঞবল্ক্যোহপীতি । অতিরিক্তে
জ্যোতিষি প্রষ্টু রাজ্ঞোহতিপ্রায়স্তদভিজ্ঞতয়া তথাবিধং জ্যোতী রাজানং বোধয়িত্বানু যথ্যতিরিক্ত-
জ্যোতিরাবেদকং বক্ষ্যমাণং লিঙ্গং গৃহীতব্যাপ্তিকং প্রসিদ্ধং ভবতি, তথা তদ্ ব্যাপ্তিগ্রহণত্বলমাদিত্য-
জ্যোতিরিত্যাদিনা মূনিরপি প্রতিপন্নবানিত্যর্থঃ । ব্যাপ্তিং বুভুংসমানঃ পৃচ্ছতি—কথমিতি ।
যো ব্যবহারঃ সোহতিরিক্তজ্যোতিরধীনো যথা সবিত্রধীনো জাগ্রদব্যবহার ইতি ব্যাপ্তিং ব্যাকরোতি
—আদিত্যেনেতি । এবকারং ব্যাচষ্টে—স্বাবয়বেতি । আদিত্যাপেক্ষামন্তরেণ চক্ষুর্কশাদেবাঃ
ব্যবহারঃ সেৎস্ততীত্যাশঙ্ক্যাহ—চক্ষুঃ ইতি । আসনান্নশ্রুতমব্যাপারদেশে ব্যাপ্তিনিষ্কেষু
বিশেষণবহুত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—অত্যন্তেতি । আসনাদীনামেকৈকব্যভিচারে দেহস্তান্নত্বাভাবেহপি
নানুগ্রাহকং জ্যোতিরশ্রুতং ভবতি । অতস্তদনুগ্রাহাদত্যন্তবিলক্ষণমিতি বিবক্ষিত্বা ব্যাপারচতুষ্টয়-
মুপদিষ্টমিত্যর্থঃ । তথাপি কিমর্থমাদিত্যাত্মনেকপর্যায়োপাদানম্, একেনৈব ব্যাপ্তিগ্রহসমস্তবাদিত্যা-
শঙ্ক্যাহ—বাহেতি । দেহেন্দ্রিয়মনোব্যাপাররূপং কৰ্ম লিঙ্গং, তন্ত ব্যতিরিক্তজ্যোতিরব্যভিচার-
সাধনর্থমনেকপর্যায়োপপত্তাসঃ, বহবো হি দৃষ্টান্তা ব্যাপ্তিং ত্ৰয়স্বীত্যর্থঃ ॥২৫৩৥২॥

ভাষ্যানুবাদ ১—জনক যাজ্ঞবল্ক্যের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য সম্বোধন করিয়া
জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এই পুরুষ (ব্যবহারিক জীব) কিংজ্যোতিঃ ? অর্থাৎ এই
পুরুষের সেই জ্যোতিটি কি, যে জ্যোতির সাহায্যে ব্যবহার নির্বাহ করিয়া থাকে ?
এখানে লোকপ্রসিদ্ধ দেহেন্দ্রিয়সমষ্টিভূত হস্ত-মস্তকাদিযুক্ত পুরুষের সম্বন্ধে প্রশ্ন
হইতেছে যে, এই পুরুষ কি স্বীয় অবয়ব-সমষ্টির অতিরিক্ত অপর কোনও জ্যোতির
সাহায্যে ব্যবহার করিয়া থাকে ? অথবা স্বীয় অবয়বাস্তর্গত কোন জ্যোতির
সাহায্যেই জ্যোতির কার্য (আলোকের কার্য) নির্বাহ করিয়া থাকে ? এই
অভিপ্রায়ে জনকের প্রশ্ন । এই প্রশ্নের ফল কি ?—পুরুষ যদি অবয়বাতিরিক্ত
জ্যোতির দ্বারা জ্যোতির কার্য নির্বাহ করে, যদিবা অনতিরিক্ত জ্যোতির দ্বারাই
জ্যোতির কার্য নির্বাহ করে, তাহাতে বিশেষ কি ? তাহার ফল শ্রবণ কর—যদি
ব্যতিরিক্ত জ্যোতি দ্বারা জ্যোতির কার্য নির্বাহ করাই পুরুষের স্বভাব হয়, তাহা
হইলে, যেখানে কোন জ্যোতিঃপদার্থ দেখিতে পাওয়া যায় না, অথচ জ্যোতির

কার্য—প্রকাশমাত্র দেখিতে পাওয়া যায়, সে স্থলেও, আমরা তাহা অতিরিক্ত জ্যোতির কার্য বা ফল বলিয়া অনুমান করিতে পারি ; আর যদি অব্যতিরিক্ত—স্বাভাবমধ্যবর্তী জ্যোতির দ্বারা ব্যবহার করাই পুরুষের স্বভাব হয়, তাহা হইলেও, অদৃশ্য জ্যোতিস্থানে জ্যোতির কার্য দর্শন করিয়া, অনতিরিক্ত জ্যোতির অনুমান করিতে পারি । আর যদি কোন নিয়মই না থাকে—যথালব্ধ অতিরিক্ত ও অনতিরিক্ত উভয়প্রকার জ্যোতিই পুরুষের ব্যবহার-নির্বাহের হেতু হয়, তাহা হইলেও জ্যোতির বা প্রকাশের সম্বন্ধে কোন একটা স্থিরনিশ্চয় সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় না ; এইরূপ সংশয়সমাকুল হইয়া জনক মহারাজ প্রশ্ন করিতেছেন যে, “কিংজ্যোতিঃ অয়ং পুরুষঃ” ইতি । ১

ভাল কথা, জনকের যদি এতটাই অনুমান-কৌশল থাকে, তাহা হইলে আর প্রশ্নের প্রয়োজন কি ?—তিনি নিজেই তাহা নিরূপণ করেন না কেন ? হাঁ, এ কথা সত্যই বটে ; কিন্তু তাহা হইলেও, হেতু-হেতুমদভাবঘটিত সম্বন্ধ বা ব্যক্তি-নিরূপণ এতই দুরূহ যে, সমবেত বহু পণ্ডিতের পক্ষেও তাহা নিতান্ত দুর্বোধ্য বলিয়া মনে হয়, একজনের পক্ষে আর কথা কি ? এই কারণেই কোনও মূল্য ধর্ম্যতত্ত্ব নিরূপণস্থলে জ্ঞানিগণ পরিষদব্যবস্থা স্বীকার করিয়া থাকেন ; এবং ধর্ম্য-নিরূপক ব্যক্তির গুণগত উৎকর্ষের অপেক্ষা করিয়া থাকেন—যেমন দশজন বিজ্ঞ ব্যক্তিকে লইয়া, তিনজনকে লইয়া অথবা একজনকে লইয়াও বিচার-সভা সংঘটিত হইয়া থাকে । অভিপ্রায় এই যে, বিশিষ্টগুণসম্পন্ন হইলে একজন ব্যক্তি দ্বারাও ধর্ম্যনিরূপণ হইতে পারে, তদপেক্ষা হীনগুণ হইলে তিনজন, আর তদপেক্ষাও হীনগুণ হইলে, সভায় দশজন সভ্যের উপস্থিতি থাকা আবশ্যক হয় (১) । অতএব বুঝিতে হইবে, যদিও রাজা জনকের অনুমান-নৈপুণ্য থাকুক, তথাপি যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট জিজ্ঞাসা করা যুক্তিযুক্তই হইয়াছে ;—

(১) তাৎপর্য—মনু বলিয়াছেন—“ধর্ম্মোপাধিগতো যৈস্ত বেদঃ সপরিবৃংহণঃ । তে শিষ্টা ব্রাহ্মণা জ্ঞেয়াঃ শ্রুতিপ্রত্যক্ষহেতবঃ । দশাবরা বা পরিষদ্ যং ধর্ম্মং পরিচক্ষতে । ত্র্যবরা বাপি বৃত্তস্থা, তং ন ভূয়ো বিচারয়েৎ” ইতি । অর্থাৎ যাহারা ধর্ম্মানুসারে বেদ ও বেদাঙ্গ অবগত হইয়াছেন, শ্রুতিপ্রত্যক্ষকারী সেই সমুদয় ব্রাহ্মণ ‘শিষ্ট’ পদবাচ্য । তাদৃশ গুণসম্পন্ন দশজন সদস্তযুক্ত অথবা তিনজন সদস্তযুক্ত অথবা একজন সদস্তযুক্ত ধর্ম্মসভাও যাহা ধর্ম্ম বলিয়া নিরূপণ করেন, তাহাই প্রকৃত ধর্ম্ম ; সেসকল ধর্ম্মসম্বন্ধে আর পুনর্ব্বার বিচার করিবে না । এখানে বুঝিতে হইবে যে, গুণাধিক্য হইলে একজন, তদপেক্ষা হীনগুণস্থলে তিনজন, আর তাহা অপেক্ষাও হীনগুণ হইলে দশজন সদস্তের আবশ্যক হয় ।

কারণ, বিভিন্ন ব্যক্তির অনুমানকৌশল বিভিন্ন প্রকার—উৎকর্ষাপকর্ষ-
বৃত্ত হয় । ২

অথবা, শ্রুতি নিজেই মানববুদ্ধির বা লোকব্যবহারের অনুবর্তিনী হইয়া
প্রথমতঃ আখ্যায়িকাচ্ছলে অনুমানপ্রণালী প্রদর্শন করিয়া আমাদিগকে তত্ত্বো-
পদেশ দিতেছেন । মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যও মহারাজ জনকের অভিপ্রায় পরিজ্ঞাত
থাকায় দেহাতিরিক্ত আত্মজ্যোতিঃ বুঝাইবার জন্য, জনকের প্রতি দেহাতিরিক্ত
জ্যোতির অস্তিত্বজ্ঞাপক হেতুর উপস্থাপন করিয়া বলিলেন—হে সম্রাট, আদিত্য
একটি প্রসিদ্ধ জ্যোতিঃ । কিরূপ ? না, চক্ষুর অনুগ্রাহক অর্থাৎ চাক্ষুষ প্রত্য-
ক্ষের সহকারী কারণ—দেহাতিরিক্ত আদিত্য জ্যোতির সাহায্যে এই প্রাণি-
সমূহায় উপবেশন করিয়া থাকে, ক্ষেত্র বা অরণ্যাদি স্থানে গমন করিয়া থাকে,
সেখানে যাইয়া কৰ্ম্ম করে, এবং যে ভাবে যায়, সেই ভাবেই প্রত্যাগমন
করে । ব্যবহারনিষ্পাদক জ্যোতিঃপদার্থটি যে, দেহাবয়ব হইতে অত্যন্ত পৃথক্,
ইহা জ্ঞাপন করিবার জন্য এখানে বহু বিশেষণ বা অনেকগুলি কার্যের উল্লেখ
করা হইয়াছে । বাহ্য বহু জ্যোতিঃ প্রদর্শনের অভিপ্রায় এই যে, উক্ত হেতুনিচয়
অব্যভিচারী অর্থাৎ উল্লিখিত জ্যোতিঃসমূহই যে, ব্যবহার-নিষ্পাদনের অব্যভি-
চারী সাধন, ইহা জ্ঞাপন করা । জনক বলিলেন—হে যাজ্ঞবল্ক্য, ইহা এইরূপই
বটে ॥২৫৭॥২॥

অস্তমিত আদিত্যে যাজ্ঞবল্ক্য কিংজ্যোতিরেবায়ং পুরুষ
ইতি, চন্দ্রমা এবাস্ত জ্যোতির্ভবতীতি, চন্দ্রমসৈবায়ং জ্যোতি-
ষাস্তে পল্যয়তে কৰ্ম্ম কুরুতে বিপল্যেতীত্যেবমেবৈতদ্ যাজ্ঞ-
বল্ক্য ॥ ২৫৪ ॥ ৩ ॥

সব্বলার্থঃ ১—[জনকঃ পুনঃ পপ্রচ্ছ—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, আদিত্যে অস্ত-
মিতে (সতি) অয়ং পুরুষঃ কিংজ্যোতিঃ এব [ভবতি] ? ইতি । [যাজ্ঞবল্ক্য
আহ—] [তদা] চন্দ্রমাঃ (চন্দ্রঃ) এব আস্ত (পুরুষস্ত) জ্যোতিঃ ভবতি ইতি ।
[তদা] অয়ং (পুরুষঃ) চন্দ্রমসা জ্যোতিষা এব আস্তে, পল্যয়তে, কৰ্ম্ম কুরুতে,
বিপল্যেতি ইতি । [জনক আহ—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, এতদ্ এবম্ এব ইতি ॥২৫৪॥৩॥

মূলানুবাদঃ ১—[পুনশ্চ জনক জিজ্ঞাসা করিলেন—] হে
যাজ্ঞবল্ক্য, আদিত্য জ্যোতির অস্তময়ে (অভাবে) এই ব্যবহারী পুরুষ
কোন্ জ্যোতির দ্বারা ব্যবহার করিয়া থাকে ? [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—]

তখন চন্দ্রই তাহার জ্যোতিঃস্বরূপ হয় ; চন্দ্ররূপ জ্যোতির সাহায্যেই তখন এই পুরুষ স্থিতিলাভ করে, গমন করে, কৰ্ম্ম করে, এবং স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করে । [জনক বলিলেন—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, ইহা ঠিক এইরূপই বটে ॥ ২৫৪ ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ :—তথাস্তমিতে আদিত্যে যাজ্ঞবল্ক্য কিংজ্যোতিরেবায়ং পুরুষ ইতি । চন্দ্রমা এবাশ্র জ্যোতিঃ ॥২৫৪॥৩॥

টীকা । ০২৫৪।৩।

ভাষ্যানুবাদ :—হে যাজ্ঞবল্ক্য, আদিত্য জ্যোতি অস্তমিত হইলে, কোন্ পদার্থটি এই পুরুষের জ্যোতিঃস্বরূপ হয় ? [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] তখন চন্দ্রই তাহার জ্যোতিঃস্বরূপ হইয়া থাকে ॥২৫৪॥৩॥

অস্তমিত আদিত্যে যাজ্ঞবল্ক্য চন্দ্রমশ্রুস্তমিতে কিংজ্যোতিরেবায়ং পুরুষ ইতি, অগ্নিরেবাস্র জ্যোতির্ভবতীত্যগ্নিনৈবায়ং জ্যোতিষাস্তে পল্যয়তে কৰ্ম্ম কুরুতে বিপল্যেতীত্যেবমেবৈতদ্যাজ্ঞবল্ক্য ॥ ২৫৫ ॥ ৪ ॥

সরলার্থঃ :—[জনকঃ পপ্রচ্ছ—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, আদিত্যে অস্তমিতে, চন্দ্রমসি (চন্দ্রে চ) অস্তমিতে (সতি) অয়ং পুরুষঃ কিংজ্যোতিঃ এব ? ইতি । [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] [তদা] অগ্নিঃ (দীপালোকাদিঃ) এব অশ্র জ্যোতিঃ (বস্তুপ্রকাশকঃ) ভবতি ইতি ; অয়ং পুরুষঃ অগ্নিনা জ্যোতিষা এব আস্তে, পল্যয়তে, কৰ্ম্ম কুরুতে, বিপল্যেতি ইতি । [জনক আহ—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, এতৎ এবম্ এব ইতি ॥২৫৫॥৪॥

মূলানুবাদ :—জনক জিজ্ঞাসা করিলেন, হে যাজ্ঞবল্ক্য, সূর্য ও চন্দ্র অস্তমিত হইলে পর, এই পুরুষ (দেহী) কোন্ জ্যোতিঃ অবলম্বন করে ? [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] তখন অগ্নিই তাহার জ্যোতিঃ হয় । তখন অগ্নিরূপ জ্যোতির সাহায্যেই লোকে স্থিতি লাভ করে, অশ্রীক স্থানে গমন করে, কৰ্ম্ম করে, এবং কৰ্ম্মাস্তে প্রত্যাগমন করে । [জনক বলিলেন—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, ইহা এইরূপই বটে ॥ ২৫৫ ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ :—অস্তমিতে আদিত্যে, চন্দ্রমশ্রুস্তমিতে অগ্নিজ্যোতিঃ ॥২৫৫॥৪॥

টীকা । ০২৫৫।৪।

ভাষ্যানুবাদ ১—আদিত্য অন্তমিত হইলে এবং চন্দ্র অন্তমিত হইলে অগ্নিই পুরুষের জ্যোতিঃস্বরূপ হইয়া থাকে ॥ ২৫৫ ॥ ৪ ॥

অন্তমিত আদিত্যে যাজ্ঞবল্ক্য চন্দ্রমশ্রুতমিতে শাস্তেহগ্নৌ কিংজ্যোতিরেবায়ং পুরুষ ইতি, বাগেবাস্ম জ্যোতির্ভবতীতি, বাটৈবায়ং জ্যোতিষাস্তে পল্যয়তে কস্ম কুরুতে বিপল্যেতীতি, তস্মান্নৈ সত্রাডপি যত্র স্বঃ পাণিন বিনিজ্জায়তেহথ যত্র বাণ্ডচ্চ-রভ্যপৈব তত্র চেতীতি, এবমেবৈতদ্ যাজ্ঞবল্ক্য ॥ ২৫৬ ॥ ৫ ॥

সরলার্থঃ ১—[জনকঃ পপ্রচ্ছ—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, আদিত্যে অন্তমিতে, চন্দ্রমসি অন্তমিতে, অগ্নৌ চ শাস্তে (নির্বাণং গতে সতি) অয়ং পুরুষঃ কিং-জ্যোতিঃ এব? ইতি । [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] বাক্ এব অশ্রু জ্যোতিঃ ভবতি ইতি ; [তদা] অয়ং পুরুষঃ বাচা (বাক্যরূপেণ) জ্যোতিষা এব আস্তে, পল্য-য়তে, কস্ম কুরুতে, বিপল্যেতীতি ইতি । হে সত্রাট্, তস্মাৎ (বাগ্জ্যোতিকৃত্বাৎ) বৈ (এব) যত্র (যস্মিন্ দেশে কালে বা) স্বঃ (স্বীয়ঃ) পাণিঃ অপি ন বিনি-জ্জায়তে (প্রত্যক্ষীক্রিয়তে), অথ (তদা) যত্র (যস্মিন্ স্থানে) বাক্ উচ্চরতি (শব্দঃ প্রকাশতে), তত্র এব উপচেতি (নিশ্চয়েন উপগচ্ছতি) ইতি ; [জনক আহ—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, এতৎ এবমেব ইতি ॥২৫৬॥৫॥

মূলানুবাদ ১—[জনক জিজ্ঞাসা করিলেন—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, সূর্য্য ও চন্দ্র অন্তমিত হইলে, এবং অগ্নি নির্বাণিত হইলে এই পুরুষ কোন্ জ্যোতির সাহায্যে ব্যবহার করে? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, তখন বাক্যই ইহার জ্যোতিঃস্বরূপ হইয়া থাকে ; তখন বাক্যরূপ জ্যোতির দ্বারাই ব্যবহার করে, গমনাগমন করে, এবং কৰ্ম্ম করে । হে সত্রাট্, এই কারণেই, যে সময় [অন্ধকারে] নিজের হস্তপর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায় না, সেই সময়, যেখানে শব্দ উচ্চারিত হয়, লোকে সেখানেই সত্ত্বর উপস্থিত হইয়া থাকে । [জনক বলিলেন—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, ইহা এইরূপই বটে ॥২৫৬॥১॥

শাক্তব্রহ্মভাষ্যম্ ১—শাস্তেহগ্নৌ বাক্ জ্যোতিঃ ; বাগিতি শব্দঃ পরি-গৃহ্যতে, শব্দেন বিষয়েণ শ্রোত্রমিচ্ছিয়ং দীপ্যতে ; শ্রোত্রেচ্ছিয়ং সপ্তদীপ্তে মনসি

বিবেক উপজায়তে, তেন মনসা বাহ্যং চেষ্টাং প্রতিপত্ততে, “মনসা হ্যেব পশ্যতি, মনসা শৃণোতি” ইতি ব্রাহ্মণম্ । কথং পুনর্কাগ্জ্যোতিরिति, বাচো জ্যোতিষ্টম-প্রসিদ্ধমিত্যত আহ—তস্মাৎ সত্রাট্, যস্মাৎ বাচো জ্যোতিষা অমুগ্ৰহীতোহয়ং পুরুষো ব্যবহরতি, তস্মাৎ প্রসিদ্ধমেতন্বাচো জ্যোতিষ্টম্ । কথম্? অপি—যত্র যস্মিন্ কালে প্রাবৃষি প্রায়েণ মেঘাক্ষকারে সর্বজ্যোতিঃপ্রত্যন্তময়ে স্বেহপি পাণির্হস্তো ন বিম্পষ্টং নির্জায়তে, অথ তস্মিন্ কালে সর্বচেষ্টানিরোধে প্রাপ্তে বাহুজ্যোতি-যোহভাবাৎ যত্র বাণ্ডুচ্চরতি, স্বা বা ভবতি, গর্দভো বা রোতি, উপৈব তত্র হেতি—তেন শব্দেন জ্যোতিষা শ্রোত্রমনসো নৈরন্তর্য্যং ভবতি ; তেন জ্যোতিঃকার্য্যস্বং বাক্ প্রতিপত্ততে ; তেন বাচো জ্যোতিষা উপন্ত্যেত্যেব—উপগচ্ছত্যেব তত্র সন্নি-হিতো ভবতীত্যর্থঃ । তত্র চ কৰ্ম কুরুতে বিপল্যোতি । ২

তত্র বাগ্জ্যোতিষো গ্রহণং গন্ধাদীনামুপলক্ষণার্থম্ । গন্ধাদিভিরপি হি ভ্রাণাদিষুগ্রহীতেষু প্রবৃ্ত্তিনিবৃত্তাদয়ো ভবন্তি ; তেন তৈরপ্যমুগ্রহো ভবতি কার্য্যকরণসজ্জাতস্ত । এবমেবৈতদ্যাজ্ঞবল্ক্য ॥২৫৬॥৫॥

টীকা । ইন্দ্রিয়ং ব্যাবর্ত্তয়তি—বাগিতীতি । শব্দস্ত জ্যোতিষ্টং স্পষ্টায়িতুং পাতনিকাং করোতি—শব্দেনেতি । তদীপনকার্য্যমাহ—শ্রোত্রেতি । মনসি বিষয়াকারপরিণামে সতি কিং শ্রাস্তদাহ—তেনেতি । তত্র প্রমাণমাহ—মনসা ইতি । এবং পাতনিকাং কৃৎ বাচো জ্যোতিষ্টসাধনার্থং পৃচ্ছতি—কথমিতি । কা পুনরত্রানুপপত্তিস্তত্রাহ—বাচ ইতি । তত্রানন্তর-বাক্যমন্তরত্বেনোথাপ্য ব্যাকরোতি—অত আহেত্যাदिना । প্রসিদ্ধমেবাকাজ্ঞাপূৰ্ব্বকং স্মৃটয়তি—কথমিত্যাदिना । উপৈবেত্যাदि ব্যাচষ্টে—তেন শব্দেনেতি । জ্যোতিঃকার্য্যস্বং তজ্জন্তব্যবহাররূপকার্য্যবস্তুমিতি যাবৎ । তত্র বাগ্জ্যোতিষ ইত্যত্র চতুর্থপৰ্য্যায়ঃ সপ্তমার্থঃ । কিমিতি গন্ধাদয়ঃ শব্দেনোপলক্ষ্যন্তে, তত্রাহ—গন্ধাদিভিরिति । প্রমাস্তরমুথাপয়তি—এবমেবেতি । তথাপি স্বপ্নাদৌ শুশ্রু প্রবৃ্ত্তির্নানাস্তংকারণীভূতং জ্যোতিঃকর্তব্যমিতি শেষঃ ॥২৫৬॥৫॥

ভাষ্যানুবাদ :—অগ্নি অন্তমিত হইলে পর, বাক্ হয় জ্যোতিঃস্বরূপ । এখানে ‘বাক্’ অর্থে শব্দ বৃত্তিতে হইবে । প্রথমতঃ শব্দ দ্বারা শ্রবণেন্দ্রিয় প্রদীপ্ত হয়, শ্রবণেন্দ্রিয় প্রদীপ্ত হইলে পর, মনেতে বিবেক (কৰ্ত্তব্যাকৰ্ত্তব্য) জ্ঞান উপস্থিত হয় ; তখন সেই মনের সাহায্যে বাহিরে চেষ্টা (কার্য্য) করিতে থাকে ; ‘মনঃ দ্বারা দর্শন করে, মনদ্বারা শ্রবণ করে’, এই ‘ব্রাহ্মণ’-বাক্যও এ বিষয়ে প্রমাণ ।

ভাল, বাক্ (শব্দ) জ্যোতিঃস্বরূপ হয় কিরূপে ?—বাক্যের বে, জ্যোতিঃ-স্বরূপতা, তাহা ত কোথাও প্রসিদ্ধ নাই ? তদন্তরে বলিতেছেন—হে সত্রাট্,

যে হেতু ব্যবহারী পুরুষ বাক্যরূপ জ্যোতির অন্তর্গত লাভ করিয়া আবশ্যকমত ব্যবহার নির্বাহ করিয়া থাকে, সেই হেতু বাক্যের এই জ্যোতিঃস্বরূপত্ব সুপ্রসিদ্ধই বটে । কি প্রকারে ?—যে সময়ে—বর্ষাকালে, প্রায়শই অন্ধকারময় ঘন-ঘটার সমস্ত জ্যোতিঃপদার্থ অন্তর্মিত—অদৃশ্য হইয়া যায়, তখন নিজের হাতটী পর্য্যন্ত সুস্পষ্টরূপে দৃষ্ট হয় না ; সেই সময় বাহিরে অন্য কোনও জ্যোতিঃ না থাকায় লোকের সর্বপ্রকার ব্যবহার বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হয় ; তখন যেখানে বাক্য উচ্চারিত হয়—শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়,—কুকুরে চীৎকার করে, অথবা গর্দভে শব্দ করে, লোক সেখানেই ঘাইয়া উপস্থিত হয় । সেই শব্দময় জ্যোতির সহিত মন ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের গাঢ় সম্বন্ধ সংঘটিত হয় ; তাহাতেই সেই শব্দ-জ্যোতির কার্যকারিতা হইয়া থাকে ; সেই শব্দরূপ জ্যোতির দ্বারাই লোক সমীপগত হয়, অর্থাৎ শব্দস্থলে উপস্থিত হয় । সেখানে উপস্থিত হইয়া কর্ম করে ও ইত্যন্ততঃ গমনাগমন করে । ২

এখানে বাক্-জ্যোতির কথাতে গন্ধাদি-জ্যোতির কথাও গ্রহণ করিতে হইবে ; কেননা, গন্ধাদি গুণের সহিত ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হইলেও লোকের যথাযোগ্য প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি হইয়া থাকে ; অতএব বাক্যের দ্বারা গন্ধাদি গুণ-সমূহ দ্বারাও দেহেন্দ্রিয়-সংঘাতের উপকার সংঘটিত হইয়া থাকে । [জনক বলিলেন—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, ইহা এইরূপই বটে ॥২৫৬॥৫॥

অন্তর্মিত আদিত্যে যাজ্ঞবল্ক্য চন্দ্রমশ্রুস্তমিতে শান্তেহগ্নৌ শান্তায়াং বাচি কিংজ্যোতিরেবায়ং পুরুষ ইতি, আত্মৈবাস্মি জ্যোতির্ভবতীত্যাত্মনৈবায়ং জ্যোতিষাস্তে পল্যয়তে কর্ম কুরুতে বিপল্যেতীতি ॥ ২৫৭ ॥ ৬ ॥

সব্বলার্থঃ ১—[পুনশ্চ জনকঃ পপ্রচ্ছ—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, আদিত্যে অন্তর্মিতে, চন্দ্রমসি অন্তর্মিতে, অগ্নৌ শান্তে, বাচি [চ শান্তায়াং সত্যং ; অত্র বাক্পদং ঘ্রাণাদীনামপি উপলক্ষণম্ ।] অগ্নং পুরুষঃ কিংজ্যোতিঃ এব [ভবতি] ইতি । [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] [তদা] আত্মা (দেহাদিব্যতিরিক্তং চৈতন্যং) এব অশ্রু (পুরুষশ্চ) জ্যোতিঃ ইতি । [যতঃ] অগ্নং আত্মনা এব জ্যোতিষা আস্তে, পল্য-য়তে, কর্ম কুরুতে, বিপল্যেতীতি ইতি, [অন্তঃ সর্বং পূর্ববৎ] ॥২৫৭॥৬॥

মূলানুবাদ ১—[পুনশ্চ জনক জিজ্ঞাসা করিলেন—] হে

যাজ্ঞবল্ক্য, আদিত্য অন্তমিতাহইলে, চন্দ্র অন্তমিত হইলে, অগ্নি নির্বাণিত হইলে এবং বাক্ প্রভৃতি বাহ্য জ্যোতিঃ প্রশমিত হইলে, কোন্ বস্তু এই পুরুষের জ্যোতিঃ হয় ? [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] আত্মাই তখন ইহার জ্যোতিঃস্বরূপ হয় ; তখন এই পুরুষ আত্মজ্যোতির সাহায্যেই বৃত্তিলাভ করে, কৰ্ম্ম করে এবং গমনাগমন করে ইতি ॥ ২৫৭ ॥ ৬ ॥

শাক্ষরভাষ্যম্ :—শাস্ত্রায়াং পুনর্বাচি, গন্ধাদিষপি চ শাস্ত্রেষু বাহ্যেবহু-
গ্রাহকেষু, সৰ্ব্বপ্রবৃত্তিনিরোধঃ প্রাপ্তোহস্ত পুরুষস্ত । এতদুক্তং ভবতি—জাগ্রদ্বিশয়ে
বহির্মুখানি করণানি চক্ষুরাদীনি আদিত্যাদিজ্যোতির্ভিরনুগৃহ্যমাণানি যদা, তদা
শ্রুততরঃ সংব্যবহারোহস্ত পুরুষস্ত ভবতীতি । এবং তাবৎ জাগরিতে স্বাবয়ব-
সজ্জাতব্যতিরিক্তেনৈব জ্যোতিষা জ্যোতিঃকার্য্যসিদ্ধিরস্ত পুরুষস্ত দৃষ্টা ; তস্মাৎ তে
বয়ং মন্তামহে—সৰ্ব্ববাহ্যজ্যোতিঃপ্রত্যন্তময়েহপি স্বপ্ন-স্বষুপ্তিকালে জাগরিতে চ,
তাদৃগবস্থায়াম্ স্বাবয়বসজ্জাতব্যতিরিক্তেনৈব জ্যোতিষা জ্যোতিঃকার্য্যসিদ্ধিরস্তেতি ।
দৃশ্যতে চ স্বপ্নে জ্যোতিঃকার্য্যসিদ্ধিঃ—বক্সঙ্গমন-বিয়োগদর্শনং দেশান্তরগমনাদি
চ : স্বষুপ্তাচ্চোথানম্—‘সুখমহমস্বাপসম্, ন কিঞ্চিদবেদিসম্’ইতি ; তস্মাদস্মি
ব্যতিরিক্তং কিমপি জ্যোতিঃ । ১

টীকা । কথং পুনরত্র পৃচ্ছতে জ্যোতিরন্তরমিত্যাশঙ্ক্য প্রষ্টে রতিপ্রায়মাহ—এতদুক্তং
ভবতীতি । যো ব্যবহারঃ সোহতিরিক্তজ্যোতির্নিমিত্তো যথা আদিত্যাদির্নিমিত্তো জাগ্রদব্যবহার
ইতি ব্যাপ্তিমুক্তাং নিগময়তি—এবং তাবদিতি । ব্যাপ্তিজ্ঞানকার্য্যমানুমানমাহ—তস্মাদিতি ।
তাদৃগবস্থায়াম্ সৰ্ব্বজ্যোতিঃপ্রত্যন্তময়দশায়ামিতি যাবৎ । বিমতো ব্যবহারোহতিরিক্ত-
জ্যোতিরধীনা ব্যবহারত্বাৎ সম্প্রতিপন্নবদিত্যধস্তাদেবামুমানমাবেদিতমিতি ভাবঃ । হেতোরা-
শ্রয়্যসিদ্ধিমাশঙ্ক্য পরিহরতি—দৃশ্যতে চেতি । আদিশব্দেন দেশান্তরাদৌ কৰ্ম্মকরণং গৃহ্যতে ।
আশ্রয়ৈকদেশাসিদ্ধিমাশঙ্ক্যাহ—স্বষুপ্তাচ্চেতি । ধ্যানদশায়ামিষ্টদেবতাদর্শনং চকারার্থঃ । অনু-
মানকলং নিগময়তি—তস্মাদিতি । যথোক্তানুমানাজ্যোতিঃ সিদ্ধং চেৎ কিং প্রপ্নেনেত্যা-
শঙ্ক্যাহ—কিং পুনরিতি । সৰ্ব্বজ্যোতিরূপণমে দৃশ্যমানস্ত ব্যবহারস্ত কারণতয়ানুমানতো
জ্যোতির্নাত্মসিদ্ধাবপি তদ্বিশেষবুভুৎসায়াম্ প্রদ্বোপপত্তিরিত্যর্থঃ । ১

কিং পুনস্তচ্ছাস্ত্রায়াং বাচি জ্যোতির্ভবতীতি ? উচ্যতে,—আত্মৈবাস্ত
জ্যোতির্ভবতীতি । আত্মেতি কার্য্যকরণস্বাবয়বসজ্জাতব্যতিরিক্তং কার্য্যকরণাব-
ভাসকম্ আদিত্যাদি-বাহ্যজ্যোতির্কং স্বয়মন্তেনানবভাস্তমানমভিধীয়তে জ্যোতিঃ ;
অন্তঃস্থং চ তৎ পারিশেষত্বাৎ । কার্য্যকরণব্যতিরিক্তং তদিতি তাবৎ সিদ্ধম্ । যচ্চ
কার্য্যকরণব্যতিরিক্তং কার্য্যকরণসজ্জাতানুগ্রাহকং চ জ্যোতিঃ, তদ্বাত্মৈবচক্ষুরাদি-
করণৈরূপলভ্যমানং দৃষ্টম্ ; ন তু তথা তচ্চক্ষুরাদিভিরূপলভ্যতে, আদিত্যাদি-

জ্যোতিঃসুপরতেষু ; কার্যন্ত জ্যোতিষো দৃশ্যতে যস্মাৎ, তস্মাৎ আত্মনৈবায়ং জ্যোতিষা আন্তে পল্যয়তে কৰ্ম কুরুতে বিপল্যোতীতি ; তস্মান্নূনমন্তঃস্থং জ্যোতি-
রিত্যবগম্যতে । কিঞ্চ, আদিত্যাদিজ্যোতির্বিলক্ষণং তদভৌতিকং চ ; ন এষ
হেতুৰ্যচ্চক্ষুরাণ্যগ্রাহকমাদিত্যাদিবৎ । ২

প্রতিবচনমবতারা ব্যাকরোতি—উচ্যত ইত্যাদিনা । অবভাসকং দৃষ্টান্তমাহ—
আদিত্যাদীতি । তত্র ব্যতিরিক্তং সাধয়তি—কার্যোতি । অনুগ্রাহকমাদিত্যাদিবদिति
শেষঃ । তচ্চাস্তঃস্থং পারিশেষাদিত্যুক্তমুপপাদয়তি—যচেতি । উপরতেষাজ্যোতিরिति
শেষঃ । তদেব তর্হি মা ভূদिति চেন্নেত্যাহ—কার্যং ইতি । যস্মাদৌ দৃগ্গমানং ব্যবহারং হেতু-
কৃত্য ফলিতমাহ—যস্মাদিত্যাদিনা । বিমতমন্তঃস্থমতীল্লিঙ্গমাদিত্যবদिति ব্যতিরেকীত্যর্থঃ ।
ব্যতিরেকান্তরমাহ—কিং চেতি । ২

ন, সমানজাতীয়েনৈবোপকারদর্শনাৎ—যদাদিত্যাদিবিলক্ষণং জ্যোতিরাস্তরং
সিদ্ধমिति, এতদসৎ ; কস্মাৎ ? উপক্রিয়মাণ-সমানজাতীয়েনৈবাদিত্যাদিজ্যোতিষা
কার্যকরণসজ্বাতস্ত ভৌতিকস্ত ভৌতিকেনৈবোপকারঃ ক্রিয়মাণো দৃশ্যতে ; যথা-
দৃষ্টক্ষেদমনুমেয়ম্ ; যদি নাম কার্যকরণাদধাস্তরং তদুপকারকম্ আদিত্যাদিব-
জ্যোতিঃ, তথাপি কার্যকরণসজ্বাত-সমানজাতীয়মেবানুমেয়ম্, কার্যকরণসজ্বা-
তোপকারকত্বাৎ, আদিত্যাদিজ্যোতির্যৎ । যৎ পুনরন্তঃস্থত্বাদপ্রত্যক্ষত্বাচ্চ বৈলক্ষণ্য-
মুচ্যতে, তৎ চক্ষুরাদিজ্যোতির্ভিন্ননৈকাস্তিকম্ ; যতোহপ্রত্যক্ষাণ্যস্তঃস্থানি চ চক্ষু-
রাদিজ্যোতীংবি ভৌতিকান্তেব ; তস্মাস্তব মনোরথমাত্রম্—বিলক্ষণমাত্রজ্যোতিঃ
সিদ্ধমिति । ৩

সংপ্রতি লোকারন্তশ্চোদয়তি—নেত্যাদিনা । তত্র নঞর্থং ব্যাচষ্টে—যদिति । উক্তং
হেতুং প্রশ্নপূর্বকং বিভজ্যতে—কস্মাদিত্যাদিনা । যদপি দেহাদেবপকার্যাদুপকারকমাদিত্যাদি
সজাতীয়ং দৃষ্টং, তথাপি নাজ্যোতিরূপকার্যসজাতীয়মনুমেয়মিত্যাশঙ্ক্যাহ—যথাদৃষ্টং চেতি ।
তদেব স্পষ্টয়তি—যদি নামেতি । বিমতমন্তঃস্থমতিরিক্তং চাতীল্লিঙ্গমাদিত্যবদिति পরোক্তং
ব্যতিরেক্যনুমানমনুগ্ৰ দুষয়তি—যৎ পুনরিত্যাদিনা । অনৈকাস্তিকং ব্যনক্তি—যত ইতি ।
অন্তঃস্থান্তব্যতিরিক্তানি চ সজ্বাতানিতি দ্রষ্টব্যম্ । ব্যভিচারফলমাহ—তস্মাদिति । বিলক্ষণ-
মন্তঃস্থং চেতি মন্তব্যম্ । ৩

কার্যকরণসজ্বাত-ভাবভাবিত্বাচ্চ সজ্বাতধর্মত্বমনুস্মীয়তে জ্যোতিষঃ । সামান্ত্র-
তোদৃষ্টস্ত চানুমানস্ত ব্যভিচারিত্বাদপ্রামাণ্যম্ । সামান্ত্রতোদৃষ্টবলেন হি ভবান্
আদিত্যাদিবদ্যতিরিক্তং জ্যোতিঃ সাধয়তি কার্যকরণেভ্যঃ । নচ প্রত্যক্ষমনু-
মানেন বাধিতুং শক্যতে ; অয়মেব তু কার্যকরণসজ্বাতঃ প্রত্যক্ষং পশুতি শৃণোতি
মনুতে বিজ্ঞানীতি চ ; যদি নাম জ্যোতিরাস্তরমশ্রোপকারকং স্তাদ্ আদিত্যাদি-

৷৳, ন তদ্বাচ্য। শ্রাৎ জ্যোতিরিস্তরম্, আহিত্যাদিবদেব। য এব তু প্রত্যক্ষং
 দর্শনাদিক্রিয়াং করোতি, স এবাচ্য। শ্রাৎ কার্যকরণগত্বাতঃ, নাত্তঃ, প্রত্যক্ষ-
 বিরোধেহনুমানশ্চাপ্রামাণ্যাত্। ৪

কিক, চৈতন্য শরীরধর্মসত্তাবভাবিত্যাহ—কার্যকরণেতি । বিমতঃ
সজ্জাতাঙ্কিতঃ তত্ত্বাসকদ্ধাদানিত্যবদিত্যনুমানাৎ ন সজ্জাতধর্মত্বং চৈতন্যশ্রেত্যাশঙ্ক্যাহ—
সামান্ততো দৃষ্টেতি । লোকারম্যত্বং হি দেহাবভাসকমপি চক্ষুস্ততো ন ভিद्यতে, তথা চ
ব্যক্তিচারায় তদনুমানপ্রামাণ্যমিত্যর্থঃ । মনুজোইহং জানামীতি প্রত্যক্ষবিরোধাত তদনুমান-
মমানমিত্যাহ—সামান্ততো দৃষ্টেতি । ননু তেন প্রত্যক্ষমুৎসার্যাতামিতি চেত্তেত্যাহ—ন চেতি ।
ইতচ্চ দেহৈগ্ৰেব চৈতন্যমিত্যাহ—অয়মেবেতি । জ্যোতিষো দেহব্যতিরেকমঙ্গীকৃত্যপি
দুশয়তি—যদি নামেতি । বিমতঃ জ্যোতিরনাত্মা দেহোপকারকদ্ধাদানিত্যবদিত্যর্থঃ । আত্মত্বং
তর্হি কশ্চেত্যাশঙ্ক্যাহ—য এব ত্বিতি । অনুমানাদাত্মনো দেহব্যতিরিক্তত্বমুক্তমিত্যাশঙ্ক্যাহ—
প্রত্যক্ষেতি । নান্ত আত্মেতি পূর্বেণ সঙ্কঃ । ৪

ननु अयमेव चेत् दर्शनादिक्रियाकर्तुः आत्मा सत्त्वातः, कणमविकलशैवाशु
दर्शनादिक्रियाकर्तृत्वं कदाचिद्व्यवति कदाचिन्निति ? नैव दोषः, दृष्टत्वात् । न हि
दृष्टेऽनुपपन्नं नाम ; न हि थद्योते प्रकाशाप्रकाशकत्वेन दृष्टमाने कारणात्तर-
मनुमेयम् ; अनुमेयत्वे च केनचित् सामान्यात् सर्वं सर्वत्रानुमेयं श्रुत्वा ; तच्चा-
निष्टम् । न च पदार्थस्वभावो नास्ति ; नहि अग्रेरुक्तस्वभावमग्ननिमित्तं उदकशु
वा शैत्यम् । प्राणिधर्माधर्माद्वपेक्षमिति चेत् ; धर्माधर्मादेर्निमित्तान्तरापेक्ष-
स्वभावप्रसङ्गः ; अस्तिति चेत् ; न ; तदानवस्थाप्रसङ्गः ; न चानिष्टः । ५

দেহশাস্ত্রে কাদাচিংকং জষ্ট্ৰত্ৰোত্বাদ্যবৃত্তমিতি শব্দে—ন দ্বিতি । স্বভাববাদী পরি-
 হরতি—নৈব দোষ ইতি । কাদাচিংকে দর্শনাদর্শনে সম্ভবতো দেহস্বাভাব্যাদিত্যত্র দৃষ্টান্তমাহ—
 ন হীতি । বিমতং কারণান্তরপূর্বকং কাদাচিংকত্বাদ্ ঘটবদিত্যানুমানং দৃষ্টান্তে ভবিষ্যতীত্যা-
 শক্যাগ্নিরূপ ইতিবদুक्तমুদকमित্যপি ত্রব্যত্বাদিনানুमीয়েতেত্যতিপ্রসঙ্গমাহ—অনুমেয়ত্বে চেতি ।
 ননু যত্তবতি তৎ সনিমিত্তমেব, ন স্বভাবাৎ ভবৎ কিঞ্চিদস্মাকং প্রসিদ্ধং, তত্রাহ—ন চেতি ।
 অগ্নেরৌক্যমুদকস্ত শৈত্যমিত্যাद्यপি ন নির্নিমিত্তং, কিন্তু প্রাণ্যদৃষ্টাপেক্ষমিতি শব্দে—প্রাণীতি ।
 আদিগন্ধেনেঘরাदि गृह्यते । गूढाभिसङ्घिः स्वभाववाच्चाह—धर्मेति । प्रसङ्गश्लेष्टहं शक्तिश्चा
 स्वातिप्रारमह—अद्वितीयादिना । ५

ন, স্বপ্নস্থতোয়াঃ দৃষ্টশ্চৈব দর্শনাৎ,—যদুক্তং স্বভাববাদিনা দেহশ্চৈব দর্শনাদি-
ক্রিয়া, ন ব্যতিরিক্তশ্চেতি ; তন্ন, যদি হি দেহশ্চৈব দর্শনাদিক্রিয়া, স্বপ্নে দৃষ্টশ্চৈব
দর্শনং ন শ্রুতং ; অতঃ স্বপ্নং পশুন্ দৃষ্টপূর্বমেব পশুতি, ন শাকদ্বীপাদিগতমদৃষ্ট-
পূর্বম্ । ততশ্চৈতৎ সিদ্ধং ভবতি—যঃ স্বপ্নে পশুতি দৃষ্টপূর্বং বস্তু, স এব পূর্বং
বিদ্যমানে চক্ষুযজ্জাকীং, ন দেহ ইতি ; দেহশ্চেদং ব্রূতা, স যেনাজ্জাকীং তন্নিম্ন-

ক্লৃতে চক্ষুষি, স্বপ্নে তদেব দৃষ্টপূৰ্ব্বং ন পশ্যেৎ ; অস্তি চ লোকে প্রলিঙ্গিঃ—পূৰ্ব্বং দৃষ্টং যন্মা হিমবতঃ শৃঙ্গম্ অগ্নাহং স্বপ্নেহজ্ঞানম্—ইত্যাক্লৃতচক্ষুৰ্যামক্ষানামপি ; তন্মাদ-
দক্ষুত্বেন্বেপি চক্ষুষি যঃ স্বপ্নদৃক্, স এব দ্রষ্টা, ন দেহ ইত্যবগম্যতে । ৬

সিদ্ধান্তী স্বপ্নাদিসিদ্ধান্তপত্তা। দেহাতিরিক্তমাত্মানমভ্যুপগময়ন্তুরমাহ—নেত্যাदिना ।
তত্র নঞর্থঃ বিভজ্যতে—বহুস্তমিতি । স্বপ্নে দৃষ্টশ্চেব দর্শনাদিতি হেতুভাগঃ ব্যতিরেকদ্বারা
বিবৃণোতি—যদি হীতি । জাগ্রদেহস্ত্র দ্রষ্টুঃ স্বপ্নে নষ্টবাদতীন্দ্রিয়স্ত চ সংস্কারস্ত চানিষ্টবাদস্ত-
দৃষ্টে চাস্ত্রস্ত স্বপ্নাযোগান্ন স্বপ্নে দৃষ্টশ্চেব দর্শনং দেহাস্ববাদে সম্ভবতীত্যর্থঃ । মা ভুৎ দৃষ্টশ্চেব
স্বপ্নে দৃষ্টিঃ ; অক্সাপি স্বপ্নদৃষ্টেরিত্যাশক্যাহ—অক্স ইতি । অপিশকোহধ্যাহর্ভব্যঃ ; পূৰ্ব্বদৃষ্টশ্চেব
স্বপ্নে দৃষ্টেহপি কুতো দেহব্যতিরিক্তো দ্রষ্টা সিদ্ধতীত্যাশক্যাহ—ততশ্চেতি । অখোস্তরত্র
দেহশ্চেব দ্রষ্টেহ কা হানিরিতি চেদত আহ—দেহশ্চেদিতি । তত্র সহকারিচক্ষুরভাবাচ্চ-
ক্ষুরস্তরস্ত্র চোৎপত্তৌ দেহান্তরস্ত্রাপি সমুৎপত্তিসম্ভবাদস্ত্রদৃষ্টেহস্ত্রস্ত্র ন স্বপ্নঃ স্ত্রাদিত্যর্থঃ । মা ভুৎ
পূৰ্ব্বদৃষ্টে স্বপ্নো হেতুভাবাদিত্যাশক্যাহ—অস্তি চেতি । কথং তে জাত্যক্ষানামীদৃগ্দর্শনমিতি
চেৎ, জন্মান্তরানুভববশাদিতি ক্রমঃ । অক্স দেহস্ত্রাদ্রষ্টেহপি চক্ষুস্ত্রস্ত্র স্ত্রাদেব দ্রষ্টৃত্মিত্যা-
শক্যাহ—তন্মাদিতি । ৬

তথা স্মৃতৌ দ্রষ্টৃস্বত্রৌরেকত্বে সতি, য এব দ্রষ্টা, স এব স্মর্তা ; যদা চৈবং,
তদা নিমীলিতাক্ষোহপি স্মরন্ দৃষ্টপূৰ্ব্বং বক্রপম্, তদ্ দৃষ্টবদেব পশ্যতীতি । তন্মাদ্
যন্নিমীলিতং, তন্ন দ্রষ্টৃ ; যন্নিমীলিতে চক্ষুষি স্মরং রূপং পশ্যতি, তদেব অনি-
মীলিতেহপি চক্ষুষি দ্রষ্টৃ আসীদিত্যবগম্যতে । স্মৃতে চ দেহে অবিকলশ্চেব চ
রূপাদির্দর্শনাভাবাৎ—দেহশ্চেব দ্রষ্টেহ স্মৃতেহপি দর্শনাদিক্রিয়া স্ত্রাৎ ; তন্মাৎ
যদপায়ে দেহে দর্শনং ন ভবতি, যদ্রাবে চ ভবতি, তৎ দর্শনাদিক্রিয়াকর্তৃ, ন দেহ
ইত্যবগম্যতে । ৭

স্বপ্নে দৃষ্টশ্চেব দর্শনাদিতি হেতুঃ ব্যাখ্যায় স্মৃতৌ দৃষ্টশ্চেব দর্শনাদিতি হেতুঃ ব্যাচষ্টে—
তথেন্বেতি । দ্রষ্টৃস্বত্রৌরেকত্বেহপি কুতো দেহাতিরিক্তো দ্রষ্টেত্যাশক্যাহ—যদা চেতি ।
দেহাতিরিক্তস্ত্র স্মর্তৃত্বেহপি কুতো দ্রষ্টৃত্মিত্যাশক্যাহ—তন্মাদিতি । দ্রষ্টৃস্বত্রৌরেকত্বস্ত্রোক্তত্বে
দেহাতিরিক্তঃ স্মর্তা চেৎ, দ্রষ্টাপি তথা সিধ্যতীতি ভাবঃ । দেহস্ত্রাদ্রষ্টেহ হেতুস্ত্রমাহ—স্মৃতে
চেতি । ন তস্ত্র দ্রষ্টৃত্তেতি শেষঃ । তদেবোপপাদয়তি—দেহশ্চেবেতি । দেহব্যতিরিক্ত-
মাত্মানমুপপাদিতমুপসংহরতি—তন্মাদিতি । চৈতন্ত্রং যৎতদোরর্থঃ । ৭

চক্ষুরাদীশ্চেব দর্শনাদিক্রিয়াকর্তৃণীতি চেৎ ; ন ; যদহমজ্ঞানং, তৎ স্পৃশামীতি
ভিন্নকর্তৃকত্বে প্রতিসন্ধানামুপপত্তেঃ । মনস্তহীতি চেৎ ; ন, মনসোহপি বিষয়স্ত্রাৎ
রূপাদিবং দ্রষ্টৃত্ত্রান্ত্রমুপপত্তিঃ । তন্মাদস্ত্রঃস্ত্র ব্যতিরিক্তমাদিত্যাদিবদিতি
সিদ্ধম্ । ৮

মা ভুদেহস্ত্রাস্মিত্ত্রিয়াণাং তু স্ত্রাদিতি শব্দে—চক্ষুরাদীনীতি । অস্ত্রদৃষ্টেস্ত্রত্রেণ ।

প্রত্যভিজ্ঞানাদিতি জ্ঞানেন পরিহরতি—নেত্যাধিনা । আত্মপ্রতিপত্তিহেতুনাং মনসি সম্ভবা-
দিতি জ্ঞানেন শক্যতে—মন ইতি । জাতুর্জানসাধনোপপত্তেঃ সংজ্ঞাভেদমাত্রমিতি জ্ঞানেন
পরিহরতি—ন মনসোহঙ্গীতি । দেহাদেরনাস্থে ফলিতমাহ—তস্মাদিতি । আত্মজ্যোতিঃ
সজ্জাতাদিতি শেষঃ । ৮

ষট্শ্রুৎ—কার্য্যকরণসজ্জাত-সমানজাতীয়মেব জ্যোতিরন্তরমনুমেয়ম্, আদি-
ত্যাদিভিস্তৎসমানজাতীয়ৈরেবোপক্রিয়মাণত্বাদিতি ; তদসৎ ; উপকার্য্যোপ-
কারকভাবস্তানিয়মদর্শনাৎ । কথম্ ? পার্থিবৈরিষ্টনৈঃ পার্থিবত্ব-সমানজাতীয়ৈ-
স্তৃণোলপাদিভিরগ্নেঃ প্রজ্বলনোপকারঃ ক্রিয়মাণো দৃশ্যতে ; ন চ তাবতা তৎ-
সমানজাতীয়ৈরেব অগ্নেঃ প্রজ্বলনোপকারঃ সর্বত্রানুমেয়ঃ স্তাৎ ; যেনোদকেনাপি
প্রজ্বলনোপকারো ভিন্নজাতীয়েন বৈদ্র্যতস্তাগ্নেঃ জাঠরস্ত চ ক্রিয়মাণো দৃশ্যতে ;
তস্মাদুপকার্য্যোপকারকভাবে সমানজাতীয়াসমানজাতীয়নিয়মো নাস্তি,—কদা-
চিৎ সমানজাতীয়া মনুষ্যা মনুষ্যৈরেবোপক্রিয়ন্তে, কদাচিৎ স্থাবরপশাদিভিঃ
ভিন্নজাতীয়ৈঃ । তস্মাদহেতুঃ—কার্য্যকরণসজ্জাত-সমানজাতীয়ৈরেবাদিত্যাদি-
জ্যোতিভিরূপক্রিয়মাণত্বাদিতি । ৯

পরোক্তমনুবদতি—ষট্শ্রুতিমিতি । অনুগ্রাহকসজ্জাতীয়মনুগ্রাহকমিত্যত্র হেতুমাহ—
আদিত্যাদিভিরিতি । উপকার্য্যোপকারকত্বে সাজাত্যানিয়মঃ দৃশ্যতি—তদসদिति । অনিয়ম-
দর্শনমাকাঙ্ক্ষাপূর্ব্বকমুদাহরতি—কথং পার্থিবৈরিতি । উলপং বালতৃণম্ । পার্থিবস্তাগ্নিং
প্রত্যুপকারকত্বনিয়মং বারয়তি—ন চেতি । তাবতা পার্থিবেনাগ্নেরূপক্রিয়মাণত্বদর্শনেনেতি
বাবৎ । তৎসমানজাতীয়ৈরিতি তচ্ছকঃ পার্থিবত্ববিষয়ঃ । তত্র হেতুমাহ—যেনেতি ।

দর্শনকলং নিগময়তি—তস্মাদিতি । উপকার্য্যোপকারকভাবে সাজাত্যানিয়মবদপ-
কার্য্যোপকারকভাবেপি বৈজাত্যানিয়মো নাস্তীত্যর্থঃ । তত্রোপকার্য্যোপকারকত্বে সাজাত্যা-
নিয়মাতাবমুদাহরণান্তরেণ দর্শয়তি—কদাচিদিতি । অন্তঃসাগ্নিনা বাগ্নেরূপশাস্ত্র্যপলভ্যাদপ-
কার্য্যোপকারকত্বে বৈজাত্যানিয়মোহপি নাস্তীতি মহোপসংহরতি—তস্মাদিতি । উক্তানিয়ম-
দর্শনং তচ্ছকার্থঃ । অহেতুরাত্মজ্যোতিষঃ সজ্জাতেন সমানজাতীয়ত্বায়ামিতি শেষঃ । ৯

যৎ পুনরাখ—চক্ষুরাদিভিরাদিত্যাদিজ্যোতির্কদ্ দৃশ্যত্বাদিতি—অয়ং হেতু-
জ্যোতিরন্তরস্তাস্তঃস্থত্বং বৈলক্ষণ্যঞ্চ ন সাধয়তি, চক্ষুরাদিভিরনৈকান্তিকত্বাদিতি ;
তদসৎ, চক্ষুরাদিকরণেভ্যোহন্তত্বে সতীতি হেতোর্বিশেষণত্বোপপত্তেঃ । কার্য্য-
করণসজ্জাতধর্ম্মত্বং জ্যোতিষ ইতি ষট্শ্রুৎ, তন্ন, অনুমানবিরোধাৎ—আদিত্যাদি-
জ্যোতির্কৎ কার্য্যকরণসজ্জাতাদর্থাস্তরং জ্যোতিরিতি হনুমানমুক্তম্, তেন বিরূ-
ধ্যতে ইয়ং প্রতিজ্ঞা—কার্য্যকরণসজ্জাতধর্ম্মত্বং জ্যোতিষ ইতি । তদ্বাবতাবিত্বং
স্থলিকম্, মৃতে দেহে জ্যোতিষোহদর্শনাৎ । ১০

অনুগ্রাহকমনুগ্রাহসজ্জাভীরমনুগ্রাহকত্বাদিত্যবদিত্যপাস্তম্ । সংপ্রত্যভীক্সিরত্বহেতোর-
নৈকাত্ম্যং পরোক্তমনুভাষ্য দূষয়তি—যৎ পুনরিত্যাদিনা । বিমতং জ্যোতিঃসজ্জাতধর্মসত্তাব-
ভাবিতাক্রপাদিবদিত্যুক্তমনুচ্য নিরাকরোতি—কার্যোতি । অনুমানবিরোধমেব সাধয়তি—
আদিত্যাদীতি । কালাত্যাপদেশমুক্ত্য হেতুসিদ্ধিং দোষান্তরমাহ—তত্তাবেতি । অদর্শনাদিত্যি
চ্ছেদঃ । ১০

সামান্ততো দৃষ্টশ্চানুমানশ্চাপ্রামাণ্যে সতি পানভোজনাদিসর্বব্যবহারলোপ-
প্রসঙ্গঃ ; স চানিষ্টঃ ; পানভোজনাदिषु हि क्वपिपासादिनिवृत्तिमुपलक्ष्यतस्तৎ-
সামান্ত্যং পানভোজনাছ্যপাদানং দৃশ্যমানং লোকে ন প্রাপ্নোতি ; দৃশ্যস্তে हि
উপলক্ষ্যপানভোজনাঃ সামান্ততঃ পুনঃ পানভোজনান্তরৈঃ ক্বপিपासादिनिवृत्तिम्
অনুমিবন্তস্তাদর্থ্যেন প্রবর্তমানাঃ । ১১

যৎ পুনর্বিশেষেহনুগমাতাবঃ সামান্তে সিদ্ধসাধ্যতেত্যনুমানদূষণমভিপ্রেত্য সামান্ততো দৃষ্টশ্চ
চেত্যাছ্যক্তং, তদ দূষয়তি—সামান্ততোদৃষ্টেস্তেতি । বিশেষতোহদৃষ্টেস্তেত্যপি ত্রুট্যম্ ।
কিমিত্যানুমানাপ্রামাণ্যে সর্বব্যবহারহানিরিত্যাশঙ্কাহ—পানেতি । তৎসামান্ত্যং পানভ-
ভোজনাদিসাদৃশ্যাদিত্যি যাবৎ । পানভোজনাছ্যপাদানং দৃশ্যমানমিত্যুক্তং বিশদয়তি—দৃশ্যস্তে
হীতি । তাদর্থ্যেন ক্বপিपासादिनिवृत्तুপায়ভোজনপানাদ্যর্থভেদেতি যাবৎ । ১১

যত্কৃতম্—অয়মেব তু দেহো দর্শনাদিক্রিয়াকর্তেতি, তৎ প্রথমমেব পরিহৃতম্,
—স্বপ্নশ্রুত্যোর্দেহাদর্থাস্তরভূতো ত্রুটেতি । অনেনৈব জ্যোতিরন্তরস্থানাশ্রয়মপি
প্রত্যুক্তম্ । যৎ পুনঃ খণ্ডোত্যাদেঃ কাদাচিংকং । প্রকাশাপ্রকাশকত্বং ; তদসৎ,
পক্ষাণ্ডবয়ব-সঙ্কোচবিকাশনিমিত্তত্বাৎ প্রকাশাপ্রকাশকত্বশ্চ । যৎ পুনরুক্তম্—
ধর্মাদিধর্ময়োরবশ্যং ফলদাতৃত্বং স্বভাবোহভ্যুপগম্য ইতি ; তদভ্যুপগমে ভবতঃ
সিদ্ধাস্তহানাৎ । এতেনানবস্থাদোষঃ প্রত্যুক্তঃ । তস্মাদসিদ্ধি ব্যতিরিক্তক্কাঙ্কঃস্বং
জ্যোতিরাস্মেতি ॥ ২৫৭ ॥ ৬ ॥

দেহশ্চৈব ত্রুট্বমিত্যুক্তমনুচ্য পূর্বোক্তং পরিহারং শ্রীরয়তি—যচ্ছুক্তমিত্যাদিনা ।
জ্যোতিরন্তরনাদিত্যাদিবদনাক্ষেপ্যক্তং প্রত্যাহ—অনেনেতি । সজ্জাতাদের্ত্রুট্বনিরাকরণেনেতি
যাবৎ । দেহশ্চ কাদাচিংকং দর্শনাদিমত্বং স্বভাবিকমিত্যত্র পরোক্তং দৃষ্টান্তমনুভাষ্য নিরাক্ষে—
যৎ পুনরিত্যাদিনা । সিদ্ধাস্তিনাপি স্বভাববাদশ্চ কচিদেষ্টব্যমুপদিষ্টমনুচ্য দূষয়তি—যৎপুনরিত্যি ।
ধর্মাদিধর্মি হেতুস্তরাধীনং ফলদাতৃত্বং, তদা হেতুস্তরশ্চাপি হেতুস্তরাধীনং ফলদাতৃত্বমিত্যান-
বহেভ্যুক্তং প্রত্যাহ—এতেনেতি । সিদ্ধাস্তবিরোধপ্রসঙ্গেনেতি যাবৎ, লোকাগতমতাসম্ভবে
সপক্ষমুপসংহরতি—তস্মাদিত্যি ॥ ২৫৭ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—বাক্ প্রশাস্ত হইলে অর্থাৎ শব্দ নিবৃতি হইলে,—এখানে
বুঝিতে হইবে, ব্যবহারনির্বাহের অনুকূল গন্ধপ্রভৃতি সমস্ত বাহ্য জ্যোতিঃ
প্রশাস্ত হইলে পর, এই পুরুষের সর্বপ্রকার ব্যাপারই নিবৃত্ত হইয়া যায় ; অভি-

প্রায় এই যে, জাগ্রৎকালে চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়নিচয় যে সময় আদিত্যাদি জ্যোতির সাহায্য লাভ করে, সে সময় লোকের ব্যবহার উত্তমরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে। এইরূপে আমরা দেখিয়াছি যে, জাগ্রৎকালে পুরুষের যে সমস্ত ব্যবহার নিষ্পন্ন হয়, সে সমস্ত নিজের দেহাবয়বের অতিরিক্ত বাহ্য জ্যোতির সাহায্যেই হইয়া থাকে; অতএব আমরা মনে করিতে পারি যে, জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি সময়েও যখন সমস্ত জ্যোতিঃপদার্থ অন্তর্মিত হইয়া যায়, সেই অবস্থায়ও নিজের দেহাদি সংঘাতের অতিরিক্ত অপর কোনও জ্যোতিঃ দ্বারাই জ্যোতির কার্য্য সিদ্ধ হইয়া থাকে। দেখিতেও পাওয়া যায়—স্বপ্নাবস্থায় বন্ধুর সহিত সংযোগ ও বিরোগ এবং দেশান্তরে গমনাদি আলোক-সাপেক্ষ কার্য্য হইয়া থাকে। সুষুপ্তি অবস্থা হইতে উত্থানের পর ‘আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম, কিছুই জানিতে পারি নাই’ এইরূপে তৎকালানুভূত বিষয়ের স্মরণ হইতে দেখা যায়; [সুষুপ্তি কালে কোনও জ্যোতিঃ না থাকিলে তাৎকালিক সুখ ও অজ্ঞানের অনুভব হইতে পারে না, এবং অনুভব না হইলে তাহার স্মৃতিও সম্ভবপর হয় না।] অতএব ব্যবহার-নির্বাহের জন্য দেহাবয়বাতিরিক্ত অন্য কোনও জ্যোতিঃ নিশ্চয়ই আছে স্বীকার করিতে হইবে। ১

[ভাল, জিজ্ঞাসা করি—] বাক্-নিবৃত্তির পর, যাহা জ্যোতিঃস্বরূপ হয়, সে পদার্থটা কি? হাঁ, বলা হইতেছে—তখন আত্মাই ইহার জ্যোতিঃস্বরূপ হইয়া থাকে। এখানে আত্মা-শব্দে তাহারই নির্দেশ হইয়াছে, যাহা—দেহেন্দ্রিয়াদি অবয়বসমষ্টির অতিরিক্ত, অথচ দেহেন্দ্রিয়-সংঘাতেরই প্রকাশক, এবং বহির্জগতে দৃশ্যমান আদিত্য প্রভৃতি জ্যোতির ত্রায় নিজে অপরের দ্বারা প্রকাশিত হয় না, এইরূপ একটি জ্যোতিঃ। সেই জ্যোতিঃ যখন দেহাত্মাস্বরূপ (অবাহ), তখন তাহা যে, দেহাবয়বাতিরিক্ত, ইহাও ফলে ফলে সিদ্ধই হইল; কেন না, দেহেন্দ্রিয়াদির অতিরিক্ত যে সমস্ত জ্যোতিঃ দেহেন্দ্রিয়াদির উপকার সম্পাদন করিয়া থাকে, দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সমস্ত জ্যোতিঃপদার্থই চক্ষুঃপ্রভৃতি বহিরি-
ন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষগোচর হইয়া থাকে; আর ইহা কিন্তু আদিত্যাদি জ্যোতির অভাবে কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষগোচর হয় না; কেবল সেই জ্যোতিঃটির কার্য্য মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়; অতএব বুঝা বাইতেছে যে, এই জ্যোতিঃটি (আত্মা) অন্তঃস্থই (শরীর মধ্যগতই) বটে। বিশেষতঃ সেই হেতুই—আদিত্যাদি জ্যোতিঃগুলিকে যেরূপ চক্ষুদ্বারা দেখিতে পাওয়া যায়, চক্ষুদ্বারা ইন্দ্রিয় দ্বারা ইহাকে সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না; ইহা হইতে বেশ বুঝা

যাইতেছে যে, ইহা আদিত্যপ্রভৃতি হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ একটি অভৌতিক জ্যোতিঃ (১) । ২

না—একথা হইতে পারে না ; কারণ, সমানজাতীয় পদার্থের মধ্যেই উপকার্যোপকারকভাব দেখিতে পাওয়া যায় । আদিত্য প্রভৃতি জ্যোতিঃপদার্থের বিলক্ষণ (অন্তরূপ) অনাস্থক জ্যোতিঃ যে, সিদ্ধ হইল বলা হইয়াছে ; সে কথাও উত্তম কথা নহে ; কি কারণে ? যে হেতু আদিত্যপ্রভৃতি জ্যোতিঃও ভৌতিক পদার্থ এবং তাহাদের প্রকাশনীয় দেহাদি পদার্থগুলিও ভৌতিক ; সুতরাং প্রকাশক আদিত্যাদি জ্যোতিঃ, আর তৎপ্রকাশ্য দেহাদি বস্তু উভয়ই ভৌতিকরূপে একজাতীয় পদার্থ ; সুতরাং একজাতীয় পদার্থের মধ্যেই যে, উপকার্যোপকারকভাব দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । এখানেও দৃষ্টান্তসারেই অনুমান করিতে হইবে ;—যদি নিতাস্তই দেহেন্দ্রিয়াদির অতিরিক্ত অগচ্চ আদিত্যাদির দ্বারা দেহেন্দ্রিয়াদির উপকারসাধক স্বতন্ত্র কোনও জ্যোতির অস্তিত্ব কর্ত্তব্য করিতেই হয়, তাহা হইলেও, উপকার্য-দেহেন্দ্রিয়াদি-সংঘাতের তুল্যজাতীয় ভৌতিক জ্যোতিরই অনুমান করিতে হইবে, (বিলক্ষণ জ্যোতির নহে) ; কারণ, ঐ জ্যোতিঃ-পদার্থ টিও দেহেন্দ্রিয়-সংঘাতেরই উপকারক ; অতএব উহা আদিত্যাদির দ্বারা তজ্জাতীয় পদার্থ হওয়াই যুক্তিসঙ্গত । আরও যে, বলা হইয়াছে—দেহেন্দ্রিয়াদির অনুগ্রাহক এই জ্যোতিঃপদার্থ টি যখন অভ্যস্তরস্থ এবং অপ্রত্যক্ষও বটে ; তখন উহার বৈলক্ষণ্য থাকাই উচিত হয় ; সে কথাও সঙ্গত হয় না ; কারণ, চক্ষুঃপ্রভৃতি জ্যোতিঃস্থানেই ঐ নিয়মের ব্যভিচার দৃষ্ট হয় । কেন না, চক্ষুঃপ্রভৃতি জ্যোতিঃসমূহও অভ্যস্তরস্থ অপ্রত্যক্ষ ও ভৌতিক পদার্থ ভিন্ন আর কিছুই নহে । অতএব আদিত্যাদি জ্যোতির বিজাতীয় আত্মজ্যোতির সাধনা কেবল তোমার মনোরথ বা মানসিক কর্ত্তনামাত্র, (কিন্তু উহা কখনই বাস্তবিক নহে) । ৩

বিশেষতঃ দেহেন্দ্রিয়-সংঘাতের সত্তাবে সত্তাব বলিয়াও আত্মজ্যোতিকে দেহেন্দ্রিয়-সংঘাতের ধর্ম্ম বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে না ; কারণ, ‘সামাজ্যতো দৃষ্ট’ নামক অনুমান কখনই অব্যভিচারী হয় না (২) ; সুতরাং উহা

(১) তাৎপৰ্য্য—বেদান্তমতে সূর্য্য ও অগ্নিপ্রভৃতি পদার্থগুলিও সূক্ষ্ম জড় ভূত হইতে সমুৎপন্ন ; সুতরাং উহারাও জড় পদার্থ ; কিন্তু আত্মজ্যোতিঃ ভৌতিক নহে, এই জন্ত ভাষ্যকার ‘অভৌতিক’ বিশেষণ ব্যবহার করিয়াছেন ।

(২) তাৎপৰ্য্য—অনুমান সাধারণতঃ তিন প্রকার—(১) পূর্ব্ববৎ, (২) শেষবৎ ও

নিঃসন্ধি প্রমাণ হইতে পারে না ; অথচ তুমি সেই 'সামান্ততো দৃষ্ট' অনুমানের সাহায্যেই আদিত্যাদি-জ্যোতির দৃষ্টান্তানুসারে দেহেন্দ্রিয়াদির অতিরিক্ত জ্যোতির সাধনা করিতেছ ; [সূতরাং উহা অসিদ্ধ] । বিশেষতঃ অনুমান দ্বারা কখনই প্রত্যক্ষের বাধা ঘটাইতে পারা যায় না । দেখিতে পাওয়া যায়—এই দেহেন্দ্রিয়-সংঘাতই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দর্শন, শ্রবণ ও মননাত্মক বিশেষ বিজ্ঞান লাভ করিয়া থাকে ; আদিত্যাদির জ্বাল অপর কোনও জ্যোতিঃ যদি ইহার প্রত্যক্ষাদি বিষয়ে উপকার বা সাহায্য করিত, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, দেহেন্দ্রিয়াদির উপকারক আদিত্যাদি জ্যোতিঃ যেমন আত্মা নহে, তেমনি তোমার এই অতিরিক্ত জ্যোতিঃপদার্থটিও নিশ্চয়ই আত্মা হইতে পারে না ; পরন্তু যাহা প্রত্যক্ষতঃ দর্শনাদি ক্রিয়া করিয়া থাকে, সেই দেহেন্দ্রিয়-সংঘাতই আত্মা হইতে পারে, অপর কেহ হইতে পারে না ; কেন না, প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ অনুমান কখনই প্রমাণ নহে । ৪

ভাল কথা, সাক্ষাৎসম্বন্ধে দর্শনাদি ক্রিয়া-নিষ্পাদক এই দেহসংঘাতই যদি প্রকৃত আত্মা হয়, তাহা হইলে, দেহের অবিকল অবস্থায়ও যে দর্শনাদি ক্রিয়া কখনও হয়, কখনও হয় না, তাহার কারণ কি ? দেহের স্বভাবসিদ্ধ প্রকাশ-ধর্ম্যটির ত সর্বদাই উপলব্ধি হওয়া সম্ভব হয় । না, ইহাও দোষাবহ হয় না ; কেন না, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ ; প্রত্যক্ষসিদ্ধ বিষয়ে কোনরূপ আপত্তি চলে না ; কারণ, খণ্ডোক্তের যে, প্রকাশ ও অপ্রকাশ, তদুভয়ই প্রত্যক্ষসিদ্ধ ; সূতরাং তদ্বি-ষয়ে আর কোন প্রকার কারণ কল্পনার আবশ্যক হয় না ; আর যদি সেরূপ স্থলেও অনুমান করিতে হয়, তাহা হইলে, যে কোন একটা সাধারণ ধর্ম্য লইয়া (দৃষ্টান্ত

(৩) সামান্ততো দৃষ্ট । তদ্ব্যখ্যে কারণ দৃষ্টে যে, তৎকার্যের অনুমান, তাহা 'পূর্ববৎ', কার্য দর্শনে যে, তৎকারণের অনুমান, তাহা 'শেষবৎ', আর প্রত্যক্ষমূলক সাধারণ নিয়ম বা ব্যাপ্তি অনুসারে যে, অপ্রত্যক্ষ বস্তুর অনুমান, তাহা সামান্ততো দৃষ্ট । (ইহার অষ্টপ্রকার ব্যাখ্যাও আছে, কিন্তু তাহা বড়ই জটিল ; এষ্টজন্ত তাহা পরিত্যক্ত হইল) । উদাহরণ—যেমন (১) গভীর নীলবর্ণ লব্ধমান মেঘ দর্শনে ভবিষ্যৎ বৃষ্টির অনুমান ; (২) নদীর জলবৃদ্ধি দর্শনে পর্বতে বৃষ্টি হওয়ার অনুমান ; (৩) কার্য মাত্রেই এক জন কর্তা দেখা যায় ; এই জগৎও একটা কার্য বা জন্তু পদার্থ ; সূতরাং ইহারও একজন কর্তা আছে ; যিনি এই জগতের কর্তা, তিনিই ঈশ্বর । অথবা ক্রিয়ামাত্রই করণ-সাধ্য ; আমাদের রূপরসাদিবিষয়ক জ্ঞানও ক্রিয়া ; সূতরাং তাহারও একটা করণ থাকা আবশ্যক ; রূপরসাদি-জ্ঞানের বাহ্য করণ, তাহাই আমাদের ইন্দ্রিয় ।

গ্রহণ করিয়া) সৰ্ব্বত্রই অনুমান করা যাইতে পারে ; কিন্তু তাহা ত কাহারো বাঞ্ছনীয় নহে । তাহার পর, ভাগতিক বস্তুগুলির যে, স্বভাবগত বৈষম্য নাই, একথাও বলা যায় না ;—অগ্নির স্বাভাবিক উষ্ণতা কিংবা জলের শীতলতা যে, অন্য কোনও কারণ হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা নহে ; পরন্তু উহা উহাদের স্বভাব-সিদ্ধ (নিত্যসিদ্ধ) । আগ্নিগণের ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম যে, ঐ উষ্ণতা ও শীতলতা সমুৎপাদন করে, তাহাও বলিতে পারা যায় না ; কারণ, তাহা হইলে ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মের ঐরূপ গুণ-সমুৎপাদনেও অপর কারণের কল্পনা করিতে হয় । যদি বল, তাহাই হউক ; তাহা হইলে, ‘অনবস্থা’ দোষ আসিয়া পড়ে ; তাহাও বাঞ্ছনীয় নহে ; অতএব স্বভাবসিদ্ধ শক্তির অপলাপ করা যুক্তিসঙ্গত হয় না । ৫

না, একথাও বলা যায় না ; কারণ, স্বপ্নাবস্থায় ও স্বপ্নসময়ে পূৰ্বদৃষ্ট বস্তুই জ্ঞান হইয়া থাকে । ইতঃপূৰ্বে স্বভাববাদী যে, বলিয়াছিলেন,—দর্শনাদি ক্রিয়াগুলি বেহেরই ধৰ্ম্ম, তদতিরিক্তের (আত্মার) নহে ; সে কথাও উপপন্ন হয় না ; কেন না, দর্শনাদি ক্রিয়াগুলি যদি বেহেরই ধৰ্ম্ম হইত, তাহা হইলে, স্বপ্নসময়ে কেবল পূৰ্বদৃষ্ট বস্তুই দর্শন হইত না ; বিশেষতঃ অন্ধ ব্যক্তি যখন স্বপ্ন দর্শন করিয়া থাকে, তখন [সে কখনও যাহা দেখে নাই, এরূপ অপ্রসিদ্ধ] শাকদ্বীপাদিগত কোনও অদ্ভুত বস্তু দেখে না ।

একথা হইতে ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, স্বপ্নসময়ে যে ব্যক্তি পূৰ্বদৃষ্ট বস্তু দর্শন করিয়া থাকে, পূৰ্বে সেই ব্যক্তিই চক্ষুর দ্বারা সেই বস্তু দর্শন করিয়াছিল, কিন্তু দেখ করে নাই । দেখই যদি দর্শনের যথার্থ কর্তা হইত, তাহা হইলে, সেই দেখ, যে চক্ষুর সাহায্যে দর্শন করিয়াছিল, সেই চক্ষুঃ উৎপাটিত হইলে, স্বপ্নে কখনই সেই পূৰ্বদৃষ্ট বস্তু দর্শন করিতে সমর্থ হইত না । আর অগতে এরূপ প্রসিদ্ধিও আছে যে, যাহারা অন্ধ হইয়াছে, তাহারাও বলিয়া থাকে—‘আমি পূৰ্বে (চক্ষু থাকিতে) হিমালয়ের যে শৃঙ্গটি দর্শন করিয়াছিলাম, আজ স্বপ্নে তাহাই দর্শন করিয়াছি’ ; অতএব বেশ বুঝা যাইতেছে যে, চক্ষু নষ্ট হইবার পূৰ্বেও, যে দ্রষ্টা ছিল, এখন চক্ষুঃ না থাকা অবস্থায়ও সে-ই স্বপ্নদ্রষ্টা, কিন্তু দেখ নহে । ৬

এইরূপে দর্শন ও স্বপ্নের এককর্তৃত্ব সিদ্ধ হইলে বলা যাইতে পারে যে, যিনি দ্রষ্টা, তিনিই স্বকর্তা (স্বপ্নের কর্তা) । এইরূপ সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত বলিয়াই, যখন চক্ষুঃ মুদ্রিত করিয়া কোন বিষয় স্বপ্ন করিতে থাকে, তখনও—পূৰ্বে যাহা দর্শন করিয়াছিল, তাহাই দর্শন করে, কিন্তু নূতন কিছু দেখে না ; অতএব

বুঝা যাইতেছে যে, বাহ্য নিম্নলিখিতনেত্র (মুদ্রিতচক্ষু দেহ), তাহা প্রকৃত দ্রষ্টা নহে ; পরন্তু চক্ষু মুদ্রিত করিলেও যিনি স্বরণপূর্বক দর্শন করিয়া থাকেন, চক্ষুর অমুদ্রণ কালেও, তিনিই ষথার্থ দ্রষ্টা, (চক্ষু নহে) । বিশেষতঃ মৃত দেহে যখন, অত্র কোনও বিকার ঘটে নাই, তখনও রূপাদি বিষয়ের দর্শন হয় না ; কিন্তু দেহ দ্রষ্টা হইলে মৃতদেহেও দর্শনাদি ক্রিয়া হইতে পারিত । অতএব বেশ বুঝা যাইতেছে যে, বাহ্যর অভাবে শরীরে দর্শন হয় না, অথচ বাহ্যর সত্তাবে দর্শন হয়, তাহাই দর্শনাদি ক্রিয়ার কর্তা, কিন্তু দেহ নহে । ৭

চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়সমূহকেই যদি দর্শনাদি ক্রিয়ার কর্তা বলিয়া মনে কর, তাহাও সঙ্গত হয় না ; কারণ, কর্তা এক না হইলে—‘যে আমি দর্শন করিয়াছিলাম, সেই আমিই এখন স্পর্শ করিতেছি’ এইরূপ প্রতिसন্ধান বা স্বরণ উপপন্ন হয় না । যদি বল, তাহা হইলে মনই কর্তা হউক ; তাহাও বলিতে পার না ; কেন না, রূপ-রসাদির জ্ঞান মনও বিষয়-শ্রেণীভুক্ত (দৃশ্য) ; সুতরাং তাহারও দ্রষ্টৃত্ব সঙ্গত হয় না ; অতএব আদিত্যাদি জ্যোতিঃপদার্থের জ্ঞান দেহেন্দ্রিয়াদির অতিরিক্ত শরীরমধ্যস্থ দ্রষ্টার অস্তিত্ব সিদ্ধ হইতেছে । ৮

আরও যে বলা হইয়াছে—সমানজাতীয় আদিত্যাদি পদার্থ দ্বারা যখন তৎসমানজাতীয় পদার্থেরই উপকার হইতে দেখা যায়, তখন দেহেন্দ্রিয়াদির উপকারক স্বতন্ত্র জ্যোতিঃপদার্থটিকেও দেহেন্দ্রিয়াদির সমানজাতীয় বলিয়াই অনুমান করিতে হইবে, তদ্বিজাতীয় নহে ; সে কথাও ভাল হয় নাই ; কারণ, জগতে উপকার্যোপকারকতাবের কোন নিয়ম নাই, অর্থাৎ সমানজাতীয় পদার্থই যে, সমানজাতীয় পদার্থের উপকারক হইবে, বিজাতীয় পদার্থ উপকারক হইবেই না, এরূপ কোনও নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায় না । যদি বল, কেন ? তদন্তরে বলি, পার্থিব কাষ্ঠ ও তৎসমানজাতীয় তৃণাদি দ্বারা [তদ্বিজাতীয়] অগ্নির প্রজ্বলনের উপকার হইতে দেখা যায় ; সুতরাং অগ্নির প্রজ্বলনে সর্বত্রই তৎসমানজাতীয় পদার্থ দ্বারা উপকারের অনুমান করিতে পারা যায় না । বিশেষতঃ জলের দ্বারাও বৈদ্যুতিক ও জঠরগত অগ্নির উপকার হইতে দেখা যায় ; অথচ জল ত আর অগ্নির বা কাষ্ঠের সমানজাতীয় পদার্থ নহে । অতএব উপকার্যোপকারভাব স্থলে সমানজাতীয় বা অসমানজাতীয় বস্তুর কোনও নিয়ম নাই,—কখন বা সমানজাতীয় মনুষ্যগণ তৎসমানজাতীয় মনুষ্যদ্বারা উপকৃত হইয়া থাকে, কখনও বা ভিন্নজাতীয় স্থাবর বা পশু প্রভৃতি দ্বারাও উপকৃত হইয়া থাকে ; অতএব নিশ্চয়ই দেহেন্দ্রিয়াদির সমানজাতীয় আদিত্যাদি জ্যোতিঃপদার্থ দ্বারা উপকার দর্শনে তাহাকেই

যে, হেতুরূপে গ্রহণ করা হইরাছিল, প্রকৃতপক্ষে তাহাও হেতুরূপে গ্রহণযোগ্য নহে । ৯

আরো যে বলিয়াছ—আদিত্যপ্রভৃতি জ্যোতিঃপদার্থকে যেমন চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায়, অন্তরস্থ জ্যোতিটি ত সেরূপ প্রত্যক্ষ করা যায় না । ইহা, কেবল এই ‘অদৃশ্য’রূপ হেতুতেই যে, অস্ত্র জ্যোতিঃপদার্থের অন্তরস্থত্ব ও বৈলক্ষণ্য প্রমাণ করা হইতেছে, তাহা নহে ; অভিপ্রায় এই যে, আদিত্যাদি জ্যোতিঃপদার্থগুলি যেরূপ বাহিরে বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়, দেহপ্রকাশক জ্যোতিকে সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না, এই হেতুতেই যে, সেই জ্যোতিকে আদিত্যাদি জ্যোতিঃপদার্থ হইতে অস্ত্রপ্রকার ও অন্তরস্থে অবস্থিত বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা নহে ; কারণ, চক্ষুঃ প্রভৃতির স্থলেই এ নিয়মের ব্যতিচার দেখিতে পাওয়া যায় । না, একথাও ভাল হয় না ; কারণ, ‘চক্ষুঃপ্রভৃতি সাধনান্তিরিক্ত স্থলে’ এইরূপ একটি বিশেষণ যোগ করিলেই ঐ হেতুটির অসাধকতা দোষ খণ্ডিত হইতে পারে । অভিপ্রায় এই যে, যদিও চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়েতে উক্ত নিয়মের ব্যতিচার দেখিতে পাওয়া যায় সত্য, তথাপি চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয় ভিন্ন সাধন স্থলেই ঐরূপ নিয়ম চলিবে,—এইরূপ একটি বিশেষণ যোগ করিলেই উক্ত হেতুটি অসিদ্ধ হইবে না । তাহার পর, উক্ত জ্যোতিকে যে, দেহের ধর্ম বা গুণ বলা হইরাছে, তাহাও যুক্তিযুক্ত নহে ; কারণ, ঐকথা অনুমান-বিরুদ্ধ । তুমি ইতঃপূর্বে আদিত্যাদি জ্যোতির দৃষ্টান্তানুসারে দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে স্বতন্ত্র জ্যোতির অনুমান করিয়াছ, এখন সেই অনুমানের সহিত তোমার এই প্রতিজ্ঞা—উক্ত জ্যোতিকে দেহেন্দ্রিয়-ধর্ম বলিয়া নির্দেশ করা বিরুদ্ধ হইতেছে । তাহার পর, তদ্ভাবভাবিত্বও—দেহসম্ভাবে জ্যোতির সম্ভাব, আর দেহের অভাবে অভাব, একথাও অসিদ্ধ ; কারণ, মৃতদেহে ত জ্যোতির সম্ভাব দেখিতে পাওয়া যায় না ; অভিপ্রায় এই যে, জ্যোতির্বিজ্ঞান যদি দেহেরই ধর্ম হইত, তাহা হইলে মৃত্যুর পরও দেহেতে জ্যোতির প্রত্যক্ষ হইত ; তাহা যখন হয় না, তখন নিশ্চয়ই দেহ ও জ্যোতির মধ্যে তদ্ভাবভাবিত্ব ধর্ম নাই । ১০

বিশেষতঃ ‘সামান্ততো দৃষ্ট’ অনুমানের (প্রত্যক্ষদৃষ্ট বস্তুতে নির্ণীত নিয়মানুসারে যে, তজ্জাতীয় অপ্রত্যক্ষ বস্তুর অনুমান, তাহার) প্রামাণ্য যদি স্বীকার না করা যায়, তাহা হইলে, নিত্যপ্রয়োজনীয় পান-ভোজনাদি ব্যবহারও বিলুপ্ত হইয়া যাইতে পারে ; তাহা ত কাহারও বাঞ্ছনীয় নহে । দেখ, একবার জল পান করিয়া বাহার পিপাসানিবৃত্তি হইরাছে, এবং একবার ভোজন

করিয়া যাহার ক্ষুধানিবৃত্তি হইয়াছে, সেই ব্যক্তির যে, দ্বিতীয়বার পিপাসা বা ক্ষুধা উপস্থিত হইলে পূর্বানুভব অনুসারে পুনর্বার জলপানে ও অন্নভোজনে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, তাহা আর হইতে পারে না; অথচ সর্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায় যে, যাহারা একবার পান-ভোজনের ফল অনুভব করিয়াছে, পুনর্বার ক্ষুধা-পিপাসা উপস্থিত হইলেই, তাহারা পূর্বসাদৃশ্যে সেই সেই পান-ভোজন দ্বারা ক্ষুধা-পিপাসা নিবৃত্তির অনুমান করত, ক্ষুধা-পিপাসা নিবৃত্তির অল্প পান-ভোজনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে (১) । ১১

আরও যে, বলা হইয়াছে—এই স্থল দেহই দর্শনাদি-ক্রিয়ার কর্তা, (তত্ত্ব-রিক্ত কর্তা নাই); সে কথা প্রথমেই—‘স্বপ্ন ও স্মৃতিজ্ঞানের যিনি দ্রষ্টা বা অনুভবকর্তা, তিনি দেহ হইতে স্বতন্ত্র’ ইত্যাদি স্থলেই খণ্ডিত হইয়াছে । ঐ স্বতন্ত্র জ্যোতিঃপদার্থটিকে যে, অনাত্মা বলিয়া আশঙ্কা করা হইয়াছিল, একথায় তাহাও প্রত্যাখ্যাত হইল । পুনশ্চ যে, খণ্ডোতপ্রভৃতি জ্যোতিঃপদার্থের সাময়িক প্রকাশ ও অপ্রকাশকে দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাও সূক্ষ্মত হয় নাই; কারণ, খণ্ডোতের যে, ঐরূপ সাময়িক প্রকাশাপ্রকাশ; পক্ষপ্রভৃতি অব-য়বের লক্ষোচন ও প্রসারণই তাহার কারণ; সুতরাং উহা তাহাদের স্বভাবসিদ্ধ নহে । আরো যে, বলা হইয়াছে—ধর্মাধর্মের স্বভাবসিদ্ধ ফল-দানশক্তি অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । ভাল, তাহা স্বীকার করিলে ত তোমারই সিদ্ধান্ত ব্যাহত হইয়া পড়ে; সেইরূপ বিরোধ সম্ভাবিত হয় বলিয়াই তোমার আশঙ্কিত অনবস্থা-দোষও নিরস্ত হইল । অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে, দেহাদির অতিরিক্ত স্বতন্ত্র একটা জ্যোতিঃ পদার্থ অন্তরে অবস্থিত আছে ॥ ২৫৭ ॥ ৬ ॥

কতম আত্মেতি, যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদন্তর্জ্যোতিঃ
পুরুষঃ, স সমানঃ সন্মুভৌ লোকাবনুসঞ্চরতি—ধ্যায়তীব লেলায়তীব ।
সহি স্বপ্নো ভুত্রেমং লোকমতিক্রামতি মৃত্যোরূপাণি ॥২৫৮॥৭॥

(১) তাৎপর্য—অনুমান তিন প্রকার (১) পূর্ববৎ, (২) শেষবৎ, (৩) ও সামান্ততো দৃষ্ট । তন্মধ্যে কন্তকগুলি বস্তুর সাধারণ অবস্থা দেখিয়া যে, তজ্জাতীর অপ্রত্যক্ষ বস্তুর সম্বন্ধেও সেইরূপ অবস্থা প্রভৃতির অনুমান, তাহা ‘সামান্ততো দৃষ্ট’ অনুমান । যেমন—বহুদিন ক্ষুধার সময় আহার করিলে ক্ষুধা নিবৃত্তি হইতে দেখা গিয়াছে, তাহা দেখিয়া এইরূপ ধারণা হইয়াছে যে, আহারই ক্ষুধা নিবৃত্তির উপায়; তাহার পর, যখনই ক্ষুধা হয়, তখনই পূর্বধারণানুসারে আহার করিতে চেষ্টা আইসে, ইহা ‘সামান্ততো দৃষ্ট’ অনুমানের ফল ।

সম্বলার্থঃ ১—[জনকঃ প্রাণৈশ্চ আত্মনি জাতসংশয়ঃ সন্ পৃচ্ছতি—
কতম ইত্যাদি ।] [হে যাজ্ঞবল্ক্য, বহুতঃ জ্যোতিঃস্বরূপঃ] আত্মা কতমঃ ?
(শরীরেন্দ্রিয়বুদ্ধ্যাদিষু মধ্যে কঃ ?) ইতি । [যাজ্ঞবল্ক্য আহ—] প্রাণেষু
(দেহেন্দ্রিয়াদিষু মধ্যে) হৃদি (বুদ্ধৌ) অন্তঃ (অন্তঃস্থঃ) জ্যোতিঃ (প্রকাশ-
স্বভাবঃ) যঃ অগ্নয় (অমৃতভববোধ্যঃ) বিজ্ঞানময়ঃ (বিজ্ঞানপ্রচুরঃ) পুরুষঃ,
[স মহতু আত্মা] । সঃ (বিজ্ঞানময় আত্মা) সমানঃ (বুদ্ধিসদৃশঃ—বুদ্ধি-
তাদাত্ম্যমিবাশ্রয়ঃ সন্) উভৌ লোকৌ (ইহলোক-পরলোকৌ) অমৃতসং-
রতি (ক্রমেণ ভ্রমতি) । [তত্র চ] ধ্যায়তীব (ধ্যানং করোতীব),
লেনায়তীব (অতিমাত্রাং চলতি ইব, ন তু স্বতঃ ধ্যায়তি, ন বা লেনায়তীতি
ভাবঃ) । তথা সধীঃ (ধিরা যুক্তঃ সন্) স্বপ্নঃ ভূত্বা (স্বপ্নব্যাপারং সম্পা-
দয়ন্) ইমং লোকং (আগমিতলক্ষণং) মৃত্যোঃ (কৰ্ম্মাবিঘ্নাদেঃ) রূপাণি
(দেহেন্দ্রিয়াদীনি—তদনন্তভাবং) অতিক্রামতি (অতীত্য স্বয়ংজ্যোতিঃ-
স্বরূপেণ তিষ্ঠতি ইত্যর্থঃ) ॥ ২৫৮ ॥ ৭ ॥

মুনানুবাদঃ ১—[জনক জিজ্ঞাসা করিলেন—হে যাজ্ঞবল্ক্য,]
দেহেন্দ্রিয় বুদ্ধি প্রভৃতি প্রাণবর্গের মধ্যে [তোমার কথিত] আত্মা
কোনটি ? [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—] দেহেন্দ্রিয়াদি প্রাণবর্গের মধ্যে,
এই যে, হৃদয়ের (বুদ্ধির) অভ্যন্তরস্থ জ্যোতিঃস্বরূপ বিজ্ঞানময় পুরুষ,
[ইহাই সেই আত্মা ।] সেই বিজ্ঞানময় পুরুষ সমান হইয়া—বুদ্ধির
সদৃশভাবাপন্ন হইয়া ক্রমে উভয় লোকে—ইহ লোকে ও পর লোকে
সঞ্চরণ করিয়া থাকে ; [এবং বুদ্ধির সাম্য লাভ করায়] মনে হয়—
যেন ধ্যানই করিতেছে ; যেন স্পন্দনই করিতেছে, (প্রকৃতপক্ষে কিন্তু
আত্মার ধ্যান বা স্পন্দন নাই) । বুদ্ধি সাম্যগত সেই আত্মা
স্বপ্নাবস্থা লাভ করিয়া মৃত্যুর অধিকারভুক্ত এই লোক ও পরলোক
উভয় লোক অতিক্রম করিয়া স্বীয় জ্যোতিঃস্বরূপে প্রকাশ পাইয়া
থাকে ॥ ২৫৮ ॥ ৭ ॥

শাকরভাষ্যম্ ১—যতপি ব্যতিরিক্তত্বাদি সিদ্ধং, তথাপি সমানজাতী-
য়াহুগ্রাহকত্বদর্শননিমিত্তব্রাহ্ম্য করণানামেবাশ্রয়তমো ব্যতিরিক্তো যেত্যবিবেকতঃ
পৃচ্ছতি—কতম ইতি । জ্ঞানস্বভাবতয়া হৃদ্বিভক্তেহাহুপপত্ততে ভ্রান্তিঃ । অথবা,
শরীরব্যতিরিক্তে সিদ্ধেহপি করণানি সৰ্ব্বাণি বিজ্ঞানবন্তি ইব, বিবেকত আত্ম-

নোহুপলক্ৰাৎ ; অতোহং পৃচ্ছামি—কতম আশ্বেতি । কতমোহসৌ ঘেহে-
ন্দ্রিপ্রাণমনঃসু, যদ্বরোক্ত আত্মা, যেন জ্যোতিষা আন্তে ইত্যুক্তম্ । ১

টীকা । বদ্যাজ্যোতিঃ সম্বাতাদ্ ব্যতিরিক্তমন্তঃসু চেতি সাধিতং, তথা চ কথং কতম
আশ্বেতি পৃচ্ছাতে ? তত্রাহ—যতপীতি । অনুগ্রাহেণ দেহাদিনা সমানজাতীয়তাদিত্যাদেবানু-
গ্রাহকত্বদর্শনান্নিমিত্তাননুগ্রাহকত্বাবিশেষাদাজ্যোতিরপি সমানজাতীয়ং দেহাদিনেতি ভ্রান্তি-
ভবতি, ভয়েতি যাবৎ, অবিবেকিনো নিষ্কষ্টদৃষ্টান্তবাদিত্যর্থঃ । ব্যতিরেকসাধকশ্চ জ্ঞায়শ্চ
দর্শিতত্বাৎ কুতো ভ্রান্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—শ্চায়েতি । ভ্রান্তিনিমিত্তাবিবেককৃতং প্রথমুক্ত্য
প্রকারান্তরেণ প্রথমুখাপরতি—অথবেতি । প্রশ্নাঙ্করাণি বাচষ্টে—কতমোহদাষিতি । ননু
জ্যোতির্নিমিত্তো ব্যবহারো ময়োক্তো ন দ্বায়েত্যাশঙ্ক্যাহ—যেনেতি । আত্মনৈবারং
জ্যোতিষেত্যুক্তবাদাসনাদিনিমিত্তং জ্যোতিরাস্মেত্যর্থঃ । ১

অথবা, যোহয়মায়া ত্বয়াভিপ্রেতো বিজ্ঞানময়ঃ, সর্কে ইমে প্রাণা বিজ্ঞানময়া
ইব, এষু প্রাণেষু কতমঃ—যথা নমুদ্বিতেষু ব্রাহ্মণেষু সর্ক ইমে তেজস্বিনঃ, কতম
এতেষু যড়ঙ্গবিদ্বিতি । পূর্বস্বিন্ ব্যাখ্যানে কতম আশ্বেত্যেতাবদেব প্রশ্নবাক্যম্ ;
'যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ' ইতি প্রতিবচনম্ ; দ্বিতীয়ে তু ব্যাখ্যানে 'প্রাণেষু ইত্যেব-
মন্তং প্রশ্নবাক্যম্ । অথবা সর্বমেব প্রশ্নবাক্যং—'বিজ্ঞানময়ো হৃদ্যন্তর্জ্যোতিঃ
পুরুষঃ কতমঃ' ইত্যেতদন্তম্ । যোহয়ং বিজ্ঞানময় ইত্যেতশ্চ শব্দশ্চ নির্দ্ধারিতার্থ-
বিশেষবিষয়ত্বম্ । কতম আশ্বেতীতিশব্দশ্চ প্রশ্নবাক্যপরিসমাপ্ত্যর্থত্বং ব্যবহৃত-
সম্বন্ধমন্তরেণ যুক্তমিতি কৃত্বা কতম আশ্বেত্যেবমন্তমেব প্রশ্নবাক্যম্ । যোহয়-
মিত্যাदि পরং সর্বমেব প্রতিবচনমিতি নিশ্চীয়তে । ২

প্রকারান্তরেণ প্রশ্নং ব্যাকরোতি—অথবেতি । সপ্তমার্থং কথয়তি—সর্ক ইতি । যোহয়ং
ত্বয়াভিপ্রেতো বিজ্ঞানময়ঃ, স প্রাণেষু মধ্যে কতমঃ শ্চাৎ, তেহপি হি বিজ্ঞানময়া ইব ভ্রান্তীতি
যোজনা । উক্তমর্থং দৃষ্টান্তেন বুদ্ধাবারোপয়তি—যথোক্তি । ব্যাখ্যানয়োর্বাস্তববিভাগমাহ—
পূর্বস্বিন্নিত্যাदिনা । হৃদীত্যাদি প্রতিবচনমিতি শেষঃ । পক্ষান্তরমাহ—অথবেতি । সর্বশ্চ
প্রশ্নে বাক্যং যোজয়তি—বিজ্ঞানেতি । স সমানঃ সন্নিত্যাदि প্রতিবচনমিতি শেষঃ । ২

যোহয়মিত্যাশ্বনঃ প্রত্যক্ষত্বান্নির্দেশঃ ; বিজ্ঞানপ্রায়ো বুদ্ধিবিজ্ঞানোপাধি-
সম্পর্কাবিবেকাবিজ্ঞানময় ইত্যুচ্যতে—বুদ্ধিবিজ্ঞানযুক্ত এব হি যস্মাদুপলভ্যতে
—বাহুরিষ চন্দ্রাদিত্যসংযুক্তঃ । বুদ্ধির্হি সর্কার্থ-করণম্ তমসীষ প্রদীপঃ পুরোহ-
বস্থিতঃ, "মনসা হেব পশুতি মনসা শৃণোতি" ইতি হ্যুক্তম্ ; বুদ্ধিবিজ্ঞানালোক-
বিশিষ্টমেব হি সর্কং বিষয়জাতরূপলভ্যতে—পুরোহবস্থিতপ্রদীপালোকবিশিষ্টমিষ
তমসি ; দ্বারমাত্রাণি তু অন্তানি করণানি বুদ্ধেঃ ; তস্মান্তেনৈব বিশেষ্যতে—
বিজ্ঞানময় ইতি । ৩

দ্বিতীয়তৃতীয়পক্ষয়োঃকচিং সূচয়ন্তঃ পক্ষমঙ্গী করোতি—যোহয়মিতি । যন্তরা পৃষ্টঃ, যোহয়মিত্যাত্মনশ্চিদ্রপদেন প্রত্যক্ষবাদমিতি নির্দেশ ইতি পদময়স্তার্থঃ । দেহব্যবচ্ছেদার্থঃ বিশিনষ্টি—বিজ্ঞানময় ইতি । বিজ্ঞানশব্দার্থমাচক্ষ্যাপ্তংপ্রায়ত্বং একটরতি—বুদ্ধীতি । বুদ্ধিরেব বিজ্ঞানং বিজ্ঞায়তেহেনেনেতি ব্যুৎপত্তেস্তেনোপাধিনা সম্পর্ক এবাবিবেকস্তম্মাদিতি যাবৎ । তৎসম্পর্কে প্রমাণমাহ—বুদ্ধিবিজ্ঞানেতি । তন্মাদ্বিজ্ঞানময় ইতি শেষঃ । নমু চক্ষুর্ময়ঃ শ্রোত্রময় ইত্যাদি হিহা বিজ্ঞানময় ইত্যেব কন্মাদ্রুপদিগুতে ? তত্রাহ—বুদ্ধিহীতি । তন্তাঃ সাধারণ-করণে প্রমাণমাহ—মনসা হীতি । মনসঃ সর্বার্থত্বং সমর্থয়তে—বুদ্ধীতি । কিমর্থানি তর্হি চক্ষুরাদীনি করণানীত্যশঙ্কাহ—দ্বারমাত্মনীতি । বুদ্ধেঃ সতি প্রাধাত্তে ফলিতমাহ—তন্মাদিতি । ৩

যেবাং পরমাণুবিজ্ঞপ্তিবিকার ইতি ব্যাখ্যানম্, তেবাং ‘বিজ্ঞানময়ো মনো-ময়ঃ’ ইত্যাদৌ বিজ্ঞানময়শব্দস্ত অন্ত্যর্থদর্শনাদ্ অশ্রোতার্থতাবসীয়তে । সন্দিগ্ধস্ত পদার্থোহন্তত্র নিশ্চিতপ্রয়োগদর্শনার্নির্দ্ধারয়িতুং শক্যঃ—বাক্যশেষাং নিশ্চিততত্ত্বাব-বলাদ্বা । সধীরিতি চোত্তরত্র পাঠাৎ “হুত্ত্বস্তঃ” ইতি বচনাদ্ যুক্তং বিজ্ঞান-প্রায়ত্বমেব । ৪

বিজ্ঞানং পরং ব্রহ্ম, তৎপ্রকৃতিকো জীবো বিজ্ঞানময় ইতি শুভ্ৰপ্রপঞ্চৈরুক্তমমুবদতি—যেষামিতি । বিজ্ঞানময়াদিগ্রন্থে ময়টো ন বিকারার্থভেতি তৈরবোচ্যতে, তত্র মনঃসমভি-বাহারাদ্বিজ্ঞানং বুদ্ধির্ন চাত্মা তদ্বিকারস্তম্মাদস্মিন্প্রয়োগে ময়টো বিকারার্থত্বং বদন্তাং শোক্তিবিরোধঃ স্তাদিতি দূষয়তি—তেষামিতি । কথং বিজ্ঞানময়পদার্থনির্ণয়ার্থং প্রয়োগান্তর-মমুশ্রীয়তে, তত্রাহ—সন্দিগ্ধশ্চেতি । যথা পুরোডাশঃ চতুর্দ্ধা কৃত্বা বর্হিবদং করোতীতি পুরোডাশমাত্রচতুর্দ্ধাকরণবাক্যমেকার্থসম্বন্ধিনা শাখাস্তরীরেণায়েয়ং চতুর্দ্ধা করোতীত্যেনে-বিশেষবিষয়তয়া নিশ্চিতার্থেনায়েয় এব পুরোডাশে ব্যবস্থাপ্যতে, যথা চাত্তাঃ শর্করা উপদধাতীত্যত্র কেনাক্ততেত্যপেক্ষায়াং তেজো বৈ হুতমিতি বাক্যশেষান্নির্ণয়স্তথেষাহীত্যর্থঃ । আত্মবিকারত্বে মোক্ষানুপপত্ত্যা হুবাধিতস্তায়াদ্বা বিজ্ঞানময়পদার্থনিশ্চয় ইত্যাহ—নিশ্চিতেনেতি । যদুক্তং নির্ণয়ো বাক্যশেষাদিতি, তদেব ব্যনক্তি—সধীরিতি চেতি । ৪

প্রাণেষিতি ব্যতিরেকপ্রদর্শনার্থা সপ্তমী—যথা বৃক্ষেষু পাষণ ইতি সামীপ্য-লক্ষণা ; প্রাণেষু হি ব্যতিরেকব্যতিরেকতা সন্নিহত আত্মনঃ ; প্রাণেষু প্রাণেভ্যো ব্যতিরিক্ত ইত্যর্থঃ ; যো হি যেষু ভবতি, স তদব্যতিরিক্তো ভবত্যেব, যথা পাষণেষু বৃক্ষঃ । ৫

আধারাত্তর্থা সপ্তমী দৃষ্টা, সা কথং ব্যতিরেকপ্রদর্শনার্থেত্যাশঙ্কাহ—যথেনেতি । ভবত্বমপি সামীপ্যলক্ষণা সপ্তমী, তথাপি কথং ব্যতিরেকপ্রদর্শনমিত্যাশঙ্কাহ—প্রাণেষু হীতি । ফলিতং সপ্তম্যর্থভিনয়ন্তি—প্রাণেষিতি । তেষু সমীপস্থোহপি কথং তেভ্যো ব্যতিরিক্ত্যতে, তত্রাহ—যো হীতি । ৫

হৃদি—তত্রৈতৎ—শ্রাৎ—প্রাণেবু প্রাণজাতীরৈব বুদ্ধিঃ শ্রাদ্ধিতি, অত আহ—
হৃদন্তরিত্তি । হৃদেনে পুণ্ডরীকাকারো মাংসপিণ্ডঃ, তাৎহ্যাদ্ বুদ্ধির্হৃৎ, তশ্রাৎ
হৃদি বুদ্ধৌ । অন্তরিত্তি বুদ্ধিবৃত্তিব্যতিরেকপ্রদর্শনার্থম্ । জ্যোতিঃ—অব-
ভাসাত্মকত্বাৎ আত্মা উচ্যতে । তেন হি অবভাসকেনাত্মনা জ্যোতিষা আন্তে,
পল্যয়তে, কৰ্ম কুরুতে, চেতনাবানিব হয়ৎ কার্য্যকরণপিণ্ডঃ—যথাদিত্যপ্রকাশস্তো
ষট্ঃ, যথা বা মরুতাদিশ্রুণিঃ ক্ষীরাদিদ্রব্যপ্রক্ষিপ্তঃ পরীক্ষণায় আত্মচ্ছায়মেব তৎ
ক্ষীরাদি দ্রব্যং কৰোতি, তাদৃগেতদাত্মজ্যোতিঃ বুদ্ধেরপি হৃদয়াৎ হৃদন্তাৎ হৃদন্তঃ-
হৃদমপি হৃদয়াদিকং কার্য্যকরণসজ্জাতং চ একীকৃত্য আত্মজ্যোতিঃছায়ং কৰোতি,
পারম্পর্য্যেণ হৃদন্তুলতারতম্যাৎ সৰ্ব্বাস্তরতমত্বাৎ । ৬

বিশেষণান্তরমানায় ব্যাবর্ত্যাৎ শঙ্কামুক্তা পুনরবত্যা ব্যাকরোতি—হৃদীত্যাदिना ।
বিশেষণান্তরন্ত তাৎপর্য্যমাহ—অন্তরিত্তি । জ্যোতিঃশব্দার্থমাহ—জ্যোতিরিত্তি । তন্ত
জ্যোতিষ্টং স্পষ্টয়তি—তেনেতি । আত্মজ্যোতিষা ব্যাপ্তস্ত কার্য্যকরণসজ্জাতস্ত ব্যবহারকমত্বে
দৃষ্টান্তমাহ—যথেনিতি । চেতনাবানিবৃত্যক্তং দৃষ্টান্তেনোপপাদয়তি—যথা বেতি । হৃদয়ং
বুদ্ধিস্ততোহপি হৃদন্তাদাত্মজ্যোতিস্তরন্তঃহৃদমপি হৃদয়াদিকং সজ্জাতং চ সৰ্ব্বমেকীকৃত্য স্বচ্ছায়ং
কৰোতীতি কৃত্বা যথোক্তমণিসাদৃশমুচিতমিতি দাষ্টীান্তিকে যোজনা । কথমিদমাত্মজ্যোতিঃ
সৰ্ব্বমাত্মচ্ছায়ং কৰোতি, তত্রাহ—পারম্পর্য্যেণেতি । বিষয়াদিষু প্রত্যগাত্মান্তেযুত্তরোত্তরং
হৃদন্তাতারতম্যাত্তেবেবাতিবিষয়াস্তেযু তুলন্তাতারতম্যাত্ত প্রতীচঃ সৰ্ব্বাত্মদন্তরতমত্বাৎ তত্র
শাকারহেতুত্বমন্তীত্যর্থঃ । ৬

বুদ্ধিস্তাবৎ স্বচ্ছদ্বাদানন্তর্য্যাত্মচৈতন্তজ্যোতিঃপ্রতিচ্ছায়া ভবতি, তেন হি
বিবেকিনামপি তত্রাত্মাভিমানবুদ্ধিঃ প্রথমা ; ততোহপ্যানন্তর্য্যায়নসি চৈতন্তাৎ-
ভাসতা বুদ্ধিসম্পর্কাৎ ; তত ইন্দ্রিয়েষু মনঃসংযোগাৎ ; ততোহনন্তরং শরীরে
ইন্দ্রিয়সম্পর্কাৎ । এবং পারম্পর্য্যেণ কৃৎস্নং কার্য্যকরণসজ্জাতমাত্মা চৈতন্তস্বরূপ-
জ্যোতিষা অবভাসয়তি ; তেন হি সৰ্ব্বন্ত লোকন্ত কার্য্যকরণসজ্জাতে তদ্বৃত্তিষু
চ অনিরতাত্মাভিমানবুদ্ধিঃ যথাবিবেকং জায়তে । তথা চ ভগবতোক্তং
গীতানু,—

“যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ ।

ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত ॥”

“যদাদিত্যগতং তেজঃ” ইত্যাদি চ, “নিত্যো নিত্যানাক্ষেতনশ্চেতনানাম্”
ইতি চ কাঠকে । “তমেব ভাস্তমহুভাতি সৰ্ব্বম্, তন্ত ভাসা সৰ্ব্বমিহং বিভাতি”
ইতি চ । “যেন সূর্য্যন্তপতি তেজসেজ্জঃ” ইতি চ মন্ত্রবর্ণঃ । তেনায়ং হৃদন্ত-
জ্যোতিঃ পুরুষঃ—আকাশবৎ সৰ্ব্বগতত্বাৎ পূর্ণ ইতি পুরুষঃ । নিরতিশয়ত্বাৎ স্বয়ং-

জ্যোতিষ্টম্, সৰ্বাবভাসকত্বাৎ স্বরমজ্ঞানবতাস্তদ্বাচ । ন এষ পুরুষঃ স্বরমেব
জ্যোতিঃস্বভাবঃ, যৎ ত্বং পৃচ্ছসি—কতম আশ্বেতি । ৭

বুদ্ধেরাজ্ঞ্যায়ত্নঃ সমর্থরতে—বুদ্ধিস্তাবদিতি । লৌকিকপরীক্ষকাণাং বুদ্ধাবাস্তাভিমান-
জ্ঞাপ্তিমুক্তেহর্থ্যে প্রমাণরতি—তেন হীতি । বুদ্ধেঃ পশ্চান্ননস্তপি চিচ্ছারতেত্যত্র হেতুমাহ—
বুদ্ধীতি । আশ্বনঃ সৰ্বাবভাসকত্বমুক্তমুপসংহরতি—এবমিতি । আশ্বনঃ সৰ্বাবভাসকত্বে
কিমিতি কস্তচিৎ কচিদেবাত্মধীরিত্যাশঙ্ক্যাহ—তেন হীতি । বুদ্ধাদেবজ্ঞ্যায়ত্নমেণাজ্ঞ্যায়ত্নঃ
তচ্ছকার্থঃ । আশ্বজ্যোতিষঃ সৰ্বাবভাসকত্বে লোকপ্রসিদ্ধিরেব ন প্রমাণং, কিন্তু ভগবদ্বাক্য-
মপীত্যাহ—তথা চেতি । নাশিনাময়মনাশী, চেতনাস্চেতয়িতারো, ব্রহ্মাদয়স্তেবাময়মেব চেতনঃ,
যথোদকাদীনামনয়ীনামগ্নিনিমিত্তং দাহকত্বং, তথাশ্বচেতন্তনিমিত্তমেব চেতয়িতৃত্বমন্তেষা-
মিত্যাহ—নিত্য ইতি । অনুগমনবদনুমানং স্বগতয়া ভাসা স্তাদিতি শঙ্ক্যং প্রত্যাহ—তন্তেতি ।
যেনেতি । তত্র নাবেদবিন্মুক্তে তং বৃহত্তমিত্যন্তরত্র সম্বন্ধঃ । জ্যোতিঃশব্দব্যাখ্যানমুপ-
সংহরতি—তেনেতি ।

হৃদন্তঃস্থিতোহয়মাত্মা সৰ্বাবভাসকত্বেন জ্যোতির্ভবতীতি যোজনা । পদাস্তরমাদায়
ব্যাচষ্টে—পুরুষ ইতি । আদিত্যাদিজ্যোতিষঃ সকাশাদাজ্যোতিষি বিশেষমাহ—নিরতিশয়ং
চেতি । প্রতিষত্নবাক্যার্থমুপসংহরতি—স এষ ইতি । ৭

বাহ্যানাং জ্যোতিষাং সৰ্বকরণানুগ্রাহকাণাং প্রত্যন্তময়ে অন্তঃকরণদ্বারেণ
হৃদন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষ আত্মা অনুগ্রাহকঃ করণানামিত্যুক্তম্ । যদাপি বাহ্যকরণানু-
গ্রাহকাণামাদিত্যাদিজ্যোতিষাং ভাবঃ, তদাপি আদিত্যাদিজ্যোতিষাং পরার্থত্বং
কার্য্যকরণসজ্জাতস্তাচৈতন্তে স্বার্থানুপপত্তেঃ, স্বার্থজ্যোতিষ আত্মনোহনুগ্রাহভাবে-
হয়ং কার্য্যকরণসজ্জাতো ন ব্যবহারায় কল্পতে ; আশ্বজ্যোতিরনুগ্রাহেণৈব হি
সৰ্বকরা সৰ্বসংব্যবহারঃ । “যদেতদহৃদয়ং মনশ্চৈতৎ সংজ্ঞানম্” ইত্যাদি শ্রুত্যা-
স্তরাৎ ; সাত্তিমানো হি সৰ্বঃ প্রাণিসংব্যবহারঃ ; অভিমানহেতুং চ মরকতমণি-
দৃষ্টান্তেনাবোচাম । ৮

স সমানঃ সন্নিত্যাদিবতায়িত্বং বৃত্তং কীর্তয়তি—বাহ্যানামিতি । তর্হি বাহ্যজ্যোতিঃ-
সত্তাবাবস্থায়ামকিঞ্চিৎকরমাজ্যোতিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—যদাহীতি । ব্যতিরেকমুখেনোক্তমর্থমদ্বয়-
মুখেন কথয়তি—আশ্বজ্যোতিরিতি । আশ্বজ্যোতিষঃ সৰ্বানুগ্রাহকত্বে প্রমাণমাহ—
যদেতদিতি । সৰ্বমন্তঃকরণাদি প্রজ্ঞানেত্রমিত্যেতরেণকে শ্রবণাহৃতমাজ্যোতিষঃ সৰ্বানু-
গ্রাহকত্বমিত্যর্থঃ । কিঞ্চ, অচেতনানাং কার্য্যকরণানাং চেতনত্বপ্রসিদ্ধানুপপত্ত্যা সদা চিদাশ্ব-
ব্যাপ্তিরেষ্টেব্যেত্যাহ—সাত্তিমানো হীতি । কথমসঙ্গত প্রতীচঃ সৰ্বত্র বুদ্ধাদাবহংমান ইত্যা-
শঙ্ক্যাহ—অভিমানেনিতি । ৮

যত্তপ্যেবমেতৎ, তথাপি জাগ্রদ্বিসয়ে সৰ্বকরণগোচরত্বাদাজ্যোতিষো বুদ্ধাদি-
বাহ্যভ্যন্তর-কার্য্যকরণব্যবহারসম্বিপাতব্যাকুলত্বায় শক্যতে তজ্যোতিরাত্মাখ্যং

মুঞ্জেষীকাবৎ নিষ্কৃষ্য দর্শয়িতুং—ইত্যতঃ স্বপ্নে বিদর্শয়িষুঃ প্রক্ৰমতে—স সমানঃ
সন্নৃতৌ লোকাবনুসংকরতি । যঃ পুরুষঃ স্বপ্নমেব জ্যোতিরাত্মা, স সমানঃ সদৃশঃ
সন্; কেন ? প্রকৃতত্বাৎ সন্নিহিতত্বাচ্ছদয়েন । ‘হৃদি’ ইতি চ হৃচ্ছদবাচ্যা
বুদ্ধিঃ প্রকৃতা, সন্নিহিতা চ, তস্মাস্তদৈব সামান্তম্ । ৯

বৃহদনুচ্ছোত্তরবাক্যমবতারয়তি—বচনীতি । বধোক্তমপি প্রত্যগ্জ্যোতির্জাগরিতে
দর্শয়িতুমশক্যমিতি শ্রুতিঃ স্বপ্নং প্রত্যৌভীত্যর্থঃ । অশক্যত্বে হেতুস্বরমাহ—সর্কেতি । স্বপ্নে
নিষ্কৃষ্টং জ্যোতিরिति শেষঃ । সদৃশঃ সন্ননুসংকরতীতি সম্বন্ধঃ । সাদৃশ্যস্ত প্রতিযোগিসাপেক্ষত্ব-
মপেক্ষ্য পৃচ্ছতি—কেনেতি । উত্তরম্—প্রকৃতত্বাদিতি । প্রাণানামপি তুলাং তদ্বিতি
চেত্তব্রাহ—সন্নিহিতত্বাচ্ছেতি । হেতুস্বরং সাধয়তি—হৃদীত্যাদিনা । প্রকৃতত্বাদিকসমাহ—
তস্মাদিতি । ৯

কিং পুনঃ সামান্তম্ ? অখমহিববদ্বিবেকতোহনুপলকিঃ । অবভাস্তা বুদ্ধিঃ
অবভাসকং তদাত্মজ্যোতিঃ, আলোকবৎ ; অবভাস্তাবভাসকয়োর্বিবেকতোহনু-
পলকিঃ প্রসিদ্ধা । বিস্তুকত্বাক্যালোকোহবভাস্তেন সদৃশো ভবতি ; যথা রক্তমেব
ভাগয়ন্ আলোকো রক্তসদৃশো রক্তাকারো ভবতি, যথা হরিতং নীলং লোহিতং
চ অবভাসয়ন্মালোকস্তৎসমানো ভবতি, তথা বুদ্ধিমবভাসয়ন্ বুদ্ধিধারেণ কৃৎসনং
ক্ষেত্রমবভাসয়তীত্যুক্তম্—মরকতমণিনিদর্শনেন । তেন সর্কেণ সমানো বুদ্ধি-
সামান্তধারেণ ; ‘সর্কময়’ ইতি চ অতএব বক্ষ্যতি । ১০

সামান্তং প্রথপূর্বকং বিশদয়তি—কিং পুনরিত্যাদিনা । বিবেকতোহনুপলকিঃ ব্যক্তীকর্তৃঃ
বুদ্ধিজ্যোতিষোঃ স্বরূপমাহ—অবভাস্তেতি । অবভাসকত্বে দৃষ্টান্তমাহ—আলোকবদ্বিতি ।
তথাপি কথং বিবেকতোহনুপলকিস্তব্রাহ—অবভাস্তেতি । প্রসিদ্ধিম্বেব প্রকটয়তি—বিস্তুকত্বা-
দ্বীতি । উক্তমর্থং দৃষ্টান্তেন বুদ্ধ্যাবারোপয়তি—যথেষ্টাদিনা । দৃষ্টান্তগতমর্থং দাষ্টীপ্তিকে
যোজয়তি—তথেষ্টেতি । পুনরুক্তিং পরিহরতি—ইত্যুক্তমিতি । সর্কীবভাসকত্বে কথং বুদ্ধ্যাব
সাম্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ—তেনেতি । সর্কীবভাসকত্বং তচ্ছদার্থঃ । কিমর্থং তর্হি বুদ্ধ্যা সামান্ত-
মুক্তমিত্যাশঙ্ক্য ধারতেনেত্যাহ—বুদ্ধীতি । আত্মনঃ সর্কেণ সমানত্বে বাক্যশেষমনুকূলয়তি—
সর্কময় ইতি চেতি । ১০

তেনাসৌ কুতশ্চিৎ প্রবিভজ্য মুঞ্জেষীকাবৎ স্মেন জ্যোতীকপেণ দর্শয়িতুং ন
শক্যতে—ইতি সর্কব্যাপারং তত্রাধ্যারোপ্য নামরূপগতং, জ্যোতির্ধর্মঞ্চ নাম-
রূপয়োঃ, নামরূপে চাত্মজ্যোতিষি—সর্কো লোকো মোমুহতে—অয়মাআ নার-
মাআ, এবংধর্মা নৈবংধর্মা, কর্ত্তাহকর্ত্তা, তদ্বাহতদ্বঃ, বদ্বো বুদ্ধঃ, স্থিতো গত
আগতঃ, অস্তিনাস্তীত্যাদিবিবর্জিতঃ । অতঃ সমানঃ সন্নৃতৌ লোকৌ প্রতিপন্ন-
প্রতিপত্তব্যৌ ইহলোকপরলোকৌ উপাস্তদেহেজ্জিরাবিনজ্বাতত্যাগাত্মোপাদান-

সম্মানপ্রবন্ধতঃসম্মিপাঠৈরনুক্রমেণ সঞ্চরতি । ধীসাদৃশ্যম্বেবোভয়লোকসঞ্চরণ-
হেতুর্ন স্বত ইতি । ১১

বাক্যশেষসিদ্ধেহর্থে লোকভ্রাত্ত্বৈর্গমকত্বমাহ—ভেনেতি । সর্বময়ভেনেতি যাবৎ । আত্ম-
নাম্মনোর্বিবেকদর্শনশ্রাণক্যভে পরস্পরাধ্যাসপ্তদ্ব্যধ্যাসচ্চ শ্রান্ততচ্চ লোকানাং মোহো
ভবেদিত্যাহ—ইতি সর্বেতি । ধর্ম্মবিষয়ং মোহমভিনয়তি—অয়মিতি । ধর্ম্মবিষয়ং মোহং
দর্শয়তি—এবংধর্ম্মেতি । তদেব স্মৃটয়তি—কর্ত্তেত্যাদিনা । বিকল্পৈঃ সর্বো লোকো মোমুহুত-
ইতি সম্বন্ধঃ । স সমানঃ সম্মিত্যশ্রার্থমুক্ত্যবশিষ্টং ভাগং ব্যাকরোতি—অত ইত্যাদিনা । ১১

তত্র নামরূপোপাধিসাদৃশ্যং ভ্রান্তিনিমিত্তং যৎ, তদেব হেতুর্ন স্বত ইত্যেত-
দুচ্যতে—যস্মাৎ স সমানঃ সম্মুভৌ লোকাবনুক্রমেণ সঞ্চরতি—তদেতৎ প্রত্যক্ষ-
মিত্যেতদর্শয়তি—যতো ধ্যায়তীব ধ্যানব্যাপারং করোতীব চিস্তয়তীব—ধ্যান-
ব্যাপারবতীং বুদ্ধিং স তৎস্বেন চিৎস্বভাবজ্যোতীকূপেণাবভাগয়ন্ তৎসদৃশস্তৎ-
সমানঃ সন্ ধ্যায়তীব, আলোকবদেব ; অতো ভবতি—চিস্তয়তীতি ভ্রান্তিলোকম্,
ন তু পরমার্থতো ধ্যায়তি । তথা লেলায়তীব অত্যর্থং চলতীব—তেষেব করণেষু
বুদ্ধ্যাধিষু বায়ুসু চ চলৎসু, তদবভাসকত্বাস্তৎসদৃশং তদ্বিতি লেলায়তীব, ন তু
পরমার্থতঃচলনধর্ম্মকং তদাশ্রয়োতিঃ । ১২

আত্মনঃ স্বাভাবিকমুত্তরলোকসঞ্চরণমিত্যাশঙ্ক্যানন্তরবাক্যমাদত্তে—তত্রৈতি । আত্মা
সপ্তমার্থঃ । যতঃশব্দো বক্ষ্যমাণাতঃশব্দেন সম্বধ্যতে । অক্ষরোখমর্থমুক্ত্য বাক্যার্থমাহ—
ধ্যানেতি । ধ্যানবতীং বুদ্ধিং ব্যাপ্তশ্চিদাত্মা ধ্যায়তীবেত্যত্র দৃষ্টান্তমাহ—আলোকবদ্বিতি ।
যথা খল্বালোকো নীলং পীতং বা বিষয়ং ব্যগ্ধবানন্তদাকারো দৃশ্যতে, তথায়মপি ধ্যানবতীং বুদ্ধিং
ভাসয়ক্যানবানিব ভবতীত্যর্থঃ । যথোক্তবুদ্ধাবভাসকত্বমুক্তং হেতুমনুস্ত ফলিতমাহ—অত ইতি ।
ইবশকার্থং কথয়তি—ন দ্বিতি । বুদ্ধিধর্ম্মাণামাশ্রয়োপাধিকত্বেন মিথ্যাত্বমুক্ত্য প্রাণধর্ম্মাণামপি
তত্র তদাভং কথয়তি—তথৈতি । আত্মনি চলনশ্রোপাধিকত্বং সাধয়তি—তেষ্বিতি । ইবশক-
সামর্থ্যসিদ্ধমর্থমাহ—ন দ্বিতি । ১২

কথং পুনরেতদ্বগম্যতে, তৎসমানত্বভ্রান্তিরেবোভয়লোকসঞ্চরণাদিহেতুর্ন
স্বতঃ—ইত্যশ্রার্থশ্চ প্রদর্শনায় হেতুরূপদিশ্রুতে—স আত্মা হি যস্মাৎ স্বপ্নো ভূত্বা—
স যস্মা ধিয়া সমানঃ, সা ধীর্ষদৃষদভবতি, তত্তদসাবপি ভবতীব ; তস্মাদ্ যদানৌ
স্বপ্নো ভবতি স্বাপবৃত্তিং প্রতিপদ্যতে ধীঃ, তদা সোহপি স্বপ্নবৃত্তিং প্রতিপদ্যতে ;
যদা ধীর্জিহ্বাগরিষতি, তদাহসাবপি ; অত আহ—স্বপ্নো ভূত্বা স্বপ্নবৃত্তিমবভাগয়ন্
ধিয়ঃ স্বাপবৃত্ত্যাকারো ভূত্বা ইমং লোকং আগরিতব্যবহারলক্ষণং কার্য্যকরণসজ্জা-
তাশ্চকং লৌকিকশাস্ত্রীয়ব্যবহারাস্পদম্ অতিক্রামতি অতীত্য ক্রামতি । বিবিক্তেন
স্বেনাশ্রয়োতিষা স্বপ্নাশ্রিকাং ধীবৃত্তিমবভাগয়ন্নবতিষ্ঠতে যস্মাৎ, তস্মাৎ স্বয়ং-

জ্যোতিঃস্বভাব এবাসৌ, বিত্ত্বজ্ঞঃ সন্ কৰ্ত্তৃক্রিয়াকারকফলশূন্যঃ পরমার্থতঃ ধীসাদৃশ-
মেব তু উভয়লোকসংকারাদিসংব্যবহারভ্রান্তিহেতুঃ । মৃত্যোঃ রূপাণি—মৃত্যুঃ
কৰ্ম্মাবিষ্টাদিঃ, ন তত্ত্বাত্ত্বরূপং স্বতঃ, কার্য্যকরণান্ত্রৈবান্ত রূপাণি । অতস্তানি
মৃত্যোরূপাণ্যতিক্রামতি ক্রিয়াফলাশ্রয়াণি । ১৩

স হীত্যাচনস্তরবাক্যমাকাঙ্ক্ষারোথাপয়তি—কথমিত্যাदिना । তচ্ছকো বুদ্ধিবিষয়ঃ ।
সকরণাদীত্যাदिशको ध्यानादिव्यापारसंग्रहार्थः । अप्प्रो ভূহা লোকমতিক্রামতীতি সম্বন্ধঃ ।
কথমিত্যা अप्प्रো ভবতি, তত্রাহ—স যয়েতি । উক্তার্থে বাক্যমবতারা ব্যাকরোতি—অত
আহেতি । উক্তং হেতুমন্ত কলিতমাহ—মৃত্যোরিতি । রূপাণ্যতিক্রামতীতি পূৰ্বেণ সম্বন্ধঃ ।
ক্রিয়াস্তৎফলানি চাশ্রয়ো যেবাং, তানি বা ক্রিয়াণাং তৎফলানাং চাশ্রয়স্তানীতি যাবৎ । ১৩

নমু নাস্ত্যেব ধিয়া সমানম্ অত্রং ধিয়োহবভাসকমাত্মজ্যোতিঃ ধীব্যতিরৈ-
কেণ, প্রত্যক্ষেণ বামুমানেন বা অনুপলস্তাং,—যথা অত্রা তৎকাল এব দ্বিতীয়া
ধীঃ । যত্ন অবভাস্তাবভাসকরোরন্ত্রেহপি বিবেকানুপলস্তাং সাদৃশ্যমিতি ঘট-
স্থালোকয়োঃ,—তত্র ভবতু অত্রতেনালোকস্তোপলস্তাদৃষ্টাদেঃ, সংশ্লিষ্টয়োঃ
সাদৃশ্যং ভিন্নয়োরেব ; ন চ তথেষ্ট ঘটাদেরিব ধিয়োহবভাসকং জ্যোতিরন্তরং
প্রত্যক্ষেণ বা অনুমানেন বোপলভামহে ; ধীরেব হি চিৎস্বরূপাবভাসকত্বেন
স্বাকারা বিষয়াকারা চ ; তস্মান্নানুমানতো নাপি প্রত্যক্ষতো ধিয়োহবভাসকং
জ্যোতিঃ শক্যতে প্রতিপাদয়িতুং ব্যতিরিক্তম্ । ১৪

বুদ্ধ্যবভাসকং জ্যোতিরাত্মৈত্বাক্ষং শ্রুত্বা শাক্যঃ শক্যতে—নহিতি । প্রমাণাদতিরিক্তাত্মোপ-
লব্ধিরিত্যাশঙ্ক্য প্রত্যক্ষমনুমানং চেতি প্রমাণদ্বৈবিধ্যনিয়মমস্তিপ্রেত্য তাত্ম্যমতিরিক্তাত্মানু-
পলস্তান্নাসাবস্তীত্যাহ—ধীব্যতিরৈকেণেতি । তত্র দৃষ্টান্তমাহ—যথেনিতি । ঘটাদিরালোকশ্চেতু-
স্তয়োশ্চিৎসংসংশ্লিষ্টয়োৰ্বিবেকেনানুপলস্তবদ্ অবভাস্তাবভাসকরোবুদ্ধ্যাত্মনোৰ্ভেদেহপি পূর্ণগনুপ-
লস্তাদৈক্যমবভাসতে, বস্ত্ততস্ত তয়োরন্ত্রত্বমেবেতি শঙ্কামনুবদতি—যদ্বিতি । বৈষম্যপ্রদশনোত্তর-
মাহ—তদ্রোতি ।—দৃষ্টান্তঃ সপ্তমার্থঃ । ঘটাদেয়ন্ত্রেহেনেতি সম্বন্ধঃ । জ্যোতিরন্তরং নাস্তি চেৎ,
কুতো গ্রাহগ্রাহকসম্বিত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—ধীরেবেতি । বাহ্যার্থবাদিনোঃ সৌত্রান্তিকবৈভা-
করোরভিপ্রায়মুপসংহরতি—তস্মান্নেনিতি । ১৪

যদপি দৃষ্টান্তরূপমভিহিতম্—অবভাস্তাবভাসকরোভিন্নয়োরেব ঘটস্থালো-
কয়োঃ সংযুক্তয়োঃ সাদৃশ্যমিতি, তত্রাত্ম্যপগমমাত্রমস্মাত্তিক্রমম্ ; ন তু তত্র ঘট-
স্তাবভাস্তাবভাসকৌ ভিন্নৌ ; পরমার্থতস্ত ঘটাদিরেবাবভাসাত্মকঃ সালোকঃ,
অন্ত্রোহন্ত্রো হি ঘটাদিক্রমপশ্যতে । বিজ্ঞানমাত্রমেব সালোকঘটাদিবিষয়াকারমব-
ভাসতে । যদৈবম্, তদা ন বাহ্যো দৃষ্টান্তোহস্তি, বিজ্ঞানশ্লক্ষণমাত্রত্বাৎ সৰ্ব্বশ্চ ।
এবং তন্ত্রৈব বিজ্ঞানস্ত গ্রাহগ্রাহকবিনির্মুক্তং বিজ্ঞানং স্বচ্ছীভূতং ক্ষণিকং ব্যব-

তিষ্ঠত ইতি কেচিৎ । তস্তাপি শাস্তিঃ কেচিৎচিচ্ছন্তি । তদপি বিজ্ঞানং সংবৃত্তং গ্রাহ-
গ্রাহকাংশবিনিশ্চুক্তং শূন্যমেব, ঘটাদিবাহবস্তবদিত্যপরে মাধ্যমিকা আচক্ষতে । ১৫

ইদানীং বিজ্ঞানবাদী বাহ্যার্থবাদিত্যামভ্যুপগতং দৃষ্টান্তমভুবদন্তি—যদপীতি । বাহ্যার্থবাদ-
প্রক্রিয়া ন স্পষ্টতান্ত্রিপ্রভেতি দুষয়তি—তত্রৈতি । উভয়ত্র দৃষ্টান্তস্বরূপং সপ্তম্যর্থঃ । নমু
ঘটাদেবভাস্তাদালোকোহবভাসকো ভিন্নো লক্ষ্যতে, নেত্যাহ—পরমার্থতত্ত্বিতি । তস্ত স্বায়িত্বং
বাবর্তয়তি—অগ্নোহগ্ন ইতি । প্রতীতং বিষয়প্রাধান্তং বাবর্তয়ন্তুমেব ব্যনক্তি—বিজ্ঞানমাত্র-
মিতি । বিজ্ঞানবাদে যথোক্তদৃষ্টান্তরাহিত্যং ফলশীল্যাহ—যদেতি । শিশুবুদ্ধ্যানুসারেণ
ত্রিবিধং বুদ্ধ্যভিপ্রায়মুপসংহরতি—এবমিত্যাदिना । পরিকল্পোক্তান্তেন বাহ্যার্থবাদমুপসংহৃত্য
তত্রৈবেত্যাদিনা বিজ্ঞানবাদমুপসংগ্রহায় । তত্র বিজ্ঞানবাদোপসংহারং বিবৃণোতি—তদ্-
বাহেতি । শূন্যবাদিমতমাহ—তস্তাপীতি । তদেব স্মৃতয়তি—তদপীতি । ১৫

সৰ্ব্বা এতাঃ কল্পনা বুদ্ধিবিজ্ঞানাবভাসকস্ত ব্যতিরিক্তস্তাভ্যুজ্যোতিষোহপহুবা-
দস্ত শ্রেয়োমার্গস্ত প্রতিপক্ষভূতা বৈদিকস্ত । তত্র, যেবাং বাহ্যোহর্থোহন্তি,
তান্ প্রত্যাচ্যতে—ন তাবৎ স্বাত্মাবভাসকত্বং ঘটাদেঃ ; তমস্তবস্থিতো ঘটাদি-
স্তাবন্ন কদাচিদপি স্বাত্মনাবভাস্ততে, প্রদীপাত্মালোকসংযোগেন তু নিয়মেনৈবাব-
ভাস্তমানো দৃষ্টঃ সালোকো ঘটইতি । সংশ্লিষ্টয়োরাপি ঘটালোকয়োঃ স্তবমেব,
পুনঃ পুনঃ সংশ্লেষে বিশ্লেষে চ বিশেষদর্শনাদ্ রজ্জুঘটয়োবিধ ; অন্তত্বে চ ব্যতি-
রিক্তাবভাসকত্বম্ ; ন স্বাত্মনৈব স্বমাআনমবভাসয়তি । ১৬

পক্ষত্রয়েহপি দোষঃ সম্ভাবয়তি—সৰ্ব্বা ইতি । কথমমুবাং কল্পনানাং দুষণমিত্যাশঙ্ক্য প্রথমং
বাহ্যার্থবাদিনং প্রত্যাহ—তত্রৈতি । নির্দ্ধারণে সপ্তমী । যৎ তু ধীরেবাবভাসকত্বেন স্বাকারেতি,
তত্রাহ—নেতি । যদবভাস্তং তৎ ব্যতিরিক্তাবভাস্তমবভাস্তত্বাদ্ যথা ঘটাদি । অবভাস্তাত্মা চেয়ং
বুদ্ধিরিত্যানুমানাদ্ বুদ্ধিব্যতিরিক্তঃ সাকী সিধ্যতীত্যর্থঃ । দৃষ্টান্তং সাধয়তি তমসীতি । তত্তাব-
ভাসকাপেক্ষাং দর্শয়িতুং বিশেষণম্—সালোকো ঘট ইতি । সংশ্লেষাবগমান্নাস্তি ঘটস্ত
ব্যতিরিক্তাবভাস্তমিত্যাশঙ্ক্যাহ—সংশ্লিষ্টয়োরাপীতি । ভবদ্বন্দ্বং, কিং তাবতেত্যশঙ্ক্যাহ—
অন্তত্বে চেতি । ব্যতিরিক্তাবভাসকত্বং তাদৃশাবভাসকসাহিত্যমিতি যাবৎ । অবভাসয়তি
ঘটাদিরিতি শেষঃ । ১৬

নমু প্রদীপঃ স্বাত্মানমেবাবভাসয়ন্তু দৃষ্ট ইতি—ন হি ঘটাদিবাং প্রদীপদর্শনার
প্রকাশান্তরমুপাদদতে লৌকিকাঃ ; তস্মাৎ প্রদীপঃ স্বাত্মানং প্রকাশয়তি । ন,
অবভাস্তত্বাবিশেষাৎ—যন্তপি প্রদীপোহন্তাবভাসকঃ স্বয়মবভাসাত্মকত্বাৎ,
তথাপি ব্যতিরিক্তচৈতন্যাবভাস্তত্বং ন ব্যতিচরতি, ঘটাদিবেব ; যদা চৈবম্, তদা
ব্যতিরিক্তাবভাস্তত্বং তাবদবশস্তাবি । নমু যথা ঘটঃ চৈতন্যাবভাস্তত্বেহপি ব্যতি-
রিক্তমালোকান্তরমপেক্ষতে, নত্বেবাং প্রদীপোহন্তমালোকান্তরমপেক্ষতে ; তস্মাৎ
প্রদীপোহন্তাবভাস্তোহপি সন্মাত্মানং ঘটং চ অবভাসয়তি । ১৭

দৃষ্টান্তঃ সাধ্যবিকল্পে পরিহতে ব্যাভিচারমাশঙ্কতে—নহিতি । তদেব ব্যতিরেকমুখেনাহ—
ন হীতি । অনৈকান্তিকত্বং নিগময়তি—তস্মাদিতি । প্রদীপস্ত গকতুল্যত্বাৎ ন ব্যাভিচারোহ-
স্তীতি পরিহরতি—নাবভাস্তদেতি । অখান্ধাবভাসকত্বাৎ তস্ত নান্ধাবভাস্তদমিতি চেৎ,
তত্রাহ—যদপীতি । অবভাস্তদহেতোরব্যভিচারে কলিতমাহ—যদা চেতি । ব্যতিরিক্তাব-
ভাস্তদ্বং বুদ্ধিরিতি শেষঃ । অবভাস্তদে সত্যপি প্রদীপে ব্যতিরিক্তেনৈবাবভাস্তদমিতি নিগমা-
সিদ্ধেৰ্য্যভিচারতাদবস্থ্যমিতি শঙ্কতে—নহিতি । ১৭

ন ; স্বতঃ পরতো বা বিশেষাভাবাৎ,—যথা চৈতন্যাবভাস্তদ্বং ঘটস্ত, তথা
প্রদীপস্তাপি চৈতন্যাবভাস্তদ্বমবিশিষ্টম্ । যত্চ্যুতে—প্রদীপ আত্মানং ঘটকাবভাস-
য়তীতি, তদসৎ ; কস্মাৎ ? যদাত্মানং নাবভাসয়তি, তদা কীদৃশঃ স্তাৎ ; নহি
তদা প্রদীপস্ত স্বতো বা পরতো বা বিশেষঃ কশ্চিত্তপলভ্যতে । ন হবভাস্তো
ভবতি, যস্তাবভাসক-সন্নিধাবসন্নিধৌ চ বিশেষ উপলভ্যতে ; ন হি প্রদীপস্ত
স্বাত্মসন্নিধিসন্নিধির্কা শক্যঃ কল্পয়িতুম্ ; অসতি চ কাহাচিৎকে বিশেষে,
আত্মানং প্রদীপঃ প্রকাশয়তীতি যুথৈবোচ্যতে । ১৮

যদি প্রদীপস্ত স্বাবভাসনাং পূর্বমসম্মিশ্রণে সমনস্তরকালে স্তাৎ, তদা স্বাত্মানং ভাসয়তীতি
বক্তৃৎ যুক্তং, ন চ সোহস্তীতি দুষয়তি—নেত্যাধিনা । তদেব বিবৃণোতি—যথেনিতি । অবভাস্তদ-
বিশেষাদিত্যর্থঃ । প্রদীপে পরোক্তং বিশেষমমুভ্যস্ত দুষয়তি—যদিত্যাধিনা । যদা দীপো ন
স্বাত্মানং ভাসয়তি, তদানবভাসমানঃ স্তাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন হীতি । বিশেষাভাবেহপি দীপস্ত
স্বেনৈবাবভাস্তদ্বং কিং ন স্তাদিতি চেৎ, তত্রাহ—স হীতি । দীপস্ত বিশেষাস্তরাভাবেহপি
স্বাত্মসন্নিধ্যসন্নিধৌ বিশেষাবিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন হীতি । দীপস্ত সেনাস্তেন বা সন্নিধিশেষাভাবে
কলিতমাহ—অসতীতি । ১৮

চৈতন্যগ্রাহকস্ত ঘটাদিতিরবিশিষ্টং প্রদীপস্ত । তস্মাদ্বিজ্ঞানস্তাগ্রাহগ্রাহ-
কত্বে ন প্রদীপো দৃষ্টান্তঃ । চৈতন্যগ্রাহকত্বং চ বিজ্ঞানস্ত বাহবিসয়েরবিশিষ্টম্ ;
চৈতন্যগ্রাহকত্বে চ বিজ্ঞানস্ত, কিং গ্রাহবিজ্ঞানগ্রাহতৈব ? কিং বা গ্রাহকবিজ্ঞান-
গ্রাহতা ?—ইতি । তত্র সন্নিহ্যমানে বস্তুনি, যোহস্তত্র দৃষ্টো জ্ঞায়ঃ, স কল্পয়িতুং
যুক্তঃ, ন তু দৃষ্টবিপরীতঃ ; তথা চ সতি যথা ব্যতিরিক্তেনৈব গ্রাহকেণ বাহানাং
প্রদীপানাং গ্রাহকত্বং দৃষ্টম্, তথা বিজ্ঞানস্তাপি চৈতন্যগ্রাহকত্বাৎ প্রকাশকত্বে সত্যপি
প্রদীপবদ্ ব্যতিরিক্তচৈতন্যগ্রাহকত্বং যুক্তং কল্পয়িতুম্, নতু অনন্তগ্রাহকত্বম্ ; যচ্চাত্তো
বিজ্ঞানস্ত গ্রহীতা, স আত্মা জ্যোতিরস্তরং বিজ্ঞানাৎ ।

তদানবস্থেতি চেৎ ; ন, গ্রাহকত্বমাত্রং হি তদগ্রাহকস্ত বস্তুস্তরত্বে লিঙ্গযুক্তং
জ্ঞায়তঃ ; ন, ত্বেকাস্ততো গ্রাহকত্বে তদগ্রাহকাস্তরাতিত্বে বা কহাচিদপি লিঙ্গং
সম্ভবতি ; তস্মান্ন তদনবস্থাশ্রয়ঃ । ১৯

ব্যভিচারনিরাসপূর্বকং ভাগ্যবানুমানমুপপাদ্যমানাস্তরমাহ—চৈতন্ত্যেতি । যদ্ব্যক্তকং তৎ স্ববিজাতীরব্যক্তং যথা দূর্যাদি, ব্যক্তকং চ বিজ্ঞানং, তস্মাদ্বিজ্ঞানব্যতিরিক্তশ্চিদাত্মা সিধ্যতী-
ত্যর্থঃ । প্রদীপস্ত ন স্বাবভাগ্যং, কিং তু বিজাতীরচৈতন্ত্যাবভাগ্যমিতি স্থিতে কলিতমাহ—
তস্মাদিতি । যদ্ গ্রাহং তদ্ গ্রাহকাস্তরগ্রাহং যথা দীপঃ, গ্রাহং চেৎ বিজ্ঞানমিত্যনুমানাস্তর-
মাহ—চৈতন্ত্যেতি । তথাপি কথং তদ্বিষ্টগ্রাহকসিদ্ধিরিত্যাশঙ্ক্য বিমূঢ়তি—চৈতন্ত্যগ্রাহক-
চেতি । কথং তর্হি নির্ণয়ন্ত্যাহ—ইতি তত্র সন্ধিহুমান ইতি । অস্ত লোকানুসারী নিশ্চয়ঃ,
লোকস্ত কথমিত্যাশঙ্ক্যাহ—তথা চেতি । তথাপি কুতো বিবক্ষিতাশ্চ্যোতিস্তগ্রাহ—যশ্চেতি ।

বিজ্ঞানস্ত গ্রাহকাস্তরগ্রাহকো তথাপি গ্রাহকাস্তরাপেক্ষায়ামনবস্থাঅসত্তিরিতি শক্যে—
তদানবস্থেতি চেদिति । কুটস্থবোধস্ত বিজ্ঞানসাক্ষিণোবিস্বয়জ্ঞানবস্থেতি পরিহরতি—
নেতি । যদ্গ্রাহং তৎ ব্যতিরিক্তগ্রাহং যথা ঘটাদীতি । গ্রাহকমাত্রং বুদ্ধিগ্রাহকস্ত ততো
বস্তুস্তরং প্রদীপস্ত স্বানবভাগ্যত্বজ্ঞানেন লিঙ্গমুক্তং, ন চ বুদ্ধিসাক্ষিণো গ্রাহকমাস্ত, কুটস্থদৃষ্টি-
স্বাভাব্যাৎ, তৎ কুতোহনবস্থেতু্যপপাদয়তি—গ্রাহকমাত্রং হীতি । সাক্ষী ব্যতিরিক্তগ্রাহকো
গ্রাহকত্বাদ্ বুদ্ধিবদিত্যাশঙ্ক্যাহ—নহিতি । গ্রাহকত্বং হি গ্রহণকর্তৃত্বং বা তৎসাক্ষিত্বং বা ।
আন্তে বুদ্ধিসাক্ষিণো মুখ্যবৃত্ত্যা গ্রহণকর্তৃত্বে ন কিঞ্চিন্নিঃ সত্তবতি । দ্বিতীয়ে তস্ত
গ্রাহকাস্তরাস্তিত্বে ন কদাচিদপি প্রমাণমস্তু, তৎ কুতোহনবস্থেত্যর্থঃ । ১৯

বিজ্ঞানস্ত ব্যতিরিক্তগ্রাহকো করণাস্তরাপেক্ষায়ামনবস্থেতি চেৎ ; ন, নিয়মা-
ভাবাৎ—ন হি সর্বত্রায়ং নিয়মো ভবতি ; যত্র বস্তুস্তরেণ গৃহ্যতে বস্তুস্তরম্, তত্র
গ্রাহগ্রাহকব্যতিরিক্তং করণাস্তরং শ্রাদ্ধিতি নৈকাস্তেন নিয়ন্তং শক্যতে, বৈচিত্র্য-
দর্শনাৎ । কথম্ ? ঘটস্তাবৎ স্বাশ্চ্যব্যতিরিক্তেনাত্মনা গৃহ্যতে ; তত্র প্রদীপাদি-
রালোকো গ্রাহগ্রাহকব্যতিরিক্তং করণম্ ; ন হি প্রদীপান্তালোকো ঘটংশচক্ষু-
রংশো বা ; ঘটবচক্ষুর্গ্রাহকোহপি প্রদীপস্ত, চক্ষুঃপ্রদীপব্যতিরেকেণ ন বাহ্যমালোক-
স্থানীয়ং কিঞ্চিৎ করণাস্তরমপেক্ষতে ; তস্মান্নৈব নিয়ন্তং শক্যতে—যত্র যত্র ব্যতি-
রিক্ত-গ্রাহকম্, তত্র যত্র করণাস্তরং শ্রাদ্ধেবেতি । তস্মাদ্বিজ্ঞানস্ত ব্যতিরিক্ত-
গ্রাহকগ্রাহকো ন করণদ্বারানবস্থা, নাপি গ্রাহকত্বদ্বারা কদাচিদপ্যুপপাদয়িতুং
শক্যতে । তস্মাৎ সিদ্ধং বিজ্ঞানব্যতিরিক্তমাত্মজ্যোতিরস্তরমিতি । ২০

গ্রাহকানবস্থাং পরিহৃত্য করণানবস্থামাশঙ্কতে—বিজ্ঞানন্তেতি । তস্ত হি গ্রাহকো চক্ষুরাদি-
স্থানীয়েন করণেন ভবিতব্যং, তথাপি গ্রাহকোহস্তং করণমিত্যানবস্থাং দুষয়তি—ন নিয়মাভাবা-
দिति । নিয়মাভাবং সাধয়তি—নহীত্যাদিনা । বৈচিত্র্যদর্শনমাকাঙ্ক্ষাপূর্বকং ক্ষুটয়তি—
কথমিত্যাদিনা । উত্তরব্যতিরেকং বিশদয়তি—ন হীতি । তথাপি কথং বৈচিত্র্যং, তত্রাহ—
যটবদिति । নিয়মাভাবমুপসংহরতি—তস্মাদিতি । অনবস্থাস্বয়নিরাকরণং নিগময়তি—
তস্মাদ্বিজ্ঞানন্তেতি । বাহ্যার্থবাদিমতিনিরাকরণমুপসংহরতি—তস্মাৎ সিদ্ধমিতি । ২০

নহু নান্ত্যেব-বাহ্যেহর্থো ঘটাদিঃ প্রদীপো বা বিজ্ঞানব্যতিরিক্তঃ ; যদ্বি

যদ্যতিরেকেণ নোপলভ্যতে, তৎ তাবন্মাত্রং বস্তু দৃষ্টম্,—যথা স্বপ্নবিজ্ঞানগ্রাহ্যং ঘটপটাদি বস্তু স্বপ্নবিজ্ঞানব্যতিরেকেণানুপলভ্যত্বং স্বপ্নঘটপ্রদীপাদেঃ স্বপ্নবিজ্ঞান-মাত্রতাৎপৰ্য্যম্ভ্যতে, তথা জাগরিতেহপি ঘটপ্রদীপাদেৰ্জাগ্রবিজ্ঞানব্যতিরেকেণানু-পলভ্যত্বং জাগ্রবিজ্ঞানমাত্রতৈব বুদ্ধা ভবিতুম্; তন্মাস্মান্তি বাহ্যোহর্থো ঘটপ্রদী-পাদিঃ, বিজ্ঞানমাত্রমেব তু সৰ্বম্ । তত্র যদুক্তং, বিজ্ঞানশ্চ ব্যতিরিক্তাবভাশ্চ জাগ্র-বিজ্ঞানব্যতিরিক্তমস্তি জ্যোতিরস্তরং ঘটাদেহিবেতি, তন্নিখ্যা, সৰ্বশ্চ বিজ্ঞান-মাত্রত্বে দৃষ্টাস্তাভাবাৎ । ২১

বাহ্যার্থবাদিনি ধ্বন্তে বিজ্ঞানবাদী চোদয়তি—নহিতি । বাহ্যার্থো বিজ্ঞানাতিরিক্তো নাস্তীত্যত্র প্রমাণমাহ—যকীতি । নোপলভ্যতে চ জাগ্রদন্ত জাগ্রবিজ্ঞানব্যতিরেকেণেতি শেষঃ । দৃষ্টাস্তঃ সমর্থয়তে—স্বপ্নেতি । দাষ্ট্যাস্তিকং বিবৃণোতি—তথেন্তি । উক্তমনুমানানুপ-সংহরতি—তন্মাদিতি । সৰ্বং বিজ্ঞানমাত্রমিতি হিতে ফলিতমাহ—তত্রেন্তি । কিমিতি তস্ত নিখ্যাৎ, তত্রাহ—সৰ্বশ্চেন্তি । ২১

ন ;—যাবস্তাবদভ্যুপগমাৎ ; ন তু বাহ্যোহর্থো ভবতৈকাস্তেনৈব নাভ্যুপ-গম্যতে । ননু ময়া নাভ্যুপগম্যত এষ ; ন, বিজ্ঞানং ঘটঃ প্রদীপ ইতি চ শব্দার্থ-পৃথক্কাৎ যাবৎ তাবদপি বাহ্যমর্থাস্তরমভ্যুপগম্যন্তব্যম্ । বিজ্ঞানাদর্থাস্তরং বস্তু ন চেদভ্যুপগম্যতে, বিজ্ঞানং ঘটঃ পট ইত্যেবমাদানাত্ শব্দানামেকার্থত্বে পর্যায়শব্দত্বং প্রাপ্নোতি ; তথা সাধনানাত্ ফলশ্চ চৈকত্বে সাধ্যসাধনভেদোপদেশশাস্ত্রানর্থক্য-প্রসঙ্গঃ, তৎকর্তুরজ্ঞানপ্রসঙ্গো বা । ২২

বাহ্যার্থাপলাপবাদিনঃ দুষয়তি—নেত্যাदिना । हेतुः विशदयति—नहिति । विज्ञानमात्र-वादिवादेकास्तेन बाह्यार्थानुपगतिरिति शक्यते—नहिति । बाह्यार्थं हठादङ्गीकारयति—नेत्यादिना । अक्षरमुखेनोक्तमर्थं व्यतिरेकमुखेन विशदयति—विज्ञानादिति । ज्ञान-ज्जेययोरैक्ये दोषास्तरमाह—तथेति । अनर्थकं शास्त्रमुपदिशतो ब्रुवन्तः सर्वज्ञत्वं न स्तादित्याह—तत्कर्तुरिति । बाणकचार्थः । २२

किञ्चात्र, विज्ञानव्यतिरेकेण बाहिप्रतिवादि-वाददोषाभ्युपगमात् । न हि आत्मविज्ञानमात्रमेव बाहिप्रतिवादिवादः, तदोषो वा अभ्युपगम्यते, निरा-कर्तव्यत्वात् प्रतिवाद्यादीनाम् ; न हि आत्मीयं विज्ञानं निराकर्तव्यमभ्युपगम्यते, स्वयं वाद्या कश्चिद् ; तथा च सति सर्वसंवायहारलोपप्रसङ्गः । न च प्रति-वाद्यादयः स्वात्मनैव गृह्यन्ते—इत्यभ्युपगमः ; व्यतिरिक्तग्राह्यं हि ते अभ्युप-गम्यन्ते ; तन्मात्रं तद्वत् सर्वमेव व्यतिरिक्तग्राह्यं वस्तु, ज्ञातृविषयत्वात्, ज्ञातृवस्तु-प्रतिवाद्यादिवदिति मूलतो दृष्टास्तः—सस्त्यस्त्यवत्, विज्ञानास्त्यवच्छेति । तन्मा-विज्ञानवादिनापि न शक्यं विज्ञानव्यतिरिक्तं ज्योतिरस्त्यवत् निराकर्तुम् । २३

ইতচ্চ সৰ্ব্বশ্চ নাস্তি বিজ্ঞানমাত্ৰমিত্যাহ—কিঞ্চাস্তি। ন কেবলং পূৰ্ব্বোক্তোপপত্তি-
বশাদেব বাহ্যার্থোহভ্যুপেয়ঃ, কিন্তু তত্রৈবাস্তদপি কারণমুচ্যত ইতি যাবৎ । তদেব শূটয়ন্তি—
বিজ্ঞানেতি । যদগ্রাহং তৎ স্বব্যতিরিক্তগ্রাহং, যথা প্রতিবাদাদি, জাগ্রদ্বস্ত চেনং গ্রাহমিত্যানু-
মানান্ন বাহ্যার্থাপলাপসিদ্ধিরিত্যর্থঃ । দৃষ্টান্তে বিপ্রতিপত্তিং প্রত্যাহ—ন হীতি । নিরাকৰ্ত্তব্যভে-
দপি তেষাং জ্ঞানমাত্ৰং কিং ন শ্রাদিত্যাশঙ্ক্যাত্মীয়জ্ঞানত্বমাত্মজ্ঞানত্বং বা তেষামিতি বিকল্যা-
ক্রমেণ দুষয়ন্তি—নহীত্যাদিনা । স্বকীয়নিষেধে স্বনিষেধে চানিষ্টাপত্তিমাচষ্টে—তথাচেতি ।
তদঙ্গীকারালোচনারামপি প্রতিবাদাদীনাং বিজ্ঞানাতিরেকঃ সৎশ্রুতীত্যাহ—নচেতি । অস্তথা
বিবাদাত্মাবাপাতাদিতি ভাবঃ । কথং তর্হি তেষামঙ্গীকারস্তত্যাহ—ব্যতিরিক্তেতি । সিদ্ধে
দৃষ্টান্তে ফলিতমনুমানং নিগময়ন্তি—তদ্বাদিতি । কিঞ্চ, চৈত্রসম্বন্ধেন মৈত্রসম্বন্ধো ব্যবহারাদনু-
মীয়েতে, সৰ্ব্বজ্ঞজ্ঞানেন চাসৰ্ব্বজ্ঞজ্ঞানানি জ্ঞায়ন্তে, তত্র ভেদশ্চ তেহপি সিদ্ধেস্তদদৃষ্টান্তাদীলা-
দেস্তদ্বিশিষ্ট ভেদঃ শক্যোহনুমানমিত্যাহ—সম্বন্ধাস্তরবদিত্তি । ইতি ন বাহ্যার্থাপলাপসিদ্ধিরিতি
শেষঃ । তদপলাপাসম্ভবে ফলিতমাহ—তদ্বাদিতি । ২৩

স্বপ্নে বিজ্ঞানব্যতিরেকাভাবাদবুদ্ধিমিত্তি চেৎ ; ন, অভাবাদপি ভাবশ্চ
বস্তুস্তরত্বোপপত্তেঃ,—ভবতৈব তাবৎ স্বপ্নে ঘটাদিবিজ্ঞানশ্চ ভাবভূতত্বমভ্যুপগতম্ ;
তদভ্যুপগম্য তদব্যতিরেকেণ ঘটাত্তাব উচ্যতে ; স বিজ্ঞানবিষয়ো ঘটাদিঃ
যত্নভাবো যদি বা ভাবঃ শ্রুৎ, উভয়থাপি ঘটাদিবিজ্ঞানশ্চ ভাবভূতত্বমভ্যুপ-
গতমেব ; ন তু তন্নিবৰ্ত্তয়িতুং শক্যতে, তন্নিবৰ্ত্তকত্বায়াভাবাৎ । এতেন সৰ্ব্বশ্চ
শূন্ততা প্রত্যুক্তা ; প্রত্যগাত্মগ্রাহতা চাত্মনোহহমিতি মীমাংসকপক্ষঃ
প্রত্যুক্তঃ । ২৪

বিজ্ঞানাদর্থভেদোক্ত্যা প্রত্যগাত্মা বিজ্ঞানাতিরিক্ত উক্তঃ । সম্প্রতি বিমতং ন জ্ঞানভিন্নং
গ্রাহত্বাৎ স্বপ্নগ্রাহবদিত্যুক্তমনুবর্ত্ততি—স্বপ্ন ইতি । অবুক্তং বিজ্ঞানাতিরিক্তত্বমর্থশ্চেতি শেষঃ ।
দৃষ্টান্তশ্চ সাধাবিকলতামভিপ্রেত্য পরিহরন্তি—নাত্মবাদপীতি । সংগ্রহবাক্যং বিবৃণোতি—
ভবতৈবেতি । বাহ্যার্থবাদিত্যো বিশেষমাহ—তদভ্যুপগনোতি । তথাপি কথং দৃষ্টান্তশ্চ
সাধাবিকলভেত্যশঙ্ক্যাহ—স ইতি । ঘটাদিবিজ্ঞানশ্চ ভাবভূতত্বাভ্যুপগতশ্চ ঘটাদেভাবাদ-
ভাবাত্মা বিষয়ান্বাস্তরত্বাদ্ কশ্চিৎপ্রাহ্যার্থস্তোপগমাদ্ দৃষ্টান্তশ্চ সাধাবিকলতা স্প্রসিদ্ধেত্যর্থঃ ।
সাধামিকমতমতিদেশেন নিরাকরোতি—এতেনেতি । জ্ঞানজ্ঞেয়য়োর্নিরাকৰ্ত্তুমশক্যত্ববচনেনেতি
যাবৎ । আত্মনো গ্রাহত্বাহমিতি প্রত্যগাত্মনৈব গ্রাহতেতি মীমাংসকমতমপি প্রত্যুক্তম্, একত্রেব
গ্রাহগ্রাহকতারা নিরন্তরাদিত্যাহ—প্রত্যগাত্মেতি । ২৪

যত্কৃতম্, সালোকোহন্তশ্চান্তশ্চ ঘটো জায়ত ইতি ; তদসৎ, কণাস্তরেহপি ‘স
এবায়ম্’ ইতি প্রত্যভিজ্ঞানাৎ । সাদৃশ্যাৎ প্রত্যভিজ্ঞানং, কৃতোখিত-কেশনখাদি-
দ্বিবেতি চেৎ ; ন, তত্রাপি কণিকত্বশাসিদ্ধত্বাৎ জাত্যেকত্বাচ্চ । কৃতেষু পুন-
রুখিতেষু চ কেশনখাদিষু কেশনখত্বজাতৈরেকত্বাৎ কেশ-নখত্বপ্রত্যয়স্তন্নিমিত্তো-

ইত্যন্ত এব ; নহি দৃশ্যমান-লুনোখিতকেশনখাদিষু ব্যক্তিনিমিত্তঃ ন এবেতি
প্রত্যয়ো ভবতি কন্তচিৎ, দীর্ঘকালব্যবহিতদৃষ্টেষু চ তুল্যপরিমাণেষু তৎকালীন-
বালাদিতুল্যা ইমে কেশ-নখাণ্ডা ইতি প্রত্যয়ো ভবতি, ন তু ত এবেতি ; ঘটাদিষু
পুনর্ভবতি ন এবেতি প্রত্যয়ঃ ; তস্মান্ন নমো দৃষ্টান্তঃ । ২৫

ক্ষণভঙ্গবাদিনোক্তমনুস্ত প্রত্যভিজ্ঞাবিরোধেন নিরাকরোতি—যত্কৃতমিত্যাदिना । স্বপক্ষে-
হপি প্রত্যভিজ্ঞোপপত্তিং শাक्याः शक्यते—सादृश्यादिति । दृष्टान्तं विषट्पन्नं त्रमाह—न तत्रापीति ।
तथापि कथं तत्र प्रत्यभিজ्ञेत्याशक्याह—जातीति । तस्मिन्निता तेषु प्रत्यभিজ्ञेति शेषः ।
तदेव प्रपन्नमिति—कृतेष्विति । अत्रान्त इति छेदः । किमिति जातिनिमित्तैवा दीर्घाव्यक्तिनिमित्ता
किं न ज्ञात, अत आह—नहीति । ननु सादृश्याद व्याक्तिमेव विवरीकृत्या प्रत्यभিজ्ञानं
केशादिषु किं न ज्ञातत्राह—कतचित्ति । अत्रान्तश्चेति यावत् । पाठेति शब्दे वैषम्यामाह—
घटादिविति । वैषम्यामुपसंहरति—तस्मादिति । २५

প্রত্যক্ষেন হি প্রত্যভিজ্ঞায়মানেন বস্তুনি তদেবেতি, ন চাত্ত্বমমুমাতুং যুক্তম,
প্রত্যক্ষবিরোধে লিঙ্গস্তাভাসোপপত্তেঃ ; সাদৃশ্যপ্রত্যয়ানুপপত্তেঃ, জ্ঞানস্ত ক্ষণি-
কত্বাৎ ; একস্ত হি বস্তুদর্শিনো বস্তুস্তরদর্শনে সাদৃশ্যপ্রত্যয়ঃ স্তাৎ, ন তু বস্তুদর্শ্যেকো
বস্তুস্তরদর্শনার ক্ষণান্তরমবতিষ্ঠতে, বিজ্ঞানস্ত ক্ষণিকত্বাৎ সক্রিয়স্তদর্শনেনৈব
ক্ষয়োপপত্তেঃ । তেনেদং সদৃশমিতি হি সাদৃশ্যপ্রত্যয়ো ভবতি ; তেনেতি দৃষ্ট-
স্মরণং, ইদমিতি বর্তমানপ্রত্যয়ঃ ; তেনেতি দৃষ্টং স্মৃত্বা যাবদিদমিতি বর্তমান-
ক্ষণকালমবতিষ্ঠেত, ততঃ ক্ষণিকবাদহানিঃ । ২৬

যৎ সত্ত্বং ক্ষণিকং, যথা প্রতীপাদি, সত্ত্বচামী ভাবাঃ, ইত্যনুমানবিরোধাদ ভ্রান্তং প্রত্যভিজ্ঞান-
মিত্যাশক্যাহ—প্রত্যক্ষেণেতি । অনুকতানুমানবৎ প্রত্যক্ষবিরোধে ক্ষণিকত্বানুমানং নোদেতা-
বাধিতবিষয়ত্বাপ্যনুমিত্যঙ্গাদিতি ভাবঃ । ইতচ্চ প্রত্যভিজ্ঞানং সাদৃশ্যনিবন্ধনো অমো ন
ভবতীত্যাহ—সাদৃশ্যেতি । তদনুপপত্তৌ হেতুমাহ—জ্ঞানশ্চেতি । তস্ত ক্ষণিকত্বেহপি কিমिति
সাদৃশ্যপ্রত্যয়ো ন সিধ্যতীত্যাশক্যাহ—একশ্চেতি । অন্ত তর্হি বস্তুদর্শনদ্বিমেকশ্চেতি চেৎ,
ইত্যাহ—ন ত্বিতি । উক্তমেবার্থং প্রপন্নমिति—তেনেত্যাদিনা । ভবতু, কিং তাবতেতি, তত্রাহ—
তেনেতি দৃষ্টমিতি । অবতিষ্ঠেত যদীতি শेषঃ । ২৬

অথ তেনেত্যেবোপক্ষীণঃ স্মার্ত্তঃ প্রত্যয়ঃ, ইদমিতি চাত্ত্ব এব বার্ত্তমানিকঃ
প্রত্যয়ঃ ক্ষীয়তে ; ততঃ সাদৃশ্যপ্রত্যয়ানুপপত্তিঃ—তেনেদং সদৃশমিতি, অনেকদর্শিন
একস্তাভাবাৎ । ব্যপদেশানুপপত্তিচ্চ—দ্রষ্টব্যদর্শনেনৈবোপক্ষয়াদিজ্ঞানশ্চেদং পশ্চা-
দ্যদোহদ্রাক্ষমিতি ব্যপদেশানুপপত্তিঃ, দৃষ্টবতো ব্যপদেশক্ষণানবস্থানাৎ । অথাব-
তিষ্ঠেত ; ক্ষণিকবাদহানিঃ । অথাদৃষ্টবতো ব্যপদেশঃ সাদৃশ্যপ্রত্যয়চ্চ, তদানীং
জাত্যক্সেপ রূপবিশেষব্যপদেশস্তৎসাদৃশ্যপ্রত্যয়চ্চ ; সর্বমক্ষণপন্নপরেতি প্রসজ্যেত

সর্বজ্ঞশাস্ত্রপ্রণয়নাদি ; নচৈতদ্বিদ্ভতে । অকৃতাত্ম্যগম-কৃতবিপ্রণাশদোষৌ তু
প্রসিদ্ধতরৌ কণবাদে । ২৭

কণিকত্বহানিপরিহারঃ শক্তিহা পরিহরতি—অথেনাদিনা । তত্র হেতুমাং—অনেকেতি ।
পরপক্ষে দোষান্তরমাং—ব্যপদেশেতি । তদেব বিবৃণোতি—ইদমিতি । ব্যপদেশকণেহন-
বস্থানাসিদ্ধিং শক্তিহা দুষয়তি—অথেনাদিনা । অস্তৌ ঙ্গেস্তাশ্চ ব্যপদেশেস্ত্যাশক্য—পরি-
হরতি—অথেনাদিনা । শাস্ত্রপ্রণয়নাদীত্যাশিষ্টেন শাস্ত্রীয়ং সাধ্যসাধনাদি গৃহ্যতে । কণিকত্বপক্ষে
দুষণান্তরমাং—অকৃতেনেতি । ২৭

দৃষ্টব্যপদেশহেতুঃ পূর্বোত্তরসহিত এক এব হি শৃঙ্খলাবৎ প্রত্যয়ো জায়ত-
ইতি চেৎ, তেনেদং সদৃশমিতি চ ; ন, বর্তমানাভীতয়োভিন্নকালত্বাৎ ; তত্র
বর্তমানপ্রত্যয় একঃ শৃঙ্খলাবয়বস্থানীয়োহভীতত্বাৎ, তৌ প্রত্যয়ৌ ভিন্নকালৌ
তদুত্তরপ্রত্যয়বিষয়স্পৃক্ চেৎ শৃঙ্খলাপ্রত্যয়ঃ, ততঃ কণিকত্বব্যাপিত্বাদেকস্ত বিজ্ঞানস্ত
পুনঃ কণবাদহানিঃ । মম-তবতাদিবিষেয়ানুপপত্তেচ্চ সর্বসংব্যবহারলোপ-
প্রসঙ্গঃ । ২৮

ব্যপদেশানুপপত্তিমুক্তাঃ সমাদধানঃ শক্তে—দৃষ্টেতি । সাদৃশ্যপ্রত্যয়শ্চ শৃঙ্খলাস্থানীয়েন
প্রত্যয়েনৈব সংশ্লীষ্যত্যাং—তেনেদমিতি । অপসিদ্ধান্তপ্রসঙ্গা প্রত্যাচষ্টে—নেত্যাদিনা ।
তাবেবোভৌ যৌ প্রত্যয়ৌ বিষয়ৌ তদবগাহী চেদ্যাবর্তী শৃঙ্খলাবয়বস্থানীয়ঃ প্রত্যয় ইতি যাবৎ ।
কণানাং মিথঃ সম্বন্ধস্তহি মা ভুদিতি চেত্তজাহ—মমেতি । ব্যপদেশসাদৃশ্যপ্রত্যয়ানুপপত্তিস্ত
স্থিতৈবেতি চকারার্থঃ । ২৮

সর্বস্ত চ স্বসংবেগবিজ্ঞানমাত্রত্বে বিজ্ঞানস্ত চ স্বচ্ছাববোধাবতাসমাত্রস্বাভা-
ব্যাভ্যুপগমাৎ, তদর্শিনশ্চাত্ত্বাভাবেহনিত্যহঃখশৃঙ্খলান্নত্বাৎনেককল্পনানুপপত্তিঃ ।
নচ দাড়িমাদেবিব বিকৃদানেকাংশবৎ বিজ্ঞানস্ত, স্বচ্ছাবতাসস্বাভাব্যাৎ বিজ্ঞানস্ত ।
অনিত্যহঃখাদীনাং বিজ্ঞানাংশত্বে চ সতি অনুভূয়মানত্বাদ্ ব্যতিরিক্তবিষয়ত্ব-
প্রসঙ্গঃ । অথানিত্যহঃখাত্মৈকত্বমেব বিজ্ঞানস্ত, তদা তদ্বিরোগাদ্বিত্ব-
কল্পনানুপপত্তিঃ ; সংযোগিমলবিরোগাদ্বি বিত্বক্লিভবতি, যথা আদর্শপ্রভৃतीনাম্ ;
ন তু স্বাভাবিকেন ধর্মেণ কশ্চিদ্ বিরোগো দৃষ্টঃ ; নহি অগ্নেঃ স্বাভাবিকেন
প্রকাশেনৌষ্ণ্যেন বা বিরোগো দৃষ্টঃ । যদপি পুষ্পগুণানাং রক্তত্বাদীনাং দ্রব্য-
স্বরযোগেন বিযোজনং দৃশ্যতে, তত্রাপি সংযোগপূর্বত্বমনুযীযতে, বীজভাবনয়া
পুষ্পফলাদীনাং গুণাস্তরোৎপত্তির্দর্শনাৎ ; অতো বিজ্ঞানস্ত বিত্বক্লিকল্পনানু-
পপত্তিঃ । ২৯

যৎ তু বিজ্ঞানস্ত হুঃখাদ্যপমৃতত্বং, তদদুষয়তি—সর্বস্ত চেতি । শুদ্ধত্বাসংসর্গত্বস্তাবাচ
ন জ্ঞানস্ত হুঃখাদিসংপ্রবঃ, স্বসংবেগত্বাদীকারাদিত্যর্থঃ । জ্ঞানস্ত শুদ্ধবোধৈকস্বাভাব্যমসিদ্ধং

দাড়িমাণ্ডিকানাংবিধঃস্থানবৎপ্রাণাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন চেতি । তত্রৈব হেতুস্তরমাহ—
অনিত্যেতি । তেষাং তদ্বৎস্বং সত্যমুভয়মানত্বাৎ ততোহতিরিক্তত্বং শ্রুত্বাৎ, ধর্ম্মাণাং ধর্ম্মিমাণ্ডিকা-
ভাবান্বেয়ানাং চ মানাদর্শাস্তরত্বাদতো যদ্বৈয়ং ন তজ্জ্ঞানাংশো যথা ঘটাদি, মেয়ং চ হুঃখাদী-
ত্যর্থঃ । জ্ঞানস্ত হুঃখাদি ধর্ম্মো ন ভবতি, কিন্তু স্বরূপমেবেতি শঙ্কামনুভাব্য দোষমাহ—
অথেষ্যাণি । অমুপপত্তিম্বেব প্রকটয়তি—সংযোগীত্যাণি । স্বাভাবিকস্তাপি বিরোগো-
হন্তি, পুষ্পরক্তাদীনাং তথোপলভ্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—যদপীতি । ত্রব্যাস্তরশব্দেন পুষ্পসম্বন্ধিনোহ-
বয়বাস্তরশব্দস্তরক্তত্বাদিত্যশঙ্ক্যাহ—বিবক্ষিতাঃ । বিমতং সংযোগপূর্বকং বিভাগবৎপ্রাণাদিবদিত্যানু-
মানাৎ ন স্বাভাবিকস্ত সতি বস্তুরি নাতোহন্তীত্যর্থঃ । অমুমানানুত্তরণং প্রত্যক্ষং দর্শয়তি—
বীজেতি । কার্পাসাদিবীজে ত্রব্যবিশেষসম্পর্কাদ্রক্তাদিবাসনয়া । তৎপুষ্পাদীনাং রক্তাদিগুণো-
দয়োপলভ্যত্বং তৎসংযোগিত্রব্যাপগমাদেব তৎপুষ্পাদিষু রক্তত্বাদ্রূপগতিরিত্যর্থঃ । বিশুদ্ধামুপ-
পত্তিমুপসংহরতি—অত ইতি । ২২

বিষয়বিষয়্যাতাসত্ত্বঞ্চ যন্মলং পরিকল্প্যতে বিজ্ঞানস্ত, তদপ্যন্তসংসর্গাতাবা-
দনুপপন্নম্ ; নহি অবিজ্ঞমানেন বিজ্ঞানস্ত সংসর্গঃ শ্রুত্বাৎ ; অসতি চাত্তসংসর্গে,
যো ধর্ম্মো যস্ত দৃষ্টঃ, স তৎস্বভাবত্বাৎ তেন বিরোগমর্হতি, যথাগ্নেরৌষ্যম্, সবি-
তুর্কো প্রভা । তন্মাননিত্যসংসর্গেণ মলিনত্বং তদ্বিকল্পিতং বিজ্ঞানস্তেতীরং কল্পনা
অন্ধপরম্পরৈব প্রমাণশূন্যেত্যবগম্যতে । ৩০

কল্পনাস্তরমনুচ্চ দুষয়তি—বিষয়বিষয়ীতি । কথং পুনর্জানিত্র্যাক্তেন সংসর্গাতাবঃ, তস্ত বিষয়েণ
সংসর্গাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—নহীতি । অখাণ্ডসংসর্গমন্তরেণাপি জ্ঞানস্ত বিষয়বিষয়্যাতাসত্ত্বমলং
শ্রুদিতি চেৎ, তত্রাহ—অসতি চেতি । কল্পনাস্তরমগ্রামাণিকমনাদেয়মিত্যুপসংহরতি
তন্মাননিত্যেতি । ৩০

যদপি তস্ত বিজ্ঞানস্ত নির্কারণং পুরুষার্থং কল্পয়ন্তি, তত্রাপি ফলাশ্রয়ানু-
পপত্তিঃ ; কণ্টকবিদ্ধস্ত হি কণ্টকবেদজনিতঃখনিবৃতিঃ ফলং, ন তু কণ্টক-
বিদ্ধমরণে তদুৎখনিবৃতিফলশ্রয় উপপত্ততে ; তদ্বৎ সর্বনির্কারণে, অসতি
চ ফলাশ্রয়ে, পুরুষার্থকল্পনা ব্যর্থৈব । যস্ত হি পুরুষশব্দবাচ্যস্ত সত্ত্বশ্রয়ানো
বিজ্ঞানস্ত চার্থঃ পরিকল্প্যতে, তস্ত পুনঃ পুরুষস্ত নির্কারণে, কস্তার্থঃ পুরুষার্থ ইতি
শ্রুত্বাৎ । যস্ত পুনরন্ত্যনেকার্থদর্শী বিজ্ঞানব্যতিরিক্ত আত্মা, তস্ত দৃষ্টস্বরূপত্বঃখসংযোগ-
বিরোগাদি সর্বমেবোপপন্নম্, অন্তসংযোগনিমিত্তং কালমুখ্যং, তদ্বিরোগনিমিত্তা চ
বিশুদ্ধিরিতি । শূন্যবাদিপক্ষস্ত সর্বপ্রমাণবিপ্রতিবিদ্ধ ইতি তন্নিরাকরণায় নাদরঃ
ক্রিয়তে ॥২৫৮॥৭॥

কল্পনাস্তরমুখ্যাপয়তি—যদপীতি । উপশান্তিনির্কারণশব্দার্থঃ । দুষয়তি—তত্রাপীতি । ফলা-
ভাবেহপি ফলং শ্রুদিতি চেৎ, নেত্যাহ—কণ্টকেতি । দাষ্টান্তিকং বিরূণোতি—যস্ত ইতি । নমু
তন্মতেহপি বস্তুনোহবয়বাস্তরশ্রাসক্ত কেনচিপি সংযোগবিরোগরোরযোগাৎ ফলিত্বাসত্ত্বকে

মোক্ষাসম্ভবানি তুল্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ—যন্ত পুনরিতি । যন্তপি পূর্ণং বস্ত্র বস্ত্রতোহসঙ্গমসৌত্রিয়তে, তথাপি ক্রিয়াকারককলভেনস্যাবিদ্যামাত্রকৃতবাদসম্মতে সর্বব্যবহারসম্ভবাৎ ন সাম্যমিত্তি ভাবঃ । ননু বাহার্যবাদো বিজ্ঞানবাদশ্চ নিরাকৃতৌ, শূন্যবাদো নিরাকর্তব্যোহপি কস্মান্ন নিরাক্রিয়তে, তত্রাহ—শূন্যবাদীতি । সমস্তশ্চ বস্ত্রনঃ সত্ত্বেন ভানাত্ মানানাং চ সর্বেষাং সম্বয়ত্বাৎ শূন্যস্য চাবিসয়তয়া প্রাপ্ত্যভাবেন নিরাকরণানর্হত্বাৎ, অবিষয়ত্বে চ শূন্যবাদিনৈব বিষয়-নিরাকরণোক্ত্যা শূন্যত্বাপহবাৎ, তন্ত্ৰ চ ক্ষুরণাক্ষুরণয়োঃ সর্বশূন্যত্বাযোগান্তবাদিনশ্চ : সম্বাসত্ত্বয়ো-স্তদনুপপত্তেঃ, সংবৃত্তেশ্চাশ্রয়াভাবাদসম্ভবাত্তদাশ্রয়ত্বে চ শূন্যশ্চ স্বরূপহান্যবিরোধশ্রয়ত্বে চাসংবৃতি-ত্বান্নান্নাভিসম্বাদনিরাসায়াদয়ঃ ক্রিয়তে, তৎ সিদ্ধং বুদ্ধ্যাত্তিরিক্তং নিত্যসিদ্ধমত্যন্তশুদ্ধং কুটস্থ-মথরমায়াজ্ঞোতিরিত্তি ভাবঃ ॥ ২৫৮ ॥ ৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ :—ইতঃপূর্বে যেসমস্ত কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে, যদিও আত্মার দেহাতিরিক্ততা সিদ্ধ হইয়াছে সত্য, তথাপি জগতে যখন সমান-জাতীয় পদার্থসমূহের মধ্যেই অনুগ্রাহ-অনুগ্রাহকভাব দৃষ্ট হয়, তখন সহজেই ভ্রম উপস্থিত হইতে পারে যে, উক্ত আত্মা কি চক্ষুঃপ্রভৃতি করণবর্গেরই অন্ততম (একটি) ? অথবা ভিন্ন ? ইহা স্থির করিতে না পারিয়া জনক মহারাজ জিজ্ঞাসা করিতেছেন—‘কতমঃ’ ইতি । শূন্যতানিবন্ধন বিষয়টি সহজ বুদ্ধিগম্য নয় ; এই কারণে এ বিষয়ে ভ্রম হওয়া সম্ভবপরই বটে । অথবা, আত্মা দেহ হইতে পৃথক্, ইহা প্রমাণিত হইলেও, চক্ষুঃপ্রভৃতি সমস্ত ‘করণ’ই যেন চৈতন্য-সম্পন্ন বলিয়াই প্রতীত হইয়া থাকে, অথচ সে সমুদয় হইতে আত্মার বিবেক বা পার্থক্যও বুঝিতে পারা যায় না ; এই জন্ত, অর্থাৎ এই সংশয় দূরীকরণের নিমিত্ত আমি (জনক) জিজ্ঞাসা করিতেছি—“কতম আত্মা” ইতি । তুমি যে আত্মার কথা বলিয়াছ, [জিজ্ঞাসা করি—] দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও মন—ইহাদের মধ্যে সেই জ্যোতির্ময় আত্মা কোন্টি ?—যে জ্যোতির সাহায্যে পুরুষ স্ব স্ব ব্যবহার নিষ্পাদন করিয়া থাকে—বলা হইয়াছে । ১

অথবা, তুমি এই যে আত্মাকে বিজ্ঞানময় বলিয়া মনে করিয়াছ ;—অভিপ্রায় এই যে, যেমন বলা হইয়া থাকে—‘এখানে যে সমুদয় ব্রাহ্মণ উপস্থিত আছেন, ইহারা সকলেই তেজস্বী ; ইহাদের মধ্যে বড়ঙ্গবিদ্ (১) ব্রাহ্মণ কোন্টি’ ? সেই-

(১) তাৎপর্য—এখানে ‘বড়ঙ্গ’ শব্দে ছয়টি বেদাঙ্গ বুঝিতে হইবে । বেদাঙ্গ ছয়টি এই—(১) শিক্ষাগ্রন্থ (ইহাতে বর্ণের উচ্চারণাদির নিয়ম লিখিত আছে) ; (২) কল্পগ্রন্থ (ইহা যাগ-যজ্ঞাদি কৰ্ম্মের অনুষ্ঠানপদ্ধতি প্রকাশক) ; (৩) ব্যাকরণ (পদসাধনাদির নিয়মপ্রদর্শক শাস্ত্র) ; (৪) নিরুক্ত (বৈদিক শব্দের যোগার্থ নিরূপক শাস্ত্র) ; (৫) ছন্দঃ (প্রসিদ্ধ ছন্দঃপ্রক্রিয়া-প্রদর্শক শাস্ত্র) ; (৬) জ্যোতিষ (গ্রহনক্ষত্রাদির স্বরূপ ও গতি প্রভৃতি নিরূপক শাস্ত্র) ।

রূপ চক্ষুঃকর্ণপ্রভৃতি সমস্ত ইন্দ্রিয়ই যেন বিজ্ঞানময় বলিয়া প্রতীত হইতেছে ; ইহাদের মধ্যে তুমি যাহাকে এই বিজ্ঞানময় আত্মা বলিয়া অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছ, সেই বিজ্ঞানময় আত্মা কোন্টি ? পূর্বোক্ত ব্যাখ্যাতে ‘কতম আত্মা’ এইটুকু মাত্র প্রশ্নবাক্য ; ‘যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ’ ইত্যাদি বাক্য তাহার প্রতিবচন বা উত্তরাংশ ; দ্বিতীয় ব্যাখ্যায় ‘বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু’ এই পর্য্যন্তই প্রশ্নবাক্য বৃদ্ধিতে হইবে (১)। অথবা, ‘কতমঃ’ হইতে ‘হৃদন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষঃ’ এই পর্য্যন্ত সমস্তটাই প্রশ্নবাক্য। যাহার স্বরূপগত বিশেষত্ব অবধারিত আছে, ‘যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ’ কথায় তাহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই শব্দার্থ সম্বন্ধ এবং প্রশ্নবাক্যের পরিসমাপ্তিচক ‘কতম আত্মা ইতি’ এই ‘ইতি’ শব্দেরও অব্যবধানে সম্বন্ধ হওয়াই বুদ্ধিযুক্ত। এইজন্য বেশ বুঝা যাইতেছে যে, ‘কতম আত্মা’ এই পর্য্যন্তই প্রশ্নবাক্য, আর পরবর্তী ‘যোহয়ং’ ইত্যাদি সমস্তটাই তাহার উত্তর বাক্য। ২

আত্মা প্রত্যক্ষসিদ্ধ ; এই জন্য প্রত্যক্ষবোধক ‘অয়ং’ শব্দে তাহার নির্দেশ করা হইয়াছে। ‘বিজ্ঞানময়’ অর্থ—বিজ্ঞানপ্রায় (বিজ্ঞানপ্রচুর) ; রাহ যেরূপ চন্দ্র ও সূর্য্যের সহিত সম্বন্ধ হইয়া লোকলোচনগোচর হয়, তদ্রূপ বিজ্ঞানময় আত্মাও বুদ্ধি-বিজ্ঞানরূপ উপাধির সহিত অবিবেকবশতঃ বা পার্থক্যবোধ না থাকায়, যেন বুদ্ধিময় বলিয়াই প্রতীত হয়, সেই হেতু বুদ্ধিবিজ্ঞানসম্বিত আত্মা ‘বিজ্ঞানময়’ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। অন্ধকারে সন্মুখস্থ প্রদীপ যেরূপ সর্ববস্তুর প্রকাশক হয়, তদ্রূপ বুদ্ধিও আত্মার সমস্ত বিষয়-প্রতীতির প্রধান সহায় হয়। ঋতিও বলিয়াছেন—‘মনের দ্বারাই দর্শন করে, মনের দ্বারাই শ্রবণ করে’ ইত্যাদি। অন্ধকার মধ্যে দর্শনযোগ্য যত কিছু বিষয় থাকে, সে সমস্তই যেমন সন্মুখস্থ প্রদীপালোকে সমুদ্ভাসিত হইয়া যায়, তেমনি দৃশ্য বিষয়মাত্রই বুদ্ধিবিজ্ঞানের

(১) তাৎপর্য—আত্মা স্বভাবতঃ নিষ্ঠুর, নিষ্ক্রিয় ও নির্বিকার ; সুতরাং তাহাতে সুখ দুঃখ, ধ্যান ধারণা কিংবা গমনাগমন কিছুই থাকিতে পারে না ; অথচ সকলেই আত্মার এই সমস্ত অবস্থা অনুভব করিয়া থাকে। ইহার কারণ কি ? ইহার কারণ অবিবেক—অগ্নি সংযোগে লৌহ যেরূপ অগ্নিময় হইয়া যায়, লৌহের দাহশক্তি না থাকিলেও—তদবস্থায় “অয়ো দহতি” লৌহ দগ্ধ করিতেছে, এইরূপ প্রয়োগ করা হয়, ঠিক তেমনি সুখদুঃখসম্পন্ন ও ক্রিয়া-শালিনী বুদ্ধির সহিত দীর্ঘকালব্যাপী ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বন্ধ হইয়া বিগুহ আত্মাও বিজ্ঞানাত্মক বুদ্ধির ধর্মে অনুরঞ্জিত হইয়া বুদ্ধির মতই প্রতিভাসমান হয় ; এই জন্য আত্মাকে ‘বিজ্ঞানময়’ শব্দে নির্দেশ করা হইয়াছে।

আলোক সহযোগেই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে ; অতএব বুদ্ধিতে হইবে যে, দর্শন ব্যাপারে বুদ্ধিই প্রধান, অপরাপর ইন্দ্রিয়সমূহ তাহার দ্বার বা সহায় মাত্র । এই অল্প সেই বুদ্ধি দ্বারাই আত্মাকে বিশেষিত করিয়া বলা হইয়াছে—“বিজ্ঞানময়” ইতি । ৩

যাহারা ব্যাখ্যা করেন যে, ‘বিজ্ঞানময়’ অর্থ—পরমাত্মবিষয়ক বিজ্ঞানের বিকার ; তাহাদের ঐক্য অর্থ যে, শ্রুতিসম্মত নহে, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে ; কারণ, অত্র ‘বিজ্ঞানময়’ ও ‘মনোময়’ প্রভৃতি ময়ট প্রত্যয়ান্ত শ্রোত শব্দগুলির বিকারাতিরিক্ত অর্থেও প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় (১) । বিশেষতঃ যে শব্দের অর্থবিশেষ নির্ণয়ের পক্ষে সংশয় উপস্থিত হয়, সেইখানেই অল্পস্থানীয় অসন্ধি প্রয়োগ দেখিয়া অর্থবিশেষ নির্ধারণ করিতে হয় ; এখানেও পরবর্তী বাক্যানুসারে কিংবা নিশ্চিত জ্ঞান বা সিদ্ধান্ত বলে এবং ‘সধীঃ’ অর্থাৎ ‘বুদ্ধিবৃত্তিসমবৃত্ত’ এইরূপ পরবর্তী বাক্যানুসারে ঐক্য অর্থবিশেষই নির্ধারণ করিতে হইবে ; অতএব ‘হৃদি অস্তঃ’ এই বিস্পষ্ট প্রমাণানুসারে ‘বিজ্ঞানময়’ শব্দের ‘বিজ্ঞানপ্রাচুর্য’ অর্থ গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত । ৪

আত্মা যে, প্রাণসমূহের অতিরিক্ত বা পৃথক বস্তু, ইহা জ্ঞাপনের অল্প ‘প্রাণেশু’ পদে সপ্তমী বিভক্তি প্রযুক্ত হইয়াছে ; যেমন ‘বৃক্ষেতে পাষাণ’ বলিলে পরস্পর বিভিন্ন পদার্থ—বৃক্ষ ও পাষাণের সামীপ্য মাত্র বোধ করায়, ইহাও ঠিক তদ্রূপ । সাধারণতঃ সংশয় হইয়া থাকে যে, আত্মা ইন্দ্রিয়াদি হইতে পৃথক ? কিংবা অপৃথক ? তাই শ্রুতি বলিয়া দিতেছেন যে, আত্মা কখনই প্রাণ বা ইন্দ্রিয় নহে ; পরন্তু সে সমুদয় হইতে সম্পূর্ণ পৃথক বস্তু । ইহা যুক্তিযুক্তও বটে ; যে পদার্থ অপর যে সমুদয় পদার্থের মধ্যে বর্তমান থাকে, সেই পদার্থটি নিশ্চয়ই সে সমুদয় পদার্থ হইতে স্বতন্ত্র ; যেমন ‘পাষাণে স্থিত বৃক্ষ’ । ৫

‘হৃদি’ ইত্যাদি । পুনশ্চ এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে, প্রাণে স্থিত আত্মা

(১) তাৎপর্য—বিকার ও অবরবাদি নানা অর্থে ময়ট প্রত্যয়ের বিধান থাকিলেও বিকারার্থেই তাহার অধিক প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় ; তাই আশঙ্কা হইয়াছিল যে, এই ‘বিজ্ঞানময়’ শব্দের ময়ট-প্রত্যয়ও বিকারার্থেই হইয়াছে ; সুতরাং উহার অর্থ হইতেছে বিজ্ঞানের (বুদ্ধির) বিকার বা পরিণাম ; সেই আশঙ্কা অপনয়নার্থ ভাষ্যকার বলিতেছেন—‘মনোময় প্রভৃতি’ অস্তান্ত শ্রোত শব্দে যখন বিকার ভিন্ন অর্থেও ময়টপ্রত্যয় স্বীকার করিতে হইয়াছে, তখন ‘বিজ্ঞানময়’ শব্দেও যাহারা বিকারার্থ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, তাহাদের ব্যাখ্যা কখনই সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না ।

প্রাণ-সজাতীয় বুদ্ধিও হইতে পারে ; সেই আশঙ্কা অপনয়নের নিমিত্ত বলিলেন—
‘হৃদি—অন্তঃ’ ইতি । এখানে হৃৎ অর্থ পদ্মাকার মাংসখণ্ড ; বুদ্ধি তাহার মধ্যে
অবস্থান করে ; এই জন্ত উহা হৃৎপদবাচ্য ; সুতরাং ‘হৃদি’ অর্থ—বুদ্ধিতে ।
আত্মা যে, বুদ্ধির বৃত্তিবিশেষ নহে, ইহা জ্ঞাপনের জন্ত বলা হইয়াছে—‘অন্তঃ’
ইতি । বুদ্ধিবৃত্তি বুদ্ধিরই অবস্থাবিশেষ ; সুতরাং তাহা ‘অন্তঃস্থ’ হইতে পারে
না । ‘জ্যোতিঃ’ শব্দের অর্থ—স্বয়ংপ্রকাশস্বভাব ; সুতরাং জ্যোতিঃশব্দে স্বপ্র-
কাশ আত্মা অভিহিত হইয়াছে । ব্যবহারিক পুরুষ সেই প্রকাশশীল আত্ম-
জ্যোতির সাহায্যে স্থিতি লাভ করে, গমন করে, কৰ্ম্ম করে ; কেন না, সূর্য্যা-
লোকের মধ্যবর্তী ঘট যেমন প্রকাশাত্মক বস্তুর দ্বারা হয়, অথবা পরীক্ষার জন্ত
মরকত মণিকে ছুগ্ধের মধ্যে নিক্ষেপ করিলে, সেই ছুগ্ধ যেমন মরকত মণির
সমান আভা প্রাপ্ত হয়, তেমনি এই আত্মজ্যোতিঃ হৃদয় অপেক্ষাও অতি
সূক্ষ্মত্ব নিবন্ধন হৃদয়ের মধ্যে থাকিয়াও, হৃদয় ও দেহেন্দ্রিয়সমষ্টিকে একসঙ্গে
স্বীয় জ্যোতিঃপ্রভায় উদ্ভাসিত করিয়া থাকে ;—সর্বাপেক্ষা অভ্যন্তরস্থ বলিয়া
সুগ-সূক্ষ্মভাবের তারতম্যানুসারে পরম্পরা-সম্বন্ধে চেতনের দ্বারা করিয়া থাকে । ৬

বুদ্ধি বস্তুটি স্বভাবতই স্বচ্ছ এবং আত্মার অতি সন্নিহিত ; এই কারণে উহা
আত্মচৈতন্যজ্যোতির ঠিক অনুরূপ হইয়া থাকে ; সেই জন্তই বিবেকিগণেরও—
যাহারা আত্মা ও অনাত্মার পার্থক্য অবগত আছেন, তাঁহাদেরও ঐ বুদ্ধিতে
প্রথমে আত্মাভিমান হইয়া থাকে ; পরে বুদ্ধির সন্নিহিত মনেতে—বুদ্ধি-
সম্পর্কবশতই আত্ম-চৈতন্যজ্যোতিঃ প্রতিকলিত হয় ; অনন্তর মনের সহিত
সম্পর্ক থাকায় ইন্দ্রিয়সমূহে আত্মচৈতন্যের সমুদ্ভাসন ঘটে ; তাহার পর, ইন্দ্রিয়-
সম্পর্কিত শরীর পর্য্যন্ত সমস্তই আত্মচৈতন্য জ্যোতিঃ দ্বারা প্রকাশিত হইয়া থাকে ;
এইরূপ পরম্পরা সম্বন্ধক্রমে আত্মা স্বীয় চৈতন্যজ্যোতিঃ দ্বারা সমস্ত দেহেন্দ্রিয়-
সংঘাতটিকে প্রকাশময় করিয়া রাখে (১) । এই কারণেই নিজ নিজ বিবেক-

(১) তাৎপর্য—বুদ্ধি পদার্থটি স্বভাবতই স্বচ্ছ, এবং সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আত্মার ভোগ
সম্পাদন করিয়া থাকে ; এই জন্ত প্রথমে বুদ্ধিতেই আত্ম-চৈতন্য প্রতিকলিত হয়, তজ্জন্তই
বুদ্ধিতে আত্মবুদ্ধিও উৎপন্ন হয় ; তাহার পরেই মনের সহিত আত্মার সম্বন্ধ ; সেই কারণে
বুদ্ধির সাহায্যে মনেতে প্রকাশ ও আত্ম-ব্রাহ্মি উৎপন্ন হয় ; তাহার পরই ইন্দ্রিয়ের সহিত
সম্বন্ধ, মনই তাহার সংযোজক ; এই জন্ত ইন্দ্রিয়েতেও চৈতন্যের (জ্যোতির) আভাস হয় এবং
আত্মবুদ্ধি উৎপন্ন হয়, এইরূপে ক্রমে পূর্ণদেহে পর্য্যাপ্ত আত্মব্রাহ্মি হইয়া থাকে । একথাটা
এইরূপে বুঝিলে ভাল হয়,—বুদ্ধিই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আত্মার ভোগ সম্পাদন করে ; কিন্তু মনঃ

বিজ্ঞানের তারতম্যানুসারে দেহেন্দ্রিয়-সংঘাতে এবং তাহাদের বিভিন্ন প্রকার ব্যাপারে অনিয়মিতভাবে আত্মাভিমান হইয়া থাকে ; অর্থাৎ লোকের বিবেক-বুদ্ধির তারতম্যানুসারে আত্মাভিমানেরও তারতম্য ঘটিয়া থাকে ; এই জন্তই সকলের একাকার অভিমান দেখিতে পাওয়া যায় না । স্বয়ং ভগবান্ও এইরূপ কথাই গীতাতে বলিয়াছেন—‘হে ভরতবংশসম্ভব অৰ্জুন, একই সূর্য্য যেমন সমস্ত জগৎ প্রকাশ করেন, তেমনি একই ক্ষেত্রী—ক্ষেত্রসংজ্ঞক দেহের অধিপতি আত্মা সমস্ত দেহসংঘাতকে প্রকাশ করিয়া থাকে ; এবং সূর্য্য, চন্দ্র ও অন্যান্য জ্যোতিঃ-পদার্থসমূহ, যে জ্যোতির সাহায্যে নিখিল জগৎ প্রকাশ করিয়া থাকে, জানিও, তাহা আমারই জ্যোতিঃ’ ইত্যাদি । কঠোপনিষদে আছে—‘তিনি নিত্য পদার্থ-সমূহেরও নিত্য—নিত্যত্ব-স্থাপক, এবং সমস্ত চেতনেরও চেতন—চৈতন্যসম্পাদক’, তিনি নিত্যপ্রকাশমান, এবং তাহার দীপ্তিতেই সমস্ত জগৎ উদ্ভাসিত হইতেছে, অতএব আছে ‘সূর্য্য বাহার তেজে তেজোরান্ হইয়া উত্তাপ দিতেছেন’ ইতি । উক্ত প্রকার প্রমাণনিচয়ে হৃদয়ভ্যন্তরস্থ উক্ত জ্যোতির অস্তিত্ব প্রমাণিত হইতেছে । ৭

[অতঃপর ‘পুরুষ’ কথার অর্থ কথিত হইতেছে—] পুরুষ—আত্মা সর্বদাই আকাশের ন্যায় সর্বব্যাপী ; এইজন্ত পূর্ণ ; পূর্ণ বলিয়া পুরুষপদবাচ্য । এই আত্মার যে, স্বয়ংজ্যোতিষ্ট (স্বপ্রকাশত্ব), তাহা নিরতিশয়—যাহা অপেক্ষা অধিক হইতে পারে না ; কারণ, এই আত্মাই দেহসংঘাতে সর্বপদার্থাবচ্ছাদক, অতএব নিজে অন্তের প্রকাশ নহে । সেই এই পুরুষ স্বয়ংই প্রকাশস্বভাব, বাহার কথা তুমি ‘কতম আত্মা’ বলিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছ । ৭

কর্মসাধন সমস্ত করণবর্গের অনুগ্রাহক বা সামর্থ্যোদ্দীপক আদিত্যাদি বাহ্য-জ্যোতিঃপদার্থসমূহ যে সময় অন্তর্মিত হয়, সে সময় হৃদয়মধ্যবর্তী জ্যোতিঃ পুরুষ আত্মাই অন্তঃকরণ দ্বারা ঐ সমস্ত করণবর্গের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকে ; এ কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে । আর যে সময়ে আদিত্য প্রভৃতি জ্যোতিঃপদার্থ বর্তমান থাকে, সে সময়ও, আদিত্যাদি জ্যোতিঃপদার্থসমূহ যখন পরার্থ—পরকে

গ্রাহ বিষয় উপস্থাপিত না করিলে, বুদ্ধি ভোগ সম্পাদনে সমর্থ হয় না ; হৃদয়ং সে মনের সাহায্য চাহে ; ইন্দ্রিয়গণ বাহির হইতে বিষয় আনিয়া না দিলে মনও কিছু করিতে পারে না ; কাজেই মনকে ইন্দ্রিয়াপেক্ষিত বলিতে হয় ; ইন্দ্রিয়গণও দেহের আশ্রয় না লইয়া কিছু করিতে পারে না ; এই জন্ত ইন্দ্রিয়গণ দেহসাপেক্ষ ; এইরূপে সাক্ষাৎ-পরম্পরাক্রমে আত্মচৈতন্যের বুদ্ধি প্রভৃতিতে যথাসম্ভব অধ্যাস হইয়া থাকে ।

প্রকাশ করাই তাহাদের প্রধান প্রয়োজন, তখন দেহেন্দ্রিয়সংঘাতের চৈতন্য না থাকায় কোন স্বার্থই লাভিত হইতে পারে না ; সুতরাং স্বয়ংজ্যোতিঃপদার্থ আত্মার অনুগ্রহ লাভ না করিলে অচেতন দেহেন্দ্রিয়সংঘাত কোন ব্যবহার সম্পাদনেই সমর্থ হইতে পারে না ; কেন না, 'এই যে, বুদ্ধি ও মন, ইহারই জ্ঞান-লাভন' ইত্যাদি শ্রুত্যন্তর হইতে জানা যায় যে, জগতে যে কোন প্রকার ব্যবহার হয়, আত্মজ্যোতির অনুগ্রহই তাহার মূল । ব্যবহারমাত্রই অভিমান-সহকৃত ; সেই অভিমানের হেতু যে, কি, তাহা মরকতমণির দৃষ্টান্ত দ্বারা পূর্বেই প্রমাণ করা হইয়াছে । ৮

যদিও আত্ম-জ্যোতির প্রভাবেই সমস্ত লোকব্যবহার নিষ্পন্ন হয় বটে, তথাপি আত্ম-জ্যোতিঃ কোন ইন্দ্রিয়ের বিষয় নয় এবং তৎকালে দেহাশ্রিত বাহ্য ও আন্তর করণবর্গের বিভিন্নপ্রকার ব্যবহারে ব্যাকুল থাকায়, মুক্তানামক ভূণ হইতে তাহার জীবীকাকে (গর্ভপত্রটিকে) যেমন পৃথক্ করিয়া দেখান যায়, আত্মজ্যোতিকে ঠিক সেক্রপভাবে পৃথক্ করিয়া প্রদর্শন করা সম্ভব হয় না ; এই কারণে স্বপ্নাবস্থায় (ইন্দ্রিয়গণ বিরতব্যাপার থাকায়) পৃথক্ভাবে আত্মজ্যোতিঃ প্রদর্শন করিবার উদ্দেশ্যে উপক্রম করিতেছেন—'সেই পুরুষ সমানভাবে থাকিয়াই উভয়লোকে সঞ্চরণ করিয়া থাকে' । [ইহার অর্থ এই যে,] যে পুরুষ নিজে জ্যোতিঃস্বরূপ, সেই পুরুষ সমান অর্থাৎ সদৃশ হইয়া—কাহার সদৃশ হইয়া ? না, হৃদয়ের প্রসঙ্গ থাকায় এবং নিকটে হৃদয়-শব্দ থাকায় বুঝিতে হইবে যে, হৃদয়ের সদৃশ হইয়া উভয় লোকে সঞ্চরণ করে । এখানে সন্নিহিত ও প্রস্তাবিত 'হৃদয়' অর্থ বুদ্ধি । ৯

ভাল, জিজ্ঞাসা করি, এখানে সাদৃশ্যটি কিরূপ ? [উত্তর—] অশ্ব ও মহিষকে যেরূপ পৃথক্ করিয়া জানা যায়, বুদ্ধি ও পুরুষকে সেক্রপ পৃথক্ করিয়া জানিতে না পারা । দেখ, বুদ্ধি হইতেছে প্রকাশ, আর আত্মা হইতেছে আলোকের দ্বারা তাহার প্রকাশক ; প্রকাশ ও প্রকাশকের যে, পার্থক্যপ্রতীতি 'না' হওয়া, তাহা স্প্রসিদ্ধ । আলোক পদার্থটি স্বভাবতই বিত্ত্ব বা উজ্জল ; এই কারণে সে তদীয় প্রকাশ্য বস্তুটির সহিত সমানরূপ ধারণ করিয়া থাকে । যেমন, আলোক যখন রক্তবর্ণ বস্তু প্রকাশ করিতে থাকে, তখন সেই রক্তাকার প্রকাশ্য বস্তুর সদৃশ—রক্তাকার ধারণ করে ; এবং যেমন, সবুজ, নীল ও লোহিত বস্তু প্রকাশ করিতে যাইয়া সেই সেই বস্তুর সমানাকার প্রাপ্ত হয়, তেমনি আত্মাও বুদ্ধিকে প্রকাশ করিতে যাইয়া বুদ্ধিদ্বারা আবার সমস্ত শরীরকেও প্রকাশ করিয়া থাকে ; পূর্বে মরকত মণির দৃষ্টান্ত দ্বারাই ইহা প্রতিপাদন করা হইয়াছে । আত্মা এইরূপে প্রথমে

বুদ্ধির তুল্যাকার প্রাপ্ত হয়, পরে সেই বুদ্ধির সহযোগে অপর সমস্ত বস্তুর সহিতও সমানাকার ধারণ করিয়া থাকে ; এই কারণেই শ্রুতি তাহাকে ‘সর্বময়’ বলিয়া নির্দেশ করিবেন । ১০

এই কারণেই মুক্তা হইতে যে রূপ দ্বৈতীক (গৰ্ভপত্র) পৃথক্ করিয়া প্রদর্শন করা যায়, আত্মজ্যোতিকে সেরূপ সৰ্বপদার্থ হইতে পৃথক্ করিয়া তাহার নিজস্ব জ্যোতিঃস্বরূপে প্রদর্শন করিতে পারা যায় না ; এইজন্য সকল লোকে নামরূপগত সমস্ত ব্যাপার (ক্রিয়া প্রভৃতি) তাহাতে আরোপ করিয়া এবং জ্যোতির ধর্মকেও নামরূপে আরোপ করিয়া, শেষে সাক্ষাৎ নাম ও রূপকেও আত্মজ্যোতিতে অধ্যারোপ করিয়া বারংবার মোহ প্রাপ্ত হয়—এটা আত্মা, ওটা আত্মা নয় ; এ সমস্ত আত্মার ধর্ম, না—এ সমস্ত তাহার ধর্ম নয় ; কর্তা, অকর্তা ; শুদ্ধ, অশুদ্ধ ; বদ্ধ, মুক্ত ; স্থিত, গত, আগত ; অস্তি (আছে), নাস্তি (নাই) ইত্যাদি বাক্যে নিজ নিজ ব্যামোহ বিবৃত করিয়া থাকে ; এই জন্যই বলা হইতেছে যে, আত্মা সমান হইয়া—বুদ্ধিসাদৃশ্য প্রাপ্ত হইয়া উপস্থিত দেহেন্দ্রিয়াদিময় সংঘাতের পরিত্যাগ ও শরীরাস্তরের গ্রহণাদি ব্যাপার-পরম্পরাক্রমে উভয় লোকে—বর্তমান ও ভবিষ্যৎ-লোকে অর্থাৎ ইহলোক ও পরলোকে গমনাগমন করিয়া থাকে । আত্মার যে, উভয় লোকে সঞ্চরণ, বুদ্ধিসাদৃশ্য-প্রাপ্তিই তাহার কারণ, কিন্তু উহা তাহার স্বাভাবিক ধর্ম নহে । ১১

ফলতঃ নামরূপাত্মক উপাধির সহিত তাহার যে, ভ্রান্তিজনিত সাম্যপ্রাপ্তি, তাহাই যে, সঞ্চরণের হেতু, কিন্তু স্বভাব নহে, ইহাই ‘সমানঃ সন্ উভৌ লোকৌ অনুসঞ্চরতি’ কথার ব্যাক্ত করা হইতেছে । তাহার ঐরূপ সঞ্চরণ যে, অনুভবসিদ্ধ, এখন তাহা প্রদর্শন করিতেছেন—যেহেতু আত্মা যেন ধ্যানই করে অর্থাৎ যেন ধ্যান-ব্যাপারই করিতেছে—চিন্তাই করিতেছে ; বুঝিতে হইবে যে, প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধিই ধ্যানাত্মক ক্রিয়া করে, আত্মা বুদ্ধিপ্রতিফলিত স্বীয় চৈতন্য দ্বারা তাহাকে প্রকাশ করিতে যাইয়া নিজেও তৎ-সাক্ষ্য প্রাপ্ত হইয়া—যেন ‘ধ্যানই করিতেছে’ বলিয়া প্রতীত হয় ; পূর্বকথিত আলোকই ইহার দৃষ্টান্ত ; এই কারণেই লোকের ভ্রান্তি হইয়া থাকে যে, আত্মা যেন চিন্তা করিতেছে ; বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু আত্মা কখনও ধ্যান বা চিন্তা করে না । এইরূপ মনে হয় যে, আত্মা যেন খুব চলিতেছে অর্থাৎ স্পন্দিত হইতেছে । উক্ত বুদ্ধি ও করচরণাদি যখন স্পন্দমান হইতে থাকে, তখন আত্মা সে সমুদয়কে প্রকাশ করিতে যাইয়া তাহাদের সাদৃশ্য লাভ করে ; এইজন্যই, যেন স্পন্দিত হইতেছে বলিয়া মনে হয়, কিন্তু

প্রকৃত পক্ষে স্পন্দন বা প্রচলিত হওয়া সেই আত্মজ্যোতির ধর্ম বা স্বভাব নহে । ১২

ভাল, ইহা কিরূপে অবগত হইলে যে, আত্মার বুদ্ধ্যাদি-সাম্যজনিত ভ্রান্তিই তাহার উভয় লোকে সঞ্চারণের হেতু, কিন্তু উহা তাহার স্বাভাবিক নহে? এই বিষয়টী বুঝাইবার নিমিত্ত বলিতেছেন যে, যেহেতু সেই আত্মা স্বপ্ন হইয়া বুদ্ধিসাম্যপ্রাপ্ত হওয়ার সেই বুদ্ধি যেরূপ হয়, অর্থাৎ বুদ্ধি যে যে আকারে আকারিত হয়, এই পুরুষও যেন সেই সেই আকারেই আকারিত হয় । অতএব বুদ্ধিতে হইবে যে, এই বুদ্ধির যে সময় স্বপ্ন হয় অর্থাৎ স্বপ্নাবস্থা হয়, সে সময় ঐ পুরুষও স্বপ্নাবস্থা প্রাপ্ত হয়; বুদ্ধি যখন জাগরিত হইতে ইচ্ছা করে, তখন এই পুরুষও তাহাই করে; এই কারণে বলিতেছেন—স্বপ্ন হইয়া—যেহেতু বুদ্ধিগত স্বপ্নবৃত্তি প্রকাশ করিতে করিতে স্বপ্নবৃত্তির আকারে আকারিত হইয়া লৌকিক ও শাস্ত্রীয় দেহে-দ্রিয়সজ্জাতময় জাগ্রদ্যবহার অতিক্রম করিয়া স্বীয় আত্মজ্যোতির সাহায্যে স্বপ্নময় বুদ্ধিবৃত্তিকে প্রকাশ করত অবস্থান করে, সেই হেতু এই পুরুষ স্বভাবতই স্বপ্রকাশ, এবং প্রকৃতপক্ষে কর্তৃত্ব, ক্রিয়া, কারক ও ফলের সহিত সম্বন্ধশূন্য বিত্ত্ব; কেবল বুদ্ধিসাদৃশ্যই পুরুষের উভয় লোকে সঞ্চারণ-ভ্রান্তি সমুৎপাদন করিয়া থাকে । শ্রুতির ‘মৃত্যুরূপাণি’ অর্থ—মৃত্যু অর্থ কন্ম ও অবিদ্যা প্রভৃতি; মৃত্যুর অন্য কোনও স্বাভাবিক রূপ নাই; কার্য্যকরণ-সমুদয়ই তাহার আশ্রয়; অতএব ঐ পুরুষ স্বপ্ন-সময়ে ক্রিয়া ও তৎফলাশ্রয় ঐ সমস্ত মৃত্যুরূপ অতিক্রম করিয়া থাকে । ১৩

[এখন বিজ্ঞানবাদী বোদ্ধের আপত্তি হইতেছে যে,] ভাল, বুদ্ধির অনুরূপ অপর কোন পদার্থই ত নাই, যাহাকে বুদ্ধি-প্রকাশক আত্মজ্যোতি বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে? কারণ, যেমন এক বুদ্ধির সময় তদতিরিক্ত দ্বিতীয় বুদ্ধির অতিরিক্ত তাদৃশ অপর পদার্থও প্রত্যক্ষ বা অনুমান দ্বারা জানিতে পারা যায় না । আর যে, প্রকাশ্য ঘটাদি, ও তৎপ্রকাশক আলোক স্বরূপতঃ বিভিন্ন পদার্থ হইলেও পার্থক্য-প্রতীতি না হওয়ার দরুণ, প্রকাশ্য ও প্রকাশকের সাদৃশ্য প্রাপ্তি হইয়া থাকে, সেখানে হয় হউক, [কোন আপত্তি নাই]; কারণ, সেখানে ঘটাদি হইতে আলোকের পার্থক্য প্রতীতিসিদ্ধ; সুতরাং পরস্পর সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পদার্থ-দ্বয়েরই সাদৃশ্য হইতে পারে; কিন্তু এখানে ত আমরা সেরূপ ঘটাদির অবভাসক আলোকের দ্বারা বুদ্ধির প্রকাশক অপর কোনও জ্যোতিঃপদার্থ প্রত্যক্ষ বা অনুমান দ্বারা উপলব্ধি করিতেছি না; পরন্তু চৈতন্যাবভাসকরূপে বুদ্ধিরই স্বাকার (চৈতন্য-কার) ও বিষয়াকার দ্বিবিধ বৃত্তি দেখিতে পাইতেছি । অতএব অনুমান কিংবা

প্রত্যক্ষ দ্বারা যে, বুদ্ধির অবভাসক অতিরিক্ত কোনও জ্যোতির অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিতে পারা যায় না, একথা সত্য নহে । ১৪

আর দৃষ্টান্তচ্ছলে যে, তোমরা বলিয়াছ—প্রকাশ-প্রকাশকভাবাপন্ন স্বরূপতঃ বিভিন্ন ঘটাদি ও আলোক যখন সংযুক্ত হয়, তখনই তাহাদের মধ্যে সাদৃশ্য সজ্জটত হইয়া থাকে । বুঝিতে হইবে, সেখানেও আমরা যাহা বলিয়াছি, তাহা কেবল অভ্যুপগম মাত্র (১) ; বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু অবভাস্ত ঘটাদি ও তদবভাসক আলোক পরস্পর ভিন্ন দুইটি স্বতন্ত্র পদার্থ নহে ; ঘটাদি পদার্থগুলিই প্রকাশাত্মক আলোকময় ; [প্রত্যেক ক্ষণেই] স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ঘটাদি পদার্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে, [আবার পরক্ষণেই তাহাদের বিনাশ হইয়া যায়] । একমাত্র বিজ্ঞানই আলোকসম্বিত ঘটাদি বিষয়াকারে প্রকাশ পাইতে থাকে । ইহাই যখন সিদ্ধান্ত, তখন আর বিজ্ঞানাতিরিক্ত কোন প্রকার বাহ্য দৃষ্টান্তও সম্ভব হয় না ; কেন না, দৃশ্যমান সমস্ত পদার্থই একমাত্র বিজ্ঞানাত্মক বা বুদ্ধিবিজ্ঞানের পরিণতি ; অতএব একই বিজ্ঞানের গ্রাহ-গ্রাহকভাবরূপ মল পরিকল্পনা, তাহারই আবার পরিশুদ্ধি (নির্দিষদ্ব) কল্পনা করা হইয়া থাকে । কেহ কেহ বলেন, সেই বিজ্ঞানই গ্রাহ-গ্রাহকভাব হইতে নিম্নুক্তির পর স্বচ্ছতা প্রাপ্ত হইয়া ক্ষণিকরূপে—প্রতিক্ষণে উৎপত্তি-ধ্বংসশীল হইয়া অবস্থান করিতে থাকে ; কেহ কেহ আবার ক্ষণিক বিজ্ঞানেরও প্রশমন ইচ্ছা করিয়া থাকেন, অর্থাৎ অপর সম্প্রদায় (মাধ্যমিক বৌদ্ধগণ) বলিয়া থাকেন যে, অবিজ্ঞাত্মক সেই বিজ্ঞানও গ্রাহ-গ্রাহকভাবরহিত হইয়া বাহ্য-বস্তুর দ্বারা শূন্যে পর্যাবসিত হয়, তাহার আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না (২) ॥ ১৫

(১) তাৎপৰ্য্য—অভ্যুপগমবাদ অর্থ—যাহা নিজের অভিমত নয়, এরূপ পরকীয় সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়া লওয়া । দর্শনশাস্ত্রে এরূপ অভ্যুপগমবাদের যথেষ্ট ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় । অভ্যুপগমবাদদ্বারা পরের কথা স্বীকার করিলেও তাহা স্বসম্মত বলিয়া ধর্তব্য নহে ; হুতরাং সাদৃশ্য সজ্জটনের কথায় এখন আপত্তি করা দোষাবহ হয় নাই ।

(২) তাৎপৰ্য্য—বৌদ্ধমত অনেক ভাগে বিভক্ত ; তন্মধ্যে এখানে বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধের আপত্তি প্রথমে উত্থাপন করা হইয়াছে । পরে মাধ্যমিক সম্প্রদায়ের কথাও বলা হইয়াছে । বিজ্ঞানবাদীরা বলেন—বাহিরে দৃশ্যমান কোন পদার্থই সত্য নহে ; আন্তর বুদ্ধিবিজ্ঞানই একমাত্র সত্য ; সেই বুদ্ধিবিজ্ঞানই অবিজ্ঞাবশতঃ বাহিরে পৃথক বস্তু বলিয়া প্রতিভাত হইয়া থাকে ; কিন্তু বিজ্ঞান ও বিষয়ের মধ্যে কিছুমাত্র তেজ নাই ; তথাপি অবিজ্ঞাপ্রভাবে গ্রাহক বিজ্ঞান ও তাহার গ্রাহ বিষয়ের মধ্যে একটা পার্থক্য বোধ হইয়া থাকে । এই বাহ্য বিষয়াকারও পরিণামে শূন্যাকারে পর্যাবসিত হইয়া যায় ; শূন্যই আত্মার যথার্থ তত্ত্ব ।

[এখন প্রতিপক্ষের আপত্তির উত্তরে ভাষ্যকার বলিতেছেন—] উপরে যে সমস্ত করুণা-কৌশল প্রদর্শিত হইল, সে সমস্তই বুদ্ধি-প্রকাশের অতিরিক্ত আত্ম-জ্যোতির অপলাপ করে বলিয়া, নিশ্চয়ই বেদবিহিত এই মোক্ষমার্গের প্রতিকূল। তন্মধ্যে যাহারা বাহ্য পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করে, এখন প্রথমে তাহাদের মতবাদ নিরাস করা হইতেছে—ঘটাদি পদার্থগুলি যখন অন্ধকারে অবস্থিতি করে, তখন আপনাকে প্রকাশ করিতে পারে না; পরন্তু দীপাদি আলোক-সংযোগেই সেই ঘটাদি প্রকাশ পাইয়া থাকে। সর্বত্রই যখন এই নিয়ম দেখা যায়, তখন ঘটাদি পদার্থকে নিশ্চয়ই স্বপ্রকাশ বলা যাইতে পারে না; অতএব আলোক ও ঘট সংশ্লিষ্ট বা সন্মিলিত অবস্থায়ও পরস্পর পৃথক পদার্থই বটে। বিশেষতঃ যখনই আলোকের সহিত ঘটের সংযোগ ঘটে, তখনই বস্তু ও ঘটের যেরূপ পার্থক্য, সেইরূপ উহাদেরও পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়; [কিন্তু অভিন্ন হইলে কখনই একরূপ হইত না]। আলোক যখন ঘট হইতে পৃথক্ বস্তু, তখন উহার পৃথক্ পদার্থাবভাসকত্বও সিদ্ধ হইল; বিশেষতঃ নিজে ত নিজকে কখনই প্রকাশ করিতে পারে না; [তাহা হইলে কর্মকর্ত্তবিরোধ উপস্থিত হয়]। ১৬

ভাল, দেখা যায়—প্রদীপ ত আপনাকেও প্রকাশ করিয়া থাকে;—ঘটাদি দর্শনের জন্ত যেমন আলোকের আবশ্যক হয়, প্রদীপ-দর্শনের জন্ত ত সে রূপ কেহ কখনও অজ্ঞ আলোকের অপেক্ষা করে না; অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রদীপ নিজেকেও প্রকাশ করিয়া থাকে। না—একথাও হইতে পারে না; কারণ, ইহাতেও প্রদীপের অবভাস্ত্বাংশের কোন ব্যাঘাত ঘটিতেছে না,—প্রদীপ যদিও প্রকাশস্বভাব বলিয়া অজ্ঞের অবভাসক হউক, তথাপি ঘটাদির জ্ঞান প্রদীপও যে, অতিরিক্ত চৈতন্যাবভাস, এ অংশে কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য নাই। এইরূপই যখন ব্যবস্থা, তখন আলোকেরও ব্যতিরিক্তাবভাস্ত্ব স্বীকার্য। ভাল কথা, ঘটাদি পদার্থ-গুলি যদিও চৈতন্য-প্রকাশ হউক, তথাপি তাহারা অতিরিক্ত আলোকের অপেক্ষা করে, কিন্তু দীপ তাহা করে না; সুতরাং প্রদীপ বস্তুটি চৈতন্য-প্রকাশ হইলেও, সে যে আপনাকে ও ঘটাদি অপর বস্তুকে প্রকাশ করিয়া থাকে, [ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে]। ১৭

না—একথাও হইতে পারে না; কারণ, এস্থলে স্বতঃ বা পরতঃ প্রকাশ স্বীকার করিলেও কোন বিশেষ নাই—ঘট যেমন চৈতন্য-প্রকাশ, তেমনি আলোকও যে, চৈতন্য-প্রকাশ, এই অংশ সমানই রহিল; [সুতরাং প্রদীপ নিজেকে প্রকাশ করে, বলিলেও তাহার চৈতন্য-প্রকাশত্ব ব্যাহত হয় না]।

আর প্রদীপ যে, আপনাকে ও ঘটকে প্রকাশ করিয়া থাকে—বলা হইয়াছে, তাহাও উত্তম কথা নহে; কারণ? সে যদি আপনাকেও প্রকাশ করিত, [বল দেখি,] তাহা হইলে প্রদীপ যে সময়ে আপনাকে প্রকাশ না করে, সে সময় তাহার কিরূপ রূপ থাকিতে পারে?—সে সময় [যে সময় আপনাকে প্রকাশ না করে, সে সময়] তাহাতে স্বতঃ কিংবা পরতঃ কিছুমাত্র বিশেষ বা বৈলক্ষণ্য দেখিতে পাওয়া যায় না; তাহার কারণ এই যে, সেই পদার্থই অবভাস্ত বা প্রকাশ হইয়া থাকে, প্রকাশক পদার্থের সন্নিধানে ও অসন্নিধানে যাহার কোনপ্রকার পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়, অপচ প্রদীপের পক্ষে সেই প্রদীপেরই সান্নিধ্য বা অসান্নিধ্য কখনই কল্পনা করা যাইতে পারে না। যখন প্রদীপের স্বরূপগত কিছুমাত্র বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায় না, তখন তুমি যে, বলিতেছ—‘প্রদীপ আপনাকে প্রকাশ করে’, একথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। ১৮

বিশেষতঃ ঘটাদি পদার্থসমূহ যেরূপ চৈতন্য দ্বারা প্রকাশিত হয়, বুদ্ধি-বিজ্ঞানও ঠিক সেইরূপই চৈতন্য দ্বারা প্রকাশিত হয়, উভয়ের মধ্যে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই; সুতরাং একই বুদ্ধি-বিজ্ঞানের গ্রাহ-গ্রাহকভাব প্রমাণ করিবার উদ্দেশ্যে যে, প্রদীপের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে, প্রকৃত পক্ষে তাহা ত দৃষ্টান্তই নহে; অতএব অন্যান্য পদার্থের স্থায় বুদ্ধি-বিজ্ঞানেরও চৈতন্যভাস্ত্বতুল্য। বুদ্ধি-বিজ্ঞান যদি চৈতন্যদ্বারাই প্রকাশিত হয়, তাহা হইলেও, [জিজ্ঞাসা করি—] গ্রাহ-বিজ্ঞানই চৈতন্যগ্রাহ? কিংবা গ্রাহক বিজ্ঞান?—ইত্যাদি সংশয়স্থলে, ব্যবহার-সিদ্ধ নিয়মেরই অনুসরণ করিতে হইবে, কিন্তু ব্যবহার-বিরুদ্ধ কল্পনা করা কখনই সম্ভব হইবে না; তাহা হইলে, বাহ্য প্রদীপাদি পদার্থকে যেরূপ তদতিরিক্ত অপর পদার্থ (চৈতন্য) দ্বারা প্রকাশিত হইতে দেখা গিয়াছে, তদ্রূপ বিজ্ঞান যখন চৈতন্যগ্রাহই বটে, তখন তাহা প্রকাশ-স্বভাব সম্পন্ন হইলেও, প্রদীপের স্থায় সেই বিজ্ঞানেরও চৈতন্য-গ্রাহত্ব কল্পনা করাই যুক্তিযুক্ত; কিন্তু অনন্ত-গ্রাহতা (স্বপ্রকাশকতা) কল্পনা করা কখনই যুক্তিসম্মত হয় না (১)। বিজ্ঞান

(১) ভাৎপর্য্য—ঘটাদি বাহ্যবস্ত্রমাত্রই বুদ্ধিগ্রাহ; বুদ্ধি ও ঘটাদি পদার্থ এক নহে—স্বতন্ত্র; ইহা হইতে এইরূপ একটা নিয়ম নির্ধারণ করা যাইতে পারে যে, যতকিছু গ্রাহ পদার্থ আছে, সে সমুদয়ই অতিরিক্ত পদার্থদ্বারা গৃহীত বা প্রকাশিত হয়; আন্তর বুদ্ধি-বিজ্ঞানও অন্তস্তবের বিষয়ীভূত হইয়া থাকে; সুতরাং তাহাও গ্রাহ-শ্রেণীভুক্ত; অতএব তাহাও নিশ্চয়ই বিজ্ঞানাতিরিক্ত কোনও পদার্থের প্রকাশ হইবে; বাহ্য সেই বুদ্ধিবিজ্ঞানের প্রকাশক, তাহাই চৈতন্য জ্যোতিঃ—আত্মা। ইহা দ্বারা—বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ যে, বুদ্ধি-

যেমন গ্রাহ্য ঘটাদি হইতে স্বতন্ত্র, তদ্রূপ স্বয়ং বিজ্ঞানও তদতিরিক্ত যাহার সাহায্যে গৃহীত হয়, তাহাই বিজ্ঞানের অতিরিক্ত আত্মস্বরূপ জ্যোতিঃ । ভাল কথা, [ঘটাদি-গ্রাহক বুদ্ধিবিজ্ঞানও যদি তদতিরিক্ত চৈতন্য-গ্রাহ্য হয়,] তাহা হইলে ত অনবস্থা দোষ উপস্থিত হয় ? না, সে দোষ এখানে হয় না ; কেন না ; আমরা যুক্তি অনুসারে, বুদ্ধি-বিজ্ঞানের গ্রাহ্যতাকেই কেবল তদগ্রাহক অতিরিক্ত বস্তু-সত্তার (চৈতন্যসত্তার) অনুমাপক হেতুরূপে উল্লেখ করিয়াছি মাত্র, প্রকৃত-পক্ষে কিন্তু, তাহা যে, কেবলই গ্রাহক, কিংবা তাহারও অপর কোন গ্রাহক থাকিতে পারে, এ বিষয়ে কখনও কোন প্রকার হেতুর উদ্ভাবনা করা হয় নাই ; কাজেই সে সম্বন্ধে অনবস্থা দোষ আসিতে পারে না (১) । ১৯

এখন আপত্তি হইতে পারে যে, বিজ্ঞান যদি তদতিরিক্ত চৈতন্য দ্বারাই গৃহীত হয়, তাহা হইলে, তৎপ্রকাশনের জন্তও আবার অপর কোনও করণ বা সহায়ের আবশ্যক হইতে পারে ; অপর কোন করণের অপেক্ষা থাকিলেই, পুনশ্চ সেই অনবস্থা দোষেরই সম্ভাবনা হইয়া পড়ে । না—এ পক্ষে অনবস্থা দোষ হয় না ; কারণ ? যেহেতু একরূপ কোন নিয়ম নাই—অর্থাৎ একরূপ কোনও অব্যভিচারী নিয়ম নাই যে, যেখানেই এক বস্তু অপর বস্তু দ্বারা গৃহীত বা প্রকাশিত হয়, সেখানেই গ্রাহ্য ও গ্রাহকের অতিরিক্ত কোন করণ থাকিবেই থাকিবে ; বিশেষতঃ ওরূপ অব্যভিচারী নিয়ম করাও সম্ভবপর হয় না ; কারণ, বস্তু-স্বভাব বিচিত্রাকার, একরূপ নহে । কি প্রকার ? দেখ, ঘট একটা বস্তু, সে আপনার অতিরিক্ত আত্মা (জীব) দ্বারা প্রকাশিত হয় ; সে স্থলে গ্রাহ্য ঘট ও তদগ্রাহক আত্মা, এতদ্ব্যতিরিক্ত প্রদীপাদি আলোক হয়—তাহার করণ (দর্শনের উপায়) ;

বিজ্ঞানের স্বপ্রকাশক স্বীকার করিয়া আপত্তি উত্থাপন করিয়া আত্মচৈতন্য জ্যোতির অসম্ভাবের আশঙ্কা করিয়াছিল, তাহা খণ্ডিত হইল ।

(১) তাৎপর্য—ঘটাদি বাহ্য পদার্থের প্রকাশক বুদ্ধিবিজ্ঞানও যদি তদতিরিক্ত আত্ম-চৈতন্য দ্বারা প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে, আত্ম-চৈতন্য-প্রকাশের জন্তও আবার অপর জ্যোতির সম্ভাব কল্পনা করা আবশ্যক হয় ; এইরূপে তাহার প্রকাশক, তাহার প্রকাশক—ইত্যাকার অনবস্থাদোষ আসিতে পারে । তদ্বত্তরে ভাস্কর্য্যকার বলিতেছেন যে, আমরা যুক্তি ও দৃষ্টান্ত-বলে, তদগ্রাহক বা বুদ্ধি-প্রকাশক ও বুদ্ধি যে, এক পদার্থ নহে, ইহা প্রতিপাদনের নিমিত্তই বুদ্ধিবিজ্ঞানের গ্রাহ্যতাকে হেতুরূপে উল্লেখ করিয়াছি ; কিন্তু সেখানে আমরা এমন কোনও কথাই বলি নাই যে, চৈতন্য জ্যোতিটী কেবলই প্রকাশক, অথবা তাহারও গ্রাহক অপর পদার্থ আছে—ইত্যাদি ; কাজেই ঐ কথায় পূর্বোক্ত অনবস্থা দোষ ঘটিতে পারে না ।

প্রদীপাদি আলোক ত কখনই ঘটের অংশও নয়, কিংবা চকুরও অংশ নয় ; সেই প্রদীপও আবার ঘটাদিরই মত চকুগ্রাহ্য ; কিন্তু চকুঃ প্রদীপপ্রকাশনের অল্প আলোকস্থলবর্তী প্রদীপাতিরিক্ত অপর কোনও বাহ্য করণ বা সহায়ের অপেক্ষা করে না ; অতএব কখনই এরূপ নিরূপ করা বাইতে পারে না যে, যেখানে যেখানে কোন বস্তু অতিরিক্ত পদার্থের গ্রাহ্য হইবে, সেই সেই স্থলে নিশ্চয়ই একটি অতিরিক্ত করণ থাকিবেই থাকিবে । অতএব বিজ্ঞান স্বতন্ত্র গ্রাহকের গ্রাহ্য হইলেও, সে স্থলে করণাপেক্ষায় কিংবা অতিরিক্ত গ্রাহ্যাপেক্ষায় অনবস্থা-দোষের সম্ভাবনা করিতে পারা যায় না ; সুতরাং বুদ্ধিবিজ্ঞানের অতিরিক্ত আত্মজ্যোতির অস্তিত্বই প্রমাণিত হইল । ২০

[অতঃপর বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ আপত্তি উত্থাপন করিয়া বলিতেছেন—]
ভাল, বিজ্ঞানের অতিরিক্ত ঘট বা প্রদীপাদি নামে ত কোন পদার্থই নাই, অর্থাৎ বাহিরে ঘট বা প্রদীপাদি বলিয়া যে সমস্ত পদার্থ অনুভূত হয়, সে সমুদয় বুদ্ধিবিজ্ঞানের অতিরিক্ত নহে ; বুদ্ধিবিজ্ঞানই বাহ্যবস্তুরূপে প্রতিভাত হয় মাত্র । জগতে দেখিতে পাওয়া যায়—বাহ্যর অভাবে বাহ্যর প্রতীতি হয় না, তাহা তৎ-স্বরূপই বটে ; যেমন স্বপ্নজ্ঞান-দৃশ্য ঘট-পটাদি পদার্থ । স্বপ্নদৃশ্য ঘট ও প্রদীপাদি পদার্থগুলি যেমন কেবলই তৎকালীন বিজ্ঞানের পরিণাম, স্বপ্নবিজ্ঞানের অতিরিক্ত উহাদের সম্ভাপ্রতীতি হয় না, তেমনি জাগরণসময়েও ঘট ও প্রদীপাদি যে সমস্ত বস্তু প্রত্যক্ষতঃ দৃষ্ট হয়, জাগ্রৎ-বিজ্ঞান ব্যতীত অর্থাৎ বুদ্ধিবিজ্ঞান পরিত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্রভাবে ঐ সমস্ত বস্তুর প্রতীতি হয় না বলিয়া, উহারাও জাগ্রৎ-বিজ্ঞান-স্বরূপই বটে, তদতিরিক্ত নহে ; অতএব বহির্দৃশ্য ঘট ও প্রদীপাদি বলিয়া কোন পদার্থই সত্য নহে ; একমাত্র বিজ্ঞানই (বুদ্ধিবৃত্তিই) সর্বময় । এই বৌদ্ধ সিদ্ধান্তের উপর যে, বলা হইয়াছে—ঘটাদির দ্বারা বিজ্ঞানও যখন স্বতন্ত্র-প্রকাশ, অর্থাৎ ঘটাদি যেমন প্রদীপাদি অল্প বস্তু দ্বারা প্রকাশিত হয়, তেমনি বিজ্ঞানও অপর পদার্থের প্রকাশ হইবে ; সুতরাং বিজ্ঞানকে প্রকাশ করিবার নিমিত্ত তদতিরিক্ত অল্প একটি জ্যোতির অস্তিত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । না, একথাও যুক্তিসহ নহে ; কারণ, সমস্তই যদি বিজ্ঞানাত্মক হয়—তদতিরিক্ত কোন বস্তুই না থাকে, তাহা হইলে বিজ্ঞানের পর-প্রকাশ্য বিষয়ে দৃষ্টান্ত কোথায় ? । ২১

[এতদন্তরে ভাষ্যকার বলিতেছেন—] না—তোমার একথা সঙ্গত হয় না ; কারণ, তুমি ত একেবারেই বাহ্য পদার্থ অস্বীকার করিতেছ না ; হাঁ, আমি ত একেবারেই বাহ্য পদার্থের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতেছি ; না—তুমি সে কথা

বলিতে পার না ; কেন না, বিজ্ঞান, ঘট ও প্রদীপ ইত্যাদি শব্দ ও অর্থভেদের জন্য যতটুকু আবশ্যক, অস্তুতঃ তোমাকে ততটুকুও বিজ্ঞানাতিরিক্ত বাহ্য পদার্থ স্বীকার করিতেই হইবে । যদি বিজ্ঞানাতিরিক্ত বস্তুই না থাকে, তাহা হইলে বিজ্ঞান, ঘট ও পট—ইত্যাদি শব্দগুলি পর্যায় (একার্থক) শব্দमध्ये পরিগণিত হইয়া পড়ে । এইরূপ, ফল ও ফলসাধন এক হইলে (বিজ্ঞানাত্মক হইলে) তোমাদের সাধ্য (ফল) ও সাধনের বিভাগ-প্রদর্শক শাস্ত্রগুলিও নিরর্থক হইয়া পড়ে; অথবা ঐ সমস্ত শাস্ত্রকর্তাদিগের অজ্ঞতাও সম্ভাবিত হয় ; [অতএব বিজ্ঞানাতিরিক্ত বস্তু নাই, একথা বলিতে পার না] । ২২

আরো এক কথা, বিজ্ঞানের অতিরিক্ত বাদি-প্রতিবাদীর বাদ (আলোচনা-বিশেষ) ও তাহার দোষ প্রদর্শনের ব্যবস্থা স্বীকার করাতেও [বিজ্ঞানকে আত্মা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে] ; কেন না, শুধু আত্ম-বিজ্ঞানকেই বাদী ও প্রতিবাদী এবং তাহাদের বাদকথা বা দোষ বলিয়া স্বীকার করিতে পারা যায় না ; কারণ, প্রতিবাদী প্রভৃতির পক্ষে তাদৃশ বাদদোষ অপ-নয়ন করিতে হয় ; অথচ কেহই আপনাকে (বিজ্ঞানকে) আপনার প্রত্যাখ্যান-যোগ্য বলিয়া স্বীকার করে না, বা করিতে পারে না ; তাহা হইলে জগতে লোক-ব্যবহারই বিলুপ্ত হইয়া যাইতে পারে । আর এ কথাও কেহ স্বীকার করে না যে, প্রতিবাদী প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গ কেবল নিজেই নিজেকে বাদ-প্রতিবাদরূপে গ্রহণ করিয়া থাকে ; কেন না, যাহারা বাদ-প্রতিবাদে নিযুক্ত থাকে, তাহাদের বাদ-প্রতিবাদ ভাবকে, অপরেও গ্রহণ করিয়া থাকে, ইহা [তোমারও] স্বীকার্য্য ; অতএব জাগ্রৎকালীন বস্তুসমূহ যে, জাগ্রৎবস্তু বলিয়াই, তদতিরিক্ত বস্তুর (বিজ্ঞানের) বিষয়ীভূত হয়, এবিষয়ে দৃষ্টান্তও সুলভ—সহজেই ইহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়—যেমন আপনার বিজ্ঞানপ্রবাহ, এবং যেমন অপরের বিজ্ঞান (১) । অতএব উল্লিখিত বিজ্ঞানবাদীও বুদ্ধিবিজ্ঞানের অতিরিক্ত জ্যোতির অস্তিত্ব প্রত্যাখ্যান করিতে পারে না । ২৩

(১) তাৎপর্য্য—বস্তুমাত্রই অপর বস্তুর বিষয়ীভূত হইয়া থাকে, এই নিয়মানুসারে যদিও জাগ্রৎ-অবস্থায় যে সমস্ত বস্তু দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, সে সমস্তও অপর কোনও বস্তুর প্রকাণ্ড হইতে পারে, কিন্তু জাগ্রৎকালীন কোন বিষয়ই গ্রাহ্য হইতে পারে না, বিজ্ঞানপ্রবাহ বা এক একটা বিজ্ঞানকে ইহার দৃষ্টান্তরূপে ধরিতে পারা যায় । একটা বিজ্ঞানপ্রবাহ যেমন তদতি-রিক্ত বিজ্ঞানের বিষয়ীভূত হইবে, তেমনি এত্বেকটা বিজ্ঞানই অতিরিক্ত বিজ্ঞানের বিষয়ীভূত হইবে । সেই যে অতিরিক্ত বিজ্ঞান, তাহাই আত্মজ্যোতিঃরূপ, তাহা হইতে ভিন্ন নহে ।

যদি বল, স্বপ্নসময়ে বিজ্ঞানাতিরিক্ত বস্তুর অস্তিত্ব না থাকায় উক্ত সিদ্ধান্ত বুদ্ধিযুক্ত হইতে পারে না ; না—সে কথাও বলিতে পার না ; কেন না, যেহেতু অভাব হইতেও ভাব-পদার্থের (তৎকালীন দৃশ্য পদার্থের) বিজ্ঞানাতিরিক্ত বস্তুত্ব সিদ্ধ হইতে পারে । অভিপ্রায় এই যে, স্বপ্নকালীন ঘটাদি-বিজ্ঞানের অর্থাৎ ঘটাদি বস্তুরূপে প্রকাশমান বুদ্ধিবিজ্ঞানের যে, ভাবরূপতা (বস্তুত্ব), তাহা ত তুমিই স্বীকার করিয়াছ । অগ্রে তাহা স্বীকার করিয়া এখন আবার বিজ্ঞানাতিরিক্ত ঘটাদির অসম্ভাব বলিতেছ ; [সুতরাং তোমার কথা স্বোক্তি-বিরুদ্ধ হইতেছে] । বুদ্ধিবিজ্ঞানের বিষয়ীভূত ঘটাদি বিষয়সমূহ যদি অবস্ত—অভাবই হয়, অথবা যদি ভাবস্বরূপই হয়, উভয় পক্ষেই উহাদের ভাবরূপতাই স্বীকার করা হয় ; তাহার বাধক যখন কোন বুদ্ধি প্রমাণ নাই, তখন পূর্বস্বীকৃত ভাবরূপত্ব কিছুতেই বারণ করিতে পার না । এই কথায় সর্বশূন্যত্ববাদও খণ্ডিত হইল ; এবং মীমাংসকেরা যে, বলেন—আত্মা অহমাকারেই গ্রাহ্য হইয়া থাকে ; উহাদের সে কথাও উক্ত বুদ্ধিতেই নিরস্ত হইল । ২৪

আরও যে, বলা হইয়াছে—আলোকসংযোগে নূতন নূতন ঘট উৎপন্ন হইয়া থাকে ; সে কথাও উত্তম কথা নহে ; কারণ, পূর্বদৃষ্ট ঘটাদি বস্তুকে সমগ্রান্তরে দেখিলেও ‘ইহা সেই ঘটই বটে’ এইরূপই প্রত্যভিজ্ঞা হইয়া থাকে ; [কিন্তু প্রতিক্ষেপে নূতন নূতন ঘটের উৎপত্তি ও ধ্বংস স্বীকার করিলে উক্ত প্রকার প্রত্যভিজ্ঞা হইতে পারে না] । যদি বল, ছেদনের পর পুনরুৎপত্তি কেশ নথ প্রভৃতিতে যে রূপ সাদৃশ্যমূলক প্রত্যভিজ্ঞা বা অভেদ প্রতীতি হইয়া থাকে, ঘটাদির প্রত্যভিজ্ঞাও সেইরূপ ; না—সে কথাও বলিতে পার না ; কারণ, কেশ-নখাদিরও ক্ষণিকত্ব অসিদ্ধ, অর্থাৎ কেশ-নখাদিও যে, ক্ষণিক বস্তু, তাহা ত কোন প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত হয় নাই ; সুতরাং সে সমুদয় তোমার ক্ষণিক-বাদের অনুকূল দৃষ্টান্ত হইতে পারে না । পক্ষান্তরে, জাতিগত একত্বই উহাদের প্রত্যভিজ্ঞার কারণ ; অর্থাৎ প্রথমতঃ কেশ-নখাদি ক্ষণিকই নহে, দ্বিতীয়তঃ ছিন্ন কেশ ও উৎপন্ন কেশ উভয়ই যখন একজাতীয়, তখন সেই জাতিগত একত্ব ধরিয়া কেশ-নখাদির প্রত্যভিজ্ঞা-ব্যবহার বিরুদ্ধ হয় না ; সুতরাং তদ্বিষয়ক প্রত্যভিজ্ঞা জ্ঞান নিশ্চয়ই অশ্রান্ত ; কেন না, পূর্বচ্ছিন্ন কেশ-নখাদি উৎপত্তির পর পুনর্ব্যার প্রত্যক্ষগোচর হইলে, উহাদের সম্বন্ধে, ‘ইহা সেই কেশ ও সেই নখই বটে’ এইরূপ যে, প্রত্যভিজ্ঞা জ্ঞান জন্মে,—ঐ সমস্ত কেশ বা নথ তাহার কারণ নহে, [পরন্তু কেশত্ব ও নথত্ব জাতিই তাহার কারণ] । দীর্ঘকাল পরে, পূর্বদৃষ্টান্তরূপ

কেশ-নখাদি দৃষ্টিগোচর হইলে, লোকের এইরূপ প্রতীতি হইয়া থাকে যে, ‘এই কেশ ও নখসমূহ সেই পূৰ্বদৃষ্ট কেশ-নখাদিরই তুল্য’, কিন্তু ‘ইহাৱাই সেই কেশ-নখাদি’ এরূপ প্রতীতি কাহারো কখনও হয় না; অথচ ঘটাদির স্থলে ‘ইহা সেই ঘটাদিই বটে’ এইরূপ অভেদ প্রতীতি (প্রত্যভিজ্ঞা) সমানভাবে সকলেরই হইয়া থাকে; অতএব কেশ-নখাদির দৃষ্টান্ত ঠিক ক্ষণিকবাদের অন্তকূল হইতেছে না । ২৫

অপিচ, প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা বস্তুর অভেদ-প্রত্যভিজ্ঞান সম্ভবে, কখনই তাহার ভেদগ্রাহক অনুমান করা যাইতে পারে না; কারণ, প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ স্থলে অনুমানের অন্ত, যে হেতুর প্রয়োগ করা হয়, বাস্তবিক পক্ষে তাহা নির্দোষ হেতু নহে—উহা হেতুভাস মাত্র। তাহার পর, জ্ঞান নিজে যখন ক্ষণিক, তখন তদ্বিবয়ে সাদৃশ্য প্রতীতিও হইতে পারে না; কারণ, একই বস্তুদর্শী ব্যক্তি যদি ক্ষণান্তরে ততুল্য অপর বস্তু দর্শন করে, তখনই তাহার সাদৃশ্য প্রতীতি হইয়া থাকে; কিন্তু তোমার মতে বিজ্ঞান যখন ক্ষণিক, তখন পূৰ্ববস্তুদর্শী (বিজ্ঞান) ব্যক্তি ত পরক্ষণ পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকিতে পারে না, একবার একটি বস্তু দর্শন করিয়াই ক্ষণিক বিজ্ঞান বিনষ্ট হইয়া যায়; সুতরাং পূৰ্বের সহিত তুলনা করিবে কে? ‘ইদং তেন সদৃশম্’—‘ইহা তাহার সদৃশ’ এইরূপ প্রতীতির নাম সাদৃশ্য প্রতীতি; তন্মধ্যে ‘তেন’ পদে হইতেছে পূৰ্বানুভূতের স্মরণ, আর ‘ইদম্’ পদে হইতেছে—দৃশ্যমান বস্তুর বর্তমানত্ব প্রতীতি; এখন ‘তেন’ বলিয়া অতীত-কালীন বস্তুর স্মরণ করিয়া যদি ‘ইদম্’—বর্তমানত্ব জ্ঞান পর্য্যন্ত [বুদ্ধি-বিজ্ঞান] বিদ্যমান থাকে—স্বীকার কর, তাহা হইলে তোমার ক্ষণিক-বিজ্ঞান-বাদই ব্যাহত হইয়া যায় । ২৬

আর যদি বল, শুধু ‘তেন’ জ্ঞানমাত্রই স্মরণ জ্ঞান; বর্তমানত্ববোধক ‘ইদম্’ জ্ঞানটী তাহা হইতে স্বতন্ত্র; একথা বলিলেও, পূৰ্বাপরকালীন বিভিন্নবস্তুদর্শী এক জন কর্তা না থাকার ‘ইহা অমূকের সদৃশ’ এইরূপ সাদৃশ্যবোধ হইতে পারে না। বিশেষতঃ [তোমার মতে] সাদৃশ্য-ব্যবহারই সম্ভব হয় না; ক্ষণিক বিজ্ঞান যখন দর্শনযোগ্য বস্তুর দর্শনমাত্রেই বিধ্বস্ত হইয়া যায়, তখন ‘আমি ইহা দেখিতেছি, অমুকটা দেখিয়াছি’ ইত্যাদি ব্যবহারেও (পূৰ্বাপর পরামর্শেরও) উপপত্তি থাকে না। কারণ, পূৰ্বদৃষ্ট বিজ্ঞান উক্তপ্রকার শব্দ-ব্যবহার সময় পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকে না; আর যদি বল, ততক্ষণ পর্য্যন্তই বর্তমান থাকে, তাহা হইলে ক্ষণিকবাদ রক্ষা পায় না। যদি বল, যে বিজ্ঞান দেখে নাই, সেই বিজ্ঞান

নেরই ঐক্যপদ-ব্যবহার ও সাদৃশ্য প্রতীতি হইয়া থাকে ; তাহা হইলে ত, অন্ধের রূপবিশেষ জ্ঞানের জায় এই সাদৃশ্যাদি ব্যবহার এবং তোমাদের সর্বজ্ঞ বুদ্ধদেবকর্তৃক প্রণীত শাস্ত্রপ্রভৃতি সমস্তই ‘অন্ধপরম্পরা’ রূপে পরিগণিত হইয়া পড়ে ; অথচ তোমরা ত তাহা স্বীকার কর না। তাহার পর, ক্ষণভঙ্গবাদে (ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদে) যে, কৃতনাশ ও অকৃত-সমাগমনামক দুইটা দোষ উপস্থিত হয়, তাহা ত সুপ্রসিদ্ধই আছে । ২৭

যদি বল, শৃঙ্খল যেমন অনেকাবয়ববিশিষ্ট হইয়াও একত্ব-প্রতীতির বিষয় হয়, তেমনি পূর্বপশ্চাদ্ভাবে যে সমুদয় প্রত্যয় বা বুদ্ধিবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, সে সমুদয়ের সহিত সম্মিলিত একটি মাত্র প্রত্যয়ই ‘ইহা এক, অমুক এক’ ইত্যাদি লৌকিক ব্যবহার নিষ্পাদন করিয়া থাকে ; এবং সেই একত্ব প্রত্যয়ের বলেই ‘ইহা অমুকের সাদৃশ্য’ এইরূপ সাদৃশ্য-ব্যবহার হইয়া থাকে । না—তাহাও বলিতে পার না ; কারণ, বর্তমান ও অতীত বস্তুদ্বয় স্বভাবতই বিভিন্নকালবর্তী ; তন্মধ্যে একটি বর্তমান—যাহা শৃঙ্খলের অবয়ব-স্থানবর্তী, আর অপর প্রত্যয়টি অতীত ; ঐ উভয় প্রত্যয়ই ভিন্নকালস্থায়ী । এখন ঐ উভয়বিধ প্রতীতির যাহা বিষয়, উক্ত শৃঙ্খল-প্রত্যয় যদি তাহাকেই অবগাহন করে, তাহা হইলে ঐ বিজ্ঞান ক্ষণস্থ-ব্যাপক হওয়ায় পুনশ্চ তোমার অভিমত ক্ষণিকবাদের ব্যাঘাত ঘটিল ; অধিকন্তু ‘তোমার, আমার’ ইত্যাদি বিশেষ ব্যবহারের অনুপপত্তি নিবন্ধন লৌকিক সমস্ত ব্যবহারও বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইল । ২৮

বিশেষতঃ সমস্ত বস্তুই যদি স্বসংবেগ স্বীয় বিজ্ঞানের বিষয়ীভূত হইয়াও বিজ্ঞানাত্মক হয়, তাহা হইলে, বিজ্ঞানকে যখন স্বভাবস্বচ্ছ প্রকাশমাত্র স্বরূপ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে, তখন, তদর্শী অস্ত্র কেহ না থাকায় তোমার অভি-মত যে, অনিত্যত্ব, দুঃখশূন্যত্ব ও অনেকরূপত্ব প্রভৃতি নানাবিধ করণা, সে সমস্তও কিছুতেই উপপন্ন হয় না। বলিতে পার, দাড়িম ফল যেরূপ অনেকাংশবিশিষ্ট হইয়াও একত্ব-প্রতীতির বিষয় হয়, তদ্রূপ বিজ্ঞানও বিরুদ্ধ অনেকাংশবিশিষ্ট হইয়াও একত্ব-প্রতীতির বিষয় হইতে পারে ; না, তাহাও হইতে পারে না ; কারণ, [তোমাদের মতে] বিজ্ঞান পদার্থটি হইতেছে স্বচ্ছ প্রতীতিমাত্রস্বরূপ । [সুতরাং তাহার সম্বন্ধে অধিকাংশ করণা হইতেই পারে না] । তাহার পর, অনিত্য দুঃখাদিকেও বিজ্ঞানেরই অংশ বলিয়া স্বীকার করিতে পার না ; কারণ, তাহা হইলে, দুঃখাদি বিষয়সমূহও যখন অগ্নুভূতির বিষয়, তখন দুঃখাদি বিষয়কেও বিজ্ঞানাত্মক বলিয়া স্বীকার করাই আবশ্যক হইতেছে । যদি বল, অনিত্য

দুঃখাদিহি বিজ্ঞানের স্বরূপ ; তাহা হইলেও, সেই দুঃখাদির অভাবে বিজ্ঞানের বিস্তৃতি কল্পনা করা সম্ভব হইতে পারে না ; কেন না, যে সমস্ত মল বা দোষ সংযোগী (অস্বাভাবিক—আগন্তুক), সেই সমুদয় মলের বিরোগেই বস্তুর বিস্তৃতি সিদ্ধ হইয়া থাকে, [তেমনি] ; কিন্তু যাহা যাহার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম, তাহার সহিত কখনও তাহার বিরোগ হইতে পারে না, এবং কুত্রাপি সেরূপ দেখিতেও পাওয়া যায় না ; স্বভাবসিদ্ধ প্রকাশ ও উজ্জ্বলতারহিত অগ্নি কোথাও কাহারো দৃষ্টিগোচর হয় নাই এবং হইবেও না । তবে যে, অগ্নি দ্রব্যের সংযোগে পুষ্পের স্বভাবসিদ্ধ লৌহিত্যাदि গুণের বিরোগ (বিপর্যয়) দেখিতে পাওয়া যায়, সেখানেও ঐসমস্ত গুণ সংযোগজন্ত বলিয়াই অনুমিত হইয়া থাকে ; কেন না, দেখিতে পাওয়া যায়,— দ্রব্যবিশেষ দ্বারা ভাবনা দিলে পুষ্প ও ফলে অগ্নিপ্ৰকার গুণ উৎপন্ন হইয়া থাকে ; কাজেই বলিতে হইবে যে, উক্ত ক্ষণিকবাদে বিজ্ঞানের বিস্তৃতি কল্পনা রক্ষা করা সম্ভবপর হয় না । ২৯

তাহার পর, তোমরা যে, বিষয়-বিষয়িভাবে প্রতিভাসমান বিজ্ঞানের অসত্যতা-প্রতীতিকেই বিজ্ঞান-মল বলিয়া কল্পনা করিয়া থাক ; [বিজ্ঞানাতিরিক্ত পদার্থ না থাকায়] বিজ্ঞানের সহিত অপরের সম্বন্ধ সম্ভাবনা না হওয়ায় তাহাও উপপন্ন হয় না ; যাহা অবিদ্যমান—অসত্য, তাহার সহিত বিদ্যমান সত্য পদার্থের সম্বন্ধ হইতেই পারে না । যদি অগ্নি পদার্থের সহিত সম্বন্ধেরই সম্ভাবনা না রহিল, তবে, যাহার যেরূপ ধর্ম দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার তাহাই স্বাভাবিক বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে ; সুতরাং অগ্নির উজ্জ্বলতা ও আদিত্যের প্রকাশ ধর্ম যেরূপ কস্মিন্ কালেও অগ্নি ও আদিত্য হইতে বিযুক্ত হয় না, তদ্রূপ বিজ্ঞানের ও ঐ স্বাভাবিক ধর্মের বিরোগ হওয়া কখনও সম্ভবপর হইতে পারে না ; অতএব তোমাদের যে, আগন্তুক বস্তুসম্বন্ধবশতঃ বিজ্ঞানের মালিষ্ঠ ও তাহার বিরোগরূপ বিস্তৃতি কল্পনা, বেশ বুঝা যাইতেছে যে, তাহা অপ্রামাণিক ‘অন্ধপরম্পরা’ ভিন্ন আর কিছুই নহে । ৩০

ইহার উপর, তাহারা যে, সেই বিজ্ঞানেরই নির্বাণকে (পরিসমাপ্তিকে) পুরুষার্থ (পুরুষের প্রার্থনীয় মোক্ষ) বলিয়া কল্পনা করিয়া থাকে ; তাহাতেও সেই নির্বাণরূপ ফলের আশ্রয় বা ফলভাগী মিলিতেছে না । দেখ, যাহার শরীরে কণ্টক বিদ্ধ হয়, সেই কণ্টকবিদ্ধ পুরুষের মৃত্যু হইলে, সে কখনই সেই কণ্টক-বেধজনিত দুঃখ-নিবৃত্তিরূপ ফলের আশ্রয় হইতে পারে না ; এইরূপ বিজ্ঞান-রূপী পুরুষের সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হইলে এবং উক্ত ফলের আশ্রয়ও কেহ না

থাকিলে, উক্ত পুরুষার্থ বলনা নিশ্চয়ই বিফল বা অনাবশ্যক হইয়া পড়ে । কারণ, [তোমার মতে] পুরুষ-শব্দবাচ্য যে, বুদ্ধি-বিজ্ঞানরূপী আত্মার প্রয়োজনকে পুরুষার্থ বলিয়া বলনা করা হইতেছে ; সেই পুরুষপদবাচ্য বিজ্ঞানের নির্বাণ বা উচ্ছেদ হইয়া গেলে, বল দেখি, কাহার অর্থ (প্রয়োজন) ‘পুরুষার্থ’ বলিয়া পরিগণিত হইবে ? পক্ষান্তরে, তাহার মতে বহু বিষয়দর্শী বিজ্ঞানাতিরিক্ত আত্মা আছে, তাহার মতে প্রত্যক্ষ ও শ্রবণের বিষয়ীভূত হুঃখনিব্বানের সহিত সংযোগ-বিয়োগাদি সমস্তই উপপন্ন হয়,—অপর পদার্থের সংসর্গে মালিণ্ড ও তাহার বিয়োগে বিষ্ঠাক্তি, ইত্যাদি সমস্ত কথাই সঙ্গত হয়, [কিন্তু বিজ্ঞানবাদে তাহার কোনটাই উপপন্ন হয় না] । তাহার পর শূন্যবাদী বৌদ্ধের মতটা ত সর্ব-প্রমাণবিরুদ্ধ ; সুতরাং এখানে তাহার প্রতিবেদ বা খণ্ডনের জন্য আর পৃথক্ যত্ন করা হইল না ॥২৫৮॥৭॥

স বা অয়ং পুরুষো জায়মানঃ শরীরমভিসম্পদ্যমানঃ
পাপ্মুভিঃ সংসৃজ্যতে, স উৎক্রামন্ ত্রিয়মাণঃ পাপ্মনো
বিজহাতি ॥ ২৫৯ ॥ ৮ ॥

সম্বলার্থঃ ১—সঃ (পূর্বোক্তঃ) অয়ং (বিজ্ঞানময়ঃ) পুরুষঃ বৈ (অবধারণে)
জায়মানঃ—শরীরম্ অভিসম্পদ্যমানঃ (অভিনব-দেহেন্দ্রিয়সমষ্টিম্ আদধানঃ সন্)
পাপ্মুভিঃ (পাপৈঃ) সংসৃজ্যতে (সংযুজ্যতে), সঃ (পূর্বোক্তঃ পুরুষঃ) উৎ-
ক্রামন্ (দেহাৎ নির্গচ্ছন্) ত্রিয়মাণঃ সন্ পাপ্মনঃ (পাপানি) বিজহাতি
(ত্যজতি) ॥২৫৯॥৮॥

মূলানুবাদ ১—ইতঃপূর্বে যে পুরুষের কথা বলা হইয়াছে,
সেই এই পুরুষ যখন জন্মে—শরীর ধারণ করে, তখনই পাপের সহিত
সংমিলিত হয় (সংযুক্ত হয়), আবার সেই পুরুষই যখন দেহ হইতে বহির্গত
হয়—মুমূর্ষু হয়, তখন সেই সমস্ত পাপ পরিত্যাগ করে ॥ ২৫৯ ॥ ৮ ॥

শাক্ষব্রহ্মণ্যম্ ১—যথৈব ইহৈকস্মিন্ দেহে স্বপ্নো ভূত্বা মৃত্যো রূপানি
কার্যকরণানি অতিক্রম্য স্বপ্নে যে আত্মজ্যোতিষি আস্তে, এবং ন বৈ প্রকৃতঃ
পুরুষঃ অয়ং জায়মানঃ—কথং জায়মানঃ ? ইতি—উচ্যতে—শরীরং দেহেন্দ্রিয়-
সজ্জাতম্ অভিসম্পদ্যমানঃ শরীরে আত্মভাবমাপদ্যমান ইত্যর্থঃ । পাপ্মুভিঃ পাপ্মু-
সমবাস্তিভির্ধর্মাধর্ম্যশ্রৈঃ কার্যকরণৈরিত্যর্থঃ, সংসৃজ্যতে সংযুজ্যতে ; স এবোৎ-
ক্রামন্ শরীরান্তরম্ উর্দ্ধং ক্রামন্ গচ্ছন্ ; ত্রিয়মাণ ইত্যেতত্ত্ব ব্যাখ্যানম্ উৎক্রাম-

মিতি ; তানেব সংশ্লিষ্টান্ পাপরূপান্ কার্য্যকরণলক্ষণান্ বিজহাতি তৈবিসৃজ্যতে তান্ পরিত্যজতি ।

যথায়ং স্বপ্নজাগ্রদ্বৃত্ত্যোৰ্দ্ধমান এতৈকস্মিন্নেব দেহে পাপমরূপকার্য্যকরণে-
পাদান-পরিত্যাগাত্যাম্ অনবরতং সঞ্চরতি—ধিয়া সমানঃ সন্ ; তথা সোহয়ং
পুরুষঃ উভৌ ইহলোক-পরলোকৌ জন্মমরণাভ্যাং কার্য্যকরণোপাদান-পরিত্যাগা-
বনবরতং প্রতিপত্তমান আ সংসারমোক্ষাং সঞ্চরতি, তস্মাং সিদ্ধমস্তাশ্চজ্যোতি-
ষোহন্তত্বং কার্য্যকরণরূপেভ্যাঃ পাপভ্যাঃ সংযোগবিয়োগাভ্যাম্ ; ন হি তদ্ব্যবহা-
সতি তৈরেব সংযোগো বিয়োগো বা যুক্তঃ ॥২৫৯॥৮॥

টীকা । প্রসঙ্গাগতং পরপক্ষং নিরাকৃত্য শ্রুতিব্যাখ্যানমেবানুবর্তম্নুত্তরবাক্যতাৎপর্য্যমাহ—
যথেন্তি । এবমাস্মা দেহভেদেহপি বর্তমানং জন্ম ত্যজন্ জন্মাস্তরং চোপাদদানঃ কার্য্যকরণান্ততি-
ক্রামতীতি শেষঃ । অতঃ স্বপ্নজাগরিতসঞ্চারাদেহান্তিরেকবদিহলোকপরলোকসঞ্চারোক্ত্যপি
তদতিরেকস্তুশ্রোচ্যতেহনস্তরবাক্যেনেত্যর্থঃ । সম্প্রত্যন্তরং বাক্যং গৃহীত্বা ব্যাকরোতি—স বা
ইত্যাদিনা । পাপশব্দস্ত লক্ষণয়া তৎকার্য্যবিষয়ত্বং দর্শয়তি—পাপ্যসমবায়িত্বিরিতি । পাপ্যশব্দস্ত
পাপবাচিন্বেহপি কার্য্যসাম্যাকর্মেহপি বৃত্তিং সূচয়তি—ধর্মাধর্ম্মেন্তি । উক্তমর্থং দৃষ্টান্তেভ্যানুবদতি—
যথেন্তি । অবস্থাষয়সঞ্চারস্ত লোকষয়সঞ্চারং দাষ্টীর্গমিকমাহ—তথেন্তি । ইহলোকপরলোকাবনবরতং
সঞ্চরতীতি সম্বন্ধঃ । সঞ্চরণপ্রকারং প্রকটয়তি—জন্মেতি । জন্মনা কার্য্যকরণয়োৰূপাদানং,
মরণেন চ তয়োস্ত্যাগমবিচ্ছেদেন লভমানো মোক্ষাদির্দ্বাগনবরতং সঞ্চরন্ হুঃখী ভবতীত্যর্থঃ ।
স বা ইত্যাদিবাক্যতাৎপর্য্যমুপসংহরতি—তস্মাদিতি । তচ্ছকার্থমেব স্মৃটয়তি—সংযোগেন্তি ।
কথমেতাবতা তেভ্যোহন্তত্বং, তত্রাহ—ন হীতি । স্বাভাবিকস্ত হি ধর্ম্মস্ত সতি স্বভাবে কুতঃ
সংযোগবিয়োগৌ বহৌক্যাদিষদর্শনাৎ, কার্য্যকরণয়োশ্চ সংযোগবিভাগবশাদস্বাভাবিকত্বে
সিদ্ধমাত্মনস্তদন্তত্বমিত্যর্থঃ ॥২৫৯॥৮॥

ভাষ্যানুবাদ ১—এই একই পুরুষ বর্তমান দেহে যেমন স্বপ্নাবস্থা প্রাপ্ত
হইয়া কার্য্যকরণময় দেহেন্দ্রিয়ভাব অতিক্রম করত স্বীয় আত্মজ্যোতিস্বরূপে অবস্থান
করে, তেমনি সেই এই প্রস্তাবিত (পূর্ব্ব শ্রুত) পুরুষও জাগ্রমান হইয়া,—ভাল,
পুরুষের আবার জন্ম কিরূপ ? তদন্তরে বলিতেছেন—দেহেন্দ্রিয়সমষ্টিকে প্রাপ্ত
হইয়া—স্থূল শরীরে আত্মভাব স্থাপন করিয়া পাপসমূহের সহিত অর্থাৎ পাপপদবাচ্য
ধর্ম্মাধর্ম্মের আশ্রয়ীভূত দেহেন্দ্রিয়ের সহিত সংসৃষ্ট হয়—সংযুক্ত হয় ; আবার সেই
পুরুষই যখন উৎক্রমণ করে—ভাবী শরীর গ্রহণের জন্য গমন করে অর্থাৎ মৃত্যু-
গ্রাসে পতিত হয়,—[এখানে বুলিতে হইবে—] ‘উৎক্রামন্’ কথাটি ‘ত্রিয়মাণ’
কথারই ব্যাখ্যা স্বরূপ । তখন পূর্ব্বলব্ধ পাপফল দেহেন্দ্রিয়সজ্জাত পরিত্যাগ করে,
অর্থাৎ প্রাপ্ত দেহাদির সহিত বিযুক্ত হয় ।

এই পুরুষ বর্তমান এক দেহেই যেমন বুদ্ধিসাম্য প্রাপ্ত হইয়া, স্বপ্ন ও জাগরণাবস্থাভেদে পাপরূপ দেহেন্দ্রিয়াদির গ্রহণ ও পরিত্যাগপূর্বক নিরন্তর সঞ্চরণ করে, এই পুরুষ ঠিক তেমনি মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত জন্ম-মরণক্রমে দেহেন্দ্রিয়ের গ্রহণ ও পরিত্যাগরূপ ইহলোক ও পরলোক সর্বদা লাভ করিয়া থাকে । অতএব পাপম শব্দবাচ্য দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত সংযোগ ও বিয়োগ ঘটে বলিয়াই দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে আত্ম-জ্যোতির পার্থক্য প্রমাণিত হইতেছে ; কেন না, আত্মজ্যোতিঃ যদি দেহেন্দ্রিয়েরই ধর্ম্য হইত, তাহা হইলে কখনই তদ্বস্তুর বিচ্ছেদ সম্ভব হইত না ॥২৫২॥৮॥

আভাসভাষ্যম্ :—নমু ন স্তঃ অশোভৌ লোকৌ, যৌ জন্ম-মরণাভ্যামনুক্রমেণ সঞ্চরতি—স্বপ্ন-জাগরিতে ইব ; স্বপ্নজাগরিতে তু প্রত্যক্ষ-মবগম্যেতে, ন ত্রিহলোক-পরলোকৌ কেনচিৎ প্রমাণেন ; তস্মাদেতে এব স্বপ্ন-জাগরিতে ইহলোক-পরলোকাবিত্তি । উচ্যতে—

আভাসভাষ্যানুবাদ :—আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি, এই পুরুষ লোক-প্রসিদ্ধ স্বপ্ন-জাগরিতাবস্থার ত্রায় জন্ম-মরণক্রমে, যে লোকদ্বয়ে সঞ্চরণ করিবে, সেই উভয় লোকদ্বয়ের সদ্ভাবে ত কোন প্রমাণ নাই ? স্বপ্ন ও জাগ্রদবস্থা প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায় ; সুতরাং তদ্বিবয়ে সংশয়ের কোন কারণ নাই ; কিন্তু ইহলোক ও পরলোক ত কেহই প্রত্যক্ষ করিতে পারে না ; অতএব [মনে হয়,] উক্ত স্বপ্ন ও জাগরণাবস্থাই যথাক্রমে ইহলোক ও পরলোক-পদবাচ্য, [তদতিরিক্ত লোকদ্বয়ের সদ্ভাবে কোনই প্রমাণ নাই] । তদন্তরে বলা হইতেছে—

তস্ম বা এতস্ম পুরুষস্ম দ্বৈ এব স্থানে ভবত ইদঞ্চ পরলোকস্থানঞ্চ, সন্ধ্যং তৃতীয়ং স্বপ্নস্থানম্, তস্মিন্ সন্ধ্যো স্থানে তিষ্ঠন্নেতে উভে স্থানে পশ্যতীদঞ্চ পরলোকস্থানং চ । অথ যথাক্রমোহয়ং পরলোকস্থানে ভবতি তমাক্রমমাক্রম্যোভয়ান্ পাপম্নন আনন্দাংশ্চ পশ্যতি । স যত্র প্রস্বপিত্যস্ম লোকস্ম সর্বদাবতো মাত্রামপাদায় স্বয়ং বিহত্য স্বয়ং নির্মায় স্মেন ভাসা স্মেন জ্যোতিষা প্রস্বপিত্যত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ংজ্যোতি-র্ভবতি ॥ ২৬০ ॥ ৯ ॥

সম্বলার্থঃ :—[সম্প্রতি পুরুষস্ম ইহপরলোকসম্বন্ধমেব সমর্থয়িতুমাং—

ভগ্নেত্যাদি] । তত্ত্ব (পূর্বোক্তত্ব) এতত্ত্ব (ছন্দ্যাবস্থিতত্ব) পুরুষত্ব বৈ বেএব স্থানে (অবস্থে) ভবতঃ । [কে তে ? ইত্যাহ—] ইদং (বর্তমানজন্মরূপং) চ পরলোক-স্থানং (পরজন্ম) চ, তৃতীয়ং চ সন্ধ্যাং স্বপ্নস্থানম্ । তস্মিন্ সন্ধ্যা স্থানে তিষ্ঠন্ (বর্তমানঃ সন্) এতে (উক্তে) উভে স্থানে ইদং (বর্তমানং জন্ম) চ পরলোকস্থানং চ পশ্যতি ।

অথ (প্রশ্নে—কথং পশ্যতীত্যর্থঃ), অয়ং পুরুষঃ পরলোকস্থানে (পরলোক-নিমিত্তম্) যথাক্রমঃ (আক্রামতি অনেন ইতি আক্রমঃ=আশ্রয়ঃ—বিজ্ঞা-কৰ্ম্ম-পূৰ্ব্বপ্রজ্ঞাশ্রয়কঃ, স যাদৃশঃ অস্ত পুরুষস্ত,—যথাক্রমঃ যাদৃশসাধনসম্পন্নঃ) ভবতি, তং (আক্রমং) আক্রম্য (অবলম্ব্য) উভয়ান্ পাপম্ননঃ (পাপফলানি হঃখানি) আনন্দান্ (পুণ্যফলানি সুখানি) চ পশ্যতি । (যথোক্তঃ পুরুষঃ) যত্র (যস্মিন্ কালে) প্রস্থপিত্তি (সন্ধ্যাং স্থানং প্রাপ্নোতি), [তদা] সৰ্ব্বাবতঃ (পাপম্ননসংসর্গ-কারণীভূত-ভূতভৌতিক-মাত্রাসম্পন্নস্ত) অস্ত লোকস্ত (জাগরিতাবস্থায়ঃ) মাত্রাং (একদেশং সংস্কারং) অপাদায় (গৃহীত্বা), স্বয়ং বিহত্য (দেহং বোধরহিতং কৃত্বা), স্বয়ং নির্মায় (বাসনাময়ং স্বপ্নদেহং বিব্র্য) শ্বেন (স্বকীয়েন) ভাসা (গ্রাহ-রূপেণ প্রকাশেন) শ্বেন জ্যোতিষা (তৎপ্রকাশকেন আত্মচৈতন্তেন) [প্রজলিতঃ সন্] প্রস্থপিত্তি (স্বপ্নাবস্থাং প্রতিপত্ততে) । অত্র (স্বপ্নাবস্থায়ঃ) অয়ং পুরুষঃ স্বয়ং জ্যোতিঃ (স্বপ্রকাশচিৎস্বরূপঃ) ভবতি ॥২৬০॥২॥

মূলানুবাদ :—এই যথোক্ত পুরুষের দুইটি মাত্র স্থান (ভোগভূমি) আছে—বর্তমান জন্ম বা ইহলোক ও পরলোক ; এতদতিরিক্ত সন্ধ্যা—জাগ্রৎ ও স্বপ্নের মধ্যবর্তী তৃতীয় একটি স্থান আছে ; তাহার নাম—স্বপ্নস্থান । উক্ত পুরুষ সেই সন্ধ্যাস্থানে বর্তমান থাকিয়া ইহলোক (বর্তমান জন্ম) ও পরলোক, এই উভয় স্থান দেখিতে পায় । কিরূপে দেখিতে পায় ? তদন্তরে বলিতেছেন—এই পুরুষ পরলোকের নিমিত্ত এখানে যেরূপ সাধন (জ্ঞান, কৰ্ম্ম প্রভৃতি) সঞ্চয় করে, সে সমুদয়কে অবলম্বন করিয়া অর্থাৎ তদনুসারে পাপফল হঃখ ও পুণ্যফল আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকে । সে যখন স্বপ্নাবস্থা লাভ করে, সে সময়, ভূতভৌতিক বিকারসম্পন্ন এই লোকের অর্থাৎ জাগরিত স্থানের একাংশ সংস্কারমাত্র গ্রহণ করিয়া, নিজেই দেহকে সংজ্ঞাহীন করিয়া, এবং নিজেই বাসনাময় অপর দেহ ও দৃশ্য রচনা করিয়া, প্রকাশময়

স্বীয় চৈতন্যকে নিজ নিত্য চৈতন্য দ্বারা প্রকাশ করত স্বপ্নাবস্থা অনুভব করিতে থাকে । এই সময়েই পুরুষ স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ হইয়া থাকে ॥ ২৬০ ॥ ৯ ॥

শাক্ষব্রাহ্মণম্ :—তদন্তেষু পুরুষশ্চ বৈ হে এষ স্থানে ভবতঃ, ন তৃতীয়ঃ চতুর্থঃ বা । কে তে ? ইদং চ যৎ প্রতিপন্নং বর্তমানং জন্ম শরীরেন্দ্রিয়বিষয়-বেদনাবিশিষ্টং স্থানং প্রত্যক্ষতোহনুভূয়মানম্ ; পরলোক এষ স্থানং পরলোক-স্থানম্, তচ্চ শরীরাদিবিয়োগোত্তরকালানুভাব্যম্ । নহু স্বপ্নোহপি পরলোকঃ, তথা চ সতি হে এবেত্যবধারণমযুক্তম্ ; ন ; কথং তর্হি ? সন্ধ্যাং তৎ, ইহলোক-পরলোকয়োঃ সন্ধিস্তস্মিন্ ভবৎ সন্ধ্যাম্, যৎ তৃতীয়ং, তৎ স্বপ্নস্থানম্ ; তেন স্থান-দ্বিত্বাবধারণম্ ; ন হি গ্রাময়োঃ সন্ধিস্তাবেব গ্রামাবপেক্ষ্য তৃতীয়ত্বং পরিগণনমর্হতি । কথং পুনস্তত্ত্ব পরলোকস্থানশ্চাস্তিত্বমবগম্যতে, যদপেক্ষ্য স্বপ্নস্থানং সন্ধ্যাং ভবেৎ ? যতস্তস্মিন্ সন্ধ্যা স্বপ্নস্থানে তিষ্ঠন্ ভবন্ বর্তমানঃ এতে উভে স্থানে পশুতি । কে তে উভে ? ইদঞ্চ পরলোকস্থানং চ । তস্মাৎ স্তঃ স্বপ্ন-জাগরিতব্যতিরেকে-গোভৌ লোকৌ, যৌ ধিয়া সমানঃ সন্নুসঞ্চরতি জন্মমরণসন্তানপ্রবন্ধেন । ১

টীকা । তদন্তেত্যাদিবাচ্যস্ত ব্যাবর্ত্যাং শকাবাহ—নদ্বিতি । অবস্থাধরবলোকদ্বয়সিদ্ধি-রিত্যাশকাহ—স্বপ্নেতি । কথং তর্হি লোকদ্বয়প্রসিদ্ধিরত আহ—তস্মাদিতি । তত্রোত্তর-দ্বেনোত্তরং বাচ্যমুখ্যপ্য বাকরোতি—উচ্যত ইতি । স্থানদ্বয়প্রসিদ্ধিছোতনার্থে বৈশদ্যঃ । অবধারণং বিবৃণোতি—নেতি । বেদনা স্বপ্নঃখাদিলক্ষণা । আগমস্ত পরলোকসাধকত্বমভি-প্রোক্ত্যাহ—তচ্চেতি । অবধারণমাক্ষিপতি—নদ্বিতি । তস্ত স্থানান্তরত্বং দুষয়তি—নেতি । স্বপ্নস্ত লোকদ্বয়তিরিক্তস্থানত্বাবে কথং তৃতীয়ত্বপ্রসিদ্ধিরিত্যাহ—কথমিতি । তস্ত সন্ধ্যাস্থান-স্থানান্তরত্বমিত্যুত্তরমাহ—সন্ধ্যাং তদ্বিতি । সন্ধ্যাত্বং ব্যাপাদয়তি—ইহেতি । যৎ স্বপ্নস্থানং তৃতীয়ং মন্তসে, তদ্বিলোকপরলোকয়োঃ সন্ধ্যামিতি সম্বন্ধঃ । অস্ত সন্ধ্যাত্বে ফলিতমাহ—তেনেতি । পূরণপ্রত্যয়শ্রুত্যা স্থানান্তরত্বমেব স্বপ্নস্ত কিং ন শ্চাদিত্যাশক্য প্রথমশ্রুতসন্ধ্যাশক-বিরোধান্ মৈবমিত্যাহ—ন ইতি । পরলোকাস্তিত্বে প্রমাণান্তরজিজ্ঞাসয়া পৃচ্ছতি—কথমিতি । প্রত্যক্ষঃ প্রমাণয়ন্তুত্তরমাহ—যত ইত্যাদিনা । ১

কথং পুনঃ স্বপ্নে স্থিতঃ সন্নুভৌ লোকৌ পশুতি—কিমাশ্রয়ঃ কেন বিধিনেতি ? উচ্যতে—অথ কথং পশুতীতি ? শৃণু,—যথাক্রমঃ আক্রামত্যেনেতি আক্রম-আশ্রয়োবষ্টন্ত ইত্যর্থঃ, যাদৃশ আক্রমোহস্ত, সোহয়ং যথাক্রমঃ ; অয়ং পুরুষঃ পরলোকস্থানে প্রতিপত্তব্যে নিমিত্তে যথাক্রমো ভবতি, তাদৃশেন পরলোক-প্রতিপত্তিলাধনেন বিজ্ঞাকর্ষপূর্বপ্রজ্ঞালক্ষণেন যুক্তো ভবতীত্যর্থঃ । তমাক্রমং পরলোকস্থানায়োনুখীভূতং প্রাপ্তাদুরীভাবমিব বীজং তমাক্রমম্ আক্রম্যাবষ্টত্যা-

শ্রিত্য উভয়ান্ পশ্যতি বহুবচনং ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মফলানেকত্বাৎ, উভয়প্রকারানিত্যর্থঃ ।
কাংস্তান্ ?—পাপ্মনঃ পাপফলানি, ন তু পুনঃ সাক্ষাদেব পাপ্মনাং দর্শনং
সম্ভবতি, তস্মাৎ পাপফলানি হুঃখানীত্যর্থঃ । আনন্দাংশ্চ ধৰ্ম্মফলানি সুখানীত্যে-
তৎ ; তানুভয়ান্ পাপ্মন আনন্দাংশ্চ পশ্যতি জন্মান্তরদৃষ্টবাসনাময়ান্ ; যানি চ
প্রতিপত্তব্য-জন্মবিষয়ানি ক্ষুদ্রধৰ্ম্মাধৰ্ম্মফলানি ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মপ্রযুক্তো দেবতানুগ্রহাদ্বা
পশ্যতি । ২

স্বপ্নপ্রত্যক্ষঃ পরলোকাস্তিত্বে প্রমাণমিত্যুক্তং, তদেবোত্তরবাক্যেন(৭) স্মৃতিয়িতুং পৃচ্ছতি—
কথমিতি । কথং শকার্থমেব প্রকটয়তি—কিমিত্যাदिना । উত্তরবাক্যমুত্তরত্বেনোথাপয়তি—
উচ্যত ইতি । তত্রাথশব্দমুক্তপ্রগাথতয়া ব্যাকরোতি—অথেতি । উত্তরভাগমুত্তরত্বেন ব্যাচষ্টে—
শৃণ্বিতি । যদুক্তং কিমাশয় ইতি, তত্রাহ—যথাক্রম ইতি । যদুক্তং কেন বিধিনেতি, তত্রাহ—
তমাক্রমমিতি । পাপ্মনশব্দস্ত যথাশ্রুতার্থত্বে সম্ভবতি কিমিতি ফলবিষয়ত্বং, তত্রাহ—ন ইতি ।
সাক্ষাদাগমাদৃতে প্রত্যক্ষেনেতি বাবৎ । পাপ্মনামেব সাক্ষাদর্শনাসম্ভবস্তচ্চকার্থঃ । কথং
পুনরাগ্রে বয়সি পাপ্মনামানন্দানাং চ স্বপ্নে দর্শনং তত্রাহ—জন্মান্তরেতি । যদপি মধ্যমে
বয়সি করণপাটবদৈহিকবাসনয়া স্বপ্নো দৃশ্যতে তথাপি কথনত্ত্বমে বয়সি স্বপ্নদর্শনং, তদাহ—
যানি চেতি । ফলানাং ক্ষুদ্রত্বমত্র লেশতো ভুক্তত্বম্ । যানীতু্যপক্রমোক্তানীতু্যপসংখ্যা-
তবাম্ । ২

তৎ কথমবগম্যতে পরলোকস্থানভাবি তৎপাপ্মনসদর্শনং স্বপ্নে ইতি ;
উচ্যতে—যস্মাদিহ জন্মজ্ঞানমুভাব্যমপি পশ্যতি বহু । ন চ স্বপ্নো নামাপূর্ব্বং
দর্শনম্, পূর্ব্বদৃষ্টস্মৃতিহি স্বপ্নঃ প্রায়েণ ; তেন স্বপ্নজাগরিতস্থানব্যতিরেকেণ স্ত
উভৌ লোকৌ । ৩

ঐহিকবাসনাবশাদৈহিকানামেব পাপ্মনামানন্দানাং চ স্বপ্নে দর্শনসম্ভবান্ন স্বপ্নপ্রত্যক্ষং
পরলোকসাধকমিতি শব্দতে—তৎকথমিতি । পরিহরতি—উচ্যত ইতি । যদপি স্বপ্নে
মনুষ্যাণামিজ্ঞাদিভাবোহনমুভূতোহপি ভাতি, তথাপি তদপূর্ব্বমেব দর্শনমিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন চেতি ।
স্বপ্নধিয়া ভাবিজন্মভাবিনোহপি স্বপ্নে দর্শনাৎ প্রায়েণেত্যুক্তম্ । ন চ তদপূর্ব্বদর্শনমপি সমাগ্-
জ্ঞানমুখানপ্রত্যয়বাধাৎ । ন চৈবং স্বপ্নধিয়া ভাবিজন্মাসিদ্ধির্যথাজ্ঞানসমর্থাসীকারাদিতি
ভাবঃ । প্রমাণকলমুপসংহরতি—তেনেতি । ৩

যদু আদিত্যাदि-বাহুজ্যোতিষাম্ অভাবে অয়ং কার্য্যকরণসজ্জাতঃ পুরুষঃ
যেন ব্যতিরিক্তেনাঅনা জ্যোতিষা ব্যবহরতীত্যুক্তম্, তদেব নাস্তি, যদাদিত্যাदि-
জ্যোতিষামভাবগমনম্ ; যত্রৈবং বিবিক্তং স্বয়ং জ্যোতিরূপলভ্যেত ; যেন
সর্ব্বদৈবায়ং কার্য্যকরণসজ্জাতঃ সৎসৃষ্ট এবোপলভ্যেত ; তস্মাদসৎসমঃ অসময়েব বা
স্বেন বিবিক্তস্বভাবেন জ্যোতীরূপেণাশ্বেতি । অথ কচিদিবিক্তঃ স্বেন জ্যোতী-

রূপেণোপলভ্যতে বাহ্যাদ্ব্যবহৃতভৌতিকসংসর্গশূন্যঃ, ততো যথোক্তং সর্বং ভবিষ্যতীত্যেতদর্থমাহ— । ৪

স যদ্রেতাদিবাধ্যস্ত বাবহিতেন সম্বন্ধং বক্তুং বৃত্তমনুষ্ঠাপিত—বদিত্যাदिना । বাহ্য-
জ্যোতিরভাবে সত্যং পুরুষঃ কার্যকরণসজ্জাতো যেন সজ্জাতাতিরিক্তেনাঙ্কজ্যোতির্বা গমনা-
গমনাদি নির্বর্তয়তি তদাঙ্কজ্যোতিরন্তীতি যদুভয়মিত্যনুবাদার্থঃ । বিশিষ্টস্থানাভাবং বক্তুং
বিশেষণাভাবং তাবদর্শয়তি—তদেবেতি । আদিত্যাদিজ্যোতিরভাববিশিষ্টস্থানং যদ্রেতুক্তং,
তদেব স্থানং নাশ্চ বিশেষণাভাবাদিতি শেষঃ । যথোক্তস্থানাভাবে হেতুমাং—যেনেতি ।
সংসৃষ্টো বাহ্যজ্যোতির্ভিরিতি শেষঃ । ব্যবহারভূমৌ বাহ্যজ্যোতিরভাবাভাবে ফলিতমাহ—
তন্মাদিতি । ৪

স যঃ প্রকৃত আত্মা, যত্র যস্মিন্ কাণে প্রস্থপিতি প্রকর্ষণে স্থাপনমুভবতি,
তদা কিমুপাদানঃ কেন বিধিনা স্থপিতি—সদ্যং স্থানং প্রতিপত্ত্ব ইতি, উচ্যতে—
অশ্রু দৃষ্টশ্চ লোকশ্চ জাগরিতলক্ষণশ্চ সর্বাভবঃ,—সর্বমবতীতি সর্বাভাবান্ অয়ং লোকঃ
কার্যকরণসজ্জাতো বিষয়বেদনাসংযুক্তঃ, সর্বাভবশ্চ বাহ্যাত্মমন্ত্রপ্রকরণে
'অথো অয়ং বা আত্মা' ইত্যাদিনা, সর্বা বা ভূতভৌতিকমাত্রা অশ্রু সংসর্গকারণ-
ভূতা বিদুস্ত ইতি সর্বাভাবান্, সর্বাভাবেনৈব সর্বাভাবান্, তশ্চ সর্বাভবতো মাত্রামেকদশ-
মবয়বম্ অপাদায়াপচ্ছিত্তাদায় গৃহীত্বা দৃষ্টজন্মবাসনাবাসিতঃ সন্নিত্যর্থঃ । স্বপ্নমাশ্র-
নৈব বিহত্য দেহং পাতয়িত্বা নিঃসম্বোধমাশ্রিত—জাগরিতে হি আদিত্যাदीनां
চক্ষুরাদিষুগ্রাহো দেহব্যবহারার্থঃ । দেহব্যবহারশ্চ আত্মনো ধর্ম্যাধর্ম্যফলোপ-
ভোগপ্রযুক্তঃ, তদধর্ম্যাধর্ম্যফলোপভোগোপরমণমস্মিন্ দেহে আত্মকর্মোপরমকৃতম্
ইত্যাত্মাশ্র বিহন্তেত্যুচ্যতে । ৫

উত্তরগ্রন্থমুত্তরত্বেনাবতারয়তি—অথেষ্ট্যাदिना । যথোক্তং সর্বব্যতিরিক্তং স্বয়ং জ্যোতিষ্ক-
মিত্যাदि । আহ স্বপ্নং প্রস্তৌতীতি যাবৎ । উপাদানশব্দঃ পরিগ্রহবিষয়ঃ । কথমশ্রু সর্বাভবঃ
তদাহ—সর্বাভবমিতি । সংসর্গকারণভূতাঃ সাহাধ্যাদ্যদ্যবিভাগেনেতি শেষঃ । কিমুপাদান
ইত্যশ্রোত্তরমুক্তং, কেন বিধিনেত্যশ্রোত্তরমাহ—স্বয়মিত্যাदिना । আপাশ্রু প্রস্থপিতীত্যুত্তরত্র
সম্বন্ধঃ । কথং পুনরাশ্রনো দেহবিহন্তৃৎ, জাগ্রদেতুকর্মফলোপভোগোপরমণাক্তি স বিহন্ততে,
তত্রাহ—জাগরিতে ইত্যাদিনা । নির্মাণবিষয়ং দর্শয়তি—বাসনাময়মিতি । যথা মায়াবী
মায়াময়ং দেহং নির্মিমীতে, তদ্বদিত্যাহ—ময়োময়মিবেতি । কথং পুনরাশ্রনো যথোক্তদেহ-
নির্মাণকর্তৃৎ কর্মকৃতদ্বাত্তিনির্মাণশ্চেত্যশঙ্ক্যাহ—নির্মাণমপীতি । যেন ভাসেত্যত্রৈখং ভাবে
তৃতীয়া । করণে তৃতীয়াং ব্যাবর্তয়তি—সাহীতি । তত্রৈতি স্বপ্নোক্তিঃ । যথোক্তান্তঃকরণ-
বৃত্তেবিষয়ত্বেন প্রকাশমানত্বেপি স্বভানো ভবতু করণত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—সাহীতি । যেন
জ্যোতিষেতি কর্তরি তৃতীয়া । স্বপ্নকোহত্রাশ্রবিষয়ঃ । কোহয়ং প্রস্থাপো নাম, তত্রাহ—
যদেবমিতি বিবিক্তবিশেষণং বিবৃণোতি—বাহেতি । ৫

স্বয়ং নির্ঘাং নির্ঘাণং কৃত্বা বাসনাময়ং স্বপ্নদেহং যান্নাময়মিব, নির্ঘাণমপি তৎকর্ণাপেক্ষয়াং স্বয়ংকর্তৃকমুচ্যতে ; সেনাশ্রীয়েন ভাসা মাত্রোপাদানলক্ষণেন, ভাসা দীপ্ত্যা প্রকাশেন সৰ্ব্ববাসনাশ্রকেনাস্তঃকরণবৃত্তিপ্রকাশেনেত্যর্থঃ । সা হি তত্র বিষয়ভূতা সৰ্ব্ববাসনাময়ী প্রকাশতে ; সা তত্র স্বয়ং ভা উচ্যতে ; তেন সেন ভাসা বিষয়ভূতেন সেন চ জ্যোতিষা তদ্বিষয়িণা বিবিক্তরূপেণালুপ্তদৃক্ স্বভাবেন তদ্বাক্রুপং বাসনাশ্রকং বিষয়ীকুৰ্বন্ প্রস্বপিত্তি । যদেবং বর্তনম্, তৎপ্রস্বপিতীত্যা-
চ্যতে । অত্র এতশ্চামবস্থায়ামেতন্মিহ কালে অয়ং পুরুষ আত্মা স্বয়মেব বিবিক্ত-
জ্যোতির্ভবতি ; বাহ্যাদ্যাশ্রিকভূতভৌতিকসংসর্গরহিতং জ্যোতির্ভবতি । ৬

নবশ্চ লোকশ্চ মাত্রোপাদানং কৃতম্, কথং তন্মিহ নতি অত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ং জ্যোতির্ভবতীত্যাচ্যতে ? নৈব দোষঃ ; বিষয়ভূতমেব হি তৎ ; তেনৈব চ অত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ং জ্যোতির্দর্শয়িতুং শক্যঃ, ন তত্রথা—অসতি বিষয়ে কস্মিন্শ্চিৎ স্মৃশ্চ-
কাল ইব । যদা পুনঃ সা ভাঃ বাসনাশ্রিকা বিষয়ভূতোপলভ্যমানা ভবতি, তদা অসিঃ কোষাদিব নিষ্কণ্টঃ সৰ্ব্বসংসর্গরহিতং চক্ষুরাদিকার্য্যকরণব্যাবৃত্তস্বরূপম্
অলুপ্তদৃক্ আত্মজ্যোতিঃ সেন রূপেণ অবভাসয়ং গৃহ্যতে । তেন অত্রায়ং পুরুষঃ
স্বয়ং জ্যোতির্ভবতীতি সিদ্ধম্ ॥২৬০॥২॥

স্বপ্নে স্বয়ং জ্যোতিরাস্ত্রতাস্তমাক্ষিপতি—নবশ্চেতি । বাসনাপরিগ্রহশ্চ মনোবৃত্তিরূপশ্চ
বিষয়তয়া বিষয়িত্বাভাবাদবিরুদ্ধমাত্মনঃ স্বপ্নে স্বয়ং জ্যোতিষ্টমিতি সমাধত্তে—নৈব দোষ ইতি ।
কুতো বাসনোপাদানশ্চ বিষয়ত্বমিত্যাশঙ্ক্য স্বয়ং জ্যোতিষ্টশ্রুতিসামর্থ্যাদিত্যাহ—তেনেতি ।
মাত্রাদানশ্চ বিষয়ত্বেনেতি যাবৎ । তদেব ব্যতিরেকমুধেনা(ণা)হ—নত্বিতি । যথা স্মৃশ্চিকালে
ব্যক্তশ্চ বিষয়শ্চাভাবে স্বয়ং জ্যোতিরাস্ত্রা দর্শয়িতুং ন শক্যতে, তথা স্বপ্নেহপি তস্মাত্তত্র স্বয়ং
জ্যোতিষ্টশ্রুত্যা মাত্রাদানশ্চ বিষয়ত্বং প্রদর্শিতমিত্যর্থঃ । ভবতু স্বপ্নে বাসনাদানশ্চ বিষয়ত্বম্,
তথাপি কথং স্বয়ং জ্যোতিরাস্ত্রা শক্যতে বিবিচ্য দর্শয়িতুমিত্যাশঙ্ক্যাহ—যদা পুনরিত্তি ।
অবভাসয়দবভাশ্চ বাসনাশ্রকমস্তঃকরণমিতি শেষঃ । স্বপ্নাবস্থায়ামাত্মনোহবভাসকাস্তুরাভাবে
কলিতমাহ—তেনেতি । ২৬০ । ২ ।

ভাষ্যানুবাদ :—পূর্বোক্ত এই পুরুষের দুইটি মাত্র স্থান আছে ; তৃতীয়
বা চতুর্থ স্থান নাই ; সেই দুইটি স্থান কি কি ? একটি স্থান হইতেছে এই
বর্তমান জন্ম—যাহা শরীর ইন্দ্রিয় বিষয় ও তৎসমুভবসম্বন্ধিতরূপে প্রত্যক্ষ করা
হইতেছে ; অপরটি পরলোক স্থান, অর্থাৎ পরলোকরূপ স্থান, দেহেন্দ্রিয়াদি
বিয়োগের পর যাহা অনুভব করিতে হইবে । ভাল কথা, স্বপ্নও ত একটি
পরলোকস্থান মধ্যেই গণনীয় ; সুতরাং ‘দুইটি মাত্র স্থান’ এইরূপে অবধারণ করা
সঙ্গত হয় কিরূপে ? না—তাহা স্বতন্ত্র কোন লোক বা স্থান নহে ; তবে কি ?

তাহা (স্বপ্ন) সন্ধ্যা স্থান ; ইহলোক ও পরলোকের মধ্যবর্তী যে স্থান, তাহা হইতে যাহার উৎপত্তি, সেই স্থানের নাম সন্ধ্যা ; ইহাই তৃতীয় স্বপ্ন স্থান ; সুতরাং তাহার নাম সন্ধ্যা । “যে এষ স্থানে ভবতঃ” বলিয়া যে, জীবস্থানের দ্বিত্যবধারণ, তাহা অসঙ্গত হয় নাই ; কেন না, দুই গ্রামের মধ্যবর্তী সন্ধিস্থান কখনই সেই গ্রামদ্বয়ের অতিরিক্ত তৃতীয় স্থান বলিয়া পরিগণিত হয় না । ভাল, যে পরলোক স্থানকে অপেক্ষা করিয়া স্বপ্ন স্থানটী সন্ধ্যা (মধ্যবর্তী) হইতে পারে, সেই পরলোক স্থানের অস্তিত্ব জানা যায় কি উপায়ে ? এবং যে জীব সন্ধিক্ষেত্রে অবস্থান করত এই উভয় স্থান অবলোকন করিয়া থাকে, সেই স্থান দুইটী বা কি কি ? উত্তর—ইহ এবং পরলোকস্থান, অর্থাৎ বর্তমান জন্ম আর পরজন্ম । অতএব স্বপ্ন ও আগরণ ভিন্নও অপর দুইটী লোক বা স্থান আছে ; পুরুষ বুদ্ধি-সাক্ষ্য লাভ করত জন্ম-মরণপ্রবাহ পরম্পরা ক্রমে সেই উভয়লোকে সঞ্চরণ করিয়া থাকে ।

ভাল কথা, পুরুষ স্বপ্নাবস্থায় অবস্থান করত কিরূপে উভয় লোক অবলোকন করে ? তখন তাহার আশ্রয়ই বা কি ? এবং দর্শনের প্রণালীই বা কি ? হাঁ, সেখানে কিরূপে দর্শন করে, তাহা বলা হইতেছে শ্রবণ কর ; যাহার সাহায্যে বা যাহাকে ভর করিয়া আক্রমণ (কার্য সাধন) করা যায়, তাহার নাম আক্রম—আশ্রয় ; সেই আক্রমটী যে পুরুষের যেকোন, সেই পুরুষকে ‘যথাক্রম’ বলা হইয়া থাকে । পুরুষ পরলোক পাইবার জন্ত এখানে ‘যথাক্রম’ হয়, অর্থাৎ পরলোক প্রাপ্তির উপায়ভূত বিজ্ঞা, কর্ম ও পূর্বপ্রজ্ঞারূপ যাদৃশ সহায় সম্পন্ন হয়, অকুরীভাবপ্রাপ্ত বীজের জ্ঞান সেই আক্রমও যখন পরলোক স্থানের নিমিত্ত উন্মুখ হয়—পুরুষকে পরলোকে লইয়া যাইবার জন্ত সচেষ্ট হয়, তখন সেই আক্রম বা সাধনরাশিকে অবলম্বন করিয়া—ভর করিয়া উভয়লোক (ইহলোক ও পরলোক) নিরীক্ষণ করিতে থাকে । তৎকালে ধর্ম্মাধর্ম্মের বিবিধ বৈচিত্র্য তাহার দৃষ্টিগোচর হইতে থাকে ; এই জন্ত ‘উভয়’ শব্দে বহুবচন যোগ করা হইয়াছে ; ‘উভয়ান্’ অর্থ—উভয় প্রকার বৃত্তিতে হইবে । সেই উভয় প্রকার কি কি ? না, পাপরাশি অর্থাৎ পাপের ফলসমূহ ; পাপ সাধারণতঃ প্রত্যক্ষ হয় না ; এই জন্ত এখানে ‘পাপ’ অর্থে পাপফল দুঃখ বৃত্তিতে হইবে ; আর বিবিধ আনন্দ, অর্থাৎ পুণ্যের ফল সুখসমূহ ; জন্মান্তরানুভূত বাসনাময় অর্থাৎ পূর্বপূর্ব জন্ম-সঞ্চিত সংস্কারাত্মক সেই পাপ ও পুণ্যের ফল দুঃখ ও সুখসমূহ সন্দর্শন করিতে থাকে ; এবং ধর্ম্মাধর্ম্মের সাহায্যে কিংবা দেবতার অনুগ্রহবলে ভবিষ্যৎজন্মে,

যে সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্ম্যধর্ম্য ফল অনুভব করিতে হইবে, সে সমস্তও প্রত্যক্ষ করিতে থাকে (১) । ২

ভাল, স্বপ্নাবস্থায় যে, পরলোকভাবী পাপ ও আনন্দ সন্দর্শন হইয়া থাকে, ইহা জানা যায় কিম্বা? তদন্তরে বলা হইতেছে যে, যেহেতু ইহজন্মে যাহা অনুভব-গোচর হয় নাই বা হইবার নহে, একরূপ বহু বিষয় স্বপ্নসময়ে দর্শন হইয়া থাকে; অথচ যাহা কস্মিন্‌কালেও অনুভূত হয় নাই, একরূপ বস্তুদর্শনকে কেহই ‘স্বপ্ন’ বলিয়া নির্দেশ করে না । অধিকাংশ স্বপ্নই পূর্বদৃষ্ট পদার্থের স্মরণ মাত্র; অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে, স্বপ্ন ও জাগ্রৎ অবস্থা ছাড়া আরও দুইটি লোক (ইহলোক ও পরলোক) নিশ্চয়ই আছে । ৩

পুনশ্চ শঙ্কা হইতেছে যে, দেহেন্দ্রিয়াদি সজ্বাতাত্মক এই পুরুষ আদিত্যাদি বাহ্যজ্যোতির অভাবেও, অতিরিক্ত যে আত্মজ্যোতির সাহায্যে ব্যবহার সম্পাদন করিয়া থাকে বলা হইয়াছে; প্রকৃতপক্ষে তাহার সেরূপ অবস্থা একান্ত অসম্ভব, যে অবস্থায় আদিত্যাদি জ্যোতির সম্পূর্ণ অভাব—বিনাশপ্রাপ্তি হয় ও যে অবস্থায় বাহ্যজ্যোতি-বিরহিত স্বয়ং জ্যোতির স্বরূপ উপলব্ধি হইতে পারে, এবং এই দেহেন্দ্রিয়সংঘাত যাহার সহিত নিত্যই অবিযুক্তরূপে প্রতীতিগোচর হইতে পারে? অতএব আত্মার যে বিবিক্তস্বভাব জ্যোতিঃস্বরূপের কথা বলা হইয়াছে, তাহা অসত্যতুল্য অথবা অসত্যই বটে । যদি কোনও অবস্থায় বাহ্য বা আধ্যাত্মিক ভূত-ভৌতিক জ্যোতির সম্বন্ধ রহিত হইয়া স্বতন্ত্রভাবে স্বীয় জ্যোতিঃস্বরূপ উপলব্ধিগোচর হইতে পারে, তাহা হইলেই পূর্বোক্ত সমস্ত কথা সঙ্গত হইতে পারে; এখন এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—৪

যে আত্মার কথা বলা হইয়াছে, সেই আত্মা যে সময় উত্তমরূপে স্বপ্ন (নিদ্রা)

(১) জীব যখন বর্তমান দেহ ত্যাগ করিয়া যাইবার উদ্যোগ করে, তখন তাহার পূর্বসঞ্চিত জ্ঞান ও কর্মসংস্কারগুলি ভাবী দেহসমুৎপাদনের নিমিত্ত জাগরিত হয়; বীজ যেমন বৃক্ষ উৎপাদনের পূর্বে অঙ্কুরিত হয়, তেমনি পরলোকসাধন জ্ঞানকর্মও তখন ফলোন্মুগ্ন হয় । বীজের অঙ্কুরাবস্থা যেমন বীজ ও বৃক্ষভাবের সন্ধিস্থল—উহাতে বীজ ও বৃক্ষ উভয়েরই কিঞ্চিৎ ছবি দেখিতে পাওয়া যায়, জীবের স্বপ্নস্থানীয় প্রায়ণাবস্থাও ঠিক তেমনি ইহলোক ও পরলোকের সন্ধিক্ষেত্র; সেখানে বর্তমান জন্মের ও ভবিষ্যৎ জন্মের উভয় অবস্থাই প্রতীতিগোচর হইতে থাকে । যেমন জাগরণ ও সুষুপ্তি অপেক্ষা স্বপ্নাবস্থা তৃতীয়, তেমনি ইহলোক ও পরলোক অপেক্ষা সন্ধ্যা স্থানটী (প্রায়ণাবস্থাটী) তৃতীয়; উভয় স্থানের অংশ লইয়াই সন্ধিস্থান হয়; সুতরাং সন্ধিস্থানটী এই উভয় স্থানেরই অংশ, কিন্তু অতিরিক্ত কিছু নহে ।

প্রণালী অবলম্বন করিয়া স্বপ্নানুভব-গোচর সর্কীবৎ লোককে [এখানে ‘সর্কীবতঃ’ কথার অর্থ এইরূপ—] সর্কপ্রকার ব্যবহারকে রক্ষা করে বলিয়া বিষয়ানুভূতি-সম্বিত কার্য্যকরণসমষ্টিক্রম ইহলোকই ‘সর্কীবৎ’ ; বর্তমানলোকই যে, ‘সর্কীবৎ’ তাহা ইতঃপূর্বে অন্তঃপ্রকরণে “অথো অয়ং বা আত্মা” ইত্যাদি বাক্যে বর্ণিত হইয়াছে । অথবা সম্বন্ধের কারণীভূত সর্কপ্রকার ভূতভৌতিক মাত্রা (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য শব্দ স্পর্শাদি বিষয়) বিদ্যমান থাকে বলিয়া, ইহলোক হইতেছে—‘সর্কীবৎ’ । ‘সর্কীবৎ’ শব্দ হইতেই ‘সর্কীবৎ’ পদ নিষ্পন্ন করা হইয়াছে ; সুতরাং সর্কীবৎ লোক অর্থ—জাগরিতাবস্থা ; তাহার মাত্রা—অবয়ব অর্থাৎ কতিপয় অংশ গ্রহণ করিয়া—বর্তমান জন্মের সংস্কারসম্বিত হইয়া, পুরুষ নিজেই নিজের দেহকে নিপাতিত—সংজ্ঞাহীন করিয়া—, [অভিপ্রায় এই যে, জাগরণ সময়ে আদিত্যপ্রভৃতি বাহ্য জ্যোতিঃপদার্থ যে, চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়বর্গের উপকার সাধন করে, দৈহিক ব্যবহার সম্পাদনই তাহার প্রধান উদ্দেশ্য, সেই দৈহিক ব্যাপারনিচয়ও আবার আত্মার ধর্ম্মাধর্ম্ম ফলভোগেরই নিমিত্ত ; আত্মীয় সেই কর্ম্মরাশির বিরাম হইলেই, এই দেহে ধর্ম্মাধর্ম্মের ফল সুখদুঃখাদি-সন্তোষেরও বিরাম বা নিবৃত্তি হইয়া যায় ; এই কারণে আত্মাকে এই দেহের বিহস্তা (নিহস্তা) বলা হইতেছে । ৫

পুনশ্চ নিজেই নির্মাণ করিয়া—ঐন্দ্রজালিক যেমন মায়াময় দেহ নির্মাণ করে, তেমনি বাসনাময় (পূর্বসংস্কারানুরূপ) স্বপ্নদেহ নির্মাণ করিয়া—পুরুষের ঐরূপ স্বপ্নদেহ তদীয় পূর্বকর্ম্মানুসারে হইয়া থাকে ; পুরুষই সেই কর্ম্মের কর্ত্তা ; এইজন্ত স্বপ্নদেহ-নির্মাণে পুরুষের কর্ত্তৃত্ব বলা হইয়াছে । তাহার পর স্বীয় দীপ্তি দ্বারা বিষয়-গ্রহণরূপ প্রমাণ দ্বারা—সর্কবিধ বাসনাবিশিষ্ট অন্তঃকরণবৃত্তির প্রকাশন দ্বারা অন্তঃকরণের বৃত্তিই তখন সর্কপ্রকার বাসনাসহকারে গ্রাহ্যবিষয়রূপে প্রকাশ পাইতে থাকে ; এই কারণে উহাকে ‘স্বয়ং ভা’ (দীপ্তি স্বরূপ) বলা হইয়াছে । বিষয়াত্মক সেই স্বস্বরূপ দীপ্তি এবং তৎপ্রকাশক নির্মাণ বা অবিমিশ্র নিত্য সংস্বরূপ জ্যোতিঃ-প্রভাবে ঐ বাসনাময় প্রকাশকেও প্রকাশ করত স্বপ্নানুভব করিয়া থাকে । পুরুষের যে, এইরূপ বৃত্তি বা অবস্থান, তাহাই তাহার প্রকৃষ্ট স্বপন বা নিদ্রা বলিয়া কথিত হয় । এই স্বপ্নাবস্থায় পুরুষ (জীব) নিজেই নির্মল বা অবিমিশ্র জ্যোতিঃস্বরূপ হয়, অর্থাৎ তখন জ্যোতির্ম্ময় আত্মার সহিত বাহ্য বা আধ্যাত্মিক কোনরূপ ভূত ও ভৌতিক জ্যোতির সম্পর্ক থাকে না । ৬

[এবিষয়ে আপত্তি হইতেছে এই যে,] স্বপ্নসময়ে পুরুষ যখন জাগ্রদবস্থার বিষয়সমূহই গ্রহণ করে, তখন তৎসম্পর্কসত্ত্বে, সে সময় স্বয়ংজ্যোতিঃ হয় কিরূপে ?

[উত্তর—] না—ইহা বোঝাবহ হয় না ; কারণ, পুরুষের যে, আগ্র্যকালীন বিষয়গ্রহণ, তাহাও তাহার বিষয় স্বরূপই [প্রকাশই] ; প্রকাশের সহিত যে, প্রকাশকের ভেদ, ইহা ত স্বতঃসিদ্ধ ; সুতরাং সেই সময়েই পুরুষকে স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপে প্রদর্শন করিতে পারা যায় ; নচেৎ স্বপ্নসময়ের জ্ঞান কোন [বিষয়—প্রকাশ] থাকিলে, তাহার স্বয়ংজ্যোতিঃ স্বভাব প্রদর্শন করিতে পারা যায় না । (১)

পরন্তু সেই বাসনাময়ী বীপ্তিই যখন বিষয়রূপে (আত্মপ্রকাশরূপে) উপলব্ধি-গোচর হয়, তখনই চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়াদির সম্পর্কশূন্য নিত্য প্রকাশময় কোষ-নিঃসৃত অনির জ্ঞান, সেই আত্মজ্যোতিঃ স্বরূপে (সর্বাভাসকরূপে) লোকের প্রতীতিগোচর হইয়া থাকে ; এই অতীতি 'এই সময়ে উক্ত পুরুষ স্বয়ং জ্যোতিঃ হয়' উক্তি যুক্তিযুক্ত হইল ॥২৬০॥২॥

আভাসভাষ্যম্ :—নমত্র কথং পুরুষঃ স্বয়ংজ্যোতিঃ ? যেন আগরিতে ইব গ্রাহগ্রাহকাদিলক্ষণঃ সর্বো বাবহারো দৃশ্যতে, চক্ষুরাত্মগ্রাহকাস্চাদিত্যাভা-লোকাস্তথৈব দৃশ্যন্তে, যথা আগরিতে ; তত্র কথং বিশেষাবধারণং ক্রিয়তে—অত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ংজ্যোতির্ভবতীতি ।

উচ্যতে—বৈলক্ষণ্যাং স্বপ্নদর্শনশ্চ ; আগরিতে হি ইন্দ্রিয়-বুদ্ধি-মন-আলো-কাদিব্যাপারসর্গীর্ণমাত্মজ্যোতিঃ ; ইহ তু স্বপ্নে ইন্দ্রিয়াভাবাং তদগ্রাহকাদিত্যা-ল্লোকোভাবাচ্চ বিবিক্তং কেবলং ভবতি, তস্মাদ্বিলক্ষণম্ । ননু তথৈব বিষয়া উপলভ্যন্তে স্বপ্নেহপি, যথা আগরিতে ; তত্র কথমিন্দ্রিয়াভাবাবৈলক্ষণ্যমুচ্যতে ? ইতি । শৃণু—

টীকা । বহুজং স্বপ্নে স্বয়ং জ্যোতিরাস্থেতি, তং প্রকারান্তরেণাক্রিপতি—নম্রিতি । অবস্থাস্বপ্নে বিশেষাভাবকৃতং চোচ্চং দৃশ্যতি—উচ্যত ইতি । বৈলক্ষণ্যং স্মৃটয়তি—আগরিতে ইতি । মনস্ত স্বপ্নে নদপি বিষয়জ্ঞান স্বয়ংজ্যোতিঃ বিঘাতীতি ভাবঃ । উক্তং বৈলক্ষণ্যং প্রতীতিমাত্রিত্যাক্রিপতি—নম্রিতি । ন তত্রৈত্যাদিবাক্যং ব্যাকুর্কন উত্তরমাহ—শ্রুতি ।

আভাসভাষ্যানুবাদ :—এবিষয়ে আপত্তি এই যে, এই পুরুষ স্বপ্ন-

(১) তাৎপর্য—অভিপ্রায় এই যে, অতীতি প্রতিকলন ব্যতিরেকে কোন জ্যোতিঃপদার্থই দেখিতে পাওয়া যায় না ; উদাহরণ—যেমন সূর্যালোক ; আকাশে সূর্য্যরশ্মি বিদ্যমানসত্ত্বেও দেখা যায় না, অথচ কোন স্বচ্ছ পদার্থে পতিত হইবামাত্র, অনায়াসে তাহা বুঝিতে পারা যায় ; এইরূপে আত্মজ্যোতিরও প্রতিকলনযোগ্য কোন বিষয় না থাকিলে স্পষ্টানুভূতি হইতে পারে না ।

সময়ে স্বয়ং জ্যোতিঃ (অস্ত্র জ্যোতির সম্পর্করহিত) হয় কিরূপে ? যেহেতু আগ-
রণ সময়ের জ্বাল, স্বপ্নসময়েও গ্রাহ্য গ্রাহকাদি সমস্ত ব্যবহারই বিদ্যমান থাকে ?
আগরণকালে যেমন চক্ষুঃ প্রভৃতির উপকারকারী আদিত্যাদি জ্যোতিঃ বিদ্যমান
থাকে, স্বপ্নসময়েও ঠিক তেমনি সমস্ত বিষয় দেখিতে পাওয়া যায় ; অতএব
'এসময়ে (স্বপ্নসময়ে) এই পুরুষ স্বয়ং জ্যোতিঃ হয়', এরূপ স্থির সিদ্ধান্ত করা
হইল কিরূপে ?

হাঁ, ইহার পরিহার বলা হইতেছে,—আগরণ অপেক্ষা স্বপ্নদর্শনের যথেষ্ট
বৈলক্ষণ্য রহিয়াছে ; আগরণসময়ে আত্মজ্যোতিঃ স্বভাবতই ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি, মন ও
বাহ্য আলোকাদি ক্রিয়ার সহিত সঙ্গীর্ণ (সংমিশ্রিত) থাকে ; কিন্তু স্বপ্নসময়ে
উক্ত ইন্দ্রিয়াদি কিছুই থাকে না—বিরতব্যাপার হইয়া যায়, এবং আদিত্যাদি
বাহ্য আলোকেরও অভাব থাকে ; এই অস্ত্র পুরুষ সে সময় বিবিজ্ঞ হইয়া পড়ে ;
সুতরাং স্বপ্ন ও আগরণের মধ্যে যথেষ্ট বৈলক্ষণ্য রহিয়াছে । ভাল কথা, আগ্রাৎ
সময়ে যেরূপ ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা বিষয় রাশি অনুভব করা হইয়া থাকে, স্বপ্নসময়েও
যখন সেইরূপই সমস্ত অনুভব করা হয়, তখন (তৎকালে) ইন্দ্রিয়ের অভাব বলা
যায় কিরূপে ? সুতরাং বৈলক্ষণ্যও বলা যাইতে পারে না ? [হাঁ, কিরূপে বৈল-
ক্ষণ্য বলা যাইতে পারে, তাহা বলিতেছি,] শ্রবণ কর—

ন তত্র রথা ন রথযোগা ন পস্থানো ভবন্ত্যথ রথান্
রথযোগান্ পথঃ সৃজতে, ন তত্রানন্দা মুদঃ প্রমুদো ভবন্ত্যথা-
নন্দান্ মুদঃ প্রমুদঃ সৃজতে, ন তত্র বেশান্তাঃ পুষ্করিণ্যঃ
শ্রবন্ত্য! ভবন্ত্যথ বেশান্তান্ পুষ্করিণীঃ শ্রবন্তীঃ সৃজতে, স হি
কর্তা ॥ ২৬১ ॥ ১০ ॥

সম্বলার্থঃ ।—স্বপ্নদৃশ্যানাং বৈতথ্যং বক্তুমাহ—ন তত্র ইত্যাদি । তত্র
(স্বপ্নে) রথাঃ (দৃশ্যমানাঃ রথপ্রভৃতয়ঃ) ন, রথযোগাঃ (রথে যুক্তান্তে নিব-
ধ্যন্তে যে তে অশ্বাদয়ঃ) ন, পস্থানশ্চ ন ভবন্তি (সন্তি) ; অথ (পুনঃ) রথান্
রথযোগান্ পথঃ সৃজতে (নির্মাতি) [স্বপ্নদর্শীতি শেষঃ] ; [তথা] তত্র আনন্দাঃ
(অভীষ্টবস্তুদর্শনজ্ঞাঃ), মুদঃ (অভীষ্টবস্তুলাভজ্ঞাঃ), প্রমুদঃ (অভীষ্টবস্তুভোগ-
জ্ঞাশ্চ) ন ভবন্তি ; অথ আনন্দান্, মুদঃ, প্রমুদঃ সৃজতে [স্বপ্নদর্শীতি শেষঃ] ;
তথা তত্র বেশান্তাঃ (কুদ্রজলাশয়াঃ), পুষ্করিণ্যঃ, শ্রবন্ত্যঃ (নদ্যশ্চ) ন ভবন্তি ;
অথ বেশান্তান্, পুষ্করিণীঃ, শ্রবন্তীঃ সৃজতে । [কস্তত্র রথাদিসৃষ্টিকর্তা ? ইত্যাহ—]

হি (নিশ্চয়ে) সঃ (স্বপ্নদ্রষ্টা পুরুষ এব) কৰ্ত্তা (স্বপ্নে রথাদীনাং নিৰ্মাতা ইত্যর্থঃ) ॥২৬১॥১০॥

মূলানুবাদ ১—[স্বপ্নসময়ে দৃশ্যমান বস্তুসমূহের কল্পিতত্ব প্রদর্শনার্থ বলিতেছেন—] সেই স্বপ্নে রথ নাই, রথে যোজিত অশ্বাদি নাই, এবং গমনোপযোগী পথও নাই ; অথচ রথ, অশ্বাদি ও পথ নিৰ্মাণ করে । এইরূপ, স্বপ্নে আনন্দ মুদ্র ও প্রমুদ্র সমূহ নাই, অথচ সে সমুদয় সৃষ্টি করে ; এবং সেই সময় বেশান্ত, পুষ্করিণী ও নদী সমূহ নাই, অথচ সে সমুদয় সৃষ্টি করে [এ সমস্ত সৃষ্টির কৰ্ত্তা কে ? তদ্বত্তরে বলিতেছেন—] সেই স্বপ্নদ্রষ্টা পুরুষই রথাদি সৃষ্টির কৰ্ত্তা, অর্থাৎ ঐ সমস্ত তাহার পূর্ববর্তন সংস্কার-প্রসূত ॥ ২৬১ ॥ ১০ ॥

শাক্তব্রহ্মাণ্ডম্ ১—ন তত্র বিষয়াঃ স্বপ্নে রথাদিলক্ষণাঃ ; তথা ন রথ-যোগাঃ—রথেষু যুজ্যন্ত ইতি রথযোগাঃ অশ্বাদয়ঃ তত্র ন বিদ্যন্তে ; ন চ পথানঃ রথমার্গা ভবন্তি । অথ রথান্ রথযোগান্ পথঞ্চ সৃজতে স্বপ্নম্ । কথং পুনঃ সৃজতে রথাদিসাধনানাং বৃক্ষাদীনামভাবে ? উচ্যতে—ননু ক্তম্ “অশ্র লোকশ্র সৰ্ব্বাবতো মাত্ৰামপাদায় স্বপ্নং বিহত্য স্বপ্নং নিৰ্মায়” ইতি । অস্তঃকরণবৃত্তিঃ অশ্র লোকশ্র বাসনা মাত্ৰা, তামপাদায়, রথাদিবাসনারূপান্তঃকরণবৃত্তিঃ তদুপলক্ষ-নিমিত্তেন কৰ্ম্মণা চোদ্যমানা দৃশ্যত্বেন ব্যবতিষ্ঠতে ; তদুচ্যতে—“স্বপ্নং নিৰ্মায়” ইতি ; তদেবাহ “রথাদীন্ সৃজতে” ইতি ; ন তু তত্র করণং বা, করণানুগ্রাহকানি বা আদিত্যাদিজ্যোতীংশি, তদবতাস্থা বা রথাদয়ো বিষয়া বিদ্যন্তে ; তদ্বাসনা-মাত্ৰস্ত কেবলং তদুপলক্ষিককৰ্ম্মনিমিত্তচোদিতোদ্ভূতান্তঃকরণবৃত্ত্যাশ্রয়ং দৃশ্যতে । তদ-যশ্র জ্যোতিষো দৃশ্যতে অলুপ্তদৃশঃ, তদাশ্রজ্যোতিরত্র কেবলম্ অসিরিব কোশা-দ্বিবিক্তম্ । ১

তথা ন তত্রানন্দাঃ সুখবিশেষাঃ, মূদঃ হর্ষাঃ পুল্লাদিলভনিমিত্তাঃ, প্রমুদঃ ত-এব প্রকর্ষোপেতাঃ ; অথ চানন্দাদীন্ সৃজতে । তথা ন তত্র বেশান্তাঃ পল্লাঃ, পুষ্করিণ্যস্তড়াগাঃ, অবন্ত্যঃ নন্তো ভবন্তি ; অথ বেশান্তাদীন্ সৃজতে বাসনামাত্ৰ-রূপান্ । যস্মাৎ স হি কৰ্ত্তা, তদ্বাসনাশ্রয়-চিন্তবৃত্ত্যন্তবনিমিত্তকৰ্ম্ম-হেতুত্বেনেতি অবোচাম তশ্র কৰ্ত্তৃত্বম্ ; ন তু সাক্ষাদেব তত্র ক্রিয়া সম্ভবতি, সাধনাভাবাৎ ; ন হি কারকমন্তরেণ ক্রিয়া সম্ভবতি ; ন চ তত্র হস্তপদাদীনি ক্রিয়াকারকানি সম্ভবন্তি ; যত্র তু তানি বিদ্যন্তে জাগরিতে, তত্র আশ্রজ্যোতিরবতানিতৈঃ কার্য-

করণৈঃ রথাদিবাসনাশ্রয়ান্তঃকরণবৃত্তান্তবনিমিত্তং কৰ্ম নিৰ্কৰ্ত্ত্যতে ; তেনোচ্যতে—
স হি কৰ্ত্তেতি ।

তদুক্তম্—‘আত্মনৈবায়ং জ্যোতিষান্তে পল্যয়তে কৰ্ম কুরুতে’ ইতি ; তত্রাপি
ন পরমার্থতঃ স্বতঃ কৰ্ত্তৃত্বং চৈতন্যজ্যোতিষঃ অবভাসকত্বব্যতিরেকেণ—যৎ
চৈতন্যজ্যোতিষা অন্তঃকরণদ্বারেণ অবভাসয়তি কার্য্যকরণানি, তদবভাসিতানি
কৰ্ম্মণু ব্যাপ্রিয়ন্তে কার্য্যকরণানি ; তত্র কৰ্ত্তৃত্বরূপচর্য্যত আত্মনঃ । তদুক্তং “ধায়তীষ
লোলায়তীষ” ইতি ; তদেবানুত্ততে—স হি কৰ্ত্তেতি ইহ হেতুর্থম্ ॥২৬১॥১০॥

টিকা । প্রতীতিং ঘটয়তি—অথেতি । রথাদিশৃষ্টিমাক্ষিপতি—কথং পুনরिति । বাসনাময়ী
শৃষ্টিঃ স্রিষ্টেহ্যন্তরমাহ—উচ্যত ইতি । তদুপলক্ষিনিমিত্তেনেত্যত্র তচ্ছব্দেন বাসনাস্বিকা মনো-
বৃত্তিরেবোক্তা । উক্তমেব প্রপঞ্চয়তি—নত্বিত্যাदिना । তদুপলক্ষির্দাসনোপলক্ষিঃ, তত্র যৎ কৰ্ম্ম
নিমিত্তং, তেন চোদিতা যোক্তৃতান্তঃকরণবৃত্তিগ্রাহকাবস্থা, তদাশ্রয়ং তদাস্বকং তদ্বাসনারূপং
দৃশ্যত ইতি যোজনা । তথাপি কথমাত্মজ্যোতিঃ স্বপ্নে কেবলং সিধ্যতি, তত্রাহ—তদ্যন্তেতি ।
যথা কোণাদসির্বিবিক্তো ভবতি, তথা দৃশ্যায় বুদ্ধের্বিবিক্তমাত্মজ্যোতিরिति কৈবল্যং সাধয়তি—
অসিরিষেতি । ১

তথা রথানুভাববদिति यावৎ । স্থথাস্তেব বিশিষ্টম্ ইতি বিশেষাঃ, স্থথসামান্তানীত্যর্থঃ ।
তপেত্যনন্দানুভাবো দৃষ্টান্তিতঃ । অল্লীয়াংসি সরাংসি পবনশব্দেনোচ্যন্তে । স হি কৰ্ত্তেত্যত্র
হি-শব্দার্থো যস্মাদিত্যুক্তঃ, তস্মাৎ সৃজতীতি শেষঃ । কুতোহস্ত কৰ্ত্তৃত্বং সহকার্য্যভাবাদিত্যা-
শঙ্ক্যাহ—তদ্বাসনেতি । তচ্ছব্দেন বেষান্তাদিগ্রহণম্ । তদীয়বাসনাধারশ্চিত্তপরিণামহেতো-
ক্তবতি যৎ কৰ্ম্ম, তন্ত সৃজ্যমান-নিদানভ্বেনেতি यावৎ । মুখ্যং কৰ্ত্তৃত্বং ব্যায়য়তি—নত্বिति । তত্রোতি
স্বপ্নোক্তিঃ । সাধনাব্যবহাপি স্বপ্নে ক্রিয়া কিং ন স্তাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন ইতি । তর্হি স্বপ্নে
কারকণ্যপি ভবিষ্যন্তি, নেত্যাহ—ন চেতি । তর্হি পূর্ব্বোক্তমপি কৰ্ত্তৃত্বং কথমिति চেত্তত্রাহ—
যত্র ইতি । উক্তার্থে বাক্যোপক্রমমনুসূয়য়তি—তদুক্তমिति । উপক্রমে মুখ্যং কৰ্ত্তৃত্বমিহ
তৌপচারিকমिति বিশেষমাশঙ্ক্যাহ—তত্রাপীতি । পরমার্থতঃ চৈতন্যজ্যোতিষো ব্যাপারবদুপাধ্যব-
ভাসকত্বব্যতিরেকেণ স্বতো ন কৰ্ত্তৃত্বং বাক্যোপক্রমেহপি বিবক্ষিতমিত্যর্থঃ । আত্মনো বাক্যোপ-
ক্রমে কৰ্ত্তৃত্বমৌপচারিকমিত্যুপসংহরতি—যদिति । স হি কৰ্ত্তেত্যৌপচারিকং কৰ্ত্তৃত্বমিত্যুচ্যতে
চেৎ, তন্ত ধায়তীষেত্যাদিনোক্তত্বাৎ পুনরুক্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—যদুক্তমिति । অনুবাদে প্রয়োজন-
মাহ—হেতুর্থমिति । স্বপ্নে রথাদিশৃষ্টাবিতি শেষঃ ॥২৬১॥১০॥

ভাষ্যানুবাদ :—[আশ্রয়বস্থা হইতে স্বপ্নাবস্থার পার্থক্য এই যে,]
স্বপ্নে তৎকালীন দর্শনযোগ্য রথাদি বিষয় বিদ্যমান নাই । সেইরূপ রথযোগ—
রথে যে সকলকে সংযোজিত আবদ্ধ করা হয়, সেই রথবাহী অশ্ব প্রভৃতিও সেখানে
নাই ; এবং রথের গমনোপযোগী পথসমূহও নাই ; অথচ সেই সমস্ত রথ, রথযোগ
ও পথসমূহও সৃষ্টি করে । রথাদি-নির্মাণের উপকরণ কাষ্ঠাদির অভাবে সৃষ্টি

করে কিরূপে ? ইহার উত্তরে বলা হইতেছে—পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ‘সর্ব-প্রকার উপকরণসম্পন্ন এই জাগরণাবস্থার মাত্রা (সংস্কার) সংগ্রহ করিয়া এবং নিজেই শরীরকে একবার নিহত করিয়া ও পুনর্ব্যার নির্মাণ করিয়া’ ইত্যাদি । [অভিপ্রায় এই যে, জাগরণাবস্থার বাসনাসমূহ লইয়া বাসনাময়ী অস্তঃকরণবৃত্তি নিজেই তদুপলব্ধির (বাসনা উপলব্ধির) কারণীভূত প্রাক্তন কর্মরাশি দ্বারা পরিচালিত হইয়া তৎকালদৃশ্য রথাদিরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে ; ‘স্বয়ং নির্মাণ’ ইত্যাদি কথায় ঐ অভিপ্রায়ই প্রকাশ করা হইয়াছে । এখানে রথাদির সৃষ্টিবোধক বাক্যও সেই ভাবেই অভিব্যক্তি করিতেছে মাত্র । বাস্তবিকপক্ষে কিন্তু সেখানে করণ—চক্ষুঃ প্রভৃতি, কিংবা চক্ষুঃপ্রভৃতির অনুগ্রাহক সূর্য্যাদি তেজ বা তৎ-প্রকাশ্য রথাদি বিষয় কিছুই বিদ্যমান থাকে না ; কেবল জ্ঞান-বাসনা বা মানস-সংস্কারই অস্তঃকরণকে আশ্রয় করিয়া নিজের উপলব্ধিজনক প্রাক্তন কর্মপ্রভাবে প্রাদুর্ভূত হইয়া দর্শনপথে উপস্থিত হয় ; নিত্য প্রকাশশীল জ্যোতির্ময় আত্মা এখানে কোশ-নিম্মুক্ত অগ্নির ন্যায় স্বয়ংজ্যোতিরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে মাত্র । ১

সে সময়ে যেমন রথাদি থাকে না, তেমনি আনন্দ (সুখবিশেষ) মূঢ়—পুত্রাদি প্রিয় বস্তু লাভজনিত প্রীতি এবং প্রমূঢ়—প্রিয় বস্তু লাভে নিরতিশয় সুখ, ইহার কিছুই থাকে না ; অথচ সেই আনন্দপ্রভৃতি সমস্তই নির্মাণ করে ; এইরূপ সেখানে বৈশান্ত—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়, পুষ্করিণী অর্থাৎ তড়াগ (দিঘী), কিংবা শ্রবস্তী—নদীসমূহও নাই ; অথচ বাসনাময় (সংস্কারাশ্রয়) বৈশান্তপ্রভৃতি সৃষ্টি করে ; যেহেতু তিনিই (আত্মাই) কর্তা । [তাহার কর্তৃত্ব কি প্রকার ?] এ আপত্তির উত্তরে পূর্বেই আমরা বলিয়াছি যে, যেহেতু ঐ সমস্ত বাসনার আশ্রয়ভূত অস্তঃকরণে যে, বিবিধ বৃত্তির বিকাশ হয়, জীবের পূর্ব্বকৃত কর্মই তাহার একমাত্র নিমিত্ত ; এই জন্তই তাহার কর্তৃত্ব আরোপিত হয় ; কিন্তু তাহার পক্ষে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন ক্রিয়াসম্পাদনই সম্ভব হয় না ; কারণ, সেখানে ক্রিয়ানিষ্পাদক কোনরূপ সাধনসামগ্রী বর্ত্তমান থাকে না ; সাধনাতাবে কখনও কোনরূপ ক্রিয়া হইতে পারে না । ক্রিয়া-নিষ্পাদক হস্ত-পদাদি কোন সাধনই (কারকই) সেখানে বিদ্যমান থাকে না সত্য ; কিন্তু যে জাগরণদশায় ঐ সমস্ত দেহেন্দ্রিয়াদি বিদ্যমান থাকে, সেই জাগরণদশায় আত্মজ্যোতিঃ দ্বারা এরূপ কর্ম নিষ্পাদিত হইয়া থাকে যে, ঐ সমস্ত কর্মজ সংস্কারই মনোমধ্যে সন্নিবিষ্ট থাকিয়া স্বপ্নসময়ে তদনুরূপ বৃত্তি সমুৎপাদন করিয়া দেয় ; এই নিমিত্ত ‘স হি কতা’ বলিয়া জীবের কর্তৃত্ব অবধারিত করা হইয়াছে । ২

ইতঃপূর্বে 'পুরুষ আত্মজ্যোতিঃপ্রভাবেই বৃত্তি লাভ করে, কৰ্ম করে এবং সেখান হইতে ফিরিয়া আইসে' ইত্যাদি বাক্যে এ কথাই উক্ত হইয়াছে । প্রকৃতপক্ষে কিন্তু সেখানেও আত্মা স্বীয় জ্ঞানজ্যোতিঃ দ্বারা অন্তঃকরণাদিকে সমু-
দ্ভাসিত করিয়া কৰ্মে প্রবর্তিত করে বলিয়াই তাহার কর্তৃত্ব নির্দেশ করা হইয়াছে,
কিন্তু স্বতঃসিদ্ধ পারমার্থিক কর্তৃত্ব বলা হয় নাই । অতিপ্রায় এই যে, যেহেতু
আত্মজ্যোতিঃ অন্তঃকরণ দ্বারা দেহেন্দ্রিয়াদিকে উদ্ভাসিত করে, এবং দেহেন্দ্রিয়াদি
সাধনসমূহ তদুদ্ভাসিত হইয়াই নানাবিধ কৰ্মে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে, সেই হেতুই
আত্মার কর্তৃত্ব-ব্যবহার হইয়া থাকে । অতঃপ্রতিতেও একথা বলা হইয়াছে ;
যথা—'[আত্মা] যেন ধ্যানই করে, যেন স্পন্দনই করে' ইত্যাদি । আত্মার
অকর্তৃত্ব জ্ঞাপনের নিমিত্ত এখানে সেই 'ধ্যায়তি' শ্রুতিরই অনুবাদ করা
হইয়াছে ॥ ২৬১ ॥ ১০ ॥

তদেতে শ্লোকা ভবন্তি,—

স্বপ্নেন শারীরমভিপ্রহত্যাশুপ্তঃ সুপ্তানভিচাক্ষীতি ।

শুক্রেমাদায় পুনরৈতি স্থানং হিরণ্ময়ঃ পুরুষ একহংসঃ ॥

২৬২ ॥ ১১ ॥

সম্বলার্থঃ ১—তৎ (তস্মিন্ যথোক্তে বিষয়ে) এতে (বক্ষ্যমাণাঃ)
শ্লোকাঃ (সংক্ষিপ্তার্থাঃ যন্তাঃ) ভবন্তি (সন্তি) । [কে তে ? ইত্যাহ—] এক-
হংসঃ (এক এব হস্তি—জাগ্রৎস্বপ্নাশুপ্তাবস্থান্ভেদান্ গচ্ছতি ইতি একহংসঃ), হিরণ্ময়ঃ
(সুবর্ণময় ইব জ্যোতিঃস্বভাবাঃ) পুরুষঃ (জীবঃ) [স্বপ্নঃ] অশুপ্তঃ
(অনুপ্তদৃক্ স্বরূপ এব সন্) শারীরঃ (শরীরম্) অভিপ্রহত্যা (নিশ্ক্রিয়তাম্
আপাত্ত) সুপ্তান্ (বাসনারূপেণ অন্তঃকরণে স্থিতান্—বাহ্যান্ আধ্যাত্মিকান্ চ
ব্রহ্মান্) অভিচাক্ষীতি (আত্মজ্যোতিষা পশুতীত্যর্থঃ) । শুক্রে (শুক্রে উজ্জ্বলম্
ইন্দ্রিয়বৃত্তি) আদায় (গৃহীত্ব) স্থানং (কৰ্মক্ষেত্রং আগরণম্) পুনঃ ঐতি
(আগচ্ছতি) ইত্যর্থঃ ॥ ২৬২ ॥ ১১ ॥

মূলানুবাদঃ ১—একহংস—যিনি একাকী জাগ্রৎ স্বপ্নাদি
নানাবিধ অবস্থা লাভ করেন, সেই হিরণ্ময়—সুবর্ণনির্মিত বস্তুর ন্যায়
সমুজ্জ্বল পুরুষ (জীব) নিজ অশুপ্ত থাকিয়া—জ্ঞানশক্তিশূন্য না
হইয়া, শরীরকে প্রহত করিয়া অর্থাৎ তাহার ক্রিয়াশক্তি বিলুপ্ত করিয়া
দিয়া, সুপ্ত—সংস্কারময় বিষয়সমূহ দর্শন করিতে থাকে । আবার সেই

পুরুষই ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহ গ্রহণ করিয়া পুনর্ববার কর্মক্ষেত্র—জাগরণ অবস্থা প্রাপ্ত হয় ॥ ২৬২ ॥ ১১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ।—তদেতে—এতন্নিবৃত্ত্যর্থং এতে শ্লোকাঃ মন্ত্রা ভবন্তি । স্বপ্নেন স্বপ্নভাবেন শারীরং শরীরম্ অভিপ্রহত্য নিশ্চেষ্টতামাপাতি অশুপ্তঃ স্বপ্নম্ অনুপ্তদৃগাদিশক্তিস্বাভাব্যাৎ, সুপ্তান্ বাসনাকারোদ্ভূতান্ অস্তঃকরণবৃত্ত্যাশ্রয়ান্ বাহ্যাদ্যাগ্নিকান্ সর্কানেনৈব ভাবান্ যেন রূপেণ প্রত্যক্ষমিতান্ সুপ্তান্, অভি-চাকশীতি অনুপ্তরা আত্মদৃষ্ট্যা পশুতি অবভাসয়তীত্যর্থঃ । শুক্রং শুক্রং জ্যোতির্মদিত্তিমাত্রারূপম্, আদায় গৃহীত্বা পুনঃ কর্মণে জাগরিতস্থানম্, ইতি আগচ্ছতি ; হিরণ্ময়ঃ হিরণ্ময় ইব চৈতন্যজ্যোতিঃস্বভাবঃ, পুরুষঃ একহংসঃ এক এব হস্তীত্যেকহংসঃ,—একঃ জাগ্রৎস্বপ্নেহলোকপরলোকদীন্ গচ্ছতী-ত্যেকহংসঃ ॥ ২৬২ ॥ ১১ ॥

টীকা । তদেতে শ্লোকা ভবন্তীত্যন্তং প্রতীকং গৃহীত্বা বাচ্যে—তদেত ইতি । উক্তোহর্থঃ স্বপ্নজ্যোতির্দ্বাদিঃ । শারীরমিতি স্বার্থে বৃদ্ধিঃ । স্বপ্নমশুপ্তে হেতুমাহ—অনুপ্তেতি । বাগ্ধোয়ং পদমাদায় বাচ্যে—সুপ্তানিত্যাদিনা । উক্তমনুচ পদান্তরমবত্যা ব্যাকরোতি—সুপ্তানভি-চাকশীতীতি ॥ ২৬২ ॥ ১১ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—‘তদ্ এতে’ ইত্যাদি । এই যে বিষয় বলা হইল, এ বিষয়ে নিম্নলিখিত শ্লোক (মন্ত্রসমূহ) আছে—হিরণ্ময় অর্থাৎ সুবর্ণময় বস্তুর দ্বারা উজ্জল—স্বাভাবিক চৈতন্য জ্যোতিঃসম্পন্ন, একহংস—একাকীই গমন করে বলিয়া—একহংস, অর্থাৎ একই আত্মা জাগ্রৎ, স্বপ্ন, ইচ্ছলোক ও পরলোকাদি স্থানে গমন করে বলিয়া ‘একহংস’-পদবাচ্য পুরুষ (জীব) স্বপ্নাবস্থা দ্বারা শরীরকে প্রহৃত—নিশ্চেষ্টভাবে পন্ন করিয়া অথচ স্বভাবসিদ্ধ দর্শনশক্তি প্রভৃতি গুণগুলি অবিলুপ্ত থাকায় নিজে সুপ্ত না হইয়া, সুপ্ত বিষয়সমূহকে—স্বীয় অস্তঃকরণবৃত্তি আশ্রয় করিয়া বাসনারূপে অভিব্যক্ত, অথচ নিজ নিজ স্বরূপে অনভিব্যক্ত বাহ্য ও আধ্যাত্মিক সমস্ত বিষয়রাশি অবিলুপ্ত স্বীয় জ্ঞান-শক্তিপ্রভাবে দর্শন করিয়া থাকে, অর্থাৎ সেই সমস্ত বাসনাময় বিষয় প্রকাশ করিয়া থাকে (১) । আবার শুক্র শুক্র (উজ্জল) জ্যোতির্ময় ইন্দ্রিয়বৃত্তিনিচয় গ্রহণ করিয়া কর্ম করিবার জন্য পুনশ্চ জাগ্রৎ অবস্থায় আগমন করিয়া থাকে ॥ ২৬২ ॥ ১১ ॥

(১) তাৎপর্য—জীব জাগরণ সময়ে চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারা যে সমুদয় বিষয় উপভোগ বা সম্পাদন করে, সে সমুদয়ের সূক্ষ্ম সংস্কাররাশি হৃদয়পটে থাকিয়া যায়, কিন্তু সে সমুদয়

প্রাণেন রক্ষম্বরং কুলায়ং বহিস্কুলায়াদমৃতচ্চরিত্বা । স
ঈয়তেহমৃতো যত্র কামং হিরণ্ময়ঃ পুরুষ একহংসঃ ॥ ২৬৩ ॥ ১২ ॥

সম্বলার্থঃ ১—অমৃতঃ (অমরণধর্ম্মা) একহংসঃ সঃ হিরণ্ময়ঃ পুরুষঃ (জীবঃ)
প্রাণেন (পঞ্চবৃত্ত্যাঙ্কেন) অবরং (নিকৃষ্টং মলমূত্রাণ্যনেকান্তচিময়ত্বাৎ 'অন্তকম্')
কুলায়ং (বাসনীড়ং শরীরং) রক্ষন্ (পরিপালয়ন্), [স্বয়ং] অমৃতঃ (মরণরহিতঃ
—স্বরূপেণ বিজ্ঞমান এব) কুলায়াং (শরীরে) বহিঃ (পরিভ্রাম্য, শরীরে
অনাসক্তঃ) অমৃতঃ (স্বয়ং অবিকৃত এব তিষ্ঠন্) যত্র (যত্র যত্র বিষয়ে) কামং
(অভিলাষঃ), [তত্র তত্র] ঈয়তে (গচ্ছতি) ॥ ২৬৩ ॥ ১২ ॥

মূলানুবাদ ১—মরণরহিত একহংস সেই হিরণ্ময় পুরুষ পঞ্চ-
বৃত্তিবিশিষ্ট প্রাণ দ্বারা, নিকৃষ্ট বাসস্থান শরীরকে রক্ষা করত নিজে
শরীরের বাহিরে বিচরণ করিয়া অর্থাৎ শরীরে অনাসক্তভাবে অবস্থান
করিয়া, যেখানে ইচ্ছা, সেখানে গমন করে ॥ ২৬৩ ॥ ১২ ॥

শাক্তব্রহ্মণ্যম্ ১—তথা প্রাণেন পঞ্চবৃত্তিনা, রক্ষন্ পরিপালয়ন্, অত্রথা
মৃতভ্রান্তিঃ স্তাৎ; অবরং নিকৃষ্টম্ অনেকান্তচিসজ্বাতত্বাত্যন্তবীভৎসম্, কুলায়ং
নীড়ং শরীরম্, স্বয়ং তু বহিঃ তস্মাৎ কুলায়াং, চরিত্বা—যত্রপি শরীরস্থ এব স্বয়ং
পশুতি, তথাপি তৎসম্বন্ধাভাবাৎ তৎস্থ ইবাকাশঃ বহিঃচরিত্বৈত্যাচ্যতে; অমৃতঃ
স্বয়মমরণধর্ম্মা, ঈয়তে গচ্ছতি । যত্র কামম্ যত্র যত্র কামঃ বিষয়েষু উদ্ভূতবৃত্তি-
র্ভবতি, তৎ তৎ কামং বাসনাক্রপেণোদ্ভূতং গচ্ছতি ॥ ২৬৩ ॥ ১২ ॥

টীকা । তথাশব্দঃ স্বপ্নগতবিশেষসমুচ্চয়ার্থঃ । কিমিতি স্বপ্নে প্রাণেন শরীরমাত্মা পালয়তি,
তত্রাহ—অন্তর্থেতি । বহিঃচরিত্বৈত্যাযুক্তং, শরীরস্থং স্বপ্নোপলভ্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—বচনীতি ।
তৎসম্বন্ধাভাবাবহিঃচরিত্বৈত্যাচ্যত ইতি সম্বন্ধঃ । দেহস্থেষ্টেব তদসম্বন্ধে দৃষ্টান্তমাহ—তৎস্থ-
ইতি ॥ ২৬৩ ॥ ১২ ॥

ভাষ্যানুবাদ ১—সেইরূপ [উক্ত আত্মা] প্রাণনাদি পঞ্চপ্রকার বৃত্তি-
বিশিষ্ট প্রাণ দ্বারা অবর নিকৃষ্ট অর্থাৎ অনেক প্রকার অন্তর্ভুক্তব্যাসম্বারে সমুৎপন্ন
বলিয়া অত্যন্ত বীভৎস স্থান বিধর কুলায়কে—জীব পক্ষীর বাসস্থান শরীরকে

সংস্কার নিজ নিজ কার্য হইতে বিরত থাকায়, অথবা জাগ্রৎব্যাপারের স্থায় স্পষ্টতঃ উপলব্ধি
না হওয়ার এখানে 'মুপ্ত' বলিয়া উক্ত হইয়াছে । ব্রহ্মচৈতন্যরূপী জীবের চৈতন্য কখনও
বিলুপ্ত হয় না; এই জন্ত স্বপ্নজ্ঞেয় জীবকে 'অমুপ্ত' বলা হইয়াছে; বিশেষতঃ জীবচৈতন্য যদি
মুপ্ত—লুপ্তচৈতন্য হইত, তাহা হইলে স্বপ্নদৃষ্টই বা দেখিত কে ?

রক্ষা করত, (১) নচেৎ (আত্মা শরীর ত্যাগ করিলে) দেহে মৃত্যুলাভি উৎপন্ন হইত ; অথচ নিজে এই শরীরের বাহিরে বিচরণ করিয়া এবং নিজে মৃত্যু-রহিত থাকিয়া—যেখানে কামনা অর্থাৎ যে যে বিষয়ে তাহার মনোবৃত্তি বা অভিলাষ উৎপন্ন হয়, পূর্বসংস্কার স্বরূপে প্রাকৃত্ত সেই সেই বিষয়ে গমন করিয়া থাকে । আত্মা যদিও শরীরমধ্যে থাকিয়াই স্বপ্ন দর্শন করে সত্য, তথাপি আকাশ বেরূপ শরীরে থাকিয়াও শরীরে থাকে না—নির্লিপ্ত, সেইরূপ সে সময়ে দেহের সহিত আত্মার অভিমানাত্মক সম্বন্ধ থাকে না বলিয়া “বহিষ্চরিত্বা” বলা হইয়াছে ॥২৬৩॥১২॥

স্বপ্নাস্ত উচ্চাবচমীয়মানো রূপাণি দেবঃ কুরুতে বহুনি ।
উতেব স্ত্রীভিঃ সহ মোদমানো জক্ষুতেবাপি ভয়ানি
পশ্যন্ ॥ ২৬৪ ॥ ১৩ ॥

সম্বলার্থঃ ১—দেবঃ (হ্যাতিমান্ জীবঃ) স্বপ্নাস্তে (স্বপ্নস্থানে) উচ্চাবচম্ (উচ্চম্ উৎকৃষ্টং দেবাদিভাবম্, অবচম্ অপকৃষ্টং পশ্বাদিভাবম্) ঈরমানঃ (প্রাপ্নুবন্ সন্) স্ত্রীভিঃ সহ উত মোদমানঃ (স্ত্রীতিম্ অমুভবন্) ইব (ঠেবশব্দঃ অবাস্তবত্বদ্ব্যাতকঃ), জক্ষু উত (অপি—বয়স্কৈরপি সহ হসন্) ইব, তথা ভয়ানি (ভয়ানকানি) অপি পশ্যন্ [ইব] বহুনি রূপাণি (দৃশ্যানি) কুরুতে (নির্মাতি) ॥২৬৪॥১৩

মূলানুবাদ ১—স্বতঃ প্রকাশসম্পন্ন জীব স্বপ্নসময়ে উত্তমোত্তম
বিবিধ রূপ ধারণ করত [কখনও] যেন রমণীগণের সহিত আমোদই
করিয়া থাকে ; [কখনও] যেন [বয়স্কগণের সঙ্গে] হাস্যই করিয়া

(১) তাৎপর্য—শরীরের বীভৎসতা অন্তত পৃষ্টকথার অভিহিত হইয়াছে । যথা—

“স্থানাসীজাপৃষ্টজাং নিঃস্রন্দান্নিধনাদপি ।

কায়মাধেয়শৌচহাং পতিস্তা হুগুচিং বিদুঃ ।”

(পাতঞ্জলদর্শনের বাচস্পতিমিশ্রকৃত টীকা)

নিম্নলিখিত কারণে পতিতগণ এই স্থল শরীরকে অশুচি বলিয়া মনে করেন । উৎপত্তিস্থান কদর্য জরায়ু ; বীজ—গুরু শোণিত ; উপষ্টম—অস্থি প্রভৃতি ; নিঃস্রন্দন—মল মূত্রাদি নিঃসরণ ; এবং নিধন—মৃত্যু ; উক্ত অবস্থা ও বস্তুগুলি সাক্ষাৎ বা পরম্পরাসম্বন্ধে অপবিত্রতার কারণ ; অথচ স্থল শরীর কখনই উহাদের সহিত সম্বন্ধশূন্য হইয়া থাকিতে পারে না ; এই জন্য বীভৎস ।

থাকে; [আবার কখনও] যেন ভয়ানক ব্যাভ্রাদিই দর্শন করে; এইরূপে
বহুপ্রকার দৃশ্য বস্তু নির্মাণ করিয়া থাকে ॥ ২৬৪ ॥ ১৩ ॥

শাক্তব্রাহ্মণম্ ১—কিঞ্চ, স্বপ্নাস্তে স্বপ্নহানে উচ্চাবচম্ উচ্চং দেবাদি-
ভাবম্, অবচং তিৰ্য্যগাদিভাবং নিকৃষ্টম্, তদুচ্চাবচম্, ঈদ্রমানঃ গম্যমানঃ প্রাপ্নুবন্,
রূপাণি, দেবঃ স্তোতনাবান্, কুরুতে নিকৰ্ত্তয়তি—বাসনারূপাণি বহুনি অসংখ্য-
য়ানি । উত অপি, ক্রীড়িঃ সহ মোদমান ইব, অক্ষদ্বিব হসদ্বিব বরস্তৈঃ; উত
ইব অপি ভয়ানি—বিভেত্যেত্য ইতি ভয়ানি—লিংহব্যাব্রাদীনি পশু-
দ্বিব ॥২৬৪॥১৩॥

টীকা। স্বপ্নহং বিশেষান্তরমাহ—কিং চেতি । উচ্চাবচং বিবরীকৃত্য তেন তেনাভ্যনা
থেনৈব স্বপ্নং গম্যমান ইতি বাবৎ ॥২৬৪॥১৩॥

ভাষ্যানুবাদ ১—অপি চ, দেব—স্বাভাবিক প্রকাশসম্পন্ন জীব স্বপ্নাস্তে
অর্থাৎ স্বপ্নসময়ে উচ্চাবচ—উচ্চ অর্থ—উৎকৃষ্ট দেবতাদিরূপ, অবচ অর্থ নিকৃষ্ট—
পশুপক্ষিপ্ৰভৃতি ভাব লাভ করত বাসনাময় (ভাবনাত্মক) বহু অসংখ্য দৃশ্য বস্তু
সম্পাদন করিয়া থাকে । [তাহাই বিশেষ করিয়া প্রদর্শন করিতেছেন—] যেন
রমণীগণের সহিত আমোদই অনুভব করে, যেন বন্ধুবর্গের সঙ্গে হাস্তাই করে, এবং
যেন বহুবিধ ভয় অর্থাৎ বাহাদিগের নিকট হইতে ভয় হয়, সেই লিংহ ব্যাব্র প্রভৃতি
অবলোকন করে ॥২৬৪॥১৩॥

আরামমস্ত পশ্যন্তি ন তং পশ্যতি কশ্চনেতি । তন্মায়তং
বোধয়েদিত্যাহুঃ । দুর্ভিষজ্যং হ্যস্মৈ ভবতি, যমেঘ ন প্রতি-
পদ্যতে । অথো খল্বাহুর্জাগরিতদেশ এবাস্মৈ ইতি, যানি হেব
জাগ্রৎ পশ্যতি, তানি সুপ্ত ইতি, অত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ংজ্যোতি-
র্ভবতি, মোহহং ভগবতে সহস্রং দদাম্যত উৰ্দ্ধং বিমোক্ষায়
ক্রহীতি ॥ ২৬৫ ॥ ১৪ ॥

সব্বলার্থঃ ১—অস্ত (আত্মনঃ) আরামং (বাসনাসম্পাদিতাং ক্রীড়াং
ব্যাপারমাত্রং) পশ্যন্তি [সর্কে জনাঃ], কশ্চন (কন্চিদপি) তম্ (আত্মানং) ন
পশ্যতি (আত্মনঃ বিবিক্তং রূপং ন জানাতীত্যর্থঃ) ইতি । [অত্রার্থে লোক-
প্রসিদ্ধিমাহ—] তং (সুপ্তং পুরুষং) আরতং (সহসা) ন বোধয়েৎ (জাগরিতং
ন কুর্যাৎ) ইতি আহুঃ (কথয়ন্তি) [চিকিৎসকাদয়ঃ] । [অত্র দোষমাহঃ—]
এষঃ (আত্মা) যম্ (ইন্দ্রিয়দ্বারদ্বেশং) ন প্রতিপদ্যতে (যদি কদাচিৎ স্বপ্নয়া

প্রবোধ্যমানঃ আত্মা ইন্দ্রিয়ানি স্বপ্নগোলকদেশং ন প্রবেশয়েৎ, বিপর্যয়েণ বা প্রবেশয়েৎ, তদা) অশ্নৈ (অশ্ন জাগ্রতঃ) হৃভিষজ্যৎ (হৃকরং ভিষকৃ-কর্ম্ম যশ্ন, তৎ) ভবতি হ (প্রসিদ্ধৌ, হুঃখেন চিকিৎসনীর্যোহর্গৌ ভবতীতি ভাবঃ) । অথো (অপি) থলু (প্রসিদ্ধৌ) আহুঃ (কথয়ন্তি) [জনাঃ]—অশ্ন (সুপ্তশ্ন) এষঃ (বর্ত্ত-মানঃ) জাগরিতদেশঃ এব (জাগরিতো যো দেশঃ, স এব অশ্ন দেশ ইত্যর্থঃ) ;—পুরুষঃ জাগ্রৎ (প্রবুদ্ধঃ সন্) যানি (বস্তুনি) এব হি পশ্নতি, সুপ্তঃ (নিদ্রিতঃ সন্) তানি তৎসংস্কারপ্রসূতানি (বস্তুনি এব) [পশ্নতি] ; অত্র (স্বপ্নদশায়াং) অয়ং পুরুষঃ স্বয়ংজ্যোতিঃ ভবতি ইতি । [এবং প্রবোধ্যমানঃ জনকঃ যাজ্ঞবল্ক্য-মাহ—] সঃ (এবং প্রবোধিতঃ) অহং ভগবতে (পূজনীয়ায় তুভ্যং) সহস্রং দদামি ; অতঃ উর্দ্ধং (অতঃপরং) বিমোক্ষায় (মোক্ষোপায়ং) ব্রুহি (কথয়) ইতি ॥২৬৫॥১৮॥

মূলানুবাদ ১—সাধারণ লোকে এই আত্মার আদ্যম অর্থাৎ চেষ্টামাত্রই দর্শন করিয়া থাকে, কিন্তু কেহই ইহার স্বরূপ দর্শন করে না। চিকিৎসকগণ বলিয়া থাকেন যে, নিদ্রিত ব্যক্তিকে হঠাৎ জাগরিত করিবে না ; কারণ, ঐরূপ হইলে, আত্মা যে যে ইন্দ্রিয়কে যে যে স্থান হইতে আহরণ করিয়া নিদ্রিত হইয়াছিল, সহসা জাগরণের দরুণ যদি দৈবাৎ সেই সমস্ত ইন্দ্রিয়কে নিজ নিজ স্থানে প্রেরণ করিতে না পারে, তাহা হইলে শরীরে অপ্রতিক্রিয় রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে ।

লোকে আরও বলিয়া থাকে যে, এই সুপ্ত ব্যক্তির যে, এই স্বপ্নস্থান, ইহা জাগরিতদেশই বটে, অর্থাৎ জাগ্রদবস্থায় যে বিষয় যেরূপভাবে দর্শন করিয়াছে, এখন বাসনা প্রভাবে সেই সমস্ত বিষয়ই অনুভব করিতেছে ; এই স্বপ্নাবস্থায় পুরুষ স্বয়ংজ্যোতিরূপে প্রকাশ পায়। [এইরূপ উপদেশ লাভে পরিতুষ্ট জনক মহারাজ যাজ্ঞবল্ক্যকে বলিলেন—] আপনার নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত আমি পূজনীয় আপনাকে সহস্র (সহস্র-সংখ্যক গো বা স্বর্ণমুদ্রা) দান করিতেছি ; অতঃপর মোক্ষলাভের উপায় উপদেশ করুন ইতি ॥ ২৬৫ ॥ ১৪ ॥

শাকরভাষ্যম্ ১—আরামম্ আরমণম্ আক্রীড়াম্ অনেন নির্মিতাং বাসনারূপাম্, অশ্নাশ্বনঃ পশ্নন্তি সর্কে জনাঃ—গ্রামং নগরং দ্বিরম্ অশ্নাত্মিত্যাदि

বাসনানির্ন্বিতম্ আক্ৰীড়নরূপম্ ; ন তং পশুতি তং ন পশুতি কশ্চন । কষ্টং ভো
বর্ততে, অত্যন্ত-বিবিক্তং দৃষ্টিগোচরাপন্নমপি—অহো ভাগ্যহীনতা লোকস্ত ! যৎ
শক্যদর্শনমপি আত্মানং ন পশুতি, ইতি লোকং প্রত্যমুক্ৰোশং দর্শয়তি শ্রুতিঃ ।
অত্যন্তবিবিক্তঃ স্বয়ংজ্যোতিরাত্মা স্বপ্নে ভবতীত্যভিপ্রায়ঃ । ১

টীকা । আরামং বিবৃণোতি—গ্রামমিত্যাदिना । ন তমিত্যাদেস্তাৎপর্যমাহ—কষ্টমিতি ।
দৃষ্টিগোচরাপন্নমপি ন পশুতীতি সম্বন্ধঃ । কষ্টমিত্যাদিনোক্তং প্রপঞ্চয়তি—অহো ইতি ।
লোকানাং তাৎপর্যমুপসংহরতি—অত্যন্তেতি । ১

তং নায়তং বোধয়েদিত্যাহঃ—প্রসিদ্ধিরপি লোকে বিদ্যতে—স্বপ্নে আত্ম-
জ্যোতিষো ব্যতিরিক্তত্বে । কাসৌ ? তমাআনং শূণ্ডম্, আয়তং সহস্রা ভূশং,
ন বোধয়েৎ—ইত্যাহঃ এবং কথয়ন্তি চিকিৎসকাদয়ো জনা লোকে । নূনং তে
পশুন্তি—জাগ্ৰদেহাদ্ ইন্দ্রিয়দ্বারতোহপমৃত্যু কেবলা বহির্কর্তৃত্ব ইতি, যত আহঃ
তং নায়তং বোধয়েদिति । তত্র চ দোষং পশুন্তি—ভূশং হসৌ বোধ্যমানঃ
তানীন্দ্রিয়দ্বারানি সহস্রা প্রতিবোধ্যমানঃ ন প্রতিপদ্যতে ইতি । তদেতদাহ—
দুর্ভিষজ্যং হ্যস্মৈ ভবতি—যমেব ন প্রতিপদ্যতে, যম্ ইন্দ্রিয়দ্বারদেশম্—
যজ্ঞাদেশাৎ শুক্রমাদায়াপমৃত্যুঃ, তমিন্দ্রিয়দেশম্, এষ আত্মা পুনর্ন প্রতিপদ্যতে,
কদাচিদ্ ব্যত্যাসেনেন্দ্রিয়মাত্রাঃ প্রবেশয়তি, তত আত্মাবাধির্ঘ্যাদিদোষপ্রাপ্তৌ
দুর্ভিষজ্যং—দুঃখভিষক্কর্ম্মতা হ অস্মৈ দেহায় ভবতি, দুঃখেন চিকিৎসনীয়োহসৌ
দেহো ভবতীত্যর্থঃ । তস্মাৎ প্রসিদ্ধ্যাপি স্বপ্নে স্বয়ংজ্যোতিষ্টমস্ত গম্যতে—স্বপ্নো
ভূত্বাতিক্রান্তো মৃত্যো রূপাণীতি, তস্মাৎ স্বপ্নে স্বয়ংজ্যোতিরাত্মা । ২

বাক্যান্তরমাদায় তাৎপর্যমুক্ত্বাকাক্ষাপূর্ব্বকমঙ্করাণি—ব্যাকরোতি—তং নেত্যাदिना ।
তেষামভিপ্রায়মাহ—নূনমিতি । ইন্দ্রিয়াণ্যেব দ্বারাণ্যন্তেতীন্দ্রিয়দ্বারো জাগ্ৰদেহস্তমাদिति
যাবৎ । তথাপি সহস্রাসৌ বোধ্যতাং, কা হানিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—তত্রোতি । সহস্রা বোধ্যমানত্বং
সপ্তমার্থঃ । কিমত্র প্রমাণমিত্যাশঙ্ক্যানন্তরবাক্যমবত্যা ব্যাচষ্টে—তদেতদাহেত্যাदिना ।
পুনরপ্রতিপত্তৌ দোষপ্রসঙ্গং দর্শয়তি—কদাচিদিতি । ব্যত্যাসপ্রবেশস্ত কার্য্যং দর্শয়ন্ দুর্ভিষজ্য-
মিত্যাदि ব্যাচষ্টে—তত ইতি । উক্তাং প্রসিদ্ধিমুপসংহরতি—তস্মাদिति । ২

অথো অপি ধলু অগ্রে আহঃ—জাগরিতদেশ এবাস্তৈষঃ, যঃ স্বপ্নঃ ; ন সন্ধ্যাং
স্থানান্তরমিহলোকপরলোকাভ্যাং ব্যতিরিক্তম্ ; কিং তর্হি ? ইহলোক এব জাগ-
রিতদেশঃ । যথৈবম্, কিঞ্চাতঃ ? শূণু অতো যন্তবতি—যদা জাগরিতদেশ এবাস্তং
স্বপ্নঃ, তদা অয়মাআ কার্য্যকরণেভ্যো ন ব্যাবৃন্তত্বেমিহীভূতঃ, অতো ন স্বয়ং
জ্যোতিরাত্মা ইত্যতঃ স্বয়ংজ্যোতিষ্টবাধনায় অগ্ৰ আহঃ—জাগরিতদেশ এবাস্তৈষ
ইতি । তত্র চ হেতুমাচক্ষতে—জাগরিতদেশত্বে, যানি হি যজ্ঞাদ্ হস্ত্যাदीनि पदार्थ-

জাতানি, জাগ্রতদেশে পশুতি লৌকিকঃ, তান্বেষ স্বপ্নোহপি পশুতীতি ।
তদসৎ ; ইন্দ্রিরোপরমাৎ,—উপরতেষু হীন্দ্রিয়েষু স্বপ্নান্ পশুতি ; তস্মান্নান্নস্ত
জ্যোতিষস্তত্র সত্ত্ববোহস্তি ; তদ্বক্তৃম্—‘ন তত্র রথা ন রথযোগাঃ’ ইত্যাদি ;
তস্মাদত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ংজ্যোতির্ভবত্যেব । ৩

বৃত্তমন্ত মতাস্তরমুখাপরতি—স্বপ্নো ভুত্ব্যেত্যাদিনা । ইতিশব্দো যস্মাদর্থো । তদেব
মতাস্তরং ফোরয়তি—নেত্যাদিনা । উক্তমঙ্গীকৃত্য ফলং পৃচ্ছতি—যত্বেবমিতি । স্বপ্নো
জাগ্রিতদেশ ইত্যেবং যদিষ্টমতশ্চ কিং শ্রাদিতি প্রশ্নার্থঃ । ফলং প্রতিজ্ঞায় প্রকটয়তি—
শৃণ্বতি । মতাস্তরোপস্তাসস্ত স্বমতবিরোধিত্বমাহ—ইত্যত ইতি । স্বপ্নস্ত জাগ্রদদেশত্বং দুষয়তি—
তদসদिति । তস্ত জাগ্রদদেশত্বাভাবে ফলিতমাহ—তস্মাদिति । স্বপ্নে বাহুজ্যোতিষঃ সত্ত্ববো
নাস্তীত্যত্র প্রশ্নমাহ—তদ্বক্তৃমিতি । বাহুজ্যোতিরতাবেহপি স্বপ্নে ব্যবহারদর্শনাস্তত্র স্বয়ং-
জ্যোতিষ্টমাক্ষেপ্তু মশক্যমিত্যুপসংহরতি—তস্মাদिति । ৩

স্বয়ংজ্যোতিরাস্মাস্তীতি স্বপ্ননিবর্শনেন প্রদর্শিতম্, অতিক্রামতি মৃত্যো রূপা-
নীতি চ ; ক্রমেণ সঞ্চরন্নিহলোক-পরলোকাদীন্ ইহলোকপরলোকাদিবাতিরিক্তঃ,
তথা জাগ্রৎস্বপ্নকুলান্নাত্যাং বাতিরিক্তঃ, তত্র চ ক্রমসঞ্চারান্নিত্যশ্চেত্যেতৎ
প্রতিপাদিতং বাজ্ঞবল্ক্যেন । অতো বিজ্ঞানিক্রমার্থং সহস্রং ব্রুয়ামি—ইত্যাহ
জনকঃ । সোহহমেবং বোধিতঃ ত্বয়া, ভগবতে তুভ্যং সহস্রং ব্রুয়ামি ; বিমোক্ষশ্চ
কামপ্রপ্নো ময়াভিপ্রেতঃ, তদুপযোগী অয়ং তাদর্থ্যাৎ তদেকদেশ এব ; অতস্তাৎ
নিবোক্ষ্যামি, সমস্তকামপ্রপ্ননির্ণয়শ্রবণেন বিমোক্ষায় অত উক্তং ক্রহীতি, যেন
সংসারাবিপ্রমুচ্যেয়ম্ ত্বৎপ্রসাদাৎ । বিমোক্ষপদার্থৈকদেশনির্ণয়হেতোঃ সহস্র-
ব্রুয়ামি ॥২৬৫॥১৪

কথং পুনর্বিজ্ঞায়ামনুজ্ঞায়াং সহস্রদানবচননিত্যাশক্য বৃত্তং কীৰ্ত্তয়তি—স্বয়ং জ্যোতিরिति ।
মৃত্যো রূপাণ্যতিক্রামতীত্যত্র চ কার্যকরণবাতিরিক্তত্বমাত্মনো দর্শিতমিত্যাহ—অতিক্রামতীতি ।
লোকসঞ্চরসঞ্চারবশাদুক্তমর্থমনুবদতি—ক্রমেণেতি । আদিশব্দস্তদেহাদিবিষয়ঃ । স্থানসঞ্চর-
সঞ্চারবশাদুক্তমনুভাবতে—তথেনিতি । ইহলোকপরলোকাত্ম্যমিবেতি যাবৎ । লোকস্বয়ে
স্থানস্বয়ে চ ক্রমসঞ্চারপ্রবৃত্তমর্থাস্তরমাহ—তত্র চেতি । আত্মনঃ স্বয়ংজ্যোতিষো দেহাদিবাতি-
রিক্তস্ত নিত্যস্ত জাপিতবাদিত্যতঃশব্দার্থঃ । কামপ্রপ্ত নিৰ্ণীতহান্নিরাঙ্কজহমিতি শব্দাৎ
বারয়তি—বিমোক্ষশ্চেতি । সম্যগ্বেদস্তদ্বৈতুরিতি যাবৎ । নমু স এব প্রাপ্তস্তো নাসৌ
বক্তব্যোহস্তি, তত্রাহ—তদুপযোগীতি । অয়মিত্যুক্তান্নপ্রত্যয়োক্তিঃ । তাদর্থ্যাৎ পদার্থজ্ঞানস্ত
বাক্যার্থজ্ঞানশেষবাদिति যাবৎ । পদার্থস্ত বাক্যার্থবহির্ভাবং দুষয়তি—তদেকদেশ এবেনিতি ।
কামপ্রপ্নো নাত্যপি নিৰ্ণীত ইত্যত্রোত্তরবাক্যং গমকমিত্যাহ—অত ইতি । কামপ্রপ্তা-
নিৰ্ণীতবাদिति যাবৎ । তেনাপেক্ষিতেন হেতুনেত্যর্থঃ । বিমোক্ষশব্দস্ত সম্যগ্জ্ঞানবিষয়ত্বং
সূচয়তি—যেনেতি । সম্যগ্জ্ঞানপ্রাপ্তৌ গুরুপ্রসাদস্ত প্রাপ্ত্যন্তং দর্শয়তি—তৎপ্রসাদাদिति ।

নমু বিমোক্ষণদার্থো নির্ণাতোহস্তথা সহস্রলানশ্চাকস্মিকত্বপ্রসঙ্গাদত আহ—বিমো-
ক্ষেতি ॥২৬৭॥১৪॥

ভাষ্যানুবাদ :—এই আত্মার আরাম—অর্থাৎ জাগ্রৎসংস্কারসমুৎপন্ন ক্রীড়া—গ্রাম, নগর, স্ত্রী বা ভোজনীয় অন্নপ্রভৃতি রূপ ক্রীড়ন বা বিলাসমাত্র সকল লোকে অবলোকন করিয়া থাকে, কিন্তু কেহই তাহাকে দর্শন করে না। এই উপলক্ষে শ্রুতি জনসাধারণকে লক্ষ্য করিয়া খেদ প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন—অহো বড়ই কষ্ট—লোকসমূহ বড়ই ভাগ্যহীন! অত্যন্ত বিবিধ বা বিস্তৃত-রূপে দৃষ্টিগোচরে উপস্থিত হইলেও—দর্শনযোগ্য হইলেও আত্মাকে যে, দর্শন করে না, ইহা ভাগ্যহীনতারই লক্ষণ! অভিপ্রায় এই যে, স্বপ্নসময়ে আত্মা অন্ধ-করণাদি হইতে পৃথক্ হইয়া স্বয়ংজ্যোতিঃস্বরূপে প্রকাশিত হয়। ১

‘তৎ ন আস্রতৎ বোধয়েৎ—ইত্যাহঃ’ ইতি। স্বপ্নসময়ে আত্মজ্যোতিঃ যে, অপর সমস্ত হইতে পৃথক্ হইয়া থাকে, এবিষয়ে লোকপ্রসিদ্ধিও আছে। সেই লোকপ্রসিদ্ধিটী কি? সংসারে চিকিৎসক প্রভৃতি অভিজ্ঞ লোকেরা এইরূপ বলিয়া থাকেন যে, তাহাকে—সুপ্ত পুরুষকে সহসা জাগরিত করিবে না, অর্থাৎ ক্রমে ক্রমে জাগরিত করিবে। যেহেতু তাঁহারা এইরূপ বলেন, [সেই হেতু বেশ বুঝা যায় যে,] সুপ্ত পুরুষ জাগ্রদেহ হইতে চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের গোলকস্থান হইতে সরিয়া বাহিরে থাকে, অর্থাৎ তখন ঐ সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বারের সহিত তাহার সংস্পর্শ থাকে না; এই কারণেই তাঁহারা বলেন যে, হঠাৎ একে-বারে জাগরিত করিবে না। তাহাতে যে, কি অনিষ্ট হয়, তাহাও তাঁহারা দেখিতে পান—হঠাৎ একেবারে জাগরিত করিলে সুপ্ত পুরুষ অত নদ্বর যথোপ-যুক্তরূপে ইন্দ্রিয়দ্বারসমূহ (ইন্দ্রিয়ের গোলকসমূহ) প্রাপ্ত না হইতে পারে; এই অভিপ্রায়ই ‘হৃতিষজ্যং হাট্মৈ ভবতি’, ইত্যাদি বাক্যে বিবৃত করা হইতেছে—ইন্দ্রিয়ের যে দ্বারদেশকে, অর্থাৎ স্বপ্নারম্ভসময়ে যে স্থান হইতে ঐন্দ্রিয়িক শক্তি লইয়া সরিয়া পড়ে, ক্ষিপ্ৰতাবশতঃ ইন্দ্রিয়েরা যদি সেই প্রবেশপথ প্রাপ্ত না হইতে পারে, অথবা সময়বিশেষে বিপরীতভাবেও (এক ইন্দ্রিয়পথে অপর ইন্দ্রিয়কেও) প্রবেশিত করিতে পারে; তাহার ফলে অন্ধতা ও বধিরতা প্রভৃতি রোগপ্রাপ্তির সম্ভাবনা হয়, এবং তখন সেই বেহের চিকিৎসা অতিশয় কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে; অতএব লোকপ্রসিদ্ধি অনুসারেও স্বপ্নসময়ে আত্মার স্বয়ংজ্যোতিঃরূপত্ব প্রতীত হইতেছে। বিশেষতঃ জীব স্বপ্নাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া মৃত্যুসদৃশ বা বেহাভিমান অতিক্রম করে; সেই কারণেও আত্মা স্বপ্নে স্বয়ংজ্যোতিঃ হইয়া থাকে। ২

অপর পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন—ইহার (সুপ্ত পুরুষের) এই যে দেশ (স্বপ্নাবস্থা), ইহা আগরিতদেশই বটে—অর্থাৎ সন্ধ্যা স্বপ্নাবস্থাটী ইহলোক ও পরলোক হইতে অতিরিক্ত স্বতন্ত্র কোন অবস্থা নহে, তবে কি না, ইহা ইহলোকই বটে অর্থাৎ আগ্রাৎ অবস্থায় যাহা কিছু দেখা যায়, তাহা লইয়াই স্বপ্ন ; [এই অল্প ইহাকে আগরিতদেশ বলা হইয়াছে] । ভাল, এইরূপই যদি হয়, তাহাতেই বা কি হয় ? হাঁ, ইহাতে যাহা হয়, শ্রবণ কর—এই স্বপ্ন যদি আগরিত-দেশই হয়, তাহা হইলে এই আত্মা তখনও দেহেন্দ্রিয়াদির লব্ধকরহিত হইতে পারে না, পরন্তু সে সমুদয়ের সহিত মিশ্রিতই থাকিতে পারে ; সুতরাং তৎকালেও আত্মা স্বয়ংজ্যোতিঃ নহে ; এইরূপে আত্মার স্বয়ং জ্যোতিঃস্বভাবত্ব খণ্ডনের নিমিত্ত অপর পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, আত্মার যে, এই স্বপ্ন, ইহা আগ-রণেরই অন্তর্গত (স্বতন্ত্র অবস্থা নহে) । তাঁহারা একথার অমুকূলে এইরূপ হেতুও প্রদর্শন করিয়া থাকেন যে, যেহেতু সাধারণ লোকে আগ্রাৎ-অবস্থায় হস্তী প্রভৃতি যে সমস্ত পদার্থ অবলোকন করে, স্বপ্নসময়েও ঠিক সেই সমস্ত পদার্থই দর্শন করিয়া থাকে, তদতিরিক্ত কেহ কোনও পদার্থ দর্শন করে না । না—একথা উক্তম কথা নহে ; যেহেতু তখন ইন্দ্রিয়গণ বিরতব্যাপার হয় ; ইন্দ্রিয়সমূহ যখন স্বপ্ন কার্য্য হইতে বিরত বা নিবৃত্ত হয়, তখনই লোকে স্বপ্ন দর্শন করে ; কাজেই সে সময় [চক্ষুরাদি] অপর কোনও জ্যোতির সম্বন্ধ থাকা সম্ভব হয় না । ‘সেখানে রথ নাই, রথযোগ নাই’ ইত্যাদি বাক্যেও এ কথাই উক্ত হইয়াছে । এই সমস্ত কারণে বলিতে হইবে যে, এ সময় আত্মা নিশ্চয়ই স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ হয় । ৩

উক্ত স্বপ্নাবস্থার উদাহরণ দ্বারা স্বয়ংজ্যোতিঃ আত্মার অস্তিত্ব প্রদর্শিত হইল, এবং তৎকালে যে, কর্ম্মময় মৃত্যুর অধিকার অতিক্রম করে, তাহাও প্রদর্শিত হইল । একই আত্মা ক্রমশঃ ইহলোক ও পরলোকে সঞ্চরণ করিলেও ইহলোক ও পরলোক হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ; অধিকন্তু ক্রমশঃ বিভিন্ন অবস্থায় সঞ্চরণ করে বলিয়া নিত্যও বটে ; এই তত্ত্ব [যাজ্ঞবল্ক্য] জনককে বুঝাইয়া দিলেন । এই কারণে জনক মহারাজ প্রাপ্ত বিজ্ঞার মূল্য স্বরূপ সহস্র সুবর্ণ দানে প্রস্তুত হইয়া বলিলেন—ভগবন্, আপনার নিকট হইতে আমি যথোক্ত প্রকার উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া, পূজনীয় আপনাকে সহস্র দান করিতেছি । মুক্তিই আমার অভিলষিত প্রার্থ ; আপনি যাহা যাহা বলিয়াছেন, সে সমুদয়ও মোক্ষলাভেরই উপযোগী ; সুতরাং আমার অভিলষিত প্রার্থেরই একদোষ বা অংশ নাই ; অতএব আপনাকে অনুরোধ করিতেছি যে, আমি যাহাতে সমস্ত কামপ্রার্থ শ্রবণে মোক্ষ লাভ

করিতে পারি, আপনার অনুগ্রহে যাহাতে সংসার-বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইতে পারি, অতঃপর সেই মোক্ষতত্ত্বই বলুন । জনক মহারাজ যে, সহস্র দান করিতে-ছেন ; [বৃদ্ধিতে হইবে,] মুক্তিপদার্থের একাংশ নির্ণয়ই তাহার হেতু, অর্থাৎ কামপ্রশ্নের একাংশ নিরূপণ করাতেই জনক মহারাজ সহস্রদানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ॥২৬৫॥১৪॥

আভাসভাষ্যম্ ১—যৎ প্রস্তুতম্ আত্মনৈবায়ং জ্যোতিষা আস্ত ইতি, তৎ প্রত্যক্ষতঃ প্রতিপাদিতম্—অত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ংজ্যোতির্ভবতি ইতি স্বপ্নে । যন্তু-ক্তম্—স্বপ্নো ভূত্বমং লোকমতিক্রামতি মৃত্যো রূপাণি—ইতি, তত্রৈতদ্বাশক্যতে—মৃত্যো রূপাণ্যেবাতিক্রামতি, ন মৃত্যুং; প্রত্যক্ষং হেতুং—স্বপ্নে কার্য্যকরণ-ব্যবৃত্ততাপি মোদত্রাসাদির্দর্শনম্; তন্মায়ুনং নৈবায়ং মৃত্যুমতিক্রামতি; কৰ্ম্মণো হি মৃত্যোঃ কার্য্যং মোদত্রাসাদি দৃশ্যতে । যদি চ মৃত্যুনা বদ্ধ এবায়ং স্বভাবতঃ, ততো বিমোক্ষো নোপপত্ততে; ন হি স্বভাবাৎ কচ্চিদ্ধিমুচ্যতে । অথ স্বভাবো ন ভবতি মৃত্যুঃ, ততস্তন্মায়ান্নোক্ষ উপপৎসতে; যথাসৌ মৃত্যুরাশ্মীয়ো ধর্ম্মো ন ভবতি, তথা প্রদর্শনার অত উক্তং বিমোক্ষায় ক্রহীত্যেবং জনকেন পর্য্যল্পযুক্তো বাজবল্যাস্তদ্বির্দর্শয়িষয়া প্রববৃতে—

টীকা । উত্তরকণ্ডিকামবতারয়িতুং বৃত্তং কীর্তয়তি—যৎ প্রস্তুতমিতি । আত্মনৈবেত্যাদিনা যদাত্মনঃ স্বয়ংজ্যোতির্ভূং ব্রাহ্মণাদৌ প্রস্তুতং, তদত্রায়মিত্যাदिনা প্রত্যক্ষতঃ স্বপ্নে প্রতিপাদিত-মিতি সম্বন্ধঃ । বৃত্তমর্থান্তরমন্দ্ৰ চোদ্রমুখাপয়তি—যন্তুক্তমিতি । মৃত্যুঃ নাতিক্রামতীত্যত্র হেতুমাহ—প্রত্যক্ষং হীতি । ইচ্ছাদ্বেবাদিরাদিশঙ্কার্থঃ । তথাপি কুতো মৃত্যুঃ নাতিক্রামতি, তত্রাহ—তন্মাদিতি । কার্য্যন্ত কারণাদন্তত্র প্রবৃত্তাযোগাদিতি যাবৎ । উক্তমুপপাদয়তি—কৰ্ম্মণো হীতি । অতঃ স্বপ্নং গতৌ মৃত্যুঃ কৰ্ম্মাখ্যং নাতিক্রামতীতি শেষঃ । মা তর্হি মৃত্যোরতি-ক্রমো ভূৎ, কো দোষঃ, তত্রাহ—যদি চেতি । স্বভাবাদপি মৃত্যোঃ কিস্তুমুক্তিমাশঙ্ক্যাহ—ন হীতি । উক্তং হি—

“ন হি স্বভাবো ভাবানাং ব্যাবর্ত্তেতৌক্যবদ্ রবেঃ” ইতি ।

কথং তর্হি মোক্ষোপপত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—অথেনিতি । এষা চ শঙ্কা প্রাগেব রাজ্ঞা বৃত্তেনিতি দর্শয়ন্তত্ত্বমুখাপয়তি—যথেনিত্যাदिনা । তদ্বির্দর্শয়িষয়েত্যত্র মৃত্যোরতিক্রমণং গৃহ্যতে ।

আভাসভাষ্যানুবাদ ১—ইতঃ পূর্বে “আত্মনৈবায়ং জ্যোতিষা আস্তে” বলিয়া যে কথার অবতারণা করা হইয়াছিল, স্বপ্নাবস্থা অবলম্বন করিয়া “অত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ং জ্যোতির্ভবতি” ইত্যাদি বাক্যে তাহা প্রত্যক্ষের সাহায্যে প্রতিপাদন করা হইয়াছে; অতঃপর আশঙ্কা হইতেছে যে, ‘জীব স্বপ্নাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া মৃত্যুরূপ কৰ্ম্মলব্ধ অতিক্রম করে’, এই বাক্যে কেবল মৃত্যুর রূপলব্ধ অতি-

ক্রমণ করিবার কথাই কথিত হইয়াছে, কিন্তু মৃত্যু অতিক্রমের কোন কথা বলা হয় নাই । আর প্রত্যক্ষতও দেখা যায় যে, স্বপ্নসময়ে জীব বেহেস্ত্রিয়াদির সহিত নির্লিপ্ত থাকিলেও, তখন তাহার হর্ষ, বিবাদাদি অবস্থা প্রকাশ পাইয়া থাকে ; অতএব বেশ বুঝা যাইতেছে যে, জীব নিশ্চয়ই তখনও অতিক্রম করে না । এখানে মৃত্যু অর্থ কর্ণ ; হর্ষ বিবাদ প্রভৃতি অবস্থাগুলি যে, মৃত্যুরূপ কর্ণেরই ফল, তাহাও প্রত্যক্ষসিদ্ধ । আর জীব যদি স্বভাবতঃই মৃত্যু দ্বারা আবদ্ধ হয়, তাহা হইলেও তাহার মুক্তির সম্ভাবনা থাকে না ; মৃত্যু তাহার স্বভাবসিদ্ধ না হইলেই, মোক্ষ সম্ভবপর হয় ; এই অল্প মৃত্যু যে জীবের স্বাভাবিক ধর্ম হইতে পারে না, তাহা প্রদর্শনার্থ জনক মহারাজ যাজ্ঞবল্যকে অতঃপর মোক্ষোপদেশের জন্য নিয়োগ করিলে পর, যাজ্ঞবল্য তাহা প্রদর্শন করিবার ইচ্ছায় প্রবৃত্ত হইলেন—

স বা এষ এতন্মিন্ সম্প্রসাদে রত্না চরিত্বা দৃষ্টেব পুণ্যঞ্চ পাপঞ্চ । পুনঃ প্রতিষ্ঠায়ং প্রতিযোন্তাদ্রবতি স্বপ্নায়ৈব, স যন্তত্র কিঞ্চিৎ পশ্যত্যনরাগতস্তেন ভবত্যসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষ ইতি, এবমেবৈতদ্ যাজ্ঞবল্ক্য । সোহহং ভগবতে সহস্রং দদাম্যত উর্দ্ধং বিমোক্ষায়ৈব ক্রহীতি ॥ ২৬৬ ॥ ১৫ ॥

সম্বলার্থঃ ১—ইদানীং জনকাভিমতমোক্ষপ্রদর্শনার্থং যাজ্ঞবল্ক্য আহ—‘স বা এষঃ’ ইতি । সঃ (স্বপ্নে স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপেণ প্রদর্শিতঃ) এষঃ (প্রকৃতঃ পুরুষঃ) বৈ (প্রসিদ্ধৌ) এতন্মিন্ (যথোক্তে) সম্প্রসাদে (স্বপ্নে) রত্না (প্রিয়-সন্দর্শনে রতিম্ অমৃত্যু) চরিত্বা (অনেকধা বিহৃত্য) পুণ্যং চ পাপং চ (পুণ্য-পাপফলং সুখদুঃখরূপম্) দৃষ্টা (অমৃত্যু) পুনঃ প্রতিষ্ঠায়ম্ (স্বপ্নাগমনবৈপরীত্য-ক্রমেণ) প্রতিযোনি (বথান্থানম্) স্বপ্নায় (স্বপ্নস্থানায়) এব আদ্রবতি (সম্যক্ গচ্ছতি) । সঃ (স্বপ্নবর্শী পুরুষঃ) তত্র (স্বপ্নে) যৎ কিঞ্চিৎ পশ্যতি, তেন (স্বপ্নকৃত-সুভাসুভকর্মফলেন) অনরাগতঃ (অসম্বন্ধঃ) ভবতি । [কুতঃ ?] হি (যতঃ) অয়ং পুরুষঃ অসঙ্গঃ (সদা পুণ্যপাপশূন্যঃ) ; ইতি [এবং প্রবোধিতঃ জনক আহ—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, এতৎ এবম্ এব (ত্বয়া যদুক্তম্, তৎ তথৈবেত্যর্থঃ) । সঃ অহং ভগবতে (পূজনীয়ায় তুভ্যম্) সহস্রং দদামি ; অতঃ উর্দ্ধং বিমোক্ষায় এব ক্রহি ইতি (ব্যাখ্যা পূর্ববৎ) ॥ ২৬৬ ॥ ১৫ ॥

মূলানুবাদ ১—সেই এই স্বয়ং জ্যোতিঃ পুরুষ উক্ত সংপ্রসাদ

অবস্থায় (স্বপ্নে) প্রিয়জনের সহিত রমণ ও পরিভ্রমণ করিয়া এবং পুণ্য ও পাপের ফল সুখদুঃখ উপভোগ করিয়া পুনঃ স্বপ্নসন্দর্শনের উদ্দেশ্যে বিলোমক্রমে স্বস্থানাভিমুখে প্রতিগমন করে । স্বপ্নদর্শী পুরুষ স্বপ্নে যাহা কিছু দর্শন করে, (স্বপ্ন ত্যাগের সময়) তাহা দ্বারা লিপ্ত হয় না ; কারণ—এই পুরুষ হইতেছে—অসঙ্গ বা নির্লেপ । একথা শুনিয়া জনক বলিলেন—হাঁ, যাজ্ঞবল্ক্য তুমি যাহা বলিয়াছ, তাহা ঠিক সেই রূপই বটে । আমি মহাশয়কে সহস্র প্রদান করিতেছি ; অতঃপর বিমুক্তির কথাই বলুন ॥ ২৬৬ ॥ ১৫ ॥

শাক্ষব্রাহ্মণম্ ১—স বৈ প্রকৃতঃ স্বপ্নং জ্যোতিঃ পুরুষ এবঃ, যঃ স্বপ্নে দর্শিতঃ ; এতন্মিহ সৎপ্রসাদে—সম্যক্ প্রসীদত্যগ্নিহিতি সম্প্রসাদঃ ; জাগরিতে দেহেন্দ্রিয়ব্যাপারশতসন্নিপাতজং হি হি কালুষ্ঠ্যং তেভ্যো বিপ্রযুক্তঃ জীবৎ প্রসীদতি স্বপ্নে ; ইহ তু স্বপ্নে সম্যক্ প্রসীদতীত্যতঃ স্বপ্নং সম্প্রসাদ উচ্যতে ; “তীর্ণো হি তদা সর্কান্ শোকান্” ইতি, ‘নলিল একো দ্রষ্টা’ ইতি হি বক্ষ্যতি স্বপ্নস্থমাত্মানম্ । স বৈ এব এতন্মিহ সম্প্রসাদে ক্রমেণ সম্প্রসন্নঃ সন্ স্বপ্নে স্থিতা । কথং সম্প্রসন্নঃ ? স্বপ্নাৎ স্বপ্নং প্রবিবিক্তুঃ স্বপ্নাবস্থ এব, যদ্বা রতিমন্তুভূমি ব্রহ্মবন্ধুজনদর্শনাদিনা, চরিত্বা বিহৃত্য অনেকা চরণফলং শ্রমরূপলভ্যেত্যর্থঃ ; দৃষ্টেব ন কৃত্বেত্যর্থঃ, পুণ্যঞ্চ পুণ্যফলং, পাপঞ্চ পাপফলম্ ; ন তু পুণ্যপাপয়োঃ সাক্ষাদর্শনমতীত্যবোচাম ; তন্মাত্র পুণ্যপাপাত্ম্যামমুখ্যতঃ ; যো হি কৰোতি পুণ্যপাপে, স তাভ্যামমুখ্যতে ; ন হি দর্শনমাত্রেণ তদমুখ্যতঃ শ্রাৎ ; তন্মাত্র স্বপ্নো ভূত্বা মৃত্যুমতিক্রামত্যেব, ন মৃত্যুরূপাণ্যেব কেবলম্ ; অতো ন মৃত্যোরান্বয়শ্চাবশ্যকঃ । ১

টীকা । বৈশম্য প্রসিদ্ধার্থমুপেত্য সশব্দার্থমাহ—প্রকৃত ইতি । এবশব্দমুচ্য ব্যাকরোতি—এব ইতি । সম্প্রসাদে স্থিতা মৃত্যুমতিক্রামতীতি শেষঃ । স্বপ্নস্ত সম্প্রসাদং সাধয়তি—জাগরিত ইত্যাদিনা । তত্র বাক্যশেষমমুকুলয়তি—তীর্ণো ইতি । অস্ত সম্প্রসাদঃ স্বপ্নং স্থানং, তথাপি কিমাত্মমিত্যত আহ—স বা ইতি । পূর্বোক্তেন ক্রমেণ সম্প্রসাদে স্বপ্নে স্থিতা সম্প্রসন্নঃ সন্ মৃত্যুমতিক্রামতীত্যর্থঃ । উক্তমর্থমুপপাদয়িতুমাকঙ্কামাহ—কথমিতি । যদ্ব্যেত্যাদি ব্যাকুর্কন্ পরিহরতি—স্বপ্নাদিতি । পুণ্যপাপশব্দয়োর্ব্যর্থত্বার্থমাশঙ্ক্যাহ—ন ইতি । অবোচামোক্তয়ান্ পাপান্ আনন্স্যাংচ পশ্যতীত্যত্রোতি শেষঃ । পুণ্যপাপয়োর্দর্শনমেব, ন করণমিত্যত্র কলিতমাহ—তন্মাদিতি । তৎ ত্রষ্টুর্পি তদমুখ্যতঃ শ্রাদিত্যাশঙ্ক্যতিপ্রসঙ্গান্নৈবমিত্যাহ—যো ইত্যাদিনা । পুণ্যপাপাত্ম্যামান্বনোহসংস্পর্শে কলিতমাহ—তন্মাদিতি । ১

মৃত্যুশ্চেৎ স্বভাবোহস্ত, স্বপ্নেহপি কুৰ্য্যাৎ ; ন তু কৰোতি, স্বভাবশ্চেৎ
ক্রিয়া শ্চাৎ, অনিৰ্মোক্ষতৈব শ্চাৎ ; ন তু স্বভাবঃ, স্বপ্নে অভাবাৎ ; অতো
বিমোক্ষোহস্তোপপত্ততে মৃত্যোঃ পুণ্যপাপাত্যাম্ । নমু জাগরিতে অস্ত স্বভাব
এব,—ন, বুদ্ধ্যাহ্যপাধিকৃতং হি তৎ ; তচ্চ প্রতিপাদিতং সাদৃশ্যাৎ “ধ্যায়তীব
লেনায়তীব” ইতি । তস্মাদেকাস্তেনৈব স্বপ্নে মৃত্যুরূপাতিক্রমণাৎ ন স্বাভাবিকত্বা-
শঙ্কা অনিৰ্মোক্ষতা বা । ২

মৃত্যোরতিক্রমণে কিং স্তাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—অতো নেতি । মৃত্যোরস্বভাবত্বমুপপাদয়তি—
মৃত্যুশ্চেদিতি । ইষ্টাপত্তিমাশঙ্ক্যাহ—ন ত্বিতি । অনন্যগতবাক্যাদসঙ্গবাক্যাচ্ছেদ্যর্থঃ । মোক্ষ-
শাস্ত্রপ্রামাণ্যাদপি মৃত্যোরস্বভাবত্বমিত্যাহ—স্বভাবশ্চেদিতি । ইতচ্চ মৃত্যুঃ স্বভাবো ন ভবতী-
ত্যাহ—ন ত্বিতি । অভাবাদিতি ছেদঃ । তস্তাঃ স্বভাবত্বে লক্ষমর্থঃ কথয়তি—অত ইতি ।
মৃত্যুমেব ব্যাচষ্টে—পুণ্যপাপাত্যামিতি স্বপ্নে মৃত্যোঃ স্বভাবত্বাত্বেহপি জাগ্রদবস্থায়ঃ কৰ্ত্তৃত্ব-
মাত্মনঃ স্বভাবঃ, তথা চ নিঃসেন স্তস্ত মৃত্যোরতিক্রমো ন সিধ্যতীতি শঙ্কতে—নত্বিতি ।
ঔপাধিকত্বাৎ কৰ্ত্তৃত্বস্ত স্বাভাবিকত্বাত্ভাবাদাত্মনো মৃত্যোরতিক্রমঃ সম্ভবতীতি পরিহরতি—
নেতি । কথমৌপাধিকত্বং কৰ্ত্তৃত্বস্ত সিদ্ধবদ্রুচ্যতে তত্রাহ—তচ্চেতি । ধ্যায়তীবৈত্যাদৌ
সাদৃশ্যবাচকাদিবশকাদৌপাধিকত্বং কৰ্ত্তৃত্বস্ত আগেব দশিতমিত্যর্থঃ । জাগরিতেহপি কৰ্ত্তৃত্বস্ত
স্বাভাবিকত্বাত্বে ফলিতমাহ—তস্মাদিতি । মৃত্যোঃ স্বাভাবিকত্বাশঙ্কাত্তাবকৃতং যলমাহ—
অনিৰ্মোক্ষতা বেতি । বাশঙ্কো নঞনুকৰ্ণণার্থঃ । ২

তত্র ‘চরিত্বা’ ইতি চরণফলং শ্রমরূপলভ্যেত্যর্থঃ । ততঃ সম্প্রসাদানুভবোত্তর-
কালং পুনঃ প্রতিজ্ঞায়ং যথাজ্ঞায়ং যথাগতম্—নিশ্চিত আয়ো জ্ঞায়ঃ ; অয়নন্ আয়ঃ
নির্গমনম্, পুনঃ পূৰ্ণগমনবৈপরীত্যেন যদাগমনং স প্রতিজ্ঞায়ঃ,—যথাগতং
পুনরাগচ্ছতীত্যর্থঃ । প্রতিযোনি যথাস্থানম্ ; স্বপ্নস্থানার্দ্ধি সুষুপ্তং প্রতিপন্নঃ সন্
যথাস্থানমেব পুনরাগচ্ছতীতি । প্রতিযোজ্ঞাদ্রবতি স্বপ্নান্নৈব স্বপ্নস্থানান্নৈব । ৩

পুণ্যং চ পাপং চেত্যেতদন্তং বাক্যং বাধ্যায় পুনরিত্যাদি ব্যাচষ্টে—তত্রৈতি । স্বপ্নাদুত্থায়
সুষুপ্তিমুভূয়োত্তরকালমিতি যাবৎ । স্থানাৎ স্থানান্তরপ্রাপ্তাবভ্যাসং বক্তুং পুনঃশব্দঃ ।
প্রতিজ্ঞায়মিত্যস্তাবয়বার্থমুক্ত্য । বিবক্ষিতমর্থমাহ—পুনরিতি । সম্প্রসাদাদুৰ্দ্ধমিতি যাবৎ ।
জাগরিতাৎ স্বপ্নং ততঃ সুষুপ্তং গচ্ছতীতি পূৰ্ণগমনং, ততো বৈপরীত্যেন সুষুপ্তাৎ স্বপ্নং
জাগরিতং বা গচ্ছতীতি যদাগমনং, স প্রতিজ্ঞায়ঃ । তমেব সঙ্ক্ষিপতি—যথৈতি । যথাস্থানমাত্র-
বতীত্যেতদ্বিবৃণোতি—স্বপ্নস্থানাদিতি । উক্তেহর্থে বাক্যং পাতয়তি—প্রতিযোনীতি । কিমর্থং
যথাস্থানমাগমনং, তদাহ—স্বপ্নান্নৈতি । ৩

নমু স্বপ্নে ন কৰোতি পুণ্যপাপে, তয়োঃ ফলমেব পশ্যতীতি কথমবগম্যতে ?
যথা জাগরিতে, তথা কৰোত্যেব স্বপ্নেহপি, তুল্যত্বাদর্শনশ্চেতি ; অত আহ—স
আত্মা যৎকিঞ্চিৎ তত্র স্বপ্নে পশ্যতি পুণ্যপাপফলম্, অনন্যগতঃ অননুবদ্ধঃ তেন

দৃষ্টেন ভবতি, নৈবানুবন্ধো ভবতি । যদি হি স্বপ্নে কৃতমেব তেন শ্রাৎ, তেনা-
নুবধ্যত, স্বপ্নাদুখিতোহপি সমন্বাগতঃ শ্রাৎ ; ন চ তল্লোকে স্বপ্নকৃতকৰ্ম্মণা
অন্বাগতত্বপ্রসিদ্ধিঃ ; ন হি স্বপ্নকৃতেনাগসা আগস্কারিণমাত্মানং মৃত্যুতে কশ্চিৎ ;
ন চ স্বপ্নদৃশ আগঃ শ্রদ্ধা লোকস্তং গর্হতি পরিহরতি বা ; অতোহনন্বাগত এব
তেন ভবতি ; তস্মাৎ স্বপ্নে কুর্ক্মণিবোপলভ্যতে ; ন তু ক্রিয়াহন্তি পরমার্থতঃ ।
'উতেব জ্ঞাতিঃ সহ মোদমানঃ' ইতি শ্লোক উক্তঃ । আখ্যাতারশ্চ স্বপ্নস্ত সহ
ইবশব্দেনাচক্ষতে,—হস্তিনোহন্ত ঘটীকৃতা ধাবন্তীব ময়া দৃষ্টা ইতি ; অতো ন
তস্ত কৰ্ত্তৃত্বমিতি । ৪

স যদিতিবাচ্যাক্ত বাবর্ত্যামাশক্যমাহ—নশ্চিতি । তত্র বাক্যমুত্তরত্বেনাবত্যা
ব্যাকরোতি—অত আহেতি । অননুবন্ধ ইত্যুপাখ্যায়ঃ শ্ৰুতয়তি—নৈবেতি । স যদিতিবা-
চ্যাক্তাক্ষরার্থমুক্ত্যু। তাৎপর্যমাহ—যদি হীতি । তেনাস্মেনেতি যাবৎ । স্বপ্নে কৃতং কৰ্ম্ম
পুনস্তেনেভুক্তম্ । অনুবন্ধে দোষমাহ—স্বপ্নাদিতি । ইষ্টাপত্তিমাশক্যমাহ—ন চেতি । স্বপ্ন-
কৃতেন কৰ্ম্মণা জাগ্রদবস্থায় পুরুষস্তান্বাগতত্বপ্রসিদ্ধিরিতি যত্রচাক্তে, তত্র বাবহারভূমৌ সম্প্রতিপন্ন-
মিত্যর্থঃ । স্বপ্নদৃষ্টেন জাগ্রদগতস্ত ন সঙ্গতিরিত্যত্র বানুভবঃ দর্শয়তি—ন হীতি । যথোক্তেহনু-
ভবে লোকস্তাপি সঙ্গতিং দর্শয়তি—ন চেতি । তত্র ফলিতমাহ—অত ইতি । কথং তর্হি
স্বপ্নে কৰ্ত্তৃত্বপ্রতীতিস্তদাহ—তস্মাদিতি । স্বপ্নস্তাসঙ্গত্বাচ্চ ন তত্র বস্ততোহন্তি ক্রিয়েত্যাহ—
উতেবেতি । তদাত্মাসত্ত্ব লোকপ্রসিদ্ধিমনুকুলয়তি—আখ্যাতারশ্চেতি । স্বপ্নস্তাসঙ্গত্বাচ্চ
ফলিতমাহ—অত ইতি । ৪

কথং পুনরস্তাকৰ্ত্তৃত্বমিতি,—কার্য্যকরণে মূর্ত্তেঃ সংশ্লেষো মূর্ত্তস্ত, স তু ক্রিয়া-
হেতুর্দৃষ্টঃ । ন হি অমূর্ত্তঃ কশ্চিৎ ক্রিয়াবান্ দৃশ্যতে ; অমূর্ত্তশ্চাত্মা, অতোহসঙ্গঃ ;
যস্মাচ্চ অসঙ্গোহয়ং পুরুষঃ, তস্মাদনন্বাগতত্বেন স্বপ্নদৃষ্টেন । অত এব ন ক্রিয়া-
কৰ্ত্তৃত্বমস্ত কথঞ্চিৎপপত্ততে ; কার্য্যকরণসংশ্লেষণে হি কৰ্ত্তৃত্বং শ্রাৎ ; স চ সংশ্লেষঃ
সঙ্গোহস্ত নাস্তি ; যতোহসঙ্গো হয়ং পুরুষঃ ; তস্মাদমৃতঃ । এবমেবৈতদ্ব্যাক্তবাক্য ।
সোহহং ভগবতে সহস্রং দদাম্যত উর্দ্ধং বিমোক্ষায়ৈব ক্রহি । মোক্ষ-
পদার্থৈকদেশস্ত কৰ্ম্মপ্রবিবেকস্ত সমাগ্দ্দশিতত্বাৎ অত উর্দ্ধং বিমোক্ষায়ৈব
ক্রহীতি ॥২৬৬॥১৫॥

অনন্বাগতবাক্যং প্রতিজ্ঞারূপং ব্যাখ্যাসঙ্গবাক্যং হেতুরূপমবতারয়িতুমাকাঙ্ক্ষামাহ—
কথমিতি । মূর্ত্তস্ত মূর্ত্তান্তরেণ সংযোগে ক্রিয়োপলভ্যাদমূর্ত্তস্ত তদভাবাদান্বনশ্চামূর্ত্তত্বে-
নাসংযোগাৎ ক্রিয়াযোগাদকৰ্ত্তৃত্বপ্রসিদ্ধিরিত্যুত্তরং হেতুবাক্যার্থকথনপূর্ব্বকং কথয়তি—কার্য্যকরণে-
রিত্যাदिना । আত্মনোহসঙ্গত্বেনাকৰ্ত্তৃত্বমুক্তং সমর্থয়তে—অত এবেতি । অতঃশকার্য্য-
বিশদয়তি—কার্য্যোতি । ক্রিয়াবস্তাবাবে জন্মমরণাদিরাহিত্যং কোটস্থ্যং বলতীত্যাহ—তস্মা-
দিতি । কৰ্ম্মপ্রবিবেকমুক্তমঙ্গীকরোতি—এবমিতি । তৎপ্রবিবিক্তান্বজ্ঞানে দার্ঢ্যং শূচয়তি—

সোহমিতি । নৈরাকাজ্যং ব্যবৰ্ত্তয়তি—অত ইতি । কথং তর্হি সহস্রদানমিত্যাশঙ্ক্যাহ—
মোক্ষেতি । কামপ্রবিবেকবিবরণনিয়োগমন্ত্রিপ্রত্য পুনরনুক্রামতি—অত উর্দ্ধমিতি ৷২৬৬৷১৫৷

ভাষ্যানুবাদ ১—স্বপ্নে প্রদর্শিত সেই যে, এই স্বপ্নংজ্যোতিঃ পুরুষ, সেই পুরুষ এই সম্প্রসাদে—পুরুষ যেখানে সম্পূর্ণরূপে প্রসন্নতা লাভ করে, তাহার নাম সম্প্রসাদ ; অভিপ্রায় এই যে, জাগ্রৎ অবস্থায় দৈহিক ও ঐন্দ্রিয়িক বহুবিধ ব্যাপারসম্পর্ক থাকায় পুরুষে মলিনতা উপস্থিত হয়, স্বপ্নাবস্থায় দেহেন্দ্রিয়-সম্পর্ক নষ্ট হইয়া যায় ; পুরুষ তখন সেই মালিন্য পরিত্যাগ করিয়া অন্নমাত্র প্রসন্নতা লাভ করে ; কিন্তু এই সুষুপ্তি সময়ে পুরুষ সম্পূর্ণরূপে প্রসন্নতা লাভ করে ; এই অল্প সুষুপ্তি অবস্থাকে “সম্প্রসাদ” বলা হইয়া থাকে । পরেও ‘তখন (সুষুপ্তি সময়ে) হৃদয়গত সমস্ত দুঃখ হইতে উত্তীর্ণ হয়’, ‘সবিলাস একই আত্মা দর্শন করিয়া থাকে’, ইত্যাদি স্থলে সুষুপ্ত আত্মার ঐক্য রূপ প্রদর্শন করিবেন । সেই এই পুরুষ কিরূপে ক্রমশঃ সম্প্রসন্নতা লাভ করে, [তদন্তরে বলিতেছেন,] সুষুপ্তিদশায় প্রবেশার্থী জীব প্রথমতঃ স্বপ্নাবস্থায়ই রমণ করিয়া, বন্ধু ও স্বজন লক্ষণ প্রভৃতি দ্বারা তৃপ্তি অনুভব করে ; পরে বিচরণ করিয়া অর্থাৎ স্বপ্নাবস্থায় বিচরণের ফলে বহুবিধ শ্রম বা ক্লেশ উপলব্ধি করিয়া, পুণ্য ও পাপের ফল মাত্র সন্দর্শন করে ; কিন্তু তখন কোন প্রকার পুণ্য বা পাপ কার্য্য অনুষ্ঠান করে না ; সেই অল্প পুণ্য ও পাপে লিপ্তও হয় না ; কারণ, যে লোক পুণ্য বা পাপ অনুষ্ঠান করে, সেই লোকই পুণ্য বা পাপে লিপ্ত হইয়া থাকে ; কিন্তু কেবল দর্শনের দ্বারা কেহই পুণ্য ও পাপে নিবদ্ধ হয় না । পুণ্য পাপের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দর্শন করা সম্ভব হয় না বলিয়া, এখানে পুণ্য ও পাপ-শব্দে পুণ্য ও পাপের ফল মাত্র বুঝিতে হইবে । অতএব স্বপ্নসময়ে যে, কেবল মৃত্যুর রূপমাত্রই অতিক্রম করে, তাহা নহে, পরন্তু সাক্ষাৎ মৃত্যুকেও অতিক্রম করে । ১

এই কারণে, মৃত্যুকে আত্মার স্বভাবসিদ্ধ বলিয়াও আশঙ্কা করা চলে না ; কেন না, মৃত্যু যদি আত্মার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম হইত, তাহা হইলে স্বপ্নেও তাহা বিদ্যমান থাকিত ; অথচ তাহা কখনও বিদ্যমান থাকে না । পক্ষান্তরে, মৃত্যুরূপিণী ক্রিয়া ইহার স্বভাব হইলে, কস্মিন্ কালেও তাহা হইতে আত্মার মুক্তি সম্ভব হইত না ; অতএব উহা আত্মার স্বভাব নহে ; এই অল্পই পুণ্য ও পাপ হইতে আত্মার বিমোক্ষ উপপন্ন হয় । ভাল, [স্বপ্নাবস্থায় না হউক,] জাগ্রদবস্থায় ত উহা নিশ্চয়ই আত্মার স্বভাব হইতে পারে ; না—সে কথাও বলিতে পার না ; কারণ, জাগ্রদ-বস্থায় যে, কর্ম্মময় মৃত্যুর সম্বন্ধ হয়, বুদ্ধিপ্রভৃতি উপাধির সহিত সম্বন্ধই তাহার

কারণ ; “ধ্যায়তীৰ্ণ” ইত্যাদি বাক্যেই তাহার সাদৃশ্যমূলকত্ব প্রতিপাদন করা হইয়াছে । অতএব স্বপ্নসময়ে সম্পূর্ণরূপে মৃত্যুরূপী কর্ণের সঙ্কল্প অতিক্রম করে বলিয়া মৃত্যুকে আত্মার স্বাভাবিক বলিয়া সম্ভাবনা করাও চলে না, এবং তন্নিবন্ধন মুক্তিরও অসম্ভাবনা হয় না । ২

সেখানে (স্বপ্নস্থানে) বিচরণ করিয়া শ্রমফল ক্রান্তি অনুভব করিয়া, তাহার পর সম্প্রসাদ অনুভবের পর, পুনর্বার প্রতিজ্ঞায় অর্থাৎ যেক্রমে স্মৃষ্টিতে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহার বিপরীত ক্রমে—পূর্বগমনের বিপরীত ক্রমে গমনকে ‘প্রতিজ্ঞায়’ বলে ; সেই নিয়মে পুনর্বার আগমন করে । ‘প্রতিযোনি’ অর্থাৎ যথাস্থানে ; প্রথমে স্বপ্নস্থান হইতে স্মৃষ্টি দশা প্রাপ্ত হয় ; স্মৃষ্টি দশা প্রাপ্ত হইয়া পুনর্বার সেই স্বপ্নস্থানের উদ্দেশ্যেই যথানিয়মে প্রতিগমন করিয়া থাকে । ৩

এখন আপত্তি হইতেছে এই যে, জীব যে, স্বপ্নসময়ে পুণ্য বা পাপ করে না ; কেবল পুণ্য ও পাপের ফল মাত্র ভোগ করিয়া থাকে, ইহা কিপ্রকারে জানা যায় ? আগরণাবস্থায় যেমন কর্ম্মানুষ্ঠান করে, স্বপ্নসময়েও ঠিক তেমনি কর্ম্ম করিয়া থাকে ; কারণ, দর্শন-কার্য্যটি উভয় স্থলেই তুল্য, কিছুমাত্র প্রভেদ নাই । এতদ্বস্তরে বলিতেছেন—সেই স্বপ্নদর্শী আত্মা, সে সময়ে—স্বপ্নসময়ে পুণ্য ও পাপ-ফল বাহা কিছু দর্শন করে, সেই স্বপ্নদৃষ্ট পুণ্য ও পাপে অসংস্পৃষ্ট থাকে, অর্থাৎ সে নিশ্চয়ই সেই পুণ্য-পাপে লিপ্ত হয় না । জীব যদি স্বপ্নসময়ে সত্য সত্যই পুণ্য বা পাপ করিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সে স্বকৃত পুণ্য ও পাপে সংস্পৃষ্ট হইত, এবং স্বপ্ন হইতে উত্থানের পরও ঐ পুণ্য ও পাপ তাহার অনুসরণ করিত ; কিন্তু অগতে স্বপ্নকৃত কর্ম্ম যে, কাহারো অনুসরণ করে, ইহা কোথাও প্রসিদ্ধ নাই ; এবং স্বপ্নকৃত অপরাধে কেহই আপনাকে অপরাধী বলিয়া মনে করে না ; অতএব স্বপ্নকৃত কর্ম্ম কাহারো অনুগমন করে না ; এই জন্তই বলিতে হইবে যে, স্বপ্নে বাস্তবিক পক্ষে কোন ক্রিয়া সঙ্কল্প থাকে না, তথাপি, যেন করিতেছে বলিয়া প্রতীতি হয় মাত্র । ‘পূর্বেও যেন জীর্ণের সহিত আশোদ করিতেছে’ এইরূপ একটি শ্লোক (সংক্ষিপ্তার্থক বাক্য) উক্ত হইয়াছে । আর বাহারা স্বপ্নরহস্ত বলেন, তাঁহারাও [স্বপ্নদৃশ্যের অসত্যতা জ্ঞাপনার্থ] ‘ইব’ শব্দের সহযোগে স্বপ্নের কথা বলিয়া থাকেন, ‘আমি আজ স্বপ্নে দেখিয়াছি—হস্তিসমূহ যেন দলবদ্ধ হইয়া ধাবিত হইতেছে’ এই জন্তই স্বপ্নদর্শী আত্মার কর্তৃত্ব নাই । ৩

কেন যে, আত্মার কর্তৃত্ব নাই, [তাহা বলিতেছেন,] সাধারণতঃ মূর্ত্ত বা পরিচ্ছিন্ন দেহেন্দ্রিয়ের সঙ্গে অপর মূর্ত্ত পদার্থেরই সংশ্লেষ বা সঙ্কল্প হইয়া থাকে ;

সেই সম্বন্ধই ক্রিয়া-নিষ্পত্তির হেতুরূপে অগতে দৃষ্ট হইয়াছে ; পক্ষান্তরে কোন অমূর্ত পদার্থে কোনরূপ ক্রিয়া দৃষ্টিগোচর হয় না । আলোচ্য আত্মা-পদার্থটীও অমূর্ত অপরিচ্ছিন্ন বা নিরবয়ব ; সুতরাং অসঙ্গ । যেহেতু এই পুরুষ অসঙ্গ ; সেই হেতুই স্বপ্নকৃত পুণ্য বা পাপ তাহার অনুসরণ করে না ; তজ্জগৎই কোন প্রকারে ইহার কর্তৃত্বও উপপন্ন হয় না ; কেন না, দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত সংশ্লেষ বা সম্পর্ক বশতই কর্তৃত্ব ব্যবহার হইয়া থাকে ; সেই সংশ্লেষরূপ সঙ্গ ইহার (পুরুষের) নাই । পুরুষ যেহেতু অসঙ্গ, সেই হেতুই অমৃত (কর্ম্মময় মৃত্যু রহিত) (১) । [ইহা শ্রবণ করিয়া জনক বলিলেন—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, ইহা এইরূপই বটে ; আপনার উপদেশপ্রাপ্ত আমি আপনাকে সহস্র প্রদান করিতেছি ; অতঃপরও মুক্তিসাধনেরই উপদেশ করুন । আত্মা যে, কর্ম্মসংস্পর্শশূন্য, ইহা হইতেছে মুক্তিপদার্থের একাংশ মাত্র ; তাহা যখন যথাযথরূপে প্রদর্শিত হইল, তখন অতঃপর সাক্ষাৎ মুক্তিরই উপদেশ করুন ইতি ॥ ২৬৬॥১৫॥

স বা এষ এতন্মিন্ স্বপ্নে রত্বা চরিত্বা দৃষ্টেব পুণ্যঞ্চ পাপঞ্চ পুনঃ প্রতিষ্ঠায়ং প্রতিযোন্তাদ্রবতি বুদ্ধান্তায়ৈব । স যত্তত্র কিঞ্চিৎ পশ্যত্যনন্বাগতন্তেন ভবত্যসঙ্গো হুয়ং পুরুষ ইত্যেব-মেবৈতদ্ যাজ্ঞবল্ক্য । সোহহং ভগবতে সহস্রং দদাম্যত উদ্ধং বিমোক্ষায়ৈব ক্রহীতি ॥ ২৬৭ ॥ ১৬ ॥

সব্বলার্থঃ ১—অকর্তৃত্বে হেতুতয়োক্তম্ অসঙ্গত্বমেব দ্রষ্টয়িতুমাহ—“স বৈ” ইত্যাদি । সঃ (উক্তগুণঃ) এষঃ (প্রকৃতঃ) পুরুষঃ (দেহাণ্ডভিমানী জীবঃ) বৈ এতন্মিন্ (প্রকৃতে) স্বপ্নে রত্বা (রমণং কৃত্বা), চরিত্বা, পুণ্যং চ পাপং চ দৃষ্ট্বা এব পুনঃ বুদ্ধান্তায় এব প্রতিষ্ঠায়ং প্রতিযোনি আদ্রবতি । সঃ (স্বপ্নদর্শী পুরুষঃ) তত্র (স্বপ্নে) যৎ কিঞ্চিৎ পশ্যতি, তেন অনন্বাগতঃ ভবতি ; [কুতঃ ?] হি (যতঃ) অস্ং পুরুষঃ অসঙ্গঃ ইতি । [জনক আহ—] হে যাজ্ঞবল্ক্য, সঃ অহং ভগবতে সহস্রং দদামি ; অতঃ উদ্ধং বিমোক্ষায় এব ক্রহি ইতি, [ব্যাখ্যা পূর্ববৎ] ॥২৬৭॥১৬॥

(১) তাৎপর্য্য—সঙ্গ অর্থ সংযোগ বটে, কিন্তু সাধারণ সংযোগ নহে ; পরস্পর যেরূপ সংযোগের ফলে সংযুক্ত বস্তুতে কোনরূপ ধর্ম্মান্তর উৎপন্ন হয়, সেইরূপ সংযোগ । যেমন পদ্মপত্র জলে থাকিয়াও আর্দ্র হয় না বলিয়া, তাহাকে অসঙ্গ বলা হয়, তেমন পুরুষও বিকৃত হয় না বলিয়া অসঙ্গ ।

মূলানুবাদ ১—সেই এই পুরুষ উক্ত স্বপ্নাবস্থায় রমণ ও পরিভ্রমণ করিয়া এবং পুণ্য ও পাপের ফল সুখদুঃখ অনুভব করিয়া বুদ্ধান্তের জন্ম—জাগ্রদবস্থা লাভের নিমিত্ত পুনরায় নিজ নিজ স্থানে প্রত্যাগমন করে । পুরুষ স্বপ্নসময়ে যাহা কিছু দর্শন করে, তাহা তাহার অনুসরণ করে না, অর্থাৎ পুরুষ স্বপ্নকৃত পুণ্য-পাপে লিপ্ত হয় না ; কারণ, এই পুরুষ স্বভাবতঃ অসঙ্গ বা নির্লেপ । একথা শুনিয়া জনক বলিলেন—ইহা এইরূপই বটে ; আমি ইহার বিনিময়ে পূজনীয় আপনাকে সহস্র প্রদান করিতেছি ; আপনি ইহার পর মুক্তির কথাই বলুন ॥ ২৬৭ ॥ ১৬ ॥

শাক্ষব্রাহ্মণম্ ১—তত্র “অসঙ্গো হুয়ং পুরুষঃ” ইত্যঙ্গতা অকর্তৃত্বে হেতু-
রুক্তঃ । উক্তঞ্চ পূর্বম্—কৰ্ম্মবশাৎ স জীয়তে যত্র কামমিতি ; কামশ্চ সঙ্গঃ ;
অতোহসিদ্ধো হেতুরুক্তঃ—“অসঙ্গো হুয়ং পুরুষঃ” ইতি । ন ত্বেতদস্তুি ; কথং
তর্হি ? অসঙ্গ এবোত্যেতদুচ্যতে—স বা এষ এতস্মিন্ স্বপ্নে, স বৈ এষ পুরুষঃ
সম্প্রসাদাৎ প্রত্যাগতঃ স্বপ্নে রত্বা চরিত্বা যথাকামং দৃষ্টেইব পুণ্যঞ্চ পাপঞ্চৈতি সর্বং
পূর্ববৎ । বুদ্ধান্তাট্রৈব আগরিতস্থানায় । তস্মাদসঙ্গ এবাহুয়ং পুরুষঃ ; যদি স্বপ্নে
সঙ্গবান্ শ্রাৎ কামী, ততস্তৎসঙ্গজৈর্দোষৈর্বুদ্ধান্তায় প্রত্যাগতো লিপ্যেত ॥২৬৭॥১৬॥

টীকা । উত্তরকণ্ডিকাব্যবর্ত্যাং শঙ্কামাহ—তত্রোতি । পূর্বকণ্ডিকা সপ্তমার্থঃ । ভবত্ব-
কর্তৃত্বহেতুরঙ্গত্বং, কিং তাবতেত্যশঙ্ক্যাহ—উক্তং চেতি । পূর্বং শ্লোকোপস্তাসদশায়ামিতি
যাবৎ । কৰ্ম্মবশাৎ স্বপ্নহেতুকৰ্ম্মসামর্থ্যাদিত্যর্থঃ । আত্মনঃ স্বপ্নে কামকৰ্ম্মসম্বন্ধেইপি কিমিতি
নাসঙ্গত্বং, তত্রাহ—কামশ্চেতি । হেতুসিদ্ধিং পরিহরতি—ন ত্বিতি । ন চেৎকেতোরাসিদ্ধত্বং,
তর্হি কথং তৎসিদ্ধিরিতি পৃচ্ছতি—কথমিতি । হেতুসমর্থনার্থমুত্তরগ্রন্থমুখাপয়তি—অসঙ্গ ইতি ।
প্রতিযোগ্যাদ্রবতীত্যেতদন্তঃ সর্বমিত্যুক্তম্ । স্বপ্নে কর্তৃত্বাতাবত্ত্বক্কার্থঃ । উক্তমসঙ্গং ব্যতিরেক-
মুপেন বিশদয়তি—যদীতি । সঙ্গবানিত্যন্ত ব্যাখ্যানং—কামীতি । তৎসঙ্গজৈস্তত্র স্বপ্নে
বিষয়বিশেষে কামাখ্যাসঙ্গবশাদুৎপন্নৈরপরাধৈরিতি যাবৎ, ন তু লিপ্যেত, প্রায়শ্চিত্ত-
বিধানস্তাপি স্বপ্নমুচিভাণ্ডাশঙ্কানিবর্হণার্থক্কাং বস্তৃত্তানুসারিত্বাভাবাদিতি শেষঃ ॥২৬৭॥১৬॥

ভাষ্যানুবাদ ১—ইতঃ পূর্বে কথিত হইয়াছে যে, আত্মার অকর্তৃত্বের
প্রতি, তাহার অঙ্গত্বই হেতু অর্থাৎ যে হেতু পুরুষ অসঙ্গ—নির্লেপ, সেই হেতুই
তাহার কর্তৃত্ব হইতে পারে না । পূর্বেও একথা উক্ত হইয়াছে যে, প্রাক্তন
কৰ্ম্মানুসারে, যে বিষয়ে কামনা (ইচ্ছা) হয়, পুরুষ সেই বিষয়েই গমন করে ।
কাম অর্থ ই সঙ্গ, সুতরাং [অকর্তৃত্বের প্রতি যে, অসঙ্গো হি অয়ং পুরুষঃ,] এই-

হেতু প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা অসিদ্ধ । [তদন্তরে বলিতেছেন—] না—হেতুর অসিদ্ধত্ব দোষ ঘটে না ; কেন ঘটে না ? যে হেতু শ্রুতি তাহার অসঙ্গত্বই প্রতি-
পাদন করিতেছেন—“স বা এষঃ” ইত্যাদি । সেই এই পুরুষ, যিনি সৃষ্টি
অবস্থা হইতে প্রত্যাগত হইয়াছেন ; স্বপ্নাবস্থায় ইচ্ছানুসারে রমণ ও পরিভ্রমণ
করিয়া এবং পুণ্য ও পাপ দর্শন করিয়া—ইত্যাদির ব্যাখ্যা পূর্ব শ্রুতির মত ।
বুদ্ধান্তের (আগরিতস্থানের) উদ্দেশে [প্রতিগমন করে] ; অতএব অনন্যাত
প্রভৃতি কথায় অবধারিত হইতেছে যে, পুরুষ নিশ্চয়ই অসঙ্গ ; কেননা, পুরুষ
যদি স্বপ্নাবস্থায় সঙ্গবান্—কামনাবিশিষ্টই হইত, তাহা হইলে আগরিতা-
বস্থায় প্রত্যাগমনের পরেও নিশ্চয়ই স্বপ্নদৃষ্ট বিষয়ের সঙ্গজনিত পাপ-
পুণ্য দ্বারা অবশ্যই লিপ্ত হইত ; তাহা যখন হয় না, তখন পুরুষ নিশ্চয়ই
অসঙ্গ ; অতএব অকর্তৃত্বের প্রতি প্রযুক্ত অসঙ্গত্ব-হেতুটি কোনমতেই অসিদ্ধ
হইতেছে না ॥ ২৬৭ ॥ ১৬ ॥

আভাসভাষ্যম্ :—যথানৌ স্বপ্নে অসঙ্গত্বাৎ স্বপ্নপ্রসঙ্গজৈর্দোষৈ-
র্জাগরিতে প্রত্যাগতো ন লিপ্যতে, এবং জাগরিতসঙ্গজৈরপি দোষৈর্ন লিপ্যত-
এব বুদ্ধান্তে । তদেতদুচ্যতে,—

আভাসভাষ্যানুবাদ :—এই পুরুষ অসঙ্গত্বনিবন্ধন জাগ্রদবস্থায়
প্রত্যাগত হইয়া যেমন স্বপ্নকালীন ব্যবহারজনিত কোন দোষে লিপ্ত হয় না,
তেমনি জাগ্রদবস্থায়ও অবস্থাকৃত কোন দোষে লিপ্ত হয় না ; এখন সেই কথাই
বলা হইতেছে—

স বা এষ এতস্মিন্ বুদ্ধান্তে রত্না চরিত্বা দৃষ্টৈব
পুণ্যঞ্চ পাপঞ্চ পুনঃ প্রতিজ্ঞায়ং প্রতিযোন্তাদ্রবতি
স্বপ্নান্তায়ৈব ॥ ২৬৮ ॥ ১৭ ॥

সম্বলার্থঃ :—সঃ এষঃ (পুরুষঃ) বৈ এতস্মিন্ বুদ্ধান্তে (জাগ্রদবস্থায়)
রত্না চরিত্বা পুণ্যং চ পাপং চ দৃষ্ট্বা এব স্বপ্নান্তায় এব পুনঃ প্রতিজ্ঞায়ং প্রতিযোনি
আদ্রবতি । (অগ্ন্যং সর্বং পূর্ববৎ) ॥ ২৬৮ ॥ ১৭ ॥

মূলানুবাদ :—এই সেই পুরুষ বুদ্ধান্তে—জাগ্রদবস্থায় রমণ
ও পরিভ্রমণ করিয়া এবং পুণ্য ও পাপ দর্শন করিয়া পুনর্ববার
স্বপ্নান্তের (স্বপ্নাবস্থায়) উদ্দেশে প্রতিজ্ঞায় ও প্রতিযোনিতে ধাবিত
হয় ॥ ২৬৮ ॥ ১৭ ॥

শাক্ষব্রাহ্মণম্ ।—স বৈ এষ এতন্মিন্ বুদ্ধান্তে আগরিতে রত্বা চরিষ্বে-
ত্যাঙ্গি পূর্ববৎ । যৎ তত্র বুদ্ধান্তে কিঞ্চিং পশ্চতি, অনন্বাগতঃ তেন ভবতি,
অসঙ্গঃ হি অয়ং পুরুষ ইতি । নহু দৃষ্টেবেতি কথমবधार्याতে ? কৰোতি চ
তত্র পুণ্যপাপে, তৎফলঞ্চ পশ্চতি ; ন, কারকাবভাসকত্বেন কর্তৃত্বোপপত্তেঃ ।
“আত্মনৈবায়ং জ্যোতিষা আন্তে” ইত্যাদিনা আত্মজ্যোতিষাবভাসিতঃ কার্য্যকরণ-
সজ্জাতো ব্যবহরতি, তেনাস্ত কর্তৃত্বমুপচর্য্যতে, ন স্বতঃ কর্তৃত্বম্ । তথাচোক্তম্
“ধ্যায়তীব লেলায়তীব” ইতি বুদ্ধ্যাত্ম্যপাধিকৃতমেব, ন স্বতঃ ; ইহ তু পরমার্থ-
পেক্ষয়া উপাধিনিরপেক্ষমুচ্যতে—দৃষ্টেব পুণ্যঞ্চ পাপঞ্চ, ন কৃত্বেতি ; তেন ন
পূর্বাপরব্যাবাহিকা । যস্মাঙ্গিরূপাধিকঃ পরমার্থতো ন কৰোতি, ন লিপ্যতে
ক্রিয়াফলেन । তথা চ ব্যাসেন ভগবতোক্তম্,—

“অনাদিত্বাঙ্গিগুণত্বাৎ পরমাআয়মব্যয়ঃ ।

শরীরস্থোহপি কোন্তেয় ন কৰোতি ন লিপ্যতে” ॥ ইতি । ১

টীকা । উক্তমর্থঃ দৃষ্টোক্তীকৃত্য আগরিতেহপি নির্লেপত্বমাত্মনো দর্শয়তি—যথেষ্টাদিনা ।
তত্র প্রমাণমাহ—তদেতদিত্তি । জাগ্রদবহ্নায়ামুক্তমকর্তৃত্বমাক্ষিপতি—নবিত্তি । তত্র কল্পিতং
কর্তৃত্বমিত্যন্তরমাহ—নেত্যাদিনা । তদেব বিবৃণোতি—আত্মনৈবেতি । স্বতোহকর্তৃত্বে বাক্যোপ-
ক্রমঃ সংবাদয়তি—তথা চেতি । বাক্যার্থঃ সংগৃহ্ণতি—বুদ্ধাদীতি । কর্তৃত্বমিতি শেষঃ ।
নবোপাধিকং কর্তৃত্বং পূর্বমুক্তমিদানীং তন্নিরাকরণে পূর্বাপরবিরোধঃ শ্রাদিত্যাহ—ইহ ইতি ।
উপাধিনিরপেক্ষঃ কর্তৃত্বাতাব ইতি শেষঃ । তেনেত্যুক্তং হেতুঃ স্মৃটয়তি—যস্মাদিত্তি । আত্মনো
লেপাভাবে ভগবদ্বাক্যমপি প্রমাণমিত্যাহ—তথা চেতি । ১

তথা মহশ্চদানন্ত কামপ্রবিবেকস্ত দর্শিতত্বাৎ, তথা “স বা এষ এতন্মিন্ স্বপ্নে”
“স বা এষ এতন্মিন্ বুদ্ধান্তে” ইত্যেতাত্যাং কণ্ডিকাত্যামসঙ্গতৈব প্রতিপাদিতা ।
যস্মাদ্ বুদ্ধান্তে কৃতেন স্বপ্নাস্তং গতঃ সম্প্রসন্নোহসঙ্গো ভবতি তৈত্ত্বাদিকার্য্যাদর্শনাৎ,
তস্মাৎ ত্রিষপি স্থানেষু স্বতোহসঙ্গ এবায়ম্ ; অতোহমৃতঃ স্থানত্রয়ধর্ম্মবিলক্ষণঃ । ২

প্রতিষোধাদ্রবতি স্বপ্নাস্তারৈব সম্প্রসাদারেত্যর্থঃ । দর্শনবৃত্তেঃ স্বপ্নস্ত স্বপ্ন-
শব্দেনাভিধানদর্শনাৎ, অন্তশব্দেন চ বিশেষণোপপত্তেঃ ; “এতন্মা অন্তায় ধাবতি”
ইতি চ স্মৃপ্তং দর্শয়িষ্যতি । যদ্বি পুনরেবমুচ্যতে, স্বপ্নান্তে রত্বা চরিষ্বা ‘এতা-
বুভাবস্তাবমুসঞ্চরতি—স্বপ্নাস্তঞ্চ বুদ্ধাস্তঞ্চ’ ইতি দর্শনাৎ ‘স্বপ্নাস্তারৈব’ ইত্যত্রাপি
দর্শনবৃত্তিরেব স্বপ্ন উচ্যতে ইতি, তথাপি ন কিঞ্চিং দৃশ্যতি ; অসঙ্গতা হি
সিদ্ধাধিনিষিতা সিধ্যতোব ; যস্মাজ্জাগরিতে দৃষ্টেব পুণ্যঞ্চ পাপঞ্চ রত্বা চরিষ্বা চ
স্বপ্নাস্তমাগতঃ ন আগরিতদোষেণামুগতো ভবতি ॥২৬৯॥১৭॥

অবস্থাভ্যেহপাসঙ্গত্বমথাগতত্বং চাস্তনঃ সিদ্ধং চেৎ, বিমোক্ষপদার্থস্ত নিৰ্ণীতত্বাৎ জনকস্ত নৈরাকাজ্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ—তথেন্দিতি । যথা মোক্ষকদেশস্ত কর্মবিবেকস্ত দর্শিতত্বাৎ পূৰ্ব্বত্র সহস্রনানমুক্তং, তথাত্রাপি তদেকদেশস্ত কামবিবেকস্ত দর্শিতত্বাৎ তদানং, ন তু কামপ্রদ্বস্ত নিৰ্ণীতত্বাদিত্যর্থঃ । দ্বিতীয়তৃতীয়কণ্ডিকয়োস্তাৎপর্য্যং সংগৃহ্যতি—তথেন্দিতি । যথা প্রথম-কণ্ডিকয়া কর্মবিবেকঃ প্রতিপাদিতস্তথেন্দিতি যাবৎ । কণ্ডিকাত্রিতয়ার্থং সংক্ষিপ্যোপসংহরতি—যশ্চাদিত্তি । অবস্থাভ্যেহপাসঙ্গত্বং কিং সিধ্যতি, তদাহ—অত ইতি । প্রতীকমাদায় স্বপ্নাস্ত-শঙ্ক্যার্থমাহ—প্রতিযোনীতি । কথং পুনস্তত্ত্বং স্বপ্নস্তবিষয়ত্বমত আহ—দর্শনবৃত্তেরিতি । দর্শনং বাসনাময়ং, তস্ত বৃত্তির্ধ্বান্নিহিতি ব্যুৎপত্ত্যা স্বপ্নো দর্শনবৃত্তিস্তত্ত্বং স্বপ্নশব্দেনৈব সিদ্ধত্বাদস্তশব্দ-বৈয়র্থ্যাস্তত্ত্বান্তো লয়ো যশ্চিন্নিহিতি ব্যুৎপত্ত্যা স্বপ্নাস্তশব্দেন স্বপ্নগ্রহে সতি অস্তশব্দেন স্বপ্নস্ত ব্যাবৃত্ত্যুপপত্তেরত্র স্বপ্নস্তানমেব স্বপ্নাস্তশব্দিত্যর্থঃ । তত্বেব বাক্যশেষান্তত্ত্বমাহ—এতন্মা ইতি । স্বপ্নাস্তশব্দস্ত স্বপ্নে প্রয়োগদশনাদিহাপি তস্মৈব তেন গ্রহণমিতি পক্ষান্তর-মুখাপ্যাঙ্গীকরোতি—যদীত্যাদিনা । সিদ্ধার্থমিত্যর্থসিদ্ধৌ হেতুমাহ—যশ্চাদিত্তি ॥২৬২॥১৭॥

ভাস্ক্যানুবাদ ১—সেই এই পুরুষ এই বুঝাস্তে—আগ্রহবস্থায় রমণ ও পরিভ্রমণ করিয়া ইত্যাদির ব্যাখ্যা পূর্বের দ্বায় । সেই পুরুষ এই আগ্রহবস্থায় যাহা কিছু দর্শন করে, তাহা দ্বারা অনুবদ্ধ হয় না ; কারণ, এই পুরুষ অসঙ্গ । ভাল, ‘পুরুষ কেবল দর্শন করিয়াই’ এইরূপ অবধারণ করা হইতেছে কিরূপে ? বস্তুতই ত পুণ্য ও পাপ অর্জন করে, এবং তাহার ফল সুখ-দুঃখও ভোগ করিয়া থাকে । না—এ আপত্তি হইতে পারে না ; কারণ ? যেহেতু চক্ষুঃপ্রভৃতি কারকনিচয়ের প্রকাশকত্ব নিবন্ধনই অকর্তা পুরুষের কর্তৃত্ব উপপন্ন হইতে পারে ; অভিপ্রায় এই যে, ‘আত্মজ্যোতির প্রভাবেই ব্যবহার করিয়া থাকে’ ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, এই দেহেন্দ্রিয়সমষ্টি আত্মজ্যোতির দ্বারা উদ্ভাসিত হইয়াই সমস্ত ব্যবহার নিষ্পাদন করিয়া থাকে ; এই কারণেই আত্মাতে কর্তৃত্ব ধর্ম আরোপিত হয়, প্রকৃতপক্ষে কিন্তু পুরুষের কর্তৃত্ব নাই ; ঐ কর্তৃত্ব তাহার স্বভাবসিদ্ধ নহে । ‘ধ্যায়তীব লেলায়তীব’ ইত্যাদি শ্রুতিতেও বলা হইয়াছে যে, বুঝ্যাদি উপাধি-জনিতই আত্মার কর্তৃত্ব, কিন্তু স্বভাবতঃ নহে । এখানে উপাধিকৃত ঔপচারিক ভাব পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধ পারমার্থিক অবস্থা মাত্র লইয়াই বলা হইতেছে যে, পুণ্য ও পাপ শুধু দর্শন করিয়া, কিন্তু অনুষ্ঠান করিয়া নহে ; সুতরাং পূর্বাপর বিরোধের কোন সম্ভাবনা থাকিতেছে না । কেন না, উপাধিসম্পর্ক-রহিত পুরুষ প্রকৃতপক্ষে কিছুই করে না ; করে না বলিয়াই ক্রিয়াফলেও লিপ্ত হয় না । স্বয়ং ভগবান্ও এইরূপই বলিয়া-ছেন—‘হে কুস্তিনন্দন, সর্ববিকার-রহিত এই পরমাত্মা যেহেতু অনাদি ও

নিগুণ, সেই হেতু ক্রিয়াসাধন শরীরের মধ্যে বর্তমান থাকিয়াও কৰ্ম করে না, এবং কৰ্মফলে লিপ্ত হয় না', ইতি । ১

পূর্বে কৰ্মবিবেক-প্রদর্শনে যেমন সহস্রদান উক্ত হইয়াছে, তেমনি এখানেও যোক্তিকদেশে কামবিবেক অর্থাৎ আত্মা যে, কোনপ্রকার কামনা বা তৎফলে লিপ্ত নহে, তাহা প্রদর্শিত হওয়ার সহস্র দান করা হইতেছে ; [কিন্তু এখনও অনেকের অভিলষিত মোক্ষতত্ত্ব নির্ণীত হয় নাই] । পূর্বোক্ত "স বা এষ এতন্মিন্ স্বপ্নে" ও "স বা এষ এতন্মিন্ বুদ্ধান্তে" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বয়ে আত্মার অসঙ্গত্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে । যেহেতু স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থাগত আত্মা বুদ্ধান্তে (জাগ্রদবস্থায়) অলুপ্তিত কৰ্ম বা ভাবনা দ্বারা সম্পৃষ্ট হয় না ; প্রকৃত চৌর্য্যাদি কার্য্যের অলুপ্তান তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় না ; সেই হেতুই এই পুরুষ জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, এই স্থানত্রয়েই অসঙ্গ ; অসঙ্গত্ব নিবন্ধনই অমৃত ; অমৃত অর্থ—উক্ত স্থানত্রয়ের বাহা ধর্ম বা অবস্থা, তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ । ২

স্বপ্নান্তের—সংপ্রসাদের উদ্দেশ্যে পূর্ববৎ প্রতিষেধনিক্রমে ধাবিত হয় ; পূর্বে সাংক্ষাৎ স্বপ্নশব্দেও দর্শনাত্মক স্বপ্ন অভিহিত হওয়ার এখানে 'স্বপ্নান্ত' শব্দে সুষুপ্তি অবস্থাই বুঝিতে হইবে ; সেই জন্ত 'অন্ত' (স্বপ্নান্ত) শব্দ দ্বারা বিশেষিত করাও সঙ্গত হইতেছে ; ইহার পরেও, 'এই অন্তের অভিমুখে ধাবিত হয়' শ্রুতিতে এই অন্ত-শব্দেই সুষুপ্তির স্পষ্টতঃ উল্লেখ করা হইবে । আর যদি এইরূপ ব্যাখ্যা কর যে, 'স্বপ্নান্তে অর্থাৎ স্বপ্নে রমণ ও পরিলমণ করিয়া' এবং 'স্বপ্নান্ত (স্বপ্ন) ও বুদ্ধান্ত, এই উভয় অন্তে—অর্থাৎ অবস্থাদ্বয়ে যথাক্রমে সঞ্চরণ করে' । এই দুই স্থানে স্বপ্ন অর্থে 'অন্ত' শব্দের প্রয়োগ দর্শনে বুঝা যাইতেছে যে, 'স্বপ্নান্তার এবং' এই স্থলেও দর্শনাত্মক স্বপ্নাবস্থারই উল্লেখ করা হইয়াছে । হাঁ, এরূপ ব্যাখ্যা করিলেও কিছুমাত্র দোষ হইতেছে না ; কারণ, আমাদের সিদ্ধান্তান্বিত (যাহা সাধন বা প্রমাণ করিতে অভিপ্রেত), সেই অসঙ্গত্ব স্বভাবসিদ্ধই হইতেছে ; যে হেতু জাগ্রদবস্থায় কেবল পুণ্য ও পাপের ফল দর্শন করিয়া অর্থাৎ ভোগ করিয়া রমণ ও পরিলমণের পর স্বপ্নান্তে উপস্থিত হইয়া জাগ্রৎ-অবস্থার দোষে বা গুণে লিপ্ত হয় না ; [সেই হেতু পুরুষের অসঙ্গত্বলিঙ্গির কোনও বাধা ঘটিতেছে না] ॥২৬৯॥১৭॥

আভাসভাষ্যম্ ।—এবময়ং পুরুষ আত্মা স্বয়ংজ্যোতিঃ কার্য্যকরণ-বিলক্ষণস্তৎপ্রযোজকাত্যাং কাম-কর্ম্মভ্যাং বিলক্ষণঃ, যস্মাদসঙ্গো হয়ং পুরুষঃ, অসঙ্গত্বাদিত্যয়মর্থঃ "স বা এষ এতন্মিন্ সম্প্রসাদে" ইত্যাদ্যভিস্তিস্থিতিঃ কণ্ঠি-

কাভিঃ প্রতিপাদিতঃ । অত্রাসক্তৈতবাশ্বনঃ কুতঃ ? যস্মাৎ আগরিতাৎ স্বপ্নং, স্বপ্নাচ্চ সম্প্রসাদঃ, সম্প্রসাদাচ্চ পুনঃ স্বপ্নঃ ক্রমেণ বুদ্ধাস্তং আগরিতম্, বুদ্ধাস্তাচ্চ পুনঃ স্বপ্নাস্তমিত্যেবমনুক্রমসংস্কারেণ স্থানত্রয়স্ত ব্যতিরেকঃ সাধিতঃ । পূৰ্ব্বমণ্ড্য-পত্নস্তোহরমর্থঃ—“স্বপ্নো ভূত্বমং লোকমতিক্রামতি মৃত্যো রূপাণি” ইতি । তৎ বিস্তরেণ প্রতিপাদ্য কেবলং দৃষ্টান্তমাত্রমবশিষ্টং তদ্বক্ষ্যামীত্যারম্ভ্যতে ।—

আভাসভাষ্যানুবাদ :—এইরূপে ‘ন বৈ এব এতস্মিন্ সম্প্রসাদে’ ইত্যাদি তিনটি শ্রুতিদ্বারা এই বিষয় প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে, এই পুরুষ-পদবাচ্য আত্মা দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নপ্রকার, এবং অসঙ্গ ; অসঙ্গ বলিয়াই দেহেন্দ্রিয়াদি-নিপ্পাত্য কাম-কর্ম হইতেও বিলক্ষণ ; তন্মধ্যে আত্মার অসঙ্গত্বদ্বন্দ্বটি প্রমাণ করা যায় কিসে ? [তদন্তরে বলিতেছেন,] যে হেতু আগরণ হইতে স্বপ্ন, স্বপ্ন হইতে সম্প্রসাদ (সুবুপ্তি), সম্প্রসাদ হইতে পুনর্বার স্বপ্ন, স্বপ্ন হইতে বুদ্ধাস্ত (আগরণ), এবং আগরণ হইতে আবার অপর স্বপ্ন, এইরূপে ক্রমিক সংচরণ প্রদর্শন দ্বারা স্থানত্রয় হইতে আত্মার ব্যতিরেক বা অসঙ্গত্ব প্রমাণ করা হইয়াছে । তৎপূর্বেও এই বিষয়েরই উল্লেখ রহিয়াছে ; যথা ‘স্বপ্নাবস্থা লাভ করিয়া মৃত্যুস্বরূপ ইহলোক অতিক্রম করে’ ইত্যাদি । সেখানেই ইহা বিস্তারিত-রূপে প্রতিপাদন করা হইয়াছে ; কেবল তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত মাত্র প্রদর্শন করিতে বাকি রহিয়াছে ; এখন তাহাই বলিতে হইবে ; এই অত্র পরবর্তী শ্রুতি আরও হইতেছে—

তদ্ যথা মহামৎস্ত উভে কূলে অনুসংস্করতি পূর্বক-পরক, এবমেবায়ং পুরুষ এতাবুভাবস্তাবনুসংস্করতি স্বপ্নাস্তক বুদ্ধাস্তক ॥ ২৭০ ॥ ১৮ ॥

সংস্কলার্থঃ :—[আত্মনঃ অসঙ্গত্বং দৃষ্টান্তবলেন সমর্থয়িতুমাহ—“তদ্ যথা” ইতি ।] তৎ (তত্র আত্মনঃ অসঙ্গত্ববিষয়ে) [অয়ং দৃষ্টান্তঃ—] যথা মহামৎস্তঃ (মহান্ বলবন্তরঃ মৎস্তঃ) উভে কূলে (তীরে)—পূর্বং চ অপরং চ (কূলং) অনুসংস্করতি (ক্রমেণ পরিভ্রমতি), এবম্ এব (মহামৎস্তবদ্ এব) অয়ং পুরুষঃ এতৌ উভৌ অস্তৌ—[কো তৌ ?] স্বপ্নাস্তং (আগরণম্) চ, বুদ্ধাস্তং (স্বপ্নং) চ অনুসংস্করতি (ক্রমেণ গচ্ছতি ইত্যর্থঃ) ॥ ২৭০ ॥ ১৮ ॥

মূলানুবাদ :—কথিত বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই যে, যেমন বৃহৎ মৎস্ত নদীর পূর্ব ও পশ্চিম উভয় তীরে যথাক্রমে সংস্করণ (গমনাগমন)

করিয়া থাকে, ঠিক তেমনই এই পুরুষও স্বপ্নাস্ত (জাগ্রদবস্থা) ও বুদ্ধাস্ত (স্বপ্নাবস্থা,) এই উভয় অস্তে (অবস্থায়) যথাক্রমে সঞ্চরণ করিয়া থাকে ॥ ২৭০ ॥ ১৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ।—তৎ তত্র এতন্নিন্ যথাপ্রদর্শিতে অর্থে দৃষ্টান্তোহয়-
মুপাদায়তে,—যথা লোকে মহামৎস্তঃ—মহামৎস্তানৌ মৎস্তচ্চ নাহেরেন শ্রোতলা
অহার্য্য ইত্যর্থঃ, শ্রোতচ্চ বিষ্টন্ত্যতি স্বচ্ছন্দচারী, উভে কূলে নদ্যাঃ পূর্ব্বোপসং
অনুক্রমেণ সঞ্চরতি ; সঞ্চরয়পি কূলদ্বয়ং তন্মধ্যবর্ত্তিনোদকশ্রোতোবেগেন ন
পরবশীক্রিয়তে ; এবমেবারং পুরুষ এতাবৃত্তৌ অস্তৌ অনুসঞ্চরতি ; কো তৌ ?—
স্বপ্নাস্তঞ্চ বুদ্ধাস্তং চ । দৃষ্টান্তপ্রদর্শনফলং তু মৃত্যুরূপঃ কার্য্যকরণসজ্জাতঃ সহ
তৎপ্রযোজকাত্যাং কাম-কর্ম্মভ্যাম্ অনাত্মধর্ম্মঃ, অরুণাত্মা তন্মাদ্বিলক্ষণঃ—ইতি
বিস্তরতো ব্যাখ্যাতম্ ॥ ২৭০ ॥ ১৮ ॥

টীকা । কঠিকাভ্যয়েণ সিদ্ধমর্থমনুবদতি—এবমিতি । আত্মনঃ স্থানত্রয়সংস্কারাদসিদ্ধোহ-
সঙ্গত্বহেতুরিতি শব্দে,—তত্রোতি । প্রতিজ্ঞাহেত্বোহেতুনির্দ্ধারণং সপ্তম্যর্থঃ । সপ্রযোজকান্দেহ-
দ্বয়ান্বিলক্ষণ্যং তু দূরনিরন্তরমিত্যেবশকার্য্যঃ । এবং চোদিত্তে হেতুসমর্থনার্থঃ মহামৎস্তবাক্যমিতি
সঙ্গতিমভিপ্রেত্যা সংগত্যন্তরমাহ—পূর্ব্বমপীতি । যথাপ্রদর্শিতোহর্থোহসঙ্গত্বং কার্য্যকরণ-
বিনির্মুক্তত্বং চ । অহার্য্যত্বমপ্রকল্প্যাত্মম্ । স্বচ্ছন্দচারিত্বং প্রকটয়তি—সঞ্চরয়পি । কিং
পুনর্দৃষ্টান্তেন দাষ্টে'স্তিকে লভ্যতে, তদাহ—দৃষ্টান্তেতি ॥ ২৭০ ॥ ১৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—এখানে যে বিষয়ের উপদেশ করা হইল, তদ্বিষয়ে এই
একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে,—অগতে মহামৎস্ত—বৃহৎ মৎস্ত অর্থাৎ যে মৎস্ত
নদীর শ্রোতোবেগে চালিত হয় না, বরং নিজে শ্রোতোবেগকে সহিত করিতে
সমর্থ, এমন স্বচ্ছন্দগতিশীল মৎস্ত যেরূপ নদীর উভয় কূলে—পূর্ব্ব ও পশ্চিম তীরে
ক্রমশঃ গমনাগমন করে ; উভয় তীরে সঞ্চরণ করিলেও যেমন নদীগর্ভস্থ শ্রোতো-
বেগের বশীভূত হয় না, ঠিক এইরূপ উক্ত পুরুষও এই উভয় অস্তে যথাক্রমে সঞ্চরণ
করিয়া থাকে । সেই দুইটি অস্ত কি কি ? না, স্বপ্নাস্ত ও বুদ্ধাস্ত অর্থাৎ স্বপ্ন ও
জাগরণাবস্থা । উক্ত দৃষ্টান্তপ্রদর্শনের ফল এই যে, পূর্ব্বোক্ত দেহেন্দ্রিয়-সংঘাতরূপ
মৃত্যু এবং দেহেন্দ্রিয়াদির প্রবর্ত্তক কাম ও কর্ম্ম, এ সমস্তই অনাত্মধর্ম্ম—আত্মার
ধর্ম্ম নহে ; এই আত্মা দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নপ্রকার । পূর্ব্বোক্ত ইহা
বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে ॥ ২৭০ ॥ ১৮ ॥

আত্মাসভাষ্যম্ ।—অত্র চ স্থানত্রয়ানুসংস্কারেণ স্বয়ংজ্যোতিষ আত্মনঃ
কার্য্যকরণসজ্জাতব্যতিরিক্তস্ত কামকর্ম্মভ্যাং বিবিজ্ঞতা উক্তা ; স্বতো নারং

সংসারধর্মবান্, উপাধিনিমিত্তমেবাস্তু সংসারিত্বমবিজ্ঞাধ্যারোপিতমিত্যেব সমুদায়ার্থ উক্তঃ । তত্র চ জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তস্থানানাং ত্রয়াণাং বিশ্রকীর্ণরূপ উক্তঃ, ন পুঞ্জীকৃতৈকত্র দর্শিতঃ—যস্মাৎ জাগরিতে সঙ্গঃ সমৃদ্ধাঃ সকার্য্যকরণসজ্জাত উপলক্ষ্যতেহবিজ্ঞয়া; স্বপ্নে তু কামসংযুক্তো মৃত্যুরূপবিনির্মুক্ত উপলভ্যতে; সুষুপ্তে পুনর্বুদ্ধাস্তমাগতো বুদ্ধাস্তাচ্চ সুষুপ্তে সম্প্রসন্নোহসঙ্গো ভবতীতি অসঙ্গতাপি দৃশ্যতে । একবাক্যতয়া তু উপসংহ্রিয়মাণং ফলং নিত্যমুক্তবুদ্ধত্বক্ৰমভাবতা অস্ত্র ন একত্র পুঞ্জীকৃত্য প্রদর্শিতেতি তৎপ্রদর্শনার কণ্ডিকা আরভ্যতে ।

সুষুপ্তে হেবংরূপতাস্তু বক্ষ্যমাণা—“তদ্বা অশ্রুতদতিচ্ছন্দা অপহতপাপ্যভয়ং রূপম্” ইতি । যস্মাদেবংরূপং বিলক্ষণং সুষুপ্তং প্রবিবিক্ষিতমিতি, তৎ কথমিত্যাহ—দৃষ্টান্তেনাস্তার্থস্ত প্রকটীভাবো ভবতীতি । তত্র দৃষ্টান্ত উপাদীয়তে,—

আভাসভাষ্য-টীকা । শ্রেনবাক্যমবতারয়িতুং বৃত্তং কীর্তয়তি—অত্র চেতি । পূর্বসন্দর্ভঃ সপ্তমার্থঃ । দেহদ্বয়েন সপ্রযোজকেন বস্ত্ততোহসম্বন্ধে ফলিতমাহ—সত ইতি । কথং তর্হি তত্র সংসারিত্বধারিত্যাশঙ্ক্যাহ—উপাধীতি । উপাধিকস্তাপি বস্ত্তত্বমাশঙ্ক্যাহ—অবিদ্যেতি । বৃত্তমনুচ্ছাত্তরগ্রন্থমবতারয়ন্ ভূমিকামাহ—তত্রোতি । স্থানদ্বয়সম্বন্ধিত্বেন বিশ্রকীর্ণং বিশ্লিষ্টং রূপমশ্রুতমিত্যাহ তথা । পুঞ্জীকৃত্য বিবক্ষিতং সর্বং বিশেষণমাদায়েতি যাবৎ । একত্রোতি বাক্যোক্তিঃ । তত্র হেতুং বদন্ জাগ্রৎকোন বিবক্ষিতাশ্রোক্তিরিত্যাহ—যস্মাদিতি । সঙ্গদ্বাদেদৃগ্গম্যমানরূপস্ত মিথ্যাৎ সূচয়তি—অবিদ্যয়েতি । স্বপ্নবাক্যে বিবক্ষিতাশ্রুতমিচ্ছমাশঙ্ক্যাহ—স্বপ্নে ইতি । তর্হি সুষুপ্তবাক্যে তৎসিদ্ধির্নেত্যাহ—সুষুপ্তে পুনরিতি । তত্রাপি বিজ্ঞানিশ্রোকে ন প্রতিভাতীতি ভাবঃ; এবং পাতনিকাং কৃত্বা শ্রেনবাক্যমাদত্তে—একবাক্যতয়েতি । পূর্ববাক্যানামিতি শেষঃ । কুত্র তর্হি যথোক্তমায়রূপং পুঞ্জীকৃত্য প্রদর্শ্যতে, তত্রাহ—সুষুপ্তে ইতি । তত্রাস্তরমিত্যবিচারাহিত্যমুচ্যতে । সা চ সুষুপ্তে স্বরূপেণ সত্যপি নাভিযুক্তা ভাতীতি দ্রষ্টব্যম্ । যস্মাৎ সুষুপ্তে যথোক্তমায়রূপং বক্ষ্যতে, তস্মাদিতি যাবৎ । এবংরূপমিত্যেতদেব প্রকটয়তি—বিলক্ষণমিতি । কার্য্যকরণবিনির্মুক্তং কামকর্ম্মাবিচারহিতমিত্যর্থঃ । স্থানদ্বয়ং হি ত্বা কথং সুষুপ্তং প্রবেষ্টুমিচ্ছতীতি পৃচ্ছতি—তৎ কথমিতি । যস্মাদৌ দ্বঃখানুভবাং তত্ত্বাগেন সুষুপ্তং প্রাপ্নোতীত্যাহ—আহেতি । অথোক্তরা শ্রুতিঃ স্থানান্তরপ্রাপ্তিমভিধত্তাং, তথাপি কিং দৃষ্টান্তবচনেনেত্যাশঙ্ক্যাহ—দৃষ্টান্তেনেতি । অস্তার্থস্ত সুষুপ্তিপ্রাপ্তিরূপশ্রুত্যেতৎ । স এবার্থস্তত্রোতি সপ্তমার্থঃ ।

আভাসভাষ্যানুবাদঃ—পূর্ব শ্রুতিতে, জাগ্রৎ স্বপ্নপ্রভৃতি অবস্থা-
ত্রয়ে আত্মার গমনাগমন প্রদর্শন দ্বারা প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে, অবস্থাত্রয়েই
আত্মা স্বয়ংজ্যোতিঃস্বরূপ এবং দেহেন্দ্রিয়সমষ্টি হইতে স্বতন্ত্র ও কাম-কর্ম্ম দ্বারা
অসংস্পৃষ্ট । আত্মার সংসার-ধর্ম্মটী স্বাভাবিক নহে, উপাধিক; উপাধি-সম্বন্ধই
তাহার সংসার-গমনের কারণ; অবিজ্ঞাই তাহার উপাধি; অবিজ্ঞা দ্বারাই

তাহাতে সংসার-ধর্ম আরোপিত হয় ; এই সমুদয় বিষয় অভিহিত হইয়াছে । বিশেষতঃ জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, এই স্থানত্রয়ের পৃথক্ পৃথক্ উল্লেখপূর্ব্বক আত্মার স্বরূপও পৃথক্ পৃথক্ ভাগে উক্ত হইয়াছে ; কিন্তু এক স্থানে একত্রিত করিয়া প্রদর্শিত হয় নাই ; কেন না, জাগ্রদবস্থায় অবিজ্ঞাপ্রভাবেই আত্মার সঙ্গ, মৃত্যু ও দেহেন্দ্রিয়সমষ্টির সহিত সম্বন্ধ সত্য বলিয়াই যেন প্রতীতি হয় ; সুষুপ্তি অবস্থায় আবার সঙ্গরহিত সম্যক্ প্রসন্নতাও দৃষ্ট হয় ; এই জন্য তাহার অসঙ্গত্বও দেখা যায় ; কিন্তু ঐ সমস্ত বাক্যের একবাক্যতা বা একই অর্থে তাৎপর্য্যাবধারণের সঙ্কলিত ফলস্বরূপ যে, নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ ও মুক্তস্বভাব, তাহা একত্র সঙ্কলন করিয়া প্রদর্শন করা হয় নাই ; তৎপ্রদর্শনের অভিপ্রায়েই এই কণ্ডিকা (শ্রুতি) আরম্ভ হইতেছে ।

ইহাই যে, আত্মার স্বাভাবিক রূপ, তাহা—‘ইহাই তাহার অপহতপাপ, ও অভয় অচিন্ত্য স্বরূপ’ ইত্যাদি বাক্যে প্রতিপাদিত হইবে । আত্মা যে, এতাবধি বৈলক্ষণ্যপূর্ণ সুষুপ্তিকালীন রূপে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করে, তাহা কিরূপে সম্ভবপর হয়, দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা পরিষ্কৃত হইতে পারে ; এই জন্য, তৎপ্রদর্শনার্থ দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে—

তদ্ যথাস্মিন্নাকাশে শ্চেনো বা সুপর্ণো বা বিপরিপত্য
শ্রান্তঃ সংহত্য পক্ষৌ সংলয়াইব ধ্রিয়তে, এবমেবায়ং পুরুষ-
এতস্মা অন্তায় ধাবতি, যত্র সুপ্তো ন কঞ্চন কামং কাময়তে,
ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি ॥ ২৭১ ॥ ১৯ ॥

সম্বলার্থঃ ।—তৎ (তত্র—যথোক্তে অর্থে) [অয়ং দৃষ্টান্তঃ প্রদর্শ্যতে—]
যথা শ্চেনঃ (পক্ষিবিশেষঃ) বা, সুপর্ণঃ (যঃ কশ্চিৎ পক্ষী) বা, অস্মিন্ (ভৌতিকে)
আকাশে বিপরিপত্য (বিহত্য) শ্রান্তঃ (শ্রমযুক্তঃ সন্) পক্ষৌ সংহত্য (পক্ষ-বিস্তারং
কৃত্বা) সংলয়ায় (সংলীয়তে অস্মিন্ ইতি সংলয়ঃ—আশ্রয়নীড়ং, তস্মৈ) ধ্রিয়তে
(স্বয়মেব ধার্য্যতে) ; এবম্ এব (শ্চেনাদিবদ্ এব) অয়ং পুরুষঃ এতস্মৈ অন্তায়
(সুষুপ্তিস্থানায়) ধাবতি ; যত্র (যস্মিন্ অস্তে) সুপ্তঃ সন্ কঞ্চন (কমপি)
কামং ন কাময়তে (প্রার্থয়তে), কঞ্চন স্বপ্নং ন পশ্যতি । [জীবঃ জাগ্রৎ-
স্বপ্নয়োঃ যথাকামং বিহত্য শ্রান্তঃ সন্, তচ্ছ্রমাপনোদনায় সুষুপ্তিস্থানং প্রাবিশতীতি
ভাবঃ] ॥২৭১॥১৯॥

মূলানুবাদ ১—[পূর্বোক্ত বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই যে,] শ্বেন কিংবা সাধারণ পক্ষী যেমন আকাশমণ্ডলে পরিভ্রমণ করত পরিশ্রান্ত হইয়া পক্ষদ্বয় প্রসারিত করত স্বীয় আশ্রয়-নীড়াভিমুখে গমনে প্রবৃত্ত হয়, ঠিক তেমনি এই পুরুষও এই অস্ত্রে (সুষুপ্তিস্থানে) প্রবেশের জন্য ধাবিত হয়,—যেখানে [গমন করিয়া] কোন ভোগ্য বিষয় কামনা করে না, এবং কোনরূপ স্বপ্নও দর্শন করে না ॥ ২৭১ ॥ ১৯ ॥

শাকবভাষ্যম্ ১—তৎ যথা—অগ্নিরাকাশে ভৌতিকে, শ্বেনো বা, সুপর্ণো বা, সুপর্ণপদেন ক্ষিপ্ৰঃ শ্বেন উচ্যতে, যথা আকাশেহগ্নিন্ বিহত্য বিপরিপত্য শ্রান্তঃ নানাপরিপতনলক্ষণেন কৰ্ম্মণা পরিধিন্নঃ, সংহত্য পক্ষৌ লক্ষ্যময্য সম্প্রসার্য পক্ষৌ, সম্যক্ লীয়তেহগ্নিম্নিহিতি সংলয়ঃ নীড়ঃ, নীড়ায়ৈব গ্নিরতে স্বাত্মনৈব ধার্যতে স্বয়মেব । যথা অয়ং দৃষ্টান্তঃ, এবমেব অয়ং পুরুষঃ এতন্মা এতন্মৈ অস্তায় ধাবতি । অস্তলক্ষবাচ্যস্ত বিশেষণং—যত্র যগ্নিন্নস্তে সুপ্তঃ ন কঞ্চন ন কঞ্চিদপি কামং কাময়তে ; তথা ন কঞ্চন স্বপ্নং পশুতি ।

‘ন কঞ্চন কামম্’ ইতি স্বপ্নবুদ্ধান্তরোরবিশেষণে সৰ্ব্বঃ কামঃ প্রতিষিধ্যতে, ‘কঞ্চন’ ইত্যবিশেষিতাতিধানাৎ ; তথা ‘ন কঞ্চন স্বপ্নম্’ ইতি ।—জাগরিতেহপি যদর্শনম্, তদপি স্বপ্নং যত্রতে শ্রুতিঃ ; অত আহ—ন কঞ্চন স্বপ্নং পশুতীতি । তথা চ শ্রুত্যন্তরম্—“তস্ত ত্রয় আবলথাস্ত্রয়ঃ স্বপ্নাঃ” ইতি । যথা দৃষ্টান্তে পক্ষিণঃ পরিপতনজ-প্রমাপনুত্তরে স্বনীড়োপসর্পণম্, এবং জাগ্রৎস্বপ্নয়োঃ কার্যকরনসংযোগজ-ক্রিয়াকলৈঃ সংযুজ্যমানস্ত, পক্ষিণঃ পরিপতনজ ইব প্রমো ভবতি ; তচ্ছ্রমাপনুত্তরে স্বাত্মনো নীড়মায়তনং সৰ্ব্বসংসারধর্ম্মবিলক্ষণং সৰ্ব্বক্রিয়াকারকফলানামশূন্যং স্বমাত্মানং প্রবিশতি ॥২৭১॥১৯॥

টীকা । পরমাত্মাকাশং ব্যাবর্তয়িতুং ভৌতিকবিশেষণম্ । মহাকাশো মনবেগঃ শ্বেনঃ, সুপর্ণস্ত বেগবানন্নবিগ্রহ ইতি ভেদঃ । ধারণে সৌকর্য্যং বক্তুং স্বয়মেবেত্যুক্তম্, স্বপ্নজাগরিতরোরবসানমন্তমজাতং ব্রহ্ম । তথা ন কঞ্চন স্বপ্নমিতি স্বপ্নজাগরিতরোরবিশেষণে সৰ্ব্বং দর্শনং নিষিধ্যত ইতি শেষঃ । স্বপ্নবিশেষণাৎ স্বপ্নদর্শননিষেধেহপি কুতো জাগ্রদর্শনং নিষিধ্যতে, তদ্রাহ—জাগরিতেহপীতি । কথময়মভিপ্রায়ঃ শ্রুতেরবগত ইত্যাপেক্য বিশেষণসামর্থ্যাদিত্যাহ—অত আহেতি । জাগরিতস্তাপি স্বপ্নে শ্রুত্যন্তরং সম্বাদয়তি—তথা চেতি । দৃষ্টান্তদাষ্টান্তিকর্য্যোর্বিবক্ষিতমংশং দর্শয়তি—যথেষ্টাদিনা । সংযুজ্যমানস্ত কেত্রজ্ঞেতি শেষঃ । সৰ্ব্বসংসার-ধর্ম্মবিলক্ষণমিতি বিশেষণং ব্যাচষ্টে—সৰ্কেতি ॥২৭১॥১৯॥

ভাষ্যানুবাদ :—[পূর্বোক্ত বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই—] যেমন এই আকাশ-
মণ্ডলে শ্বেন কিংবা সুপর্ণ,—সুপর্ণ শব্দে দ্রুতগামী শ্বেনপক্ষী বুঝায় (১),
তাহারা যেমন এই আকাশে বিহার করিয়া—ইত্যন্ততঃ পরিলম্বণ করত পরিশ্রান্ত
হইয়া—নানাভাবে উড্ডয়ন করিয়া কাতর হয়, এবং কাতর হইয়া, পক্ষদ্বয়
প্রসারিত করত—যেখানে সম্যকরূপে (সর্বদা) অবস্থিতি করে, সেই নিজ
নিবাসনীড়ের উদ্দেশে নিজেই নিজকে ধারণ করে অর্থাৎ নিজ নীড়াভিমুখে
যাইতে প্রস্তুত হয় । দৃষ্টান্তটি যেরূপ, ঠিক সেইরূপই এই পুরুষ সেই (পূর্বোক্ত)
অন্তে (সুসুপ্তির দিকে) ধাবিত হয় । ‘অন্ত’ শব্দে স্বীহাকে বুঝাইয়াছে, তাহাই
বিশেষ করিয়া বলিতেছেন—যে অন্তে (সুসুপ্তি অবস্থায়) সুপ্ত হইয়া, জীব
কোনও বিষয়ে কামনাও করে না, এবং কোন প্রকার স্বপ্নও দেখে না ।

কোন প্রকার কাম্য বিষয় কামনা করে না, এ কথায় সাধারণতঃ স্বপ্ন ও
জাগরণ উভয় অবস্থাগত কামনাই নিষিদ্ধ হইতেছে ; কারণ, শ্রুতিতে ‘কংচন’
বলিয়া সাধারণভাবে উল্লেখ রহিয়াছে । এইরূপ ‘ন কংচন স্বপ্নঃ’ এই বাক্য
হইতে বুঝা যাইতেছে যে, জাগ্রৎকালেও যে, বিষয়দর্শন, শ্রুতি তাহাও স্বপ্ন
বলিয়াই মনে করেন ; এই অভিপ্রায়েই শ্রুতি বলিয়াছেন যে, ‘কোনপ্রকার স্বপ্নই
দেখে না’ । ইহার অনুকূলে অন্য শ্রুতিও রহিয়াছে—‘তাহার (জীবের) তিনটি
বাসস্থান (অবস্থা), এবং তিনপ্রকার স্বপ্ন’ ইতি । দৃষ্টান্তস্থলে যেমন পক্ষীর
ইত্যন্ততঃ পরিলম্বণজনিত শ্রমাপনোদনের নিমিত্ত নিজ নীড়াভিমুখে গমন হয়,
তেমনি জীবেরও দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত সংযোগজনিত নানাবিধ ক্রিয়াফলের
সহিত সম্বন্ধবশতঃ পক্ষীর মতই পরিশ্রম হইয়া থাকে, সেই পরিশ্রম নিবৃত্তির
নিমিত্ত আপনার আশ্রয়স্থান সর্বপ্রকার সংসারসম্বন্ধশূন্য এবং সর্বপ্রকার ক্রিয়া
কারক ও ফলসম্বৃত ক্লেশসম্বন্ধরহিত স্বীয় আত্মায় [স্বরূপাবস্থায়] প্রবেশ
করে ॥২৭১॥১২॥

আত্মাসভাশ্রম :—যদি অস্তায়ং স্বভাবঃ—সর্বসংসারধর্মশূন্যতা, পরো-
পাধিনিমিত্তকাস্ত্র সংসারধর্মিত্বম্ ; যন্নিমিত্তকাস্ত্র পরোপাধিকৃতং সংসারধর্মিত্বং,
স চাভিষ্ঠা ; তস্তা অবিষ্ঠায়াঃ কিং স্বাভাবিকত্বম্ ? আহোনিং কামকর্মাদিবদা-
গন্তকত্বম্ ? যদি চাগন্তকত্বং, ততো বিমোক্ষ উপপত্ততে ; তস্তাচাগন্তকত্বে কা

(১) তাৎপর্য—আনন্দগিরি শ্বেন ও সুপর্ণ শব্দের এইরূপ অর্থভেদ বলিয়াছেন যে,
বৃহৎকায় অথচ দ্রুতগামী পক্ষীর নাম শ্বেন, আর ক্ষুদ্রকায় দ্রুতগামী পক্ষীর নাম—সুপর্ণ ।

উপপত্তিঃ, কথং বা নাত্মধর্মোহবিদ্যেতি—সর্বানর্থবীজভূতায়। অবিদ্যায়ঃ
সতত্বাবধারণার্থং পরা কণ্ডিকা আরভ্যতে—

আত্মাসভাশ্রু-টীকা। শ্রেনবাক্যেনাব্যনঃ সৌবৃণ্ডঃ রূপমুক্তমিদানীং নাড়ীখণ্ডস্ত সন্থকং বক্তুং
চোদয়তি—যত্নশ্চেতি । পরঃ সন্নুপাধিবুদ্ধাদিঃ । অসঙ্গততঃ স্বতো বুদ্ধাদিসন্থকাসত্ত্ববমুপেত্যাহ
—যন্নিমিত্তং চেতি । সিদ্ধান্তাভিপ্রায়মন্ড পূর্ববাদী বিকল্পয়তি—তস্তা ইতি । আগন্তুকত্ব-
মস্বাভাবিকত্বম্ । আন্তে মোক্ষানুপপত্তিঃ বিবক্ষিতাহ—যদি চেতি । অস্ত তর্হি ত্রিতীয়ঃ,
মোক্ষোপপত্তোরিত্যাশঙ্ক্যাহ—তস্তাশ্চেতি । মা ভূদবিদ্যাস্বভাবস্তুকর্মস্ত শ্রাদ্ধকর্মাস্তরাভাবাদি-
ত্যাহ—কথং বেতি । ততোত্তরশ্চেন্নোত্তরগ্রন্থমুখাপয়তি—সর্বানর্থোতি ।

আত্মাসভাশ্রানুবাদ :—এই পুরুষের যদি এইরূপই স্বভাব হয় যে,
কোন প্রকার সংসারধর্মের সহিত তাহার সন্থক নাই, এবং তাহার যে, সংসারধর্মের
সহিত সন্থক, অপরাপর উপাধি-সন্থকই তাহার কারণ হয় । তাহার দরুণ তাহার
পরোপাধিকৃত সংসারধর্ম উপস্থিত হয়, সেই মূল কারণটি হইতেছে অবিদ্যা । এখন
জিজ্ঞাস্ত এই যে, সেই অবিদ্যা কি ইহার স্বাভাবিক ধর্ম ? অথবা কাম-কর্ম প্রভৃতির
শ্রায় আগন্তুক ? (অস্বাভাবিক ?) । যদি আগন্তুক হয়, তাহা হইলেই পুরুষের
বিমুক্তি সম্ভবপর হয় ; কিন্তু সেই অবিদ্যা যে আগন্তুক, তাহার যুক্তি কি ? পক্ষান্তরে
উহা আত্মার স্বাভাবিক ধর্মই বা না হয় কেন ? এই আশঙ্কায় সর্বপ্রকার অনর্থের
বীজভূতা অবিদ্যার যথার্থ স্বরূপ নিরূপণার্থ পরবর্তী শ্রুতি আরম্ভ হইতেছে ।—

তা বা অশ্রুতাহিতা নাম নাড্যো যথা কেশঃ সহস্রধা
ভিন্নস্তাবতানিমা তিষ্ঠন্তি ; শুক্লশ্চ নীলশ্চ পিঙ্গলশ্চ হরিতশ্চ
লোহিতশ্চ পূর্ণাঃ । অথ যত্রৈনং ব্রহ্মীব জিনন্তীব হস্তীব
বিচ্ছায়য়তি গর্তমিব পততি । যদেব জাগ্রদুয়ং পশ্যতি,
তদব্রাবিচ্যয়া মন্যতেহথ যত্র দেব ইব রাজেবাহমেবেদং
সর্বোহস্মীতি মন্যতে, সোহশ্চ পরমো লোকঃ ॥ ২৭২ ॥ ২০

সম্বলার্থঃ :—অশ্রু (হস্তমন্তকাদিসম্পন্নপুরুষশ্চ) তাঃ (লোকপ্রসিদ্ধাঃ) এতাঃ
হিতাঃ নাম (হিতা-নামা প্রসিদ্ধাঃ) নাডাঃ—কেশঃ সহস্রধা (সহস্রভাগেন
ভিন্নঃ সন্) যথা (যাবৎপরিমাণঃ—অতি সূক্ষ্মঃ ভবতি), [তথা] শুক্লশ্চ, নীলশ্চ,
পিঙ্গলশ্চ, হরিতশ্চ, লোহিতশ্চ পূর্ণাঃ (তত্ত্বর্ণ-রসলক্ষণিতাঃ) তিষ্ঠন্তি (বর্তন্তে) ।
[স্বপ্নসময়ে চ বাসনাবিশিষ্টং সূক্ষ্মম্ শরীরং তত্র বর্ততে] । (অথ এবঞ্চ সতি)
যত্র (স্বপ্নসময়ে) এনং (স্বপ্নদর্শিনং) ব্রহ্ম ইব, জিনন্তি ইব (বলীকূর্কন্তি ইব)

[শত্রবঃ], [তংখা] হস্তী বিচ্ছায়য়তি বিদ্রাবয়তি ইব, [স্বয়ং চ] গৰ্ভং (জীর্ণকূপাদিকং) পততি ইব [ইতি মন্ততে । কিং বহনা,] যৎ এব জাগ্রদভয়ং (জাগ্রিতাবস্থায়্যাং যদেব ভয়ানকং কিঞ্চিৎ) পশ্যতি, অত্র অবিদ্যা তৎ [প্রত্যক্ষমিব] মন্ততে,—অথ যত্র দেব ইব, রাজা ইব, অহম্ এব ইদং (চৈতন্ত্যং), [তস্মাৎ] সৰ্বঃ (সৰ্বাত্মকঃ) অস্মি ইতি মন্ততে, সঃ (সৰ্বাত্ম্যভাবঃ) অশ্রু (আত্মনঃ) পরমঃ (প্রকৃতঃ) লোকঃ (দর্শনম্) ॥২৭২॥২০॥

মূলানুবান ১—এই পুরুষের হিতা নামে প্রসিদ্ধ এই সমস্ত নাড়ী আছে। একটি কেশকে সহস্রভাগে বিভক্ত করিলে যেরূপ সূক্ষ্ম হয়, উহাদের পরিমাণও সেইরূপই সূক্ষ্ম ; উহারা শুক্ল, পীত, নীল, পিঙ্গল ও হরিতবর্ণনিশিষ্ট রসযুক্ত । এইরূপে যে অবস্থায় (স্বপ্নাবস্থায়) [শত্রুগণ] ইহাকে যেন হতই করিতেছে, যেন বশীভূতই করিতেছে, হস্তীই যেন তাড়া করিতেছে ; অথবা নিজের যেন গর্ভে পড়িতেছে । ফল কথা, জাগ্রৎসময়ে যে সমুদয় ভয়ঙ্কর রূপ দর্শন করে, অজ্ঞানজনিত ভ্রান্তি বশতঃ তখন সে সমুদয়কে বর্তমান বলিয়াই যেন অভিমান করিয়া থাকে । এইরূপ, যে সময়ে, আমি যেন দেবতা, যেন রাজা, অধিক কি, চিন্ময় আমিই সর্বাত্মক, এইরূপ মনে করে ; (বুঝিতে হইবে,) তাহাই (সেই সর্বাত্ম্যভাবই) এই স্বপ্নদর্শী আত্মার যথার্থ স্বরূপ ॥ ২৭২ ॥ ২০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ১—তাঃ বৈ, অশ্রু শিরঃপাণ্যাদিলক্ষণশ্চ পুরুষশ্চ এতাঃ হিতা নাম নাড্যাঃ, যথা কেশঃ সহস্রধা ভিন্নঃ, তাবতা তাদৃশপরিমাণেনাগ্নিরা অণু-
য়েন তিষ্ঠন্তি ; তাস্চ শুক্লশ্চ রসশ্চ নীলশ্চ পিঙ্গলশ্চ হরিতশ্চ লোহিতশ্চ পূর্ণাঃ, এতৈঃ শুক্লাদিভী রসবিশেষৈঃ পূর্ণা ইত্যর্থঃ । এতে চ রসানাং বর্ণবিশেষাঃ বাত-
পিত্তশ্লেষ্মণামিতরেতরসংযোগ-বৈবৰ্য্যবিশেষাদ্বিচিত্রা বহবশ্চ ভবন্তি । ১

টীকা । তানাং পরমহুস্মৎ দৃষ্টান্তেন দর্শয়তি—যথেন্তি । কথমন্নরসশ্চ বর্ণবিশেষপ্রাপ্তি-
রিত্যাশঙ্ক্যাহ—বাতেতি । ভুক্তশ্রাবশ্চ পরিণামবিশেষো বাতবাহুল্যে নীলো ভবতি, পিত্তাধিক্যে
পিঙ্গলো জায়তে, শ্লেষ্মাতিশয়ে শুক্লো ভবতি, পিত্তাশ্রমে হরিতঃ, সাম্যে চ ধাতুনাং লোহিতঃ,
ইতি তেষাং ত্রিধঃ সংযোগবৈবৰ্য্যাৎ তৎসাম্যাক্ত বিচিত্রা বহবশ্চান্নরসা ভবন্তি, তদ্ব্যাপ্তানাং
নাড়ীনামপি তাদৃশো বর্ণো জায়তে ।

“অরুণাঃ শিরা বাতবহা নীলাঃ পিত্তবহাঃ শিরাঃ ।

অম্লগ্‌বহাশ্চ রোহিণ্যো গোষ্ঠ্যঃ শ্লেষ্মবহাঃ শিরাঃ ॥”

ইতি সৌত্রতে দর্শনাদিত্যর্থঃ । ১

তান্ধু এবংবিধান্ধু নাড়ীষু বালাগ্রসহস্রভেদপরিমাণান্ধু শুক্রাদিরসপূর্ণান্ধু সকল দেহব্যাপিনীষু সপ্তদশকং লিঙ্গং বর্ততে ; তদাশ্রিতাঃ সৰ্ব্বা বাসনা উচ্চাষচসংসার ধৰ্ম্মানুভবজনিতাঃ ; তৎ লিঙ্গং বাসনাশ্রয়ং সূক্ষ্মত্বাৎ স্বচ্ছং স্ফটিকমণিকল্পং নাড়ী-গতরসোপাধি-সংসর্গবশাৎ ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম-প্রেরিতোদ্ভূতবৃত্তিবিশেষং জীৱথ-হস্ত্যাঢ্যাকার-বিশেষৈঃ বাসনাদিভিঃ প্রত্যবভাসতে । অথৈবং সতি, যত্র যস্মিন্ কালে কেচন শত্রবঃ অগ্রে বা তস্করা মামাগত্য ঘৃস্তীতি মূৰ্ধৈব বাসনানিমিত্তঃ প্রত্যয়োহ-বিজ্ঞাথ্যো জায়তে, তদেতচ্ছ্যতে—এনং স্বপ্নদৃশং ঘৃস্তীবেতি । তথা জিনস্তীব বশং কুৰ্ব্বস্তীব ; ন কেচন ঘৃস্তি, নাপি বশীকুৰ্ব্বন্তি, কেবলং তু অবিজ্ঞাবাসনোদ্ভব-নিমিত্তং ভ্রান্তিমাাত্রম্ ; তথা হস্তীবৈনং বিচ্ছাদয়তি বিচ্ছাদয়তি বিজ্রাবয়তি ধাবয়-তীবৈত্যর্থঃ ; গৰ্ভমিব পততি—গৰ্ভং জীৰ্ণকূপাদিকমিব পতন্তুমাঙ্গানমুপলক্ষয়তি ; তাদৃশী হস্ত মৃবা বাসনা উদ্ভবতি অত্যন্তনিকৃষ্টা অধৰ্ম্মোদ্ভাসিতাস্তঃ-করণবৃত্ত্যাশ্রয়া, দুঃখরূপত্বাৎ । কিং বহুনা, যদেব জাগ্রে ভয়ং পশ্যতি—হস্ত্যাঙ্গিলক্ষণম্, তদেব ভয়রূপম্ অত্রাস্মিন্ স্বপ্নে বিনৈব হস্ত্যাঙ্গিরূপং ভয়ম্ অবিজ্ঞাবাসনয়া মূৰ্ধৈবোদ্ভূতয়া মগ্নতে । ২

নাড়ীধরূপং নিরূপা তত্র জাগরিতে লিঙ্গশরীরবৃত্তিমগ্ন দর্শয়তি—তাস্মিতি । এবংবিধা-বিত্যন্তেব বিবরণং সূক্ষ্মাধিত্যাং । পঞ্চ ভূতানি দণ্ডেল্লিঙ্গানি প্রাণোহস্তঃকরণমিতি সপ্তদশকম্ । জাগরিতে লিঙ্গশরীরস্ত স্থিতিমুক্তা স্বাপ্নীং তৎস্থিতিমাহ—তল্লিঙ্গমিতি । বিবক্ষিতাং স্বপ্ন-স্থিতিমুক্তা শ্রুতাকরানি যোজয়তি—অথেন্ত্যাংনিনা । স্বপ্নে ধৰ্ম্মাদিনিমিত্তবশান্ মিথ্যৈব লিঙ্গং নানাকারমবভাসতে, তৎ মিথ্যাজ্ঞানং লিঙ্গানুগতমূলাবিজ্ঞাকার্যত্বাৎ অবিচ্ছেতি স্থিতে সতীত্যর্থশকার্থমাহ—এবং সতীতি । তস্মিন্ কালে স্বপ্নদর্শনং বিজ্ঞেয়মিতি শেষঃ । ইব-শকার্থমাহ—নেত্যাংনিনা । উক্তোদাহরণেন সমুচ্চিত্যোদাহরণাস্তরমাহ—তথেন্তি । গৰ্ভাদি-পতনপ্রতীতৌ হেতুমাহ—তাদৃশী হীতি । তাদৃশত্বং বিশদয়তি—অত্যন্তেন্তি । যথোদ্ভবাসনা-প্রভবত্বং কথং গৰ্ভপতনাদেবগতমিত্যাশঙ্ক্যাহ—দুঃখেন্তি । ২

অথ পুনর্যত্রাবিজ্ঞা অপকৃষ্যমাণা, বিজ্ঞা চোৎকৃষ্যমাণা—কিংবিষয়া কিংলক্ষণা চেতুচ্যতে—অথ পুনর্যত্র যস্মিন্ কালে দেব ইব স্বয়ং ভবতি, দেবতাবিষয়া বিজ্ঞা যদোদ্ভূতা জাগরিতকালে, তদা উদ্ভূতয়া বাসনয়া দেবমিবাঙ্গানং মগ্নতে, স্বপ্নে-হপি তচ্ছ্যতে—দেব ইব, রাজেব রাজ্যস্থোহভিষিক্তঃ, স্বপ্নেহপি রাজ্যাহমিতি মগ্নতে রাজ্যবাসনাবাসিতঃ । এবমত্যন্তপ্রক্ষীয়মাণা অবিজ্ঞা, উদ্ভূতা চ বিজ্ঞা সৰ্ব্বাঅবিষয়া যদা, তদা স্বপ্নেহপি তদ্বাবভাবিতঃ অহমেবেদং সৰ্ব্বমস্মীতি মগ্নতে । স যঃ সৰ্ব্বাঅভাবঃ, লোহস্তাঙ্গানঃ পরমো লোকঃ পরম আঅভাবঃ স্বাভাবিকঃ । যত্ সৰ্ব্বাঅভাবাদৰ্ব্বাক্ বালাগ্রমাত্রমপ্যন্তেন দৃশ্যতে—নাহমস্মীতি, তদবস্থা

অবিজ্ঞা; তয়া অবিজ্ঞয়া যে প্রতাপস্থাপিতা অনাত্মভাবা লোকাঃ, তে অপরমাঃ
স্থাবরাস্তাঃ; তান্ সংব্যবহারবিষয়ান্ লোকান্ অপেক্ষ্য অয়ং সৰ্ব্বাত্মভাবঃ সমস্তো-
হনন্তরোহবাহঃ, সোহস্ত পরমো লোকঃ । ৩

যদেবেত্যাदिश्रुतेरर्थमाह—किं वहनेति । ভয়মিত্যস্ত ভয়রূপমিতি ব্যাখ্যানম্ । ভয়ং
রূপাতে যেন তৎকারণং তথা । হস্তাদি নাস্তি চেৎ, কথং স্বপ্নে ভাতীত্যাহ—অবিজ্ঞেতি ।
অথ যত্র দেব ইবেত্যাदेष्टांपर्यामाह—अथेति । তত্র তত্তাঃ ফলমুচ্যত ইতি শেষঃ ।
তাৎপর্যোক্ত্যা অথ শকার্থমুক্ত্য বিজ্ঞয়া বিষয়স্বরূপে প্রাপ্তপূর্বকং বদন্ যদেত্যাदेरर्थमाह—किं-
विषयेति । ইবশব্দপ্রয়োগাৎ স্বপ্ন এবোক্ত ইতি শব্দাঃ বারয়তি—দেবতেতি । বিজ্ঞেত্বা-
পান্তিরুক্ত্য । অভিষিক্তো রাজ্যস্থো জাগ্রদবস্থায়ামিতি শেষঃ । অহমেবেদমিত্যাद्यवतारयति—
एवमिति । যথা বিজ্ঞায়ামপকৃষ্যমাণায়াং কার্যামুক্তং, তদ্বদিত্যর্থঃ । যদেতি জাগরিতোক্তিঃ ।
ইদং চৈতন্যমহমেব চিন্মাত্রং, ন তু মনতিরেকেশাস্তি, তস্মাদহং সৰ্ব্বঃ পূৰ্ণোহস্মীতি জানাতীত্যর্থঃ ।
সৰ্ব্বাত্মভাবস্ত পরমত্বমুপপাদয়তি—यद्वित्यादिना । তত্র তেনাকারেণাবিজ্ঞাবস্থিতেতাহ—
तदवस्थेति । তত্তাঃ কার্যমাহ—तथेति । সমস্তত্বং পূৰ্ণত্বম্ । অনন্তরত্বমেকরসত্বম্ ।
अवहन्तम् अत्राहन्तम् । যোহয়ং যথোক্তো লোকঃ, সোহস্তাত্মনো লোকান্ পূৰ্ব্বোক্তানপেক্ষ্য
परम इति सव्यक्तः । ৩

তস্মাদপকৃষ্যমাণায়ামবিজ্ঞায়াং বিজ্ঞায়াঞ্চ কাষ্ঠাং গত্যাং সৰ্ব্বাত্মভাবো মোক্ষঃ ;
যথা স্বয়ংজ্যোতিষ্ট্বং স্বপ্নে প্রত্যক্ষত উপলভ্যতে, তদ্বৎ বিজ্ঞাফলম্ উপলভ্যত-
ইত্যর্থঃ । তথা অবিজ্ঞায়ামপ্যুৎকৃষ্যমাণায়াং তিরোধীয়মানায়াঞ্চ বিজ্ঞায়ামবিজ্ঞায়াঃ
ফলং প্রত্যক্ষত এব উপলভ্যতে—“अथ यत्रैनं प्रतीव जिनस्तीव” ইতি । তে এতে
বিজ্ঞাবিজ্ঞাকার্যো—সৰ্ব্বাত্মভাবঃ পরিচ্ছিন্নাত্মভাবশ্চ ; বিজ্ঞয়া তদ্বয়া সৰ্ব্বাত্মা
ভবতি, অবিজ্ঞয়া চাসৰ্ব্বো ভবতি, অনন্ততঃ কুতশ্চিৎ প্রবিভক্তো ভবতি, যতঃ
প্রবিভক্তো ভবতি, তেন বিরুদ্ধ্যতে ; বিরুদ্ধত্বাৎ হন্ততে জীয়েতে বিচ্ছাঙতে চ ;
অসৰ্ব্ববিষয়ত্বে চ ভিন্নত্বাদেতদ্ ভবতি, সমস্তস্ত সন্ কুতো ভিঙতে, যেন বিরুদ্ধ্যত ;
বিরোধাত্মভাবাৎ কেন হন্ততে, জীয়েতে, বিচ্ছাঙতে চ । ৪

বাক্যার্থমুপসংহরতি—तस्मादिति । মোক্ষো বিজ্ঞাফলমিত্যন্তরত্র सव्यक्तः । তস্ত প্রত্যক্ষত্বং
দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি—यथेति । বিজ্ঞাফলবদবিজ্ঞাফলমপি স্বপ্নে প্রত্যক্ষমিত্যুক্তমনুবদতি—
तथेति । বিজ্ঞাফলমবিজ্ঞাফলং চেতুস্তমুপসংহরতি—ते एते इति । উক্তং ফলত্বং
বিভজ্যতে—विभजेति । অসৰ্ব্বো ভবতীত্যন্তং একটয়তি—अनन्त इति । প্রবিভাগফল-
মাহ—यत इति । বিরোধফলং কথয়তি—विरुद्धत्वादिति । অবিজ্ঞাকার্য্যং নিগময়তি—
असर्वेति । অবিজ্ঞায়াশ্চেৎ পরিচ্ছিন্নফলত্বং, তদা তস্ত ভিন্নত্বাদেব যথোক্তং বিরোধাদি
द्वर्त्तारमित्यर्थः । বিজ্ঞাফলং নিগময়তি—समस्तवृत्तिः । ৪

অত ইদমবিজ্ঞায়াঃ সত্যত্বমুক্তং ভবতি—सर्वान्मानं सन्तमसर्वान्मेन ग्राहयति

আত্মনোহন্তরমন্তরমবিদ্যমানং প্রত্যুপস্থাপয়তি, আত্মানমসৰ্ব্বমাপাধয়তি; তত-
স্তদ্বিষয়ঃ কামো ভবতি; যতো ভিত্তিতে কামতঃ, ক্রিয়ামুপাদত্তে, ততঃ ফলম্—
তদেতদ্বক্তৃম্, বক্ষ্যমাণং চ “যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি, তদ্বিতর ইতরং
পশুতি” ইত্যাদি। ইদমবিজ্ঞায়াঃ সতত্বং সহ কার্যেণ প্রদর্শিতম্; বিজ্ঞায়াশ্চ
কার্যং সৰ্ব্বাভাবঃ প্রদর্শিতঃ—অবিজ্ঞায়া বিপর্যয়েণ। সা চাবিজ্ঞা ন
আত্মনঃ স্বাভাবিকো ধর্মঃ—যস্মাৎ বিজ্ঞায়াম্ উৎকৃষ্টমাণায়াম্ স্বয়মপচীয়-
মানা সতী কাষ্ঠাৎ গতায়ান্ বিজ্ঞায়াং পরিনিষ্ঠিতে সৰ্ব্বাভাবে সৰ্ব্বাভাবা
নিবর্ততে—রজ্জ্বামিব সর্পজ্ঞানং রজ্জ্বনিষ্ঠয়ে। তচ্ছোক্তম্—“যত্র ত্বস্ত সৰ্ব্বমাত্মৈ-
বাভূতং কেন কং পশ্যেৎ” ইত্যাদি। তস্মান্নাস্বধর্মোহবিজ্ঞা; ন হি স্বাভাবিক-
স্তোচ্ছিত্তিঃ কদাচিদপ্যুপপত্ততে সবিতুরিবোক্ষ্যপ্রকাশয়োঃ। তস্মাস্তস্ত মোক্ষ-
উপপত্ততে ॥২৭২॥২০॥

. নহবিজ্ঞায়াঃ সতত্বং নিরূপয়িতুমারম্ভং, ন চ তদকাপি দর্শিতং, তথা চ কিং কৃতং স্তাদত
আহ—অত ইতি। কাব্যবশাদিত্তি যাবৎ। ইদংশকার্থমেব স্মৃটয়তি—সৰ্ব্বাভাবমিতি।
গ্রাহকত্বমেব ব্যনক্তি—আত্মন ইতি। বস্তুস্তরোপস্থিতিফলমাহ—তত ইতি। কামশ্চ কার্য-
মাহ—যত ইতি। ক্রিয়াতঃ ফলং লভতে, তদ্বোগকালে চ রাগাদিনা ক্রিয়ামাদধাতীত্যবিচ্ছিন্নঃ
সংসারস্তদ্যাবন্ন সমাগ্ জ্ঞানং, তাবৎ মিথ্যাজ্ঞাননিদানমবিজ্ঞা দুর্স্বারেত্যাহ—তত ইতি।
ভেদদর্শননিদানমবিদ্যেত্যবিজ্ঞাহেত্রে বৃত্তমিত্যাহ—তদেতদিত্তি। তত্রৈব বাক্যশেষমনুবুলয়তি—
বক্ষ্যমাণং চেতি। অবিজ্ঞানস্বভাবো ন বেতি বিচারে কিং নির্ণীতং ভবতীত্যাহ—বৃত্তং
কীর্তয়তি—ইদমিতি। অবিজ্ঞায়াঃ পরিচ্ছিন্নফলত্বমস্তু, ততো বৈপরীত্যেন বিজ্ঞায়াঃ কাব্যমুক্তং,
স চ সৰ্ব্বাভাবো দর্শিত ইতি ইতি যোজনা। সম্প্রতি নির্ণীতমর্থং দর্শয়তি—সা চেতি।
জ্ঞানে সত্যবিজ্ঞানিবৃত্তিরিত্যত্র বাক্যশেষঃ প্রমাণয়তি—তচ্ছেতি। অবিজ্ঞা নাভ্যনঃ স্বভাবো
নিবর্ত্যত্বাদ্ রজ্জ্বসর্পবদিত্যাহ—তস্মাদিত্তি। নিবর্ত্যত্বেন্ধ্যাত্মস্বভাবত্বে কা হানিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—
ন হীতি। অবিজ্ঞায়াঃ স্বাভাবিকত্বাভাবে কলিতমাহ—তস্মাদিত্তি ॥২৭২॥২০॥

ভাষ্যানুবাদ ১—‘তা বৈ’ ইত্যাদি। হস্তমস্তকাদিসম্পন্ন এই পুরুষের
‘হিতা’ নামে প্রসিদ্ধ এই সমস্ত নাড়ী আছে। সহস্রভাগে বিভক্ত কেশ যে
পরিমাণ সূক্ষ্ম, উহারাও ঠিক সেই পরিমাণেই অণু বা সূক্ষ্ম; সেগুলি আবার শুক্ল,
নীল, পিঙ্গল, হরিত ও লোহিতবর্ণ রসে পরিপূর্ণ অর্থাৎ শুক্লাদি বিশেষ বিশেষ
রসে পরিপূর্ণ। রসগত এই সমস্ত বিভাগও আবার বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মার পরস্পর
সংযোগবৈচিত্র্যানিবন্ধন বিচিত্র ও বহুপ্রকার হইয়া থাকে। ১

এবংবিধ—কেশাগ্রের সহস্রভাগের সমপরিমাণ সূক্ষ্ম ও শুক্লাদি রসপূর্ণ দেহ-
ব্যাপী উক্ত নাড়ীসমূহের অভ্যন্তরে সপ্তদশ অবয়বসম্পন্ন লিঙ্গশরীর অবস্থান

করে (১) ; উক্তমাধম সংসারধর্মের অনুভূতি-প্রসূত বতপ্রকার বাসনা বা সংস্কার আছে, সে সমুদয় বাসনা উক্ত লিঙ্গশরীর আশ্রয় করিয়া থাকে । বাসনারাশির আশ্রয়ভূত উক্ত লিঙ্গশরীরও আবার সূক্ষ্মতা নিবন্ধন ক্ষটিক মণির ত্রায় নির্মল ; কিন্তু আশ্রয়ভূত নাড়ী-নিহিত রসরূপ উপাধির সম্বন্ধবশতঃ ধর্ম ও অধর্মের প্রেরণায় তাহাতে বিভিন্নাকার বৃত্তি প্রকাশ পাইয়া থাকে ; তন্নিবন্ধন সেই লিঙ্গশরীরই জ্ঞী, রথ, হস্তী প্রভৃতি নানাপ্রকার বাসনাযোগে প্রতিভাত হইয়া থাকে । এইপ্রকার অবস্থায়, যে সময় কোন শত্রুদল কিংবা তদ্বরগণ আসিয়া আমাকে মারিতেছে—পূর্বসংস্কারানুসারে কেবল অবিজ্ঞাতক এইরূপ যে, মিথ্যা প্রতীতি হইয়া থাকে, এখন তাহাই কথিত হইতেছে—এই স্বপ্নদর্শীকে যেন বধই করিতেছে, এবং বশীভূতই করিতেছে ; প্রকৃতপক্ষে কিন্তু কেহই বধ করিতেছে না, কিংবা বশীভূতও করিতেছে না ; পরন্তু অবিজ্ঞা সংস্কার অভিব্যক্ত হওয়ায় ঐরূপ ভ্রান্তি জন্মে মাত্র । এইরূপ, হস্তাই যেন ইহাকে বিদ্রাবিত করিতেছে ; এবং আপনাকে যেন গর্তে—জীর্ণ কূপ প্রভৃতিতে পতনোন্মুখ বলিয়া মনে করিতেছে ; কেন না, সে সময়ে তাহার অত্যন্ত নিকৃষ্ট ঐরূপ মিথ্যা বাসনাই প্রাচুর্য্ভূত হইয়া থাকে ; ঐরূপ বাসনা অতিশয় চঃখকর ; ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, ঐ সমস্ত বাসনার আশ্রয়ভূত অন্তঃকরণ তখন অধর্ম দ্বারা অভিভূত থাকে । অধিক কি, আগরন দশায় হস্তিপ্রভৃতি যে কিছু ভয়ানক বস্তু দর্শন করিয়া থাকে, এই স্বপ্নসময়ে সেই সমুদয় ভয়ানক প্রাণী বিদ্যমান না থাকিলেও, প্রাচুর্য্ভূত অবিজ্ঞা বাসনাবলে কেবলই মিথ্যাত্মক সেই সমুদয় ভরাবহ প্রাণীর দর্শন করিতে থাকে । ২

আবার যে সময়ে অবিজ্ঞা দুর্বল হয়, আর বিজ্ঞা বা তত্ত্বজ্ঞান প্রবল হয়,—সেই বিজ্ঞার বিষয় ও স্বরূপ কিরূপ, তাহা বলিতেছেন—যে সময়ে, নিজে যেন দেবতাই হয়, [অভিপ্রায় এই যে,] জাগ্রদবস্থায় যখন দেবতাবিষয়ক বিজ্ঞা উদ্ভূত হয়, তখন সেই প্রাচুর্য্ভূত বাসনা প্রভাবে স্বপ্নেও আপনাকে যেন দেবতা বলিয়াই মনে করে ; সেই কথাই বলা হইতেছে,—যেন দেবতাই ; যেন রাজাই, রাজা

(১) তাৎপর্য—লিঙ্গশরীরের সপ্তদশ অবয়ব এইরূপ—

“পঞ্চপ্রাণমনোবুদ্ধিদংশেন্দ্রিয়সমন্বিতম্ ।

শরীরং সপ্তদশাভিঃ সূক্ষ্মং তৎ লিঙ্গমুচ্যতে ॥” (পঞ্চদশী)

অর্থাৎ প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান, এই পঞ্চ প্রাণ, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি, এই সপ্তদশ অবয়বে নির্মিত ‘সূক্ষ্ম শরীরের’ নাম লিঙ্গশরীর । সূক্ষ্ম দেহের অভ্যন্তরে এই সূক্ষ্ম শরীর থাকে ; ইহাই আত্মার আশ্রয় ও ভোগসাধন ।

অর্থ রাজ্যে স্থিত অর্থাৎ রাজ্যে অভিযুক্ত; আগ্রহবশত রাজ-ভাবে ভাবিত থাকায় স্বপ্নেও সে ‘আমি রাজা’ এইরূপ মনে করিয়া থাকে । এইরূপ যে সময় অবিজ্ঞা অত্যন্ত ক্ষীণমাণ হয়, আর সর্কাত্মবিষয়ক বিজ্ঞা প্রাচুর্যভূত হয়, সে সময় তদগত-চিত্ত থাকায় স্বপ্নদর্শী মনে করে যে, ‘আমিই সর্কাত্মক’ । সেই যে, সর্কাত্মভাব, তাহাই আত্মার পরম লোক অর্থাৎ স্বাভাবিক আত্মভাব; এই সর্কাত্মভাব লাভের পূর্বে যে, অতি স্বল্পমাত্রাও ভেদদর্শন—‘আমি ব্রহ্ম নহে’ ইত্যাকার জ্ঞান, সেই অবস্থাই অবিজ্ঞা; সেই অবিজ্ঞার প্রভাবে যে সমস্ত অনাত্মভাবময় লোক উপস্থাপিত হয়, ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্য্যন্ত সে সমুদয় লোকই (দৃশ্যই) অ-পরম বা অস্বাভাবিক । লোকব্যবহারসিদ্ধ সে সমুদয় লোককে অপেক্ষা করিয়া এই যথোক্ত সর্কাত্মভাবই পূর্ণ ও বাহ্যাস্তরভাবরহিত, এবং তাহাই আত্মার পরম স্বভাবসিদ্ধ লোক (অবস্থা) । ৩

অতএব অবিজ্ঞা যে সময় হীনবল হয়, এবং বিজ্ঞা উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়, সে সময় বিজ্ঞাফল—সর্কাত্মভাবরূপ মোক্ষ নিশ্চয়ই তাহার, স্বপ্নদশায় স্বয়ংজ্যোতির্ভাব প্রত্যক্ষের দ্বারা প্রত্যক্ষতঃ উপলক্ষিগোচর হইতে থাকে, আর বিজ্ঞা অস্তহিত হইতে থাকে, সে সময় অবিজ্ঞার ফলও প্রত্যক্ষতঃ উপলক্ষিগোচর হইতে থাকে; যেমন—‘ইহাকে যেন বধই করিতেছে, যেন ইহাকে বশীভূতই করিতেছে’ ইত্যাদি । এই সর্কাত্মভাব আর পরিচ্ছিন্নাত্মভাব, এ দুইটী হইতেছে—বিজ্ঞা ও অবিজ্ঞার দুই প্রকার কার্য্য; তন্মধ্যে বিজ্ঞা-প্রভাবে হয়—সর্কাত্মা, আর অবিজ্ঞা-প্রভাবে হয়—অসর্কাত্মা অর্থাৎ অপর যে কোন পদার্থ হইতেই পৃথগ্ভূত হয় । যে পদার্থ হইতে বিভক্ত বা পৃথগ্ভূত হয়, তাহার সহিত বিরুদ্ধভাবাপন্ন হয়; বিরুদ্ধ বলিয়াই অপরের দ্বারা হত হয়, বশীকৃত হয় এবং বিজ্ঞাবিত হয় । যে সময় অসর্কাত্মভাব হয়, সে সময়ে ভিন্নত্ব নিবন্ধনই ঐ সমস্ত ঘটিয়া থাকে; কিন্তু যখন সর্কাত্মভাবাপন্ন হয়, তখন কোন পদার্থ হইতেই ভিন্নত্ব থাকে না, যাহার সহিত তাহার বিরোধ ঘটিতে পারে; বিরোধ না থাকিলে কে বধ করিবে, কে বশীভূত করিবে, কে-ই বা বিজ্ঞাবিত করিবে?

ইহা হইতে অবিজ্ঞার প্রকৃত তত্ত্ব এইরূপ বলা হইতেছে যে, অবিজ্ঞা সর্কাত্মক আত্মাকেও অসর্কাত্মকরূপে বুঝাইয়া দেয়, আত্মাতিরিক্ত কোন বস্তু বিদ্যমান না থাকিলেও সন্মুখে উপস্থাপিত করে, এবং আত্মাকে অসর্কাত্মভাবে ভাবিত করে; তাহার পর সেই বিষয়ে কামনা উপস্থিত করে; কামনাতে অপর পদার্থ হইতে আপনার ভিন্নতা উপলক্ষি করে; কামনার পর ক্রিয়া করিতে থাকে; ক্রিয়া

হইতে ফলভোগ হয়, ইহাই এখানে বলা হইল, এবং পরেও বলা হইবে—‘যখন বৈতের গ্রাম হয়, তখনই অপরে অপরকে দর্শন করিয়া থাকে’ ইত্যাদি । অবিচার এইপ্রকার প্রকৃত তত্ত্ব ও তাহার কার্য প্রদর্শিত হইল, এবং তাহারই বিপরীতভাবে বিচার কার্য সৰ্ব্বাশ্ৰয়াবও বর্ণিত হইল । অবিজ্ঞান প্রাপ্ত হইলে এবং বিচার চরমোৎকর্ষ সহযোগে সৰ্ব্বাশ্ৰয়াব সুব্যবস্থিত হইলে, ব্রহ্মসূৰ্প স্থলে ব্রহ্মজ্ঞানে যেমন সূৰ্প নিবৃত্ত হইয়া যায়, তেমনি অবিজ্ঞানও আপনা হইতেই নিবৃত্ত হইয়া থাকে ; [কিন্তু অবিজ্ঞান আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম হইলে, কখনই তাহা নিবৃত্ত হইত না] । এ কথা অন্ততঃও কথিত হইয়াছে—‘যে সময় ইহার (ব্রহ্মসূৰ্প) সমস্ত অঙ্গ আত্মস্বরূপই হইয়া যায়, সে সময় কিসের দ্বারা কাহাকে দর্শন করিবে’ ইত্যাদি । অতএব অবিজ্ঞান কখনই আত্মার ধর্ম হইতে পারে না ; কেন না, বস্তুগণের স্বভাবের কখনও উচ্ছেদ হইতে পারে না ; যেমন সূর্য্যের উজ্জ্বলতা ও প্রকাশ ধর্ম সূর্য্যের সমকালস্থায়ী, ইহাও তেমনি ; এই কারণেই সেই অবিজ্ঞান হইতে আত্মার মোক্ষ উপপন্ন হয় ॥২৭২॥২০॥

তদ্বা অশ্রৈতদতিচ্ছন্দা অপহতপাপ্‌মাত্মরূপম্ । তদ্বথা প্রিয়য়া স্ত্রিয়া সম্পরিষক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরম্, এবমেবায়ং পুরুষঃ প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরম্ । তদ্বা অশ্রৈতদাপ্তকামমাত্মকামমকামরূপম্ শোকান্তরম্ ॥ ২৭৩ ॥ ২১ ॥

সম্বলার্থঃ ১—[অতঃপরং সুসুপ্তাবস্থানঃ ক্রিয়াকারকাদি-সম্বন্ধশূন্যং সৰ্ব্বাশ্ৰ-
য়াবং প্রদর্শয়িতুম্প্রকৃত্যতে ‘তদ্বৈ’ ইত্যাদিনা ।] অশ্র (প্রকৃতশ্র আত্মনঃ) তৎ
(প্রসিদ্ধং) এতৎ (বক্ষ্যমাণং) অতিচ্ছন্দাঃ (অতিচ্ছন্দং কামাতীতং) অপহত-
পাপম্, অভয়ং রূপম্ । [কিং তৎ ? ইত্যাহ—] তৎ (অভিমতং রূপং)
যথা (যদ্বৎ) প্রিয়য়া (প্রীতিভাজা) স্ত্রিয়া সম্পরিষক্তঃ (আলিঙ্গিতঃ পুরুষঃ)
বাহ্যং কিঞ্চন (কিমপি) ন বেদ (ন জানাতি), তথা আন্তরং (দেহান্তর্গতমপি
কিঞ্চন) ন [বেদ] ; এবম্‌এব অয়ং পুরুষঃ (আত্মা) প্রাজ্ঞেন (পরমা-
ত্মনা) সম্পরিষক্তঃ বাহ্যং কিঞ্চন ন বেদ, আন্তরং [চ ন বেদ] । অশ্র
(আত্মনঃ) তৎ এতৎ (যথোক্তপ্রকারং রূপম্) আপ্তকামং (স্বব্যতিরিক্তকাম্য-
ভাবাৎ পূর্ণকামমিত্যর্থঃ), আত্মকামং (আত্মনি এব—নতত্ত্বতঃ বস্তুনি কামঃ
যস্মিন্‌ রূপে, তৎ তথা), [অত এব বস্তুতঃ] অকামং (কাম্যবিষয়াভা-

বাৎ কামনাশূন্য), শোকাস্তরং (শোকচ্ছিন্নং—শোকরহিতমিতি ভাবঃ) রূপম্ (স্বরূপম্) ॥২৭৩॥২১॥

মূলানুবাদঃ—এই আত্মার ইহাই (সৌষুপ্ত রূপই) অতিচ্ছন্দা অর্থাৎ সর্বপ্রকার কামনাশূন্য, নিষ্পাপ এবং ভয়বিরহিত রূপ। প্রিয়তমা স্ত্রীর সহিত সর্বতোভাবে আলিঙ্গিত হইয়া, পুরুষ যেমন বাহু বা আভ্যন্তর কোন বিষয় জানিতে পারে না, [তন্ময় হইয়া যায়], ঠিক সেইরূপই এই পুরুষও প্রাক্ত পরমাত্মার সহিত সংমিলিত হইয়া বাহু বা আভ্যন্তর কোন বিষয় জানিতে পারে না। ইহাই এই পুরুষের সেই প্রসিদ্ধ আপ্তকাম (পূর্ণকাম), আত্মকাম অর্থাৎ আত্মাই তাহার একমাত্র কাম্য পদার্থ ; সুতরাং বাহু ও আভ্যন্তর বিষয়বিষয়ে চিন্তা না থাকায়, ইহাই শোকরহিত রূপ ॥ ২৭৩ ॥ ২১ ॥

শাক্তব্রহ্মণ্যম্—ইদানীং যোহসৌ সর্বাশ্রভাবো মোক্ষো বিদ্যাফলং ক্রিয়াকারকফলশূন্যম্, স প্রত্যক্ষতো নির্দিষ্টতে ; যত্রাবিষ্টাকামবর্ণ্যানি ন সন্তি, তদেতৎ প্রস্তুতম্ ; যত্র সূপ্তো ন কঞ্চন কামং কাময়তে, ন কঞ্চন স্বপ্নং পশুতীতি । তদেতদ্বা অশ্রু রূপম্, যঃ সর্বাশ্রভাবঃ ; সোহশ্রু পরমো লোক ইত্যুক্তঃ । তদতিচ্ছন্দা অতিচ্ছন্দমিত্যর্থঃ, রূপপরত্বাৎ ; ছন্দঃ কামঃ, অতিগতঃ ছন্দো বস্মাৎ রূপাৎ তদতিচ্ছন্দং রূপম্ । অশ্রোহসৌ সাত্ত্বঃ ছন্দঃশব্দঃ গায়ত্র্যাদিচ্ছন্দোবাচী ; অয়ন্তু কামবচনঃ ; অতঃ স্বরাস্ত এব ; তথাপি অতিচ্ছন্দা ইতি পাঠঃ স্বাধ্যায়ধর্মো দ্রষ্টব্যঃ ; অস্তি চ লোকে কামবচনপ্রযুক্তশ্ছন্দঃশব্দঃ—স্বচ্ছন্দঃ পরচ্ছন্দ ইত্যাদৌ, অতোহতিচ্ছন্দমিত্যেবমুপনয়নং কামবর্জিতমেতদ্রূপমিত্যশ্মিন্নর্থো । ১

টীকা । তদ্বা অষ্টৈতদিত্যনন্তরবাক্যতাৎপর্যমাহ—ইদানীমিতি । বিদ্যাবিদ্যায়োস্তৎ-ফলয়োশ্চ প্রদর্শনানন্তরমিতি যাবৎ । মোক্ষমেব বিশিনষ্টি—যত্রোতি । পদদ্বয়স্তাবয়ং দর্শয়ন্ বিবক্ষিতমর্থমাহ—তদেতদিতি । যত্রোত্যন্তশব্দিতং ব্রহ্মোচ্যতে । ব্যাখ্যাতং পদদ্বয়মনুষ্ঠ বৈশকশ্চ প্রসিদ্ধার্থং মহানো রূপশব্দেন যষ্ঠাঃ সম্বন্ধং দর্শয়তি—তদিত্তি । অতিচ্ছন্দমিতি প্রয়োগে হেতুমাহ—রূপপরত্বাদিত্তি । কথমতিচ্ছন্দমিত্যাবরূপং বিবক্ষ্যতে, তত্রাহ—ছন্দ ইতি । ছন্দঃশব্দস্ত গায়ত্র্যাদিচ্ছন্দোবিষয়স্ত কথং কামবিষয়ত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—অশ্রোহসাবিতি । গায়ত্র্যাদিবিষয়ত্বং ত্যক্ত্বা ছন্দঃ(ল)শব্দস্ত কামবিষয়ত্বমতঃশব্দার্থঃ । যচ্ছাত্ররূপং কামবর্জিতমিত্যেতদত্র বিবক্ষিতং, কিমিতি তর্হি দৈর্ঘ্যং প্রযুক্ত্যতে, তত্রাহ—তথাপিতি । স্বাধ্যায়ধর্মত্বং ছান্দসত্বম্ । বৃদ্ধব্যবহারমন্তরেণ কামবাচিত্বং ছন্দঃ(ল)শব্দস্ত কথমিত্যাশঙ্ক্যাহ—অস্তি চেতি । তস্মৈ কামবচনত্বে সতি সিদ্ধং তদ্রূপমনুষ্ঠ তস্তার্থমুপসংহরতি—অত ইতি । ১

তথা অপহতপাপ্মা, পাপ্মশব্দেন ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মাবুচ্যেতে, “পাপ্মভিঃ সংসৃজ্যতে, পাপ্মনো বিজহাতি ইত্যুক্ত্বাৎ; অপহতপাপ্মা ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মবৰ্জিতমিত্যেতৎ । কিঞ্চ, অভয়ং—ভয়ং হি নাম অবিজ্ঞাকার্য্যম্, “অবিজ্ঞা ভয়ং মন্ততে” ইতি হ্যুক্তম্; তৎকার্য্যদ্বারেণ কারণপ্রতিষেধোহয়ম্, অভয়ং রূপমিতি অবিজ্ঞাবৰ্জিতমিত্যেতৎ । যদেতদ্বিজ্ঞাফলং সৰ্ব্বাস্বভাবঃ, তদেতদ্ অতিচ্ছন্দাপহতপাপ্মাভয়ং রূপং—সৰ্ব্বসংসারধৰ্ম্মবৰ্জিতম্; অতোহভয়ং রূপমেতৎ । ইদঞ্চ পূৰ্ব্বমেবোপন্যস্তম্ অতীতানন্তরব্রাহ্মণসমাপ্তৌ, “অভয়ং বৈ জনক প্রাপ্তোহসি” ইत्याগমতঃ; ইহ তু ওৰ্কতঃ প্রপঞ্চিতম্, দর্শিতাগমার্থপ্রত্যয়দাঢ্যায় । ২

তথা কামবৰ্জিতত্ববদিত্যেতৎ । নহ্মগ্ৰাধৰ্ম্মবৰ্জিতত্বমেব প্রতীয়তে, ন ধৰ্ম্মবৰ্জিতত্বং, পাপ্মশব্দগ্ৰাধৰ্ম্মমাত্রবচনবাদত আহ—পাপ্ম-শব্দেনেতি । উপক্রমানুসারেণ পাপ্মশব্দস্তোভয়-বিষয়ত্বে বিশেষণমনুজ্জ বিবক্ষিতমর্থং কথয়তি—অপহতেতি । তর্হি কার্য্যমেবাবিজ্ঞায়া নিষিধ্যতে, নেত্যাহ—তৎকাব্যোতি । তস্মাদপার্থে তজ্জকঃ । বাক্যার্থগুপসংহরতি—যদেতদিতি । কূৰ্চব্রাহ্মণাভ্যেহপীকং রূপমুক্তমিত্যাহ—ইদং চেতি । আগমবশাৎ তত্রোক্তং চেৎ, কিমিত্যত্র পুনরুচ্যেতে, তদাহ—ইহ ত্বিতি । সবিশেষত্বং চেদাস্বত্বানুপপত্তিরিত্যাদিপ্তকঃ । আগমসিদ্ধে কিং তকৌপন্যাসেনেত্যাশঙ্ক্যাহ—দর্শিতেতি । ২

অয়মাত্মা স্বয়ং চৈতন্যজ্যোতিঃস্বভাবঃ সৰ্ব্বং স্বেন চৈতন্যজ্যোতিষাবভাসয়তি—স যৎ তত্র কিঞ্চিং পশুতি, রমতে, চরতি, জ্ঞানতি চেত্যুক্তম্; স্থিতকৈতৎ জ্ঞায়তঃ নিত্যং স্বরূপং চৈতন্যজ্যোতিষ্টেমাশ্রয়নঃ । স যদাত্মা অত্রাবিনষ্টচৈতন্য-স্বরূপঃ স্বেনৈব রূপেণ বর্ততে; কস্মাদয়ম্ অহমশ্রীত্যাশ্রয়নং বা বহির্বা ইমানি ভূতানীতি জ্ঞাত্বাশ্রয়গোচরিব ন জ্ঞানাতীতি ? অত্রোচ্যেতে, শৃণু—অত্রাজ্ঞানহেতুং; একত্বমেবাজ্ঞানহেতুঃ; তৎ কথামিতি উচ্যেতে—দৃষ্টান্তেন হি প্রত্যক্ষীভবতি বিবক্ষিতোহর্থ ইত্যাহ—তৎ তত্র যথা লোকে, প্রিয়য়া ইষ্টয়া জিহ্বা সম্পরিষক্তঃ সম্যক্ পরিষক্তঃ, কাময়ন্ত্যা কামুকঃ সন্, ন বাহ্যমাশ্রয়নঃ কিঞ্চন কিঞ্চিদপি বেদ—মন্তোহনুদ্বস্থিতি, ন চ আস্তরম্—অয়মহমস্মি শ্রুত্বী তুঃখী চেতি; অপরিষক্তস্ত তয়া প্রবিভক্তো জ্ঞানতি সৰ্ব্বমেব বাহ্যমাত্মান্তরঞ্চ; পরিষক্তোস্তরকালং তু একত্বা-পত্তেন জ্ঞানতি । ৩

শ্রীবাক্যন্ত সঙ্গতিং বক্তুং বৃত্তমনুবদতি—অয়মিতি । অনাগতবাক্যে চাত্মনশ্চৈতনত্বমুক্ত-মিত্যাহ—স বদতি । আশ্রয়নঃ সদা চৈতন্যজ্যোতিষ্টেঃ স্বরূপং ন কেবলমুক্তাদাগমাদেব সিদ্ধং, কিন্তু পূর্বোক্তানুমানাচ্চ হিতমিত্যাহ—হিতং চেতি । বৃত্তমনুজ্জ সঙ্কলং বক্তুকামশ্চোদয়তি—স যদীতি । অত্রোতি শ্রুত্বপ্তিকৃত্য । চৈতন্যস্বভাবগ্ৰেব শ্রুত্বপ্তে বিশেষজ্ঞানাত্মাং সাধয়তি—উচ্যত ইতি । শ্রুত্বপ্তিঃ সপ্তমার্থঃ । অজ্ঞানং বিশেষজ্ঞানাত্মাং । কোহসাবজ্ঞানহেতুস্তমাহ—

একত্বমিতি । জীবন্ত পরেণাত্মনা যদেকত্বং, তৎ কথং স্মৃণুতে বিশেষজ্ঞানাত্মাবে কারণং, তন্মিহ
সত্যপি চৈতন্যস্বভাবানিবৃত্তিরিতি শব্দতে—তৎ কথমিতি । তত্র জীবাক্যমুত্তরত্বেনোথাপন্নমিতি—
উচ্যত ইতি । তত্র দৃষ্টান্তভাগমাচষ্টে—দৃষ্টান্তেনেতি । একত্বকৃতো বিশেষজ্ঞানাত্মাবো
বিবক্ষিতোহর্থঃ পরিষদপ্রযুক্তস্থিতিনিবেশাদজ্ঞানং কিমিতি বধ্যতে, স্বাভাবিকমেব তৎ কিং
ন জ্ঞাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—অপরিষদস্থিতি । তর্হি পরিষদবতোহপি স্বভাববিপরিলোপসম্ভবাবিশেষ-
বিজ্ঞানং জ্ঞাদিত্যে চেন্নেত্যাহ—পরিষদেতি । জ্ঞীপুংসলক্ষণয়োর্ক্যামিশ্রং পরিষদস্তদুত্তরকালং
সম্ভোগফলপ্রাপ্তিরেকত্বাপত্তিস্তত্ত্বাংশেষজ্ঞানমিত্যর্থঃ । ৩

এবমেব—যথা দৃষ্টান্তঃ, অয়ং পুরুষঃ ক্ষেত্রজঃ ভূতমাত্রাসংসর্গতঃ সৈদ্ধবখিল্যবৎ
প্রবিভক্তঃ, জ্ঞানদৌ চক্ষাদি-প্রতিবিম্ববৎ কার্য্যকরণ ইহ প্রবিষ্টঃ, সোহয়ং পুরুষঃ,
প্রাজ্ঞেন পরমার্থেন স্বাভাবিকেন স্বেনাঅনা পরেণ জ্যোতিষা সম্পরিষদত্বঃ সম্যক্
পরিষদত্ব একীভূতঃ নিরন্তরঃ সর্বাঙ্গা, ন বাহ্যং কিঞ্চন বদন্তরম্, নাপি আন্তরম্
আত্মনি—অয়মহমস্মি স্মৃণু দুঃখী বেতি বেদ । ৪

দাষ্টান্তিকং ব্যাকরোতি—এবমেবেতি । ভূতমাত্রাঃ শরীরেন্দ্রিয়লক্ষণাস্তাভিশ্চিদাত্মন-
স্তাদাত্মাধ্যাসাৎ তৎ প্রতিবিম্বো ভাগন্ততো বিভক্তবদ্বাতীত্যত্র দৃষ্টান্তমাহ—সৈদ্ধবেতি । তত্ত্ব
দেহাদৌ প্রবেশং দৃষ্টান্তেন দর্শয়তি—জ্ঞানদাবিতি । উপসর্গবললক্ষমর্থং কথয়তি—একীভূত
ইতি । তাদাত্মাং ব্যাবর্তয়িতুং নিরন্তর ইত্যুক্তম্ । পরমাত্মভেদপ্রযুক্তমনবচ্ছিন্নত্বমাহ—
সর্বাঙ্গ্যেতি । এবং জীবাক্যাক্ষরাণি ব্যাখ্যায় চোদ্যপরিহারং একটয়তি—তত্রোতি । প্রত্যগাত্ম-
নীতি যাবৎ । ইহেতি স্মৃণুপ্তিরুচ্যতে । যথা পরিষদত্বয়োঃ জ্ঞীপুংসয়োরেকত্বং পুংসো বিশেষ-
বিজ্ঞানাত্মাবে কারণং, তথা পরেণাত্মনা স্মৃণুতে জীবন্তৈকত্বং বিশেষবিজ্ঞানাত্মাবে তত্ত্ব তত্র
কারণমুক্তমিত্যর্থঃ । ৪

তত্র চৈতন্যজ্যোতিঃস্বভাবত্বে কস্মাদিহ ন জ্ঞানাতীতি যদপ্রাক্কীঃ, তত্রায়ং হেতু-
র্ময়োক্তঃ—একত্বম্ ; যথা জ্ঞীপুংসয়োঃ সম্পরিষদত্বয়োঃ । তত্রার্থাৎ নানাত্বং বিশেষ-
বিজ্ঞানহেতুরিত্যুক্তং ভবতি । নানাত্বে চ কারণম্—আত্মনো বদন্তরস্ত প্রত্যুপ-
স্থাপিকা অবিণ্ণেত্যুক্তম্ । তত্র চ অবিণ্ণায় যদা প্রবিবিক্তো ভবতি, তদা সর্ব-
গৈকত্বমেবাস্ত ভবতি ; ততশ্চ জ্ঞান-জ্ঞেয়াদিকারকবিভাগে অসতি কুতো বিশেষ-
বিজ্ঞানপ্রাদুর্ভাবঃ কামো বা সম্ভবতি—স্বাভাবিকে স্বরূপস্থ আত্মজ্যোতিষি । ৫

জীবাক্যে শ্রোতমর্থমস্তিধার্মিকমর্থমাহ—তত্রোতি । কিং পুনর্নানাং কারণমিতি,
তদাহ—নানাত্বে চেতি । উক্তম্ “অথ যোহন্তাম্” ইত্যাদাবিত্যর্থঃ । কিমেতাবতা স্মৃণুতে
বিশেষবিজ্ঞানাত্মাবস্তারাতং, তদাহ—তত্রোতি । বিশেষবিজ্ঞানে নানাত্বং, তত্র চাবিণ্ণা
কারণমিতি স্থিতে সতীতি যাবৎ । যদা তদেতি স্মৃণুপ্তির্বিক্ততা । প্রবিবিক্তত্বং কার্য্য-
কারণাবিচ্যাবিরহিতত্বম্ । সর্বগে পূর্ণেন পরমাত্মনা সহৈত্যর্থঃ । বিজ্ঞানাত্মা যথোচ্যতে ।
একত্বকলমাহ—ততশ্চেতি । ৫

যস্মাদেবং সর্বৈকত্বমেবাস্তি রূপম্; অতস্তদেব অস্ত্যাত্মনঃ স্বয়ংজ্যোতিঃস্বভাবস্ত
এতদ্ রূপম্ আপ্তকামম্; যস্মাৎ সমস্তমেতৎ, তস্মাদাপ্তাঃ কামা অস্মিন্ রূপে,
তদিদমাপ্তকামং; যস্ত হি অস্ত্যত্বেন প্রবিভক্তঃ কামঃ, তদনাপ্তকামং ভবতি;
যথা আগরিভাবস্থায়ং দেবদত্তাদি রূপম্; ন ত্বিদং তথা কুতশ্চিৎ প্রবিভজ্যতে;
অতস্তদাপ্তকামং ভবতি । ৬

উক্তমুপজীব্যাপ্তকামবাক্যমবতারাং ব্যাচষ্টে—যস্মাদিতি । আপ্তকামত্বং সমর্থয়তে—যস্মাৎ
সমস্তমিতি । তদেব ব্যতিরেকমুপধেন(৭) বিশদয়তি—যস্ত হীত্যাদিনা । ৬

কিমন্ত্যাদ্বস্তুরাগ প্রবিভজ্যতে? আহোস্মিৎ আত্মৈব তদ্বস্তুরম্? অত
আহ—নাগ্ৰদ অস্ত্যাত্মনঃ । কথম্? যত আত্মকামম্, আত্মৈব কামা অস্মিন্ রূপে,
যেহত প্রবিভক্তা ইবাস্ত্যত্বেন কাম্যমানাঃ, যথা আগ্রংস্বপ্নয়োঃ তে অস্ত্যাত্মৈব;
অন্তত্বপ্রত্যুপস্থাপকহেতোরবিজ্ঞায়া অভাবাৎ আত্মকামম্; তত এবাকামম্
এতদ্রূপম্, কাম্যবিষয়াভাবাৎ; শোকাস্তুরং শোকচ্ছিন্নং শোকশূন্যমিত্যেতৎ,
শোকমধ্যমিতি বা, সর্বথাপ্যশোকমেতদ্রূপং শোকবজ্জিতমিত্যর্থঃ ॥২৭৩॥২১॥

বিশেষণাস্তুরমাকাজ্ঞাপূর্বকমানায় ব্যাচষ্টে—কিমন্ত্যাদিত্যাদিনা । স্তূপ্তপ্তুরন্ত্যাত্মনঃ
সকাশাদন্ত্যত্বেন প্রবিভক্তা ইব কাম্যমানাঃ, স্তূপ্তাবাত্মৈব কামাস্ত্যাদাত্মকামমাত্মরূপমিত্যেতৎ
দৃষ্টান্তেনাহ—যথেন্তি । অবস্থাস্থয়ে স্বাত্মনঃ সকাশাদন্ত্যত্বেন প্রবিভক্তা ইব কামাঃ, কাম্যস্ত-
ইতি কামাঃ । ন চৈবং স্তূপ্তাবস্থায়ামাত্মনস্তে ভিন্নস্তে, কিন্তু স্তূপ্তাবাত্মৈব কামাঃ, ইত্যাত্ম-
কামং তদ্রূপমিত্যর্থঃ । তন্ত্যাত্মৈবেত্যত্র হেতুমাহ—অন্ত্যত্বেন্তি । যদ্যপি স্তূপ্তেহবিজ্ঞা বিজ্ঞতে,
তথাপি ন সাভিব্যক্তাস্তীত্যনর্থপরিহারোপপত্তিরিত্যর্থঃ । কামানামাত্মাশ্রয়ত্বপক্ষং প্রতিক্ষেপ্তুং
তৃতীয়ং বিশেষণম্ । শোকমধ্যং শোকস্তাস্তুরং প্রত্যগ্ভূতমিতি যাবৎ । তর্হি শোকবজ্জং প্রাপ্তং,
নেত্যাহ—সর্বথেন্তি । পক্ষদ্বয়েহপি শোকশূন্যমাত্মরূপম্ । ন হি শোকো যেনাস্ত্যবাস্ত্য
শোকবজ্জং, শোকস্তাক্রাধীনসন্ত্যাক্ত্বেরাজ্ঞাত্বিরেকোভাবাদিত্যর্থঃ ॥২৭৩॥২১॥

ভাষ্যানুবাদ :—ইতঃ পূর্বে তত্ত্ববিচার ফলস্বরূপ—সর্বপ্রকার ক্রিয়া,
কারক ও ফলস্বরূপশূন্য এই যে, সর্বাত্মভাব মোক্ষের কথা বলা হইয়াছে, এখন
এমনভাবে তাহার প্রত্যক্ষ নির্দেশ করিতেছেন, যেখানে অবিজ্ঞা, কাম ও
কর্মের কোনই সম্পর্ক নাই । ‘তৎ এতৎ’ অর্থ—প্রস্তুত (পূর্বোক্ত)—‘যেখানে
সুপ্ত হইয়া কোন প্রকার কামনা করে না, কোন প্রকার স্বপ্ন দর্শন করে না’
ইত্যাদি । যে সর্বাত্মভাব রূপটি “সোহস্ত পরমো লোকঃ” বলিয়া পূর্বে উক্ত হই-
য়াছে, তাহাই ইহার রূপ । ঋতিতে যদিও ‘অতিচ্ছন্দাঃ’ শব্দ আছে সত্য,
তথাপি এখানে যখন উহা রূপের বিশেষণ, তখন উহাকে ‘অতিচ্ছন্দং’ [ক্লীব-
লিঙ্গ] বুঝিতে হইবে । ছন্দ অর্থ কামনা, যে রূপ হইতে ছন্দ চলিয়া গিয়াছে,

অর্থাৎ বাহ্যতে কোন প্রকার কামনা নাই, তাহা অতিচ্ছন্দ রূপ । গায়ত্রীপ্রভৃতি ছন্দোবোধক আরো একটি শকারাস্ত্র ‘ছন্দস্’ শব্দ আছে ; কামনাবাচক এই অকারাস্ত্র ‘ছন্দ’ শব্দটি নিশ্চয়ই তাহা হইতে স্বতন্ত্র ; তথাপি যে, ‘অতিচ্ছন্দা’ পাঠ করা হইয়াছে, ইহা বেদের ধর্ম, অর্থাৎ লৌকিক শব্দ হইতে কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম করাই যেন বেদের স্বভাব । লোকব্যবহারেও কামনা অর্থে ‘ছন্দ’ শব্দের প্রয়োগ রহিয়াছে ; যেমন—‘স্বচ্ছন্দ, পরচ্ছন্দ’ ইত্যাদি । অতএব কামনারহিত অর্থে—‘অতিচ্ছন্দা’ শব্দকে ‘অতিচ্ছন্দঃ’ রূপে অবশ্যই পরিবর্তিত করিতে হইবে । ১

সেইরূপ, ঐরূপটি অপহতপাপুমও বটে ; পাপুম-শব্দে ধর্মাদর্শ বুঝায় ; যেহেতু অগ্নিত্রয়, ‘পাপের সহিত সংসৃষ্ট হয়, সর্বপাপুম পরিত্যাগ করে’ এইরূপ উক্তি রহিয়াছে ; সেই হেতু এখানেও ‘অপহতপাপুম’ শব্দে ধর্মাদর্শবিসর্জিত অর্থ ই বুঝিতে হইবে । অপিচ, ঐ রূপটি অভয় ; অবিজ্ঞা হইতে ভয়ের উৎপত্তি হয় ; এই অগ্নি অগ্নিত্রয় উক্ত আছে যে, ‘অবিজ্ঞাবশতঃ মনে ভয় হইয়া থাকে’ ; অতএব বুঝিতে হইবে যে, অবিজ্ঞানিত ভয়ের নিষেধ দ্বারা, তৎকারণীভূত অবিজ্ঞারই নিষেধ করা হইয়াছে ; সুতরাং ‘অভয় রূপ’ অর্থ—অবিজ্ঞাবিসর্জিত রূপ । বিজ্ঞার ফলস্বরূপ এই যে সর্বাভাব, ইহাই অতিচ্ছন্দ অপহতপাপুম ও অভয় রূপ ; যেহেতু এই রূপটি সর্ববিধ সংসার-ধর্মবিসর্জিত, সেই হেতুই অভয় । ইতঃ পূর্বে অব্যবহিত পূর্ববর্তী ব্রাহ্মণের শেষে ‘হে জনক, তুমি অভয় প্রাপ্ত হইয়াছ’ এই আগম-বাক্যানুসারে পূর্কেই এই অভয় রূপটি প্রদর্শিত হইয়াছে ; এখানে আবার সেই আগমোক্ত অর্থ ই দৃঢ়তা-সম্পাদনের জন্য তর্কসহযোগে বর্ণিত হইল । ২

কথিত আত্মা নিজেই স্বভাবসিদ্ধ চৈতন্তজ্যোতিঃসম্পন্ন ; স্বীয় চৈতন্তজ্যোতির প্রভাবে অপর সমস্ত বস্তু প্রকাশিত করিয়া থাকে । পূর্কেও বলা হইয়াছে, ‘সেই আত্মা সেখানে যাহা কিছু দর্শন করে, রমণ করে, সঞ্চরণ করে, কিংবা অনুভব করে’ ইত্যাদি ; আর নিত্য চৈতন্ত-জ্যোতিই যে, আত্মার প্রকৃত রূপ, ইহা তর্কের সাহায্যেও পূর্কেই ব্যবস্থাপিত হইয়াছে । সেই আত্মা যদি এই সুষুপ্তি অবস্থায়ও অবিনষ্টরূপেই বর্তমান থাকে, তাহা হইলে এই সুষুপ্ত আত্মা জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থার জ্ঞান, এসময়েও আপনাকে এবং বাহ্য ভূতবর্গকে জানিতে পারে না কেন ? হাঁ, অজ্ঞানের কারণ বলিতেছি ; শ্রবণ কর ; এখানে একত্বই উক্ত অজ্ঞানের প্রধান হেতু ; ইহা যে, কিরূপে সম্ভবপর হয়, তাহাও বলিতেছি । দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইলে, বিবক্ষিত (বলিবার অভিপ্রেত) বিষয়টি প্রত্যক্ষবৎ প্রতিভাত

হয় ; [এই অন্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা বলিতেছেন—] কথিত বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই যে, জগতে কামাতুর পুরুষ যেমন মনোরমা কামুকী স্ত্রীর সহিত সম্যাক্রূপে আলিঙ্গিত হইয়া বহির্জগতের কোনও পদার্থ জানে না—তাহা হইতে অতিরিক্ত কোন বস্তু আছে বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারে না, এবং আপনার আভ্যন্তরীণ কোন বিষয়ও—‘আমি সুখী বা দুঃখী’ ইত্যাকারে জানে না ; অথচ তাদৃশ স্ত্রীকর্তৃক অনালিঙ্গিত সময়ে পরস্পর বিভাগাবস্থায় বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ সমস্ত বিষয়ই জানিতে পারে, কিন্তু আলিঙ্গনের সময় উভয়ের একত্ব বা অবিভক্ত্যভাব ঘটে বলিয়াই তখন জানিতে পারে না । ৩

তেমনই—অর্থাৎ উক্ত দৃষ্টান্তেরই মত, এই পুরুষ—দেহস্বামী জীব, ভূত-মাত্রা (পৃথিব্যাদি ভূতের পরিণাম) দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত সম্বন্ধবশতঃ সৈন্ধবখণ্ডের জ্বায় সম্পূর্ণ পৃথক্ থাকিয়াও, জলে প্রতিফলিত চন্দ্রবিশ্বের জ্বায় এই দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হয় ; সেই এই পুরুষ অর্থাৎ দেহস্বামী জীব, প্রাজ্ঞের সহিত অর্থাৎ নিজের স্বভাবসিদ্ধ পারমাণ্বিক রূপ জ্যোতির্শ্বের পরমাত্মার সহিত সম্মিলিত—অব্যবধানে একীভূত হয় ; সুতরাং তখন সর্বদ্বন্দ্বভাবাপন্ন হইয়া, বাহ্য অপর কোনও বস্তু, কিংবা আন্তর অর্থাৎ আত্মাতে—আমি সুখী দুঃখী ইত্যাদি ভাব উপলব্ধি করে না । ৪

আত্মার চৈতন্যজ্যোতিঃ স্বভাবসিদ্ধ হইলে, সুষুপ্তি-সময়ে কি কারণে সে কিছুই জানিতে পারে না ? তোমার এই প্রশ্নের উত্তরে পূর্বেই আমরা বলিয়াছি যে, একত্বই তাহার (জ্ঞানাভাবের) কারণ,—যেমন সমালিঙ্গিত স্ত্রী-পুরুষের হইয়া থাকে, ইহাও তেমনই । ইহা দ্বারা নানাশ্লোক ভেদবুদ্ধিই যে, বিশেষ বিজ্ঞানের (পরস্পরের মধ্যে পার্থক্যবুদ্ধির) একমাত্র নিদান, একথাও ভঙ্গীক্রমে বলাই হইয়াছে । অবিদ্যাই যে, সেই নানাভেদ—আত্মাতে ভেদবুদ্ধি উপস্থিতির একমাত্র হেতু, সে কথাও পূর্বেই উক্ত হইয়াছে । তন্মধ্যে আত্মা যখন অবিদ্যা হইতে সম্পূর্ণ বিবিক্ত বা নির্মুক্ত হয়, তখনই সর্ব বস্তুর সহিত তাহার একত্ব সম্পন্ন হয় ; তাহারই ফলে তৎকালে জ্ঞান-জ্ঞেয়াদি বিভাগ বিলুপ্ত হইয়া যায় ; সুতরাং তদবস্থায় বিশেষ বিজ্ঞানের উদ্ভব কোথা হইতে হইবে ? এবং স্বভাবসিদ্ধ স্বরূপগত আত্মচৈতন্যে কামেরই বা সম্ভাবনা কোথায় । ৫

যেহেতু এইপ্রকার সর্বৈকত্বই ইহার প্রকৃত রূপ, সেই হেতু স্বয়ংজ্যোতিঃ-স্বভাব এই আত্মার উক্ত রূপটি আপ্তকাম,—যেহেতু ইহা সর্বদ্বন্দ্বক, সেই হেতুই সমস্ত কাম্য বিষয় এই রূপের মধ্যেই নিহিত আছে ; সুতরাং ইহা আপ্তকাম ।

যাহার নিকট কাম্য বিষয় পৃথকভাবে অবস্থিত থাকে, সে-ই অনাপ্তকাম হইয়া থাকে ; যেমন আগ্র্যকালীন দেবদত্তাদির স্বরূপ, অর্থাৎ দেবদত্তাদিনামক ব্যক্তি অনাপ্তকাম ; কিন্তু এই স্রষ্টৃপুত্র আত্মার রূপটি অত্র কোনও পদার্থ হইতে বিভক্ত নহে ; কাজেই তাহা তখন আপ্তকাম (১) । ৬

[এখানে জিজ্ঞাস্ত এই যে,] অপর পদার্থ হইতে বিভক্ত বা পৃথক্ না হওয়া কি আত্মার স্বতঃসিদ্ধ ? অথবা আত্মার সর্বাঙ্গকভাবে জনিত ? তদন্তরে বলিতে-ছেন—এই আত্মার অতিরিক্ত কোন পদার্থ ই নাই । কেন নাই ? যেহেতু এই আত্মা ‘আত্মকাম’ অর্থাৎ আত্মাই যাহার কাম বা কাম্য, তাদৃশ আত্মকামত্বই তাহার স্বরূপ । অত্র আগ্র্য ও স্বপ্নাবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়, কামনার বিষয়ীভূত বিষয়গুলি যেন অত্র বা পৃথক্ পদার্থ রূপে বিভক্ত থাকে ; কিন্তু এখানে ভেদ-সমুৎপাদনের কারণীভূত আবিষ্ঠা বিদ্যমান না থাকায় এই রূপটি আত্মকাম হয় ; এই কারণেই ইহা অকাম ; কেন না, সে সময়ে কামনার যোগ্য কোন বিষয়ই থাকে না । তাহার পর, ঐ রূপটি শোকাস্তর শোকের ছিদ্র—অবকাশ অর্থাৎ ছুঃখ-শূন্য ; অথবা ‘শোকাস্তর’ অর্থ শোকের মধ্য, অর্থাৎ উহার অগ্রে ও পশ্চাতে শোক-সম্বন্ধ আছে, কেবল মধ্যবর্তী এই স্থানেই শোক-সম্বন্ধ নাই ; সুতরাং উভয় মতেই উক্ত রূপটি বে অশোক—শোকবজ্জিত, তাহা সিদ্ধ হইতেছে ॥ ২৭৩ ॥ ২১ ॥

অত্র পিতাহপিতা ভবতি মাতাহমাতা, লোকা অলোকাঃ, দেবা অদেবাঃ, বেদা অবেদাঃ । অত্র স্তেনোহস্তেনো ভবতি, ভ্রূণহাভ্রূণহা, চাণ্ডালোহচাণ্ডালঃ, পৌন্ড্রসোহপৌন্ড্রসঃ, শ্রমণোহশ্রমণস্তাপসোহতাপসোহনন্বাগতং পুণ্যেনানন্বাগতং পাপেন, তীর্ণো হি তদা সৰ্ব্বাঙ্শোকান্ হৃদয়শ্চ ভবতি ॥২৭৪॥২২॥

সম্বলার্থঃ ১—অত্র (অগ্নিন্ সম্প্রসাদে) পিতা (জনকঃ) অপিতা (পিতৃদ্ব-সম্বন্ধশূন্যঃ) ভবতি ; তথা মাতা অমাতা (মাতৃদ্বসম্বন্ধরহিতা ভবতি) ; [এবং

(১) তাৎপৰ্য্য—কামনামাত্রই ভেদসাপেক্ষ ; ভেদবুদ্ধিই কামনা জন্মায় ; ভেদজ্ঞান যাহার যত প্রবল, তাহার কামনাও তত অধিক । কামী পুরুষ অপর বস্তুরই কামনা করিয়া থাকে ; যাহার সেই ভেদবুদ্ধি তিরোহিত হইয়া একত্রে পর্যাবসিত হইয়াছে, তাহার আর কাম্য কিছু থাকে না ; আপনাকে কেহ কখনও কামনা করে না ; তাই প্রতি বলিতেছেন—স্রষ্টৃপুত্র সময়ে জীব যখন সর্বাঙ্গক পরমাত্মার সহিত সম্মিলিত হইয়া যায়, তৈত্তিবিজ্ঞান অন্তর্হিত হইয়া যায়, তখন তাহার আর কিছুই কাম্য বিষয় থাকে না ।

সৰ্বত্র] । লোকাঃ (কৰ্মলভ্যাঃ স্বৰ্গাদয়ঃ) অলোকাঃ, দেবাঃ (কৰ্মারাধ্যাঃ ইন্দ্রাদয়ঃ) অদেবাঃ, বেদাঃ (কৰ্মবিধায়কাঃ ঋগাদয়ঃ) অবেদাঃ [ভবন্তি] । অত্র (স্বযুগ্মে) স্তেনঃ (চৌর্য্যকৰ্ম্মা ব্রাহ্মণস্বৰ্ণহৰ্ত্তা বা) অস্তেনঃ ভবতি ; তথা ভ্রূণহা (গৰ্ভোপ-
ঘাতকঃ) অভ্রূণহা, চাণ্ডালঃ (ক্লুরকৰ্ম্মা) অচাণ্ডালঃ, পৌকসঃ (শূদ্রেণ ক্ষত্রিয়ান্না-
মুৎপাদিতঃ জাতিবিশেষঃ) অপৌকসঃ ; শ্রমণঃ (পরিব্রাজকঃ) অশ্রমণঃ ;
তাপসঃ (বানপ্রস্থঃ) অতাপসঃ [ভবতি] ; [কিং বহনা,) পুণ্যেন অনন্যাগতং
(অসম্বন্ধং), পাপেন চ অনন্যাগতং [তৎকৰ্ম্মম্] । তদা হি (নিশ্চয়ে) হৃদয়শ্চ
সৰ্বান শোকান্ (দুঃখানি) তীৰ্ণঃ (উত্তীৰ্ণঃ) ভবতি ॥২৭৪॥২২॥

মূলানুবাদঃ :—এই স্বযুগ্মি সময়ে পিতা অপিতা হন, অর্থাৎ
পিতার পিতৃত্ব থাকে না ; মাতার মাতৃত্ব থাকে না ; স্বর্গাদি লোকেরও
লোকত্ব (কাম্যত্ব) থাকে না, কৰ্ম্মারাধ্য দেবতার দেবত্ব থাকে না, এবং
তদ্বোধক বেদেরও বেদত্ব (বিধায়কত্ব) থাকে না । এখানে স্তেন
(চৌর্য্যকারী কিংবা ব্রাহ্মণের স্বৰ্ণচোর) অস্তেন হয়, ভ্রূণহত্যাকারী
অভ্রূণহা, চাণ্ডাল অচাণ্ডাল, পৌকস (নীচজাতিবিশেষ) অপৌকস,
শ্রমণ (পরিব্রাজক) অশ্রমণ এবং তাপস (বানপ্রস্থ) অতাপস হয় ।
তখন পুণ্য দ্বারা অসম্বন্ধ এবং পাপদ্বারাও অসংস্পৃষ্ট ; তখন নিশ্চয়ই
হৃদয়ের সর্ববিধ শোক অতিক্রম করে অর্থাৎ দুঃখবিমুক্ত হয় ॥২৭৪॥২২॥

শাক্তব্রাহ্মণম্ :—প্রকৃতঃ স্বয়ংজ্যোতিরাত্মা অবিজ্ঞাকামকৰ্ম্মবিনিমুক্ত
ইত্যুক্তম্ । অসঙ্গত্বাদান্নন আগন্তুকত্বাচ্চ তেষাং, তত্রৈবমাশঙ্ক্য জায়তে ; চৈতন্য-
স্বভাবে সত্যপি একীভাবান্ন জ্ঞানান্তি—জ্ঞীপুংসয়োরিব সম্পরিষক্তয়োরিত্যু-
ক্তম্ । তত্র প্রাসঙ্গিকমেতদুক্তম্, কামকৰ্ম্মাদিবৎ স্বয়ংজ্যোতিষ্টমপি অস্ত্রান্ননো
ন স্বভাবঃ, যস্মাৎ সম্প্রসাদে নোপলভ্যতে, ইত্যাশঙ্কয়াং প্রাপ্তয়াং তন্নিরাকরণায়
জ্ঞী-পুংসয়োর্দৃষ্টান্তোপাদানেন বিদ্যমানশ্চৈব স্বয়ংজ্যোতিষ্টশ্চ স্বযুগ্মেগ্রহণমেকী-
ভাবাক্ষেতোঃ, ন তু কামকৰ্ম্মাদিবদাগন্তুকম্, ইত্যেতৎ প্রাসঙ্গিকমভিধায়, যৎ
প্রকৃতং তদেবানুপ্রবর্তয়তি । অত্র চৈতৎ প্রকৃতম্—অবিজ্ঞাকামকৰ্ম্মবিনিমুক্ত-
মেতদ্রূপম্, যৎ স্বযুগ্ম আত্মনো গৃহ্যতে প্রত্যক্ষত ইতি । তদেতদ্ যথাভূতমেবা-
ভিহিতং সৰ্বসম্বন্ধাতীতমেতদ্রূপমিতি । ১

টীকা । অত্র পিতৃত্বাদিবাক্যমবতারয়িতুং বৃত্তমনুদ্রবতি—প্রকৃত ইতি । অবিজ্ঞাদি-
নির্দোকে হেতুসমাহ—অসঙ্গত্বাদিতি । যদপি নাগন্তুকত্বমবিজ্ঞায়া যুক্তং, তথাপ্যভিযুক্তা

সানর্থহেতুরাগস্তকীতি দৃষ্টব্যম্ । ত্রীবা ক্যানিরস্তাং শঙ্কামনুবদতি—তত্রৈতি । কামাদিবিমোক্ষে
দর্শিতে সতীতি যাবৎ । স্বভাবস্তাপায়ো ন সম্ভবতীত্যভিপ্রোক্ত্য হেতুর্নামহ—যস্মাদিতি ।
শঙ্কোত্তরত্বেন ত্রীবাক্যমবতায়া তৎতাৎপৰ্য্যং পূর্বোক্তমনুকীৰ্ত্তয়তি—স্বয়মিতি । বৃত্তমনুচ্ছোত্তর-
গ্রন্থমুখাপন্নতি—ইত্যেতদ্বিতি । স্বয়ংজ্যোতিষ্কৃত স্বাভাবিকত্বমেতচ্ছকার্থঃ । প্রাসঙ্গিকং
কামাদেৱাগস্তকত্বোক্তিপ্রসঙ্গাদাগতমিতি যাবৎ । প্রকৃতমেব দর্শয়তি—অত্র চেতি । অতিচ্ছন্দাদি-
বাক্যং সপ্তম্যর্থঃ । প্রত্যক্ষতঃ স্বরূপচৈতন্যবশাৎ যথোক্তাস্বরূপস্ত স্বরূপে গৃহমাণত্বমুখিতস্ত
পরামর্শাদবধেয়ম্ । কামাদিসম্বন্ধবদাঙ্গনস্তদ্বাহিতমপি রূপং কল্পিতমেবেত্যাশঙ্ক্যাহ—তদেত-
দ্বিতি । প্রকৃতমর্থমুক্ত্যোত্তরবাক্যসপ্তম্যর্থমাহ—এতস্মিন্নিতি । জনকোহপ্যত্রাপিতা ভবতীতি
সম্বন্ধঃ । পিতাহপ্যত্রাপিতা ভবতীত্যুপপাদয়তি—তস্ত চেত্যাदिना । যথাস্মিন্ কালে পিতা
পুত্রস্তাপিতা ভবতি, তদ্বাদিত্যাহ—তথোক্ত । নাস্তার্থস্ত প্রতিপাদকঃ শঙ্কোহস্তীত্যশঙ্ক্যাহ—
সামর্থ্যাদিতি । তদেব সামর্থ্যং দর্শয়তি—উক্তয়োৱিতি । স্বরূপে কথ্যাতিক্রমে প্রমাণমাহ—
অপহতেতি । পুনর্লোকদেবশব্দাবনুবাদার্থে । ১

যস্মাদত্রৈতস্মিন্ স্বযুগ্মস্থানে অতিচ্ছন্দাপহতপাপুমাভয়মেতচ্ছন্দম্, তস্মাদত্র পিতা
জনকঃ, তস্ত চ জনয়িতৃত্বাৎ যৎ পিতৃত্বং পুত্রং প্রতি, তৎ কৰ্ম্মনিমিত্তম্ ; তেন চ
কৰ্ম্মণা অয়মসম্বন্ধোহস্মিন্ কালে ; তস্মাৎ পিতা পুত্রসম্বন্ধনিমিত্তাৎ কৰ্ম্মণো বিনি-
মুক্তত্বাৎ পিতাপি অপিতা ভবতি । তথা পুত্রোহপি পিতুরপুত্রো ভবতীতি সামর্থ্য-
দগম্যতে ; উভয়োহি সম্বন্ধনিমিত্তং কৰ্ম্ম, তদয়মতিক্রান্তো বর্ততে ; অপহত-
পাপোহুতি ছাত্তম্ । তথা মাতা অমাতা, লোকাঃ কৰ্ম্মণা জ্ঞেতব্যাঃ ত্রিতাশ্চ ;
তৎকৰ্ম্ম-সম্বন্ধাভাবাৎ লোকা অলোকাঃ । তথা দেবাঃ কৰ্ম্মাঙ্গভূতাঃ, তৎকৰ্ম্ম-
সম্বন্ধাত্যগ্নাৎ দেবা অদেবাঃ ; তথা বেদাঃ সাধ্যসাধনসম্বন্ধাভিধায়কাঃ ব্রাহ্মণলক্ষণা
মন্ত্রলক্ষণাশ্চ অভিধায়কত্বেন কৰ্ম্মাঙ্গভূতাঃ অদীতা অদ্যেতব্যাশ্চ কৰ্ম্মনিমিত্তমেব
সম্বধ্যন্তে পুরুষেণ । তৎকৰ্ম্মাতিক্রমণাদেতস্মিন্ কালে বেদা অপ্যবেদাঃ সম্পদ্যন্তে । ২

বাক্যান্তরনাদায় ব্যাচষ্টে—তথেষ্ট্যাदिना । সাধ্যসাধনসম্বন্ধাভিধায়কা ব্রাহ্মণলক্ষণা ইতি
শেষঃ । অভিধায়কত্বেন প্রমাণত্বেন প্রমেয়ত্বেন চেত্যর্থঃ । ২

ন কেবলং শুভকৰ্ম্মসম্বন্ধাতীতঃ, কিং তর্হি ? অন্তর্ভূতপ্যত্যন্তবোতৈঃ কৰ্ম্মভি-
রসম্বন্ধ এবায়ং বর্ততে ইত্যেতমর্থমাহ,—অত্র স্তেনঃ ব্রাহ্মণস্ববর্ণহর্তা, ভ্রূণম্ । সহ-
পাঠাদবগম্যতে ; স তেন বোৱেণ কৰ্ম্মণা এতস্মিন্ কালে বিনিমুক্তো ভবতি,
যেনায়ং কৰ্ম্মণা মহাপাতকী স্তেন উচ্যতে । তথা ভ্রূণহা অভ্রূণহা, তথা চাণ্ডালঃ ;
ন কেবলং প্রত্যুৎপন্নেনৈব কৰ্ম্মণা বিনিমুক্তঃ, কিং তর্হি ? সহজেনাপি অত্যন্ত-
নিকৃষ্টজাতিপ্রাপকেণাপি বিনিমুক্ত এবায়ম্ । চাণ্ডালো নাম শূদ্রেণ ব্রাহ্মণ্যা-
মুৎপন্নঃ, চণ্ডাল এব চাণ্ডালঃ ; স জাতিনিমিত্তেন কৰ্ম্মণাসম্বন্ধত্বাৎ অচাণ্ডালো

ভবতি । পৌকসঃ, পুঙ্কস এষ পৌকসঃ—শূদ্রেণৈব ক্ষত্রিয়ান্নামুৎপন্নঃ, তথা সৌহ-
প্যপুঙ্কসো ভবতি । তথা আশ্রমলক্ষণৈশ্চ কৰ্ম্মভিন্নসম্বন্ধো ভবতীত্যুচ্যতে—শ্রমণঃ
পরিব্রাট্ যৎকৰ্ম্মনিমিত্তো ভবতি, স তেন বিনিমুক্তত্বাদশ্রমণঃ । তথা তাপসো
বানপ্রস্থঃ অতাপসঃ । সৰ্ব্বেষাং বর্ণাশ্রমাদীনাং পলক্ষণার্থমুভয়োঃ গ্রহণম্ । ৩

অত্র স্তেনোহস্তেনো ভবতীত্যাদেস্তাৎপর্যমাহ—ন কেবলমিতি । স্তেনশব্দোহত্র চৌরমাত্রে
ভাতি, কথং বিশেষণমিতি শঙ্ক্যাহ—ক্ষণয়েতি । ক্ষণহা চ বর্জিতব্রহ্মহস্তোচ্যতে । তদেব ঘোরং
কৰ্ম্ম বিশিনষ্টি—যেনেতি । মহৎ পাতকমশ্বেতি ব্যুৎপত্ত্যা মহাপাতকী স্তেনঃ । স্তেনাদিবাচ্যেন
চাণ্ডালাদিবাক্যাদ্ গত্যর্থইমাশঙ্ক্যাহ—নেতাদিনা । প্রত্যাংপরমাগন্তকম্ ।

“ব্রাহ্মণ্যাং ক্ষত্রিয়াং শূতো বৈশ্বাদৈদেহকন্তথা ।

শূদ্রাজ্জাতস্ত চাণ্ডালঃ সৰ্ব্বকৰ্ম্মবহিষ্টতঃ ।”

ইতি শ্রুতিমাশ্রিত্যাহ—চাণ্ডালো নামেতি ।

“জাতো নিষাদাচ্ছূদ্রায়াং জাত্যা ভবতি পুঙ্কসঃ ।”

ইতি শ্রুতেঃ শূদ্রায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতো নিষাদঃ, স চ জাত্যা শূদ্রাঃ, তস্মাৎ ক্ষত্রিয়ায়াং জাতঃ
পুঙ্কসো ভবতীতি ব্যাখ্যানমুপেত্যাহ—শূদ্রেণৈবেতি । শ্রমণাদিবাচ্যাদ্ তাৎপর্যমাহ—তথেনিতি ।
তথা চাণ্ডালবদিত্যি যাবৎ । পরিব্রাট্-তাপসয়োরেব গ্রহণাৎ তৎকৰ্ম্মাযোগেহপি সৌধুগুপ্ত
বর্ণাশ্রমাস্তরকৰ্ম্মযোগং শঙ্কিত্বাহ—সৰ্ব্বেষামিতি । আদিশব্দেন বয়োবস্থাди গৃহ্যতে । ৩

কিং বহুনা, অনন্বাগতং—ন অন্বাগতমনন্বাগতমসম্বন্ধমিত্যেতৎ । পুণ্যেন
শাস্ত্রবিহিতেন কৰ্ম্মণা ; তথা পাপেন বিহিতাকরণ-প্রতিষিদ্ধক্রিয়ালক্ষণেন ; রূপ-
পরত্বান্নপুংসকলিঙ্গম্ ; অভিন্নং রূপমিতি হনুবর্ততে । কিং পুনরসম্বন্ধে কারণ-
মিতি তদ্বৈতুক্যতে—তীর্ণঃ অতিক্রান্তঃ, হি যস্মাদেবংরূপঃ, তদা তস্মিন্ কালে
সৰ্ব্বান্ শোকান্, শোকাঃ কামা ইষ্টবিষয়প্রার্থনাঃ ; তে হি তদ্বিষয়বিয়োগে শোকত্ব-
মাপদ্যন্তে ; ইষ্টং হি বিষয়মপ্রাপ্তং বিযুক্তং চোদ্दिष्ट চিন্তয়ানস্তদুত্তগান্ সন্তপ্যতে
পুরুষঃ ; অতঃ শোকো রতিঃ কাম ইতি পর্যায়াঃ । যস্মাৎ সৰ্ব্বকামাতীতো
হত্মায়ং “ন কঞ্চন কামং কাময়তে” “অতিচ্ছন্দা” ইতি ছাত্তম্ ; তৎপ্রক্রিয়াপতিতো
হয়ং শোকশব্দঃ কামবচন এব ভবিতুমর্হতি । কামশ্চ কৰ্ম্মহেতুঃ ; বক্ষ্যতি হি—
“স যথাকামো ভবতি তৎকৃতুর্ভবতি ; যৎকৃতুর্ভবতি, তৎ কৰ্ম্ম কুরুতে” ইতি ;
অতঃ সৰ্ব্বকামাতিতীর্ণত্বাদ্ মুক্তমুক্তম্ ‘অনন্বাগতং পুণ্যেন’ ইত্যাদি । ৪

সৌধুগুপ্তে পুরুষে প্রকৃতে কথমনন্বাগতমিতি নপুংসকপ্রয়োগঃ, তত্রাহ—রূপপরত্বাদিতি ।
তৎপরত্বং হেতুমনুষঙ্গং দর্শয়তি—অভয়মিতি । হেতুবা কামাকাঙ্ক্ষাপূর্ব্বকমুখ্যপ্য ব্যাচষ্টে—কিং
পুনরিত্যাদিনা । যস্মাদতিচ্ছন্দাদিবাচ্যোক্তব্রতাবোহয়মাস্মা স্বধুগুপ্তকালে হৃদয়নিষ্ঠান্
সৰ্ব্বান্ শোকানতিক্রামতি, তস্মাদেতদাস্তরূপং পুণ্যপাপাভ্যামনন্বাগতং মুক্তমিত্যর্থঃ । শোক-
শব্দস্ত কামবিষয়ং সাধয়তি—ইষ্টেনিতি । কথং তস্মাঃ শোকত্বাপত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—ইষ্টং ইতি ।

তেবাং পর্যায়ত্বেহপি প্রকৃতে কিমায়ত্তং, তদাহ—বসাদিতি । অত্রৈতি হুবুধিরুচ্যতে । অতঃ সৰ্বকামাতিতীর্ণত্বাদিত্যন্তরত্র সম্বন্ধঃ । ন কেবলং শোকশক্ন্ত কামবিষয়ত্বমুপপন্নমেব, কিন্তু সন্নিধেরপি সিদ্ধমিত্যাহ—ন কঞ্চনেতি । শোকশক্ন্ত কামবিষয়ত্বেহপি তদত্যয়মাত্রাৎ কথং কৰ্ম্মাত্মকঃ শ্রাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—কামশ্চেতি । তত্র বাক্যশেষঃ প্রমাণয়তি—বক্ষ্যতি ইতি । কামস্ত কৰ্ম্মহেতুত্বে সিদ্ধে কলিতমাহ—অত ইতি । ৪

হৃদয়স্ত—হৃদয়মিতি পুণ্ডরীকাকারো মাংসপিণ্ডঃ, তৎস্বমন্তঃকরণং বুদ্ধিঃ হৃদয়-মিত্যুচ্যতে, তাৎপর্য্যং, মঞ্চক্ৰোশনবৎ । হৃদয়স্ত বুদ্ধের্থে শোকাঃ ; বুদ্ধিসংশ্রয়া হি তে, “কামঃ সঙ্কল্পো বিচিকিৎসেত্যাদি সৰ্বং মন এব” ইত্যুক্তত্বাৎ । বক্ষ্যতি চ— “কামা যেহস্ত হৃদি শ্রিতাঃ” ইতি ; আত্মসংশ্রয়ভ্রান্ত্যপনোদায় হীদং বচনম্— “হৃদি শ্রিতাঃ”, “হৃদয়স্ত শোকাঃ” ইতি চ । হৃদয়-করণ-সম্বন্ধাভীতশ্চায়মশ্মিন্ কালে অতিক্রামতি মৃত্যো রূপাণীতি হ্যুক্তম্ । হৃদয়করণ-সম্বন্ধাভীতত্বাৎ তৎসংশ্রয়-কামসম্বন্ধাভীতো ভবতীতি যুক্ততরং বচনম্ । ৫

হৃদয়স্ত শোকানতিক্রামতীত্যত্র হৃদয়শব্দার্থমাহ—হৃদয়মিতীতি । মাংসপিণ্ডবিশেষবিষয়ং হৃদয়পদং কথং বুদ্ধিমাহেত্যাশঙ্ক্যাহ—তাৎপর্য্যাদিতি । যথা মঞ্চঃ ক্ৰোশন্তীতি মঞ্চক্ৰোশনমুচ্য-মানং মঞ্চস্থান্ পুরুষানুপচারাদাহ, তথা হৃদয়স্থত্বাদ্ বুদ্ধিরূপচারাদ্ বুদ্ধিঃ হৃদয়শব্দো দর্শয়তীত্যর্থঃ । হৃদয়শব্দার্থমুক্ত্য তস্ত সম্বন্ধঃ দর্শয়তি—হৃদয়শ্চেতি । তানতিক্রান্তো ভবতীতি শেষঃ । আত্মাশ্রয়াশ্চে ন বুদ্ধিমাশ্রয়ন্তীত্যাশঙ্ক্যাহ—বুদ্ধীতি । কথং তর্হি কেচিদাত্মাশ্রয়ত্বং তেবাং বদন্তীত্যাশঙ্ক্য ভ্রান্তিবশাদিত্যাহ—আত্মেতি । ভবতু কামানাং হৃদয়াশ্রিতত্বং, তথাপি তৎসম্বন্ধ-দ্বারা তদাশ্রয়ত্বসম্ভবাৎ কথমাশ্রা হুবুধে কামানতিবর্ততে, তত্রাহ—হৃদয়েতি । তৎসম্বন্ধাভীতত্বে শ্রুতিসিদ্ধে কলিতমাহ—হৃদয়করণেতি । ৫

যে তু বাদিনঃ—হৃদি শ্রিতাঃ কামা বাসনাশ্চ হৃদয়সম্বন্ধিনমাত্মানমুপস্থত্য উপল্লিষ্যন্তি, হৃদয়বিয়োগেহপি চ আত্মভবতিষ্ঠন্তে, পুটতৈলস্থ ইব পুষ্পাদিগন্ধ ইত্যাচক্ষতে ; তেবাং “কামঃ সঙ্কল্পঃ”, “হৃদয়ে হেব রূপাণি”, “হৃদয়স্ত শোকাঃ” ইত্যাদীনাং বচনানামানর্থক্যমেব । হৃদয়করণোৎপাদিত্বাদিতি চেৎ ; ন, হৃদি শ্রিতাঃ ইতি বিশেষণাৎ ; ন হি হৃদয়স্ত করণমাত্রত্বে ‘হৃদি শ্রিতাঃ’ ইতি বচনং সমঞ্জসম্, “হৃদয়ে হেব রূপাণি প্রতিষ্ঠিতানি” ইতি চ । আত্মবিশুদ্ধেচ্চ বিবক্ষি-তত্বাৎ হচ্ছুরণবচনং যথার্থমেব যুক্তম্ ; “ধ্যায়তীব লেলায়তীব” ইতি চ শ্রুতে-রক্তার্থাসম্ভবাৎ । ৬

ভর্তৃপ্রপঞ্চপ্রস্থানমুখাপয়তি—যে ত্বিতি । সত্যেব হৃদয়ে তদ্বিষ্ঠানাং কামাদীনামাত্মগুণস্বরূপো ন তদ্বিবৃত্তাবিত্যাশঙ্ক্যাহ—হৃদয়বিয়োগে ইতি । তদ্বস্তে শ্রুতিবিরোধমাহ—তেবামিতি । হৃদয়েন করণেনোৎপাদিত্বাদাত্মবিকারাণামপি কামাদীনাং হৃদয়সম্বন্ধসম্ভবাদানর্থক্যং শ্রুতীনামিতি শঙ্কতে—হৃদয়েতি । ন কামাদিসম্বন্ধমাত্রং হৃদয়স্ত শ্রুত্যর্থঃ, কিম্বাশ্রয়াশ্রয়িত্বং, তচ্চ করণত্বে ন

শ্রাৎ । ন হি চক্ষুরাশ্রয়ঃ ক্রপাদিজ্ঞানং দৃষ্টমিতি পরিহরতি—ন হৃদীতি । চক্ষুরাদ্ বচনং ন সমস্তসমিতি সম্বধ্যতে । প্রদীপায়ত্তং ঘটজ্ঞানমিতি বদন্তঃ করণায়ত্তমাত্মাপ্রিতং কামাদীতি তত্ত্ব তদাশ্রয়বচনমৌপচারিকমিত্যাশঙ্ক্যাহ—আত্ম-বিশুদ্ধেতি । ইত্যশ্চেদং বধার্থমেবেত্যাহ—
ধ্যায়তীবেতি । অস্তার্থাসম্ভবাদ্ বুদ্ধ্যাশ্রয়বচনেন্তেতি শেষঃ । ৬

“কামা যেহস্ত হৃদি প্রিতাঃ” ইতি বিশেষণাদাত্মাশ্রয়া অপি সম্ভূতি চেৎ ; ন, অনাপ্রিতাপেক্ষয়াৎ ; নাত্মাশ্রয়াস্তরমপেক্ষ্য ‘যে হৃদি’ ইতি বিশেষণম্, কিম্বর্হি ? যে হৃদ্যনাপ্রিতাঃ কামাঃ, তানপেক্ষ্য বিশেষণম্ । যে তু অপ্ৰকৃতা ভবিষ্যাঃ, ভূতাঃ প্রতিপক্ষতো নিবৃত্তাঃ, তে নৈব হৃদি প্রিতাঃ ; সম্ভাব্যন্তে চ তে ; অতো যুক্তং তানপেক্ষ্য বিশেষণম্—যে প্রকৃতা বর্তমানাদিবিষয়ে, তে সর্বের প্রমুচ্যন্তে ইতি । ৭

দক্ষিণেনাক্ষা পশ্চতীভূক্ত বামে ন পশ্চতীতিবৎ, প্রমুচ্যন্তে হৃদি প্রিতা ইতি বিশেষণ-
মাপ্রিত্যাশঙ্কতে—কামা য ইতি । প্রকারান্তরেণ বিশেষণার্থবৎ দর্শয়তি—নেত্যাदिना ।
অয়েতি প্রকৃতপ্রতীতিঃ । আশ্রয়াস্তরং বুদ্ধাতিরিক্তমাত্মাশ্রয়ম্ । বুদ্ধানাপ্রিতাঃ কামা এব ন সম্ভু-
যনপেক্ষয়া হৃদয়াশ্রয়বিশেষণমিত্যাশঙ্ক্যাহ—যে ইতি । প্রতিপক্ষতো বিবয়দোষদর্শনাদিতি
যাবৎ । কামানাং বর্তমানহনিয়মাত্মাবাদ্ ভূতভবিষ্যতামপি সম্ভবঃ কলিতমাহ—অত ইতি । ৭

তথাপি বিশেষণানর্থক্যমিতি চেৎ ; ন, তেবু যত্রাধিক্যাত্, হেয়ার্থত্বাৎ ; ইত-
রথা অশ্রুতমনিষ্টক কলিতং শ্রাৎ—আত্মাশ্রয়ত্বং কামানাম্ । ‘ন কঞ্চন কামং
কামরতে’ ইতি প্রাপ্তপ্রতিবেদাদাত্মাশ্রয়ত্বং কামানাং শ্রুতমেবেতি চেৎ ; ন, “সধীঃ
স্বপ্নো ভূহা” ইতি পরনিমিত্তত্বাৎ কামাশ্রয়ত্বপ্রাপ্তেঃ ; অসঙ্গবচনাচ্চ ; ন হি কামা-
শ্রয়ত্বে অসঙ্গবচনমুপপত্ততে ; সঙ্গচ্চ কাম ইত্যবোচাম । “আত্মকামঃ” ইতি শ্রুতে-
রাশ্রয়বিষয়োহস্ত কামো ভবতীতি চেৎ ; ন, ব্যতিরিক্তকামাত্মাবার্থত্বাৎ তস্মাৎ । ৮

হৃদয়ানাপ্রিতভূত-ভবিষ্যৎকামসম্ভবেহপি সৰ্বকামনিবৃত্তেঃ বিবক্ষিতত্বাৎ বর্তমানবিশেষণ-
মনর্থকমিতি শঙ্কতে—তথাপিতি । অতীতানাগতকামাত্মাবঃ সম্ভবতি স্বতঃসিদ্ধঃ, ন
তন্নিবৃত্তৌ যতোহপেক্ষ্যতে, শুদ্ধাশ্রয়াদিদ্ভুগুণা তু মুমুগুণা বর্তমানকামনিরাসে যত্রাধিক্যমাধেয়মিতি
জ্ঞাপয়িতুং বর্তমানগ্রহণমিতি পরিহরতি—ন তেতিতি । যদি যথোক্তং ব্যাখ্যানমনাদৃত্যাত্মা-
শ্রয়ত্বমেব কামানামাশ্রয়ত্বে, তদা অশ্রুতং মোক্ষাসম্ভবেনানিষ্টং চ কলিতং শ্রাদিত্যাহ—
ইতরথেতি । অশ্রুতত্বমসিদ্ধমিতি শঙ্কতে—ন কঞ্চনেতি । অর্থাদাত্মাশ্রয়ত্বং শ্রুতমেব
কামানামিত্যেতৎ দুষয়তি—নেত্যাदिना । নিবেদো হি প্রাপ্তিমপেক্ষতে, ন বাস্তবঃ কামানাস্ব-
ধর্মত্বং, প্রাপ্তিস্ত ভ্রান্ত্যপি সম্ভবতি । তস্মাদাত্মনো বস্তুতো ন কামাত্মাশ্রয়ত্বমিত্যর্থঃ ।
ইতচ্চাত্মনো ন কামাত্মাশ্রয়ত্বমিত্যাহ—প্রসঙ্গেতি । নহ্যসঙ্গবচনমাত্মনঃ সঙ্গাত্মবৎ সাধয়ত্তত্ত্ব
কামিত্বে ন বিরুদ্ধ্যতে, তত্রাহ—সঙ্গশ্চেতি । কামচ্চ সঙ্গতোহসিদ্ধো হেতুর্যেতি শেষঃ ।
ব্যাক্যাস্তরমাপ্রিত্যাত্মনি কামাশ্রয়ত্বং শঙ্কিতা দুষয়তি—আয়েত্যাदिष्ठा । ৮

বৈশেষিকাদিতত্ত্বজ্ঞানোপপন্নমাত্মনঃ কামাত্মাশ্রয়ত্বমিতি চেৎ ; ন, “হৃদি
শ্রিতাঃ” ইত্যাদি বিশেষশ্রুতিবিরোধাদনপেক্ষ্যন্তা। বৈশেষিকাদি-তত্ত্বোপপত্তয়ঃ ;
শ্রুতিবিরোধে জ্ঞানশ্রুতাস্তত্ত্বোপপত্তয়ঃ । স্বয়ংজ্যোতিষ্ট্বাবধানাচ্চ ; কামাদীনাঞ্চ স্বপ্নে
কেবল-দৃশ্যমাত্রবিষয়ত্বাৎ স্বয়ংজ্যোতিষ্ট্বং সিদ্ধং স্থিতঞ্চ বাধ্যত—আত্মসমবায়িত্বে
দৃশ্যত্বানুপপত্তেঃ, চক্ষুর্গতবিশেষবৎ ; দ্রষ্টুর্হি দৃশ্যমর্থাস্তরভূতম্, ইতি দ্রষ্টুঃ স্বয়ং-
জ্যোতিষ্ট্বং সিদ্ধম্, তদ্বাধিতং জ্ঞানং, যদি কামাত্মাশ্রয়ত্বং পরিকল্প্যেত । ৯

ইচ্ছাদয়ঃ কচিদাশ্রিতা গুণত্বাদ্ রূপাদিবদিত্যানুমানাৎ পরিণেযাৎ কামাত্মাশ্রয়ত্বমাত্মনঃ
সেৎশ্রুতীতি শক্যতে—বৈশেষিকাদীতি । শ্রুত্যবষ্টেপ্তেন নিরাচষ্টে—নেত্যাদিনা । স্বয়ংজ্যোতিষ্ট্ব-
বাধনাচ্চ নাস্মাশ্রয়ত্বং কামাদীনামিতি শেষঃ । তদেব বিবৃণোতি—কামাদীনামিতি । স্থিতং
চানুমানাদিতি শেষঃ । যদ্যত্র সমবেতং, তৎ তেন ন দৃষ্টতে, যথা চক্ষুর্গতং কার্কাৎ তেনৈব
চক্ষুশা ন দৃষ্টতে, তথা কামাদীনামাত্মসমবায়িত্বে দৃশ্যত্বং ন জ্ঞানং, দৃশ্যত্ববলে নৈব স্বয়ংজ্যোতিষ্ট্বং
সাধিতং, তথা চ তদ্বাধে পূর্বোক্তমনুমানমপি বাধ্যতেত্যর্থঃ । কথং কামাদীনামাত্মদৃশ্যত্ব-
মাত্মিত্য স্বপ্নে স্বয়ংজ্যোতিষ্ট্বোপপত্তিত্বং, তদ্রূপ—দ্রষ্টুরিতি । তথাপি তেষামাত্মাশ্রয়ত্বে
কানুপপত্তিস্তদ্রূপ—তদ্বাধিতমিতি । ৯

সর্বশাস্ত্রার্থবিপ্রতিষেধাচ্চ—পরশ্চৈকদেশকল্পনায়ান্ কামাত্মাশ্রয়ত্বে চ সর্ব-
শাস্ত্রার্থজাতং কুপ্যেত । এতচ্চ বিস্তরেণ চতুর্থোহবোচাম । মহতা হি প্রযত্নেন
কামাশ্রয়ত্বকল্পনাঃ প্রতিষেদ্ধব্যাসঃ, আত্মনঃ পরেনৈকত্ব-শাস্ত্রার্থসিদ্ধয়ে ; তৎকল্প-
নায়ান্ পুনঃ ক্রিয়মাণায়ান্ শাস্ত্রার্থ এব বাধিতঃ জ্ঞানং । যথা ইচ্ছাদীনামাত্মধর্মত্বং
কল্পয়ন্তো বৈশেষিকা নৈয়ারিকাস্চোপনিষচ্ছাস্ত্রার্থেন ন সঙ্গচ্ছন্তে, তথা ইয়মপি
কল্পনা উপনিষচ্ছাস্ত্রার্থবাধনান্নাদরণায়ান্ ॥২৭৪॥২২॥

যৎ তু পরমাত্মৈকদেশং জীবমাশ্রিত্য তদাশ্রিতং কামাদীতি, তদ্রূপ—সর্বশাস্ত্রোক্তি ।
তদেব স্মৃটয়তি—পরশ্চৈতি । শাস্ত্রার্থজাতং নিরবয়বত্বপ্রত্যগেকত্বাদি, তদ্রূপ কথং কোপঃ
জ্ঞানিত্যাশঙ্ক্যাহ—এতচ্চেতি । চতুর্থে চেৎ ভর্তৃপ্রপঞ্চমতং নিরস্তং, তর্হি পুনর্নিরাকরণ-
মকিঞ্চিংকরন্, ইত্যাশঙ্ক্যাহ—মহতেতি । পরেণ সহ প্রত্যগাত্মনো যদেকত্বং, তদ্রূপ শাস্ত্রার্থস্ত
সিদ্ধার্থমিতি যাবৎ । অংশত্বাদিকল্পনায়ামপি শাস্ত্রার্থসিদ্ধিমাশঙ্ক্যাহ—তৎ কল্পনায়ামিতি ।
ভর্তৃপ্রপঞ্চকল্পনায়ান্ হেয়ত্বমুপসংহরতি—যথেন্ত্যাদিনা ॥২৭৪॥২২॥

ভাস্ত্রানুবাদ :—যে আত্মার প্রসঙ্গ চলিতেছে, সেই আত্মা যে, স্বয়ং-
জ্যোতিঃস্বভাব এবং অবিজ্ঞা-কাম-কর্মবিরহিত, একথা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে ;
সে সন্দেহে এই যুক্তি বলা হইয়াছে যে, আত্মা স্বভাবতঃ অসঙ্গ, অবিজ্ঞা ও
কাম-কর্মাদি ধর্মগুলি তাহার আগন্তুক বা অস্বাভাবিক । সে কথার উপর এখন
আশঙ্কা হইতেছে যে, প্রথমে বলা হইয়াছে,—আত্মা চৈতন্যস্বরূপ হইলেও

[সুষুপ্তি সময়ে] পরস্পর সমালিঙ্গিত স্ত্রী-পুরুষের স্থায় একীভাব প্রাপ্ত হওয়ার কিছুই জানিতে পারে না ; সেই প্রসঙ্গে আশঙ্কা হইয়াছিল যে, কাম-কর্ম্মাদি ধর্ম্মগুলি যেমন আত্মার স্বভাব নহে, তেমনি স্বয়ংজ্যোতিষ্ক বা স্বপ্রকাশত্বও আত্মার স্বভাব হইতে পারে না ; যেহেতু সুষুপ্তি সময়ে উহার সন্ধ্যাব দেখিতে পাওয়া যায় না ; এই আশঙ্কার নিরাসার্থ সমালিঙ্গিত স্ত্রী-পুরুষের দৃষ্টান্ত প্রদর্শনপূর্ব্বক সমাধান করিয়াছেন যে, সুষুপ্তি-সময়েও আত্মার স্বয়ংজ্যোতিঃস্বভাব বিद्यমানই থাকে, কেবল একীভাব নিবন্ধন তাহার প্রতীতি হয় না মাত্র ; কিন্তু কাম-কর্ম্মাদির স্থায় উহা কখনই আগন্তুক (অস্বাভাবিক) নহে ; এই প্রাসঙ্গিক কথা শেষ করিয়া, বাহ্য প্রকৃত (প্রস্তাবিত) বিষয়, এখন তাহারই অনুসরণ করিতেছেন । এখানে ইহাই প্রকৃত বা বর্ণনীয় বিষয় যে, আত্মার সেই রূপটি সত্যসত্যই অবিদ্যা ও কাম-কর্ম্মাদিবিনিশ্চুক্ত, যে রূপটি সুষুপ্তিসময়ে প্রত্যক্ষ করা হয় ; আর আত্মার যে রূপটিকে সর্ব পদার্থের সহিত সম্বন্ধাতীত বলা হইয়াছে, তাহাও যথার্থ স্বরূপই বলা হইয়াছে । ১

যেহেতু এই সুষুপ্তিসময়ে উক্ত অতিচ্ছন্দ অপহতপাপ্য ও অভয় (সর্বভয়রহিত) রূপটি পরিনিষ্পন্ন হয়, সেইহেতুই এই সময়ে পিতা—জনক অর্থাৎ পুত্রের প্রাতি যে পিতৃত্ব সম্বন্ধ, পুত্রোৎপাদনরূপ কর্ম্মই তাহার নিমিত্ত ; সুষুপ্তি সময়ে সেই ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ থাকে না ; থাকে না বলিয়াই তখন পিতাও পুত্রত্ব সম্বন্ধের কারণীভূত জনকত্ব হইতে বিমুক্ত হন ; এই কারণে তখন পিতাও অ-পিতা হন । একথা হইতে ইহাও বেশ বুঝা যাইতেছে যে, পিতার স্থায় পুত্রও তখন পিতার অ-পুত্র হয় অর্থাৎ তাহারও পুত্রত্ব সম্বন্ধ তখন রহিত হইয়া যায় ; কেন না, পিতা ও পুত্র উভয়ের সম্বন্ধই কর্ম্মঘটিত ; ‘অপহতপাপ্য’ উক্তি হইতে পাওয়া যায় যে, সে সম্বন্ধ তখন তিরোহিত হইয়া যায় ; [সূত্রোং তখন পিতার প্রাতি পুত্রের পুত্রত্বও থাকতে পারে না] । এইরূপ মাতাও অ-মাতা হন, অর্থাৎ পুত্রের প্রাতি মাতার মাতৃত্ব তখন রহিত হইয়া যায় ; এইপ্রকার, কর্ম্ম দ্বারা স্বর্গাদি যে সমস্ত লোক জন্ম করা হইয়াছে বা হইবে, সে সমুদয় কর্ম্মের সহিতও সম্বন্ধ বিদ্বস্ত হওয়ার, তখন ঐ সমস্ত স্বর্গাদি লোকও অ-লোক হয় ; যে সমস্ত দেবতা কর্ম্মের অঙ্গস্বরূপ, কর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ ধ্বংস হওয়ার, সেই সমস্ত দেবতাও তখন দেবতা থাকেন না ; এবং সাধ্য-সাধনসম্বন্ধ প্রাপ্তপাদক সমস্ত বেদ অর্থাৎ অমুক কর্ম্ম দ্বারা অমুক ফল লাভ করা যায়, ইহা প্রাপ্তিপাদন করাই বাহাদেব উদ্দেশ্য, সেই সমুদয় ব্রাহ্মণ ও মন্ত্র—কর্ম্মাঙ্গ-সংবদ্ধ এই উভয়-

প্রকার বেদই কর্মসম্পাদনার্থ লোকের অধীত ও অধ্যোতব্য হইয়া থাকে ; তখন সেই কর্মসম্বন্ধ বিলুপ্ত হইয়া যায়, এই কারণে সে সময় বেদসমূহও অবৈদে পরিণত হয় । ২

পুরুষ তখন যে, কেবল শুভকর্মের সম্বন্ধই অতিক্রম করে, তাহা নহে, পরন্তু অত্যন্ত ভয়াবহ অন্তত কর্মের সম্বন্ধ হইতেও তখন বিনিমুক্ত হইয়া থাকে । অতঃপর সেই কথাই বলা হইতেছে—এ সময়ে স্তেন অর্থাৎ ব্রাহ্মণের স্তবর্ণাপহারী—যাহার দ্রুণ মহাপাতকী ‘স্তেন’ বলিয়া কথিত হয়, সেই চৌর্যজনিত পাপ হইতেও বিমুক্ত হয় । এখানে মহাপাতকী ক্রণহত্যাকারীর সহিত এক সঙ্গে পঠিত হইয়াছে বলিয়া ‘স্তেন’ শব্দে ব্রাহ্মণের স্তবর্ণাপহারী বুঝিতে হইবে (১) । এইরূপ, এখানে ক্রণহত্যাকারীও অক্রণহা হয় । কেবল যে, ইহজন্যকৃত কর্ম হইতেই বিমুক্ত হয়, তাহা নহে ; পরন্তু অত্যন্ত নিকৃষ্ট যোনিতে জন্মের কারণীভূত স্বাভাবিক কর্ম হইতেও নিমুক্ত হইয়া থাকে । [ইহা জ্ঞাপনের জন্য বলিতেছেন—] এখানে চাণ্ডালও চাণ্ডাল থাকে না ; শূদ্রকর্তৃক ব্রাহ্মণীর গর্ভে উৎপাদিত সন্তান চণ্ডালনামে প্রসিদ্ধ ; চণ্ডাল ও চাণ্ডাল একই অর্থ । সেসময় চাণ্ডাল-জন্মপ্রাপক কর্মদ্বারা অসম্বন্ধ হওয়ায়, সেই চাণ্ডালও চাণ্ডাল থাকে না । এইরূপ পৌকস—পুত্ৰস অর্থ শূদ্র হইতে কত্রিয়া-গর্ভে জাত সন্তান ; সেই পুত্ৰসও তখন অ-পুত্ৰস হয় । এইরূপ আশ্রমসম্বন্ধ যে সমুদয় কর্ম আছে, সে সমুদয় কর্মের সহিতও যে, তখন তাহার অসম্বন্ধভাব ঘটে, তাহা বলিতেছেন—তখন শ্রমণও অশ্রমণ হয় । শ্রমণ অর্থ পরিত্রাজক ; যে কর্মদ্বারা শ্রমণ হয়, সেই কর্মসম্বন্ধরহিত হওয়ায় তখন সেই শ্রমণও অ-শ্রমণ হয় । এইরূপ তাপস—বানপ্রস্থও অতাপস হয় । যত রকম বর্ণাশ্রমাদি-বিভাগ আছে, তৎসমস্তেরই অভাব বুঝাইবার নিমিত্ত এখানে শ্রমণ ও তাপসের পৃথক্ উল্লেখ করা হইয়াছে ।

অধিক কি, তখন শাস্ত্রবিহিত পুণ্য কর্ম এবং বিহিতের অকরণ ও নিষিদ্ধের আচরণজনিত যে পাপ হয়, সে পাপেও লিপ্ত হয় না । এখানে ‘অনন্যগতম্’ কথাটি ‘রূপের’ বিশেষণ ; এইজন্ত ক্রীবলিঙ্গ হইয়াছে ; কারণ, এখানেও পূর্বোক্ত

(১) তাৎপর্য—ক্রণহত্যাকারী মাত্রই মহাপাতকী নহে ; পরন্তু ব্রাহ্মণ ক্রণহত্যাকারীই মহাপাতকীমধ্যে পরিগণিত হয় ; অতএব ‘ক্রণহা’ শব্দেও এখানে ব্রহ্মহত্যাকারী বুঝিতে হইবে । মনু বলিয়াছেন—

“ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তেয়ং গুরুত্বনাশমঃ ।

মহান্তি পাতকাত্মাহন্তংসংসর্গচ্চ পঞ্চমঃ ॥”

ভাষ্যকার এই অভিপ্রায়ে ‘স্তেন’ শব্দের ঐরূপ অর্থ করিয়াছেন ।

‘অভয়ং রূপম্’ কথাই অনুবৃত্তি হইয়াছে । কেন যে পাপাদির সহিত সম্বন্ধ থাকে না, এখন তাহার কারণ নির্দেশ করিতেছেন—যেহেতু সুবৃন্ত পুরুষ সেই সময়ে হৃদয়গত সমস্ত শোক অতিক্রম করে, অর্থাৎ শোকবিমুক্ত হয় । এখানে শোক অর্থ—কামনা ; অভিলষিত বিষয়বিষয়ে প্রার্থনাই (কামনাই) সেই বিষয়ের বিরোগে শোকে পরিণত হইয়া থাকে ; কেন না, প্রার্থিত বিষয়টি যদি লাভ করা না যায়, কিংবা লাভের পর বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন সেই বিষয়ের উদ্দেশ্যে চিন্তাকুল হইয়া লোকে সন্তাপ অনুভব করিয়া থাকে ; এইজন্তই শোক, রতি ও কাম, এই তিনটি সমানার্থক শব্দ । পূর্বেও কথিত হইয়াছে যে, পুরুষ এ সময় কোন বিষয়ে কামনা করে না, এবং ‘অতিচ্ছন্দা’ হয় ; সেই প্রস্তাবান্তর্গত এই ‘শোক’ শব্দও কামনাবোধক হওয়াই উচিত । কামনাই কর্মের হেতু অর্থাৎ কর্মে প্রবৃত্তির কারণ ; পরেও বলিবেন—‘সেই পুরুষ যেরূপ কামনাসম্পন্ন হয়, সেইরূপই সঞ্চর করিয়া থাকে, সেই কর্মেরই অনুষ্ঠান করে’ ইতি । যেহেতু পুরুষ এ সময়ে সমস্ত কামনার অতীত হয়, সেইহেতু—সর্বপ্রকার কামনা উত্তীর্ণ হওয়ায় ‘অনন্যগতং পুণ্যেন’ কথা বলা যুক্তিযুক্তই হইয়াছে । ৪

‘হৃদয়শ্চ’ ইতি ; হৃদয় অর্থ—পদ্মাকার মাংসপিণ্ড ; অস্তঃকরণ বুদ্ধি সেই হৃদয়-পদ্মের মধ্যে অবস্থান করে ; এই জন্ত—মঞ্চস্থ লোকে শব্দ করিলে যেমন ‘মঞ্চ শব্দ করিতেছে’ বলা হইয়া থাকে, তেমনি হৃৎপদ্ম-মধ্যগত বুদ্ধিকেও হৃদয় বলা হইয়া থাকে । ‘কাম, সংকল্প ও সংশয় ইত্যাদি সমস্তই মনের ধর্ম’ এই শ্রুতিবাক্য হইতেও জানা যায় যে, হৃদয়ের যে সমস্ত শোক, সে সমস্ত বুদ্ধিরই ধর্ম । ইহার পরেও বলিবেন—‘ইহার হৃদয়াশ্রিত যে সমস্ত কাম’ ইতি । শোক আত্মাশ্রিত—আত্মার ধর্ম, এইরূপ ভ্রম হইতে পারে, সেই ভ্রম নিরাসের জন্ত এখানে ‘হৃদি শ্রিতাঃ’ ও ‘হৃদয়শ্চ শোকাঃ’ বলা হইয়াছে । পূর্বোক্ত ‘মৃত্যুর রূপসমূহ অতিক্রম করে’ এই বাক্য হইতে জানা যায় যে, সুবৃন্ত সময়ে পুরুষ জ্ঞান-সাধন হৃদয়ের সহিত সম্বন্ধরহিত হয় ; জ্ঞান-সাধন সেই হৃদয়ের সম্বন্ধ অতিক্রম করায় হৃদয়াশ্রিত কাম-সম্বন্ধও যে, অতিক্রম করে, এ কথা অবশ্যই যুক্তিসঙ্গত হইতেছে । ৫

কিন্তু, যে সমস্ত বাদী বলিয়া থাকেন—হৃদয়াশ্রিত কামনা ও বাসনাসমূহ বুদ্ধির সহিত সম্বন্ধ প্রাপ্ত আত্মায় বাইয়া সন্মিলিত হয় ; পুটপাক তৈলে যেমন পুস্তের অভাবেও পুস্তগন্ধ থাকিয়া যায়, তেমনি হৃদয়ের ধ্বংস হইলেও তৎসংসৃষ্ট আত্মায় বুদ্ধির ধর্ম কামনা ও তাহার সংস্কাররাশি বিদ্যমান থাকে । তাহাদের

মতে ‘কাম সমুদ্র [ইত্যাদি মনের ধর্ম]’, ‘রূপসমূহ হৃদয়েই থাকে’ এবং ‘হৃদয়ের শোক’ ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যগুলিরও নিশ্চয়ই আনর্থক্য হইয়া পড়ে । যদি বল, হৃদয়ের সাহায্যে উৎপন্ন হয় বলিয়া [কামাদিকে হৃদয়ের ধর্ম বলা হইয়াছে] ; না—সে কথাও বলিতে পার না ; কেন না, ‘হৃদি শ্রিতাঃ’ শ্রুতিতে ঐ কথাটি আরও স্পষ্ট করিয়া বলা আছে । হৃদয় যদি কামাদির আশ্রয় না হইয়া কেবল করণই অর্থাৎ কামাদি উৎপত্তির কেবলই দ্বার মাত্র হইত, তাহা হইলে, ‘হৃদি শ্রিতাঃ’ (হৃদয়ে অবস্থিত), এবং ‘হৃদয়েই সমস্ত রূপ বিদ্যমান থাকে’ এসমস্ত কথা সঙ্গত হইত না ; পক্ষান্তরে, এখানে আত্মশুদ্ধি প্রতিপাদন করাই যখন শ্রুতির অভিপ্রেত, তখন কামাদিকে হৃদয়গত বলিয়া প্রতিপাদন করাই যুক্তি-যুক্ত হয় ; কারণ, ‘যেন ধ্যানই করিতেছে, যেন স্পন্দনই করিতেছে’ এই স্পষ্টার্থক শ্রুতির অণুপ্রকার অর্থ করা কখনই সম্ভবপর হয় না । ৬

ভাল কথা, এখানে ‘হৃদয়াশ্রিত যে সমুদ্র কাম’ এইরূপ বিশেষোক্তি হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, আত্মাশ্রিতও কতকগুলি কামনা আছে ? না, সেরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না ; কারণ, এখানে অন্ত কোনও আশ্রয়কে লক্ষ্য করিয়া উক্ত বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে ; [অভিপ্রায় এই যে,] যে সমুদ্র কামনা হৃদয়ে প্রাদুর্ভূত হয় নাই, ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত রহিয়াছে, এবং যে সমুদ্র কামনা প্রাদুর্ভূত হইবার পর, প্রতিকূল ভাবনার দ্বারা নিবৃত্ত হইয়া গিয়াছে, সে সমুদ্র কামনাও নিশ্চয়ই এক সময়ে হৃদয়াশ্রিত ছিল ; এই কারণে এখনও সেগুলির হৃদয়ে সম্ভাবনা হইতে পারে, সেই সমুদ্র সম্ভাবিত কামনাকে অপেক্ষা করিয়া—যে সমস্ত কামনা হৃদয়ে প্রাদুর্ভূত হইয়া বিষয়বিশেষে বর্তমান আছে, ‘সেই সমুদ্র কামনা হইতে বিমুক্ত হয়’, এইরূপ বিশেষ বচন যুক্তিযুক্তই হইয়াছে । ৭

যদি বল, তথাপি বিশেষণের—‘হৃদয়ের শোক’ এইরূপ বিশেষোক্তির ত কিছুমাত্র প্রয়োজন দেখা যায় না ? না—সে কথাও বলিতে পার না ; কারণ, প্রথমতঃ ঐ সমস্ত কামনার পরিত্যাগে যত্নাধিক্য প্রদর্শন করা ইহার একটি প্রয়োজন ; দ্বিতীয়তঃ শাস্ত্রে ঐরূপ উপদেশ না থাকিলে, একটা অনিষ্টকর কল্পনাও হইতে পারিত—কামনাসমূহকে আত্মার ধর্ম বলিয়াও কেহ কেহ মনে করিতে পারিত ; অথচ তাহা শ্রুতির অভিপ্রেত নহে ; ঐরূপ বিশেষ বচনে সেই আশঙ্কা নিবারিত হইয়াছে । বলিতে পার যে, ‘ন কংচন কামং কাময়তে’ (কোন কাম্য বিষয়েই কামনা করে না,) এই বাক্যে আত্মাতে কামনার নিষেধ

থাকায়, কামনাসমূহের আত্মপ্রিতত্ব ত শ্রুতই হইয়াছে ; [স্মৃতরাং অশ্রুত বলিতেছ কিরূপে ?] না—এরূপ আশঙ্কা করিতে পার না ; ‘সধীঃ স্বপ্নো ভূত্বা’ (বুদ্ধির সহযোগে স্বপ্নাবস্থা লাভ করিয়া,) এই বাক্যে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, আত্মার যে কামাশ্রয়ত্ব, বুদ্ধি-সম্বন্ধই তাহার একমাত্র কারণ। বিশেষতঃ অন্তত আত্মাকে অসঙ্গ বলিয়াও নির্দেশ করা হইয়াছে ; আত্মা যদি যথার্থই কামনার আশ্রয় হইত, তাহা হইলে আত্মাকে অসঙ্গ বলিয়া প্রতিপাদন করা কখনই যুক্তি-যুক্ত হইত না ; কেন না, সঙ্গ আর কাম যে, একই পদার্থ, এ কথা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। যদি বল, ‘আত্মকামঃ’ শ্রুতি হইতে আত্মার স্ববিষয়ে কামনার সম্ভাব পাওয়া গিয়াছে ; না—তাহাও পাওয়া যায় নাই ; নিজের অতিরিক্ত বিষয়ে কামনা নিষেধ করাই ঐ শ্রুতির অভিপ্রেত অর্থ, কিন্তু আত্ম-বিষয়ে কামনার সম্ভাব প্রতিপাদন করা উহার অর্থ নহে । ৮

যদি বল, বৈশেষিকাদি দর্শনশাস্ত্রে ত আত্মাকেই কামাদি ধর্মের আশ্রয় বলিয়া প্রতিপাদন করা হইয়াছে ; না, সে কথাও বলিতে পার না ; কারণ, “হৃদি শ্রিতাঃ” ইত্যাদি স্পষ্টার্থক শ্রুতিবিরুদ্ধ বলিয়া বৈশেষিকাদি শাস্ত্রোক্ত ঐ সমস্ত যুক্তি উপেক্ষণীয় ; কারণ, শ্রুতিবিরুদ্ধ যুক্তিকে অসদ্যুক্তি বলিয়া স্বীকার করা হইয়া থাকে (১)। বিশেষতঃ শ্রুতির ‘স্বঃস্বৈর্য্যোতিষ্টে’ বচনও এরূপ যুক্তির অনাদরণীয়তার পক্ষে অপর কারণ, অর্থাৎ এরূপ যুক্তিকে যদি প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে, শ্রুতি স্বপ্নাবস্থার আত্মাকে যে, স্বয়ং-জ্যোতিঃস্বরূপ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, এবং কামাদি ধর্মগুলিকেও যে, কেবল চৈতন্যমাত্রাবলম্বী বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সে কথাও ব্যাঘাত হইয়া পড়ে ; কারণ, কামাদি যদি আত্মসমবেত—আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম হয়, তাহা হইলে, সেই কামাদিকে শুদ্ধ চৈতন্যমাত্রাবলম্বী বলিয়া নির্দেশ করা যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। চক্ষুরিন্দ্রিয়গত বিশেষ গুণ ইহার দৃষ্টান্ত। দৃশ্যমাত্রই দ্রষ্টা

(১) তাৎপর্য—মীমাংসকগণ বলিয়া থাকেন যে, ‘নিরপেক্ষা রবঃ শ্রুতিঃ’ অর্থাৎ শ্রুতিবাক্য নিজের প্রামাণ্য স্থাপনের জন্য অপর কোনও প্রমাণের অপেক্ষা করে না ; স্মৃতরাং উহা স্বতঃ প্রমাণ ; আর যুক্তি যতই সূদৃঢ় হউক না কেন, অগ্রে তাহার পরীক্ষা করা আবশ্যক হয়—উহা সত্য কি না ; স্মৃতরাং কোন যুক্তিই স্বতঃ প্রমাণ নহে ; কাজেই স্বতঃ প্রমাণ শ্রুতির বিরুদ্ধে উপস্থাপিত যুক্তি মাত্রই দুর্বল, দুর্বল ত কখনই প্রবলের বাধা ঘটাইতে পারে না। বিশেষতঃ এরূপ যুক্তির ভ্রম প্রদর্শন করাও অসম্ভব নহে ; অতএব উহা ঠিক যুক্তি নহে—যুক্ত্যান্তঃসং—দেখিতে যুক্তির মত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা যুক্তি নহে।

হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ ; এই যুক্তি দ্বারা স্বপ্নসময়ে জ্ঞটার (আত্মার) স্বয়ংজ্যোতিঃ-
স্বরূপত্ব সমর্থন করা হইয়াছে ; আত্মাকে কামাদি ধর্মের আশ্রয় বলিয়া স্বীকার
করিলে স্রুতির ঐ সমস্ত কথা বাধিত হইয়া পড়ে । ৯

সমস্ত শাস্ত্রার্থের সহিত বিরোধ সম্ভাবনাও এপক্ষে অপর যুক্তি—আত্মাকে
পরমাত্মার একদেশ ও কামাদির আশ্রয় বলিয়া কল্পনা করিলে, অসঙ্গতাদি
বোধক সমস্ত শাস্ত্রের অর্থ বাধিত হইবার সম্ভাবনা হয় ; একথা আমরা ইতঃ-
পূর্বেই বিস্তৃতভাবে প্রতিপাদন করিয়াছি ; এখন বিশেষ যত্নসহকারে আত্মার
কামাদি-ধর্ম-সম্বন্ধ প্রতিষেধ করা আবশ্যক হইয়াছে ; কারণ, তাহা না হইলে জীব
যে, পরমাত্মার সহিত অভিন্ন, ইহা সিদ্ধ হয় না ; অধিকন্তু আত্মাকে পরমাত্মার
একদেশ ও কামাদি ধর্মবিশিষ্ট বলিয়া কল্পনা করিলে, শাস্ত্রের অভিপ্রেত অর্থ ই
বাধিত হইবার সম্ভব হয় । নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকগণ যেমন, ইচ্ছা যত্ন প্রভৃতি
ধর্মগুলিকে আত্মার ধর্ম বলিয়া কল্পনা করায় উপনিষৎ-শাস্ত্রের মূখ্যার্থের সহিত
একমত হন না, তেমনি ভর্তুপ্রপঞ্চের এই কল্পনাও উপনিষৎ-শাস্ত্রের অভিপ্রেত
অর্থের বাধা ঘটায় বলিয়া কখনই আদরণীয় হইতে পারে না । (১) ॥২৭৪॥২২

আভাসভাষ্যম্ :—জীপুংসমোরিবেকত্বাৎ ন পশুতীত্যুক্তম্ ; স্বয়ং-
জ্যোতিরিত্তি চ । স্বয়ংজ্যোতিষ্ট্বং নাম চৈতন্যাত্মস্বভাবতা ; যদি হি অগ্ন্যুষ্ণত্বাদি-
বৎ চৈতন্যাত্মস্বভাব আত্মা, ন কথমেকত্বেহপি হি স্বভাবৎ জহাৎ—ন জানীয়াৎ ?
অথ ন জহাতি ; কথমিহ স্রুপ্তে ন পশুতি ? বিপ্রতিষিদ্ধমেতৎ—চৈতন্যম্ আত্ম-
স্বভাবঃ, ন জানাতি চেতি । ন বিপ্রতিষিদ্ধম্, উভয়মপ্যেতদুপপত্তত এব ।
কথম্ ?—

আভাসভাষ্যানুবাদ :—পূর্ব প্রকরণে কথিত হইয়াছে যে, সমা-
লিঙ্গিত জী-পুরুষের জ্ঞান একত্ব ঘটে বলিয়াই, জীব কিছুমাত্র জানিতে পারে না,
এবং সে সময় আত্মা স্বয়ংজ্যোতিঃস্বরূপে প্রকাশিত থাকে । স্বয়ংজ্যোতিষ্ট্বং অর্থ—
চৈতন্যস্বভাবত্ব । এখন দ্বিজ্ঞাত্ব এই যে, চৈতন্যই যদি আত্মার স্বভাব হয়,
তাহা হইলে, পরমাত্মার সহিত একত্ব হইলেই বা, সে নিজের স্বভাব পরিত্যাগ

(১) তাৎপর্য—জ্ঞায় ও বৈশেষিকমতে জীবাত্মা ও পরমাত্মা সম্পূর্ণ পৃথক্ । পরমাত্মারও
কতকগুলি গুণ আছে, এবং জীবাত্মারও কতকগুলি গুণ আছে ; তাহার নির্দেশ এইরূপ—

“বুদ্ধ্যাদি বহুকং সংখ্যাদিপঞ্চকং ভাবনা তথা । ধর্মাধর্মৌ গুণা এতে আত্মনঃ স্যুচ্চতুর্দশ ॥”
অর্থাৎ বুদ্ধি, স্মৃতি, দ্রুতি, ইচ্ছা, যত্ন, সংখ্যা, পরিমাণ, পার্থক্য, সংযোগ, বিভাগ, ভাবনা,
নামক সংস্কার, ধর্ম ও অধর্ম—এই চতুর্দশটি গুণ আত্মার ধর্ম ।

করিবে কিরূপে ? এবং সে সময়ে কিছু জানিতেই বা পারে না কেন ? যদি নিশ্চয়ই স্বভাব ত্যাগ না করে, তাহা হইলে সুষুপ্তি সময়ে দেখিতে পার না কেন ? অতএব চৈতন্য আত্মার স্বভাব, অথচ সে সময়ে আত্মা কিছুই জানিতে পারে না, একথা যুক্তিবিরুদ্ধ । না—ইহা বিরুদ্ধ হয় না, এই উভয় কথাই উপপন্ন হয় ; কিরূপে ? [শ্রুতি তাহা বলিতেছেন—] ।

যদৈ তন্ন পশ্যতি পশ্যন্ বৈ তন্ন পশ্যতি, নহি দ্রষ্টৃদৃষ্টে-
বিপরিলোপো বিদ্যতেহবিনাশিত্বাৎ । ন তু তদ্বিতীয়মস্তি
ততোহন্যদ্বিভক্তং যৎ পশ্যেৎ ॥২৭৫॥২৩॥

সম্বলার্থঃ ১—তৎ (তত্র সুষুপ্তৌ) যৎ বৈ ন পশ্যতি (ন জানাতি)
[আত্মা], [বস্তুতঃ] তৎ পশ্যন্ বৈ (জানন্—এব) ন পশ্যতি ; [কুতঃ ?] অবি-
নাশিত্বাৎ (ধ্বংসরহিতত্বাৎ হেতোঃ) ; দ্রষ্টুঃ (পুরুষশ্চ) দৃষ্টেঃ (জ্ঞানশ্চ) বিপরি-
লোপঃ (সম্যক্ অভাবঃ) নহি (নৈব) বিদ্যতে (নিত্যশ্চ আত্মজ্যোতিষঃ কদাচি-
দপি অভাবো ন ভবতীত্যশয়ঃ) । [তর্হি কথং ন পশ্যতি, তত্রাহ—] তু (কিন্তু)
তৎ (তদা সুষুপ্তৌ) ততঃ (সুষুপ্ত্যাং পুরুষাং) বিভক্তং (পৃথগ্ভূতং) অন্তঃ
দ্বিতীয়ং ন অস্তি, যৎ পশ্যেৎ (জানীয়াৎ) ; [তদানীং দর্শনীয়-দ্বৈতাভাবাৎ ন
পশ্যতীতি ভাবঃ] ॥২৭৫॥২৩॥

মূলানুবাদ ১—সুষুপ্তি সময়ে জীব যে দর্শন করে না, [বুঝিতে
হইবে,] দেখিয়াও দেখে না ; দ্রষ্টার (জীবের) দৃষ্টি বা জ্ঞানস্বভাব
অবিনাশী অর্থাৎ ধ্বংসরহিত ; সূত্রাং কখনও তাহার সম্পূর্ণ অভাব
হয় না ; পরন্তু, যাহা দর্শন করিবে, এরূপ অতিরিক্ত দ্বিতীয় কোন
বস্তু থাকে না । [অতএব সে সময়ে দর্শন-ব্যবহার থাকে না বলিয়াই
যে, তাহার চৈতন্যস্বভাব বিলুপ্ত হয়, তাহা মনে করিতে পারা যায়
না] ॥২৭৫॥২৩।

শাক্তব্রহ্মণ্যম্ ১—যদৈ সুষুপ্তে তৎ ন পশ্যতি, পশ্যন্ বৈ তৎ তত্র পশ্যন্তেব
ন পশ্যতি, যৎ তত্র সুষুপ্তে ন পশ্যতীতি জানীষে, তন্ন তথা গৃহীয়াঃ । কস্মাৎ ?
পশ্যন্ বৈ ভবতি তত্র । ১

টীকা । যদৈ তৎ ন পশ্যতীত্যাভেদঃ সম্বন্ধঃ বক্তৃং বৃত্তং কীর্তয়তি—দ্বীপুংসয়োৱিতি ।
চকারাদ্ব্যক্তং স্বয়ংজ্যোতিষ্টমিতি সম্বন্ধান্তে । কিমিদং স্বয়ংজ্যোতিষ্টমিতি, তদাহ—স্বয়ং-
জ্যোতিষ্টং নামেতি । এবং বৃত্তমশ্রুত্বোক্তরবাক্যব্যাবর্ত্যাং শক্যমাহ—যদীত্যাদিনা । স্বভাব-

ত্যাগমেবাভিনয়তি—ন জানীরাদিতি । তৎত্যাগাভাবে হৃৎপুং বিশেষবিজ্ঞানরাহিত্যমবুদ্ধ্য-
মিত্যাহ—অথেষ্যাদিনা । আত্মা চিদ্রূপোহপি হৃৎপুং বিশেষঃ ন জানাতি চেৎ, কিং
দ্রুয়তীত্যাহ—বিপ্রতিষিদ্ধমিতি । পরিহরতি—নেতি । উভয়ং চৈতন্ত্বভাবতঃ বিশেষ-
বিজ্ঞানরাহিত্যং চেত্যর্থঃ । উভয়স্বীকারে শক্তিতঃ বিপ্রতিষেধমাকাঙ্ক্ষাপূর্বকং শ্রুত্যা নিরা-
করোতি—কথমিত্যাদিনা । যদৈ তদিত্যাদিবাচ্যং চোদিতার্থানুবাদস্তৎপরিহারস্ত পশ্যন্
ইত্যাদিবাচ্যমিতি বিভজ্যতে—যৎ তদ্বৈতি । ১

নন্বেষৎ ন পশ্যতীতি হৃৎপুং জানীমঃ, যতো ন চক্ষুর্বা মনো বা দর্শনে করণং
ব্যাপ্তমন্তি ; ব্যাপ্তেষু হি দর্শনশ্রবণাদিষু পশ্যতীতি ব্যবহারো ভবতি, শৃণো-
তীতি বা । ন চ ব্যাপ্তানি করণানি পশ্যামঃ ; তস্মান্ন পশ্যত্যেবায়ম্ । ন হি ;
কিস্তুহি ? পশ্যন্তেব ভবতি ; কথম্ ? ন হি যস্মাৎ দ্রষ্টুঃ দৃষ্টিকর্তুঃ, বা দৃষ্টিঃ, তস্তা
দৃষ্টেবিপরিলোপঃ বিনাশঃ, স ন বিদ্যতে ; যথা অগ্নেরৌক্যং যাবদগ্নিভাবি, তথা
অয়ং চাত্মা দ্রষ্টা অবিনাশী, অতঃ অবিনাশিত্বাদাত্মনো দৃষ্টিরপি অবিনাশিনী,
যাবদ্রষ্টৃভাবিনী হি সা । ২

ন হীত্যাদিবাচ্যনিরস্তামাশঙ্কামাহ—নদ্বিতি । চক্ষুরাদিব্যাপারাব্যবহারেহপি হৃৎপুং দর্শনাদি
কিং ন শ্রাদিত্যাশঙ্কাহ—ব্যাপ্তোদ্বিতি । অস্ত তর্হি তত্রাপি করণব্যাপারঃ, নেত্যাহ—ন
চেতি । অয়মিতি হৃৎপুংপুরুষোক্তিঃ । ন পশ্যত্যেবোতি নিয়মঃ নিষেধতি—ন হীতি । তত্র
হেতুং বক্তুং প্রত্নপূর্বকং প্রতিজ্ঞাং প্রস্তোতি—কিং তহীতি । তত্রাকাঙ্ক্ষাপূর্বকং হেতুবাচ্য-
মুখাপ্য বাচষ্টে—কথমিত্যাদিনা । অবিনাশিত্বাদিত্যেতদ্বাকুর্কন্ দৃষ্টেবিনাশাভাবঃ স্পষ্টয়তি
—অথেষ্যাদিনা । ২

ননু বিপ্রতিষিদ্ধমিদমভিধীয়তে—দ্রষ্টুঃ সা দৃষ্টিঃ, ন বিপরিলুপ্যতে ইতি চ ;
দৃষ্টিশ্চ দ্রষ্টা ক্রিয়তে ; দৃষ্টিকর্তৃত্বাচ্চি দ্রষ্টেত্যাচ্যতে ; ক্রিয়মাণা চ দ্রষ্টা দৃষ্টির্ন বিপরি-
লুপ্যত ইতি চ অশক্যং বক্তুন্ । ননু ন বিপরিলুপ্যতে ইতি বচনাদবিনাশিনী
শ্রুৎ, ন, বচনস্ত জ্ঞাপকত্বাৎ ; ন হি জ্ঞায়প্রাপ্তো বিনাশঃ কৃতকস্ত বচনশতেনাপি
বারয়িতুং শক্যতে, বচনস্ত যথাপ্রাপ্তার্থজ্ঞাপকত্বাৎ । ৩

দ্রষ্টুর্দৃষ্টির্ন নশ্যতীত্যত্র বিরোধঃ চোদয়তি—নদ্বিতি । বিপ্রতিষেধমেব সাধয়তি—
দৃষ্টিশ্চেতি । কার্য্যস্তাপি বচনাদবিনাশঃ শ্রাদিতি শঙ্কতে—নদ্বিতি । তস্তাকারকত্বান্ন নৈবমিতি
পরিহরতি—ন বচনশ্রুতি । তদেব স্মৃটয়তি—ন হীতি । যৎ কৃতকং তদনিত্যমিতি ব্যাপ্তানু-
গৃহীতানুমানবিরোধাদ্ বচো ন কার্য্যনিত্যত্ববোধকমিত্যর্থঃ । ৩

নৈব দোষঃ, আদিত্যাদিপ্রকাশকত্ববৎ দর্শনোপপত্তেঃ ; যথা আদিত্যাদয়ো
নিত্যপ্রকাশস্বভাবা এব সন্তঃ স্বাভাবিকেন নিত্যেনৈব প্রকাশেন প্রকাশয়ন্তি ;
ন হি অপ্রকাশাত্মনঃ সন্তঃ প্রকাশং কুর্কন্তঃ প্রকাশয়ন্তীত্যাচ্যন্তে ; কিং তর্হি ?

স্বভাবেনৈব নিত্যেন প্রকাশেন । তথায়মপি আত্মা অবিপরিলুপ্তস্বভাবয়া দৃষ্ট্যা নিত্যয়া দ্রষ্টেত্যাচতে । গোণং তর্হি দ্রষ্টৃত্বম্ ? ন, এবমেব মুখ্যত্বোপপত্তেঃ ; যদি হি অগ্ৰণাপ্যায়নো দ্রষ্টৃত্বং দৃষ্টম্, তদাশ্চ দ্রষ্টৃত্বশ্চ গোণত্বম্ ; ন তু আত্মনোহস্তো দর্শনপ্রকারোহস্তি ; তদেবমেব মুখ্যং দ্রষ্টৃত্বমুপপত্ততে, নাত্মণা—যথা আদিত্যা-
দীনাং প্রকাশয়িতৃত্বং নিত্যেনৈব স্বাভাবিকেনাক্রিয়মাণেন প্রকাশেন, তদেব চ প্রকাশয়িতৃত্বং মুখ্যং, প্রকাশয়িতৃত্বাস্তরানুপপত্তেঃ । তস্মান্ন দ্রষ্টৃদৃষ্টিবিপরিলুপ্যাত-
ইতি—ন বিপ্রতিষেধগন্ধোহপ্যস্তি । ৪

কুটস্থদৃষ্টিরেবাত্র দ্রষ্টৃশব্দার্থো ন দৃষ্টিকর্তা, তৎ ন বিপ্রতিষেধোহস্তীতি সিদ্ধান্তয়তি—নৈব
দোষ ইতি । আদিত্যাদিপ্রকাশকত্ববদিত্যুক্তং দৃষ্টাত্বং ব্যাচষ্টে—তথেন্তি । দৃষ্টাত্ত্বেহপি
বিপ্রতিপন্নং প্রত্যাহ—ন হীতি । দর্শনোপপত্তেরিত্যুক্তং দাষ্ট্যৈগতিকং বিভজতে—তথেন্তি ।
আত্মনো নিত্যদৃষ্টিত্বে দোষমাশঙ্কতে—গৌণমিতি । গৌণশ্চ মুখ্যাপেক্ষত্বাৎ, মুখ্যশ্চ চাশ্রয়
দ্রষ্টৃত্বশ্চাত্মানমৈবমিত্যন্তরমাহ—নেত্যাদিনা । তামেবোপপত্তিমুপদর্শয়তি—যদি হীত্যাদিনা ।
অত্মণা কুটস্থদৃষ্টিত্বমন্তরেণেন্তি যাবৎ । দর্শনপ্রকারস্তাত্ত্বং ক্রিয়াক্ত্বম্ । তত্ত্ব নিষ্ক্রিয়ত্বশ্চাতি-
শ্রুতিবিরোধাদিতি শেষঃ । দ্রষ্টৃত্বাস্তরানুপপত্তৌ ফলিতমাহ—তদেবমেবেতি । নিত্যদৃষ্টিত্বে-
নৈবেতার্থঃ । উক্তেহর্থো দৃষ্টাত্ত্বমাহ—যথেন্ত্যাদিনা । তথাআত্মনোহপি দ্রষ্টৃত্বং নিত্যেনৈব
স্বাভাবিকেন চৈতন্যজ্যোতিষা সিধ্যতি, তদেব চ দ্রষ্টৃত্বং মুখ্যং দ্রষ্টৃত্বাস্তরানুপপত্তেরিতি শেষঃ ।
আত্মনো নিত্যদৃষ্টিস্বভাবত্বে ফলিতমাহ—তস্মাদিতি । ৪

ননু অনিত্যক্রিয়াকর্তৃবিষয় এব তচ্-প্রত্যয়ান্তশ্চ শব্দশ্চ প্রয়োগো দৃষ্টঃ—যথা
ছেস্তা ভেস্তা গন্তেতি, তথা দ্রষ্টেত্যাত্রাপীতি চেৎ ; ন, প্রকাশয়িতেতি দৃষ্টত্বাৎ ।
ভবতু প্রকাশকেষু, অত্মণা অসম্ভবাৎ, ন হ্যাত্মনীতি চেৎ ? ন, দৃষ্ট্যবিপরিলোপ-
ক্ষতেঃ । পশ্যামীত্যানুভবদর্শনাৎ নেতি চেৎ ? ন, করণব্যাপারবিশেষাপেক্ষত্বাৎ ;
উক্তত-চক্ষুশাক্ষ স্বপ্নে আত্মদৃষ্টেরবিপরিলোপদর্শনাৎ ; তস্মাদবিপরিলুপ্তস্বভাবৈব-
আনো দৃষ্টিঃ ; অতস্তয়া অবিপরিলুপ্তয়া দৃষ্ট্যা স্বয়ংজ্যোতিঃস্বভাবয়া পশুন্নৈব
ভবতি স্মৃপ্তে । ৫

তুঙ্গশ্চ দ্রষ্টৃশব্দমাশ্রিত্য শঙ্কতে—নয়িতি । অত্রাপ্যনিত্যক্রিয়াকর্তৃবিষয়তুঙ্গশ্চ-শব্দপ্রয়োগ-
ইতি শেষঃ । তুঙ্গশব্দপ্রয়োগস্ত্যানিত্যক্রিয়াকর্তৃবিষয়ত্বং ব্যাভিচারহন্তরমাহ—নেতি । বৈষমা-
মাশঙ্কতে—ভবতিতি । আদিত্যাদিবু স্বাভাবিকপ্রকাশেন প্রকাশয়িতৃত্বমন্ত, কাদাচিৎকপ্রকাশেন
প্রকাশয়িতৃত্বশ্চ তেষদসম্ভবাৎ, ন হ্যাত্মনি নিত্য্য দৃষ্টিরস্তি, তস্মান্নাত্মাবাৎ । তথা চ কাদাচিৎক-
দৃষ্টৌব তত্ত্ব দ্রষ্টৃত্বত্যাৎ । প্রতীচন্দিদ্রুপত্বশ্চ শ্রৌতত্বাৎ কর্তৃত্বং বিনা প্রকাশয়িতৃত্বমবিশিষ্ট-
মিত্যন্তরমাহ—ন দৃষ্টীতি । কুটস্থদৃষ্টিরাশ্বেতুক্তে প্রত্যক্ষবিরোধঃ শঙ্কতে—পশ্যামীতি ।
দ্বিবিধোহনুভবস্তশ্চ কুটস্থদৃষ্টিত্বমনুগৃহীতি, চক্ষুরাদিব্যাপার-ভাবাত্মবাপেক্ষয়া পশ্যামি ন পশ্যামীতি

বিয়োরান্সসাক্ষিকতাদিত্যন্তরমাহ—ন করণেতি । আত্মদৃষ্টেৰ্ণিত্যভেদে হেতুত্বমাহ—উক্তেতি ।
আত্মদৃষ্টেৰ্ণিত্যত্মসংহরতি—তস্মাদিতি । তদ্বিত্যভ্যেক্তিকলমাহ—অত ইতি । ৫

কথং তর্হি ন পশ্যতীতি ? উচ্যতে,—ন তু তদন্তি ; কিংতং ? দ্বিতীয়ং বিষয়-
ভূতম্ ; কিংবিশিষ্টম্ ? ততঃ দ্রষ্টুঃ অত্রং অত্রত্বেন বিভক্তং, যৎ পশ্যেৎ যচ্-
পলভেত । যদ্বি তদ্বিশেষদর্শনকারণমন্তঃকরণং চক্ষুঃ রূপং চ, তদবিভক্তা অত্রত্বেন
প্রত্যাপস্থাপিতমানীং ; তদ্ এতস্মিন্ কালে একীভূতম্, আত্মনঃ পরেণ পরি-
ষজাৎ ; দ্রষ্টুর্হি পরিচ্ছিন্নস্ত বিশেষদর্শনায় করণমন্তত্বেন ব্যবতিষ্ঠতে, অয়ম্ভ স্তেন
সর্বাত্মনা সম্পরিষক্তঃ—স্তেন পরেণ প্রাক্ষেনাত্মনা প্রিয়য়েব পুরুষঃ ; তেন ন
পৃথক্বেন ব্যবস্থিতানি করণানি বিষয়াশ্চ । তদভাবাদ্বিশেষদর্শনং নাস্তি ; করণা-
দ্বিকৃতং হি তং, ন আত্মকৃতম্ ; আত্মকৃতমিষ প্রত্যবভাসতে । তস্মাত্তৎ-কৃতেন্ন
ভ্রান্তিঃ আত্মনো দৃষ্টিঃ পরিলুপ্যত ইতি ॥ ২৭৫ ॥ ২৩ ॥

বাক্যান্তরমাকাক্ষাপূর্বকমুখাপ্য ব্যাচষ্টে—কথমিত্যাদিনা । দ্বিতীয়াদিপদানাং পৌনরু-
ক্ত্যর্থভেদং দর্শয়তি—যকীত্যাদিনা । সাত্তাসমন্তঃকরণং যৎ পশ্যেদিত্তি বিশেষদর্শনকারণং
প্রমাতৃ, দ্বিতীয়ং তস্মাদন্যচ্চক্ষুরাদি প্রমাণং, রূপাদি চ প্রমেয়ং বিভক্তং, তৎ সর্বং জাগ্রৎস্বপ্নয়ো-
রবিভাতিপন্নং স্বপ্নকালে কারণমাত্রতাং গতমভিব্যক্তং নাস্তীত্যর্থঃ । স্বপ্নস্তে দ্বিতীয়ং
প্রমাতৃরূপং নাস্তাত্যেতদুপপাদয়তি—আত্মন ইতি । প্রমাতৃরূপং পৃথগ্ভূতীতি শেষঃ ।
তথাপি করণব্যাপারকৃতং বিষয়দর্শনমাত্মনঃ শ্রাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—দ্রষ্টুরিতি । স্বপ্নস্তাপি
পরিচ্ছিন্নত্বমাশঙ্ক্যাহ—অয়ং ত্বিতি । তস্ত পরেণৈকীভাবকলমাহ—তেনেতি । বিষয়েল্লিয়া-
ভাবকৃতং কলমাহ—তদভাবাদিতি । কিমিতি বিষয়াদভাবাদ্বিশেষদর্শনং নিষিদ্ধতে, সত্ত্বমেব
তস্মাত্মসত্ত্বাধীনং কিং ন শ্রাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—করণাদীতি । নহবস্থায়ৈ বিশেষদর্শনমাত্মকৃতং
প্রতিষ্ঠতি, তস্ত প্রধানত্বাদত আহ—আত্মকৃতমিবেতি । নবিত্যাদেস্তাৎপর্য্যত্মসংহরতি—
তস্মাদিতি । প্রমাতৃকরণবিষয়কৃতত্বাদ্বিশেষদৃষ্টেস্তেয়াং চ স্বপ্নস্তাবতাবাৎ তৎকাধ্যাত্মা বিশেষ-
দৃষ্টেরপি তত্রাভাবাদিতি যাবৎ । তৎকৃত্য জাগরাদাবাত্মকৃতত্বেন ভ্রান্তিপ্রতিপন্নবিশেষদর্শনা-
ভাবপ্রযুক্তেত্যর্থঃ ॥ ২৭৫ ॥ ২৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ ১—স্বপ্নস্তি সময়ে পুরুষ যে, দেখে না ; [বুঝিতে হইবে],
সে সময়ে দেখিয়াই দেখে না । অভিপ্রায় এই যে, আত্মা স্বপ্নস্তিসময়ে যে,
দেখে না বলিয়া মনে করিতেছ, তাহা সেরূপ বুঝিও না ; কারণ ? যেহেতু আত্মা
সে সময়েও দ্রষ্টাই থাকে । ১ ।

ভাল, যেহেতু স্বপ্নস্তিসময়ে দর্শনসাধন চক্ষুঃ কিংবা মনের কোনও ব্যাপার
থাকে না, সেই হেতুই আমরা বুঝিতেছি যে, স্বপ্নস্তিকালে নিশ্চয়ই দর্শন করে
না ; কেন না, চক্ষুঃ-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়নিচর ব্যাপারশীল (কার্য্যকারী) হইলেই

‘দর্শন করিতেছে বা শ্রবণ করিতেছে’, এইরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে ; অথচ সে সময়ে যখন কোন ইন্দ্রিয়েরই কোনরূপ ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যায় না , অতএব এই অল্পপু পুরুষ নিশ্চয়ই দর্শন করে না, বলিতে হইবে ; না—তাহা নহে ; তবে কি না, নিশ্চয়ই দর্শন করে । কিরূপে ? যেহেতু দ্রষ্টার—দর্শন-কর্তার যে দৃষ্টি, তাহার বিপরিলোপ—বিনাশ কখনও সম্ভব হয় না । অগ্নির উষ্ণতা যেমন অগ্নির সমকালস্থায়ী, তেমনি এই আত্মার দ্রষ্টৃত্বও অবিনাশী ; অতএব—আত্মা অবিনাশী বলিয়াই তাহার দৃষ্টি বা প্রকাশশক্তিও অবিনাশিনী—তাহার সমকালস্থায়িনী । ২ ।

ভাল, ইহা ত বড়ই বিরুদ্ধ কথা হইতেছে যে, সেই দৃষ্টিটি দ্রষ্টার ধর্ম, অথচ তাহার বিনাশ হয় না ; (১) একথা সম্ভব হয় কিরূপে ? দেখিতে পাওয়া যায়, দ্রষ্টা নিজেই তাহার দৃষ্টি সম্পাদন করিয়া থাকে ; দৃষ্টির (জ্ঞানের) কর্তা বলিয়াই তাহাকে দ্রষ্টা বলা হয় । দ্রষ্টা দৃষ্টি সমুৎপাদন করে, অতএব সেই উৎপন্ন দৃষ্টি কখনও বিলুপ্ত হয় না, একথা কিছুতেই বলিতে পারা যায় না । যদি মনে কর, ‘বিলুপ্ত হয় না’ বলাতেই সেই দৃষ্টির অবিনাশিত্ব সমর্থিত হইতেছে ; না—সে কথাও বলিতে পার না ; কেন না, বাক্য ত কারক নহে, জ্ঞাপক মাত্র, অর্থাৎ যে বস্তু যে প্রকার, তাহা জানাইয়া দেওয়াই বাক্যের কার্য্য ; কিন্তু কোন প্রকার গুণ-সমুৎপাদনে তাহার সামর্থ্য নাই । উৎপন্ন বস্তুর যে, বিনাশ, তাহা যুক্তিসিদ্ধ ; শতবচনেও তাহার অণুথা করিতে পারা যায় না ; কারণ, শুধু বথাবথ বস্তুমাত্র-জ্ঞাপনেই বাক্যের সামর্থ্য । ৩

না, এ দোষ হয় না ; আদিত্য প্রভৃতি প্রকাশমান পদার্থের সম্বন্ধে যে রূপ প্রকাশকত্ব ব্যবহার হইয়া থাকে, তদনুসারে এখানেও আত্মার প্রকাশকত্ব ধর্ম উপপন্ন হইতে পারে । অভিপ্রায় এই যে, প্রকাশমান আদিত্যপ্রভৃতি পদার্থসমূহ

(১) তাৎপর্য্য—আপত্তি হইয়াছিল—দ্রষ্টা বলিলেই দৃষ্টির কর্তাকে—দৃষ্টির উৎপাদককে বুঝায় ; দৃষ্টিসমুৎপাদনে যাহার কর্তৃত্ব নাই, তাহাকে কেহ কখনও দ্রষ্টা বলিতে পারে না । অতএব আত্মার দৃষ্টি যদি স্বতঃসিদ্ধ নিত্য হয়, তাহা হইলে তাহার উৎপাদন বা বিনাশ সম্ভব হইতে পারে না ; উৎপাদন সম্ভব না হইলেই, আত্মাকে দৃষ্টির (বস্তু প্রকাশনের) কর্তাও বলিতে পারা যায় না । শুদ্ধতরে ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, না—এ আপত্তি সমীচীন হইতেছে না ; দেখ, সূর্য্য স্বভাবতই যপ্রকাশ ; প্রকাশহীন সূর্য্য কেহ কখনও দেখে নাই ; অথচ সকলেই সূর্য্যকে প্রকাশক—প্রকাশের কর্তা বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকে । সেখানে যেমন প্রকাশ বস্তুর সংযোগে—প্রকাশ ও প্রকাশক হয়, তেমনি এখানেও দৃষ্টিরূপ আত্মাকেই দ্রষ্টা বলা হয় । “বথা প্রকাশসংযোগাৎ প্রকাশোহপি প্রকাশকঃ ।” ইত্যাদি (পঞ্চদশী) ।

যেমন স্বভাবসিদ্ধ নিত্যপ্রকাশ-সম্পন্ন হইয়াও স্বীয় প্রকাশ দ্বারা অপরকে প্রকাশিত করিয়া থাকে ; কিন্তু তাহারা যে, প্রথমে প্রকাশ-বিহীন থাকিয়া পরে প্রকাশশক্তি লাভ করত অপরকে প্রকাশিত করে, একথা কেহই বলে না ; পরন্তু স্বভাবসিদ্ধ স্বীয় প্রকাশ দ্বারাই তাহারা প্রকাশকত্ব-ব্যবহার নিম্পন্ন হইয়া থাকে ।

তেমনি স্বভাবতঃ বিনাশহীন নিত্য-সিদ্ধ স্বীয় দৃষ্টিশক্তি দ্বারাই আত্মার দ্রষ্টৃত্ব ব্যবহার হইয়া থাকে । ভাল, তাহা হইলে, তাহার দ্রষ্টৃত্ব বা দর্শনশক্তি ত গোণ হইতে পারে ? না, পারে না, যেহেতু এইরূপেই দর্শনের মুখ্যার্থত্ব উপপন্ন হয় ; কারণ, আত্মার যদি অন্তপ্রকার দর্শন কোথাও দৃষ্ট হইত, তাহা হইলেই এই দর্শনের গোণত্ব সম্ভাবনা করা যাইত ; কিন্তু আত্মার অন্তপ্রকার দর্শন ত কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না ; অতএব উক্তপ্রকার দর্শনই আত্মার মুখ্য দর্শন ; অন্তপ্রকার নহে ;—যেমন স্বভাবসিদ্ধ নিত্য প্রকাশ দ্বারা আদিত্য-প্রভৃতির প্রকাশময়ত্ব, এবং তাহাই যেমন তাহাদের প্রকাশকত্ব ; কারণ, অন্তপ্রকার প্রকাশকত্ব তাহাদের পক্ষে সম্ভবপরই হয় না ; ইহাও তেমনই, অতএব ‘দ্রষ্টার দৃষ্টি বিলুপ্ত হয় না’ এ কথায় বিরোধের গন্ধমাত্রও নাই । ৪

ভাল, যদি বল, অনিত্য ক্রিয়ার কর্তৃত্ব-অর্থে ই তৃচ্-প্রত্যয়ের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় ; যেমন—ছেত্তা (ছেদনের কর্তা), ভেত্তা (ভেদন ক্রিয়ার কর্তা), গম্ভা (গমন ক্রিয়ার কর্তা) ইত্যাদি ; তেমনি [তৃচ্-প্রত্যয়ান্ত] ‘দ্রষ্টা’ শব্দের প্রয়োগেও অনিত্য দৃষ্টির কর্তৃত্ব অর্থ ই গ্রহণ করা উচিত ? না—তাহা বলিতে পার না ; কারণ, [স্বতঃসিদ্ধ প্রকাশসম্পন্ন আদিত্যপ্রভৃতিতেও] ‘প্রকাশয়িতা’ (প্রকাশনের কর্তা), এই জাতীয় শব্দ-প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় । যদি বল, প্রকাশক অর্থে ঐরূপ প্রয়োগ হয় হউক ; কারণ, সেখানে অন্তপ্রকার প্রয়োগের সম্ভাবনা নাই, কিন্তু আত্মাতে ত সেরূপ প্রয়োগের কারণ দেখা যায় না । না, সে কথাও বলা যায় না ; যেহেতু শ্রুতিতে আত্মদৃষ্টির বিলোপাত্মক শ্রুতি হইতেছে । যদি বল, ‘আমি দর্শন করিতেছি, আবার দর্শন করিতেছি না,’ ইত্যাদি অনুভব অনুসারে বলিতে হইবে যে, দৃষ্টির অবিনশ্বরত্ব কথাটি সত্য নহে ; না, তাহাও বলিতে পার না ; কারণ, দর্শনসাধন ইঞ্জিয়ার ব্যাপারগত বৈলক্ষণ্যই ঐরূপ দর্শন ও অদর্শনের প্রযোজক ; যেহেতু, যাহাদের চক্ষু উৎপাটিত হইয়াছে, স্বপ্নসময়ে তাহাদেরও আত্মদৃষ্টির অবিপরিলোপ বা বিচ্যুতানতা দেখিতে পাওয়া যায় ; অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে, আত্মার দৃষ্টি বা জ্ঞানশক্তি স্বভাবতঃই অবিপরিলুপ্ত ; এইঅন্ত

স্বযুগ্মি সময়েও স্বয়ংজ্যোতিঃস্বভাব আত্মা সেই অবিলুপ্ত দৃষ্টি দ্বারা নিশ্চয়ই দর্শন করিতে থাকে । ৫

তবে, সে সময়ে দর্শন করে না কেন ? হাঁ, তাহার কারণ বলিতেছি—সেখানে ত সেরূপ কোন বস্তু নাই । সেরূপ বস্তু কি ? দ্বিতীয় বস্তু অর্থাৎ দৃষ্টির বিষয়ীভূত—যাহা দর্শন করিতে পারা যায় । সেই বিষয়ীভূত বস্তুটি কিরূপ ? যাহা দ্রষ্টার অন্ত, অর্থাৎ দ্রষ্টার অতিরিক্ত পৃথক্ বস্তু,—যাহা দর্শন করিবে বা দৃশ্য । বিশেষ বিশেষ দর্শনের কারণীভূত যে, অস্তঃকরণ, চক্ষু ও রূপ প্রভৃতি বিষয়, পূর্বে অবিষ্টাবশতঃ সে সমুদয় পৃথক্‌রূপে প্রতাপস্থাপিত ছিল ; এসময়ে (স্বযুগ্মিকালে) সে সমুদয় একীভূত হইয়া গিয়াছে ; কারণ, আত্মা তখন পরমাত্মার সহিত সন্মিলিত হইয়া রহিয়াছে । দ্রষ্টা যখন পরিচ্ছিন্নের মত হয়, তখনই তাহার দর্শনের অন্ত অস্তঃকরণপ্রভৃতি করণবর্গের পৃথক্‌ভাবে থাকা আবশ্যক হয় ; এ সময়ে সেই দ্রষ্টা সর্বতোভাবে স্বরূপের সহিত—সম্যক্‌রূপে আলিঙ্গিত—প্রিয় পত্নীর সহিত পুরুষ যেমন আলিঙ্গিত হয়, তেমনি ভাবে স্বরূপ প্রাপ্ত পরমাত্মার সহিত সম্পূর্ণভাবে মিলিত হইয়া থাকে ; সেই কারণে তখন ইন্দ্রিয়সমূহ এবং দৃশ্য বিষয়সমূহও আর পৃথক্‌ভাবে বিদ্যমান থাকে না ; সেই ইন্দ্রিয় ও বিষয় পৃথক্‌ না থাকায় তখন বিশেষ বিশেষ জ্ঞানও হয় না । যাহা কিছু বিশেষ জ্ঞান, চক্ষুঃপ্রভৃতি করণই তাহার কারণ ; আত্মা তাহার কারণ নহে ; কেবল অজ্ঞানবশতঃ আত্মকৃত বলিয়া প্রতীতি হয় মাত্র ; অতএব, আত্মার দৃষ্টি বিলুপ্ত হয় বলিয়া যে, মনে হয়, তাহা কেবল অজ্ঞানজনিত ভ্রান্তি মাত্র, (উহা বাস্তবিক সত্য নহে) ॥২৭৫॥২৩॥

যদৈ তন্ন জিহ্রতি জিহ্রন্ বৈ তন্ন জিহ্রতি, ন হি ত্রাতুর্দ্রাতে-
বিপরিলোপো বিদ্বতেহবিনাশিত্বাৎ, ন তু তদ্বিতীয়মস্তি ততো-
হন্যদ্বিভক্তং যজ্জিহ্রেৎ ॥২৭৬॥২৪॥

সঙ্কলার্থঃ ১—তৎ (তদা) যৎ বৈ ন জিহ্রতি (গন্ধং ন গৃহ্ণতি), [বস্তুতঃ] জিহ্রন্ বৈ (এব) তৎ ন জিহ্রতি ; [যতঃ], ত্রাতুঃ (গন্ধগ্রহীতুঃ আত্মনঃ) ত্রাতেঃ (গন্ধগ্রহণস্ত) বিপরিলোপঃ ন হি (নৈব) বিদ্বতে ; [কুতঃ ?] অবিনাশিত্বাৎ (বিনাশরহিতত্বাৎ তত্ত্ব) । [তর্হি কুতঃ তদ্বিতীয়মস্তি ? তদাহ] ততঃ (তস্মাদ্ ত্রাতুঃ) বিভক্তং (পৃথগ্ভূতং) অন্তঃ দ্বিতীয়ং তু (পুনঃ) তৎ (বস্তু) ন অস্তি, যৎ জিহ্রেৎ । [বিষয়াভাবাদেব গ্রহণাভাবঃ প্রতীয়তে, ন তু স্বরূপাসত্তয়া ইতি ভাবঃ] ॥২৭৬॥২৪॥

মূলানুবাদঃ ১—পুরুষ স্বষুপ্তি সময়ে যে, আত্মাণ করে না, প্রকৃত পক্ষে আত্মাণ করিয়াও তাহা করে না ; কেন না, আণকর্তা পুরুষের আণশক্তি কখনও বিলুপ্ত হয় না ; কারণ, উহা অবিনাশী বা নিত্য । তখন পুরুষ হইতে পৃথগ্ভূত অন্য দ্বিতীয় কিছু থাকে না, যাহা আত্মাণ করিবে ; [এই কারণে তখন আণ প্রতীতি হয় না] ॥২৭৬॥২৪॥

যদৈ তন্ন রসয়তে, রসয়ন্ বৈ তন্ন রসয়তে, ন হি রসয়িতু রসয়তেৰ্বিপারিলোপো বিগতেহবিনাশিত্বাৎ, ন তু তদ্বিতীয়মস্তি ততোহন্যদ্বিভক্তং যদ্ রসয়েৎ ॥২৭৭॥২৫॥

সম্বলার্থঃ ১—তৎ (তদা) যৎ বৈ ন রসয়তে (রসগ্রহণং ন করোতি) ; [বস্তুতস্ত] তৎ (তদা) রসয়ন্ বৈ ন রসয়তে ; [যতঃ] রসয়িতুঃ (পুরুষস্ত) রসয়তেঃ (রসগ্রহণস্ত) বিপারিলোপঃ নহি বিগতে ; [কুতঃ ?] অবিনাশিত্বাৎ । তৎ (তদা) ততঃ বিভক্তং অন্তঃ দ্বিতীয়ং নাস্তি, যৎ রসয়েৎ ॥ ২৭৭ ॥ ২৫ ॥

মূলানুবাদঃ ১—সে সময়ে পুরুষ যে, রস আশ্বাদন করে না, [বুঝিতে হইবে], তখন আশ্বাদন করিয়াও আশ্বাদন করে না ; কেন না, অবিনাশী বলিয়াই রসগ্রহীতা পুরুষের রসআশ্বাদন কখনও বিলুপ্ত হয় না ; কিন্তু সে সময়ে তাহার অতিরিক্ত দ্বিতীয় অন্য কোনও বস্তু থাকে না, যাহা আশ্বাদন করিবে ; [এইজন্য তাহার রস গ্রহণ হয় না] ॥ ২৭৭ ॥ ২৫ ॥

যদৈ তন্ন বদতি, বদন্ বৈ তন্ন বদতি, ন হি বক্তূর্বক্তেৰ্বিপারিলোপো বিগতেহবিনাশিত্বাৎ, ন তু তদ্বিতীয়মস্তি ততোহন্যদ্বিভক্তং যদ্বদেৎ ॥২৭৮॥২৬॥

সম্বলার্থঃ ১—তৎ (তদা) যৎ বৈ ন বদতি, [বস্তুতঃ] বদন্ বৈ তৎ ন বদতি ; [যতঃ], বক্তুঃ বক্তেঃ (বচনস্ত) বিপারিলোপঃ ন হি বিগতে ; [কুতঃ ?] অবিনাশিত্বাৎ । ততঃ (বক্তুঃ পুরুষাৎ) বিভক্তং দ্বিতীয়ং অন্তঃ নাস্তি, যৎ বদেৎ (বাক্যেন প্রকাশয়েৎ) ॥ ২৭৭ ॥ ২৬ ॥

মূলানুবাদঃ ১—স্বষুপ্তি সময়ে পুরুষ যে, কিছু বলে না ; প্রকৃতপক্ষে, সে সময়ে বলিয়াও বলে না । অবিনাশী বলিয়াই বক্তা

পুরুষের বচনশক্তি বিলুপ্ত হয় না ; কিন্তু সে সময়ে তাহা হইতে বিভক্ত দ্বিতীয় অণ্ড কোন বস্তু থাকে না,—যাহা বলিতে পারে ; [এই কারণে তখন বলে না] ॥ ২৭৮ ॥ ২৬ ॥

যদৈ তন্ন শৃণোতি শৃণুন্ বৈ তন্ন শৃণোতি, ন হি শ্রোতুঃ
শ্রুতেৰ্বিপারিলোপো বিদ্যতেহবিনাশিত্বাৎ, ন তু তদ্বিতীয়মস্তি
ততোহন্যদ্বিভক্তং যচ্ছৃণুয়াৎ ॥২৭৯॥২৭॥

সঙ্কলার্থঃ ১—তৎ (তদা) যৎ ন শৃণোতি ; [বস্তুতস্ত] তৎ শৃণুন্ বৈ ন
শৃণোতি ; [যতঃ] শ্রোতুঃ শ্রুতেঃ (শ্রবণশ্র) বিপারিলোপঃ ন হি বিদ্যতে ;
[কুতঃ ?] অবিনাশিত্বাৎ ; তু (পুনঃ) তৎ (তদা) ততঃ বিভক্তং দ্বিতীয়ং অণ্ডং
নাস্তি, যৎ শৃণুয়াৎ ॥২৭৯॥২৭॥

মূলানুবাদঃ ১—পুরুষ তখন যে, শ্রবণ করে না, প্রকৃতপক্ষে
সে শ্রবণ করিয়াও শ্রবণ করে না ; কারণ, তাহার শ্রবণশক্তি অবিনাশী।
তখন তাহা হইতে বিভক্ত অপর দ্বিতীয় কোন বস্তু থাকে না, যাহা
শ্রবণ করিতে পারে ; [এইজন্য তখন শ্রবণ করে না] ॥ ২৭৯ ॥ ২৭ ॥

যদৈ তন্ন মনুতে মন্বানো বৈ তন্ন মনুতে, ন হি মনুত্মতে-
ৰ্বিপারিলোপো বিদ্যতেহবিনাশিত্বাৎ, ন তু তদ্বিতীয়মস্তি ততো-
হন্যদ্বিভক্তং যন্মম্বীত ॥২৮০॥২৮॥

সঙ্কলার্থঃ ১—তৎ (তদা) যৎ বৈ ন মনুতে ; মন্বানঃ বৈ তৎ ন মনুতে ;
[যতঃ] মনুতঃ (মননকর্ত্ত্বঃ) মতেঃ (মননশ্র) বিপারিলোপঃ ন হি বিদ্যতে ;
অবিনাশিত্বাৎ । তৎ (তদা) ততঃ বিভক্তং দ্বিতীয়ং অণ্ডং ন অস্তি, যৎ মম্বীত
(মননং কুর্যাৎ) ॥২৮০॥২৮॥

মূলানুবাদঃ ১—সে সময়ে পুরুষ যে, মনন করে না ;
বাস্তবিক পক্ষে তখন সে মননশীল থাকিয়াও মনন করে না ; কারণ,
মননকারী পুরুষের মননশক্তি কখনও বিলুপ্ত হয় না ; যেহেতু উহা
অবিনাশী ; কিন্তু সেখানে তাহার অতিরিক্ত দ্বিতীয় অণ্ড কোনও বস্তু
থাকে না, যাহা মনন করিতে পারে ; [এইজন্য তখন তাহার মনন
প্রকাশ পায় না] ॥ ২৮০ ॥ ২৮ ॥

যদৈ তন্ন স্পৃশতি স্পৃশন্ বৈ তন্ন স্পৃশতি, ন হি স্পৃষ্টু-
স্পৃষ্টেৰ্বিপরিলোপো বিদ্যতেহবিনাশিত্বাৎ, ন তু তদ্বিতীয়মস্তি
ততোহন্যদ্বিভক্তং, যৎ স্পৃশেৎ ॥২৮১॥২৯॥

সম্বলার্থঃ ১—তৎ (তদা) যৎ বৈ ন স্পৃশতি, [বস্তুতঃ] স্পৃশন্ বৈ তৎ ন
স্পৃশতি; [যতঃ], স্পৃষ্টুঃ (স্পর্শকর্তুঃ পুরুষশ্চ) স্পৃষ্টেঃ বিপরিলোপঃ ন হি
বিদ্যতে; [কুতঃ ?] অবিনাশিত্বাৎ । তৎ (তদা) ততঃ বিভক্তং অন্তঃ দ্বিতীয়ং
তু ন অস্তি, যৎ স্পৃশেৎ ॥২৮১॥২৯॥

মূলানুবাদঃ ১—স্বষ্টি সময়ে পুরুষ যে, কিছু স্পর্শ করে
না, বস্তুতঃ তখনও স্পর্শশক্তিসম্পন্ন থাকিয়াই স্পর্শ করে না; কারণ,
স্পর্শকর্তা পুরুষের স্পর্শশক্তি অবিনশ্বর; স্মৃতরাং কখনও তাহার স্পর্শ-
শক্তির বিলোপ সম্ভবপর হয় না; তবে সে সময়ে তাহার অতিরিক্ত
দ্বিতীয় অপর কোন বস্তু থাকে না, যাহা স্পর্শ করিতে পারে; [কাজেই
তখন স্পর্শব্যবহার হয় না] ॥ ২৮১ ॥ ২৯ ॥

যদৈ তন্ন বিজানাতি বিজানন্ বৈ তন্ন বিজানাতি, ন হি
বিজ্ঞাতুর্বিজ্ঞাতেৰ্বিপরিলোপো বিদ্যতেহবিনাশিত্বাৎ, ন তু তদ্বি-
তীয়মস্তি ততোহন্যদ্বিভক্তং যদ্বিজানীয়াৎ ॥২৮২॥৩০॥

সম্বলার্থঃ ১—তৎ (তদা) যৎ বৈ ন বিজানাতি, বিজানন্ বৈ তৎ ন বিজা-
নাতি, [যতঃ], বিজ্ঞাতুঃ (পুরুষশ্চ) বিজ্ঞাতেঃ (জ্ঞানশ্চ) বিপরিলোপঃ ন হি
বিদ্যতে; [কুতঃ ?] অবিনাশিত্বাৎ । তৎ (তত্র) তু (পুনঃ) ততঃ বিভক্তং
অন্যং দ্বিতীয়ং ন অস্তি, যৎ বিজানীয়াৎ; [বিজ্ঞেয়্যভাবং বিজ্ঞান্যভাব ইত্যভি-
প্রায়ঃ] ॥২৮২॥৩০॥

মূলানুবাদঃ ১—সে সময়ে পুরুষ যে, বিশেষ জ্ঞান লাভ করে
না, অর্থাৎ জানে না, বাস্তবিকপক্ষে তখনও সে বিজ্ঞাতা থাকিয়াই জানে
না; কারণ, বিজ্ঞাতার বিশেষ জ্ঞানের কখনও বিলোপ হয় না; যেহেতু
উহা অবিনাশী। তবে কিনা, সে সময়ে, তাহার অতিরিক্ত দ্বিতীয় এমন
কোনও বস্তু থাকে না, যাহা বিশেষরূপে জানিতে পারে; [স্মৃতরাং
জ্ঞাতব্য বিষয়্যভাবেই তাহার বিজ্ঞান্যভাব মনে হয় মাত্র] ॥২৮২॥৩০॥

শাক্তব্রাহ্মণম্ ।—সমানমন্ত্ৰঃ—যদৈ তন্ন জিহ্বতি, যদৈ তন্ন রসয়তে, যদৈ তন্ন বদতি, যদৈ তন্ন শৃণোতি, যদৈ তন্ন মনুতে, যদৈ তন্ন স্পৃশতি, যদৈ তন্ন বিজ্ঞানাতীতি । মননবিজ্ঞানয়োর্দৃষ্টাদিসহকারিত্বেহপি সতি চক্ষুরাদিনিরপেক্ষা ভূতভবিষ্যদ্বর্তমানবিষয়ব্যাপারো বিদ্যতে ইতি পৃথগ্ গ্রহণম্ । ১

টীকা । যদ্ বৈ তন্ন পৃথগীত্যাদাবুক্তস্তায়মুত্তরবাক্যোক্তিদিশতি—সমানমন্ত্ৰদ্বিতী । মনোবুদ্ধ্যোঃ সাধারণকরণদ্বাং পৃথগ্‌ব্যাপারাব্যাপ্তাবে কথং পৃথগ্‌নির্দেশঃ স্তাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—মননেতি । ১

কিং পুনর্দৃষ্টাদীনাং আয়েরৌক্ষ্য-প্রকাশন-জগনাদিবৎ ধর্মভেদঃ ? আহোশ্বিত্যেভ্যেব ধর্মস্ত পুরোপাধিনিমিত্তং ধর্মাস্তদ্ব্যমিতি । অত্র কেচিদ্ ব্যাচক্ষতে—আত্মবস্তুনঃ স্বত এতৈকত্বং নানাত্বং চ,—যথা গোঃ গোদ্রব্যাতরৈকত্বং, সান্নাদীনাং ধর্মাণাং পরস্পরতো ভেদঃ ; যথা স্থলেষু একত্বং নানাত্বং চ, তথা নিরবয়বেষু মূর্ত্তবস্তুষু একত্বং নানাত্বং চানুমেয়ম্ ; সর্বত্রাব্যভিচারদর্শনাং আত্মনোহপি তদ্বদেব দৃষ্টাদীনাং পরস্পরং নানাত্বম্ আত্মনা চৈকত্বমিতি । ২

বাক্যানি ব্যাখ্যায় স্বসিদ্ধান্তস্বকটাকরণার্থং বিচারয়তি—কিং পুনরিতি । ধর্মভেদো ধর্মাণাং সত্যং মিথো ধর্মিণশ্চ ভেদোহস্তীতি যাবৎ । ধর্মস্ত দৃষ্টাদিপদার্থত্বোক্ত্যর্থঃ । পুরোপাধিনিমিত্তং চক্ষুরাদিপাদিকৃতমিত্যেতৎ । ধর্মাস্তদ্ব্যং ধর্মত্বং ধর্মিণো মিথোহস্তদ্ব্যং চেত্যর্থঃ । ভূত্প্রপঞ্চমতেন পূর্বপক্ষং গৃহীতি—অত্রোতি । গবাদীনাং সাবয়বত্বাদ্ রূপভেদসম্ভবাদেকেন রূপেণাভিন্নত্বং রূপান্তরেণ ভিন্নত্বমিত্যভয়পাদেহপি নিরবয়বেষু আত্মাদিষু কথমনেকরসস্বসিক্রিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—যথা স্থলেষু ইতি । একরূপত্বে বস্তুনো দৃষ্টান্তাদন্তেঃ নানারূপত্বে গবাদিদৃষ্টান্তদর্শনাং তদেবানুমেয়ম্ । বিমতঃ ভিন্নাভিন্নং, বস্তুত্বাদ্, গবাদিবদিত্যর্থঃ । যদ্যপি গগনাদিষু ভিন্নাভিন্নমনুমীয়তে, তথাপি কথমাশ্রয়নি তদনুমাননিত্যাশঙ্ক্য বস্তুত্বস্ত নানারূপত্বেনাব্যভিচারাদাত্মন্তপি যথোক্তমনুমানং নিরঙ্কুশপ্রসঙ্গমিত্যাহ—সকত্রোতি । যথোক্তানুমানানুগ্রহাদ্ যদৈ তদিত্যাদেভিন্নাভিন্নে বস্তুনি তাৎপর্যমিতি ভাবঃ । ২

ন, অণ্ডপরত্বাৎ,—ন হি দৃষ্টাদিধর্মভেদপ্রদর্শনপরমিদং বাক্যং ‘যদৈ তৎ’ ইত্যাদি ; কিং তর্হি, যদি চৈতন্ত্যাত্মজ্যোতিঃ, কথং ন জানাতি সুষুপ্তে, নুনমতো ন চৈতন্ত্যাত্মজ্যোতিরিত্যেবমাশঙ্ক্যাপ্রাপ্তৌ ভিন্নিরাকরণাৎ তদাকরকম্—‘যদৈ তৎ’ ইত্যাদি । যদন্ত জাগ্রৎস্বপ্নয়োশ্চক্ষুরাদনৈকোপাধিহারা চৈতন্ত্যাত্মজ্যোতিঃ-স্বভাব্যমুপলক্ষিতং দৃষ্টাণ্ডভিধেয়ব্যবহারাপন্নম্, সুষুপ্তে উপাধিভেদব্যাপারনিবৃত্তৌ অনুস্তান্তমানত্বাৎ অমুপলক্ষ্যমাণস্বভাবমপি উপাধিভেদেন ভিন্নমিব—যথাপ্রাপ্তানু-বাদেনৈব বিদ্যমানত্বমুচ্যতে । তত্র দৃষ্টাদিধর্মভেদকল্পনা বিবক্ষিতার্থানভিজ্ঞতয়া ;

সৈকবঘনবৎ প্রজ্ঞানৈকরসঘনশ্রুতিবিরোধাত্ ; “বিজ্ঞানমানন্দং”, “সত্যং জ্ঞানং”
“প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম” ইত্যাদিশ্রুতিভ্যশ্চ । শব্দপ্রবৃত্তেশ্চ—লৌকিকী চ শব্দপ্রবৃত্তিঃ—
‘চক্ষুৰ্বা রূপং বিজ্ঞানাতি, শ্রোত্রেণ শব্দং বিজ্ঞানাতি, রসেনান্নস্ত রসং বিজ্ঞানাতি’
ইতি চ সৰ্বত্রৈব চ দৃষ্ট্যাदिशब्दाभिधेयानां विज्ञानशब्दवाच्यातामेष वर्ययति ; शब्द-
प्रवृत्तिश्च प्रमाणम् । ३

ভূতপঞ্চকোক্তং বাক্যতাৎপর্যং নিরাকরোতি—নেত্যাदिना । চৈতন্যাবিনাশে বাক্য-
তাৎপর্যং চেৎ, কথং তর্हि दृष्ट्यादिभेदवचनमित्याशङ्क्याह—यदन्तेति । तर्हि ह्युप्यवस्थामा-
मुपाधेरन्तःकरणञ्च चक्षुरादिभेदाधीनपरिणामव्यापारनिवृत्तौ सत्यामुपाधिभेदस्तानुह्यान्मानदां
तेन तन्निमित्तवानुपलक्ष्यमाणवत्त्वात् यद्यपि, तथापि चक्षुर्द्वारेण ज्ञायमानायां बुद्धिबुद्धौ वाक्यं
चैतन्यं दृष्टिः श्राव्यद्वारेण ज्ञातायां तस्यां वाक्यं श्रातिरिति उपाधिभेदां प्राप्तेदामुवादेन
चैतन्यश्राविनाशिहे बक्यतात्पर्यामित्यर्थः । उक्ते बक्यतात्पर्यो स्थिते कलितमाह—
तदेति । इतश्च दृष्ट्यादिभेदकल्पना न श्लिष्टेत्याह—नैकवेति । तदेव स्पष्टयति—विज्ञान-
मिति । न दृष्ट्यादिभेदकल्पनेति शेषः । यथा घटाकालो महाकाश इत्येकशब्दविषयत्वाद्दुपाधि-
भेदेहपाकाशैकैकद्विमिष्टे, तथैकशब्दप्रवृत्तेरकश्च ितोऽपि श्रीकर्तव्यं, तत् कुतो
दृष्ट्यादिभेदसिद्धिरित्याह—शब्दप्रवृत्तेश्चेति । तामेव विवृणोति—लौकिकी चेति । ३

दृष्टান্তোपपत्तेश्চ—यथा हि लोके स्वच्छस्वाभावयुक्तः स्फटिकः, तन्निमित्तमेव
केवलं हरित-नील-लोहितद्रव्यापाधिभेदसंयोगात् तदाकारत्वं भवति, न च
स्वच्छस्वाभावव्यतिरेकेण हरितनीललोहितादिरङ्गणा धर्मभेदाः स्फटिवश्च कल्प-
यितुं शक्यं, तथा चक्षुराद्रव्यापाधिभेद-संयोगात् प्रज्ञानघनस्वाभावश्चैवा-
ज्योतिषो दृष्ट्यादिशक्तिभेद उपलक्ष्यते, प्रज्ञानघनश्च स्वच्छस्वाभाव्यां स्फटिक-
स्वच्छस्वाभाव्यत्वं । स्वयंज्योतिष्ठात्—यथा चादित्यज्योतिः अवভাস্তভেদৈः
संयुज्यमानं हरितनीलपीतलोहितादिभेदैरविभाज्यं तदाकाराभासं भवति,
तथा च कुंभं जगत् अवभासयत् चक्षुरादीनि च तदाकारं भवति । तथा चोक्तम्—
“आद्यनैवायं ज्योतिषास्ते” इत्यादि । ४

यत् तु सिद्धास्ते दृष्टান্তो नास्तीति, तत्रাহ—दृष्टান্তेति । किमेकरूपत्वे वस्तुनो दृष्टান্তो
नास्ति, किं वा मिथ्यात्वे तन्नानारूपद्वयेति वक्तव्यम् । नाद्यः । नानारूपवस्तुवादिभिरप्येकैक-
रूपज्ञानवस्थापरिहारार्थमनानारूपज्ञातीकारादशकं दृष्टान्तसिद्धेरङ्गत्वेहेतोश्च तत्रैवानैकान्ति-
कत्वात्, तन्नादेकरूपमेव वस्तु श्रीकर्तव्यमिति भावः । द्वितीयं दूषयति—यथा हीति । तन्निमित्त-
मेवेत्यत्र तच्छब्देन स्वच्छस्वाभाव्यां परामृशते । स्फटिके हरितादिधर्माणां स्वाभाविकत्वं किं
न श्रादित्याशङ्क्याह—न चेति । तत्र हि स्वच्छस्वाभाव्यां, तद्वशेन हरिताद्रव्यापाधिभेदसंय-
व्यतिरेकेणेति यावत् । एकञ्च नानारूपत्वं मिथ्यात्वाद्दृष्टान्तमुक्तं । दार्ष्टान्तिकमाह—तथेति ।
आद्या मिथ्यानानानिर्वास उपहितत्वात् स्फटिकवदित्यर्थः । किञ्चाद्या मिथ्यानानात्वाधारः स्वच्छत्वात्

সংপ্রতিপন্নবদিত্যাহ—প্রজ্ঞানেতি । কিঞ্চান্না কল্পিতনানাধাধারো জ্যোতিষ্টাদাদিত্যাदि-
জ্যোতির্কবদিত্যাহ—স্বয়মিতি । আদিত্যাদাবকল্পিতোহপি ভেদোহস্তীত্যশঙ্কা বিবক্ষিতে
সামান্যাহ—যথা চেত্যাदिना । অবিভাগ্যং বস্তুতো বিভাগ্যযোগ্যমিতি যাবৎ । চক্ষুরাদীনি
চাবভাসয়দিত্তি সম্বন্ধঃ । আত্মনঃ সর্বাবভাসকভে বাক্যোপক্রমং প্রমাণয়তি—তথা চেতি । ৪

ন চ নিরবয়বেধনেকাত্মতা শক্যতে কল্পয়িতুন্, দৃষ্টান্তাভাবাৎ । যদপি
আকাশস্ত সর্বগতত্বাদিধর্মভেদঃ পরিকল্প্যতে, পরমাধ্বাদীনাঞ্চ গন্ধরসাত্মনেকগুণবত্ত্বম্,
তদপি নিরূপ্যমাণং পরোপাধিনিমিত্তমেব ভবতি । আকাশস্ত তাবৎ সর্বগতত্বং
নাম ন স্বতো ধর্মোহস্তি ; সর্বোপাধিসংশ্রয়াদ্ধি সর্বত্র স্বেন রূপেণ সমুপেক্ষ্য
সর্বগতত্বব্যবহারঃ ; ন ত্বাকাশঃ কচিদগতো বা, অগতো বা স্বতঃ ; গমনং হি
নাম দেশান্তরস্থস্ত দেশান্তরেণ সংযোগকারণম্ । সা চ ক্রিয়া নৈবাবিশেষে সম্ভবতি ;
এবং ধর্মভেদা নৈব সম্ভব্যাকাশে । ৫

যৎ তু নিরবয়বেধপি নানারূপত্বমনুমেরমিতি, তত্রাহ—ন চেতি । আকাশাদীনাং দৃষ্টান্তব-
মাশঙ্কা নিরাচষ্টে—যদপীত্যাदिना । কথমাকাশস্তানেকধর্মবস্তমৌপাধিকমিত্যাশঙ্কা তস্য
সর্বগতত্বং তাবদৌপাধিকমিতি সাধয়তি—আকাশস্তেতি । কথং তর্হি সর্বগতত্বব্যবহারঃ,
তত্রাহ—সর্বোপাধীতি । নত্বাকাশস্ত সর্বত্র গমনমপেক্ষ্য সর্বগতত্বং কিমিতি ন ব্যবহ্রিয়তে,
তত্রাহ—ন হিতি । আকাশে গমনাযোগং বস্তুং তৎস্বরূপমাহ—গমনং হীতি । ননু কুতশ্চি-
ভাগে সংযোগে চ কেনচিদ্রেশেন তৎকারণীভূতা ক্রিয়াপি জ্ঞেয়াদাবিবাকাশে ভবিষ্যতি,
নেত্যাহ—সা চেতি । সাবয়বে হি জ্ঞেয়াদৌ ক্রিয়া দৃষ্টতে, আকাশং ত্ববিশেষং নিরবয়বং,
কুতস্তত্র ক্রিয়েত্যর্থঃ । তথাপি ধর্মাত্তরাণ্যাকাশে ভবিষ্যতীত্যশঙ্কা তেষামপি ক্রিয়াপূর্বকাণা-
নুক্তগায়কবলীকৃতত্বমাহ—এবমিতি । ভেদাভেদাত্মাং দুর্লভহাচ্চ তত্র ধর্মধর্মিত্বাবো ন
সম্ভবতীতি ভাবঃ । ৫

তথা পরমাধ্বাদাবপি ; পরমাণুর্নাম পৃথিব্যা গন্ধধ্বনায়াঃ পরমঃ স্ফেন্দ্রোহবয়বো
গন্ধাত্মক এব ; ন তস্ত পুনর্গন্ধবত্ত্বং নাম শক্যতে কল্পয়িতুন্ । অথ তস্মৈব
রসাদিমত্ত্বং স্তাদিত্তি চেৎ ; ন, তত্রাপি অবাদিসংসর্গনিমিত্তত্বাৎ । তস্মান্ন নিরবয়ব-
স্তানেকধর্মবত্তে দৃষ্টান্তোহস্তি । এতেন দৃগাদিশক্তিভেদানাং পৃথক্ চক্ষুরূপাদি-
ভেদেন পরিণামভেদকল্পনা পরমাণুনি প্রত্যুক্তা ॥ ২৭৬—২৮২ ॥ ৩ ॥

আকাশে দর্শিতত্ত্বায়মন্ত্রাপি সঙ্কারয়তি—তথেনিতি । পাধিবত্ত্বং পরমাণোরেকং রূপং
গন্ধবত্ত্বং চাপরমিত্যনেকরূপত্বমিত্যাশঙ্কাহ—পরমাণুর্নামেতি । ন হি পাধিবত্বাতিরেকি
গন্ধবত্ত্বং প্রামাণিকমিতি ভাবঃ । বৈশেষিকপরিভাষামাশ্রিত্যাশঙ্কয়তি—অথেনিতি । পাধিবে
পরমাণৌ রসাদিমত্ত্বমনৌপাধিকং ন ভবতি, জলাদিসংসর্গকৃতত্বাৎ, তথা চ নিরূপাধিকভেদেনৈদ-
মুদাহরণমিতি পরিহরতি—ন তত্রাপীতি । উক্তস্তায়স্ত দিগাদাবপি সমত্বং মহোপসংহরতি—
তস্মাদিত্তি । সন্তি পরশ্চিন্নানি দৃগাদিশক্তিভেদান্তেষাং মধ্যে দৃক্শক্তিচক্ষুরাত্মনা রূপাত্মনা চ

পৃথগেব পরিণমন্তে, ভ্রাতিশক্তিস্চ ভ্রাণান্ননা গন্ধান্ননা চেত্যেনেত্র ক্রমেণ পরস্মিন্ পরিণামকল্পনা
ভর্তৃপ্রপঞ্চৈর্থা কৃতা, সাপি পরস্মৈকরূপত্বোপপাদনেন নিরন্তেত্যাহ—এতেনেপি ॥ ২৭৬—২৮২ ॥

২৪—৩০ ॥

ভাষ্যানুবাদ :—তখন যে, আশ্রাণ করে না ; তখন যে, রসাস্বাদন করে না ; তখন যে, কথা বলে না ; তখন যে, শ্রবণ করে না ; তখন যে, মনন করে না ; তখন যে, স্পর্শানুভব করে না ; তখন যে, বিজ্ঞান লাভ করে না ; ইত্যাদি বাক্যের অপরাপর অংশের ব্যাখ্যা পূর্বকৃতির ব্যাখ্যার অনুরূপ । মনের কার্য্য মনন ও বুদ্ধির ধর্ম্ম বিজ্ঞান ; যদিও এই উভয়ই চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি-সাপেক্ষ হউক, তথাপি অতীত ও ভবিষ্যৎ বিষয়ে চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সাহায্য না লইয়াও উহারা কার্য্য করিতে পারে ; এই কারণে উহাদের পৃথক্ উল্লেখ করা হইয়াছে । ১

এখন জিজ্ঞাস্ত হইতেছে এই যে, একই অগ্নির যেমন উষ্ণতা, প্রকাশ ও প্রজ্বলন প্রভৃতি ধর্ম্মগুলি স্বতই ভিন্ন ভিন্ন, পুরুষের উক্ত দর্শন-শ্রবণপ্রভৃতিও কি সেইরূপই স্বভাবভিন্ন ধর্ম্ম ? অথবা অপর কোনও উপাধির সহিত সম্বন্ধনিবন্ধন এইরূপ ধর্ম্মভেদ ঘটিয়া থাকে ? এতদ্বত্তরে কেহ কেহ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন—আত্মার একত্ব ও নানাত্ব-উভয়ই স্বভাবসিদ্ধ ; যেমন গো-দ্রব্যরূপে সমস্ত গো এক, আবার সাম্রাগলকস্থলাদি ধর্ম্মগুলি দ্বারা সবলেই পরস্পর পৃথক্ । স্থূল পদার্থে যেরূপ একত্ব ও নানাত্ব দুইই থাকে, সূক্ষ্ম নিরবয়ব বস্তুতেও তেমনি স্বভাবসিদ্ধ একত্ব ও নানাত্বের অনুমান করা যাইতে পারে ; এ নিয়মের কোথাও ব্যভিচার দৃষ্ট হয় না বলিয়া, স্থূল সূক্ষ্ম পদার্থের ত্রায় আত্মার সম্বন্ধেও দর্শনাদি ধর্ম্মগুলি পরস্পর বিভিন্ন, এবং আত্মারূপে অভিন্ন, এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে । ২

না, এ কথা বলিতে পারা যায় না ; কারণ, উক্ত বাক্যের তাৎপর্য্য অন্য রূপ । দৃষ্টি প্রভৃতি ধর্ম্মের প্রভেদ প্রদর্শনে যে, উক্ত “যদৈ তৎ” ইত্যাদি বাক্যের তাৎপর্য্য, তাহা নহে ; তবে কি না, আত্মা যদি চৈতন্যজ্যোতিঃ-স্বভাব হয়, তবে সুষুপ্তি সময়েও সে দর্শন করে না কেন ? অতএব নিশ্চয়ই আত্মা চৈতন্যজ্যোতিঃস্বরূপ নহে ; এইরূপ আশঙ্কা সন্তাবনা করিয়া তন্নিরাসার্থ “যদৈ তৎ” ইত্যাদি বাক্য আদ্রক হইয়াছে । আত্মা ও স্বপ্নাবস্থায় আত্মার স্বভাবসিদ্ধ চৈতন্যজ্যোতিঃ চক্ষুঃপ্রভৃতি নানাবিধ উপাধির সহযোগে প্রতীতিগোচর হইয়া দর্শন-শ্রবণাদি ব্যবহার লাভ করিয়া

থাকে ; সুষুপ্তিসময়ে উক্ত চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার বিরত হইয়া যায় ; কাজেই তখন চৈতন্যজ্যোতিঃ প্রকাশ পায় না ; কিন্তু তদবস্থায় চৈতন্য স্বভাবটি প্রতিভাসমান না হইলেও, তাহা যে, বিद्यমান থাকে, ইহাই এখানে প্রকাশ করিয়া বলা হইয়াছে ; সুতরাং এ কথাটি ঐ অংশের অনুবাদ মাত্র ; অতএব, এখানে যে, দর্শনাদি ধর্মের ভেদ কল্পনা করা, তাহা কেবল ক্রতির অর্থ বুঝিতে না পারার ফল । বিশেষতঃ ঐরূপ ধর্মভেদ কল্পনাটা 'ব্রহ্ম বিজ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ', 'সত্য ও জ্ঞানস্বরূপ', 'ব্রহ্ম প্রজ্ঞানস্বরূপ' ইত্যাদি প্রতিবিরুদ্ধ, এবং সৈক্যবশতঃ গুণ ব্রহ্মের বিজ্ঞানৈক্যস্বরূপত্ব প্রতিপাদক প্রতিবিরুদ্ধও বটে । প্রসিদ্ধ শব্দব্যবহারও এ পক্ষে অনুকূল,—'চক্ষু দ্বারা রূপ জ্ঞানে', 'শ্রবণোক্ত্য দ্বারা শব্দ জ্ঞানে', এবং 'রসনা দ্বারা রস অনুভব করে' ইত্যাদি লৌকিক শব্দব্যবহারও সর্বত্রই দৃষ্টি প্রভৃতি শব্দবোধ্য অর্থসমূহকে বিজ্ঞান শব্দবাচ্য বলিয়া প্রতিপাদন করিতেছে । ৩

এ পক্ষে দৃষ্টান্তও সুদৃষ্ট হয়,—জগতে স্বভাবস্বচ্ছ ফটিক যেরূপ কেবল স্বচ্ছতা গুণেই শোভিত ; অথচ নীল ও লোহিতাদি বিভিন্ন উপাধির সহিত সংযোগ বশতঃ সেই সেই বর্ণ ভঙ্গনা করে সত্য ; কিন্তু তাহা হইলেও স্বভাব-স্বচ্ছ ফটিকের যেরূপ স্বাভাবিক স্বচ্ছতাভিন্ন হরিত-নীল-লোহিতাদিরূপ ধর্মভেদ কল্পনা করিতে পারা যায় না, সেইরূপ স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞানঘন আত্মজ্যোতির সম্বন্ধেও চক্ষুঃপ্রভৃতি বিভিন্ন উপাধির সম্বন্ধবশতঃই দর্শন-শ্রবণাদি শক্তি-ভেদ লক্ষিত হইয়া থাকে মাত্র ; কারণ, ফটিকের স্বাভাবিক স্বচ্ছতার স্থায়, প্রজ্ঞানঘন আত্মারও স্বচ্ছতাই স্বভাবসিদ্ধ ; [সুতরাং কখনও তাহার পরিবর্তন সম্ভব হয় না] । আত্মার স্বয়ংজ্যোতিঃস্বভাবত্বও ইহার অপর কারণ ; আদিত্য-জ্যোতিঃ যেরূপ হরিত, পীত, নীল ও লোহিতাদি রূপভেদে অবিভাজ্য অর্থাৎ বিভাগযোগ্য না হইরাও, সম্বন্ধ বশতঃ যেন সেই সেই আকারেই উপরঞ্জিত হয়, সেইরূপ আত্মজ্যোতিঃও সমস্ত জগৎ ও চক্ষুঃপ্রভৃতি জ্ঞানসাধনকে প্রকাশিত করিতে যাইয়া তাহাদের আকারে প্রকাশ পাইয়া থাকে ; 'এই পুরুষ আত্মজ্যোতিঃ দ্বারাই বিষয় প্রকাশ করতঃ বিद्यমান আছে', এই ক্রটিতেও ঐরূপ অভিপ্রায়ই উক্ত হইয়াছে । ৪

বিশেষতঃ নিরাকার পদার্থে কখনও অনেকবিধ আকার কল্পনা করিতে পারা যায় না ; কারণ, ঐরূপ কোন দৃষ্টান্ত নাই । নিরবয়ব আকাশে যে, সর্বগতত্ব প্রভৃতি ধর্মের পরিকল্পনা করা হয়, এবং নিরংশ পরমাণু

প্রভৃতির যে, গন্ধবস্তাদি বহুবিধ গুণ কল্পনা করা হয়, বিচার করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, অপরাপর উপাধির সহিত সম্বন্ধই তাহার প্রধান কারণ ; কেন না, আকাশের সর্বব্যাপিত্ব বলিয়া কোনও স্বাভাবিক ধর্ম নাই, কিন্তু সর্ব-প্রকার উপাধির সহিত সম্বন্ধ বশতঃ অর্থাৎ জগতের অপরাপর বস্তুর সহিত তাহার সম্বন্ধ থাকায় সর্বত্রই তাহার সত্তা বা অস্তিত্ব অনুভবগোচর হইয়া থাকে ; এই কারণে তাহার সর্বব্যাপিত্ব ব্যবহার হয় মাত্র ; কিন্তু আকাশ স্বরূপতঃ কোথায় যায়ও না, কিংবা কোথা হইতে আইসেও না । গমন হইতেছে এক-স্থানস্থ বস্তুর অপর স্থানে সম্বন্ধের প্রযোজক ; সেই গমনরূপ ক্রিয়াটি নির্বিশেষে অর্থাৎ যাহার পক্ষে কখনও স্থান ত্যাগ বা স্থানান্তর-প্রাপ্তি হয় না, সেই আকাশে কখনও সম্ভবপর হয় না, এবং অপরাপর ধর্মগত প্রভেদও তাহাতে থাকিতে পারে না । পরমাণু প্রভৃতির অবস্থাও এইরূপ । পরমাণু অর্থ—গন্ধময়ী পৃথিবীর পরম সূক্ষ্ম অবয়ব ; তাহাও গন্ধাত্মকই বটে । সুতরাং গন্ধাত্মক পরমাণুর আবার গন্ধবস্তা (গন্ধযোগ) কখনই কল্পনা করা যাইতে পারে না । যদি বল যে, [গন্ধাত্মক পাণ্ডিও পরমাণুর গন্ধবস্তা বরণ না হয়, না হউক, কিন্তু] তাহাতে রসাদি ধর্ম থাকিতে বাধা কি ? না, সে কথাও বলিতে পার না ; কারণ, তাহাতে যে, রসাদি-গুণযোগ বা রসাদি-ধর্মসম্বন্ধ, জল প্রভৃতি অপর পদার্থের সম্বন্ধই তাহার কারণ ; [উহা তাহার স্বাভাবিক নহে] । অতএব নিরবয়ব পদার্থের যে, অনেক প্রকার ধর্মসম্বন্ধ আছে বা হইতে পারে, তদ্বিষয়ে কোনও দৃষ্টান্ত নাই । ইহা দ্বারা, পরমাণুগত দর্শনাদি শক্তির যে, চক্ষুঃ ও রূপাদিভেদে পৃথক্ পৃথক্ পরিণামভেদ কল্পনা, তাহাও নিরস্ত হইল (১) ॥ ২৭৬—২৮২ ॥ ২৪—৩০ ॥

যত্র বায়ুদিব স্যাৎ তত্রাত্মোহন্যৎ পশ্চৈদন্যোহন্যত্জিজ্ঞে-

(১) ভট্টপ্রপঞ্চ নামক একজন ব্যাখ্যাতা বলিয়াছিলেন—পরমাণুতে দণন অবগাদিরূপ নানাবিধ ক্রিয়ার শক্তি সন্নিবিষ্ট আছে ; সেই সমুদয় শক্তিই বিভিন্নাকার বস্তুরূপে পরিণত হইয়া থাকে । যেমন পরমাণুর দৃকশক্তি (দর্শনশক্তি) চক্ষুঃ ও চক্ষুর্গ্রাহ্য রূপাকারে পরিণত হইয়া থাকে ; এবং শ্রাবশক্তি শ্রাবেন্দ্রিয়রূপে ও গন্ধরূপে পৃথগ্ভাবে পরিণত হইয়া থাকে ; এইরূপ অবগাদিরও পৃথক্ পৃথক্ পরিণাম কল্পিত হইয়া থাকে ; কিন্তু আচার্য্য শঙ্কর সেরূপ পরিণামভেদ স্বীকার করেন না ; তিনি দর্শনাদি ভাবগুলিকে পরমাণুর স্বরূপ বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন, কেবল বাহ্য পদার্থের সম্বন্ধবশতঃ তাহার বিভেদ প্রতীতি হয় মাত্র ; কিন্তু স্বরূপতঃ ধর্ম বা গুণগত কোন প্রভেদ আত্মাতে নাই ।

দন্তোহন্তদ্রসয়েদন্তোহন্তদেদন্তোহন্তচ্চূণ্যাদন্তোহন্তম্বীতান্তো-
হন্তং স্পৃশেদন্তোহন্তদ্বিজানীয়াৎ ॥ ২৮৩ ॥ ৩১ ॥

সম্বলার্থঃ ১—[ইদানীম্ আত্মনো বিশেষদর্শনে নিদানমাহ—“যত্র বৈ”
ইত্যাদিনা ।] যত্র (অবস্থায়ঃ জাগরণে স্বপ্নে চ) অন্তং ইব (আত্মনঃ পৃথগ্-
ভূতম্ ইব বস্তুরং) শ্রাৎ (অবিজ্ঞা প্রত্যাপস্থাপিতং ভবেৎ), তত্র (স্বপ্ন-
জাগরয়োঃ) অন্তঃ (বিষয়াং ভিন্নমিব আত্মানং মন্তমানঃ) অন্তং (বস্ত) পশ্যেৎ
(উপলভেত); তথা, অন্তঃ অন্তং জিহ্বেৎ ; অন্তঃ অন্তং রসয়েৎ ; অন্তঃ অন্তং
বদেৎ ; অন্তঃ অন্তং শৃণুয়াৎ ; অন্তঃ অন্তং মবীত ; অন্তঃ অন্তং স্পৃশেৎ ; অন্তঃ অন্তং
বিজানীয়াৎ । [ব্যাখ্যা পূর্ববৎ] ॥২৮৩॥৩১॥

মূলানুবাদ ১—সর্বাত্মভাবাপন্ন আত্মার বিশেষ দর্শন যে, কেন
হয়, এখন তাহা বলা হইতেছে । যে সময় অর্থাৎ স্বপ্ন ও জাগরণাবস্থায়
অন্যের মত হয়, অর্থাৎ অবিজ্ঞাবশতঃ আত্মাতিরিক্ত অপর বস্তুই যেন উপ-
স্থাপিত হয়, এইজন্য তখন অন্যে অন্য বিষয় দর্শন করে ; অন্যে অন্য বিষয়
আশ্রয় করে ; অন্যে অন্য বিষয় আশ্রয় করে ; অন্যে অন্য বিষয় বলে ;
অন্যে অন্য বিষয় শ্রবণ করে ; অন্যে অন্য বিষয় মনন করে ; অন্যে অন্য
বিষয় স্পর্শ করে ; এবং অন্যে অন্য বিষয় বিশেষ ভাবে জানে ॥২৮৩॥৩১॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ১—জাগ্রৎ-স্বপ্নয়োরিব যৎ বিজানীয়াৎ, তৎ দ্বিতীয়ং
প্রবিভক্তম্ অন্তত্বেন নাস্তীত্যুক্তম্ ; অতঃ স্মৃপ্তে ন বিজানাতি বিশেষম্ । নহু
যদি অস্তায়মেব স্বভাবঃ, কিংনিমিত্তমন্ত বিশেষবিজ্ঞানং স্বভাবপরিত্যাগেন ?
অথ বিশেষবিজ্ঞানমেব স্বভাবঃ, কস্মাদেব বিশেষং ন বিজানাতি ? উচ্যতে,
শৃণু,—যত্র যস্মিন্ জাগরিতে স্বপ্নে বা অন্তদিবাত্মনো বস্তুস্তরমিব অবিজ্ঞা
প্রত্যাপস্থাপিতং ভবতি, তত্র তস্মাদবিজ্ঞাপ্রত্যাপস্থাপিতাৎ অন্তঃ অন্তমিবাত্মানং
মন্তমানঃ অসত্যাত্মনঃ প্রবিভক্তে বস্তুস্তরে, অসতি চাত্মনি ততঃ প্রবিভক্তে, অন্তঃ
অন্তং পশ্যেৎ উপলভেত । তচ্চ দর্শিতং স্বপ্নে প্রত্যক্ষতঃ “—দ্রষ্টীব দ্বিন্দ্রীব”
ইতি । তথা অন্তোহন্তং জিহ্বেৎ রসয়েদ্ বদেৎ, শৃণুয়াৎ, মবীত-স্পৃশেদ্বিজা-
নীয়াদिति ॥২৮৩॥৩১॥

টীকা । উপাধিকো দৃষ্টাদিভেদো ন বাস্তবোহস্তীতুপপাদ্য বৃত্তমনুদ্রবতি—জাগ্রদिति ।
যত্রেত্যান্তরবাক্যাব্যবর্ত্যামাশঙ্ক্যঃ দর্শয়তি—নদ্বিতি । কিমন্ত বিশেষবিজ্ঞানরাহিত্যং স্বরূপম্,
কিং বা বিশেষবিজ্ঞানবস্তুম্ । আত্মে জাগ্রৎস্বপ্নয়োঃস্বপ্নপতিঃ ৬ দ্বিতীয়ে স্মৃপ্তেরসিদ্ধিরিতি

ভাবঃ । প্রতীচশিমাভ্যেজ্যোতিষো বিশেষবিজ্ঞানরাহিত্যমেব স্বরূপঃ, তথাপি স্বাবিত্যাকল্পিত-
বিশেষবিজ্ঞানবস্তুরাশ্রিত্যাবস্থাৎ সিধ্যতীত্যন্তরবাক্যানবলম্ব্যোত্তরনাহ—উচ্যত ইত্যাদিনা ।
তচ্চেত্যাবিচাং দর্শনমিত্যর্থঃ ॥২৮৭॥৩১॥

ভাষ্যানুবাদ ১—জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থার জ্ঞান সুষুপ্তি অবস্থায়ও যাহা
জানিতে পারা যায়, এমন আশ্রয়বিহীন কোনও দ্বিতীয় বস্তু সুষুপ্তি সময়ে থাকে
না ; এই কারণেই সুষুপ্তি সময়ে পুরুষ কোনও বিষয় জানিতে পারে না ; এ
কথা ইতঃপূর্বেই উক্ত হইয়াছে ।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, ইহাই (বিশেষ বিজ্ঞানাভাবই) যদি ইহার স্বভাব
হয়, তাহা হইলে, [জাগ্রৎ ও স্বপ্নে] বিশেষ জ্ঞান হয় কি কারণে ? আর যদি
বিশেষ বিজ্ঞানই ইহার স্বভাবমিষ্ট হয়, তাহা হইলেই বা [সুষুপ্তি সময়ে]
বিজ্ঞান থাকে না কেন ? [যে কারণে এইরূপ হয়,] তাহা বলা হইতেছে ;
শ্রবণ কর ; যে সময়ে—জাগরণে কিংবা স্বপ্নে যেন অন্তের মতই হয়, অর্থাৎ আত্মা
হইতে স্বতন্ত্র বস্তুই যেন অবিজ্ঞা দ্বারা উপস্থাপিত হয়, সেই উভয় অবস্থায়, পুরুষ
অবিজ্ঞা-প্রত্যুপস্থাপিত বস্তু হইতে অন্য অর্থাৎ আত্মা হইতে বিভক্ত অন্য বস্তু না
পাকিলেও আপনাকে অন্তের জ্ঞান পৃথক্ বস্তু মনে করিয়া, এবং অবিজ্ঞা-প্রত্যা-
পস্থাপিত বিষয় হইতে আত্মা পৃথক্ না হইলেও, তখন ভ্রান্তিবশতঃ অন্ত্রে অন্য বস্তু
দর্শন করে, উপলব্ধি করে ; ইহা ইতঃপূর্বে স্বপ্নাবস্থায় ‘যেন হতই করে, যেন বশী-
ভূতই করে’ ইত্যাদি বাক্যেও প্রদর্শিত হইয়াছে । এইরূপ, অপরে অপরকে
আশ্রয় করে, আশ্রয়দান করে, বলে, শ্রবণ করে, মনন করে, স্পর্শ করে, এবং অনু-
ভব করে ॥২৮৭॥৩১॥

সলিল একো দ্রষ্টাদ্বৈতো ভবত্যেব ব্রহ্মলোকঃ সম্রাড্ভিতি
হৈনমনুশশাস যাজ্ঞবল্ক্যঃ । এষাস্ত্র পরমা গতিরেষাস্ত্র পরমা
সম্পাদেষোহস্ত্র পরমো লোক এষোহস্ত্র পরম আনন্দঃ, এতস্মৈ-
বানন্দস্ত্রাণানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি ॥ ২৮৪ ॥ ৩২ ॥

সরলার্থঃ ১—[তদানীম্ অবিজ্ঞায়াঃ প্রশান্তয়েন আত্মনঃ সম্প্রসাদমুপ-
সংহরন্ আহ—“সলিলঃ” ইত্যাদি ।] [অপি চ, তদানীং স পুরুষঃ] সলিলঃ (জল-
মিব স্বচ্ছঃ), একঃ (দ্বিতীয়রহিতঃ), দ্রষ্টা (আত্মজ্যোতিঃস্বভাবঃ) অদ্বৈতঃ
(দ্রষ্টব্যাত্মাবাৎ দ্বৈতহীনঃ) ভবতি । হে সম্রাট (জনক), এষঃ (সম্প্রসাদঃ)
ব্রহ্মলোকঃ (ব্রহ্মৈব লোকঃ—ব্রহ্মলোকঃ, সর্বোপাধিপরিহিত্যাগাৎ স্বরূপমাপন্নঃ

ইত্যর্থঃ); অশ্র (আশ্রয়ঃ) এষা পরমা গতিঃ (উত্তমা প্রাপ্তিঃ), অশ্র এষা পরমা সম্পদ (উত্তমা বিভূতিঃ), অশ্র এষঃ পরমঃ লোকঃ (সর্বোত্তমং স্থানং), অশ্র এষঃ পরমঃ (নিরতিশয়ঃ) আনন্দঃ; অশ্রানি ভূতানি (অবিদ্যা পৃথক্বেন স্থিতাঃ প্রাণিনঃ) এতশ্র আনন্দশ্র এব মাত্রাং (কলাং অংশং) উপজীবন্তি (ভজন্তে), ইতি হ এনং (জনকং) যাজ্ঞবল্ক্যঃ অনুশশাস (উপদিষ্টবান্) ॥২৮৪॥৩২॥

মূলানুবাদঃ—পুনশ্চ সংপ্রসাদকালীন আত্মার স্বরূপ উপসংহার করিয়া বলিতেছেন—‘সলিলঃ’ ইত্যাদি [সংপ্রসাদ সময়ে] পুরুষ জলের গায় স্বচ্ছ (নিম্মল) হয়, এবং এক অদ্বিতীয় দ্রষ্টাস্বরূপে প্রকটিত হয় ।

হে সত্রাট্ জনক, ইহাই আত্মার ব্রহ্মলোক অর্থাৎ ব্রহ্মরূপী আশ্রয়, ইহাই ইহার পরমা গতি (গন্তব্য স্থান), ইহাই ইহার পরম সম্পদ, ইহাই ইহার সর্বোত্তম লোক, এবং ইহাই ইহার সর্বোত্তম আনন্দ । অবিদ্যাবশতঃ বিভিন্নাকারে প্রকটিত প্রাণিগণ এই পরমানন্দেরই অংশমাত্র উপভোগ করিয়া থাকে । যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি সত্রাট্ জনককে এই প্রকার উপদেশ দিয়াছিলেন ॥ ২৮৪ ॥ ৩২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্—যত্র পুনঃ সা অবিদ্যা সুদুপ্তে বস্তুস্বরূপত্বাপস্থাপিকা শাস্তা, তেনাত্মদেবান্যবিদ্যা প্রবিভক্তশ্র বস্তুনোহভাবাৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ জিহ্মেৎ বিজ্ঞানীয়াৎ বদেদ্বা; অতঃ স্বেনৈব হি প্রাজ্ঞেনাত্মনা স্বয়ংজ্যোতিঃস্বভাবেন সম্পরিধক্তঃ সমস্তঃ সম্প্রসন্নঃ, আপ্তকামঃ, আত্মকামঃ, সলিলবৎ স্বচ্ছভূতঃ—সলিল ইব সলিলঃ, একঃ, দ্বিতীয়াভাবাৎ; অবিদ্যা হি দ্বিতীয়াঃ প্রবিভজ্যতে; সা চ শাস্তা অত্র, অত্র একঃ; দ্রষ্টা দৃষ্টেরপিপরিলুপ্তত্বাৎ আত্মজ্যোতিঃস্বভাবায়াঃ; অদ্বৈতে দ্রষ্টব্যশ্র দ্বিতীয়াভাবাৎ । এতদমৃতম্ অভয়ম্; এব ব্রহ্মলোকঃ, ব্রহ্মৈব লোকঃ ব্রহ্মলোকঃ; পর এবারমস্মিন্ কালে ব্যাবৃত্তকার্যকরণোপাধিভেদঃ স্বে আত্মজ্যোতিষি—শাস্ত-সর্বস্বকো বভূবে, হে সত্রাট্, ইতি হ এবং হ, এনং জনকম্ অনুশশাস অনুশিষ্টবান্ যাজ্ঞবল্ক্যঃ—ইতি শ্রুতবচনমেতৎ । ১

টীকা । পূর্বোক্তবস্তুপসংহারার্থং সলিলবাক্যমুপায়তি—গত্রেত্যাদিনা । তেনাবিদ্যায়াঃ শাস্তদেবেনিতি বাবৎ । বস্তুনোহভাবাৎ তত্রৈতি শেষঃ । সুদুপ্তে বিশেষবিজ্ঞানাত্মাবপ্রযুক্তং ফলমাহ—অত্র ইতি । পূর্বমেবাত্মার্থস্তোত্রদ্বং দ্ব্যোতয়িতুং হি-শব্দঃ । সম্পরিধক্তকং

সমস্তত্বমপরিচ্ছিন্নত্বং, তৎফলং সম্প্রসন্নত্বম্ । অসম্প্রসাদো হি পরিচ্ছেদাভিমানকৃতঃ । সম্প্রসন্নত্বে হেতুত্বমাহ—আপ্তকাম ইতি । তদেব সম্প্রসন্নত্বং দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি—সলিলবদিত্তি । উক্তেহর্থো বাক্যাক্ষরাণি যোজয়তি—সলিল ইবেতি । দ্বিতীয়স্তাভাবং স্মৃণু-প্ত ব্যক্তীকরোতি—অবিচ্ছয়েতি । অত্রষ্টো দ্রষ্টেতি বা ছেদঃ । একোহৈবৈত ইত্যভ্যাসস্তাৎপর্যালিঙ্গং, তস্মৈ পরম-পুরুষার্থত্বং দর্শয়ন্ কূটস্থত্বমাহ—এতদিত্তি । কিমিতি ষষ্ঠীসমাসমুপেক্ষ্য কর্মধারয়ো গৃহ্যতে, তত্রাহ—পর এবেতি । অগ্নিন্ কালে স্মৃণুগ্য়াবস্থায়ামিত্যেতৎ । ১

কণং বা অনুশাশাস ?—এষা অস্ত্র বিজ্ঞানময়স্ত্র পরমা গতিঃ, যাস্ত্ব অস্ত্রা দেহ-গ্রহণলক্ষণা ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্যাস্তাঃ, অবিচ্ছাদকল্লিতাঃ তা গত্যঃ অতোহপরমাঃ, অবিচ্ছা-বিষয়ত্বাৎ ; ইয়ন্ত দেবত্বাদিগতীনাং কর্মবিচ্ছাদসাধ্যানাং পরমা উত্তমা—যঃ সমস্তাত্মভাবঃ, যত্র নাত্মং পশুতি, নাত্মং শৃণোতি, নাত্মং বিজ্ঞানাতীতি । এষৈব চ পরমা সম্পৎ—সর্কাসাং সম্পদাং বিভূতীনাং ইয়ং পরমা, স্বাভাবিকত্বাদস্তাঃ ; কৃতকা হি অস্ত্রাঃ সম্পদঃ । তথা এষোহস্ত্র পরমো লোকঃ ; যে অস্ত্রে কর্মফলাশ্রয়া লোকাঃ, তে অস্ত্রাৎ অপরমাঃ, অয়ন্ত ন কেনচন কর্মণা মীয়তে, স্বাভাবিকত্বাৎ । এষোহস্ত্র পরমো লোকঃ । তথা এষোহস্ত্র পরম আনন্দঃ ; যানি অস্ত্রানি বিষয়েন্দ্রিয়সম্বন্ধ-অনিতানি আনন্দজ্ঞাতানি, তাত্তপেক্ষ্য এষোহস্ত্র পরম আনন্দঃ, নিত্যত্বাৎ ; “যো বৈ ভূমা তৎ সুখম্” ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ ; যত্র অস্ত্রং পশুতি অস্ত্র-দ্বিজ্ঞানাত্তি, তদন্তঃ মর্ত্যমমুখ্যং সুখম্ ; ইদং তু তদ্বিপরীতম্ ; অতএব এষোহস্ত্র পরম আনন্দঃ । ২

পরমত্বং সাধয়তি—যাতি । অস্ত্রত্বং সমস্তাত্মভাবং বিশেষবিজ্ঞানরাহিত্যেন বিশিনষ্টি—যত্রোতি । সর্কাস্ত্রভাবাশ্রয় লোকস্ত্র পরমত্বমুপপাদয়তি—যেহস্ত্র ইতি । মীয়তে পরিচ্ছিন্নত্বে সাধ্যত ইতি যাবৎ । সৌপ্তস্ত্র সর্কাস্ত্রভাবস্ত্র পরমানন্দত্বং বিশদয়তি—যানীতি । আত্মনোহ-নবচ্ছিন্নানন্দত্বে ছান্দোগ্যশ্রুতিং সংবাদয়তি—যো বৈ ভূমেতি । ২

এতশ্চৈবানন্দস্ত্র মাত্রাং কলাম্ অবিচ্ছাদপ্রত্যুপস্থাপিতাং বিষয়েন্দ্রিয়সম্বন্ধ-কাল-বিভাব্যাম্ অস্ত্রানি ভূতানি উপজীবন্তি । কানি তানি ? তত এবানন্দাৎ অবিচ্ছাদা প্রবিভজ্যমানস্বরূপাণি, অস্ত্রত্বেন তানি ব্রহ্মণঃ পরিকল্প্যমানানি অস্ত্রানি সন্তি উপজীবন্তি ভূতানি, বিষয়েন্দ্রিয়সম্পর্কদ্বারেণ বিভাব্যমানাম্ ॥২৮৪॥৩২॥

ননু বৈষয়িকমেকং সুখমাস্বরূপং চাপরমিতি সুখভেদাঙ্গীকারাদপসিদ্ধান্তঃ শ্রাদিত্যাশঙ্ক্য মুখ্যামুখ্যভেদেন তদুপপত্তেঃশ্রৈবমিত্যাহ—যত্রোতি । কিঞ্চ বস্তুতো নাস্ত্যেবাস্থখাতিরিক্তং বৈষয়িকং সুখমিত্যাহ—এতশ্চোতি । ব্রহ্মাতিরিক্তচেতনাত্বে কাম্যপজীবকানি শ্রাদিত্যাশঙ্ক্য পরিহরতি—কানীত্যাশঙ্ক্য । বিভাব্যমানামানন্দস্ত্র মাত্রামিতি পূর্বেণ সম্বন্ধঃ ॥২৮৪॥৩২॥

ভাষ্যানুবাদ :—যে অবস্থায়—স্মৃণুপ্তি সময়ে, বস্তুভেদ-প্রদর্শিকা সেই

অবিজ্ঞা দ্বারা উপস্থাপিত বস্তুভেদ না থাকায়, কে কিসের দ্বারা কাহাকে দেখিবে, আশ্রয় করিবে, অথবা চিন্তা করিবে ? অতএব সে সময়ে নিজের প্রকৃত স্বরূপ স্বয়ংজ্যোতিঃস্বভাব প্রাপ্ত পরমাত্মার সহিত সম্মিলিত হইয়া এইরূপে প্রকটিত হয়, —ইন্দ্রিয়সম্বন্ধ ত্যাগ করতঃ সম্প্রসন্ন, আপ্তকাম, আত্মকাম, জলের ন্যায় স্বচ্ছস্বভাব হয় । এখানে ‘সলিল’ অর্থ—সলিলের মত ; দ্বিতীয় বস্তু না থাকায় এক ; কারণ, অবিজ্ঞাই দ্বিতীয় বস্তুবিষয়ক ভ্রম উৎপাদন করে ; সুষুপ্তিসময়ে সেই অবিজ্ঞা নির্ব্যাপার হইয়া পড়ে ; কাজেই তখন এক ; দ্রষ্টা—আত্মজ্যোতিঃস্বরূপ দৃষ্টি কখনও বিলুপ্ত হয় না, এইজন্য দ্রষ্টা ; এবং দর্শন-যোগ্য দ্বিতীয় কোনও পদার্থ থাকে না বলিয়াই তখন অদ্বৈতরূপে প্রকাশ পায় । ইহা অমৃত ও অভয় ; ইহা ব্রহ্মলোক ; ব্রহ্মলোক অর্থ—ব্রহ্মস্বরূপ লোক ; এই সুষুপ্তিসময়ে পুরুষ দেহে-ন্দ্রিয়াদি উপাধিভেদ হইতে বিনিমুক্ত হইয়া এবং সর্ববিধ সম্বন্ধশূন্য হইয়া পরমাত্ম-স্বরূপ স্বীয় আত্মজ্যোতিরূপে অবস্থান করে ; এইরূপে বাস্তবত্যা স্বর্ষি জনককে ‘সত্রাট্’ বলিয়া সম্বোধনপূর্বক অনুশাসন বা উপদেশ দিয়াছিলেন ।

কি প্রকার অনুশাসন করিয়াছিলেন ? না, এই বিজ্ঞানময় জীবের ইহাই পরমা গতি ; ব্রহ্মা হইতে তৃণপর্য্যন্ত শরীর-গ্রহণাত্মক অপর যে সমস্ত গতি, সে সমুদয় গতি অবিজ্ঞা-কল্পিত ; সূতরাং পরম বা উৎকৃষ্ট নহে ; কারণ, ঐ সমস্ত গতি অবিজ্ঞাধিকারে স্থিত ; কিন্তু যাহা সর্বাত্মভাবময়, যাহাতে অগ্র বিষয়ের দর্শন, শ্রবণ ও চিন্তা থাকে না, তাহা উপাসনা ও কর্মলভ্য দেবতাদিরূপ গতি অপেক্ষা পরম (উত্তম) । ইহাই পরমা সম্পদ, অর্থাৎ যতপ্রকার সম্পদ বা ঐশ্বর্য্য আছে, তন্মধ্যে ইহাই সর্বোত্তম ; কারণ, এই সম্পদ হইতেছে স্বাভাবিক—স্বতঃসিদ্ধ ; অপর সমস্ত সম্পদই কৃতক অর্থাৎ ক্রিয়াসাধ্য (অনিত্য) । এইরূপ, ইহাই আত্মার পরম লোক ; অপর যে সমুদয় লোক (ভোগস্থান) কর্মফলে লাভ করা যায়, সে সমুদয় লোক এতদপেক্ষা অপরম বা নিকৃষ্ট ; কিন্তু এই অবস্থাটি কোন কর্ম দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহে ; পরন্তু ইহা পুরুষের স্বাভাবিক ; এই জন্য ইহা আত্মার পরম লোক । এইরূপ উক্ত অবস্থাই ইহার পরম আনন্দ ; বিষয়েন্দ্রিয়-সম্বন্ধজনিত অপর যে সমস্ত অনিত্য আনন্দ, সে সমুদয়ের অপেক্ষা ইহাই আত্মার পরম আনন্দ ; কারণ, ইহা নিত্য ; অপর শ্রুতিতে আছে—‘যাহা ভূমা বা মহৎ, তাহাই সুখ’ ; পক্ষান্তরে, যেখানে অগ্র বস্তু দৃষ্ট হয়, অগ্র বস্তু বিজ্ঞাত হয়, তাহা অন্ন—মর্ত্য (কর্মশীল) অমুখ্য সুখ ; উক্ত সুখ তাহার বিপরীত ; এই কারণেই ইহা আত্মার পরম আনন্দ । ২

উপরে যে আনন্দের কথা বলা হইল, এই আনন্দেরই কলা—মাত্রা অর্থাৎ অংশমাত্র—যাহা অবিদ্যা দ্বারা উপস্থাপিত হইয়া বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শকালে অনুভবগোচর হইয়া থাকে, সেই আনন্দমাত্রাকে অপরাপর ভূতবর্গ ভোগ করিয়া থাকে । সেই সমুদয় ভূত কাহারো ? না, যাহারা অবিদ্যা দ্বারা সেই আনন্দ হইতেই বিভক্ত বা পৃথক হইয়া রহিয়াছে ; ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্রভাবাপন্নবৎ সেই সমস্ত প্রাণী বিষয়েন্দ্রিয়-সম্পর্ক বশতঃ অভিব্যক্ত আনন্দের অংশমাত্র [ভোগ করিয়া থাকে] ॥২৮৪॥৩২॥

স যো মনুষ্যাণাং ব্রাহ্মঃ সমৃদ্ধো ভবত্যন্তেষামধিপতিঃ
সর্বৈবমানুষ্যকৈর্ভোগৈঃ সম্পন্নতমঃ, স মনুষ্যাণাং পরম আনন্দঃ,
অথ যে শতং মনুষ্যাণামানন্দাঃ স একঃ পিতৃণাং জিতলোক-
নামানন্দঃ, অথ যে শতং পিতৃণাং জিতলোকানামানন্দাঃ, স
একো গন্ধর্ব্বলোক আনন্দঃ, অথ যে শতং গন্ধর্ব্বলোক আনন্দাঃ,
স একঃ কৰ্ম্মদেবানামানন্দঃ,—যে কৰ্ম্মণা দেবত্বমভিসম্পাদ্যন্তে ;
অথ যে শতং কৰ্ম্মদেবানামানন্দাঃ স এক আজানদেবানামানন্দঃ,
যশ্চ শ্রোত্রিয়োহব্রুজিনোহকামহতঃ, অথ যে শতমাজান-
দেবানামানন্দাঃ স একঃ প্রজাপতিলোক আনন্দো যশ্চ
শ্রোত্রিয়োহব্রুজিনোহকামহতঃ, অথ যে শতং প্রজাপতিলোক-
আনন্দাঃ স একো ব্রহ্মলোক আনন্দো যশ্চ শ্রোত্রিয়োহব্রুজিনো-
হকামহতঃ, অথৈষ এব পরম আনন্দঃ, এষ ব্রহ্মলোকঃ সত্ৰাড্ভিতি
হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ । সোহহং ভগবতে সহস্রং দদাম্যত উদ্ধং
বিমোক্ষায়ৈব ক্রহীত্যত্র হ যাজ্ঞবল্ক্যো বিভয়াঞ্চকার—মেধাবী
রাজা সর্বৈভ্যো মাহন্তেভ্য উদরৌৎসীদিতি ॥ ২৮৫ ॥ ৩৩ ॥

সম্বলার্থঃ ।—[পূর্ব্বোক্ত পরমানন্দঃ স্বরূপরূপবর্ণনিতুং দৃষ্টান্তমাহ—
“স যঃ” ইতি ।] মনুষ্যাণাং মধ্যে সঃ যঃ (যঃ কশ্চিৎ) ব্রাহ্মঃ (সুসিদ্ধঃ সকলাবয়ব-
সম্পন্নঃ) সমৃদ্ধঃ (ঐশ্বর্য্যবান্) অন্তেষাং (লজাতীয়ানাম্) অধিপতিঃ (প্রভুঃ)
সর্বৈঃ মানুষ্যকৈঃ (মানুষ্যোচ্চৈঃ) ভোগৈঃ (ভোগ্যপদার্থৈঃ) সম্পন্নতমঃ
(অতিশয়েন সম্পন্নঃ) ভবতি, মনুষ্যাণাং সঃ পরম আনন্দঃ ; অথ (অনন্তরং)

মনুষ্যাণাং যে শতম্ আনন্দাঃ, সঃ জিতলোকানাং পিতৃণাম্ এক আনন্দঃ ; অথ জিতলোকানাং পিতৃণাং যে শতম্ আনন্দাঃ, সঃ গন্ধর্বলোকে এক আনন্দঃ ; অথ গন্ধর্বলোকে যে শতম্ আনন্দাঃ, সঃ কৰ্ম্মদেবানাং—যে কৰ্ম্মণা (যজ্ঞাদিনা) দেবত্বম্ অভিসম্পাদ্যন্তে, [তেষাম্] এক আনন্দঃ ; অথ কৰ্ম্মদেবানাং যে শতম্ আনন্দাঃ, সঃ আজানদেবানাং—যচ্চ অবুজিনঃ (নিপ্পাপঃ) অকামহতঃ (নিষ্কামঃ) শ্রোত্রিয়ঃ (বেদবিৎ), [তস্মৈ চ] এক আনন্দঃ ; অথ আজানদেবানাং যে শতম্ আনন্দাঃ, সঃ প্রজাপতিলোকে এক আনন্দঃ ; যঃ চ অবুজিনঃ, অকামহতঃ শ্রোত্রিয়ঃ, [তস্মৈ চ একঃ আনন্দঃ] । অথ প্রজাপতিলোকে যে শতম্ আনন্দাঃ, সঃ ব্রহ্মলোকে এক আনন্দঃ ; যঃ চ অবুজিনঃ অকামহতঃ শ্রোত্রিয়ঃ, [তস্মৈ চেতি পূৰ্ব্ববৎ] । অথ (অনন্তরং) যাজ্ঞবল্ক্যঃ উবাচ হ—হে সত্বাট, এষ এব পরমঃ আনন্দঃ, এষ ব্রহ্মলোকঃ—ইতি । [এতৎ শ্রুত্বা জনক আহ—] সঃ (ভবতা এবং প্রবোধিতঃ) অহং ভগবতে গবাং সহস্রং দদামি ; অত উৰ্দ্ধং (অতঃপরং) বিমোক্ষায় এষ ক্রুহি—ইতি ।

অত্র (পুনঃপ্রার্থনায়াম্) যাজ্ঞবল্ক্যঃ বিভয়াঙ্ককার (ভীতঃ বভূব) । [ভয়-কারণমাহ—] মেধাবী (ধারণক্ষমবুদ্ধিসম্পন্নঃ) রাজা (জনকঃ) সর্কেভ্যঃ অস্তেভ্যঃ (প্রশ্ন-নির্ণয়েভ্যঃ চরমতত্ত্বনির্ণয়ার্থমিতি যাবৎ) মা (মাং) উদরৌৎসীং (উপরোধং কৃতবান্), [মদীয়ং সৰ্বং বিজ্ঞানং জাতুমিচ্ছতীতি ভয়ং জাতং যাজ্ঞবল্ক্যস্তেতি ভাবঃ] ॥২৮৫॥৩৩॥

মূলানুবাদ :—মনুষ্যগণের মধ্যে যে কোন ব্যক্তি সুস্থ সর্বাবয়ব-সম্পন্ন, সমৃদ্ধিশালী, সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে এবং সর্বপ্রকারে মনুষ্যোচিত ভোগোপকরণসম্বিত ও লোকাধিপতি হয় ; তাহার যে আনন্দ, তাহাই মনুষ্যগণের পক্ষে পরম আনন্দ ; মনুষ্যগণের যে একশত আনন্দ, তাহা আবার জিতলোক (শ্রাদ্ধাদি কৰ্ম্ম দ্বারা যাহারা পিতৃলোক লাভ করিয়াছেন, সেই) পিতৃগণের পক্ষে এক আনন্দ ; জিতলোক পিতৃগণের যে একশত আনন্দ, তাহা আবার গন্ধর্বলোকের পক্ষে একটি মাত্র আনন্দ ; আবার সেই গন্ধর্বলোকের যে শত আনন্দ, কৰ্ম্মদেবগণের—যাহারা শুভ কৰ্ম্ম দ্বারা দেবত্ব লাভ করিয়াছেন, তাহাদের একটি আনন্দ ; কৰ্ম্মদেবগণের যে শত-গুণিত আনন্দ, তাহাই আবার আজান দেবগণের (যাহারা প্রথমেই দেবতা হইয়া জন্মিয়াছেন, তাহাদের) এবং নিপ্পাপ ও নিষ্কাম

শ্রোত্রিয়ের (বেদজ্ঞের) পক্ষে একটীমাত্র আনন্দ; আবার আজানদেবগণের যাহা একশত আনন্দ, তাহাই প্রজাপতিলোকে একটীমাত্র আনন্দের তুল্য, এবং যাহারা নিষ্পাপ ও নিষ্কাম শ্রোত্রিয়, তাহাদের পক্ষেও সেইরূপ; প্রজাপতিলোকের যে শত আনন্দ, তাহা আবার ব্রহ্মলোকে এবং নিষ্পাপ নিষ্কাম শ্রোত্রিয়ের নিকট একটীমাত্র আনন্দের তুল্য। অতঃপর যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—হে সম্রাট, ইহাই পরম আনন্দ, ইহাই ব্রহ্মলোক । [অনন্তর জনক মহারাজ বলিলেন—] আমি মহাশয়কে সহস্র গো দান করিতেছি ; আপনি অতঃপর মোক্ষোপায়ই উপদেশ করুন । একথায় যাজ্ঞবল্ক্য ভীত হইয়াছিলেন ; কারণ, মেধাবী রাজা আমাকে সর্বাপেক্ষা শেষ সিদ্ধান্ত বলিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন । [রাজা আমার সমস্ত বিজ্ঞান জানিবার চেষ্টা করিতেছেন—এই মনে করিয়া তিনি ভীত হইয়াছিলেন ; কিন্তু নিজের জ্ঞান-দুর্বলতার জন্য নহে] ॥ ২৮৫ ॥ ৩৩ ॥

শাক্তব্রহ্মণ্যম্ ।—যন্ত পরমানন্দস্ত মাত্রা অবয়বাঃ ব্রহ্মাদিভির্ষনুষ্ঠা-পর্যন্তৈর্ভূতৈরুপজীব্যন্তে, তদানন্দমাত্রাদ্বারেণ মাত্রিণং পরমানন্দমধিজিগময়ি-ষন্নাহ—সৈকবলবণশকলৈরিব লবণশৈলম্ । স যঃ কশ্চিৎ মনুষ্যাণাং মধ্যে রাঙ্কঃ—সংলিঙ্ঘোহবিকলঃ সমগ্রাবয়ব ইত্যর্থঃ, সমৃদ্ধঃ উপভোগোপকরণসম্পন্নঃ ভবতি ; কিঞ্চ অন্তেষাং সমানজাতীয়ানাং অধিপতিঃ স্বতন্ত্রঃ পতিঃ, ন মাণ্ডলিকঃ ; সর্বৈঃ সমন্তৈঃ মানুষ্যকৈরিতি দিব্যভোগোপকরণনিরন্ত্যর্থম্—মনুষ্যাণামেব যানি ভোগোপকরণানি, তৈঃ সম্পন্নানামপ্যতিশয়েন সম্পন্নঃ সম্পন্নতমঃ, স মনুষ্যাণাং পরম আনন্দঃ । ১

টীকা । স যো মনুষ্যাণামিত্যাদিবাক্যাতাৎপর্যমাহ—যন্তেতি । যথা সৈকবাচলৈঃ সৈকবাচলং লোকে বোধয়তি, তথা তদানন্দস্ত মাত্রা নাম অবয়বাস্তৎপ্রদর্শনদ্বারেণাবয়বিনং পরমানন্দমধিজিগময়িতুমিচ্ছন্নস্তরো গ্রন্থঃ প্রবৃত্ত ইত্যর্থঃ । তাৎপর্যমুক্তাঙ্করাণি ব্যাচষ্টে—স যঃ কশ্চিদিতিাদিনা । রাঙ্কত্বমবিকলত্বং চেৎ, সমৃদ্ধত্বেন পুনরুক্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—সমগ্রেতি । তদেব সমৃদ্ধত্বমপীত্যাশঙ্ক্য ব্যাকরোতি—উপভোগেতি । অন্তর্কর্ষিঃসম্পত্তিতেদাদপুনরুক্তিরিতি ভাবঃ । ন কেবলমুক্তমেব তন্ত বিশেষণং, কিন্তু বিশেষণান্তরং চাস্তীত্যাহ—কিঞ্চেতি বিশেষণ-তাৎপর্যমাহ—দিব্যেতি । তদনিবর্তনে ত্বন্ত বক্ষ্যমাণগকর্কাদিষন্তর্ভাবঃ স্তাদিতি ভাবঃ । অতিশয়েন সম্পন্ন ইতি শেষঃ । ১

তত্র আনন্দানন্দিনোরভেদনির্দেশাৎ ন অর্থাস্তরভূতত্বমিত্যেতৎ ; পরমানন্দ-

শ্রৌবেয়ং বিষয়বিষয়াকারেণ মাত্রা প্রস্তুতেতি হি উক্তম্—‘যত্র বা অন্তর্দিশ স্তাৎ’ ইত্যাদিবােক্যেন ; তস্মাৎ যুক্তোহয়ং—‘পরম আনন্দঃ’ ইত্যভেদনির্দেশঃ । যুধিষ্ঠিরাদিতুল্যো রাজা অত্রোদাহরণম্ । দৃষ্টং মনুষ্যানন্দম্ আদিং কৃত্বা শত-
শৃণোত্তরোত্তরক্রমেণোন্নীয় পরমানন্দং—যত্র ভেদো নিবর্ততে, তমধিগময়তি ।
অত্রায়মানন্দঃ শতশৃণোত্তরোত্তরক্রমেণ বর্দ্ধমানঃ যত্র বুদ্ধিকার্ষামনুভবতি—যত্র
গণিতভেদো নিবর্ততে, অন্তর্দর্শন-শ্রবণ-মননাত্বাৎ ; তং পরমানন্দং বিবক্ষ-
মাহ—অথ যে মনুষ্যাণাম্ এবম্প্রকারাঃ শতমানন্দভেদাঃ, স একঃ পিতৃণাম্ ;
তেষাং বিশেষণং—জিতলোকানামিতি । শ্রাদ্ধাদিকর্ম্মভিঃ পিতৃন্ তোষয়িত্বা,
তেন কর্ম্মণা জিতো লোকো যেসাম্, তে জিতলোকাঃ পিতরঃ, তেষাং পিতৃণাং
জিতলোকানাং মনুষ্যানন্দশতশৃণীকৃতপরিমাণ এক আনন্দো ভবতি, সোহপি
শতশৃণীকৃতো গন্ধর্ব্বলোক এক আনন্দো ভবতি । স চ শতশৃণীকৃতঃ কর্ম্মদেবানাম্
এক আনন্দঃ ; অগ্নিহোত্রাদিশ্রৌতকর্ম্মণা যে দেবত্বং প্রাপ্নুবন্তি, তে কর্ম্ম-
দেবাঃ । ২

অভেদনির্দেশস্তাভিপ্রায়মাহ—তত্রৈতি । প্রকৃতং বাক্যং সপ্তম্যর্থঃ । আত্মনঃ সকাশাদা-
নন্দশ্রুতি শেষঃ । ঔপচারিকত্বমভেদনির্দেশস্ত ভবিষ্যতীত্যশঙ্ক্যাহ—পরমানন্দশ্রুতি ।
তথৈব বিষয়ত্বং বিষয়িত্বমিতি স্থিতে কলিতমাহ—তস্মাদিতি । যথোক্তো মনুষ্যো ন দৃষ্টি-
পথমবতরতীত্যশঙ্ক্যাহ—যুধিষ্ঠিরাদীতি । অথ যে শতং মনুষ্যাণামিত্যাদেশ্তাৎপব্যমাহ—
দৃষ্টমিতি । শতশৃণোত্তরোত্তরআনন্দশ্রৌতকর্ম্মপ্রদর্শনক্রমেণ পরমানন্দমুন্নীয় তমধিগময়ত্যুত্তরেণ
গ্রহ্ণেনেতি সম্বন্ধঃ । পরমানন্দমেব বিশিনষ্টি—যত্রৈতি । ভেদঃ সংখ্যাব্যবহারঃ । উক্তমেব
প্রপঞ্চয়তি—যত্রৈত্যাদিনা । পরমানন্দে বিবুদ্ধিকার্ষায়াং হেতুমাহ—অশ্রুতি । যদ্যপি
যশ্রুত্যাদিনোক্তমেতৎ, তথাপিহাঙ্করব্য’খ্যানাবনরে তদেব বিবৃতমিত্যবিরোধঃ । তত্তদানন্দ-
প্রদর্শনানন্তর্য্যং তত্র তত্রাধশঙ্ক্যর্থঃ, তৎসংখ্যাকোপক্রমো বা । এবংপ্রকারত্বং সমৃদ্ধত্বাদি ।
পিতৃণামানন্দ ইতি সম্বন্ধঃ । শ্রাদ্ধাদিকর্ম্মভিরিত্যা দিশঙ্কেন পিতৃপিতৃযজ্ঞাদি গৃহ্যতে । ২

তথৈব আজ্ঞানদেবানাম্ এক আনন্দঃ ; আ জ্ঞানত এব উৎপত্তিত এব যে
দেবাঃ, তে আজ্ঞানদেবাঃ ; যশ্চ শ্রোত্রিয়ঃ অধীতবেদঃ অরুজিনঃ—রুজিনং পাপং,
তদ্রহিতঃ যথোক্তকারীত্যর্থঃ, অকামহতঃ বীতভৃকঃ, আজ্ঞানদেবেভ্যোহর্ক্যাকৃ
যাবস্তো’ বিষয়াঃ, তেষু, তস্ত ‘চ এবংভূতজ্ঞানদেবৈঃ সমান আনন্দ ইত্যেতদ্ব্য-
কৃত্যতে চ-শব্দাৎ । তচ্ছতশৃণীকৃতপরিমাণঃ প্রজ্ঞাপতিলোকে এক আনন্দো
বিরাটশরীরে ; তথা ‘তদ্বিজ্ঞানবান্ শ্রোত্রিয়ঃ অধীতবেদশ্চ অরুজিন ইত্যাদি
পূর্ব্ববৎ । তচ্ছতশৃণীকৃতপরিমাণ এক আনন্দো ব্রহ্মলোকে হিরণ্যগর্ভাঅনি ;
যশ্চৈত্যাদি পূর্ব্ববদেব । ৩

কে তে কর্মদেবা নাম, তত্রাহ—অগ্নিহোত্রাদীতি । যথা গন্ধর্বানন্দঃ শতগুণীকৃতঃ কর্মদেবানামেক আনন্দস্তথা কর্মদেবানন্দঃ শতগুণীকৃতঃ সন্নাজানদেবানামেক আনন্দো ভবতীত্যাহ—তথৈবেতি । কুত্র বীজত্বকং, তত্রাহ—আজানদেবেভ্য ইতি । শ্রোত্রিয়াদি-
বাক্যস্ত প্রকৃতাসঙ্গতিমাশঙ্ক্যাহ—তস্ত চেতি । এবংভূতস্ত বিশেষণত্রয়বিশিষ্টেতি
যাবৎ । প্রজাপতিলোকশব্দস্ত ব্রহ্মলোকশব্দার্থভেদমাহ—বিরাড়িতি । যথা বিরা-
ড়ান্নাজানদেবানন্দঃ শতগুণীকৃতঃ সন্নেক আনন্দো ভবতি, তথা বিরাড়াষ্টোপাসিতা
শ্রোত্রিয়াদিবিশেষণো বিরাজা তুল্যানন্দঃ স্তাদিত্যাহ—তথৈতি । তচ্ছতগুণীকৃতোতি
তচ্ছকো বিরাড়ানন্দবিষয়ঃ । শ্রোত্রিয়াদিবিশেষণবানপি হিরণ্যগর্ভোপাসকভেন তুল্যানন্দো
ভবতীত্যাহ—যশ্চেতি । ৩

অতঃপরং গণিতনিবৃত্তিঃ ; এষ পরম আনন্দ ইত্যুক্তঃ, যস্ত চ পরমানন্দস্ত
ব্রহ্মলোকাণ্মানন্দা মাত্রাঃ—উদধেরিব বিপ্রধঃ ; এবং শতগুণোত্তরোত্তরবৃদ্ধ্যুপেতা
আনন্দাঃ যত্র একতাং যাস্তি, যচ্চ শ্রোত্রিয়প্রত্যক্ষঃ, অথ এষ এব সম্প্রসাদলক্ষণঃ
পরম আনন্দঃ ; তত্র হি নাত্মং পশুতি, নাত্মং শৃণোতি, অতো ভূমা ; ভূমত্বাদ-
মৃতঃ ; ইতরে তদ্বিপরীতা আনন্দাঃ । অত্র চ শ্রোত্রিয়ত্বাবৃজিনত্বে তুল্যে ;
অকামহতত্বকৃতো বিশেষ আনন্দশতগুণবৃদ্ধিহেতুঃ । ৪

হিরণ্যগর্ভানন্দাঃপরিষ্টাদপি ব্রহ্মানন্দে গণিতভেদে প্রাকরণিকে প্রাপ্তে, প্রতাহ—অতঃ
পরমিতি । এষোহস্ত পরম আনন্দ ইত্যুপক্রম্য কিমিত্যানন্দান্তরমুপদর্শিতমিত্যাশঙ্ক্যাহ—
এষ ইতি । তথাপি সৌকৃষ্টং সর্বদ্বন্দ্বনুপেক্ষিতমিতি চেন্নেত্যাহ—যস্ত চেতি । প্রকৃতস্ত
ব্রহ্মানন্দস্তাপরিচ্ছিন্নত্বমাহ—তত্র হীতি । অনবচ্ছিন্নত্বফলমাহ—ভূমত্বাদিত । ব্রহ্মানন্দাদিতরে
পরিচ্ছিন্না মর্ত্যাশ্চেত্যাহ—ইতর ইতি । অথ যত্রাত্মং পশুতীত্যাদিশ্রুতেরিতি ভাবঃ ।
শ্রোত্রিয়াদিপদানি ব্যাখ্যায় তাৎপর্যং দশয়তি—অত্র চেতি । মধ্যে বিশেষণেবু ত্রিধিতি যাবৎ ।
তুলে সর্বপর্যায়ৈধিতি শেষঃ । বিশেষণান্তরে বিশেষমাহ—অকামহতত্বোতি । ৪

অত্রৈতানি সাধনানি শ্রোত্রিয়ত্বাবৃজিনত্বাকামহতত্বানি তস্ত তত্ত্বানন্দস্ত
প্রাপ্তাবর্থাদভিহিতানি, যথা কর্ম্মণি অগ্নিহোত্রাদীনি দেবানাং দেবত্বপ্রাপ্তৌ ।
তত্র চ শ্রোত্রিয়ত্বাবৃজিনত্বলক্ষণে কর্ম্মণী অধরভূমিষপি সমানে, ইতি নোত্তরা-
নন্দপ্রাপ্তিসাধনে অভ্যাপেয়েতে ; অকামহতত্বং তু বৈরাগ্য-তারতম্যোপপত্তে-
রুত্তরোত্তরভূম্যানন্দপ্রাপ্তিসাধনমিত্যবগম্যতে । স এষ পরম আনন্দঃ বিতৃষ্ণ-
শ্রোত্রিয়প্রত্যক্ষোহধিগতঃ । তথা চ বেদব্যাসঃ—

“যচ্চ কামসুখং লোকে যচ্চ দিব্যং মহৎ সুখম্ ।

তৃষ্ণাক্ষয়সুখশ্চৈতে নারীতঃ ষোড়শীং কলাম্ ॥” ইতি ।

এষ ব্রহ্মলোকঃ, হে সত্রাড়িতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ । সোহহমেবম্ অনুশিষ্টঃ

ভগবতে তুভ্যং সহস্রং দদামি পবাম্ ; অত উৰ্দ্ধং বিমোক্ষায়ৈব ক্রীড়ীতি ব্যাখ্যাত-
মেতৎ । ৫

যথোক্তং বিভাগমুপপাদয়িতুং সিদ্ধমর্থমাহ—অত্রৈতানীতি । যশ্চেত্যাদিবাচ্যং সপ্তম্যর্থঃ ।
তত্ত্ব তত্ত্বানন্দশ্রেতি । দৈবপ্রাজাপত্যাদিনির্দেশঃ । অর্থাদভিহিতত্বে দৃষ্টান্তমাহ—যপেতি ।
যে কর্মণা দেবকর্মিত্যাশ্রিত্যসামর্থ্যাদেবানন্দাপ্তৌ যথা কন্ধানি সাধনান্যুক্তানি, তথা
যশ্চেত্যাদিশ্রুতিসামর্থ্যাদেতান্যপি শ্রোত্রিয়ত্বাদানি তত্ত্বদানন্দপ্রাপ্তৌ সাধনানি বিবক্ষিতা-
নীত্যর্থঃ ।

নমু ত্রয়াণামবিশেষণতো কথং শ্রোত্রিয়ত্বাবৃদ্ধিনহয়োঃ সর্বত্র তুল্যত্বং, ন হি তে পূর্বভূমিষু
শ্রুতে ; তথা চাকামহতত্ববদানন্দোৎকর্ষে তয়োঃপি হেতুহেতি, তত্রাহ—তত্র চেতি ।
নির্দ্ধারণার্থা সপ্তমী । ন হি শ্রোত্রিয়ত্বাদিশৃঙ্খলং সার্বভৌমাদিশৃঙ্খলমুভাবিতুমুৎসহতে । তথা চ
সর্বত্র শ্রোত্রিয়ত্বাদেত্তুল্যত্বাৎ ন তদানন্দাতিরেকপ্রাপ্তাবসাধারণং সাধনমিত্যর্থঃ । যদ্বক্ত-
মানন্দগতগুণবৃদ্ধিহেতুরকামহতত্বকৃতো বিশেষ ইতি, তদুপপাদয়তি—অকামহতত্বং ত্বিতি ।
পূর্বপূর্বভূমিষু নৈরাগামুত্তরোত্তরবভূব্যানন্দপ্রাপ্তিসাধনম্, বৈরাগ্যস্ত তরতমত্বাবেন পরমকাঠোপ-
পত্তেন্নিরতিশয়স্ত তত্ত্ব পরমানন্দপ্রাপ্তিসাধনত্বসম্বাদিত্যর্থঃ । যশ্চেত্যাদিবাচ্যশ্চেৎ তাৎপৰ্য্য-
মুক্ত্য। প্রকৃতে পরমানন্দে বিদ্বদমুভবঃ প্রমাণয়তি—স এষ ইতি । নিরতিশয়মকামহতত্বং
পরমানন্দপ্রাপ্তিহেতুরিত্যত্র প্রমাণমাহ—তথা চেতি । প্রকৃতং প্রত্যগ্ভূতং পরমানন্দমেয
ইতি পরামৃশতি । ৫

অত্র হ—বিমোক্ষায়েত্যস্মিন্ বাক্যে যাজ্ঞবল্ক্যঃ বিভ্রাঙ্ককার ভীতবান্ । যাজ্ঞ-
বল্ক্যস্ত ভয়কারণমাহ শ্রুতিঃ—ন যাজ্ঞবল্ক্যো বক্তৃত্বসামর্থ্যাভাবাভীতবান্,
অজ্ঞানাত্মা ; কিস্তুর্হি ? মেধাবী রাজা সর্বেভ্যঃ মা মাম্ অন্তেভ্যঃ প্রশ্ননির্ণয়াব-
সানেভ্য উদরোৎসীৎ আরণোৎ অবরোধং কৃতবানিত্যর্থঃ ; যদ্যৎ ময়া নির্ণীতং
প্রশ্নরূপং বিমোক্ষার্থম্, তত্ত্বদ্ একদেশত্বেনৈব কামপ্রশ্নস্ত গৃহীত্বা পুনঃ পুনর্মাং
পর্য্যনুযুক্ত এব, মেধাবিত্বাৎ ইত্যেতদ্বয়কারণম্,—সর্বং মদীয়ং বিজ্ঞানং কাম-
প্রশ্নব্যাঞ্জনোপাদিৎসতীতি ॥২৮৫॥৩৫॥

শ্রুতির্মেধাবীত্যাচ্চা ; তাং ব্যাচষ্টে—নেত্যাदिना । তথাপি কিং তদ্বয়কারণং, তদাহ—
মদ্যদিতি । মেধাবিত্বাৎ প্রজ্ঞাতিশয়শালিত্বাদিতি যাবৎ । তদেব ভয়কারণং প্রকটয়তি—
সর্বমিতি ॥২৮৫॥৩৬॥

ভাষ্যানুবাদ :—ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া মনুষ্যপর্য্যন্ত জীবগণ যে
পরমানন্দের মাত্রাসকল (অংশসমূহ) ভোগ করিতেছে, সেই আনন্দের মাত্রা
দ্বারা তাহার মাত্রী অর্থাৎ মাত্রার মূলভূত পরমানন্দের স্বরূপটী—সৈকলবলবণের
খণ্ডসমূহ দ্বারা যেমন লবণাচলের স্বরূপাবগতি করান হয়, তেমনিভাবে অবগত
করাইবার অভিপ্রায়ে বলিতেছেন,—মনুষ্যগণের মধ্যে যে ব্যক্তি রাজ অর্থাৎ

অবিকল—পরিপূর্ণাঙ্গ, এবং সমৃদ্ধ—ভোগবিলাসের বিবিধ উপকরণসম্পন্ন, অধিকতর সমানজাতীয় অন্যান্য ব্যক্তিগণের অধিপতি অর্থাৎ স্বাধীন প্রভু, কিন্তু, মণ্ডলেশ্বর (খণ্ডভূমির ঈশ্বর) নহে, এবং মনুষ্য-লভ্য সর্বপ্রকার ভোগসম্পন্নতম অর্থাৎ যে সমুদয় ভোগোপকরণ কেবল মনুষ্যগণেরই প্রাপ্তিযোগ্য, সেই সমুদয় ভোগ-সামগ্রী-শালী অন্যান্য মনুষ্য অপেক্ষা অধিক পরিমাণে ভোগসামগ্রীপূর্ণ। সেই আনন্দই মনুষ্যের পরম আনন্দ। এখানে ‘মানুষ্যকৈঃ’ এই বিশেষণ দ্বারা দৈব ভোগের নিবৃত্তি করা হইয়াছে। ১

[সেই মনুষ্যগণের মধ্যে যাহা পরম আনন্দ অর্থাৎ যিনি পরমানন্দশালী] এই বাক্যে যে, আনন্দ ও আনন্দীকে অভিন্নরূপে অর্থাৎ আনন্দবান্ ব্যক্তিকেই আনন্দরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে; ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, উভয়ই এক—কেহই ভিন্ন পদার্থ নহে। পরমানন্দের এই মাত্রাই (অংশই) যে, বিষয় ও বিষয়িভাবে (গ্রাহ-গ্রাহকরূপে) বিস্তৃত হইয়াছে, একথা ‘যখন ভিন্নেরই মত হয়’ ইত্যাদি বাক্যে অভিহিত হইয়াছে। অতএব ‘পরম আনন্দঃ’ বলিয়া আনন্দ ও আনন্দবানের অভেদ নির্দেশ করা উপযুক্তই হইয়াছে। যুধিষ্ঠিরাদি নৃপতিগণ ইহার উদাহরণ। এক্ষণে সর্বাত্মে মনুষ্যের প্রত্যক্ষগ্রাহ আনন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরোত্তর শতগুণক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত পরমানন্দের অনুমান করিবার পর, যেখানে আনন্দের বিভাগ নিবৃত্ত হইয়া যায়, সেই পরম আনন্দ অনুভবগোচর করাইতেছেন। উক্ত আনন্দই পর-পর শতগুণক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া, যেখানে বৃদ্ধির চরম সীমা প্রাপ্ত হয়, যেখানে দর্শন শ্রবণ ও মননের অভাব নিবন্ধন গণিতের ক্রিয়া—গণনাও নিবৃত্ত হইয়া যায়, সেই পরমানন্দের স্বরূপ নিরূপণের অভিপ্রায়ে অতঃপর বলিতেছেন—মনুষ্যগণের যে, এইরূপ শতগুণিত আনন্দ, জিতলোক পিতৃগণের পক্ষে তাহা একটীমাত্র আনন্দ। জিতলোক অর্থ,—যাহারা শাস্ত্রবিহিত শ্রাদ্ধাদি কৰ্ম দ্বারা পিতৃগণকে পরিতুষ্ট করিয়া, সেই লোক জয় করিয়াছেন, সেই পিতৃগণের নিকট মনুষ্যগণের শতগুণিত আনন্দও এক আনন্দ হয়; সেই শতগুণিত আনন্দও আবার গন্ধৰ্বলোকে এক আনন্দ বলিয়া গৃহীত হয়, এবং গন্ধৰ্বলোকে যাহা শতগুণিত আনন্দ, তাহাও কৰ্মদেবগণের এক আনন্দ। কৰ্মদেব কাহারো? যাহারা অগ্নিহোত্রাদি কৰ্ম দ্বারা দেবত্ব লাভ করিয়াছেন। ২

পূর্বের ত্রায় কৰ্মদেবগণের শতগুণিত আনন্দও আবার অজান দেবগণের এক আনন্দ। ‘অজান’ অর্থ—যাহারা জান হইতে অর্থাৎ উৎপত্তিকাল হইতেই

দেবতা, ফলকথা—যাঁহারা দেবতারূপে জন্মলাভ করিয়াছেন। আজান দেব এবং যিনি শ্রোত্রিয়—অধীতবেদ (১) ও অবৃজ্বিন—বৃজ্বিন অর্থ পাপ, তদ্বিহীন এবং অকামহত অর্থাৎ নিস্পৃহ—আজান দেবগণের অধস্তন যত প্রকার বিষয় আছে, সে সমুদয় বিষয়ে অভিলাষশূন্য; এবস্তৃত সাধুর আনন্দ ও আজানদেবের আনন্দ সমান বা একরূপ। “যশ্চ” এই “চ” হইতে বুঝা যায় যে, তাঁহাদের শতগুণিত আনন্দও প্রজাপতিলোকে অর্থাৎ বিরাটশরীরে এক আনন্দ বলিয়া গৃহীত হয়। এখানেও ‘যশ্চ’ ইত্যাদির ব্যাখ্যা পূর্ববৎ। পুনশ্চ ইহার শতগুণিত আনন্দ আবার হিরণ্যগর্ভাত্মক ব্রহ্মলোকে একটি আনন্দরূপে গৃহীত হয়। এখানেও ‘যশ্চ’ ইত্যাদির অর্থ পূর্ববৎ। ৩

ইতঃপর গণিত সংখ্যানিবৃত্তি—সে আনন্দের আর কোনরূপ সংখ্যা বা পরিমাণ নাই। পূর্বে পরম আনন্দ বলিয়া যাহা উক্ত হইয়াছে, সমুদ্রের জলবিন্দুর ন্যায় ব্রহ্মলোকাদিগত আনন্দ তাহার মাত্রা অর্থাৎ কণামাত্র। এই ভাবে উত্তরোত্তর শতগুণক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত আনন্দরাশি যেখানে বাইয়া একত্র প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ এক হইয়া যায়, এবং যাহা শ্রোত্রিয়গণের প্রত্যক্ষসিদ্ধ, তাহাই সম্প্রসাদরূপ পরম আনন্দ; তাহাতে অত্র কিছু দর্শন হয় না, অত্র কিছু শ্রবণ করা যায় না; অতএব, তাহা ভূমা মহান্; ভূমা বলিয়াই অমৃত অর্থাৎ অবিনশ্বর; ভূমাভিন্ন সমস্ত আনন্দই তদ্বিপরীত অর্থাৎ বিনাশশীল। পূর্বোক্ত বিশেষণত্রয়ের মধ্যে শ্রোত্রিয়ত্ব ও “অবৃজ্বিনত্ব” বিশেষণদ্বয় তুল্যার্থক, কিন্তু অকামহতত্বরূপ বিশেষণটাই (ধর্ম্মটী) শতগুণ আনন্দের বৃদ্ধিহেতু। ৪

অগ্নিহোত্রাদি কৰ্ম্মসকল যেমন দেবত্বপ্রাপ্তির সাধন, এই স্থানেও উক্ত শ্রোত্রিয়ত্ব, অবৃজ্বিনত্ব ও অকামহতত্বই পূর্বোক্ত সেই সেই আনন্দবিশেষ-প্রাপ্তির সাধনরূপে অভিহিত হইয়াছে; তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, শ্রোত্রিয়ত্ব ও অবৃজ্বিনত্ব-রূপ ধর্ম্মদ্বয় সর্বাবস্থায়ই সমান; এইজন্য উহাদিগকে আর পরবর্তী আনন্দলাভের সাধন বা উপায় বলিয়া স্বীকার করা হয় না; কিন্তু বৈরাগ্যের উৎকর্ষাপকর্ষের কারণ বিধায়, কেবল অকামহতত্ব ধর্ম্মটাই উত্তরাবস্থায়ও আনন্দ প্রাপ্তির সাধন

(১) তাৎপৰ্য্য—শ্রোত্রিয় অর্থ—কেবল বেদাবিদু নহে, পরন্তু তাহার লক্ষণ এইরূপ—“একাং শাখাং সকল্লাং বা ষড়্ভিরঙ্গৈরধীত্য বা। ষট্কৰ্ম্মনিরতো বিপ্রঃ শ্রোত্রিয়ো নাম ধর্ম্মবিৎ।” ইতি।

অর্থাৎ যিনি ছয়টি বেদাঙ্গের সহিত, অন্ততঃ কল্পত্বের সহিত একটি বেদশাখা অধ্যয়ন করিয়া ব্রাহ্মণোচিত ষট্কৰ্ম্মে নিরত থাকেন, তাদৃশ ধর্ম্মজ ব্রাহ্মণকে ‘শ্রোত্রিয়’ বলে।

বা উপাস্য, ইহাই উক্ত কথায় বুঝা যাইতেছে । বেদব্যাঙ্গও এইরূপ বলিয়াছেন,—
‘জগতে যাহা কাম-সুখ অর্থাৎ কামোপভোগজনিত সুখ বলিয়া প্রসিদ্ধ, আর
যাহা স্বর্গীয় মহৎ সুখ, এই উভয় সুখই তৃষ্ণা-ক্ষয়জনিত সুখের অর্থাৎ বৈরাগ্য-
সুখের ষোড়শ ভাগের এক ভাগেরও সমান নহে’ । অতঃপর যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,
হে সত্ৰাট্, ইহাই সেই ব্রহ্মলোক । তখন সত্ৰাট্ বলিলেন, এই প্রকারে অমু-
খাসন প্রাপ্ত আমি পূজনীয় আপনাকে সহস্র গো দান করিতেছি ; অতঃপর
বিমোক্ষার্থ ই বলুন ; এ সব কথা বিস্তারিতরূপে পূর্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে । ৫

এখানে “বিমোক্ষায়” এই বাক্য শ্রবণে যাজ্ঞবল্ক্য ভীত হইলেন । শ্রুতি
নিজেই যাজ্ঞবল্ক্যের ভয়ের কারণ বলিয়া দিতেছেন,—যাজ্ঞবল্ক্য যে, বলিবার
সামর্থ্যাভাবে ভীত হইয়াছিলেন, কিংবা জ্ঞান-দুর্বলতা বশতঃ ভীত হইয়াছিলেন,
তাহা নহে ; তবে কি না, বিচক্ষণ রাজা সমস্ত প্রশ্ন নির্ণয়ের অন্ত বা অবসানের
জন্ত অর্থাৎ চরম সিদ্ধান্ত বলিবার জন্ত আমাকে আবদ্ধ বা অনুরুদ্ধ করিতেছেন,
ইহাই ভয়ের কারণ । তাৎপর্য্য এই যে, আমি বিমোক্ষার্থ যে যে প্রয়োক্তর
নির্ণয় করিয়া বলিয়াছি, রাজা তৎসমস্তই মোক্ষপ্রশ্নের একদেশরূপে গ্রহণ করিয়া
পুনঃ পুনঃ আমাকে প্রশ্ন করিতেছেন, এবং আমার সমস্ত বিজ্ঞান পূর্বোক্ত
কাম-প্রশ্নচ্ছলে গ্রহণ করিবার উপক্রম করিতেছেন ॥ ২৮৫ ॥ ৩৩ ॥

স বা এষ এতস্মিন্ স্বপ্নান্তে রত্না চরিত্বা দৃষ্টে ব পুণ্যঞ্চ পাপঞ্চ
পুনঃ প্রতিজ্ঞায়ং প্রতিবোক্তাদ্রবতি বুদ্ধান্তায়ৈব ॥ ২৮৬ ॥ ৩৪ ॥

সম্বলার্থঃ ১—সঃ বৈ এষঃ (আত্মা) এতস্মিন্ স্বপ্নান্তে (স্বপ্নে) রত্না
চরিত্বা, পুণ্যং (পুণ্যফলং সুখং) চ, পাপং (পাপফলং দুঃখং) চ, দৃষ্টা এব (ন তু
কৃত্বা), পুনঃ প্রতিজ্ঞায়ং প্রতিবোনি বুদ্ধান্তায় (জাগ্রদবস্থায়) এব আদ্রবতি
[পূর্বং কৃতব্যাবধানমেতৎ] ॥ ২৮৬ ॥ ৩৪ ॥

মূলানুবাদঃ ১—সেই এই আত্মা এই স্বপ্নাবস্থায় রমণ ও
পরি-ভ্রমণ করিয়া এবং পুণ্য ও পাপের ফল—সুখ ও দুঃখ কেবল
দর্শন করিয়া পুনর্ববার জাগ্রদবস্থায় জন্ত স্বপ্নের বিপরীতক্রমে যথাস্থানে
ধাবিত হয় ॥ ২৮৬ ॥ ৩৪ ॥

শাকবভাষ্যম্ ১—অত্র বিজ্ঞানময়ঃ স্বয়ংজ্যোতিরাত্মা স্বপ্নে প্রদর্শিতঃ,
স্বপ্নান্তবুদ্ধান্তগন্ধারেণ কার্য্যকরণব্যতিরিক্ততা কাম-কর্ম্মপ্রবিবেকচ্চ অসঙ্গতয়া
মহামৎস্তদৃষ্টান্তেন প্রদর্শিতঃ । পুনশ্চ অবিজ্ঞাকার্য্যং স্বপ্ন এব যতীবেত্যাदिना

প্রদর্শিতম্ ; অর্থাৎবিজ্ঞানঃ সতত্বং নির্দ্ধারিতম্—অতদ্বর্ণাধ্যারোপণরূপত্বম্
অনাস্বধর্মত্বঞ্চ । তথা বিজ্ঞানাস্তে কার্য্যং প্রদর্শিতং—সর্বাস্বভাবঃ স্বপ্নে এব
প্রত্যক্ষতঃ সর্বোহস্মীতি মন্ততে, সোহস্ত পরমো লোকঃ—ইতি । তত্র চ
সর্বাস্বভাবঃ স্বভাবোহস্ত, এবম্ অবিজ্ঞাকামকর্মাণি-সর্বসংসারধর্মসম্বন্ধাতীতং
রূপমস্ত সাক্ষাৎ সুষুপ্তে গৃহত ইত্যেতদ্বিজ্ঞাপিতম্ । স্বয়ংজ্যোতিরাত্মা এব পরম
আনন্দঃ, এব বিজ্ঞানো বিষয়ঃ, স এব পরমঃ সংপ্রসাদঃ, সুখস্ত চ পরা কাষ্ঠা,
ইত্যেতৎ—এবমন্তেন গ্রহেন ব্যাখ্যাতম্ । ১ ।

টীকা । স বা এব এতদ্বিশ্লিষ্টত্যাভ্যন্তরগ্রহস্ত সন্ধকং বক্তুং বৃত্তং কীর্তয়তি—অত্রোতি ।
অজ্ঞায়ং পুরুষঃ স্বয়ংজ্যোতির্ভবতীতি বাক্যং সপ্তমার্থঃ । বৃত্তমর্থান্তরমনুজবতি—অপ্নাপ্তোতি ।
কার্য্যকরণব্যতিরিক্তত্বং প্রদর্শিতমিতি সন্ধকঃ । উক্তমর্থান্তরমাহ—কামোতি । অথ যত্রৈনং
দ্বন্দ্বীবেত্যাদাবুক্তমনুভাষতে—পুনশ্চেতি । কিং তৎকার্য্যপ্রদর্শনসামর্থ্যান্নির্দ্ধারিতমবিজ্ঞানঃ
সতত্বং, তদাহ—অতদ্বর্ণোতি । অনাস্বধর্মত্বমাত্মনি চৈতন্ত্ববদপ্ঠাবিকৃতম্ । অবিজ্ঞাকার্য্য-
বিশিষ্টাকার্য্যং চ স্বপ্নে সর্বাস্বভাবলক্ষণং প্রত্যক্ষত এব প্রদর্শিতমিত্যাহ—তথোতি । সুষুপ্তেহপি
স্বপ্নবদেতদ্বিশ্লিষ্টমিত্যাহ—এবমিতি । সাক্ষাৎস্বরূপচৈতন্ত্ববদিত্যেতৎ । অস্ত্রধোখিতস্ত সুখ-
পরামর্শো ন শ্রাদিতি ভাবঃ । উক্তং বিজ্ঞাকার্য্যং নিগময়তি—এব ইতি । তমেব বিজ্ঞাবিষয়ং
বিশদয়তি—স এব ইতি । বৃত্তানুবাদমুপসংহরতি—ইত্যেতদ্বিতি । এবমন্তেন গ্রহেন ব্রহ্ম-
লোকাস্তবাক্যেনোতি যাবৎ । সোহহমিত্যাদেশস্তাৎপর্য্যমনুবদতি—তচ্চেতি । যতো রাজেখং
মন্ততে, অতস্তত্ত্বং সহস্রদানে যুক্তা প্রবৃত্তিরিত্যর্থঃ । অত উক্তমিত্যাশ্রয়শ্রীশ্রয়মনুজবতি—তে
চেতি । যদপি যথোক্তলক্ষণে মোক্ষ-বন্ধনে প্রাগেবোপদিষ্টে, তথাপি পূর্বোক্তং সর্বং দৃষ্টান্ত-
ভূতমেব তয়োরিতি, যতো রাজা জাম্যতি, অতো মোক্ষবন্ধনে দাষ্টীান্তিকভূতে বক্তব্যে যাজ্ঞ-
বল্ক্যেনোতি মন্তমানস্তং প্রেরয়তীত্যর্থঃ । ১

তচ্চৈতৎ সর্বং বিমোক্ষপদার্থস্ত দৃষ্টান্তভূতং বন্ধনস্ত চ ; তে চ এতে মোক্ষ-
বন্ধনে সহেতুকে সপ্রপঞ্চে নির্দিষ্টে বিজ্ঞাবিজ্ঞাকার্য্যে, তৎ সর্বং দৃষ্টান্ত-ভূতমেব,
ইতি তদাষ্টীান্তিকস্থানীয়ে মোক্ষ-বন্ধনে সহেতুকে কামপ্রসাদভূতে ত্বয়া বক্তব্যে,
ইতি পুনঃ পর্য্যনুযুক্তো জনকঃ—অত উক্তং বিমোক্ষায়ৈব ক্রীতি । ২ ।

বন্ধমোক্ষয়োর্বক্তব্যহেন প্রাপ্তয়োরাপি প্রথমং বন্ধো বর্ণ্যত ইতি বক্তুং দৃষ্টান্তং আরয়তি—
তত্রোতি । দৃষ্টান্তমনুচ দাষ্টীান্তিকস্ত বন্ধস্ত হৃদিতত্বং দর্শয়তি—যথা চেত্যাदिना । উভৌ
লোকাবিত্যত্র প্রথমমেবংশনো দ্রষ্টব্যঃ । বৃত্তমনুচানন্তরশ্রবণমুবাগয়তি—তদিহেতি । অজঃ
সংসারী সপ্তমার্থঃ । সনিমিত্তং কামাদিনা নিমিত্তেন সহিতমিত্যেতৎ । ২

তত্র মহামন্তবৎ স্বপ্নবুদ্ধাস্তাবসজঃ সঞ্চরত্যেক আত্মা স্বয়ংজ্যোতিরিত্যুক্তম্ ।
যথা চাগৌ কার্য্যকরণানি মূর্ত্যুরূপাণি পরিত্যজন্মূপাদধানস্ত মহামন্তবৎ
স্বপ্নবুদ্ধাস্তাবহুসঞ্চরতি, তথা জায়মানো ত্রিয়মাণস্ত তৈর্যেব মূর্ত্যুরূপৈঃ সংযুক্ত্যে

বিষুজ্যতে চ, উভৌ লোকাবহুসঞ্চরতীতি সঞ্চরণং স্বপ্নবুদ্ধাস্তানুসঞ্চারণশ্চ
দাষ্টান্তিকত্বেন সূচিতম্; তদ্বিহ বিস্তরেণ সনিমিত্তং সঞ্চরণং বর্ণয়িতব্যমিতি
তদর্থোহয়মারম্ভঃ । তত্র চ বুদ্ধাস্তাং স্বপ্নাস্তময়মাআনুপ্রবেশিতঃ; তস্মাৎ
সম্প্রসাদস্থানং মোক্ষদৃষ্টাস্তভূতম্; ততঃ প্রচ্যাব্য বুদ্ধাস্তে সংসারব্যবহারঃ প্রদর্শয়ি-
তব্য ইতি, তেনাস্ত সঙ্কঃ । স বৈ বুদ্ধাস্তাং স্বপ্নাস্তক্রমেণ সম্প্রসন্ন এষঃ, এতস্মিন্
সম্প্রসাদে স্থিত্বা ততঃ পুনরীষৎ প্রচ্যুতঃ স্বপ্নাস্তে রত্বা চরিত্তেত্যাদি পূর্ববৎ
—বুদ্ধাস্তায়ৈবাত্রবতি ॥২৮৬॥৩৩॥

প্রকরণারম্ভমুক্ত্য। সমনস্তরবাক্যস্ত ব্যবহিতেন সম্বন্ধমাহ—তত্র চেতি । স বা এষ এতস্মিন্
বুদ্ধাস্তে রত্বতুপক্রমা স্বপ্নাস্তায়ৈবেতি বাক্যং সপ্তম্য। পরানুগতে । স্বপ্নাস্তশব্দস্ত স্বপ্ন-
বিষয়ব্যাভূত্যর্থং বিশিনষ্টি—সংপ্রসাদেতি । কথং পুনঃ সম্প্রসন্নস্ত সংসারোপবর্ণনমিত্যা-
শঙ্ক্যাহ—তত ইতি । প্রাপ্তঃ সপ্তম্যর্থো ব্যবহিতো গ্রন্থস্তেনেতি পরানুগতে । সমনস্তরগ্রন্থঃ
যষ্ঠোচ্যতে । বাক্যস্ত ব্যবহিতেন সম্বন্ধমুক্ত্য। তদঙ্গরাণি যোজয়তি—স বৈ বুদ্ধাস্তাদিতি ।
স্বপ্নাস্তে রত্বা চরিত্তেত্যাদি বুদ্ধাস্তায়ৈবাত্রবতীত্যেতদন্তঃ পূর্ববদिति যোজনা ॥ ২৮৬ ॥ ৩৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ ।—[পূর্বশ্রুতিতে] বিজ্ঞানময় আত্মার স্বপ্নাবস্থায় স্বয়ং
জ্যোতিঃস্বভাব প্রদর্শিত হইয়াছে, এবং স্বপ্ন ও জাগরণ অবস্থায় গমনাগমন-
ক্রমে কার্য্যকরণ (দেহেন্দ্রিয়াদি) হইতে বিভিন্নতা এবং মহামৎস্তের দৃষ্টান্ত
দ্বারা আত্মার অসঙ্গত্বও (নিষ্পাপত্বও) প্রদর্শিত হইয়াছে । পুনশ্চ স্বপ্নেই “স্বপ্তীষ”
ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা সর্বপ্রকার বিদ্যা ও অবিদ্যাকার্য্য নিদিষ্ট হইয়াছে । ইহা
দ্বারাই অবিদ্যার যাহা তত্ত্ব—অতর্ক্যাধ্যারোপণ, (অর্থাৎ যাহাতে যাহা নাই,
তাহাতে তাহার আরোপণ করা এবং অনাঅধর্ম্মত্ব, তাহাও নির্দ্ধারিত হইয়াছে) ।
এইরূপ, বিদ্যার কার্য্য যে সর্বাত্ম্যভাব, তাহাও স্বপ্নাবস্থাতেই ‘সর্বোহহমস্মি’ অর্থাৎ
আমিই সর্বাত্মক—এইরূপ সাক্ষাৎ অনুভবানুসারে প্রদর্শিত হইয়াছে; এই
সর্বাত্ম্যভাবই ইহার পরম লোক । উক্ত সর্বাত্ম্যভাবই আত্মার অবিদ্যা কামনা ও
কর্ম্মপ্রভৃতি সর্ববিধ সাংসারিক ধর্ম্ম-সম্বন্ধরহিত স্বাভাবিক রূপ, এবং সুষুপ্তি
সময়ে ইহার প্রত্যক্ষোপলব্ধি হইয়া থাকে, একথাও বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত
হইয়াছে । তাহার পর এইপর্য্যন্ত গ্রন্থে, স্বয়ং-জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা, ইহাই
পরম আনন্দ, ইহা বিদ্যার বিষয়, ইহাই সেই সম্প্রসাদ এবং ইহাই সুখের পরা-
কাষ্ঠা, এ সমস্ত বিষয়ও বর্ণিত হইয়াছে । ১

পূর্ব শ্রুতিতে ঐ যে সমস্ত বিষয় কথিত হইয়াছে, [বুঝিতে হইবে যে,] সে
সমস্ত হইতেছে—বর্ণনীয় মোক্ষ ও বন্ধ পদার্থের দৃষ্টান্ত বা উদাহরণস্বরূপ । সেই

মোক্ষ ও বন্ধন উভয়ই বিজ্ঞা ও অবিজ্ঞার ফলস্বরূপ, অর্থাৎ বিজ্ঞার ফল—মোক্ষ, আর অবিজ্ঞার ফল—বন্ধন । এই মোক্ষ ও বন্ধন এবং তাহার হেতুভূত বিজ্ঞা ও অবিজ্ঞা বিস্তৃতভাবে কথিত হইয়াছে ; প্রকৃত পক্ষে অপরাপর বিষয়সমূহ এই মোক্ষ ও বন্ধনেরই দৃষ্টান্ত মাত্র ; এই কারণে তাহার দার্ষ্টান্তিক-স্থলবর্তী [যাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হয়, তাহাকে দার্ষ্টান্তিক বলে ।] কামপ্রশ্নের বিষয়ভূত সেই মোক্ষ ও বন্ধন এবং তাহার হেতুস্বরূপ তোমাকে অবশ্য বলিতে হইবে ; এই অল্প জনক মহারাজ যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রকৃত মোক্ষ-তত্ত্ব বলিবার অল্প বারংবার অনুরোধ করিতেছেন । ২

তন্মধ্যে পূর্বে কথিত হইয়াছে, মহামৎশ্চের জ্ঞান স্বয়ংজ্যোতিঃস্বরূপ একই আত্মা অসঙ্গভাবে স্বপ্ন ও জাগরণে সঞ্চরণ করিয়া থাকে । সেখানে এই আত্মা মহামৎশ্চের জ্ঞান মৃত্যুস্বরূপ দেহেন্দ্রিয়সংঘাতকে একবার ত্যাগ করিয়া আবার গ্রহণ করত যেমন স্বপ্ন ও জাগরণে সঞ্চরণ করিয়া থাকে, তেমনি জন্ম-মরণ সময়েও মৃত্যুরূপ সেই দেহেন্দ্রিয়ের সহিতই সংযুক্ত ও বিযুক্ত হইয়া থাকে । এইরূপে কথিত উভয় লোকে সঞ্চরণই যে, স্বপ্ন ও জাগরণাবস্থায় ক্রমসঞ্চারের দার্ষ্টান্তিক, তাহার সূচনা করা হইয়াছে । এখন সেই সঞ্চরণ ও তাহার কারণ বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিতে হইবে ; এই অল্প পরবর্তী শ্রুতির আরম্ভ হইতেছে । প্রথমতঃ আত্মার জাগ্রদবস্থা হইতে স্বপ্নাবস্থায় প্রবেশ দেখান হইয়াছে ; সেই স্বপ্নাবস্থা হইতে আবার মোক্ষের দৃষ্টান্ত—মোক্ষের অনুরূপ সম্প্রসাদনামক সুষুপ্তি অবস্থাও প্রদর্শিত হইয়াছে । সেই সুষুপ্তি অবস্থার পর এখন জাগ্রৎকালীন সংসারব্যবহার প্রদর্শন করা আবশ্যিক ; এইরূপ সম্বন্ধ লইয়া পরবর্তী শ্রুতি আরম্ভ হইয়াছে । সেই এই আত্মা জাগ্রদবস্থা হইতে ক্রমে স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থা প্রাপ্ত হয় ; সেই সুষুপ্তি অবস্থায় অবস্থান করত, সেই অবস্থা হইতে কিঞ্চিং স্থলিত হইয়া, পুনর্বার স্বপ্নাবস্থায় রমণ ও পরিভ্রমণ করিয়া, পূর্ববৎ পুনশ্চ জাগ্রদবস্থার দিকে ধাবিত হয় ॥২৮৬॥৩৪॥

তদ্যথানঃ স্তসমাহিতমুৎসর্জন্ যাগাদেবমেবায়ৎ শারীর আত্মা
প্রাজ্ঞেনাত্মনাস্বারূঢ় উৎসর্জন্ যাতি, যত্রৈতদূর্দ্ধোচ্ছাসী
ভবতি ॥ ২৮৭ ॥ ৩৫ ॥

সরলার্থঃ ১—[জীবন্ত স্বপ্নাৎ জাগরপ্রাপ্তিভায়েন দেহাৎ দেহান্তরপ্রাপ্তি-
প্রকারমাহ—‘তদ্যথা’ ইত্যাদিনা ।] অনঃ (শকটং) স্তসমাহিতং (জব্যাসন্তার-

পূর্ণং সৎ) যথা উৎসর্জ্যং (শকং কুর্কং) যান্নাং (গচ্ছেৎ), এবম্ এব অয়ং (বর্ণ-
নায়ঃ) শারীরঃ (শরীরাত্তিমানী) আত্মা (জীবঃ) প্রাজ্ঞেন (পরমাত্মনা)
অন্বাকৃঢ়ঃ (অধিষ্ঠিতঃ সন্) উৎসর্জ্যন্ (মর্শ্মচ্ছেদবশাৎ ক্রঃখবেদনয়া কাতরশকং
কুর্কন্, অথবা বিগ্ৰহমানদেহং পরিত্যজন্) যাতি । যত্র (যস্মিন্ সময়ে) এতৎ
(ইৎ) উক্কোচ্ছাসী ভবতি (উক্কেঃ উক্কশ্বাসবান্ আসন্নমৃত্যুঃ ভবতি
ইত্যর্থঃ) ॥২৮৭॥৩৫॥

মূলানুবাদঃ :—[জীব যেমন স্বপ্ন হইতে পুনর্ববার জাগরণে
যায়, তেমনি এক দেহ হইতে দেহান্তর প্রাপ্তির কথা বর্ণিত হইতেছে—]
নানাবিধ দ্রব্যসম্ভারপূর্ণ শকট যেরূপ শব্দ করিতে করিতে চলিতে থাকে,
ঠিক এইরূপই এক-শরীরাত্তিমানী জীবাত্মাও, যখন উক্কশ্বাস উপস্থিত
হয়, তখন প্রাজ্ঞসংজ্ঞক পরমাত্মাকর্তৃক অধিষ্ঠিত (পরিচালিত) হইয়া,
মর্মান্তিক শব্দ করিতে করিতে চলিয়া যায় ; (অথবা উৎসর্জ্যন্ যাতি—
এই দেহ ত্যাগ করিয়া যায়) ॥ ২৮৭ ॥ ৩৫ ॥

শাক্ষরভাষ্যম্ :—ইত আরভ্যাত্ত সৎসারো বর্ণ্যতে,—যথা অয়মাত্মা
স্বপ্নাত্তাদ্ বুদ্ধাস্তমাগতঃ, এবময়ম্ অশ্মাৎ দেহাৎ দেহান্তরং প্রতিপৎসতে, ইত্যাহ
অত্র দৃষ্টান্তম্—তৎ তত্র যথা লোকে, অনঃ শকটং, সুসমাহিতং স্তূঠু ভূশং বা
সমাহিতং ভাণ্ডোপকরণেন উলুখগমুসলশূৰ্পপিঠরাদিনা অন্বাকৃঢ়েন চ সম্পন্নং
সম্ভারেণাক্রান্তমিত্যর্থঃ ; তথা ভারাক্রান্তং সৎ উৎসর্জ্যং শকং কুর্কং যথা যান্নাং
গচ্ছেৎ শকটিকেনাধিষ্ঠিতং সৎ ; এবমেব যথা উক্কো দৃষ্টান্তঃ, অয়ং শারীরঃ
শরীরে ভবঃ ; কোহমৌ ? আত্মা লিঙ্গোপাধিঃ, যঃ স্বপ্নবুদ্ধাস্তাবিব জন্মমরণাভ্যাং
পাপুমসৎসর্গাবয়োগলক্ষণাভ্যাম্ ইহলোক-পরলোকৌ অনুসঞ্চরতি, যস্ত উৎক্রমণম্
অনু প্রাণাদ্র্যাক্রমণম্, সঃ প্রাজ্ঞেন পরেণাত্মনা স্বয়ংজ্যোতিঃস্বভাবেন অন্বাকৃঢ়ঃ
অধিষ্ঠিতঃ অবভাস্তমানঃ, তথা চোক্তম্—“আত্মনৈবায়ং জ্যোতিষাস্তে পল্যয়তে”
ইতি, উৎসর্জ্যন্ যাতি । ১

টিকা । তদ্বশেত্যাদেঃ ইতি নু কাময়মান ইত্যন্তস্ত সন্দর্ভস্ত তাৎপর্যং তদিত্যেত্যাক্র-
মণুবদতি—ইত আরভ্যতি । তদ্বশেত্যাগ্ৰাধাক্যাদিত্যেতৎ । দৃষ্টান্তবাক্যানুখ্যাপ্য ব্যাকরোতি—
যথেষ্টাদিনা । ইত্যত্র দৃষ্টান্তমাহেতি গোবিন্দা । ভাণ্ডোপকরণেন ভাণ্ডপ্রমুখেন গৃহোপকরণে-
নেতি যাবৎ । তদেবোপকরণং বিশিনষ্টি—উলুখলেতি । পিঠরং পাকার্থং স্তূলং ভাণ্ডম্ ।
অয়ং দর্শয়িতুং যথাক্রমেণানুগতে । লিঙ্গবিশিষ্টমাত্মনং বিশিনষ্টি—যঃ স্বপ্নেতি । জন্মমরণে
বিশদয়তি—পাপমেতি । কার্যকরণানি পাপমশকেনোচ্যন্তে । শারীরস্ত আধাত্তং চোক্তয়তি—

বস্তুতি । উৎসর্জন্ বাতীতি চেৎ, তদাঙ্গীকৃতমাত্মনো গমনমিত্যাশঙ্ক্যাহ—তত্রোতি ।
লিঙ্গোপাধেরাশ্রয়নো গমনপ্রতীতিরিত্যাহাধর্ষণশ্চিৎ প্রমাণয়তি—তথা চেতি । উৎসর্জন্
বাতীতিশ্রুতেমুখ্যার্থত্বমাত্মনো বস্তুতো গমনং কিং ন স্তাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—ধ্যায়তীবেতি
চেতি । উপাধিকমাত্মনো গমনমিত্যত্র লিঙ্গাধরমাহ—অন্ত এবোতি । কথমেতাবতা
নিক্রপাধেরাশ্রয়নো গমনং নেদ্ব্যত্নে, তত্রাহ—অন্যথোতি । ১

তত্র চৈতন্যাত্মদ্ব্যেতিবা ভাষ্যে লিঙ্গে প্রাণ প্রধানেন গচ্ছতি সতি, তদু-
পাধিরপ্যায়া গচ্ছতীৎ ; তথা চ শ্রুতাস্তরং—“কস্মিন্নহম্” ইত্যাদি, “ধ্যায়তীৎ”
ইতি চ ; অত এবোক্তম্,—প্রাঞ্চেনাঅন্যাক্রুত ইতি ; অন্যথা প্রাঞ্চেনৈকীভূতঃ
শকটবৎ কণমুৎসর্জন্ বাতি । তেন লিঙ্গোপাধিরাত্মা উৎসর্জন্ মর্শ্বশ্চ নিকৃত্য-
মানেষু চঃখবেদনয়া আর্ন্তঃ শব্দং কুর্কন্, বাতি গচ্ছতি । তৎ কস্মিন্ কালে—
ইত্যুচ্যতে,—

যত্রৈতদ্ব্যতি, এতদ্বিতি ক্রিয়াবিশেষণম্ ; উদ্ধোচ্ছাসী যত্রোদ্ধোচ্ছাসিত্বমশ্রু
ভবতীত্যর্থঃ । দৃশ্যমানশ্রাপানুবদনং বৈরাগ্যাহেতোঃ—ঈদৃশঃ কষ্টঃ স্বল্পঃ সংসারঃ,
যেনোৎক্রান্তিকালে মর্শ্বশ্চকৃত্যামানেষু স্থিতিলোপঃ, চঃখবেদনার্ত্তশ্চ পুরুষার্থ-
সাধনপ্রতিপত্তৌ চাসামর্থ্যং পরবশীকৃতচিন্তশ্চ ; তস্মাৎ বাবদিসমবস্থা নাগমিষ্যতি,
তাবদেব পুরুষার্থসাধনকর্তব্যাতায়াম্ অপ্রমত্তো ভবেৎ—ইত্যাহ কারুণ্যাৎ
শ্রুতিঃ ॥২৮৭॥৩৫॥

প্রমাণকলং নিগময়তি—তেনেতি । তৎ কস্মিন্ কালে তচ্ছদেনার্ত্তশ্চ শব্দবিশেষকরণপূর্বকং
গমনং গৃহ্যতে । এতদুদ্ধোচ্ছাসিত্বমশ্রু যথা স্তাৎ, তথাবস্থা যস্মিন্ কালে ভবতি, তস্মিন্ কালে
তদগমনমিত্যুপপাদয়তি—উচ্যত ইত্যাদিনা । কিনিতি প্রত্যক্ষমর্থঃ শ্রুতিরনুদতি, তত্রাহ—
দৃশ্যমানশ্রুতি । কথং সংসারপুরুষানুবাদনাশ্রয়েণ বৈরাগ্যানিহিতস্তত্রাহ—ঈদৃশ ইতি । ঈদৃশমেব
বিশদয়তি—যেনেত্যাদিনা । অনুবাদশ্রুতেরতিপ্রায়মুপসংহরতি—তস্মাদিতি ॥ ২৮৭ ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদঃ—এই শ্রুতি হইতে আরম্ভ করিয়া জীবের সংসার-ক্রম
বর্ণিত হইতেছে । এই জীবাত্মা স্থগ্নাবস্থা হইতে বেরূপ আগ্রদবস্থায় উপস্থিত হয়,
(লোকাস্তরগমনের ক্রমও) ঠিক সেইরূপ, সেই আত্মা যে, এক দেহ হইতে
অন্য দেহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন—অগতে অনস্—
শকট যেমন স্নানমাহিত—উত্তমরূপে অথবা অতিশয়রূপে সমাহিত হইয়া,
অর্থাৎ বিবিধ ভাণ্ড ও ভাণ্ডসংস্কারক উদ্বিগ্ন, মুগ্ন, কুণ্ড ও পাকপাত্র প্রভৃতি
এবং খাদ্যপানাদিতে পূর্ণ হইয়া—দ্রব্যভারে আক্রান্ত এবং শকটচালক দ্বারা
পরিচালিত হইয়া শব্দ করিতে কহিতে গমন করিয়া থাকে, ঠিক সেইরূপ
অর্থাৎ উক্ত দৃষ্টান্তের মত, এই শরীর—শরীরাত্মিক—; এই শরীর—কে ?

আত্মা—লিঙ্গশরীরোপহিত, যিনি পুণ্যাপাপহেতু দেহেন্দ্রিয়ের সহিত সংযোগ-
বিশ্লোগাত্মক জন্ম-মরণক্রমে স্বপ্ন ও জাগরণাবস্থার জ্ঞান ইহলোকে ও
পরলোকে সঞ্চরণ (গমনাগমন) করিয়া থাকেন, এবং যাহার দেহত্যাগের সঙ্গে-
সঙ্গে প্রাণাদিও উৎক্রমণ করিয়া থাকে ; সেই আত্মা, স্বয়ংজ্যোতিঃস্বভাব প্রাজ্ঞ
পরমাত্মাকর্তৃক অস্বাক্ষর—অধিষ্ঠিত অর্থাৎ প্রকাশিত হইয়া, কাতর শব্দ
করিতে করিতে চলিয়া যায় । [আত্মা যে,] পরমাত্ম-জ্যোতিঃ দ্বারা প্রকাশিত
হয়, [অন্তঃপ্রসব] এ কথা উক্ত আছে ;—যথা ‘এই জীবাত্মা আত্মজ্যোতির
সাহায্যেই বৃত্তি লাভ করে, এবং যাতায়াত করে’ ইতি । ১

[তন্মধ্যে বিশেষ এই যে,] চৈতন্যজ্যোতিঃ-প্রকাশ প্রাণপ্রধান (প্রাণ
যাহাতে প্রধান, সেই) লিঙ্গশরীরই দেহ হইতে বহির্গত হয়, তাহাতে লিঙ্গদেহো-
পাধিক আত্মাও যেন বহির্গমন করিতেছে বলিয়া মনে হয়, [কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে]
আত্মার কোথাও গমন বা আগমন নাই (১) ; এ বিষয়ে অন্তঃশ্রুতিও আছে—
যথা ‘কে উৎক্রমণ করিলে আমি উৎক্রমণ করিব ?’ এবং ‘যেন ধ্যানই করিতেছে’
ইত্যাদি । এই অন্তঃশ্রুতি এখানে প্রাজ্ঞ পরমাত্মার অধিনায়কতার কথা বলা হইয়াছে ;
তাহা না হইলে, প্রাজ্ঞ আত্মার সহিত একীভূত হইলে, শব্দটের জ্ঞান শব্দ করিতে
করিতে চলিয়া যাওয়া সম্ভবপর হয় কিরূপে ? এই কারণে [বলিতে হইবে
যে,] লিঙ্গশরীরোপাধিবুক্ত আত্মা—[প্রমাণ সময়ে] মৰ্ম্মগ্রাসিসমূহ যখন ছিন্ন
হইতে থাকে, তখন সেই দুঃখযাতনায় কাতর হইয়া শব্দ করত দেহ হইতে
বহির্গত হয় । কোন সময়ে বহির্গত হয়, তাহা বলা হইতেছে—

যে সময়ে এইরূপ হয় ; শ্রুতির ‘এতৎ’ পদটী ‘ভবতি’ ক্রিয়ার বিশেষণ ।
উক্কোচ্ছ্বাসী অর্থ—অধিক পরিমাণে উর্দ্ধশ্বাসযুক্ত হয়, অর্থাৎ যে সময়ে ইহার
মৃত্যুকালীন উর্দ্ধশ্বাস হইতে থাকে, [সেই সময়ে] । যদিও এ ঘটনা সাধা-
রণের প্রত্যক্ষদৃশ্য, তথাপি লোকের হৃদয়ে বৈরাগ্য-সমুৎপাদনের নিমিত্ত তাহারই
অনুবাদ করা হইয়াছে ; [প্রমাণসিদ্ধ বিষয়ের উল্লেখকে ‘অনুবাদ’ কহে] ।
অভিপ্রায় এই যে, এই সংসার এমনই কষ্টকর যে, দেহত্যাগের সময়ে, মৰ্ম্মগ্রাসি-

(১) তাৎপর্য—পঞ্চ প্রাণ, পঞ্চ কন্দ্বেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি, এই সপ্তদশ
পদার্থের সমবায়ে লিঙ্গশরীর নির্মিত হয় ; ইহাই আত্মার উপাধি । এই লিঙ্গশরীরে থাকিয়াই
আত্মা যাহা কিছু ভোগ করিয়া থাকে । মৃত্যুকালে এই লিঙ্গশরীরই দেহ হইতে বহির্গত
হইয়া অপর স্থল দেহে প্রবেশ করে ; এই কারণে তদুপহিত আত্মারও গমনাগমন কল্পিত
হইয়া থাকে ; নচেৎ সর্বব্যাপী নিঃসঙ্গ আত্মার পক্ষে ভোগ বা গমনাগমন কিছুই সম্ভব হয় না ।

সমুহ যখন ছিন্ন হইতে থাকে, তখন তাহার [কৰ্তব্যাকৰ্তব্য বিষয়ে] স্মরণশক্তি বিলুপ্ত হইয়া যায় ; দ্রুত-যাতনায় কাতর হইয়াও—চিত্ত নিজের বশে না থাকায়, তখন সে নিজের হিতসাধনের চেষ্টাতেও সার্থক হয় না ; অতএব যতক্ষণ এই ভীষণ অবস্থা না আইসে, সেই সময়ের মধ্যেই আপনার প্রকৃত হিতসাধনামুষ্ঠানে অগ্রমত্ত—মনোযোগী হইবে ; শ্রুতি দিয়া করিয়া এই উপদেশ করিতে-ছেন ॥২৮৭॥৩৫॥

স যত্রায়মগিমানং ত্বেতি জরয়া বোপতপতা বাণিমানং নিগচ্ছতি, তদ্ যথাত্রং বোদুশ্বরং বা পিপ্ললং বা বন্ধনাং প্রমুচ্যতে, এবমেবায়ং পুরুষ এভ্যোহস্বেভ্যঃ সংপ্রমুচ্য পুনঃ প্রতিষ্ঠায়ং প্রতিযোন্তাদ্রবতি প্রাণায়ৈব ॥ ২৮৮ ॥ ৩৬ ॥

সম্বলার্থঃ ১—[অথ কস্মিন্ কালে কিংনিমিত্তম্ উর্দ্ধোচ্ছ্বাসী ভবতি, তদাহ—“স যত্র” ইতি ।] সঃ (পূর্বোক্তঃ) অয়ং (আত্মা) যত্র (যস্মিন্ কালে) অগিমানং (কাশ্যং) ত্বেতি (সম্যক্ প্রাপ্নোতি) ; [কিংনিমিত্তম্, তদাহ—] জরয়া (বার্দ্ধক্যেন) বা, উপতপতা (কষ্টদায়কেন রোগাদিনা) বা অগিমানং নিগচ্ছতি (নিঃশেষেণ নিশ্চয়েন বা প্রাপ্নোতি) ; [তদা উর্দ্ধোচ্ছ্বাসী ভবতীতি ভাবঃ] । তৎ (তদা), আত্রং বা, উদুশ্বরং বা, পিপ্ললং বা [ফলং, এতৎ ত্রয়ং ফলান্তরাণামপি উপলক্ষণম্ ।] যথা বন্ধাং (বৃন্তাং) প্রমুচ্যতে (গলিতং ভবতি) ; এবম্ এব অয়ং (আসন্নমৃত্যুঃ) পুরুষঃ, এভ্যঃ অস্বেভ্যঃ (চক্ষুঃপ্রভৃতি-দেহাবয়বেভ্যঃ) সংপ্রমুচ্য (নির্গত্য) পুনঃ প্রাণায় এব (প্রাণাদিসাধন-গ্রহণার্থমেব) প্রতিষ্ঠায়ং (যথাগতং—পূর্বগমনবৎ) প্রতিযোনি (জ্ঞানকৰ্ম্মানুসারেণ বিভিন্নমুৎপত্তিস্থানং) আদ্রবতি (গচ্ছতি) ; [তদা দেহান্তরপ্রাপ্তার্থং উপান্তদেহাৎ নির্গচ্ছতীত্যাশয়ঃ] ॥২৮৮॥৩৬॥

মূলানুবাদ ১—[কোন্ সময়ে কি কারণে বা পুরুষের উর্দ্ধ-শ্বাস উপস্থিত হয়, তাহা বলিতেছেন—] সেই এই পুরুষ যে সময়ে ক্লান্ততা প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ জরা কিংবা সন্তাপকর রোগাদি দ্বারা শুষ্ক-শরীর হয়, সেই সময়—আম্রফল, কিংবা উদুশ্বর (যজ্ঞডুমুর ফল), অথবা অশ্বথ-ফল যেমন পকাবস্থায় বৃন্ত হইতে বিচ্যূত হয়, ঠিক তেমনই এই মুমূর্ষুপুরুষ এই সমস্ত দেহাবয়ব হইতে বিমুক্ত হইয়া, পুনর্বার

প্রাণাদি সাধন-সমূহ পাইবার নিমিত্ত প্রতিজ্ঞায় অর্থাৎ ইহার পূর্বেও
যেভাবে গমন করিয়াছিল, ঠিক সেইরূপেই (নিজ নিজ কৰ্ম্মানুযায়ী)
উৎপত্তি-স্থানের উদ্দেশে ধাবিত হয় ॥ ২৮৮ ॥ ৩৬ ॥

শাক্তব্রহ্মাণ্ডম্ :—তদন্তোক্তোচ্ছ্বাসিত্বং কস্মিন্ কালে, কিংনিমিত্তং,
কথং, কিমর্থং বা শ্রুতং, ইত্যেতদুচ্যতে—সোহয়ং প্রাকৃতঃ শিরঃপাণ্যাদিমান্
পিণ্ডঃ, যত্র যস্মিন্ কালে, অয়ন্, অগ্নিমানম্ অণোর্ভাবম্ অণুত্বং কাশ্যামিত্যর্থঃ,
শ্রুতি নিগচ্ছতি । কিংনিমিত্তম্? জ্বরয়া বা স্বয়মেব কালপক্ষফলবৎ জীর্ণঃ কাশ্যং
গচ্ছতি ; উপতপতীতি উপতপন্ জ্বরাদিরোগঃ, তেনোপতপতা বা ; উপতপ্যমানো
হি রোগেণ বিষমায়িতয়া অয়ং ভুক্তং ন জরয়তি ; ততোহরসেনানুপটীয়মানঃ
পিণ্ডঃ কাশ্যামাপত্ততে ; তদুচ্যতে—উপতপতা বেতি, অগ্নিমানং নিগচ্ছতি । যদা
অত্যন্তকাশ্যং প্রতিপন্নো জ্বরাদিনিমিত্তৈঃ, তদা উক্তোচ্ছ্বাসী ভবতি ; যদোক্তো-
চ্ছ্বাসী, তদা ভূশাহিতসম্ভা-শকটবৎ উৎসর্জন্ যতি । জরাভিভবঃ, রোগাদি-
পীড়নম্, কাশ্যাপত্তিশ্চ শরীরবতোহবশ্যস্তাবিন এতেহনর্থা ইতি বৈরাগ্যায়েদ-
মুচ্যতে । ১

টীকা। প্রকৃতত্বময়নু তদন্তোক্তোচ্ছ্বাসিত্বং স যত্রোক্তাদি বাক্যাদায় ব্যাকরোতি—তদন্তো-
ত্যাदिना। अणुपूर्वकं काश्यानिमित्तं स्वाभाविकमागच्छकं चेति दर्शयति—किं निमित्त-
मित्यादिना। कथं ज्वरादिना काश्याप्राप्तिरित्याशङ्क्याह—उपतप्यमानो हीति। यथोक्त-
निमित्तव्यवशात् काश्याप्राप्तिं निगमयति—अग्निमानमिति। कस्मिन् काले तदुक्त्वोच्छ्वासित्व-
मश्रुतिं अश्रुतोत्तरमुक्तया विवरा सिद्धमित्याह—यदेति। अवशिष्टप्रकृत्यश्रुतोत्तरमाह—
यदोक्त्वोच्छ्वासীति। तत्र हि काश्यानिमित्तं संभूतशकटवन्नानाशककरणं स्वरूपं शरीरविमोक्षणं
च प्रयोदनमित्यर्थः। स यत्रोক্তादिवাক्यादर्थासिद्धमर्थमाह—जरेति । ১

যদা অসৌ উৎসর্জন্ যতি, তদা কথং শরীরং বিমুক্ততীতি দৃষ্টান্ত উচ্যতে—
তৎ তত্র, যথা আত্মং বা ফলম্, উহ্ম্বরং বা ফলম্, পিপ্পলং বা ফলম্ ; বি-
মানেকদৃষ্টান্তোপাদানং মরণশ্রানিয়তনিমিত্তত্বথ্যাপনার্থম্ ; অনিয়তানি হি
মরণশ্র নিমিত্তানি অসজ্জাতানি চ । এতদপি বৈরাগ্যার্থমেব—যস্মাদয়-
মনেকমরণনিমিত্তবান্, তস্মাৎ সর্বদা মৃত্যোরাস্ত্রে বর্ততে ইতি । বন্ধনাং—
বধ্যতে যেন বন্তেন সহ, স বন্ধনকারণো রসঃ, যস্মিন্ বা বধ্যতে ইতি বস্ত-
মেবোচ্যতে বন্ধনম্ ; তস্মাৎ রসাদ্ বস্তাৎ বা বন্ধনাৎ প্রমুচ্যতে বাতাণ্যনেক-
নিমিত্তম্ ; এবমেব অয়ং পুরুষঃ লিঙ্গাত্মা লিঙ্গোপাধিঃ এভ্যোহগ্নেভ্যঃ চক্ষুরাদি-
দেহাবয়বেভ্যঃ—সম্প্রমুচ্য সম্যক্ নির্লেপেন প্রমুচ্য—ন শূয়ন্ত-গমনকাল ইব

প্রাণেন রক্ষন্ ; কিং তর্হি ? সহ বায়ুনা উপসংহত্যা, পুনঃ প্রতিজ্ঞায়ম্ ;—‘পুনঃ’
শব্দাৎ পূর্বমপ্যয়ং দেহাদেহান্তরমসক্লং গতবান্—যথা স্বপ্নবুদ্ধান্তৌ পুনঃ পুনর্গচ্ছতি,
তথা, পুনঃ প্রতিজ্ঞায়ং প্রতিগমনং যথাগতমিত্যর্থঃ, প্রতিযোনি যোনিং যোনিং
প্রতি কর্মশ্রুতাদিবশাৎ আদ্রবতি ; কিমর্থম্ ? প্রাণায়ৈব প্রাণবাহায়ৈবেত্যর্থঃ ;
সপ্রাণ এব হি গচ্ছতি, ততঃ প্রাণায়ৈবেতি বিশেষণমনর্থকম্ ; প্রাণবাহায় হি
গমনং দেহাদেহান্তরং প্রতি ; তেন হ্যশ্রু কর্মফল-ভোগার্থসিদ্ধিঃ, ন প্রাণ-
সক্তামাত্রেন । তস্মাত্তাদর্থ্যার্থং যুক্তং বিশেষণম্—প্রাণবাহায়ৈতি ॥২৮৮॥৩৬॥

তদ্যথেন্ত্যাদিবাক্যং প্রম্পূর্বকমাদায় ব্যাচষ্টে—যনেত্যাদিনা । যঃ বক্তন্যং প্রমুচ্যত ইতি
সম্বন্ধঃ । কিমিতি বিষয়ানেকদৃষ্টোন্তোপাদানমেকেনাপি বিবক্ষিতনির্দোষিত্যাশঙ্ক্যাহ—বিষয়েতি ।
কথং মরণজ্ঞানিয়তাস্ত্রেনেকানি নিমিত্তানি সম্ভবন্তীত্যশঙ্ক্যানুভবনুহত্যাহ—অনিয়তানীতি ।
অথ মরণজ্ঞানেকানিয়তনিমিত্তবহুসংকীর্ণনং কুত্রোপবৃদ্ধান্তে, তত্রাহ—এতদপীতি । তদর্থবদ্ধ-
মেব সমর্থয়তে—যদ্বাদিতি । ইত্যপ্রমদৈর্ভবিতগামিতি শেবঃ । বৃত্তেন সহ ফলং যেন রসেন
সম্বধ্যতে, স রসো বক্তনকারণভূতো বক্তনং, বৃত্তমেব বা বক্তনং, যস্মিন্ ফলং বধ্যতে রসেনেতি
নুৎপত্তেঃ, তস্মাৎ বক্তনাদনেকনিমিত্তবশাৎ পুনোক্তং ফলত্র ভবতি প্রমোক্ষণমিত্যাহ—
বক্তনাদিত্যাদিনা । লিঙ্গমায়েোপাধিরণেতি তদ্বিশিষ্টঃ শারীরস্থখোচ্যতে । সঃপ্রমুচ্যাদ্রবতীতি
সম্বন্ধঃ ।

সমিত্যুপসর্গশ্চ তাৎপর্যমাহ—নেত্যাদিনা । যদি স্বপ্নাবস্থায়ামিব মরণাবস্থায়ং প্রাণেন
দেহং রক্ষনাদ্রবতীতি নাদ্রিয়তে, কেন একায়েণ তর্হি তদা দেহান্তরং প্রতি গমনমিত্যাশঙ্ক্যাহ—
কিং তর্হীতি । বায়ুনা প্রাণেন সহ করণজাতমুপসংহত্যাড্রবতীতি পূর্ববৎ সম্বন্ধঃ । পুনঃ
প্রতিজ্ঞায়মিতি অতীকমাদায় পুনঃশব্দশ্চ তাৎপর্যমাহ—পুনরিত্যাদিনা । তথা পুনরাড্রবতীতি
সম্বন্ধঃ । যথা পূর্বমিমং দেহং প্রাপ্তবান্, পুনরপি তথৈব দেহান্তরং গচ্ছতীত্যাহ—প্রতিজ্ঞায়-
মিতি । দেহান্তরগমনে কারণমাহ—কর্মেতি । আদিশকেন পূর্বপ্রজ্ঞা গৃহ্যতে । প্রাণবাহায়
প্রাণানাং বিশেষাভিব্যক্তিনাভায়েতি যাবৎ । প্রাণায়ৈতি শ্রুতিঃ কিমর্থমিৎং ব্যাখ্যায়তে,
তত্রাহ—সপ্রাণ ইতি । এতচ্চ তদন্তরপ্রতিপত্ত্যধিকরণে নির্দ্ধারিতম্ । প্রাণায়ৈতি বিশেষণ-
স্থানর্থক্যাদযুক্তং প্রাণবাহায়ৈতি বিশেষণমিত্যাহ—প্রাণেতি । নবশ্রু প্রাণঃ সহ বর্ততে চেৎ,
তাবতৈব ভোগসিদ্ধেরলং প্রাণবাহেনেত্যশঙ্ক্যাহ—তেন হীতি । অন্যথা স্মৃপ্তিমুর্ছয়োরাপি
ভোগপ্রসক্তেরিত্যর্থঃ । তাদর্থ্যার্থং প্রাণশ্চ ভোগশেষহিসিদ্ধার্থমিতি যাবৎ ॥ ২৮৮ ॥ ৩৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ :—এই পুরুষের যে, ঐরূপ উর্দ্ধশ্বাস হয়, তাহা কোন্ সময়ে,
কি কারণে, কি প্রকারে এবং কি উদ্দেশ্যেই বা হয়, এখন তাহা কথিত হইতেছে ।
—হস্তপদাদিবিশিষ্ট সেই পুরুষ অর্থাৎ দেহপিণ্ড, যে সমস্ত অগ্নিমা—অণুভাব
অর্থাৎ কৃশতা প্রাপ্ত হয় । কৃশতাপ্রাপ্তির কারণ কি ? [তদন্তরে বলিতেছেন—]
জরা দ্বারা—কালপক ফলের দ্বারা নিজেই জীর্ণ হইয়া কৃশতা লাভ করে ; অথবা

উপতপৎ—সস্তাপকর জরাদি রোগদ্বারাও ঐরূপ হইতে পারে ; কারণ, রোগজনিত সস্তাপগ্রস্ত ব্যক্তির অধিবৈষম্য ঘটে ; অগ্নিমান্য নিবন্ধন তখন আর ভুক্ত অন্ন জীর্ণ হইতে পারে না ; তাহার ফলে শরীর অন্নরসে পরিপুষ্ট না হইয়া ক্রমশঃ ক্লান্ততা প্রাপ্ত হয় ; এই অভিপ্রায় প্রকাশের জন্ত বলা হইতেছে—‘উপতপতা বা’ ইতি । বার্কিক্যাদি নিমিত্ত বশতঃ যখন অত্যন্ত ক্লান্ততা প্রাপ্ত হয়, তখনই পুরুষের উর্দ্ধশ্বাস হয় ; যখন উর্দ্ধশ্বাস হয়, তখন অতি ভারাক্রান্ত শকটের স্থায় আর্ন্তনাথ করিতে করিতে গমন করে । যাহার শরীর আছে, তাহার পক্ষেই বার্কিক্যের আক্রমণ, রোগজনিত যাতনা ও ক্লান্ততা প্রাপ্তি, এ সমুদয় অনর্থ অবশ্য-স্তাবী ; ইহা জানিলে লোকের মনে সহজেই বৈরাগ্য বা অনাসক্তির ভাব আসিতে পারে ; এই কারণে এখানে এ সমুদয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে । ১

এই পুরুষ, যে সময়ে শব্দ করিতে করিতে চলিয়া যায়, সে সময়ে কিরূপে শরীর পরিত্যাগ করে, তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত কথিত হইতেছে ।—সে বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই যে, আম্রফল, কিংবা উদ্ভব ফল, অথবা পিপ্পল ফল (অশ্বথ ফল) যেরূপ বন্ধন হইতে—বন্ধন অর্থ—আম্রাদি ফল যাহা দ্বারা বৃন্তের (বোটার) সহিত বাঁধা থাকে, তাহা অর্থাৎ বন্ধনসাধন রস, অথবা ফল যাহাতে আবদ্ধ থাকে, সেই বৃন্ত ‘বন্ধন’ শব্দে অভিহিত হইয়াছে । ঐ সমস্ত ফল যেমন বায়ুবেগপ্রভৃতি নানাকারণে—বন্ধন-শব্দবাচ্য রস বা বৃন্ত হইতে বিচ্যুত হইয়া থাকে, তেমনি, এই পুরুষও অর্থাৎ লিঙ্গশরীরোপহিত আত্মাও এই সমস্ত অন্ন হইতে—চক্ষুঃপ্রভৃতি দেহাবয়ব হইতে সম্প্রমুক্ত হইয়া—সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষভাবে—কিন্তু স্মৃৎপুতে প্রবেশের সময় যেরূপ প্রাণ থাকিয়া যায়, সেরূপ নহে, পরন্তু প্রাণবায়ুর সহিত সমস্ত করণবর্গ সংগ্রহ করিয়া—সঙ্গে লইয়া পুনর্বার প্রতিষ্ঠায়—এখানে ‘পুনঃ’ শব্দ থাকায় বুঝা যাই-তেছে যে, পুরুষ স্বপ্ন ও জাগরণাবস্থায় প্রবেশের স্থায়, ইতঃপূর্বেও অনেক বার এক দেহ হইতে দেহান্তরে গমন করিয়াছে ; এখনও আবার ‘প্রতিষ্ঠায়’ অর্থাৎ পূর্বগতির অনুরূপভাবে, প্রতিষোনিতে অর্থাৎ স্বীয় কৰ্ম ও জ্ঞানানুসারে যেরূপ যোনিতে জন্মলাভ সম্ভব হয়, সেইরূপ যোনিতে গমন করে ।

কিসের জন্ত ? না, প্রাণের জন্ত অর্থাৎ—প্রাণসমূহের বিশেষরূপে অভিব্যক্তি লাভের জন্ত [গমন করে] । পুরুষত প্রমাণ কালে প্রাণসহকারেই গমন করিয়া থাকে ; সুতরাং ‘প্রাণায় এব’ এই বিশেষ্যোক্তি নিরর্থক হইয়া পড়ে ; অতএব বলিতে হইবে যে, এখানে প্রাণ অর্থ—প্রাণসমূহের বিশেষভাবে অভিব্যক্তি । সেই উদ্দেশ্যেই পুরুষ এক দেহ ছাড়িয়া দেহান্তরে গমন করে ; এবং তাহা

স্বাধাই পুরুষের কর্মফল-ভোগরূপ স্বার্থ সুসিদ্ধ হয়, কিন্তু কেবল প্রাণমাত্র বিদ্যমান থাকিলেই হয় না; অতএব ঐপ্রকার অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য ‘প্রাণব্যাহার’ এইরূপ বিশেষোক্তি করা বুদ্ধিসঙ্গতই হইয়াছে ।

উপরে শ্রুতিতে যে, আত্ম, উদ্ভব ও পিপ্লল, এই বহু দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য—মরণের অনিয়ত-নিমিত্ত্ব অর্থাৎ সকলের পক্ষে যে, একই প্রকার মৃত্যুকারণ সংঘটিত হইবে, এরূপ কোনও নিয়ম নাই—ইহা জ্ঞাপন করা; কেন না, মরণের কারণ অনিশ্চিত এবং অসংখ্য; ইহাও বৈরাগ্যোৎপাদনার্থ ই বলা হইয়াছে । যেহেতু মরণের নিমিত্ত বহুপ্রকার, সেইহেতু মনে রাখা উচিত যে, আমরা সর্বদাই মৃত্যুর মুখে পতিত রহিয়াছি; [এইরূপ চিন্তার ফলে লোকের মনে সহজেই বৈরাগ্য আসিতে পারে] ॥ ২৮৮ ॥ ৩৬ ॥

আভাসভাষ্যম্ :—তত্র অশ্রোদং শরীরং পরিত্যজ্য গচ্ছতো ন অন্তঃস্থ দেহাস্তরশ্চোপাদানে সামর্থ্যমন্তি, দেহেন্দ্রিয়বিয়োগাৎ; ন চাত্তেহস্ত ভূতাস্থানীয়াঃ, গৃহমিব রাজ্ঞে, শরীরাস্তরং কৃত্বা প্রতীক্ষমাণা বিদ্যন্তে; অথৈবং সতি কথমন্ত শরীরাস্তরোপাদানমিতি ?

উচ্যতে ।—সর্বং হস্ত জগৎ স্বকর্মফলোপভোগসাধনত্বায়োপাত্তম্; স্বকর্মফলোপভোগায় চায়ং প্রবৃত্তো দেহাৎ দেহাস্তরং প্রতিপিংসুঃ; তস্মাৎ সর্বমেব জগৎ স্বকর্ম প্রযুক্তং তৎকর্মফলোপভোগযোগ্যং সাধনং কৃত্বা প্রতীক্ষত এব, “কৃতং লোকং পুরুষোহভিজ্জায়তে” ইতি শ্রুতেঃ, যথা স্বপ্নাজ্জাগরিতং প্রতিপিংসোঃ । তৎ কথমিতি লোকপ্রসিদ্ধো দৃষ্টান্ত উচ্যতে—

আভাসভাষ্য-টীকা । তদ্যথা রাজানমিত্যাদিবাক্যব্যবর্ত্ত্যামাশঙ্কামাহ—তত্রোতি । মুমূর্ষাবস্থা সপ্তমার্থঃ । অথান্ত্র স্বয়মসামর্থ্যোহপি শরীরাস্তরকর্ত্তারোহন্তে ভবিষ্যন্তি, যথা রাজ্ঞে ভূত্যা গৃহনিদ্রাতারঃ, তত্রাহ—ন চেতি । স্বয়মসামর্থ্যমন্তোথাং চাসত্ত্বমিতি স্থিতে কলিতমাহ—অথেনিতি । তদ্যথেনিত্যাদিবাক্যস্ত তাৎপর্যঃ দর্শয়ন্তুরমাহ—উচ্যত ইতি । ভবত্বজন্ত্র স্বকর্মফলোপভোগে সাধনত্বসিদ্ধার্থঃ সর্বং জগদুপাত্তং, তথাপি দেহাদেহাস্তরং প্রতিপিংসমানস্ত কিমায়াতমিত্যাশঙ্ক্যাহ—স্বকর্মেতি । স্বকর্মেত্যত্র স্বশব্দঃ তৎকর্মফলোপভোগযোগ্যমিত্যত্র তচ্ছব্দস্ত প্রকৃতভোক্তৃবিষয়ো । তত্র প্রমাণমাহ—কৃতমিতি । পুরুষো হি ত্যক্তবর্ত্তমানদেহো ভূতপঞ্চকাদিনা নির্মিতমেব দেহাস্তরমভিযাপ্য জায়ত ইতি শ্রুতের্থঃ । উক্তমেবার্থঃ দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি—যথেনিতি । স্বপ্নস্থানাজ্জাগরিতস্থানং প্রতিপত্ত্বমিচ্ছতঃ শরীরং পূর্বমেব কৃতং নাপূর্বং ক্রিয়তে, তথা দেহাদেহাস্তরং প্রতিপিংসমানস্ত পঞ্চভূতাদিনা কৃতমেব দেহাস্তরমিত্যর্থঃ ।

আভাসভাষ্যানুবাদ :—কথিত বিষয়ে জিজ্ঞাস্ত এই যে, পুরুষ যে সময়ে বর্ত্তমান দেহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, সে সময়ে তাহার অপর দেহ গ্রহণ

করিবার সামর্থ্য থাকে না ; কারণ, তখন তাহার বেহেজিয়াদির সহিত সম্বন্ধ বিলুপ্ত হইয়া যায় ; অথচ রাজার ভৃত্যগণ যেমন [রাজার গন্তব্য স্থানে অগ্রে যাইয়া] রাজার অন্ত গৃহনিৰ্ম্মাণপূৰ্ব্বক রাজার আগমন প্রতীক্ষা করিতে থাকে, তেমন এই পুরুষের ভৃত্যস্থানীয় এমন অপর কেহই নাই, বাহারা পুরুষের অন্ত দেহান্তর নিৰ্ম্মাণপূৰ্ব্বক পুরুষের আগমন প্রতীক্ষা করিবে ; এমত অবস্থায় পরলোকগামী পুরুষের দেহান্তর গ্রহণ করা কিরূপে সম্ভবপর হয় ?

হাঁ, ইহার উত্তর বলা যাইতেছে—এই সমস্ত জগৎ পুরুষের স্বীয় কৰ্ম্মফল ভোগের সাধনরূপে প্রাপ্ত ; সেই পুরুষ স্বীয় কৰ্ম্মফল উপভোগের নিমিত্তই এক দেহ হইতে দেহান্তরে যাইতে ইচ্ছুক হয় ; সুতরাং সমস্ত জগৎই তখন তাহার কৰ্ম্মদ্বারা পরিচালিত হইয়া, তদীয় কৰ্ম্মফল ভোগের উপযুক্ত সাধন (শরীরাদি) নিৰ্ম্মাণপূৰ্ব্বক নিশ্চয়ই প্রতীক্ষা করিতে থাকে । শ্রুতিও একথা বলিয়াছেন— ‘পুরুষ স্বকৃত লোকেই অনলাভ করে’ ইতি । উদাহরণ—যেমন স্বপ্নাবস্থা হইতে জাগ্রদবস্থায় প্রবেশের ইচ্ছুক পুরুষের অন্ত [ভোগ্য নিৰ্ম্মিত হইয়া থাকে, ইহাও তেমনি] (১) । তাহা যে, কিপ্রকারে হয়, তদ্বিষয়ে লোকপ্রলিঙ্গ দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে—

তদ্যথা রাজানমায়ান্তমুগ্রাঃ প্রত্যেনসঃ সূত-গ্রামণ্যোহনৈঃ
পানৈরাবসথৈঃ প্রতিকল্পন্তেহয়মায়াত্যয়মাগচ্ছতীত্যেবৎ হৈবং-
বিদং সৰ্ব্বানি ভূতানি প্রতিকল্পন্ত ইদং ব্রহ্মায়াতীদমাগচ্ছ-
তীতি ॥ ২৮৯ ॥ ৩৭ ॥

সম্বলার্থঃ ১—তৎ (তত্র বিধয়ে) [অয়ং দৃষ্টান্তঃ—] যথা উগ্রাঃ (ক্রুর-
কৰ্ম্মাণঃ, চণ্ডশীলা বা) প্রত্যেনসঃ (তদ্বাদিমনকাঃ), সূত-গ্রামণাঃ (সূতাঃ
সংকরজাতরঃ, গ্রামণাঃ গ্রামনায়কাঃ চ) রাজানং আয়ান্তং (আগচ্ছন্তং সন্তং)
—‘অয়ম্ (রাজা) আয়াতি—অয়ম্ আগচ্ছতি’ ইতি (এবং কৃত্বা) অনৈঃ পানৈঃ

(১) তাৎপর্য—জীবগণ যখন জাগ্রদবস্থা হইতে অপমৃত হইয়া স্বপ্ন ও সুষুপ্ত অবস্থায় প্রবেশ করে, তখন তাহার বহির্জগতের সহিত কোনরূপ সম্বন্ধ থাকে না ; আবার যখন স্বপ্নাবস্থা হইতে জাগ্রদবস্থায় উপস্থিত হইয়া ভোগ করা আবশ্যক হয়, তখন তাহার ভোগ্য বস্তু যোগার কে ? না, জগৎ ; তাহার স্বকীয় কৰ্ম্ম দ্বারা প্রেরিত হইয়া স্বয়ং জগৎই তাহার উপযুক্ত ভোগ্য সামগ্রী সম্মুখে আনয়ন করিয়া থাকে । এইরূপ—মৃত্যুর পরেও জগৎই জীবের কৰ্ম্মানুযায়ী ভোগ্য বিষয় সম্পাদন করিয়া থাকে ।

আবসথৈঃ (ভবনৈঃ) চ প্রতিকল্পন্তে (প্রতীকন্তে) ; এবং হ (যথোক্তব্যং
এব) এবংবিদং (যথোক্তত্বদর্শিনং)—ইদং ব্রহ্ম আয়াতি, ইদং (ব্রহ্ম)
আগচ্ছতি' ইতি [কৃত্বা] সর্বাণি ভূতানি প্রতিকল্পন্তে—(প্রতীকন্তে
ইত্যর্থঃ) ॥২৮৯॥৩৭॥

মূলানুবাদঃ—কথিত বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই যে, রাজা আসিতে-
ছেন জানিবা মাত্র, দুর্ঘটনমনকারী উগ্রজাতি, সূত (অশ্বসারথ্যকারী সংকর-
জাতি) ও গ্রামাধ্যক্ষগণ যেরূপ 'এই রাজা আসিতেছেন—এই রাজা
আসিতেছেন' বলিয়া তাঁহার জন্ম নানাপ্রকার অন্নপানীয় ও বাসভবন
প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়া প্রতীক্ষা করিতে থাকে, ঠিক সেইরূপ 'এই ব্রহ্ম
আসিতেছেন—এই ব্রহ্ম আসিতেছেন' মনে করিয়া সমস্ত ভূতবর্গ
দেহবিমুক্ত সেই জ্ঞানীর জন্ম প্রতীক্ষা করিতে থাকে ॥ ২৮৯ ॥ ৩৭ ॥

শাক্ষসভাষ্যম্—তৎ তত্র, যথা রাজানং রাজ্যাভিষিক্তমাস্তং
স্বরাষ্ট্রে, উগ্রাঃ জাতিবিশেবাঃ কুরকর্মাণো বা, প্রত্যেনসঃ—প্রতি প্রতি এনসি
পাপকর্মণি নিযুক্তাঃ প্রত্যেনসঃ তস্করাধি-দণ্ডনাথৌ নিযুক্তাঃ, সূতান্চ গ্রামণ্যান্চ
সূত-গ্রামণ্যঃ, সূতাঃ বর্ণসঙ্করজাতিবিশেবাঃ, গ্রামণ্যঃ গ্রামনেতারঃ, পূর্বমেব
রাজ্য আগমনং বুদ্ধা অগ্নৈর্ভোজ্যভক্ষ্যাদিপ্রকারৈঃ, পাতনৈঃ মদিরাদিভিঃ, আবসথৈশ্চ
প্রাসাদাদিভিঃ প্রতিকল্পন্তে নিষ্পন্নৈরেব প্রতীকন্তে—অয়ং রাজা আয়াতি
অয়মাগচ্ছতীত্যেবং বদন্তঃ । যথা অয়ং দৃষ্টান্তঃ, এবং হ এবংবিদং কর্মফলশ্চ
বেদিতারং সংসারিণমিত্যর্থঃ । কর্মফলং হি প্রস্তুতম্, তৎ এবংশব্দেন পরামৃশ্যতে ;
সর্বাণি ভূতানি শরীরকর্তৃণি, করণানুগ্রহীতৃণি চ আদিত্যাধীনি, তৎকর্মপ্রযু-
ক্তানি কৃতৈরেব কর্মফলোপভোগসাধনৈঃ প্রতীকন্তে—ইদং ব্রহ্ম ভোক্তৃ
কর্তৃ চাস্মাকমায়াতি, তথা ইদমাগচ্ছতীতি, এবমেব চ কৃত্বা প্রতীকন্ত-
ইত্যর্থঃ ॥২৮৯॥৩৭॥

টীকা । সর্বেষাং ভূতানাং দেহান্তরং কৃত্বা সংসারিণি পরলোকে প্রস্থিতে প্রতীক্ষণং কেন
প্রকারেণেতি প্রশ্নপূর্বকং দৃষ্টান্তবাক্যমুখ্যপা ব্যাচষ্টে—তৎ তত্রত্যাদিনা । তত্র পাপকর্মণি
নিযুক্তত্বমেব ব্যনক্তি—তস্করাদীতি । আদিপদেনাস্তেহপি নিগ্রাহা গৃহ্যন্তে । দণ্ডনাদাবিত্যাদি-
শব্দো হিংসাপ্রভেদসংগ্রহার্থঃ । 'ব্রাহ্মণ্যাং ক্ষত্রিয়াং সূতঃ' ইতি স্মৃতিমাশ্রিত্য সূতশব্দার্থমাহ—
বর্ণসঙ্করেতি । ভোজ্যভক্ষ্যাদিপ্রকারৈরিত্যাदिशব্দেন লেহচোষ্যয়োঃ সংগ্রহঃ । মদিরাদিভি-
রিত্যাदिपदेन ক্ষীরাদি গৃহ্যন্তে । প্রাসাদাদিভিরিত্যাदिशব্দো গোপুরতোরণাদিগ্রহার্থঃ ।
বিষম্বায়ে প্রতীয়মানে কিমिति কর্মফলশ্চ বেদিতারমিতি বিশেষোপাদানমিত্যাশঙ্ক্যাহ—

কৰ্মফলং হীতি । তৎকৰ্মপ্রযুক্তানীত্যত্র তৎশব্দঃ সংসারিবিষয়ঃ । সংসারিণো বস্ততো
ব্রহ্মাভিন্নত্বাৎ তস্মিন্ ব্রহ্মশব্দঃ । অত্যাশস্তত্ত্বত্রাদিত্যর্থঃ ॥২৮৯॥৩৭॥

ভাষ্যানুবাদ ১—যথোক্ত বিষয়ে দৃষ্টান্ত এইরূপ,—রাজ্যাভিষিক্ত রাজা
স্বীয় রাজ্যমধ্যে যাঠিতেছেন [জানিতে পারিয়া,] প্রত্যেনস্—যাহারা প্রতি-
নিয়ত পাপকার্য্যে নিরত, সেই তদ্বৎ প্রভৃতির দণ্ডবিধানে নিযুক্ত উগ্রগণ অর্থাৎ
উগ্রনামক জাতিবিশেষ, অথবা যাহারা অত্যন্ত ক্রুরকৰ্ম্মা, তাহারা এবং সূত ও
গ্রামণীগণ, সূত অর্থ—বর্ণসঙ্কর একপ্রকার জাতি, আর গ্রামণী অর্থ—গ্রামের
নেতা ; তাহারা যেমন রাজার আগমনবার্ত্তা জানিতে পারিয়া অগ্রেই ভোজ্য-
ভক্ষ্যাদি নানাপ্রকার অন্ন, মদ্বিরা প্রভৃতি বিবিধ পানীয় এবং আবসথ—প্রাসাদ
(রাজভবন) প্রভৃতি পূৰ্ব্ব সম্পাদিত ভোগ্য পদার্থ দ্বারা ‘এই রাজা আসিতেছেন,
এই রাজা আসিতেছেন’ বলিয়া প্রতীক্ষা করিতে থাকে ।

উক্ত দৃষ্টান্তটী যে প্রকার, ঠিক সেই প্রকার এবংবিদকে—কৰ্ম্মফলাভিজ্ঞ
সংসারীকে লক্ষ্য করিয়া সমস্ত ভূতগণ অর্থাৎ শরীর-নিৰ্ম্মাতৃগণ ও ইন্দ্রিয়াধিপতি
সূর্য্যপ্রভৃতি দেবতাগণ, তাহারই কৰ্ম্ম দ্বারা প্রেরিত হইয়া পূৰ্ব্বসম্পাদিত কৰ্ম্ম-
ফলের উপভোগসাধনসমূহ লইয়া প্রতীক্ষা করিতে থাকে—‘আমাদের ভোক্তা ও
কর্ত্তা এই ব্রহ্ম আসিতেছেন—এই আসিতেছেন’ এইরূপ করিয়াই অপেক্ষা
করিতে থাকেন । এখানে কৰ্ম্মফলেরই প্রস্তাব রহিয়াছে ; এই জন্ত ‘এবংবিদং’
কথার ‘এবং’ শব্দে সেই কৰ্ম্মফলটী গ্রহণ করা হইয়াছে ॥২৮৯॥৩৭॥

তদ্যথা রাজানং প্রবিবাসন্তুগ্ৰাঃ প্রত্যেনসঃ সূত-গ্রামণ্যো-
হভিসমায়ন্ত্যেবমেবেমমাত্মানমন্তকালে সৰ্ব্বে প্রাণা অভিসমায়ন্তি
যত্রৈতদূর্দ্ধোচ্ছ্বাসী ভবতি ॥ ২৯০ ॥ ৩৮ ॥

ইতি চতুর্থাধ্যায়ে তৃতীয়ং ব্রাহ্মণম্ ॥ ৪ ॥ ৩ ॥

সঙ্কলার্থঃ ১—[ইদানীং তৎসহগামিনঃ প্রদর্শয়িতুমাহ—‘তদ্যথা’
ইত্যাदि ।] তৎ (তত্র গমনে) [অন্নং দৃষ্টান্তঃ—] প্রত্যেনসঃ উগ্রাঃ, সূতগ্রামণ্যঃ
যথা—রাজানং প্রবিবাসন্তুং (প্রস্থাতুকামং) [জ্ঞাত্বা স্বয়মেব] অভিসমায়ন্তি
(একীভূতাঃ তমনুবর্ত্তন্তে), এবম্ এব (উক্তদৃষ্টান্তবদ্ এব) অন্তকালে (মরণসময়ে)
যত্র (যস্মিন্ সময়ে) এতৎ (এবং যথা শ্রুতং, তথা) [এষঃ আত্মা] উর্দ্ধোচ্ছ্বাসী
ভবতি, [তদা] সৰ্ব্বে প্রাণাঃ (করণবর্গাঃ) ইমং (দেহান্তরজিগমিবুং) আত্মানম্
অভিসমায়ন্তি (মিলিতাঃ সন্তঃ অনুগচ্ছন্তি ইত্যর্থঃ) ॥২৯০॥৩৮॥

মূলানুবাদ ১—দুর্ঘটনাকারী উগ্রজাতি কিংবা সূত ও গ্রামণী-
গণ যেমন, রাজা যাইতেছেন জানিয়া তাঁহার অনুগমন করিয়া থাকে, ঠিক
সেইরূপ যে সময়ে এই আত্মার উর্দ্ধশ্বাস উপস্থিত হয়, সেই সময়ে—মরণ-
কালে, আত্মা দেহ হইতে বহির্গমনের উপক্রম করিবামাত্র সমস্ত প্রাণ—
চক্ষুঃপ্রভৃতি করণবর্গ সেই আত্মার অনুগমন করিয়া থাকে ॥ ২৯০ ॥ ৩৮ ॥

ইতি চতুর্থাধ্যায়ে তৃতীয়ব্রাহ্মণব্যাখ্যা ॥ ৪ ॥ ৩ ॥

শাক্তব্রাহ্মণ্যম্ ১—তমেবং জিগমিষুং কে সহ গচ্ছন্তি ; যে বা গচ্ছন্তি,
তে কিং তৎক্রিয়া-প্রণুনাঃ ? আহোশ্বিৎ তৎকর্ম্মবশাৎ স্বয়মেব গচ্ছন্তি—পরলোক-
শরীরকর্তৃণি চ ভূতানীতি । অত্রোচ্যতে দৃষ্টান্তঃ—তদ্বৎথা রাজানং প্রযিয়াসন্তং
প্রকর্ষণে যাতুমিচ্ছন্তম্, উগ্রাঃ প্রত্যেনসঃ সূতগ্রামণ্যঃ তং বথা অভিসমায়ন্তি অভি-
মুখ্যেন সমায়ন্তি একীভাবেন তমভিমুখা আয়ন্তি অনাজ্ঞপ্তা এব রাজা, কেবলং
তজ্জিগমিষাভিজ্ঞাঃ, এবমেব ইমমাশ্মানং ভোক্তারমন্তকালে মরণকালে সর্বে প্রাণাঃ
বাগাদয়ঃ অভিসমায়ন্তি—যত্রৈতদুর্দ্ধোচ্ছ্বাসী ভবতীতি ব্যাখ্যাতম্ ॥ ২৯০ ॥ ৩৮ ॥

ইতি বৃহদারণ্যকভাষ্যে চতুর্থাধ্যায়স্ত তৃতীয়ঃ জ্যোতির্ব্রাহ্মণম্ ॥ ৩ ॥ ৩ ॥

টীকা । তদ্বৎথা রাজানং প্রযিয়াসন্তমিত্যাদিবাক্যাব্যবর্ত্ত্য চোচ্চমুখাপয়তি—তমেবমিতি ।
বাগাদয়স্তমনুগচ্ছন্তীত্যপেক্ষাহ—যে বেতি । তৎক্রিয়াপ্রণুনাস্তত্ত্ব গন্তব্যগাদিব্যাপারেণ প্রেরিতাঃ
সমাহুতা ইতি যাবৎ । যানি চ ভূতানি পরলোকশরীতং শরীরং কুর্কন্তি, যানি বা
করণানুগ্রহীতৃণাদিত্যাদীনি, তেষপি যথোক্তপ্রশ্নপ্রবৃত্তিঃ দর্শয়তি—পরলোকেতি । নাচং,
পরলোকার্থং প্রস্থিতস্ত বাগাদিব্যাপারাবাদাহ্বানানুপপত্তেঃ । ন দ্বিতীয়ঃ, ভোক্তৃকর্ম্মণাপি
বাগাদিদ্ব্যচেষ্টনেষু স্বয়ংপ্রবৃত্তেরনুপপত্তেরিতি চোদয়িতুরভিমানঃ । উত্তরবাক্যেণোত্তরমাহ—
অত্রোচ্যাদিনা । মরণকালমেব বিশিনষ্টি—যত্রোতি । অচেতনানামপি রথাদীনাং চেতন-
প্রেরিতানাং প্রবৃত্তির্দর্শনাৎ বাগাদীনামপি ভোক্তৃকর্ম্মবশাৎ তদাহ্বতত্ত্বমন্তরেণ প্রবৃত্তিঃ সম্ভবতীতি
ভাবঃ ॥ ২৯০ ॥ ৩৮ ॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদ্বাঙ্গটীকায়াং চতুর্থাধ্যায়স্ত তৃতীয়ঃ জ্যোতির্ব্রাহ্মণম্ ॥ ৪ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ ১—সেই আত্মা যে সময়ে এইপ্রকারে পরলোকে প্রস্থান
করিতে অভিলাষী হয়, সে সময়ে কাহারো তাহার সহিত গমন করে ? এবং
যাহারা তাহার সঙ্গে গমন করে, তাহার কি সেই পুরুষের প্রাক্তন কর্ম্ম দ্বারা
প্রেরিত হইয়া গমন করে, অথবা তাহারই কর্ম্মানুসারে উহার এবং তাহার
পারলৌকিক শরীরনির্মাতা ভূতগণ স্বয়ংই তাহার সঙ্গে সঙ্গে গমন করিয়া থাকে ?
এতদ্বস্তরে দৃষ্টান্ত বলা হইতেছে—

রাজা অস্ত্র বাইতে ইচ্ছুক হইলে পর, প্রত্যেক উগ্রজাতি, এবং মৃত ও গ্রামনেতৃবৃন্দ যেমন তাহাকে লক্ষ্য করিয়া গমন করে, অর্থাৎ রাজার আদেশ ব্যতিরেকেও কেবল তাহার গমনবার্তা অবগত হইরাই যেমন সকলে একযোগে রাজার অভিমুখে অনুগমন করিয়া থাকে, ঠিক তেমনই অন্তকালে—মৃত্যুসময়ে—যখন ইহার উর্দ্ধশ্বাস উপস্থিত হয়, সেই সময়ে সমস্ত প্রাণ অর্থাৎ আত্মার ভোগোপকরণ বাক্‌প্রভৃতি এই ভোক্তা আত্মাকে লক্ষ্য করিয়া তাহার অনুগমন করিয়া থাকে । “উর্দ্ধোচ্ছ্বাসী ভবতি” ইত্যাদি কথা পূর্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে ॥২৯০॥৩৮॥

ইতি চতুর্থাধ্যায়ে তৃতীয় ব্রাহ্মণের ভাষ্যানুবাদ ॥৪॥অ॥



চতুর্থঃ ব্রাহ্মণম্ :

আভাসভাষ্যম্ :—স যত্রায়মায়া । সৎসারোপবর্ণনং প্রস্তুতম্ ।
তত্রায়ং পুরুষ এভ্যোহঙ্গেত্যঃ সস্ত্রুচ্যেত্যাশ্রমম্ । তৎসস্ত্রমোক্ষণং কস্মিন্ কালে
কথং বেতি স বিস্তরং সৎসরণং বর্ণয়িতব্যমিত্যারভ্যতে—

আভাসভাষ্যানুবাদ :—‘স যত্রায়মায়া’ ইত্যাদি । সস্ত্রতি সৎসারা-
বহান শব্দাঃ চলিতেছে ; তাহাতে বলা হইয়াছে যে, ‘এই পুরুষ এই সমস্ত অঙ্গ
হইতে বিমুক্ত হইয়া’ ইত্যাদি । সেই যে, পুরুষের-দেহ-বিমোচন, তাহা কোন্
সময়ে এবং কি প্রকারে হইয়া থাকে, এখন বিস্তৃতভাবে সেই বিষয় বর্ণনা করিতে
হইবে, এই উদ্দেশ্যে পরবর্তী প্রকরণ আরম্ভ হইতেছে—

স যত্রায়মায়াবল্যং ত্রৈত্য সন্মোহমিব ত্রৈত্যথৈনমেতে
প্রাণা অভিসমায়ন্তি, স এতাস্তেজোমাত্রাঃ সমভ্যাদদানো হৃদয়-
মেবানুবক্রামতি ; স যত্রৈষ চাক্ষুষঃ পুরুষঃ পরাণ্ডপর্য্যাবর্ততে-
ইথারূপজ্ঞো ভবতি ॥ ২৯১ ॥ ১ ॥

সংলক্ষ্যার্থঃ :—সঃ (লোকান্তরজিগমিষুঃ) অয়ম্ আয়া যত্র (মরণকালে)
অবল্যং (অবলভ্যং দুর্লভতাং) ত্রৈত্য (নিশ্চয়েন প্রাপ্য) সন্মোহং (সন্মূঢ়তাং)
ইব ত্রৈতি (নিঃশেষেণ প্রাপ্নোতি) । [অত্র ইব-শব্দপ্রয়োগঃ সন্মোহস্ত বাস্তবতাং
নিরূপতি] । অথ (অনন্তরং) এতে প্রাণাঃ (চক্ষুঃপ্রভৃতিরঃ) ইমম্ আয়ানং
অভিসমায়ন্তি (অভিগচ্ছন্তি) । সঃ (আয়া) এতাঃ (প্রকৃতাঃ) তেজোমাত্রাঃ
(তৈজসানি করণানি) সমভ্যাদদানঃ (সম্যক্ নির্লেপেন গৃহ্ণন্—সমাহরন্)
হৃদয়ম্ এব অনুবক্রামতি (হৃদয়মাত্রৈ অভিব্যক্তবিজ্ঞানঃ ভবতি) । [তত্র
বিশেষমাহ—] যত্র (কস্মিন্ কালে) স এব চাক্ষুষঃ (চক্ষুরনুগ্রাহকঃ) পুরুষঃ
(আদিত্যরূপঃ) পরাক্ (পূর্ব-বৈপরীত্যেন) পর্য্যাবর্ততে (নিবর্ততে), অথ
(অতঃপরম্) অরূপজ্ঞঃ ভবতি, [চক্ষুরনুগ্রাহকস্তাদিত্যপুরুষস্ত নিবৃত্তেঃ তস্ত
রূপজ্ঞানমপি নিবর্ততে ইতি ভাবঃ] ॥ ২৯১ ॥ ১ ॥

মূলানুবাদ :—লোকান্তরে প্রস্থানোক্ত এই পুরুষ যে সময়ে
(মৃত্যুকালে) বলহীন হইয়া, সন্মোহ বা বিমূঢ়তাবহি যেন প্রাপ্ত হয়,

তখন চক্ষুঃপ্রভৃতি প্রাণবর্গ এই আত্মার অভিমুখে গমন করে ; তখন সেই আত্মা এই সমস্ত তৈজস ইন্দ্রিয়বর্গকে সমাহরণ করিয়া হৃৎপিণ্ডে অবস্থান করে । যখন এই চাক্ষুষ পুরুষ অর্থাৎ চক্ষুর অধিদেবতা সূর্য্য স্বকার্য্য হইতে নিবৃত্ত হয়, তখন এই পুরুষ আর শ্বেতপীতাদি রূপ নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হয় না, অর্থাৎ তখন তাহার রূপ দেখিবার শক্তি বিলুপ্ত হইয়া যায় ॥ ২৯১ ॥ ১ ॥

শাক্ষরভাষ্যম্ :—স যত্র । সোহয়মায়া প্রস্তুতঃ, যত্র যস্মিন্ কালে, অবল্যম্ অবলভাবম্, নি এত্যা গত্যা—যৎ দেহস্ত দৌর্বল্যম্, তদাশ্বন এব দৌর্বল্যমিত্যুপ-চর্য্যতে—‘অবল্যং ত্বেত্য’ ইতি । ন হ্যসৌ স্বতঃ অমূর্ত্তবাদবলভাবং গচ্ছতি ; তথা সম্মোহমিব—সংমূঢ়তা সম্মোহঃ বিবেকাভাবঃ, সম্মূঢ়তামিব—ত্বেতি নিগচ্ছতি ; ন চাস্ত স্বতঃ সম্মোহঃ অসম্মোহো বা অস্তি, নিত্যচৈতন্ত্বেজ্যোতিঃ-স্বভাবত্বাৎ ; তেন ইবশব্দঃ—সম্মোহমিব ত্বেতীতি । উৎক্রান্তিকালে হি কর-ণোপসংহারনিমিত্তো ব্যাকুলীভাব আশ্বন ইব লক্ষ্যতে লৌকিকৈঃ । তথা চ বক্তারো ভবন্তি—সংমূঢ়ঃ সংমূঢ়োহয়মিতি । অপবা উভয়ত্র ইবশব্দপ্রয়োগো যোজ্যঃ—অবল্যমিব ত্বেত্য, সম্মোহমিব ত্বেতীতি, উভয়ত্র পরোপাধিনিমিত্তত্বা-বিশেষাৎ, সমানকর্ত্ত্বকনির্দেশাচ্চ । ১

টীকা । ব্রাহ্মণান্তরমুখাপর্য্যতি—স যত্র ইতি । তস্ত সন্থকং বক্তৃমুক্তং কীর্ত্তয়তি—সংসারেতি । বক্ষ্যমাণোপযোগিত্বেনোক্তমর্থান্তরমনুদ্রবতি—তত্র ইতি । সংসারপ্রকরণং সপ্তমার্থঃ । সম্প্রত্যা-কাজ্ঞাপূর্ব্বকমুত্তরব্রাহ্মণমাদত্তে—তৎসংপ্রমোক্ষণমিতি । এবং ব্রাহ্মণমবত্যা তদক্ষরাণি ব্যাকরোতি—সোহয়মিত্যাदिনা । গত্যা সংমোহমিব স্তেতীত্যান্তরত্র সন্থকঃ । কথমাশ্বনো দৌর্বল্যং, তদাহ—যদেহস্তেতি । কিমিত্যুপচারঃ, মুণ্যমেবাস্থনো দৌর্বল্যং কিং ন স্তাদিত্যা-শক্যাহ—ন হীতি । যথায়মবলভাবং নিগচ্ছতি, তথা সংমোহঃ সংমূঢ়তামিব প্রতিপদ্যতে । বিবেকাভাবো হি সংমোহঃ । তথা চ সংমূঢ়তামিব নিগচ্ছতীতি যুক্তমিত্যাহ—তথেষতি । ইব-শব্দার্থমাহ—ন চেতি । কথং পুনরাশ্বনঃ সমারোপিতোহপি সংমোহঃ স্তান্নিত্যচৈতন্ত্বে-জ্যোতিষ্টাদিত্যাশক্যাহ—উৎক্রান্তীতি । ব্যাকুলীভাবো লিঙ্গস্তেতি শেষঃ । তত্র লৌকিকীং বর্ত্তামনুকূলয়তি—তথেষতি । ১

অথ অস্মিন্ কালে এতে প্রাণাঃ বাগাদয়ঃ এনমাশ্বানম্ অভিসমায়ন্তি ; তদাস্ত শারীরস্তাশ্বনঃ অজ্ঞেভ্যঃ সম্প্রমোক্ষণম্ । কথং পুনঃ সম্প্রমোক্ষণম্, কেন বা প্রকারেণ আশ্বানমভিসমায়ন্তীতি ? উচ্যতে—স আত্মা এতাঃ তেজোমাত্রাঃ তেজসো-মাত্রান্তেজোমাত্রাঃ তেজোহবয়বাঃ, রূপাদিপ্রকাশকত্বাৎ চক্ষুরাদীনি করণানীত্যর্থঃ,

তা এতাঃ সমভ্যাদদানঃ সম্যক্ নির্লেপেন অভ্যাদদানঃ অভিমুখ্যেন আদদানঃ সংহরমাণঃ, তৎস্বপ্নাপেক্ষয়া বিশেষণং 'সম্' ইতি, ন তু স্বপ্নে নির্লেপেন সম্যগাদানম্ ; অস্তি তু আদানমাত্রম্ ; "গৃহীতা বাক্ গৃহীতং চক্ষুঃ" "অস্ত্র লোকস্ত সর্কীবতো মাত্রামপাদায় শুক্রমাদায়" ইত্যাদিবাক্যেভ্যঃ । ২ ।

যথাশ্রুতমিবশকং গৃহীত্বা বাক্যং ব্যাখ্যায় পক্ষান্তরমাহ—অথবেতি । ইবশকপ্রয়োগস্তো-
ভয়ত্র যোজনামেবাভিনয়তি—অবল্যমিতি । উভয়ত্র তদযোজনে হেতুমাহ—উভয়স্তেতি ।
তুলাপ্রত্যয়েনাবল্যাসংমোহয়োরেককর্তৃকত্বনির্দেশাদপুণ্ডর্যত্রৈবকারো দ্রষ্টব্য ইত্যাহ—
সমানেনতি । অথেষ্যাতি বাক্যমবত্যা ব্যাকুর্কন্ কশ্মিন্ কালে তৎসংপ্রমোক্ষণমিত্যন্তোত্তর-
মাহ—অপেষ্যাদিনা । কথং বেতুক্তং প্রশমনুত প্রশান্তরং প্রত্যোতি—কথমিতি । অস্তোত্তর-
হেনোত্তরবাক্যমাদায় ব্যাকরোতি—উচ্যত ইত্যাদিনা । রূপাদিপ্রকাশনশক্তিমৎসত্ত্বপ্রধান-
ভূতকার্যত্বাৎ তেজোমাত্রাশ্চকুরাদীনীতুক্তং, সংপ্রতি সমভ্যাদদান ইত্যন্তার্থমাহ—তা এতা
ইতি । সংহরমাণো হৃদয়মবব্রাজামতীত্যদয়ঃ । তৎ সমিতি বিশেষণং স্বপ্নাপেক্ষয়েতি সম্বন্ধঃ ।
কথং স্বপ্নাপেক্ষয়া বিশেষণং, তদাহ—ন হিতি । আদানমাত্রমপি স্বপ্নে নাস্ত্যতি কুতস্তদ-
ব্যাবৃত্তার্থং বিশেষণমিত্যাশঙ্ক্যাহ—অস্তীতি । ২

হৃদয়মেব পুণ্ডরীকাকাশম্ অবব্রাজামতি অবাগচ্ছতি, হৃদয়ে অভিব্যক্ত-
বিজ্ঞানো ভবতীত্যর্থঃ—বুদ্ধ্যাদিবিক্ষেপোপসংহারে সতি । ন হি তস্ত স্বতচ্চলনং
বিক্ষেপোপসংহারাদিবিক্রিয়া বা, "দ্যায়তীব লেলায়তীব" ইত্যুক্তত্বাৎ ; বুদ্ধ্যাহ্য-
পাদিষ্টারৈব হি সর্কীবিক্রিয়া অধ্যারোপ্যতে তস্মিন্ । কদা পুনস্তস্ত তেজোমাত্রা-
ভ্যাদানমিতি ? উচ্যতে—সঃ যত্র এষঃ, চক্ষুষি ভবঃ চাক্ষুষঃ পুরুষঃ আদিত্যাংশঃ
ভোক্তুঃ কৰ্ম্মণা প্রযুক্তঃ যাবদেহধারণম্, তাবৎ চক্ষুষোহনুগ্রহং কুর্কন্ বর্ততে ;
মরণকালে তু অস্ত্র চক্ষুরনুগ্রহং পরিত্যজতি, স্বম্ আদিত্যাঙ্গানং প্রতি-
পদ্যতে । ৩ ।

স এতাস্তেজোমাত্রাঃ সমভ্যাদদান ইত্যেতদ্ব্যাখ্যায় হৃদয়মেবেত্যাদি ব্যাচষ্টে—হৃদয়-
মিত্যাদিনা । সবিজ্ঞানো ভবতীতি বাক্যশেষমাশ্রিত্য বাক্যার্থমাহ—হৃদয় ইতি । কথমাস্ত্রনো
নিজ্জিয়স্ত তেজোমাত্রাদানকর্তৃত্বমৌপচারিকমিত্যর্থঃ । তর্হি তদ্বিক্ষেপোপসংহর্তৃত্বং তদাদান-
কর্তৃত্বমপি মুখ্যমেব ভবিষ্যতীত্যাশঙ্ক্যাহ—ন হীতি । আদিশকেন ক্রিয়াবিশেষঃ সর্কো গৃহ্যতে ।
কথং তর্হি প্রতীচি কর্তৃত্বাদিপ্রথেষ্যাশঙ্ক্যাহ—বুদ্ধাদীতি । স যত্রেষ্যাতি বাক্যমাকাঙ্ক্ষা-
পূর্বকমবত্যা ব্যাকরোতি—কদা পুনরিত্যাদিনা । তস্ত পুরুষশব্দাদ্ভোক্তৃত্বে প্রাপ্তে
বিশিনষ্টি—আদিত্যাংশ ইতি । তস্ত চাক্ষুষত্বং সাধয়তি—ভোক্তুরিত্যাদিনা । যাবদেহধারণ-
মিতি কুতো বিশেষণং, তদাহ—মরণকালে হিতি । আদিত্যাংশস্ত চক্ষুরনুগ্রহমকুর্কতঃ স্বাতন্ত্র্য-
স্বায়ত্ত্বমিতি—সমিতি । ৩

তদেতদ্বাক্যম্,—"যত্রাশ্র পুরুষস্ত মৃতশ্রাণিং বাগপ্যেতি, বাতং প্রাণশ্চক্ষু-

সাদিত্যম্ ইত্যাদি ; পুনর্দেহগ্রহণকালে সংশ্রিয়ন্তি ; তথা ব্রহ্মাতাঃ প্রবৃধ্যন্ত ।
তদেতদাহ—চাক্ষুঃ পুরুষঃ, যত্র যস্মিন্ কালে, পরাঙ্ পৰ্য্যাবৰ্ত্ততে—পরি সমস্তাং
পরাঙ্ব্যাবৰ্ত্ততে ইতি ; অথ অত্রাস্মিন্ কালে, অরূপজ্ঞো ভবতি মুমূর্ষুঃ রূপং ন
জানাতি ; তদায়ম্ আত্মা চক্ষুরাদিতেজোমাত্রাঃ সমভ্যাদদানো ভবতি
স্বপ্নকাল ইব ॥ ২৯১ ॥ ১ ॥

মরণাবস্থায় চক্ষুরাত্মগ্রাহকদেবতাংশানামধিদেবতাস্থনোপসংহারে শ্রুত্যন্তরং সংবাদয়তি
—তদেতদিতি । তর্হি দেহান্তরে বাগাদিরাহিত্যং স্তাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—পুনরিতি । সংশ্রিয়ন্তি
বাগাদয়ন্তুতদেবতাধিষ্ঠিতা যথাস্থানমিতি শেষঃ । মুমূর্ষোরিব অপ্ততঃ সর্বাণি করণানি
লিঙ্গাস্থনোপসংহ্রিয়ন্তে, প্রবৃধ্যমানস্ত চোৎপিৎসোরিব তানি যথাস্থানং প্রাচুর্ভবন্তীত্যাহ—
তথেতি । উক্তার্থে বাক্যং পাতয়তি—তদেতদাহেতি । পরাঙ্ পৰ্য্যাবৰ্ত্তত ইতি রূপবৈমুখ্যং
চাক্ষুঃশ্রুতং বিবক্ষিতমিতি শেষঃ ॥ ২৯১ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ :—যে আত্মার প্রস্তাব চলিয়াছে, সেই আত্মা যে সময়ে
—অবলম্ব্য (দুর্জলতা) প্রাপ্ত হইয়া যেন সম্মোহই—বিবেক-জ্ঞানের অভাবই
অর্থাৎ সম্যক্ সূচতাই যেন প্রাপ্ত হয় । এখানে ‘অবল্যং ত্বেত্য’ কথায় দেহের
দুর্জলতাই আত্মার দুর্জলতা বলিয়া আরোপ করা হইতেছে ; কারণ, আত্মা যখন
অমূর্ত, তখন তাহার পক্ষে স্বাভাবিক দুর্জলতা কখনই সম্ভব হয় না । স্বভাবতঃ
নিত্য চৈতন্যজ্যোতিঃস্বরূপ এই আত্মার সম্বন্ধে স্বরূপতঃ কখনই সম্মোহ বা
অসম্মোহ কিছুই সম্ভবপর হয় না ; এই ক্ষণেই ‘ইব’ শব্দ—‘সম্মোহম্ ইব’ প্রযুক্ত
হইয়াছে—দেহত্যাগের সময়ে চক্ষুঃপ্রভৃতি করণবর্গ সমাহৃত হয় ; তন্নিবন্ধন
সাধারণলোকে আত্মারই যেন ব্যাকুলতা মনে করিয়া থাকে ; বক্তারও সেইরূপই
বলিয়া থাকে যে, ‘এই ব্যক্তি সম্মূঢ় সম্মূঢ় (মোহপ্রাপ্ত)’ । অথবা ‘সম্মোহম্ ইব’
এই ‘ইব’ শব্দটির উভয় স্থলেই যোজনা করিতে হইবে—‘অবল্যম্ ইব ত্বেত্য’
(অবলম্ব্যই যেন প্রাপ্ত হইয়া) এবং ‘সম্মোহম্ ইব ত্বেতি’ (যেন সম্মোহই প্রাপ্ত
হয়) ; কেন না, অবল্য ও সম্মোহ—উভয়ই অপরাপর উপাধি-সম্বন্ধের ফল এবং
‘ত্বেত্য’ ও ‘ত্বেতি’ এই উভয়ের একই কর্তা নির্দিষ্ট হইয়াছে । ১ ।

অতঃপর এই সমস্ত প্রাণ (বাক্ প্রভৃতি), প্রমাণোন্মুখ এই আত্মার অভিমুখে
প্রাণিত হয় ; সেই সময়েই এই দেহাবয়বসমূহ হইতে জীবাত্মার বহির্গমন হয় ।
কিরূপে দেহত্যাগ হয়, এবং কিপ্রকারেই বা প্রাণসমূহ আত্মাভিমুখী হয়, এখানে
তাহা কথিত হইতেছে ।—এই আত্মা এই সমুদয় তেজোমাত্রা—তেজের মাত্রা
অর্থাৎ তেজের অংশ চক্ষুঃপ্রভৃতি করণবর্গ, রূপাদি বিষয় প্রকাশ করে বলিয়া

[চক্ষুঃ প্রভৃতির তৈজসজ্ঞ প্রমাণিত হয়] (১) ; এই সকল তেজোমাত্রা সম্যক্—
নির্লেপভাবে আদান করত অর্থাৎ উপসংহত করত—স্বপ্নাবস্থা অপেক্ষা বিশেষতঃ
সূচনার অস্ত্র এখানে ‘সম্’ (সম্ অভ্যাদানঃ) বিশেষণটি প্রযুক্ত হইয়াছে ; কেন
না, ‘তখন বাগিজির গৃহীত হয়, চক্ষুঃ গৃহীত (নির্বাপার কৃত) হয় ; এখানকার
সমস্ত অবয়ব বিচ্ছিন্ন করিয়া এবং শুক্র (তেজোমাত্রা) লইয়া’ ইত্যাদি বাক্য
হইতে জানা যায় যে, স্বপ্ন সময়েও ইন্দ্রিয়সমূহ সমাহত হয় সত্য, কিন্তু
নির্লেপভাবে হয় না ; এইজন্য এখানে ‘সম্’ বিশেষণের প্রয়োগ করা
আবশ্যক হইয়াছে । ২ ।

[‘হৃদয়ম্ এব অববক্রামতি’] হৃদয়ে—হৃৎপদ্মাকাশে আগমন করে, অর্থাৎ
বুদ্ধিপ্রভৃতিজনিত বিক্ষেপ বা চাক্ষুশ্য নিবৃত্ত হইলে পর, তখন একমাত্র হৃদয়ে
তাহার বিজ্ঞান পরিস্ফুট হয় । “ধ্যায়তীষ” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়
যে, আত্মার স্বতঃসিদ্ধ চলন (গমনাগমন) কিংবা বিক্ষেপ ও তন্নিবৃত্তিরূপ বিকার
নাই ; কেবল বুদ্ধিপ্রভৃতি উপাধিসম্বন্ধ বশতই তাহাতে ঐ সমস্ত বিকার আরো-
পিত হয় মাত্র । আত্মা কোন্ সময়ে উক্ত তেজোমাত্রা গ্রহণ করে, এখন তাহা
কথিত হইতেছে—যে সময়ে সেই এই চাক্ষুষ পুরুষ—চক্ষুর কার্য্যে সহায়ভূত
আদিত্যাংশ—ভোক্তা জীবের প্রাক্তন কর্ম্মদ্বারা প্রেরিত হইয়া, যতকাল দেহধারণ
আবশ্যক হয়, ততকাল চক্ষুর প্রতি অনুগ্রহ-প্রকাশপূর্ব্বক বর্তমান থাকে, কিন্তু
মৃত্যুসময় উপস্থিত হইলে, এই চক্ষুর অনুগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া স্বীয়
আদিত্যভাব প্রাপ্ত হয়, [সেই সময়ে] । ৩ ।

এই কথা অস্ত্রও উক্ত হইয়াছে—‘যে সময়ে এই মৃত পুরুষের বাগিজির
অগ্নিকে, প্রাণ বায়ুকে এবং চক্ষুঃ আদিত্যকে প্রাপ্ত হয়’ ইত্যাদি । জীব পুনর্বার
যখন নূতন দেহ গ্রহণ করে, তখন এই চাক্ষুষ পুরুষই আবার সেই দেহকে আশ্রয়
করিবে ; স্বপ্ন এবং প্রবোধকালেও এইরূপই ব্যবস্থা, অর্থাৎ স্বপ্নকালে ইন্দ্রিয়গণের
বৃত্তি লয় হয়, প্রবোধসময়ে আবার প্রাক্তর্ভাব হয় । সেই কথাই এখানে

(১) তাৎপর্য্য—আত্মার ভোগসাধন করণবর্গের মধ্যে পঞ্চ প্রাণ ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়
পঞ্চভূতের রাজস ভাগ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ; এইজন্য উহারা ক্রিয়াপ্রধান । এইরূপ চক্ষুঃ
প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয় সমূহ পঞ্চভূতের সত্ত্বভাগ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ; এইজন্য উহারা তৈজস ;
এবং উহাদের কার্য্য হইতেছে রূপাদি বিষয়কে প্রকাশ করা । এইজন্য এখানে ভাষ্যকার
‘রূপাদিপ্রকাশকত্বাৎ’ এই হেতুর উপস্থাপন করিয়াছেন । সত্ত্বগুণের পরিণাম বলিয়াই চক্ষুঃ
বেত্ত-দীপাদি রূপ প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় ।

বলিতেছেন—চাক্ষুষ পুরুষ যে সময়ে পরাবৃত্ত হয়, অর্থাৎ লব্ধতোভাবে ব্যাপারহীন হয় ; সেই সময়ে ভোক্তা পুরুষ অরূপজ হয়, অর্থাৎ তখন তাহার আর রূপ বিষয়ে জ্ঞান থাকে না ; কারণ, যুমুর্ষু ব্যক্তি ত কোনপ্রকার রূপ অনুভব করিতে পারে না । এই আত্মা স্বপ্নসময়ের জ্ঞান এ সময়েও চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের ভেজোমাত্রা গ্রহণ করিয়া থাকে ॥ ২৯১ ॥ ১ ॥

একীভবতি ন পশ্যতীত্যাহরেকীভবতি ন জিহ্বতীত্যাহরেকীভবতি ন রসয়ত ইত্যাহরেকীভবতি ন বদতীত্যাহরেকীভবতি ন শৃণোতীত্যাহরেকীভবতি ন মনুত ইত্যাহরেকীভবতি ন স্পৃশতীত্যাহরেকীভবতি ন বিজানাতীত্যাহঃ, তস্ম্য হৈতস্ম্য হৃদয়স্ম্যগ্রং প্রদ্বোততে, তেন প্রদ্বোতেনৈব আত্মা নিজ্জামতি । চক্ষুষ্কো বা মূর্ধ্বে বা ঞ্চেভ্যো বা শরীরদেশেভ্যঃ, তমুৎক্রামন্তং প্রাণোহনুৎক্রামতি, প্রাণমনুৎক্রামন্তংসর্বৈ প্রাণা অনুৎক্রামন্তি, সবিজ্ঞানো ভবতি সবিজ্ঞানমেবানুবক্রামতি । তং বিদ্যাকর্শ্মণী সমন্বারভেতে পূর্বপ্রজ্ঞা চ ॥ ২৯২ ॥ ২ ॥

সম্বলার্থঃ ।—[অত্র লোকসংবাদম্ অনুকূলদ্বিতুমাহ—‘একীভবতি’ ইত্যাদি ।] [অস্ত্র যুমুর্ষোঃ] একীভবতি ন পশ্যতি (চক্ষুরিন্দ্রিয়ং লিপদেহেনাভিন্নং জাতম্, অতঃ দর্শনব্যাপারং ন করোতি) ইতি আহঃ (কথয়ন্তি) [লৌকিকাঃ] ; [তথা ভ্রাণং] একীভবতি, [অতঃ] ন জিহ্বতি ইতি আহঃ ; [রসনেন্দ্রিয়ম্] একীভবতি, [অতঃ] ন রসয়তে (রসাস্বাদং ন করোতি) ইতি আহঃ ; [বাগিন্দ্রিয়ং] একীভবতি, ন বদতীতি আহঃ ; [শ্রবণেন্দ্রিয়ং] একীভবতি, ন শৃণোতি ইতি আহঃ ; [মনঃ] একীভবতি, ন মনুতে ইতি আহঃ ; [ঞ্চেভ্যঃ] একীভবতি, ইতি ন স্পৃশতি ইতি আহঃ ; [বুদ্ধিঃ] একীভবতি, ন বিজানাতি ইতি আহঃ । [তদানীং] তস্ম্য এতস্ম্য (সর্বেন্দ্রিয়াশ্রয়স্ম্য) হৃদয়স্ম্য অগ্রং (আত্ম-নির্গমনদ্বারম্) প্রদ্বোততে (আত্মজ্যোতিষা প্রকাশতে) ; এষঃ (প্রকৃতঃ যুমুর্ষুঃ) আত্মা তেন প্রদ্বোতেন (প্রকাশমানহৃদয়স্ম্যগ্রং) নিজ্জামতি (বহির্নির্গচ্ছতি) ।

[অথ বহির্গমনে দ্বারভেদানাহ—] চক্ষুষ্কো (আদিত্যালোকপ্রাপ্তার্থং চক্ষুষঃ) বা, মূর্ধ্বে (ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তয়ে ব্রহ্মরক্তাং) বা, [জ্ঞান-কর্মাণ্যবিভেদেন] ঞ্চেভ্যঃ শরীর-দেশেভ্যঃ (অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেভ্যঃ) উৎক্রামন্তং (বহির্নির্গচ্ছন্তং) তম্

(আত্মানম্) অমু (লক্ষ্যকৃত্য) প্রাণঃ (পঞ্চবৃত্ত্যাশ্রকঃ) উৎক্রামতি ; প্রাণম্ উৎক্রামন্তং অমু, সর্কে প্রাণাঃ (বাগাদয়ঃ) উৎক্রামন্তি ।

[তদাপি আত্মা] সবিজ্ঞানঃ (বাসনাময়-বিশেষজ্ঞানসম্পন্নঃ) এব ভবতি ; তথা সবিজ্ঞানং (বিজ্ঞানযুক্তং যথা শ্রীং, তথা) এব অমুবক্রামতি (গন্তব্যং স্থানম্ অমুগচ্ছতি) । [তদা] বিজ্ঞা-কর্মণী (বিজ্ঞা—উপাসনা, কর্ম চ বিহিতপ্রতি-
ষিদ্ধানুষ্ঠানম্, তে) তং (পরলোকপ্রস্থিতং) সম্ভারভেতে (সম্যক্ অমুগচ্ছতঃ)
পূর্বপ্রজ্ঞা চ (প্রাক্তনকর্মফলানুভবজনিতা বাসনা চ) ॥ ২৯২ ॥ ২ ॥

মূলানুবাদ ১—[এ বিষয়ে লোকপ্রসিদ্ধি প্রদর্শন করিতে-
ছেন—] এবংবিধ মুমূষুকে লক্ষ্য করিয়া লোকে বলিয়া থাকে যে,
[এখন ইহার] চক্ষুরিন্দ্রিয় হৃদয়ে যাইয়া একীভূত হইতেছে, অতএব
দর্শন করিতেছে না ; শ্রবণেন্দ্রিয় একীভূত হইতেছে ; অতএব আত্মাণ
করিতেছে না ; জিহ্বা একীভূত হইতেছে, অতএব রসাস্বাদ করিতে
পারিতেছে না ; বাগিন্দ্রিয় একীভূত হইতেছে ; অতএব কথা বলিতেছে
না ; শ্রবণেন্দ্রিয় একীভূত হইতেছে ; অতএব শব্দ শ্রবণ করিতেছে না ;
মনঃ একীভূত হইতেছে ; অতএব চিন্তা করিতেছে না ; ত্বগিন্দ্রিয়
একীভূত হইতেছে ; অতএব স্পর্শানুভব করিতেছে না ; বুদ্ধি একীভূত
হইতেছে ; অতএব বিশেষ বিজ্ঞান লাভ করিতেছে না ।

সে সময়ে সেই এই হৃদয়ের অগ্রভাগ অর্থাৎ আত্মা যে পথে নির্গত
হইবে, সেই নাড়ীদ্বার আত্মজ্যোতিঃ দ্বারা উদ্ভাসিত হয় ; সেই হৃদয়াগ্র-
পথে আত্মা নির্গত হয় । [ভবিষ্যৎ ফলানুসারে বহির্গমনের পথ
অনেকপ্রকার হইতে পারে, এখন তাহা বলিতেছেন—] সূর্যালোকে
যাইতে হইলে চক্ষুঃ-পথে, ব্রহ্মলোকে যাইতে হইলে, ব্রহ্মরন্ধ্রপথে,
[অন্যান্য স্থানে যাইতে হইলে,] অন্যান্য শরীরাবয়ব দ্বারা নিষ্ক্রান্ত হয় ।
আত্মা উৎক্রমণ করিবার সময়, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া প্রাণ উৎক্রমণ
করিতে থাকে ; প্রাণ উৎক্রমণ করিতে উদ্বৃত্ত হইলে, তাহাকে লক্ষ্য
করিয়া অপর সমস্ত প্রাণ বা ইন্দ্রিয়বর্গ উৎক্রমণ করিতে থাকে ।
[উৎক্রমণ কালেও] আত্মা বিজ্ঞানসম্পন্নই (জ্ঞানবাসনায়ুক্তই) থাকে,
এবং সেই বিজ্ঞান সহকারেই পরলোকে প্রস্থান করে । তখন তাহার

ঐহিক উপাসনা ও কর্ম এবং প্রাক্তন জ্ঞানসংস্কারও সঙ্গে সঙ্গে অনুগমন করিতে থাকে ॥ ২৯২ ॥ ২ ॥

শাক্ষভাষ্যম্ :—একীভবতি করণজাতং যেন লিঙ্গাশ্রনা, তদৈনং পার্শ্বহা আহঃ পশুতীতি ; তথা ব্রাহ্মদেবতানিবৃত্তৌ ব্রাহ্মমেকীভবতি লিঙ্গাশ্রনা, তদা ন জিহ্রতীত্যাহঃ । সমানমন্ত্ৰং । জিহ্বায়াং সোমো বরুণো বা দেবতা, তন্নিবৃত্ত্যাপেক্ষয়া ন রসয়তে ইত্যাহঃ । তথা ন বদতি ন শৃণোতি ন মনুতে ন স্পৃশতি ন বিজানাতীত্যাহঃ । তদা উপলক্ষ্যতে দেবতানিবৃত্তিঃ, করণানাঞ্চ হৃদয়ে একীভাবঃ । তত্র হৃদয়ে উপসংহৃতেষু করণেষু যোহন্তর্ক্যাপারঃ, স কথ্যতে,—তন্ত্ৰ হ এতন্ত্ৰ প্রকৃতন্ত্ৰ হৃদয়ন্ত্ৰ হৃদয়চ্ছিন্নস্তেত্যেতৎ, অগ্নাং নাড়ীমুখং নির্গমনদ্বারাং প্রত্যোততে, স্বপ্নকাল ইব যেন ভাসা তেজোমাত্রাদানকৃতেন, যেনৈব জ্যোতিষা আত্মনৈব চ ; তেনাশ্রজ্যোতিষা প্রত্যোতেন হৃদয়াগ্ৰেণ, এব আত্মা বিজ্ঞানমন্ত্ৰঃ লিঙ্গোপাধিঃ নির্গচ্ছতি নিজ্জামতি । তথা আধর্ক্যে—“কস্মিন্ স্বপ্নশ্চক্রান্ত উৎক্রান্তো ভবিষ্যামি, কস্মিন্ বা প্রতিষ্ঠিতে প্রতিষ্ঠাস্তামীতি, স প্রাণ-মসৃজত” ইতি । ১

টীকা । তর্হি ভোক্তোপসংহৃতং চক্ষুরত্যন্তাভাবীভূতমিত্যাশঙ্ক্যাহ—একীতি । উক্তেহর্থে লোকপ্রসিদ্ধিং দর্শয়তি—তদেতি । চক্ষুষি দর্শিতং শ্রাব্যং ব্রাহ্মেহতিদিশতি—তথেন্তি । যথা চক্ষুর্দেবতায়্য নিবৃত্তৌ লিঙ্গাশ্রনা চক্ষুরেকীভবতি, তথা ব্রাহ্মদেবতাংশস্ত ব্রাহ্মানুগ্রহনিবৃত্তি-দ্বারেণাংশিদেবতায়ৈকো লিঙ্গাশ্রনা ব্রাহ্মমেকীভবতীত্যর্থঃ । তন্নিবৃত্ত্যাপেক্ষয়া বরুণাদিদেবতায়্য জিহ্বাশ্রামনুগ্রহনিবৃত্তৌ জিহ্বায়া লিঙ্গাশ্রনৈক্যব্যাপেক্ষয়েত্যর্থঃ । তত্তদনুগ্রাহকদেবতাংশস্ত তত্র তত্রানুগ্রহনিবৃত্ত্যা তত্তদংশিদেবতাপ্রাপ্তৌ তত্তৎকরণস্ত লিঙ্গাশ্রনৈক্যং ভবতীত্যন্তি-প্রত্যাহ—তথেন্তি । মরণদশায়াং রূপাদিদর্শনরাহিত্যমর্থদ্বয়সাধকমিত্যাহ—তদেতি । তন্ত্ৰ হৈতন্তেত্যাদি বাক্যমুপাদত্তে—তত্রেন্তি । মুমূর্ষাবস্থা সপ্তমার্থঃ । কেনারং প্রত্যোতো ভবতীত্য-পেক্ষায়ামাহ—অপ্নেন্তি । যথা স্বপ্নকালে যেন ভাসা । যেন জ্যোতিষা প্রস্বপিতীতি ব্যাখ্যাস্তম্, তথাত্রাপি তেজোমাত্রাণাং যদাদানং, তৎকৃতেন বাসনারূপেণ প্রাপ্তকলবিষয়-বুদ্ধিবৃত্তিরূপেণ যেন ভাসা যেন চাক্ষুশা চৈতন্ত-জ্যোতিষা হৃদয়াগ্রপ্রত্যোতনমিত্যর্থঃ । তস্তার্থত্রয়াং দর্শয়তি—তেনেন্তি । কিমিতি লিঙ্গদ্বারাক্ষনো নির্গমনং প্রতিজ্ঞায়তে, তত্রাহ—তথেন্তি । ১

তত্র চ আত্মচৈতন্তজ্যোতিঃ সর্বদাভিব্যক্ততরম্, তদুপাধিদ্বারা হাশ্রনি অন্ত-মরণগমনাগমনাদি-সর্ববিক্রিয়ালক্ষণঃ সংব্যবহারঃ, তদাত্মকং হি ষাৎদশবিধং করণম্ বুদ্ধাদি, তৎ সূত্রম্, তৎ জীবনম্, সোহন্তরাত্মা জগতন্তুস্বপ্নচ । তেন প্রত্যোতেন হৃদয়াগ্রপ্রকাশেন নিজ্জমমাণঃ কেন মার্গেণ নিজ্জামতীত্যাচ্যতে—চক্ষুষ্টৌ বা আদিত্যলোকপ্রাপ্তিনিমিত্তং, জ্ঞানং কর্ম বা যদি শ্রাৎ ; মূর্ধ্নৌ বা, ব্রহ্মলোক-

প্রাপ্তিনিমিত্তং চেৎ ; অন্তেষ্যো বা পরীরাবরবেত্যঃ বধাকৰ্ম
বধাশ্রুতম্ । তৎ বিজ্ঞানাত্মাননুৎক্রামন্তং পরলোকায় প্রস্থিতং পরলোকায়
উদ্ভূতাকৃতমিত্যর্থঃ । ২

যদি মরণকালে তেজোমাত্মাদানং, ন তর্হি সদা লিঙ্গোপাধিরাশ্বেত্যশঙ্ক্যাহ—তত্র চেতি ।
সপ্তম্যা লিঙ্গমুচ্যতে, সর্বদেতি লিঙ্গসত্তাদশোক্তিঃ । আত্মোপাধিভূতে লিঙ্গে কিং প্রমাণমিত্যা-
শঙ্ক্যাত্মনি কুটস্থে সংব্যবহারদর্শনমিত্যাহ—তদুপাধীতি । চক্ষুরাদিপ্রসিদ্ধিরপি প্রমাণমিত্যাহ—
তদাত্মকং হীতি । একাদশবিধং করণমিত্যভ্যুপগমাৎ কুতো দ্বাদশবিধত্বমিত্যাশঙ্ক্য বিশিনষ্টি—
বুদ্ধাদীতি । ‘বায়ুর্কৈ গোতম তৎ সূত্রম্’ ইত্যাদি শ্রুতিরপি যথোক্তে লিঙ্গে প্রমাণমিত্যাহ—
তৎ সূত্রমিতি । জগতো জীবনমপি তত্র মানমিত্যাহ—তজ্জীবনমিতি । ‘এষ সর্বভূতাস্তুরাত্মা’
ইতি শ্রুতিরপি যথোক্তং লিঙ্গং সাধরতীত্যাহ—সোহস্তুরাত্মেতি । লিঙ্গোপাধেরাত্মনো যথোক্ত-
প্রকাশেন মরণকালে হৃদয়াৎ নিষ্ক্রমণে মার্গং প্রমুখকমুত্তরবাক্যোপদিশতি—তেনে-
ত্যাদিনা । চক্ষুষ্টো বেতি বিকল্পে নিমিত্তং সূচয়তি—আদিত্যেতি । মূর্ধ্নো বেতি বিকল্পে
হেতুমা—ব্রহ্মলোকেতি । তৎপ্রাপ্তিনিমিত্তং চেৎ জ্ঞানং কর্ম বা জ্ঞাদিতি পূর্বেণ সম্বন্ধঃ ।
দেহাবরবাস্তুরেষ্যো নিষ্ক্রমণে নিরামকমা—যথেন্তি । কথং পরলোকায় প্রস্থিতমিত্যুচ্যতে,
প্রাণগমনাধীনত্বাদ্ বিজ্ঞানাত্মগমনশ্চেত্যশঙ্ক্যাহ—পরলোকায়েতি । ২

প্রাণঃ সর্বাধিকারিস্থানীয়ঃ রাজ্ঞ ইব অনুৎক্রামতি ; তঞ্চ প্রাণমনুৎক্রামন্তং
বাগাদয়ঃ সর্কৈ প্রাণা অনুৎক্রামন্তি । বধাপ্রধানাত্মাচিধ্যাসেদম্, ন তু ক্রমেণ
সার্থবদগমনমিহ বিবক্ষিতম্ । তদা এষ আত্মা সবিজ্ঞানো ভবতি—স্বপ্ন ইব
বিশেষবিজ্ঞানবান্ ভবতি কর্মবশাৎ, ন স্বতন্ত্রঃ । স্বাতন্ত্র্যেণ হি সবিজ্ঞানত্বে
সর্কঃ কৃতকৃত্যঃ শ্রাৎ ; নৈব তু তল্লভ্যতে ; অতএবাহ ব্যাসঃ,—“সদা তদ্ব্যব-
ভাবিতঃ” ইতি । কর্মণা তু উদ্ভাব্যমানেন অন্তঃকরণবৃত্তিবিশেষাপ্রিতবাসনাত্মক-
বিশেষবিজ্ঞানেন সর্কো লোক এতস্মিন্ কালে সবিজ্ঞানো ভবতি ; সবিজ্ঞানমেব চ
গন্তব্যম্ অববক্রামতি অনুগচ্ছতি, বিশেষবিজ্ঞানোদ্ভাসিতমেবেত্যর্থঃ । তস্মাৎ
তৎকালে স্বাতন্ত্র্যার্থং যোগধর্ম্যানুসেবনম্, পরিসংখ্যানাত্ম্যাসচ্চ, বিশিষ্টপুণ্যো-
পচয়চ্চ শ্রদ্ধধানৈঃ পরলোকার্থিভিরপ্রমত্তৈঃ কর্তব্য ইতি । সর্বশাস্ত্রাণাং যত্নতো
বিধেয়োহর্থঃ—দুশ্চরিতাচ্চোপরমণম্ । ৩

ননু জীবন্ত প্রাণাদি-তাদাত্মো সতি কথমনুশঙ্কেন ক্রমো বিবক্ষ্যতে, তত্রাহ—বধা-
প্রধানেতি । প্রধানমনতিক্রম্য হীরমন্যাত্মানেচ্ছা । তথা চ জীবাদেঃ প্রাধাত্মাভিপ্রায়েণানু-
শঙ্কপ্রয়োগো ন ক্রমাভিপ্রায়েণ, দেশকালভেদাত্মবাদিত্যর্থঃ । সার্থে সমূহে, ব্যক্তিষু ক্রমেণ
গমনং দৃশ্যতে, ন তথা প্রাণাদিবিধি ব্যতিরেকঃ । যদুক্তং হৃদয়াগ্রপ্রদোতনং, তৎ সবিজ্ঞান-
শ্রুত্যা একটয়তি—তদেতি । কর্মবশাদিতি বিশেষণং সাধরতি—নেতি । বিপক্ষে দোষমা—
স্বাতন্ত্র্যেণেতি । ইষ্টাপত্তিমাশঙ্ক্যাহ—নৈবেতি । মুমূর্ষোরথাত্মো মানমাহ—অত এবেন্তি ।

কৰ্মবশাদুক্তং সবিজ্ঞানত্বমুপসংহরতি—কৰ্মণেতি । অস্তঃকরণস্ত বৃত্তিবিশেষো জ্ঞাবিদেহ-
বিষয়স্তদাশ্রিতং তদ্রূপং যদাসনাস্থকং বিশেষবিজ্ঞানং, তেনেতি যাবৎ । ত্রিমাণস্ত সবিজ্ঞানত্বে
সত্যর্থসিদ্ধমর্থমাহ—বিজ্ঞানমেবেতি । গন্তব্যস্ত সবিজ্ঞানত্বং বিজ্ঞানাত্ময়ত্বমিত্যাশঙ্ক্য বিশিনষ্টি—
বিশেষেতি । প্রাগেবোক্তান্তেঃ সবিজ্ঞানত্ববাদিশ্রুতেন্ত্যাপর্যমাহ—তস্মাদিতি । পুরুষস্ত
কৰ্ম্মানুসারিত্বং তচ্ছঙ্কার্থঃ । যোগশ্চিন্তবৃত্তিনিরোধঃ তস্ত ধৰ্ম্মা যমনিয়মপ্রভৃতয়ঃ, তেষামনু-
সেবনং পুনঃ পুনরাবর্তনম্ । পরিসংখ্যানাত্যাসো যোগানুষ্ঠানম্ । কৰ্ত্তব্য ইতি প্রকৃতশ্রুতে-
বিধেমোহর্থ ইতি শেষঃ । ৩

ন হি তৎকালে শক্যতে কিঞ্চিৎ সম্পাদয়িতুন্, কৰ্ম্মণা নীয়মানস্ত স্বাতন্ত্র্যা-
ভাবাৎ ; “পুণ্যো বৈ পুণ্যেন কৰ্ম্মণা ভবতি, পাপঃ পাপেন” ইত্যুক্তম্ । এতস্ত
হি অনর্থশ্চোপশমোপায়বিধানায় সৰ্ব্বশাখোপনিষদঃ প্রবৃত্তাঃ ; ন হি তদ্বিহিতো-
পায়ানুসেবনং মুক্তা আত্যন্তিকোহস্তানর্থশ্চোপশমোপায়োহন্তি । তস্মাদত্রৈবো-
পনিষদ্বিহিতোপায়ে যদ্রূপবৈৰ্ভবিতব্যমিত্যেষ প্রকরণার্থঃ । ৪

কিঞ্চ পুণ্যোপচয়কৰ্ত্তব্যতাক্রমেহর্থ সৰ্ব্বমেব বিধিকাণ্ডং পথ্যবসিতমিত্যাহ—সৰ্ব্বশাস্ত্রাণা-
মিতি । সৰ্ব্বশাস্ত্রাদাগামিচ্ছারিতাদুপরমণং কৰ্ত্তব্যমিত্যঙ্গিরসে নিবেদনশাস্ত্রমপি পথ্যবসিত-
মিত্যাহ—দুশ্চরিতাচেতি । ননু পূৰ্ব্বং যথেষ্টচেষ্টাং কৃত্বা মরণকালে সৰ্ব্বমেতৎ সম্পাদয়িত্বা, তে-
নেত্যাহ—ন হীতি । কৰ্ম্মণা নীয়মানত্বে মানমাহ—পুণ্য ইতি । তর্হি পুণ্যোপচয়াদেব যথোক্তা-
নর্থনিবৃত্তেকার্য্যং তত্ত্বজ্ঞানমিত্যাশঙ্ক্যাহ—এতন্তেতি । উপশমোপায়স্তত্ত্বজ্ঞানং, তস্ত বিধানং
প্রকাশনং তদর্থমিতি যাবৎ । দেবতাধ্যানাদনর্থো নিবর্ত্তিয্যতে, কিং তত্ত্বজ্ঞানেনেত্যাশঙ্ক্যাহ—
ন হীতি । তদ্বিহিতেতি তচ্ছঙ্কেন প্রকৃতাঃ সৰ্ব্বশাখোপনিষদো গৃহ্যন্তে । বিধাতুরেণানর্থ-
শ্চংসাসিদ্ধৌ ফলিতমাহ—তস্মাদিতি । জ্ঞাপিতঃ সবিজ্ঞানবাক্যেনেতি শেষঃ । ৪

শকটবৎ সমুত্তমস্তার উৎসর্জন্ যাতিত্যাশঙ্কম্ ; কিং পুনস্তস্ত পরলোকায়
প্রবৃত্তস্ত পথ্যদনং শাকটিকসম্ভারস্থানীয়ম্, গত্ত্বা বা পরলোকং যদুৎক্ষে, শরীরাত্মা-
রম্ভকং চ যৎ, তৎ কিম্—ইত্যাচ্যতে—তৎ পরলোকায় গচ্ছন্তম্ আত্মানং বিত্তা-
কৰ্ম্মণী—বিত্তা চ কৰ্ম্ম চ বিত্তাকৰ্ম্মণী ; বিত্তা সৰ্ব্বপ্রকারা—বিহিতা, প্রতিবিদ্ধা চ,
অবিহিতা, অপ্রতিবিদ্ধা চ । তথা কৰ্ম্ম—বিহিতম্, প্রতিবিদ্ধক, অবিহিতম্,
অপ্রতিবিদ্ধক, সমব্রতেভেতে সম্যক্ অবব্রতেভেতে অব্রতেভেতে অনুগচ্ছতঃ ; পূৰ্ব্ব-
প্রজ্ঞা চ—পূৰ্ব্বানুভূতবিষয়া প্রজ্ঞা পূৰ্ব্বপ্রজ্ঞা অতীতকৰ্ম্মফলানুভববাসনেত্যর্থঃ । ৫

বৃত্তমনুষ্ট প্রম্পূৰ্ব্বকমুত্তরবাক্যমবত্যা ব্যাচষ্টে—শকটবদিত্যাदिना । বিহিতা বিত্তা
ধ্যানাত্মিকা । প্রতিবিদ্ধা নগ্নস্ত্রীদর্শনাদিরূপা । অবিহিতা ঘটাদিবিষয়া । অপ্রতিবিদ্ধা পথি
পতিততৃণাদিবিষয়া । বিহিতং কৰ্ম্ম যাগাদি । প্রতিবিদ্ধং ব্রহ্মহননাদি । অবিহিতং গমনাদি ।
অপ্রতিবিদ্ধং নেত্রপক্ষবিক্ষেপাদি । ৫

স চ বাসনা অপূৰ্ব্বকৰ্ম্মারম্ভে কৰ্ম্মবিপাকে চাপ্য ভবতি ; তেন অসাবপি

অস্বাভতে ; ন হি তয়া বাসনয়া বিনা কৰ্ম কৰ্ত্ত্বং ফলফোপভোগ্যং শক্যতে ; নহি অনভ্যস্তে বিষয়ে কৌশলমিচ্ছিয়াণাং ভবতি ; পূৰ্বানুভববাসনাং প্রবৃত্তানাং তু ইচ্ছিয়াণাম্ ইহাভ্যাসম্ অন্তরেণ কৌশলম্ উপপত্ততে । দৃশ্যতে চ কেষাঞ্চিং কাস্মচিৎ ক্রিয়ানু চিত্রকৰ্মাদিলক্ষণানু বিনৈব ইহ অভ্যাসেন, অন্যত এব কৌশলম্ ; কাস্মচিদত্যস্তনৌকর্য্যাক্রান্ত্যপি অকৌশলং কেষাঞ্চিং ; তথা বিষয়োপভোগেষু স্বভাবত এব কেষাঞ্চিং কৌশলাকৌশলে দৃশ্যতে । ৬

বিভাকৰ্মণোরূপভোগসাধনত্বপ্রসিদ্ধেরদ্বারস্তেহপি কিমিত্যদ্বাভতে বাসনেত্যাশক্যাহ—সা চেতি । অপূৰ্বকৰ্ম্মারম্ভাদাবধঃ পূৰ্ববাসনেত্যত্র হেতুমাহ—ন হীতি । উক্তমেব হেতুমুপ-
পাদয়তি—ন হীত্যাदिना । ইচ্ছিয়াণাং বিষয়ে কৌশলমনুষ্ঠানে প্রযোজকং, তচ্চ ফলোপভোগে হেতুঃ । ন চান্তরেণাভ্যাসমিচ্ছিয়াণাং বিষয়ে কৌশলং সম্ভবতি । তস্মাদনুষ্ঠানাদি অভ্যাসাধীন-
মিত্যর্থঃ । তথাপি কথং পূৰ্ববাসনা কৰ্ম্মানুষ্ঠানাদাবধমিত্যাশক্যাহ—পূৰ্বানুভবেতি । তত্র লোকানুভবং প্রমাণয়তি—দৃশ্যতে চেতি । চিত্রকৰ্ম্মাদীত্যাदिशकेन প্রাসাদনিৰ্ম্মাণাদি গৃহ্যতে । পূৰ্ববাসনোদ্ভবকৃতং কার্য্যমুক্তা তদভাবকৃতং কার্য্যমাহ—কাস্মচিদিতি । রজ্জুনিৰ্ম্মাণাদিধিতি যাবৎ । তত্রৈবোদাহরণমৌলভ্যমাহ—তথেন্তি । ৬

তচ্চৈতৎ সৰ্ব্বং পূৰ্বপ্রজ্ঞোদ্ভবানুভবনিমিত্তম্, তেন পূৰ্বপ্রজ্ঞয়া বিনা কৰ্ম্মণি বা ফলোপভোগে বা ন কস্মচিৎ প্রবৃত্তিরূপপত্ততে ; তস্মাদেতৎ ত্রয়ং শাকটিক-
সম্ভারস্থানীয়ং পরলোকপথ্যদনং বিজ্ঞা-কৰ্ম্ম-পূৰ্বপ্রজ্ঞাখ্যম্ । যস্মাদ্বিজ্ঞাকৰ্ম্মণী পূৰ্ব-
প্রজ্ঞা চ দেহাস্তরপ্রতিপত্ত্যোপভোগসাধনম্, তস্মাদ্বিজ্ঞাকৰ্ম্মাদি শুভমেব সমাচরেৎ,
যথা ইষ্টদেহসংভোগোপভোগৌ শ্রাতামিতি প্রকরণার্থঃ ॥২৯২॥২॥

তত্র হেতুস্তরমাশ্রয় পরিহরতি—তচ্চেন্তি । কৰ্ম্মানুষ্ঠানাদৌ পূৰ্বপ্রজ্ঞয়া হেতুমুপ-
সংহরতি—তেনেন্তি । সম্ভারস্তবচনার্থং নিগময়তি—তস্মাদিতি । তত্রৈব তাৎপর্য্যার্থমাহ—
যস্মাদিতি ॥২৯২॥২॥

ভাষ্যানুবাদ :—[মৃত্যু সময়ে] করণসমূহ (ইন্দ্রিয়নিচয়) স্বীয় লিঙ্গ-
দেহের সহিত সম্মিলিত হয় ; তখন পার্শ্বস্থ লোকেরা ইহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া
থাকে—‘এখন দেখিতে পাইতেছে না’ । এইরূপ ঘ্রাণেন্দ্রিয়ও লিঙ্গদেহে মিলিত
হয় ; তখন বলিয়া থাকে যে, ‘আস্রাণ করিতেছে না’ । অগ্ন্যাগ্নি কথার অর্থও
এতদনুরূপ । জ্বিহবার দেবতা হইতেছেন চন্দ্র অথবা বরুণ ; তাঁহার নিবৃত্তি হইলে
লোকে বলিয়া থাকে যে, ‘রসাস্বাদ করিতেছে না’ । সেই সময়েই ইন্দ্রিয়াধি-
ষ্ঠাত্রী দেবতাসমূহের নিবৃত্তি ও প্রাণপ্রভৃতি করণসমূহের হৃদয়মধ্যে একীভাব
বুঝিতে পারা যায় । চক্ষুঃপ্রভৃতি করণবর্গ হৃদয়মধ্যে সমাহৃত হইলে পর, দেহা-
ভ্যস্তরে যে লম্বস্ত ব্যাপার হইতে থাকে, তাহা বলা হইতেছে—তখন সেই এই

হৃদয়ের অর্থাৎ হৃদয়স্থিত রক্তের বা আকাশের অগ্রভাগ—নাড়ীমূখ অর্থাৎ যে স্থান হইতে নাড়ীসমূহ চতুর্দিকে প্রসৃত হইরাছে, আত্মনির্গমনের দ্বারস্বরূপ সেই নাড়ীমূখ—স্বপ্নসময়ে যেসকল ইন্দ্রিয়শক্তি সমাহরণের ফলে আত্মজ্যোতিঃ দ্বারা উদ্ভাসিত হয়, সেইরূপ স্বীয় আত্মজ্যোতিঃ দ্বারাই উদ্ভাসিত হয় ; লিঙ্গ-শরীরোপাধিব্যুক্ত বিজ্ঞানময় আত্মা সেই প্রদীপ্ত হৃদয়প্রাণ দ্বারা দেহ হইতে নিষ্কাশিত হয় । আত্মকর্ষণ উপনিষদেও এইরূপ কথা আছে, [—‘প্রাণ বিজ্ঞানী করিল—’] কে উৎক্রমণ করিলে অর্থাৎ দেহত্যাগ করিলে, আমি উৎক্রমণ করিব, এবং কে দেহে প্রতিষ্ঠিত থাকিলে আমি প্রতিষ্ঠিত থাকিব ; [এই ব্যবহার অস্ত্র] তিনি প্রাণ সৃষ্টি করিলেন’ ইতি । ১

সেই হৃদয়মধ্যেই আত্মচৈতন্য-জ্যোতিঃ সর্বসময়ে সমধিক অভিযুক্ত থাকে, এবং সেই হৃদয়প্রধান সূক্ষ্মশরীররূপ উপাধির সহিত সহস্র বশতই আত্মার জন্ম, মরণ, গমন ও আগমন প্রভৃতি বিকারাত্মক সর্বপ্রকার সাংসারিক ব্যবহার হইয়া থাকে ; বুদ্ধিপ্রভৃতি দ্বাবশপ্রকার করণ বা ভোগসাধনও তদাত্মক (ঐ লিঙ্গদেহ-ময়) (১) ; এবং তাহাই সূত্র (সর্বপ্রাণীতে অনুস্রাত), তাহাই জীবন, এবং তাহাই স্থাবর-জঙ্গমাাত্মক জগতের অন্তরাত্মা । আত্মা সেই হৃদয়প্রাণ-প্রকাশের সাহায্যে নিষ্কাশিত হইবার সময় যে যে পথে নির্গত হয়, এখন তাহা বলা হইতেছে—আদিত্যালোক-প্রাপ্তির উপযুক্ত জ্ঞান বা কৰ্ম যদি কাহারও থাকে, তাহা হইলে, সে চক্ষু হইতে (ঐ চক্ষুঃপথে নিষ্কাশিত হয়) ; অথবা যদি কাহারও ব্রহ্মলোক লাভের উপযুক্ত সাধন বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে, মুখস্থান হইতে অর্থাৎ ব্রহ্মরূপথে নিষ্কাশিত হয় ; অথবা সুমুখুর জ্ঞান ও কৰ্ম্মানুসারে অপরাপর দেহাবস্রব-পথেও [নিষ্কাশিত হয়] । সেই বিজ্ঞানাত্মা জীব যখন উৎক্রমণ করে,— পরলোকের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করে, অর্থাৎ পরলোকে যাইবার নিমিত্ত যখন তাহার অভিলাষ প্রকাশ পায়, তখন, রাজকীয় প্রধান পুরুষের স্তায়, দৈহিক প্রাণও তাহার সঙ্গে সঙ্গে উৎক্রমণ করে, এবং সেই প্রাণ উৎক্রমণ করিবার সময়ে, বাক্-প্রভৃতি সমস্ত প্রাণই তাহার সঙ্গে সঙ্গে উৎক্রমণ করিয়া থাকে । ২

এখানে যাহা বলা হইল, প্রধানের অনুগমন বা অনুসরণপদ্ধতি জ্ঞাপন করাই তাহার উদ্দেশ্য ; কিন্তু দলবদ্ধ ব্যক্তিরা যেসকল ক্রমশঃ পর পর গমন করিয়া

(১) তাৎপৰ্য্য—বুদ্ধি, মন ও চক্ষুঃ প্রভৃতি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, এবং বাক্ প্রভৃতি পঞ্চ কৰ্ম্মেন্দ্রিয়, এই দশপ্রকার করণ অর্থাৎ আত্মার ভোগসাধন ঐ লিঙ্গদেহ মধ্যে অধিষ্ঠিত থাকে ।

